বাংলার মৃৎশিল্প—সূক্ষ্ম রুচি ও কারুকলার সমন্বয়

নিবেদন

১৩৬৫ সালের বর্ষপঞ্জী প্রকাশিত হইল; এই সঙ্গে ইহা ১২শ বর্ষে পদার্পণ করিল। এই উপলক্ষে আমরা বর্ষপঞ্জীর অগণিত পাঠক-পাঠিকা, শুভানুধ্যায়ী ও পৃষ্ঠপোষকগণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। তাঁহাদের অকুণ্ঠ সাহায্যের ফলেই বর্ষপঞ্জী প্রাথমিক বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করিয়া সাফল্যের পথে পদক্ষেপ করিতে সক্ষম হইয়াছে।

পুস্তক প্রকাশন-এর ক্ষেত্রে বর্তমানে বহু বাধা বিদ্যমান। তথাপি যে সকল গুণের জন্য বর্ষপঞ্জী সুধীজনের শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছে, তাহা অক্ষুন্ন রাখিতে চেষ্টার কোন ত্রুটি করা হয় নাই। ইহার বিষয় সূচীর বৈচিত্র্য, উন্নত মুদ্রণ, শোভন অঙ্গসজ্জা ও উত্তম বাঁধাই সহজেই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। কাগজের মহার্ঘতা ও আনুসঙ্গিক ব্যয়বাহুল্যের জন্য পুস্তক প্রকাশের ব্যয় সম্প্রতি অতিশয় বৃদ্ধি পাইয়াছে। সেই হিসাবে বর্ষপঞ্জীর মত একখানা বৃহদায়তন তথ্য-গ্রন্থের মূল্য স্বল্প বলিয়াই বিবেচিত হইবে।

যে সকল প্রখ্যাত সাহিত্যিক, বিজ্ঞানী, অর্থনীতিক ও সাংবাদিক বর্ষপঞ্জীর বর্তমান সংস্করণ সংকলনে সহযোগিতা করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে আছেন ডঃ নৃপেন্দ্রনাথ সেন, শ্রীঅতুল সুর, শ্রীকৃষ্ণ ধর, শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস, শ্রীসুধাংশুভূষণ রায়, শ্রীপঙ্কজ দত্ত, শ্রীক্ষেত্রনাথ রায় ও শ্রীনিখিল সেন। তাঁহাদের সকলকেই আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

গ্রন্থের তথ্যাদি যাহাতে নির্ভুল হয় তজ্জন্য সকল সম্ভাব্য সতর্কতা অবলম্বন করা হইয়াছে। তথাপি পাঠক-পাঠিকার চোখে যদি কোন ত্রুটি ধরা পড়ে, তবে তাহা আমাদিগকে জানাইলে উপকৃত হইব। নমস্কারান্তে নিবেদন ইতি।

বিনীত সম্পাদক

বিষয় সূচী

বর্ণানুক্রমিক সূচীপত্র

দুই সওদাগরের গল্প

কারবারে উন্নতি হয় —শরীর ঠিক থাকলে!

① রাজুর দোকান রোজই খোলা থাকে—তার খরিদ্দার কখনো ফিরে যায় না।

② সে বলে, "অসুখ-বিসুখ হ'য়ে পড়ে থাকা কি আমার পোষায়; বিক্রী চললে তবে ত মুনাফা পাব!"

③ ম্যালেরিয়া কখনো রাজুকে কাবু করতে পারে না। নিয়মিত 'প্যালুড্রিন' খেয়ে ম্যালেরিয়াকে সে কাছে ঘেঁষতে দেয় না।

① গোপালের দোকানটা দেখুন—এখনো খোলেইনি। কোথায় বিক্রী আর কোথায় বা মুনাফা।

② গোপালকে আবার ম্যালেরিয়ায় ধরেছে। ঘন ঘন জ্বর হচ্ছে তবুও তার খেয়াল নেই।

③ খরিদ্দাররা ফিরে যায়—কারবার প্রায় অচল—তার কারণ গোপাল ম্যালেরিয়াকে ঠেকাবার জন্য কোন ওষুধ খায় না।

আপনি এ ভুল করবেন না। মনে রাখবেন, সপ্তাহে একটি ক'রে 'প্যালুড্রিন'-এর বড়ি নিয়মিত খেলে ম্যালেরিয়া ধারে-কাছে ঘেঁষতে পারে না।

'প্যালুড্রিন'

ম্যালেরিয়া নিবারণ করে

সব সময় খাওয়ার পর এক গ্লাস জলের সঙ্গে 'প্যালুড্রিন' খাবেন।

ICI

ইম্পিরিয়্যাল কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড

ICP 706

দন্তমঞ্জনে
নবপর্যায়
সুবিখ্যাত বীজবারক
ডেন্টনিক
ক্লোরোফিল সহযোগে
অধিকতর শক্তিশালী
নির্মল মুখগহ্বর
দৃঢ় দন্ত ও মাঢ়ী
দুর্গন্ধহীন প্রশ্বাস
ক্লোরোফিল
ডেণ্টনিক দন্ত
মঞ্জনে সহজলভ্য
হইবে
DENTONIC
ANTISEPTIC
TOOTH POWDER
বেঙ্গল কেমিক্যাল
কলিকাতা · বোম্বাই · কানপুর

বিজ্ঞাপন সূচী

প্রকাশক : শ্রী এস. আর. সেনগুপ্ত—২৫এ, চিত্তরঞ্জন এ্যাভেন্যু, কলিকাতা-২৫।

মুদ্রক : শ্রীসমরেন্দ্রভূষণ মল্লিক—বাণী প্রেস, ১৬, হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬।

চিত্তরঞ্জন রেলইঞ্জিন নির্মাণের কারখানা

সালতামামী

মহাকালের পৃষ্ঠায় ১৩৬৪ সনটি এক বিশেষ মর্যাদায় চিহ্নিত হইয়া থাকিবে। এই বৎসরেই মানুষের কৃত্রিম চাঁদ বা উপগ্রহ সৃষ্টির প্রচেষ্টা সার্থক হইয়াছে। রাশিয়ার 'স্পুটনিক' (দ্বিতীয়) এবং আমেরিকার 'এক্সপ্লোরার' মহাশূন্যে নিরন্তর প্রবলবেগে পৃথিবী পরিক্রমা করিতেছে এবং সম্ভবত আরও কিছুকাল করিতে থাকিবে। এই যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক বিপ্লব একাধারে বিপুল সম্ভাবনা ও ভয়ঙ্কর আশঙ্কায় পূর্ণ। মানুষ আজ চরম পরীক্ষার সম্মুখীন।

পৃথিবীর আকাশে কৃত্রিম চাঁদের উদয় হইলেও, আন্তর্জাতিক আকাশ কিন্তু তেমনি অন্ধকার রহিয়াছে। মানুষ বহু আশা-আকাঙ্খা লইয়া একটি নূতন বৎসরকে বরণ করিয়া লয়। এই কারণেই নববর্ষের প্রথম দিনটি পরম উৎসবের দিন; চির-পুরাতনের মধ্যেও উহা চির-নূতন। কিন্তু ১৩৬৪ সালের প্রারম্ভে আমরা যাহা চাহিয়াছিলাম তাহা কি সফল হইয়াছে? পূর্ব ও পশ্চিমের শক্তি-শিবির দুইটির মধ্যে সন্দেহ ও অবিশ্বাসের প্রাচীর তেমনি অটুট রহিয়াছে, মাঝে মাঝে হিংসার বুদবুদ এখানে সেখানে ফাটিয়া পড়িতেছে। মানবের তৃষিত আত্মা শান্তির জন্য তেমনি কাঁদিয়া মরিতেছে। যাহাহোক, আমরা এই প্রবন্ধে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির সম্যক রূপটি ক্রমশঃ পরিস্ফুট করিতে প্রয়াস পাইব।

ভারত

ভারতের দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন কেবলমাত্র শেষ হইয়াছে, তখনও উহার জের মিটিয়া যায় নাই। নির্বাচন উপলক্ষে সারাভারতে যে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি হইয়াছিল, ধীরে ধীরে তাহা স্তিমিত হইয়া আসিতেছে; বিভিন্ন রাজ্যে মন্ত্রিসভা গঠনের তোড়জোড় চলিয়াছে। ভারতীয় রাজনীতির এই পটভূমিকায় ১৩৬৪ সালের আবির্ভাব।

আলোচ্য বৎসরের ঘটনাবলী পর্যালোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই যে বিষয়টি উল্লেখযোগ্য, তাহা হইল ভারতের আর্থিক সঙ্কট। পূর্ব হইতেই দেশে যে অর্থকৃচ্ছ্রতা বিরাজ করিতেছিল, নানাকারণে গতবৎসর তাহা এত তীব্র হইয়া ওঠে যে, উহার আঘাতে জাতীয়-জীবন প্রায় বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল।

নিত্যপ্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনিসের, বিশেষতঃ খাদ্যশস্যের মূল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে পাইতে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া যায়। এই মূল্য বৃদ্ধির ফলে জনসাধারণের মধ্যে যে অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হইয়া ওঠে—দেশব্যাপী নানা বিক্ষোভ ও ধর্মঘটের মধ্য দিয়া তাহা ফাটিয়া পড়ে। ডাক ও তার বিভাগের কর্মচারীদের ধর্মঘটের প্রস্তুতি এবং কলিকাতা ব্যাঙ্ককর্মীদের ধর্মঘট এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। আর্থিক বিষয় ছাড়া ১৩৬৪ সালের আর যে ঘটনাগুলি বিশেষ করিয়া দৃষ্টি আকর্ষণ করে, তাহাদের মধ্যে রাষ্ট্র-ভাষা বিতর্ক, পাঞ্জাবের হিন্দী বাঁচাও আন্দোলন, মাদ্রাজের থেবর-হরিজন সংঘর্ষ, স্বতন্ত্র নাগা এলাকা গঠন, চাগলা কমিশনের রিপোর্ট ও অর্থমন্ত্রীর পদত্যাগ এইসকল বিষয়গুলিই উল্লেখযোগ্য। আলোচ্য বর্ষে কাশ্মীর সমস্যাটিও নূতন গুরুত্ব লাভ করে।

॥ অর্থ সঙ্কট ও মূল্যবৃদ্ধি ॥

ভারতের আর্থিক ক্ষেত্রে পূর্ব হইতেই একটা সঙ্কটের ভাব বিরাজ করিতেছিল, আগেই ইহা উল্লেখ করা হইয়াছে। ১৩৬৪ সালে উহা গুরুতর আকার ধারণ করে। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য সরকার বিদেশ হইতে প্রভূত-পরিমাণ যন্ত্রপাতি, কলকব্জা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিতেছেন। ইহার জন্য যে বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যের দ্বারা তাহা মিটা তো দূরের কথা, পক্ষান্তরে গত কয়েক বৎসর যাবত ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইতে হইতে ১৯৫৬-৫৭ সালে, অর্থাৎ ১৩৬৪ সালের প্রাক্কালে, উক্ত বাণিজ্যের পরিমাণ ভয়ানক রূপে হ্রাসপ্রাপ্ত হয়। ফলে ভারতের ঘাটতির পরিমাণ অনেক বাড়িয়া যায়। গত তিন বৎসরে ভারতের বহির্বাণিজ্যের ঘাটতির পরিমাণ এইরূপ :—১৯৫৪-৫৫ সালে ৬২.৭৫ কোটি টাকা, ১৯৫৫-৫৬ সালে ৭৯.০৪ কোটি টাকা এবং ১৯৫৬-৫৭ সালে ২৩১.৩৩ কোটি টাকা। সঙ্কট যে ক্রমেই ঘনীভূত হইতেছিল তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। ক্রমাগত বৈদেশিক মুদ্রাভাণ্ডার হইতে তহবিল ভাঙ্গিয়া সরকার এই ঘাটতি পূরণ করিতেছেন। ১৯৫৫ সালে উক্ত বৈদেশিক ভাণ্ডারের পরিমাণ ছিল ৭৭২.৭২ কোটি টাকা, কিন্তু ১৯৫৭ সালে উহার পরিমাণ ৫২৬.৮৩ টাকায় হ্রাসপ্রাপ্ত হইয়াছে। একদিকে বহির্বাণিজ্য সঙ্কোচের ফলে আয় হ্রাস, আর একদিকে প্রভূত আমদানীর ফলে ব্যয় বৃদ্ধি—অর্থ সঙ্কট এই অবস্থার অনিবার্য পরিণতি।

দ্রব্যমূল্য-বৃদ্ধি অর্থ সঙ্কটের একটি অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া মাত্র। তথাপি ভারতে সাম্প্রতিক কালে যে হারে মূল্যবৃদ্ধি ঘটিয়াছে, তাহার মূলে আরও কতিপয় কারণ বিদ্যমান। প্রথমতঃ চাহিদা ও উৎপাদনের মধ্যে সামঞ্জস্য নাই।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য সরকারী মহল বিপুল পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করার ফলে জনসাধারণের হাতে অধিকতর অর্থাগম হইতেছে এবং তাহাদের দিক হইতে বিবিধ পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু এই চাহিদার অনুপাতে উৎপাদন বৃদ্ধি পায় নাই। এইসঙ্গে সরকার কর্তৃক বাজারে অধিক পরিমাণে নোট প্রচলনের কথাটিও মনে রাখিতে হইবে। ১৯৫৫ সালের মার্চ মাসে ভারতে চালু নোটের পরিমাণ ছিল ১২৮৭'৫৭ কোটি টাকা। ১৯৫৭ সালের মার্চ মাসে উহা ১৫৩৭'৮৬ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পাইয়াছে। অর্থাৎ দুই বৎসরের মধ্যে টাকার বাজারে কিঞ্চিদধিক ২৫০ কোটি টাকার অতিরিক্ত নোট ছাড়া হইয়াছে। ইহার দ্বারা মুদ্রাস্ফীতির অনুকূল ক্ষেত্র রচনা করা হইতেছে। একদিকে ভোগ্যপণ্যের অপ্রচুর সরবরাহ এবং অন্যদিকে মুদ্রাস্ফীতি—এই অবস্থায় অর্থনীতির স্বাভাবিক নিয়মেই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পাইতে বাধ্য। এই প্রসঙ্গে সরকারী করনীতির কথাও স্বতঃই আসিয়া পড়ে। আলোচ্য বৎসরের (১৯৫৭-৫৮) বাজেটে অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী ৭৭'৮৫ কোটি টাকার নূতন কর ধার্য করার প্রস্তাব করিয়াছিলেন। চা, চিনি, কফি, তামাক, দিয়াশলাই, কেরোসিন তৈল, সিমেণ্ট, ইস্পাত, মোটর-স্পিরিট, ডিজেল তৈল, কাগজ ও উদ্ভিজ্জ তৈল প্রভৃতি পণ্য দ্রব্যের উপর নূতন ট্যাক্স ধার্য করার ফলে জীবনযাত্রার বহুক্ষেত্রে উহার প্রতিকূল প্রভাব অনুভূত হয় ও সাধারণ লোক অত্যন্ত বিব্রত বোধ করিতে থাকে। কর বৃদ্ধির সমর্থনে অর্থমন্ত্রীর একমাত্র যুক্তি যে, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার সাফল্যের জন্য অর্থের প্রয়োজন। কিন্তু করভারপিষ্ট জনসাধারণ তাঁহার এই যুক্তি স্বচ্ছন্দ চিত্তে মানিয়া লইতে পারে নাই। দেশের সকল অঞ্চল হইতেই সরকারের করনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ধ্বনিত হইয়া উঠে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে প্রতিবাদ বিক্ষোভের আকার ধারণ করে। কর বৃদ্ধির প্রতিবাদে ৩০শে মে, ১৯৫৭, কলিকাতায় যে সর্বাত্মক হরতাল পালন করা হইয়াছিল তাহা উল্লেখ-যোগ্য। দেশব্যাপী আন্দোলনের ফলে অর্থমন্ত্রী অবশেষে কোন কোন জিনিসের উপর নূতন কর ধার্য করার প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন।

খাদ্যশস্যের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধিতেই জনসাধারণ সর্বাধিক বিব্রত হইয়া পড়ে। গত বৎসর উপযুক্ত বারিপাতের অভাবে বহুস্থানে ভাল ফসল হয় নাই ; এই কারণে খাদ্যশস্যের ঘাটতি হইয়াছে। ইহা একটি সর্বভারতীয় সমস্যা হইলেও ইহার তীব্রতম প্রতিক্রিয়া অনুভূত হয় পশ্চিমবঙ্গে। কারণ সকলপ্রকার খাদ্য-শস্যের মধ্যে চাউলের মূল্যই সর্বাপেক্ষা বেশী বৃদ্ধি পায়, আর চাউল বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য বলিয়া তাহাকেই চরম ক্লেশ ও দুর্ভোগ ভুগিতে হয়। পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশপরগণা, নদীয়া, বাঁকুড়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার সর্বত্র, বিশেষ করিয়া পল্লী-

অঞ্চলে গুরুতর খাদ্যাভাব দেখা দেয়। সুন্দরবন অঞ্চলের অবস্থা প্রায় দুর্ভিক্ষের অনুরূপ হইয়া দাঁড়ায়। জনসাধারণ অবিলম্বে খাদ্যসমস্যা সমাধানের জন্য দাবী জানাইতে থাকে। সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয়ার্ধে 'দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি'র আহ্বানে কলিকাতায় আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ হয়। বিধান-সভার বিরোধীদলভুক্ত বিশিষ্ট সদস্যগণ ১৮ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭, রাইটার্স বিল্ডিং অভিমুখে একটি গণ অভিযান পরিচালনা করিয়া এই আন্দোলনের সূত্রপাত করেন ও পুলিসের হাতে গ্রেপ্তার হন। কিছুদিন ধরিয়া এই আন্দোলন চলার পরে পূজার প্রাক্কালে উহা স্থগিত রাখা হয়।

সমস্যা সমাধানে সরকারী প্রচেষ্টাঃ—আর্থিক সঙ্কট ও দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধির সাধারণ সমস্যাগুলি সম্পর্কেই এতক্ষণ আলোচনা করা হইয়াছে, কিন্তু উহা সমাধানের জন্য সরকার কি ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন, তাহাও উল্লেখ করা প্রয়োজন। দেশের আর্থিক অবস্থা উন্নত করার জন্য সরকার বিবিধ শিল্প ও কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও বৈদেশিক বাণিজ্যের প্রসার সাধন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রাথমিক লক্ষ্যই তো হইল উৎপাদন বৃদ্ধি। আর বিভিন্ন রাষ্ট্রের সহিত বাণিজ্যচুক্তি সম্পাদন করিয়া সরকার বহির্বাণিজ্য সম্প্রসারণের উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতেছেন। বাণিজ্যবৃদ্ধিকল্পে ভারতসরকার 'রপ্তানি উন্নয়ন বোর্ড' নামক একটি সংস্থা গঠন করিয়াছেন। যথা-সম্ভব অধিক বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণের জন্য সরকার কঠোরহস্তে বিদেশী ভোগ্য-পণ্যের আমদানী নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন। ইহা ছাড়া আর্থিক চাপ লাঘবের উদ্দেশ্যে ভারতসরকার বিদেশ হইতে ঋণ ও সাহায্য লাভের চেষ্টা করিতেছেন এবং উহাতে আংশিক সাফল্যও লাভ করিয়াছেন। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, জাপান, কানাডা প্রমুখ রাষ্ট্রসমূহ ও বিশ্বব্যাঙ্ক ইতিমধ্যেই ভারতকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ঋণ দান করিয়াছে। রুরকেল্লা ইস্পাত কারখানা স্থাপনের জন্য পশ্চিম জার্মানী যে সকল মালপত্র সরবরাহ করিয়াছে, তাহার মূল্য বাবদ প্রাপ্য ৬১ কোটি টাকা উক্ত রাষ্ট্র দীর্ঘ-মেয়াদী কিস্তিবন্দিহারে লইতে রাজী হইয়াছে। রাশিয়াও ভিলাই ইস্পাত কারখানার জন্য সরবরাহকৃত মালের মূল্য অনুরূপভাবে লইতে সম্মত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কলম্বো পরিকল্পনা অনুসারে ব্রিটেন, কানাডা, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র প্রভৃতি দেশের নিকট হইতে ভারত প্রভূত সাহায্যলাভ করিতেছে।

বর্তমান আর্থিক সঙ্কটে ভারতসরকার প্রশাসনিক ব্যাপারে সর্বপ্রকার ব্যয়-বাহুল্য পরিত্যাগ করিয়া যথাসম্ভব মিতব্যয়ী হইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ স্বেচ্ছায় মাসিক একহাজার টাকা কম বেতন গ্রহণ করিয়া

এই নীতির পথপ্রদর্শক হন। অতঃপর প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু ও অন্যান্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রিগণ এবং বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যপালগণ ও মন্ত্রিগণ উক্ত দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া স্বেচ্ছায় ১০% শতাংশ কম বেতন লইতে রাজী হইয়াছেন।

খাদ্যসঙ্কট মোচনের জন্য ভারতসরকার বিদেশ হইতে বিপুল পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানী করিতেছেন এবং দেশের অভ্যন্তরে শস্যসংগ্রহ ও বণ্টন নীতির সুষ্ঠু ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছেন। আংশিক বরাদ্দ প্রথা প্রবর্তন করিয়া এবং ন্যায্য মূল্যের দোকান খুলিয়া সরকার জনসাধারণের দুঃখকষ্ট দূর করার চেষ্টা করিতেছেন। পশ্চিমবঙ্গে খাদ্যাভাবের শোচনীয় অবস্থা সম্পর্কে লোকসভায় ১১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭, যে বিতর্ক হয় তাহাতে খাদ্যমন্ত্রী শ্রীঅজিত প্রসাদ জৈন ঘোষণা করেন যে, এই রাজ্যের সোয়া কোটি লোকের (মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪০% শতাংশ) খাদ্যসরবরাহের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকার গ্রহণ করিতেছেন। ঐ সময় হইতে পরবর্তী তিনমাসকাল ভারতসরকার পশ্চিমবঙ্গকে প্রতি মাসে ৮০ হাজার টন খাদ্যশস্য (৬০ হাজার টন গম ও ২০ হাজার টন চাউল) দান করেন। রাজ্যসরকারও এই সময় রাজ্যের অভ্যন্তরে চাউল সংগ্রহ করার জন্য অভিযান চালাইয়াছিলেন। টালিগঞ্জ অঞ্চলের চাউলের কলগুলিতে মজুদ চাউল অধিকার করার উদ্দেশ্যে পুলিশের নৈশ অভিযন এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

খাদ্যকমিশনঃ খাদ্যশস্যের মূল্যবৃদ্ধির কারণ ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য বিষয়গুলি সম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্য ভারতসরকার প্রখ্যাত সমাজতান্ত্রিক নেতা শ্রীঅশোক মেহতার নেতৃত্বে গতবৎসর একটি 'খাদ্য কমিশন' গঠন করিয়াছিলেন (২৪ শে জুন, ১৯৫৭)। কমিশন বিভিন্ন রাজ্য পরিভ্রমণ করিয়া প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সংগ্রহ করেন এবং তাঁহাদের রিপোর্টে প্রণয়ন করেন। খাদ্যমন্ত্রী শ্রী জৈন ১৯ শে নবেম্বর, ১৯৫৭, লোকসভায় উক্ত রিপোর্ট আলোচনার্থ উপস্থাপন করেন। রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, সম্প্রসারণশীল অর্থনীতিতে মূল্যবৃদ্ধির একটা স্বাভাবিক প্রবণতা থাকে। পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ বা পূর্ণ বিনিয়ন্ত্রণ, এই দুইটির একটিও কমিশন গ্রহণ করেন নাই ; এতদুভয়ের মাঝামাঝি কোন পন্থা গ্রহণের জন্য তাঁহারা সুপারিশ করিয়াছেন। কমিশন অনুমান করেন যে, দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষেও দেশে বার্ষিক প্রায় ২০ লক্ষ টন খাদ্যশস্যের ঘাটতি থাকিয়া যাইবে। এইজন্য তাঁহারা আগামী কয়েক বৎসর বার্ষিক ২০।৩০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য আমদানী করার উপদেশ দিয়াছেন। কমিশন দেশব্যাপী 'পরিবার নিয়ন্ত্রণ' করার জন্যও সুপারিশ করিয়াছেন।

॥ ডাক ও তার বিভাগের প্রস্তাবিত ধর্মঘট ॥

আলোচ্যবর্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের ডাক ও তার বিভাগের কর্মচারীদের প্রস্তাবিত ধর্মঘট অন্যতম বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ডাক ও তার একটি অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ; ইহার সহিত দেশের ব্যবসাবাণিজ্য ও জনসাধারণের সম্পর্ক অতি নিকট ও প্রত্যক্ষ। সুতরাং এইরূপ একটি অপরিহার্য বিভাগের কাজকর্ম অচল হইবার সম্ভাবনায় দেশবাসী শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছিল। সুখের বিষয় শেষ পর্যন্ত ধর্মঘট হয় নাই। আলোচ্য ঘটনার মূলেও যে মূল্যবৃদ্ধির প্রশ্নটি ক্রিয়াশীল ছিল, কর্মচারীদের দাবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই তাহা প্রতীয়মান হইবে। তাঁহারা সরকারের নিকট যে দাবী উত্থাপন করিযাছিলেন তাহা এইরূপ :—(১) দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া প্রথম কমিশনের সুপারিশ ও সে সম্পর্কে সরকারের পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে মাগ্‌গিভাতা বৃদ্ধি, (২) ন্যায্য মজুরী কমিটির সুপারিশ অনুসারে বেতনের হার ন্যায্য স্তরে ধার্য ও (৩) মাগ্‌গিভাতা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত নীতি অনুসারে মাগ্‌গিভাতার অর্ধাংশ মূল বেতনের অঙ্গীভূত করিতে হইবে।

সরকারের দিক হইতে উপযুক্ত সাড়া না পাওয়ায় ডাক ও তার কর্মচারী ফেডারেশন ৮ই আগষ্ট, ১৯৫৭, মধ্যরাত্রি হইতে ধর্মঘট করার সিদ্ধান্ত করেন। ফেডারেশনের সভাপতি শ্রী ভি. জি. দালভি জুলাই মাসের শেষের দিকে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আপস মীমাংসার জন্য আলোচনা করেন। তিনি ২৯শে জুলাই বোম্বাই প্রত্যাবর্তন করিয়া ঘোষণা করেন যে, তাঁহাদের আলোচনা ব্যর্থ হইয়াছে। ধর্মঘটের তারিখ নিকটবর্তী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সরকার উহার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন হন ও আপস মীমাংসার জন্য পূর্বাপেক্ষা অধিক আগ্রহ প্রকাশ করেন। অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী ২রা আগষ্ট লোকসভায় সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি শ্রীজগন্নাথ দাসের নেতৃত্বে একটি 'বেতন কমিশন' নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। উক্ত কমিশন কেন্দ্রীয সরকারের কর্মচারীদের চাকুরীর সর্তাবলী ও বেতনের হার সম্পর্কে উপযুক্ত অনুসন্ধানের পর তাঁহাদের অভিমত ব্যক্ত করিবেন। ৫ই আগষ্ট শ্রীনেহরু এক বেতার ভাষণে ধর্মঘট প্রত্যাহার করার জন্য কর্মচারীদের প্রতি আবেদন জানান। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সরকার খারাপ পরিস্থিতির জন্যও প্রস্তুত হইতেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা অত্যাবশ্যক কার্য চালু রাখার জন্য একটি বিল লোক সভায় উত্থাপন করেন এবং অত্যন্ত দ্রুততার সহিত উহা আইনে পরিণত করা হয় (৬ই আগষ্ট, ১৯৫৭)।

ধর্মঘটকালে সরকার সৈন্যবাহিনীর লোক ও স্বেচ্ছাসেবক নিয়োগ করিয়া ক্ষুদ্রাকারে ডাক ও তার বিভাগের কার্য চালু রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন।

অন্তর্বর্তীকালের জন্য (অর্থাৎ বেতন কমিশনের সুপারিশ সাপেক্ষে) সাহায্য দান করার শর্তে কর্মচারী ফেডারেশন ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করিতে রাজী হন। কিন্তু সরকার এই সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দান করিতে অসম্মত হন। ৭ই আগষ্ট কেন্দ্রীয় সরকার এক অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া প্রস্তাবিত ধর্মঘটকে অবৈধ বলিয়া ঘোষণা করেন। সরকারের এই কার্যের ফলে কর্মচারীদের মনোভাব আরও কঠোর হইবে বলিয়া আশঙ্কা করা হইয়াছিল। কিন্তু সুখের বিষয় তাঁহারা ধর্মঘটের প্রশ্নটিকে মিথ্যা 'মর্যাদার লড়াই'-এ পরিণত করেন নাই। ৮ই আগষ্ট সারাদিনব্যাপী আলাপ আলোচনার পরে কর্মচারী ফেডারেশন ধর্মঘটের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করিয়া লন। এই বিজ্ঞোচিত কার্যেব ফলে তাঁহারা দেশবাসীর ধন্যবাদ অর্জন করিয়াছেন।

॥ কলিকাতা ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের ধর্মঘট ॥

আলোচ্যবৎসরে সেপ্টেম্বর মাসের দ্বিতীয়ার্ধে কলিকাতার ব্যাঙ্কসমূহের কর্মচারিগণ যে ধর্মঘট করেন, পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতির উপর তাহার প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত অশুভ হয়। বাঙ্গালীর সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয-উৎসব দুর্গাপূজার প্রাক্কালে পশ্চিমবঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য ও আর্থিক লেনদেনের পরিমাণ বহুগুণ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ঐ গুরুত্বপূর্ণ সময়ে ব্যাঙ্ক ধর্মঘট চলার ফলে জনসাধারণ অশেষ ক্লেশ ও দুর্গতি ভোগ করিতে বাধ্য হয।

এই ধর্মঘটের আলোচনা প্রসঙ্গেও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কথাটি আবার আপনা হইতেই আসিযা পড়ে। কারণ পশ্চিমবঙ্গে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় কর্মচারিগণ তাঁহাদের মূলবেতনের ২৫ ভাগ (ন্যূনতম ২০৲ টাকা) 'ক্ষতিপূরণ ভাতা' স্বরূপ দাবী করেন এবং উক্ত দাবী প্রত্যাখ্যাত হওয়াতেই তাঁহারা ধর্মঘটের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষগণের মতে 'ক্ষতিপূরণ ভাতা' একটি সর্বভারতীয় প্রশ্ন। তাঁহারা আরও বলেন যে, উহা 'ব্যাঙ্ক রোয়েদাদে'র অন্তর্ভুক্ত। মালিকপক্ষ অবশ্য কর্মচারীদের ক্লেশ নিবারণার্থ নিয়ন্ত্রিত মূল্যে চাউল ও আটা এবং পাইকারী দরে কাপড়, সরিষার তৈল, ঘৃত, চিনি, লবণ ইত্যাদি দ্রব্য সরবরাহ করিতে সম্মত হন। কিন্তু কর্মচারীবৃন্দ এই প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করেন নাই।

যাহা হোক, আপস মীমাংসার প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ায় ১৮ই সেপ্টেম্বর (১৯৫৭) হইতে ধর্মঘট আরম্ভ করা হয় ; উহা মাসাধিককাল স্থায়ী হইয়াছিল।

বিভিন্ন শাখাসহ কলিকাতায় ব্যাঙ্কের সংখ্যা ১১২টি। উহাতে নিযুক্ত কর্মচারীদের মধ্যে প্রায় ৯ হাজার ব্যক্তি ধর্মঘটে যোগদান করেন। ২৩শে

সেপ্টেম্বর পশ্চিমবঙ্গের জেলাগুলিতেও ধর্মঘট বিস্তার লাভ করে। ২৫শে সেপ্টেম্বর ভারতসরকার একটি ঘোষণায় ধর্মঘট নিষিদ্ধ বলিয়া প্রচার করেন এবং বিরোধ মীমাংসার জন্য বিষয়টি 'ট্রাইবুন্যালে' প্রেরণ করেন। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কর্মচারিগণ ধর্মঘট চালাইতে থাকেন। ডাক ও তার কর্মচারিগণ যে সহিষ্ণুতা ও দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়াছিলেন, এই ক্ষেত্রে তাহার অভাব দেখা যায়। পরিস্থিতি ক্রমেই জটিল হইয়া পড়িতে থাকে। অবশেষে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের হস্তক্ষেপের ফলে উভয়পক্ষের মধ্যে মীমাংসা স্থাপিত হয় এবং ৩১ দিন পরে ১৮ই অক্টোবর ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয়।

॥ ভাষা কমিশনের রিপোর্ট ও উহার প্রতিক্রিয়া ॥

রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে বর্তমানে ভারতে যে বিতর্কের ঝড় উঠিয়াছে, জাতীয় ঐক্যের পথে তাহা এক বিরাট অন্তরায়। ভারত সরকার প্রায় তিন বৎসর পূর্বে যে 'ভাষা কমিশন' গঠন করিয়াছিলেন, তাহা রাষ্ট্রভাষা নির্বাচনের উদ্দেশ্যে নহে; কারণ সংবিধান রচনা করার সময়ই হিন্দীকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। সংবিধানের নির্দেশমত ১৯৬৫ সালের মধ্যে হিন্দীকে সাধারণভাবে সমস্ত সরকারী কার্যে ব্যবহার করা সম্ভব কিনা, সেই বিষয় অনুসন্ধান করার জন্যই উক্ত 'ভাষা কমিশন' নিয়োগ করা হইয়াছিল। ২০ জন সদস্য লইয়া এই কমিশন গঠিত হইয়াছিল; অধুনা লোকান্তরিত বি. জি. খের উহার সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। কমিশন সারাভারত পরিভ্রমণ করিয়া বহুলোকের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন এবং ২৭০ পৃষ্ঠাব্যাপী এক বৃহৎ রিপোর্ট প্রণয়ন করেন। রিপোর্ট প্রাপ্তির পর প্রায় একবৎসরকাল ভারত সরকার নীরব থাকেন। অবশেষে ১২ই আগষ্ট, ১৯৫৭, লোকসভায় উক্ত রিপোর্ট উপস্থাপন করা হয়। ২০ জনের মধ্যে ১৮ জন সদস্যই এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন যে, সংবিধানের নির্দেশমত ১৯৬৫ সালের মধ্যেই হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষারূপে প্রবর্তন করা সম্ভব। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা বিবিধ সুপারিশ করিয়াছেন। যে দুইজন সদস্য একমত হইতে পারেন নাই তাঁহারা হইতেছেন, ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও ডাঃ পি. সুব্বারাও। তাঁহারা স্বতন্ত্র রিপোর্ট দান করিয়াছেন। বিভিন্ন রাজ্যগুলি স্বেচ্ছায় হিন্দীগ্রহণ না করা পর্যন্ত তাঁহারা সরকারী কার্যে হিন্দীর ব্যবহার বন্ধ রাখিবার সুপারিশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে তাড়াহুড়া করিয়া হিন্দী চালাইতে গেলে দেশে নানা বিশৃঙ্খলা দেখা দিবে। ইতিমধ্যেই 'হিন্দী সাম্রাজ্যবাদ'-এর লক্ষণ দেখা যাইতেছে বলিয়া তাঁহারা উদ্বেগ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সুপারিশ কার্যে

পরিণত করিলে দেশে দুই শ্রেণীর নাগরিক সৃষ্টি হইবে—হিন্দী যাহাদের মাতৃভাষা তাহারা অধিক সুবিধার অধিকারী হবে। বিরোধী সদস্যদ্বয়ের অভিমতে সভাপতি মহাশয় অতিশয় ক্ষুব্ধ হইয়া এক স্বতন্ত্র লিপিতে উহার তীব্র নিন্দা করিয়াছিলেন।

রিপোর্ট প্রকাশিত হইলে পশ্চিমবঙ্গ ও দক্ষিণ ভারত হইতে উহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। মাদ্রাজ ও মহীশূরের বিধানসভা কমিশনের রিপোর্ট সরাসরি প্রত্যাখ্যান করিয়াছে। দক্ষিণ ভারতে হিন্দীবিরোধী আন্দোলনের পুরোভাগে আছেন স্বনামধন্য শ্রীচক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী যাঁহাকে কংগ্রেসের অন্যতম স্তম্ভ বলিয়া মনে করা হইত, তিনিই আজ ভাষার প্রশ্নে কংগ্রেসের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছেন, ইহা খুবই অর্থপূর্ণ। এবার আসামে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনেও ভাষার প্রশ্নটিই সর্বাধিক প্রাধান্য বিস্তার করিয়াছিল। বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে বিস্তর বাদানুবাদের পর উভয়পক্ষের মতামতের মধ্যে যথাসম্ভব সামঞ্জস্য বিধান করিয়া যে আপস প্রস্তাবটি রচনা করা হয়, তাহাই কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশনে গৃহীত হইয়াছে। প্রস্তাবটির রচনাভঙ্গী ও শব্দবিন্যাস হইতে মনে হয় যে, উহা দ্বারা উপস্থিতক্ষেত্রে বিরোধ এড়াইবার চেষ্টা করা হইয়াছে মাত্র। উক্ত প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, হিন্দীকেই রাষ্ট্রভাষা করিতে হইবে, তবে ১৯৬৫ সালের পরেও ইংরাজীকে সরকারী ভাষা হিসাবে ব্যবহারের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

ভাষা কমিশনের রিপোর্ট পরীক্ষা করিয়া দেখার জন্য ৩০ জন সংসদ-সদস্য লইয়া একটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। পণ্ডিত গোবিন্দ বল্লভ পন্থ উহার সভাপতি। ইতিমধ্যে কমিটির দুইটি অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। নিম্নে ভাষা কমিশনের রিপোর্টের চুম্বক দেওয়া হইল।

ভাষা কমিশনের রিপোর্টঃ কমিশনের সুপারিশসমূহ ইংরাজীভাষার প্রতি বিদ্বেষ-প্রসূত নহে; ইংরাজী ভাষার সাহিত্যসম্পদ ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানভাণ্ডারকে উপেক্ষা করা হয় নাই। কিন্তু নানা কারণে সর্বভারতীয় কার্য পরিচালনার জন্য হিন্দীই একমাত্র বাহন হইতে পারে। এই ভাষায় ভারতের সর্বাধিক লোক কথা বলিতে ও বুঝিতে পারে বলিয়া হিন্দীকে রাষ্ট্রভাষা করা হইয়াছে। হিন্দী আংশিকভাবে ইংরাজীর স্থান গ্রহণ করিবে মাত্র, পুরাপুরি নহে। সংবিধান অনুসারে ১৫ বৎসর পরেও ইংরাজীকে চালু রাখা সম্ভব হইবে। হিন্দীকে সরকারী ভাষা হিসাবে ব্যবহারের প্রাথমিক ব্যবস্থা হিসাবে কমিশন রেলপথ, ডাক-তার, আবগারী, শুল্ক ও আয়কর প্রভৃতি কেন্দ্রীয়

সরকারের যে বিভাগগুলির কাজ সারা দেশব্যাপী বিস্তৃত, উহাদের আভ্যন্তরীণ পরিচালনকার্যে হিন্দী এবং বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের সহিত যোগাযোগের জন্য সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের ভাষা ব্যবহার করার সুপারিশ করিয়াছেন। অন্তর্বর্তী সময়ের মধ্যে সরকারী চাকুরীতে নিয়োগের জন্য প্রার্থীর হিন্দী জ্ঞানের মান কম করিয়া ধরিতে হইবে ; কাহারো হিন্দী জ্ঞান কম থাকিলে নিয়োগের পরে তাহাকে শিখাইয়া লইতে হইবে। যখন পুরাপুরি হিন্দী প্রচলনের সময় আসিবে তখন সুপ্রীম কোর্টের যাবতীয় কাজকর্ম হিন্দীর মাধ্যমে সম্পন্ন হইবে। তবে সুপ্রীম কোর্টের কোন রায় যদি অহিন্দী এলাকায় প্রেরিত হয়, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট এলাকার ভাষায় উহার অনুবাদও সঙ্গে পাঠাইতে হইবে। দেশের আইন কেবলমাত্র হিন্দী ভাষাতেই রচিত হইবে বলিয়া কমিশন দৃঢ়ভাবে জানাইয়াছেন। বিভিন্ন রাজ্যের বিধানমণ্ডলের এবং সংসদের কাজকর্ম হিন্দীতেই পরিচালিত হইবে। তবে জনসাধারণের সুবিধার জন্য রচিত আইনসকল আঞ্চলিক ভাষাতেও অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করা যাইতে পারে। আপাততঃ প্রাথমিক পর্যায়ের শেষে হিন্দীভাষায় শিক্ষাদান আরম্ভ হইবে এবং স্কুল ফাইন্যাল পর্যন্ত উহা চালান যাইতে পারে। দেশের সর্বত্র মাধ্যমিক শিক্ষার স্তরে হিন্দীকে বাধ্যতামূলক করিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হিন্দীভাষায় পরীক্ষা গ্রহণ করিবেন। সর্বভারতীয় চাকুরীর ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় হিন্দীকে ইংরাজীর বিকল্প মাধ্যম হিসাবে প্রচলন করার সুপারিশ করা হইয়াছে।

‖ হিন্দী বাঁচাও আন্দোলন ‖

পাঞ্জাবের 'হিন্দী বাঁচাও' আন্দোলন ভাষা বিরোধের একটি শোচনীয় দৃষ্টান্ত ; বাহ্যতঃ উহা ভাষা আন্দোলন হইলেও উহার ফলে হিন্দু ও শিখ এই দুইটি সম্প্রদায়ের সম্পর্ক তিক্ত হইয়া উঠিতেছিল, যাহা পাকিস্তানের সীমান্তসংলগ্ন এই রাজ্যটির পক্ষে অত্যন্ত অশুভ। প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু একাধিক ঘোষণায় এই আন্দোলনের নিন্দা করিয়াছেন।

রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে ভূতপূর্ব পূর্বপাঞ্জাব ও পেপসু রাজ্য লইয়া বর্তমান পাঞ্জাব গঠিত হইয়াছে। হিন্দুপ্রধান পূর্বপাঞ্জাব হিন্দী এলাকা এবং শিখপ্রধান পেপসু পাঞ্জাবী অঞ্চল বলিয়া পরিচিত। পাঞ্জাব একটি দ্বিভাষী রাজ্য—হিন্দী ও পাঞ্জাবী দুইটিই রাজ্যের ভাষা। রাজ্য পুনর্বিন্যাসের সময় ভাষা সম্পর্কে বোঝাপড়ার ফলে একটি নির্দিষ্ট নীতি স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। এই প্রসঙ্গে 'সাচার ফরমুলা' উল্লেখযোগ্য।

এই আন্দোলনের পরিচালক 'হিন্দী রক্ষা সমিতি'র প্রধান অভিযোগ এই যে,

বর্তমানে রাজ্যে ভাষা সম্পর্কে দুইটি নীতি চলিতেছে। হিন্দী এলাকার বিদ্যালয়সমূহে বালকবালিকাদের অভিভাবকের ইচ্ছানুসারে হিন্দী বা পাঞ্জাবী যে কোন একটি ভাষায় শিক্ষাদান করা হয়; কিন্তু পাঞ্জাবী এলাকায় এই স্বাধীনতা নাই। উক্ত এলাকায় ছাত্রছাত্রীকে বাধ্যতামূলকভাবে গুরুমুখী অক্ষরে পাঞ্জাবী ভাষা শিক্ষা দেওয়া হয়। তাহা ছাড়া সরকারী নথিপত্র উভয় ভাষায় রাখা সম্পর্কে যে সকল শর্ত ঠিক হইয়াছিল, পাঞ্জাবী এলাকায় তাহা পালন করা হইতেছে না। সমিতি অভিযোগ করে যে, রাজ্যসরকার এই সকল বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন; পক্ষান্তরে সরকার পাঞ্জাবী ভাষার উন্নতির জন্য অধিক অর্থ ব্যয় করিতেছেন। এই অবস্থার প্রতিকারকল্পে হিন্দী রক্ষা সমিতি পাঞ্জাব সরকারের নিকট ৭টি শর্তযুক্ত যে দাবী উত্থাপন করে, তাহার প্রধান বিষয় হইল এই যে, ভাষা সম্পর্কে রাজ্যের সর্বত্র একই নীতি অনুসরণ করিতে হইবে। কিন্তু সরকাব এই দাবীর প্রতি উপযুক্ত সহানুভূতি প্রদর্শন না করায় ১০ই জুন, ১৯৫৭, হইতে সমিতির সভ্যগণ সত্যাগ্রহ আরম্ভ করেন। ঐদিন তাঁহারা চণ্ডীগড়ে সবকারী মহাকরণের সম্মুখে শুইয়া পড়িয়া মন্ত্রিগণের পথরোধ করেন। এই আন্দোলন দীর্ঘ সাতমাসকাল চলিয়াছিল। ১৫ শত মহিলাসহ প্রায় ৩০ হাজার ব্যক্তি সত্যাগ্রহে যোগদান কবিযাছিলেন বলিযা প্রকাশ। পুলিশ ৯ হাজার ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া হাজতে প্রেরণ করিযাছিল। যাহাহোক, ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৫৭, সর্বদেশীয় ভাষা স্বাতন্ত্র্য সমিতির সভাপতি শ্রী জি. এস. গুপ্ত একটি বিবৃতি মারফৎ ঘোষণা করেন যে, তিনি সম্প্রতি কংগ্রেস সভাপতি ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যে সকল আশ্বাসলাভ করিযাছেন, তাহার উপর নির্ভর করিয়া এই আন্দোলন বন্ধ করা হইতেছে। পাঞ্জাব সরকার সকল বন্দীকে বিনা শর্তে মুক্তি দিবেন এবং তাঁহারা ইতিমধ্যে সত্যাগ্রহীদের অধিকাংশ দাবী মানিযা লইযাছেন বলিযা তিনি উল্লেখ করেন।

।। থেবর হরিজন দাঙ্গা ।।

মাদ্রাজে থেবর (বর্ণহিন্দু) ও হরিজনদের মধ্যে যে ভয়াবহ দাঙ্গা ঘটিয়াছিল তাহা একমাত্র আদিম মানবের নগ্ন বর্বরতার সহিত তুলনীয়। জাতিভেদ প্রথার জন্য ভারতকে বহু লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছে; কিন্তু তাহার প্রায়শ্চিত্ত যে আজিও পূর্ণ হয় নাই, আলোচ্য ঘটনাই উহার প্রমাণ। এই হাঙ্গামায় নরহত্যা, অগ্নিসংযোগ, লুঠতরাজ প্রভৃতি জঘন্যতম পাপগুলি অবাধে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। মাদ্রাজের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী এস. ভক্তবৎসলম ও অর্থমন্ত্রী শ্রী সুব্রামনিয়াম উপদ্রুত অঞ্চল পরিদর্শন করিয়া যে বিবৃতি দান করিয়াছেন, তাহাতেই ঘটনার ভয়াবহ রূপটি

স্পষ্টভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহারা বলিয়াছেন যে, এই দাঙ্গায় ৫০টি গ্রাম সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়াছে এবং অন্যান্য বহু গ্রামের লোক ভয়ে অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। প্রায় এক লক্ষ লোকের পুনর্বাসন করিতে হইবে। দাঙ্গায় বিপুল পরিমাণ আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করা হইয়াছে।

দাঙ্গা প্রথমতঃ আরম্ভ হয় মাদ্রাজের রামনাদ জেলার মুদুকুলাত্তুর তালুকে; অতঃপর অন্যান্য স্থানেও উহা ছড়াইয়া পড়ে। ১৪ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭, মুদুকুলাত্তুর তালুকের খুবল গ্রামে একদল পুলিশ কতিপয় অপরাধীর সন্ধান করিতে গেলে একহাজার লোকের এক জনতা পুলিশদলকে আক্রমণ করে। পুলিশ আত্মরক্ষায় গুলীবর্ষণ করিলে ৫ জন থেবর নিহত হয়। ইহা হইতেই গোলযোগের সূত্রপাত।

মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকামরাজ নাদার দাঙ্গা সম্পর্কে যে বিবৃতি দান করেন তাহাতে তিনি বলেন যে, মুদুকুলাত্তুর তালুকে সর্বপ্রথম দাঙ্গা ঘটে ১৯৩৮ সালে। তদবধি মাঝে মাঝে হাঙ্গামা ঘটিয়া আসিতেছে, তবে কোন নির্বাচনের সময়ই দাঙ্গা হাঙ্গামার তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। গত জুলাইমাসে একটি উপনির্বাচন উপলক্ষে স্বাভাবিক নিয়মে গোলযোগ সুরু হয় এবং বর্তমান দাঙ্গা তাহারই পরিণতি; কিন্তু লোকসভার সদস্য ও থেবর সম্প্রদায়ের অন্যতম নেতা শ্রী ইউ. মথুরালিংগ অভিযোগ করিয়াছেন যে, গত নির্বাচনে থেবরগণ কংগ্রেসের পক্ষে ভোট না দেওয়ায় হরিজনদিগকে থেবরগণের বিরুদ্ধে দাঙ্গায় প্ররোচিত করা হইয়াছে। মাদ্রাজের ভূতপূর্ব মন্ত্রী শ্রী এস. আর. সেতুপতিও এই অভিযোগ সমর্থন করিয়াছেন।

দ্রাবিড় মুনেত্রা কাঝাগাম দলঃ এই দাঙ্গার সহিত প্রত্যক্ষ সংযোগ না থাকিলেও এই প্রসঙ্গে দক্ষিণ ভারতের আর একটি সাম্প্রদায়িক দলের কার্যকলাপ মনে পড়িয়া যায়। উক্ত দলটির নাম 'দ্রাবিড় মুনেত্রা কাঝাগাম'। এই দলের অনুচরগণ যেভাবে কিছুকাল যাবৎ বর্ণ-হিন্দুদের বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্বেষ প্রচার করিতেছে, তাহা প্রায় জেহাদের মত। তাহাদের বিক্ষোভ প্রকাশের পন্থাগুলিও স্থূল এবং কুরুচিপূর্ণ। কিছুকাল পূর্বে তাহারা নানা প্রকাশ্য স্থানে হিন্দুদের উপাস্য দেবতা গণেশ-এর মূর্তি ভগ্ন করিয়া বর্ণ-হিন্দুদের বিরুদ্ধে নিজেদের বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছিল। আলোচ্য বর্ষে ৩রা নবেম্বর (১৯৫৭) তাহারা তাঞ্জোরে এক সম্মেলনে মিলিত হইয়া ভারতীয় সংবিধানের যে ধারাগুলিতে ধর্মাচরণের স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছে, তাহা তুলিয়া দিবার দাবীতে ভারত সরকারকে ১৫ দিনের সময় দান করে। অন্যথায় তাহারা সংবিধানের

মুদ্রিত পুস্তক দাহ, গান্ধীজীর চিত্র ছিন্ন এবং ব্রাহ্মণগণের ঘরবাড়ী ভস্মীভূত ও তাহাদিগকে হত্যা করার এক জঘন্য কার্যসূচী গ্রহণ করে। বস্তুতঃ গত ২৬শে নবেম্বর তাহারা মাদ্রাজের নানাস্থানে সংবিধান দাহ করিয়াছিল এবং ত্রিচিনাপল্লী জেলায় ব্রাহ্মণগণকে ভীতি প্রদর্শন করিয়াছিল ও তাহাদের শিখা কাটিয়া লইয়াছিল। শ্রীনেহরু তীব্র ভাষায় এই আন্দোলনের প্রতিবাদ করেন এবং আন্দোলনকারীদিগকে ধিক্কার দেন। মাদ্রাজ সরকার অবশেষে আন্দোলন দমন করিতে অগ্রসর হইয়াছেন। কাঝাগাম-নেতা ই. ভি. বামস্বামী নাইকারসহ উক্ত দলের বহু কর্মীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করিয়াছে।

॥ স্বতন্ত্র নাগা অঞ্চল প্রতিষ্ঠা ॥

গত কয়েকবৎসর যাবৎ ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে নাগাদের যে সন্ত্রাসমূলক আন্দোলন চলিতেছে সেই সম্পর্কে বর্ষপঞ্জীর পূর্ববর্তী সংস্করণসমূহে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে ; এখানে তাহার পুনরাবৃত্তি অনাবশ্যক। একটি স্বাধীন নাগারাজ্যের প্রতিষ্ঠাই এই আন্দোলনের লক্ষ্য। বলাবাহুল্য ভারত সরকার নাগাদের এই অবাস্তব দাবী গ্রহণে সম্পূর্ণ অক্ষম। তবে তাহাদের ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশের জন্য এবং ন্যায়সঙ্গত আশাআকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার পক্ষে প্রয়োজনীয় সকল প্রকার সুযোগ সুবিধা দান করিতে রাজী আছেন বলিয়া ভারত সরকার পুনঃ পুনঃ ঘোষণা করিয়াছেন। এই আদর্শের অনুপ্রেরণাতেই ভারতসরকার আলোচ্যবর্ষে একটি স্বতন্ত্র নাগা অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। নাগাদের দিক হইতেই এইরূপ একটি অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাব আসিযাছিল।

গত ২৬শে আগষ্ট (১৯৫৭) কোহিমাতে ৫ দিনব্যাপী এক নাগা সম্মেলনে নাগারা স্বাধীনতার দাবী প্রত্যাহার করিয়া লয় এবং তাহার পরিবর্তে কেন্দ্রীয় সরকারের শাসনাধীনে একটি স্বতন্ত্র নাগা অঞ্চল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব গ্রহণ করে। এই প্রস্তাবের ভিত্তিতে নাগাদের এক প্রতিনিধিদল শ্রীনেহরুর সহিত সাক্ষাৎ করে (২৫শে সেপ্টেম্বর)। তাহাদের সহিত আলোচনান্তে শ্রীনেহরু ঘোষণা করেন যে, ভারত সরকার নাগাদের প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। তদনুসারে ২০শে নবেম্বর, ১৯৫৭, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লোকসভায় স্বতন্ত্র নাগা অঞ্চল প্রতিষ্ঠার জন্য একটি বিল উত্থাপন করেন। বিলের ধারানুসারে :—(১) এই অঞ্চলের নাম নাগাপাহাড়-তুয়েনসাং অঞ্চল হইবে, (২) রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধিরূপে আসামের রাজ্যপাল এই অঞ্চল শাসন করিবেন, (৩) এই অঞ্চলের সমুদয় প্রশাসনিক ব্যয়ভার কেন্দ্রীয় সরকার বহন করিবেন এবং (৪) এই অঞ্চলের প্রতিনিধিত্বের জন্য লোকসভায় একজন মনোনীত সদস্যের জন্য একটি অতিরিক্ত আসন সৃষ্টি করা

হইবে। ২৫শে নবেম্বর উক্ত বিল সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয় এবং ১৯৫৭ সালের ১লা ডিসেম্বর যথারীতি নবগঠিত নাগা অঞ্চলের উদ্বোধন-ক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। কর্নেল পি. এন. লুথরা এই অঞ্চলের কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছেন। এই অঞ্চলটি ৩টি জেলায় বিভক্ত এবং উহার সদর কোহিমায় অবস্থিত। নাগাপাহাড় এলাকার লোকসংখ্যা দুইলক্ষ এবং তুয়েনসাং অঞ্চলে দেড়লক্ষ লোকের বাস।

কাশ্মীর প্রসঙ্গ

কাশ্মীর বিরোধ ভারতের পক্ষে এক দুরারোগ্য ব্যাধিরমত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। দশ বৎসর পূর্বে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কাশ্মীর আক্রমণের অভিযোগ লইয়া ভারত স্বস্তিপরিষদের দ্বারস্থ হইয়াছিল। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে সমস্যাটির সমাধান তো হয়ই নাই, এমন কি আমরা সমাধানের কিছুমাত্র নিকটবর্তী হইয়াছি বলিয়াও মনে হয় না। কাশ্মীর প্রসঙ্গ আজ আন্তর্জাতিক রাজনীতির আবর্তে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতেছে। যে পাকিস্তানের স্থান আসামীর কাঠগড়ায়, সে আজ ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তিজোটের নিরাপদ পক্ষপুটে আশ্রয় লইয়া উল্টা ভারতকে আক্রমণকারী বলিয়া গালি দিতেছে এবং ভারতের বিরুদ্ধে সামরিক ও অর্থনৈতিক শাস্তি দাবী করিতেছে। ভাগ্যের কি নিষ্ঠুর পরিহাস!

যাহাহোক, ১৯৫৭ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী স্বস্তিপরিষদে যে প্রস্তাব গৃহীত হয়, তাহাতে বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা করার জন্য সুইডেনের প্রতিনিধি শ্রীগানার জারিংকে ভারতে পাঠাইবার সুপারিশ করা হইয়াছিল—এই সংবাদ আমরা ১৩৬৪ সালের বর্ষপঞ্জীতেই যথাযথ পরিবেশন করিয়াছি। উক্ত প্রস্তাব অনুসারে শ্রীজারিং মার্চ মাসে (১৯৫৭) ভারতে আগমন করেন এবং মাসাধিককাল পর্যায়ক্রমে কয়েকবার দিল্লী ও করাচী যাতায়াত করিয়া উভয় সরকারের সহিত আলাপ আলোচনা করেন। অতঃপর তিনি ফিরিয়া গিয়া ৩০শে এপ্রিল, ১৯৫৭, তারিখে জাতিসঙ্ঘে তাঁহার রিপোর্ট পেশ করেন। তিনি বিরোধ মীমাংসার সুনির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনা প্রণয়নে আপন অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। তিনি রিপোর্টে বলিয়াছেন যে, ভারতের মতে পাকিস্তান ১৯৪৮ সালের ১৩ই আগষ্টের প্রস্তাবের প্রথম ভাগ এখনও পালন করে নাই। সুতরাং উক্ত প্রস্তাবের দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগ এবং ১৯৪৯ সালের ৫ই জানুয়ারীর প্রস্তাব কার্যে পরিণত করার সময় এখনও হয় নাই। এই প্রশ্নটির উপর শ্রীজারিং সালিসীর প্রস্তাব করিয়াছিলেন। প্রাথমিক দ্বিধার পরে পাকিস্তান ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছিল,

কিন্তু ভারত তাহা করে নাই। কারণ যে প্রশ্নটির জন্য সালিসীর প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহা ভারতের সার্বভৌমত্বের সহিত জড়িত। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের ব্যাপারে সালিসী চলিতে পারে না—ইহাই ভারতের অভিমত।

দীর্ঘ বিরতির পরে পুনরায় ২৪শে সেপ্টেম্বর (১৯৫৭) স্বস্তিপরিষদে কাশ্মীর-আলোচনা আরম্ভ হয়। পাক প্রতিনিধি শ্রীফিরোজ খাঁ নুন তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ভাষায় ভারতকে আক্রমণ করিয়া বক্তৃতা করেন। তিনি ভারতের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক শাস্তি প্রয়োগ করার দাবী জানান।

ভারতীয় প্রতিনিধি শ্রীমেনন ৯ই অক্টোবর শ্রীনুনের বক্তৃতার উত্তর দেন। তিনি বলেন যে, 'পাকিস্তান ভারতের একটি বিশেষ অঞ্চল আক্রমণ করিয়াছে,' এই সুস্পষ্ট অভিযোগ লইয়া ভারত স্বস্তিপরিষদে আসিয়াছিল। উক্ত অভিযোগ এখনও বর্তমান। জাতিসঙ্ঘ অবিলম্বে আক্রমণকারীকে অধিকৃত অঞ্চল ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার নির্দেশ দিবে, ভারত ইহাই আশা করে। কাশ্মীরের উপর কাহার অধিকার ন্যায়সঙ্গত, এই বিচারের জন্য ভারত জাতিসঙ্ঘে আসে নাই। উভয় পক্ষ হইতে এইভাবে অভিযোগ ও প্রত্যভিযোগ চলিতে থাকে। ইতিমধ্যে শ্রীজারিং একবার প্রস্তাব করেন যে, কাশ্মীরের মহারাজার ভারতে যোগদানের বিষয়টি আইনসিদ্ধ কিনা, তাহা বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক আদালতে উত্থাপন করা হোক। কিন্তু পাকিস্তান সরাসরি এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। যাহাহোক, অবশেষে ১৬ই নবেম্বর ব্রিটেন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, অষ্ট্রেলিয়া, কলম্বো ও ফিলিপাইন এই ৫টি রাষ্ট্র একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। উহাতে পুনরায় ডাঃ ফ্রাঙ্ক গ্রাহামকে ভারতীয় উপমহাদেশে পাঠাইবার জন্য সুপারিশ করা হয়। কাশ্মীর হইতে উভয় পক্ষের সৈন্যাপসারণের বিষয়টিই হইবে ডাঃ গ্রাহামের প্রধান কাজ। ভারতের বক্তব্যের প্রতি কর্ণপাত না করায় শ্রীমেনন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। ১৮ই নবেম্বর স্বস্তিপরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইলে তাঁহার পক্ষে ধৈর্য রক্ষা করা কঠিন হইয়া পড়ে। তিনি আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন যে, সুয়েজ প্রসঙ্গে ভারত যে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল, ব্রিটেন এখন তাহার প্রতিশোধ লইতে চেষ্টা করিতেছে। এই ব্রিটেনই এক সময়ে জালিয়াতির সাহায্যে ভারত অধিকার করিয়াছিল। বর্তমানে পাকিস্তানের সহিত যোগসাজশে সে এই প্রস্তাব আনিয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতিনিধি ঘোষণা করেন যে, তিনি আলোচ্য প্রস্তাবটির উপর 'ভিটো' প্রয়োগ করিবেন। কারণ, কেবলমাত্র নিজেদের রাজনৈতিক অভিসন্ধি চরিতার্থ করার জন্যই পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গ কাশ্মীর বিরোধটিকে কাজে লাগাইতেছে। পঞ্চ-শক্তির প্রস্তাবটি গ্রহণের পক্ষে 'সোভিয়েট ভিটো' অলঙ্ঘ্য বাধা হইয়া দাঁড়ায়। এই অবস্থায় সুইডেনের প্রতিনিধি উক্ত প্রস্তাবটিতে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সংশোধনের

প্রস্তাব করেন এবং ইঙ্গ-মার্কিণপক্ষ তাহা অনুমোদন করেন। ২রা ডিসেম্বর, ১৯৫৭, সংশোধিত প্রস্তাবটি ১০—০ ভোটে গৃহীত হয়। প্রস্তাবটি সংশোধন করার ফলে রাশিয়া 'ভিটো' প্রয়োগ করে নাই, কিন্তু সে ভোটদানে বিরত ছিল।

এই প্রস্তাবের বলে ডাঃ গ্রাহাম গত জানুয়ারী মাসে (১৯৫৮) ভারতে আসিয়াছিলেন। তিনি কয়েকবার ভারত ও পাকিস্তান সরকারের সহিত আলোচনা করিয়া ফিরিয়া যান।

গ্রাহাম রিপোর্ট ঃ ডাঃ ফ্রাঙ্ক গ্রাহাম তাঁহার দৌত্য সম্পর্কে জাতিসঙ্ঘে যে রিপোর্ট দান করিয়াছেন, ৩রা এপ্রিল (১৯৫৮) তাহা প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি বিরোধ মীমাংসার জন্য পাঁচদফা সুপারিশ করিয়াছেন। তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, কাশ্মীরের পাক-অধিকৃত অঞ্চল হইতে পাকসৈন্য সরাইয়া লইবার পরেই তথায় জাতিসঙ্ঘ বাহিনী মোতায়েন করা হইবে। জাতিসঙ্ঘের প্রতিনিধির মধ্যস্থতায় ভারত ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ের মধ্যে বিরোধ মীমাংসার জন্য একটি বৈঠক অনুষ্ঠানের কথাও তিনি তাঁহার রিপোর্টে বলিয়াছেন। ডাঃ গ্রাহাম জানাইয়াছেন যে, পাকিস্তান তাঁহার প্রস্তাবগুলি মানিয়া লইয়াছে কিন্তু ভারত তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।

কাশ্মীরে নাশকতামূলক কার্য ঃ ১৯৫৭ সালের জুন মাস হইতে কাশ্মীর রাজ্যের নানাস্থানে বোমা বিস্ফোরণের ফলে কতিপয় লোক নিহত বহু লোক আহত হইয়াছে। এই নাশকতামূলক কার্যের সহিত পাক-সরকারের প্রত্যক্ষ সংযোগ আছে বলিয়া কাশ্মীর সরকার অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন। এই কার্যে শিক্ষাদানের জন্য পাকিস্তানের অন্তর্গত শিয়ালকোটে একটি শিক্ষাকেন্দ্র রহিয়াছে; একজন উচ্চ পুলিশ কর্মচারীর অধীনে উহা পরিচালিত হইয়া থাকে। পাকিস্তানের পদচ্যুত সেনাপতি আকবর খাঁ কাশ্মীরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে একটি পরিকল্পনা রচনা করিয়া প্রকাশ্যে বিলি করিয়াছিল, তাহাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

সেখ আবদুল্লার মুক্তি ঃ কাশ্মীরের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী সেখ আবদুল্লার মুক্তি কাশ্মীরবিরোধ সম্পর্কে এক নূতন কৌতূহল সৃষ্টি করিয়াছে। 'স্বাধীন কাশ্মীর' সৃষ্টির ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে ১৯৫৩ সালের ৯ই আগষ্ট তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। জাতিসঙ্ঘের প্রতিনিধি ডাঃ ফ্রাঙ্ক গ্রাহাম ভারতে আসার প্রাক্কালে ৮ই জানুয়ারী, ১৯৫৮, তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয়। মুক্তি দেওয়ার পরেই তিনি বহু ভারতবিরোধী উক্তি করিয়াছেন এবং কাশ্মীরে গণভোট গ্রহণের জন্য প্রবল প্রচারকার্য চালাইতেছেন। 'জনস্বার্থের খাতিরে শেখ আবদুল্লার উক্তি ও

কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করা উচিত—এই সম্পর্কে প্রায় সকলেই একমত। তাঁহার অনুচরগণের হিংসাত্মক কার্যের ফলে ইতিমধ্যেই একব্যক্তি নিহত হইয়াছে।

॥ জীবনবীমা করপোরেশন প্রসঙ্গ ॥

জীবনবীমা করপোরেশন 'মুন্দ্রা-শিল্প সংস্থায়' অর্থ লগ্নী করার জন্য তীব্র সমালোচনার সম্মুখীন হয়। এই প্রসঙ্গে দেশব্যাপী এমন চাঞ্চল্য ও আলোড়নের সৃষ্টি হইয়াছিল যে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাতেও তাহার স্পন্দন অনুভূত হয়। এই ঘটনার ফলেই অর্থমন্ত্রী শ্রী টি. টি. কৃষ্ণমাচারী পদত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

জীবনবীমা করপোরেশন কলিকাতার বিখ্যাত শিল্পপতি শ্রীহরিদাস মুন্দ্রার পরিচালনাধীন কতিপয় শিল্পসংস্থার শেয়ার ক্রয় করে এবং উক্ত শেয়ারসমূহের মূল্য বাবদ ১,২৬,৪৪,০০০৲ টাকা প্রদান করে। শ্রীমুন্দ্রার ব্যবসায় পদ্ধতি সম্পর্কে কিছুকাল যাবত বাজারে নানারূপ বিরুদ্ধ মন্তব্য শোনা যাইতেছিল এবং ইহা যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অগোচর ছিল না, পরবর্তী সাক্ষ্য-প্রমাণ হইতে তাহা প্রকাশ পাইয়াছে। তথাপি অকস্মাৎ এই ব্যক্তির প্রতিষ্ঠানসমূহে এত বিপুল অর্থ লগ্নী করায় বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়। বিশেষতঃ শেয়ারগুলির জন্য যেরূপ উচ্চ মূল্য দেওয়া হয় এবং যেরূপ তাড়াহুড়া করিয়া লেনদেন সম্পন্ন করা হয়, অনেকের কাছেই তাহা স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় নাই। যাহাহোক, সংসদসদস্য শ্রীফিরোজ গান্ধী সর্বপ্রথম বিষয়টি লোকসভায় উত্থাপন করিয়া উহার প্রতি সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অতঃপর ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৫৭, লোকসভায় এই সম্পর্কে তুমুল বিতর্ক হয়; সকল সদস্যই একবাক্যে নিরপেক্ষ তদন্তের দাবী জানান। শ্রীগান্ধী তীব্র ভাষায় করপোরেশনের কর্তৃপক্ষকে আক্রমণ করেন। তিনি অভিযোগ করেন যে, জনসাধারণের অর্থ ব্যক্তিবিশেষের স্বার্থে অন্যায়ভাবে নিয়োগ করার জন্য তাঁহারা মুন্দ্রার সহিত যোগসাজশে ষড়যন্ত্র করিয়াছেন। যাহাহোক, বিতর্কের উত্তর দান কালে অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী ঘোষণা করেন যে, শীঘ্রই এই সম্পর্কে তদন্ত করা হইবে।

চাগলা কমিশন ঃ অর্থমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি অনুসারে অবিলম্বে একটি 'তদন্ত কমিশন' গঠন করা হয়; বোম্বাই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রী এম. সি. চাগলা উহার একক সদস্য নিযুক্ত হন। তাঁহার নামানুসারে উক্ত কমিশন 'চাগলা কমিশন' নামে পরিচিত।

কমিশন ২০শে জানুয়ারী (১৯৫৮) হইতে বোম্বাইতে কার্য আরম্ভ করেন। স্বয়ং অর্থমন্ত্রী শ্রী টি. টি. কৃষ্ণমাচারী, অর্থদপ্তরের প্রধান সেক্রেটারী শ্রী এইচ. এম.

প্যাটেল, জীবনবীমা করপোরেশনের চেয়ারম্যান শ্রীকামাত ও ম্যানেজিং ডিরেক্টার শ্রীবৈদ্যনাথন, রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গবর্ণর শ্রী এইচ. ভি. আর. আয়েঙ্গার, ষ্টেট ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান শ্রী পি. সি. ভট্টাচার্য, শ্রীহরিদাস মুন্দ্রা, কলিকাতা ও বোম্বাই ষ্টক এক্সচেঞ্জ-এর সভাপতিদ্বয় এবং আরও কতিপয় ব্যক্তি এই কমিশনের নিকট সাক্ষ্য দান করেন। এই স্বল্পপরিসর স্থানে তাঁহাদের সাক্ষ্যের পূর্ণ বিবরণ দান করা সম্ভব নহে। তবে, তাঁহাদের সাক্ষ্য হইতে এই তথ্যগুলি উদ্ঘাটিত হয়—অর্থদপ্তরের অনুমতিক্রমে এবং অর্থমন্ত্রীর জ্ঞাতসারে জীবনবীমা করপোরেশন এই অর্থ লগ্নী করিয়াছিল; করপোরেশনের চেয়ারম্যান বা ম্যানেজিং ডিরেক্টার অর্থলগ্নীর নীতিগুলি যথাযথ পালন করেন নাই; অর্থদপ্তরের প্রধান সেক্রেটারী শ্রীএইচ. এম. প্যাটেল এই লেনদেনের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। অর্থমন্ত্রী তাঁহার সাক্ষ্যে বলিয়াছিলেন যে, কলিকাতার শেয়ার বাজারে মন্দা চলিতেছিল, উহাকে তেজী করার উদ্দেশ্যেই মুন্দ্রাগোষ্ঠীর শেয়ারগুলি ক্রয় করা হইয়াছিল।

৫ই ফেব্রুয়ারী কমিশনের বৈঠক সমাপ্ত হয় এবং যথাকালে শ্রীচাগলা তাঁহার রিপোর্ট সরকারের নিকট প্রেরণ করেন। শ্রীনেহরু ১৩ই ফেব্রুয়ারী লোকসভায় উক্ত রিপোর্ট পেশ করেন। শ্রীচাগলা মূলতঃ অর্থমন্ত্রীকেই এই লগ্নীর জন্য দায়ী করিয়াছেন। রিপোর্টে বলা হইয়াছে যে, অর্থদপ্তরের প্রধান সেক্রেটারীর কার্যে অর্থমন্ত্রী বাধা দেন নাই, বরং ২৪শে জুন শ্রীপ্যাটেল যাহা করেন তিনি তাহা মানিয়া লন। সুতরাং নিয়মতান্ত্রিক কারণে অর্থমন্ত্রীকেই দায়ী হইতে হইবে। শ্রীচাগলা আরও বলেন যে, যেরূপ দ্রুততার সহিত লেনদেন সম্পন্ন করা হইয়াছে তাহাতে গভীর সন্দেহ উদ্রেক করে।

অর্থমন্ত্রীর পদত্যাগ: অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী ৫ই ফেব্রুয়ারী প্রধানমন্ত্রীকে এক পত্র লিখিয়া তাঁহার পদত্যাগ গ্রহণের অনুরোধ জানান। ১২ই ফেব্রুয়ারী যথারীতি উক্ত পদত্যাগ গৃহীত হয়।

॥ বিবিধ ঘটনা ॥

পশ্চিমবঙ্গে বৈদ্যুতিক রেলগাড়ী: গত কয়েক বৎসর যাবত পূর্ব রেলপথের হাওড়া সেক্সনের যে অংশে বৈদ্যুতিকরণের কার্য চলিতেছিল, সম্প্রতি তাহা সমাপ্ত হইয়াছে এবং ১লা ডিসেম্বর (১৯৫৭) হইতে হাওড়া ও শেওড়াফুলির মধ্যে সর্বপ্রথম যাত্রীসহ বৈদ্যুতিক ট্রেন চলিতে সুরু করিয়াছে। উক্ত অনুষ্ঠান দেখার জন্য ঐ দিবস হাওড়া ষ্টেশনে এক বিপুল জন-সমাবেশ হইয়াছিল। জনতার ঘন ঘন হর্ষ ও আনন্দ ধ্বনির মধ্যে বৈদ্যুতিক ইঞ্জিন-চালিত গাড়ীখানি

বেলা ১১—৩৮ মিনিটের সময় হাওড়া হইতে শেওড়াফুলি অভিমুখে যাত্রা করে। এই পথের দূরত্ব ১৪ মাইল। অতঃপর ১৪ই ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আনুষ্ঠানিক ভাবে বৈদ্যুতিক ট্রেনের উদ্বোধন করেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল, মুখ্যমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় রেলওয়ে মন্ত্রীর সমভিব্যাহারে একখানি বৈদ্যুতিক ট্রেনে চড়িয়া হাওড়া-শেওড়াফুলি পথে ভ্রমণ করেন। ঐ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে যে দুর্ঘটনা ঘটে তাহা বিশেষ বেদনাদায়ক। বৈদ্যুতিক ট্রেন হইতে পতনের ফলে তিন জনের মৃত্যু হয় এবং বহু লোক আহত হয়।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথের উদ্বোধন ঃ ১৯৫৮ সালের ১৫ই জানুয়ারী ভারতের এই নবগঠিত অষ্টম রেলপথটির উদ্বোধন করা হইয়াছে। সমস্ত আসাম, উত্তরবঙ্গ ও বিহারের অংশবিশেষ লইয়া ইহা গঠিত হইয়াছে; আসামের পাণ্ডুতে ইহার সদর দপ্তর স্থাপিত হইয়াছে। এই রেলপথের দৈর্ঘ্য ১৭৩৮ মাইল।

ভারতের তৃতীয় তৈল শোধনাগার ঃ আসামের তৈলখনিসমূহ হইতে যে তৈল উত্তোলন করা হইবে, তাহা শোধনের জন্য ভারতে একটি নূতন তৈল-শোধনাগার স্থাপিত হইবে, ভারতসরকার বহুপূর্বেই এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু শোধনাগারটি কোথায় স্থাপিত হইবে তাহা লইয়া বিতর্কের সৃষ্টি হয়। ভারতসরকার উহা বিহারের বারুইনিতে স্থাপনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। আসামের অধিবাসিগণ ইহাতে অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হয়। প্রস্তাবিত তৈল-শোধনাগারটি আসামে স্থাপন করার দাবীতে তাহারা বৃহৎ আন্দোলন আরম্ভ করে। এই সম্পর্কে তাহারা সমস্ত আসামে একদিনের জন্য সর্বাত্মক হরতাল পালন করিয়াছিল। যাহাহোক, ভারতসরকার অবশেষে তাঁহাদের পূর্ব সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করিয়া আসামে ও বারুণীতে দুইটি স্বতন্ত্র তৈল-শোধনাগার স্থাপনের কথা ঘোষণা করিয়াছেন। আসামের শোধনাগারটি আগে স্থাপিত হইবে। এই সম্পর্কে ১৪ই জানুয়ারী, ১৯৫৮, ৫০ কোটি টাকা মূলধন লইয়া ভারতীয় মুদ্রায় একটি কোম্পানী গঠনের জন্য ভারত সরকার ও বার্মা অয়েল কোম্পানীর মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

॥ বিবিধ দুর্ঘটনা ॥

রেল দুর্ঘটনা ঃ আলোচ্য বর্ষে ভারতে অনেকগুলি রেল দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। ইহার ফলে বহু অমূল্যজীবন নষ্ট এবং লক্ষ লক্ষ টাকার জাতীয় সম্পত্তি ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। আলোচ্য দুর্ঘটনাগুলির মধ্যে কেন্দ্রীয় রেলপথের বোম্বাই কলিকাতা মেল দুর্ঘটনা (২৩শে নবেম্বর, ১৯৫৭) এবং উত্তর রেলপথের আম্বালা

ষ্টেশনের নিকট ট্রেন দুর্ঘটনা (১লা জানুয়ারী, ১৯৫৮), এই দুইটিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমবঙ্গের সোনারপুর ষ্টেশনে ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৮, যে দুর্ঘটনা ঘটে তাহাও খুব শোচনীয়।

রেলগুদামে বিস্ফোরণঃ আলোচ্য বর্ষে স্বল্প সময়ের মধ্যে বিভিন্ন রেলগুদামে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলে ৩।৪ টি ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটে। প্রথম বিস্ফোরণ ঘটে আসানসোল রেল ইয়ার্ডে, ৩১শে জুলাই, ১৯৫৭। উহার ফলে ১৪ জন লোক নিহত হয়। অতঃপর ২১শে আগষ্ট মাদ্রাজের কাটপদি জংসনে এক বিস্ফোরণের ফলে ৫ ব্যক্তি নিহত হয়। সর্বশেষ বিস্ফোরণ ঘটে ৩রা সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭, কানপুর ষ্টেশনে; উহাতে ৩ জন নিহত হয়। ঘন ঘন এইরূপ অস্বাভাবিক দুর্ঘটনা ঘটিতে থাকায় লোকের মনে নানারূপ সন্দেহের উদয় হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ঠিক ঐ সময়েই কাশ্মীরের নানাস্থানে পাকিস্তানী গুপ্তচরগণ বোমা নিক্ষেপ করিতেছিল। এই দুর্ঘটনা সম্পর্কে লোকসভায় আলোচনা হইয়াছিল।

দমদম বিমান ঘাটিতে দুর্ঘটনাঃ ১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭, অপেক্ষমান একখানা মালবাহী ভারতীয় ডাকোটা বিমানের উপর অকস্মাৎ ৪ ইঞ্জিনযুক্ত একখানি ব্রিটিশ হার্মিস বিমান সরাসরি আসিয়া অবতরণ করে। ভারতীয় বিমানখানি চূর্ণ বিচূর্ণ হয় এবং উহার ৩ জন বৈমানিক সঙ্গে সঙ্গে নিহত হন।

সামরিক বস্তুর বিস্ফোরণঃ ২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৮, পাঠানকোট রেলইয়ার্ড হইতে গোলাবারুদপূর্ণ বাক্স খালাস করার সময় প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটায় এক শোকাবহ দুর্ঘটনা ঘটে। শ্রীকৃষ্ণ মেনন এই সম্পর্কে ২৭শে ফেব্রুয়ারী লোকসভায় যে বিবৃতি দেন তাহাতে জানান যে, ঐ দুর্ঘটনায় ৩৪ জন লোক নিহত হইয়াছে।

চিনাকুড়ি খনি দুর্ঘটনাঃ ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৮, আসানসোলের নিকটবর্তী কয়লাখনিতে এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। দুই হাজার ফুট নীচে বিস্ফোরণের ফলে খনিগর্ভে প্রচণ্ড আগুন জ্বলিয়া ওঠে এবং খাদের মধ্যে কর্মরত ২০৬ জন শ্রমিক সকলেই নিহত হয়।

॥ উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক সম্মেলন ॥

১৩৬৩ সালে ভারতবর্ষে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। উহাদের মধ্যে কমনওয়েলথ পার্লামেণ্টারী কনফারেন্স, আন্তর্জাতিক

রেডক্রশ সম্মেলন এবং এশিয়া ও দূরপ্রাচ্য অঞ্চলের ভূতাত্ত্বিক সম্মেলন এই কয়টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কমনওয়েলথ পার্লামেণ্টারী কনফারেন্স ঃ নয়াদিল্লীতে ২রা নবেম্বর, ১৯৫৭, রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ নয়দিনব্যাপী এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। ভারত, পাকিস্তান ও সিংহল মিলিতভাবে এই সম্মেলন আহ্বান করিয়াছিল। শ্রীনেহরু ও সিংহলী প্রধানমন্ত্রী শ্রীবন্দরনায়েক যুগ্মভাবে অতিথিগণকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। পাক-প্রধানমন্ত্রী উপস্থিত না থাকায় আইনমন্ত্রী পীরজাদা আবদুস সত্তার পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করিয়াছিলেন। কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রগুলি সকলেই সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিল। এমন কি ভারত ও দক্ষিণ-আফ্রিকার পারস্পরিক সম্পর্ক সহজ ও সরল না হওয়া সত্ত্বেও দক্ষিণ-আফ্রিকা এই সম্মেলনে প্রতিনিধি প্রেরণ করিয়াছিল। কমনওয়েলথ-এর অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির সাধারণ সমস্যাবলীর আলোচনা ও পারস্পরিক সম্পর্ক দৃঢ় করাই সম্মেলনের লক্ষ্য ছিল।

ভূতাত্ত্বিক সম্মেলন ঃ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ৫ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭, কলিকাতায় এশিয়া ও দূরপ্রাচ্য অঞ্চল সম্পর্কে 'ইকাফে-র' ভূতাত্ত্বিক সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও ফ্রান্সসহ ১৮টি দেশের ৪০ জন প্রতিনিধি ইহাতে যোগদান করেন। এশিয়া ও দূরপ্রাচ্যের ভূতাত্ত্বিক ও খনি সম্পর্কিত মানচিত্র প্রস্তুত করার চূড়ান্ত বন্দোবস্ত এই সম্মেলনে করা হয়।

আন্তর্জাতিক রেডক্রশ সম্মেলন ঃ আন্তর্জাতিক রেডক্রশ-এর ১৯শ অধিবেশন আলোচ্যবর্ষে ভারতে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ নয়াদিল্লীতে ২৮শে অক্টোবর, ১৯৫৭, ইহার উদ্বোধন করেন। শ্রীমতী অমৃতকাউর এই সম্মেলনের সভাপতির আসনে বৃত হইয়াছিলেন। আন্তর্জাতিক রেডক্রশ-এর বর্তমান বয়স ৮৮ বৎসর। কিন্তু ইতিপূর্বে আর কোন মহিলা সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেন নাই। ৮৩টি দেশ হইতে ৪০০ প্রতিনিধি ও পর্যবেক্ষক আলোচ্য সম্মেলনে যোগদান করিয়াছিলেন। ইতিপূর্বে ১৯৩৪ সালে একবারমাত্র জাপানে ছাড়া বৃহৎ এশিয়া মহাদেশের অন্য কোথাও আন্তর্জাতিক রেডক্রশ-এর সম্মেলন হয় নাই। সেই দিক হইতে বিবেচনা করিলে ইহা ভারতের প্রতি এক মহৎ সম্মান। কিন্তু যে বিশৃঙ্খল পরিবেশের মধ্যে অধিবেশনের সমাপ্তি হইয়াছে তাহা ভারতের পক্ষে চরম ক্ষোভের বিষয়। আর্ত মানবের সেবা-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে রাজনীতি আমদানী করাতেই এই অবাঞ্ছিত ঘটনা ঘটিয়াছে।

সম্মেলনের স্থুরু হইতেই নয়াচীন ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, এই দুইটি দেশের প্রতিনিধিদলের মধ্যে ঠিক বনিবনাও হইতেছিল না। ফরমোসাকে নিমন্ত্রণ করায় চীনা প্রতিনিধিদল আপত্তি জানান। মার্কিণ প্রতিনিধিদলও সঙ্গে সঙ্গে জানান যে, এই সম্মেলনে তাঁহাদের যোগদানের অর্থ এই নহে যে, সম্মেলনে যোগদানকারী সকল রাষ্ট্রকেই (অর্থাৎ নয়াচীনকে) যুক্তরাষ্ট্র সরকার মানিয়া লইয়াছেন। ইহার উপর যুক্তরাষ্ট্র প্রতিনিধিদলের নেতা ৬ই নবেম্বর অকস্মাৎ এই মর্মে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, ফরমোসার প্রতিনিধিকে মূলচীনের প্রতিনিধির আসন দান করা হোক। সভানেত্রী শ্রীমতী অমৃতকাউর-এর তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও ৭ই নবেম্বর উক্ত প্রস্তাবটি ৬২-৪৪ ভোটে গৃহীত হয়। শ্রীমতী কাউর তৎক্ষণাৎ সভাকক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান এবং ভারত, রাশিয়া, চীন প্রভৃতি বহু রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ তাঁহার অনুসরণ করেন। শ্রীমতী কাউর বলেন যে, এই প্রস্তাব গ্রহণের দ্বারা ভারতকে বিশেষ ভাবে অপমান করা হইয়াছে। ১৯ মাস পূর্বে এই সম্মেলন সম্পর্কে নিমন্ত্রণ লিপি পাঠান হইয়াছিল। ঐ চিঠিতে ফরমোসাকে 'ফরমোসা রাষ্ট্র' বলিয়া আহ্বান করা হইয়াছিল; তখন ইহাতে কোন আপত্তি করা হয় নাই। তখন প্রতিবাদ জানাইলে ভারত এই সম্মেলন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব গ্রহণ করিত না। এই অস্থবিধার জন্য ইতিপূর্বে মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে সম্মেলন হইতে পারে নাই।

॥ ভারতের পররাষ্ট্র-নীতি ॥

ভারতের পররাষ্ট্র-নীতি সহজ সরল সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। শান্তি ও নিরপেক্ষতা এই নীতির ভিত্তিমূল। কোন সামরিক জোটে যোগদান করার নীতিকে ভারত সযত্নে পরিহার করিয়া চলিয়াছে। এইরূপ সামরিক জোট গঠনের ফলে কেবল উত্তেজনাই বৃদ্ধি পায়, মূল সমস্যার কোন সমাধান হয় না। ভারতের নীতি বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা, উত্তেজনা বৃদ্ধি নহে। শান্তির উপর ভারতের আস্থা যে কত গভীর তাহার প্রমাণ 'গোয়া'। চরম উত্তেজনার মুখেও ভারত পুনঃপুনঃ ঘোষণা করিয়াছে যে, শান্তিপূর্ণ উপায়ে গোয়া সমস্যার সমাধানই ভারতের লক্ষ্য। জগতের বর্তমান অশান্তির অন্যতম প্রধান কারণ এই যে, শক্তিশালী বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি দুর্বল রাষ্ট্রসমূহের উপর জোর করিয়া স্বীয় মতবাদ বা নীতি চাপাইয়া দিতে চাহে। ভারত ইহারও নিন্দা করিয়াছে। কোন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করা এবং সকলের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করা, অর্থাৎ যথার্থ "সহাবস্থান" ভারতের নিরপেক্ষ নীতির মর্মকথা। ভারতের পররাষ্ট্রনীতির আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীনেহরুর একটি উক্তি উল্লেখযোগ্য। ২১শে

অক্টোবর, ১৯৫৭, তিনি এক সাংবাদিক বৈঠকে বলিয়াছিলেন—"কোন জোটভুক্ত না হওয়ার নীতি আমাদের পক্ষে অপরিহার্য। বিগত দুই পুরুষ যাবৎ পূর্বাপর চিন্তা করিয়াই আমরা এই জোট বর্জনের নীতি গ্রহণ করিয়াছি। আপনারা আরও এক ধাপ আগাইয়া চিন্তা করিতে পারেন—গত ২৩ শতাব্দী পূর্বে, সম্রাট অশোকের আমল হইতে আমাদের দেশে এই নিরপেক্ষ নীতি অনুসৃত হইয়া আসিতেছে। ইহা এমন এক বস্তু যাহার উপর ভিত্তি করিয়া আমাদের সমগ্র জীবন ও চিন্তাধারা তথা সমগ্র সত্তা বজায় রহিয়াছে।" আমাদের প্রিয় প্রধানমন্ত্রীর এই সংক্ষিপ্ত উক্তিটির মধ্যেই ভারতের পররাষ্ট্রনীতির যথার্থ রূপটি জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। ভারতের শাশ্বত প্রেমের বাণী বিশ্বের সকল রাষ্ট্রকে অনুপ্রাণিত করুক, পৃথিবী সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ হোক।

ভারতের প্রতিবেশী

ভারতের প্রতিবেশী বলিতে নেপাল, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, সিংহল, ব্রহ্মদেশ, মালয় প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলিকে বুঝায়। উহাদের মধ্যে আবার নেপাল ও পাকিস্তান নিকটতম প্রতিবেশী। যে ভারত 'পঞ্চশীলা'র উপাসক, প্রতিবেশিগণের সহিত তাহার সম্পর্ক মধুর হওয়াই স্বাভাবিক। বস্তুতঃ একমাত্র পাকিস্তান ব্যতীত অন্যান্য রাষ্ট্রগুলির সহিত ভারতের সম্পর্ক সত্যই প্রীতিপূর্ণ। এই রাষ্ট্রগুলির বর্তমান পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া হইল।

নেপাল: ১৩৬৪ সালে অতি অল্প সময়ের ব্যবধানে নেপালে দুইটি মন্ত্রিসভার পতন ঘটিয়াছে। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, আলোচ্য বর্ষে নেপালের রাজনৈতিক পরিস্থিতি খুব শান্ত ও স্থিতিশীল ছিল না। বস্তুতঃ সাধারণ নির্বাচনের প্রশ্নটিকে কেন্দ্র করিয়া রাজ্যে এক বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি হয় এবং 'যুক্তফ্রন্ট' নামক রাজনৈতিক দলের নেতৃত্বে স্বেচ্ছাসেবকগণ সত্যাগ্রহ আরম্ভ করে। এই প্রসঙ্গে একবার পশ্চাতে দৃষ্টিপাত করা আবশ্যক। যদিও আইনতঃ রাজাই দেশের শাসনকর্তা, তথাপি রাজ্যের শাসন-ব্যাপারে নেপালের রাজার হাত ছিল খুব কম। দেশের প্রকৃত শাসনকার্য পরিচালনা করিতেন রাণাবংশীয় প্রধানমন্ত্রিগণ। যুগ যুগ ধরিয়া বংশ পরম্পরাক্রমে এই ঐতিহ্য চলিয়া আসিতেছিল। বর্তমান রাজার পরলোকগত পিতা রাজা ত্রিভুবন স্বীয় দক্ষতা ও দৃঢ়তাবলে ১৯৫১ সালে এই রাণাতন্ত্রের উচ্ছেদসাধন করেন। তখন তিনি দেশের শাসনতন্ত্র রচনার জন্য সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে একটি গণ-

পরিষদ গঠন করার প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিলেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত নির্বাচন সম্পন্ন করা সম্ভব হয় নাই, সুতরাং শাসনতন্ত্র রচনার কথাই ওঠে না। নেপালের আভ্যন্তরীণ দলাদলিই ইহার প্রধান কারণ; ১৯৫১ সাল হইতে এই পর্যন্ত নেপালে ছয়টি মন্ত্রিসভার পতন হইয়াছে। মনে হয় স্বৈরাচারী রাণাতন্ত্রে অভ্যস্ত নেপাল আধুনিক গণতন্ত্রকে ঠিকমত গ্রহণ করিতে পারিতেছে না।

যাহাহোক, আলোচ্য বর্ষের ৭ই জুলাই প্রধানমন্ত্রী টঙ্কাপ্রসাদ পদত্যাগ করেন। অতঃপর ডাঃ কে. আই. সিং যে মন্ত্রিসভা গঠন করেন তাহাও মাত্র তিন মাস পরে ১৩ই নবেম্বর পদত্যাগ করিলে রাজা মহেন্দ্র স্বহস্তে দেশের শাসনভার গ্রহণ করেন। ডিসেম্বর মাসের গোড়ার দিকে যুক্তফ্রণ্টের আহ্বানে সত্যাগ্রহ স্বরু হয়। নেপালী কংগ্রেস, নেপালী জাতীয় কংগ্রেস এবং প্রজাপরিষদ এই তিনটি দলের সমবায়ে যুক্তফ্রন্ট গঠিত।

এই পরিস্থিতিতে রাজা মহেন্দ্র ঘোষণা করেন যে, ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে নেপালে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। এই ঘোষণার পরে সত্যাগ্রহ প্রত্যাহার করা হয়। ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৮, রাজা আরও একটি দীর্ঘ ঘোষণা প্রচার করিয়াছেন। তিনি উহাতে প্রধানমন্ত্রী বিহীন একটি মন্ত্রিসভা গঠনের প্রস্তাব করিয়াছেন*। মন্ত্রিসভার বৈঠকে রাজা নিজে, অথবা কোন মনোনীত মন্ত্রী বৈঠকের কার্য পরিচালনা করিবেন। তিনি সকল শ্রেণীর বিশিষ্ট ব্যক্তিদের লইয়া একটি 'উপদেষ্টা সভা' গঠন করার কথাও বলিয়াছেন। জনস্বার্থ সম্পর্কিত সকল বিষয় উক্ত 'সভায়' আলোচনা করা যাইবে, কিন্তু উহার ভোটদানের ক্ষমতা থাকিবে না। নির্বাচন সম্পর্কে বলা হইয়াছে যে, দুই সভা বিশিষ্ট পার্লামেন্টের জন্য (গণপরিষদের জন্য নহে) উক্ত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। শাসনতন্ত্র রচনার জন্য একটি নূতন 'কমিশন' গঠন করা হইবে।

পাকিস্তানঃ দুঃখের হইলেও ইহা সত্য যে, ভারতের শান্তি ও বিশ্বমৈত্রীর আবেদন পাকিস্তানে উপযুক্ত সাড়া জাগাইতে পারে নাই। যে সকল কারণে পাক-ভারত সম্পর্ক তিক্ত হইয়াছে তাহার মধ্যে কাশ্মীর-বিরোধ প্রধান। আলোচ্য বর্ষে উভয়ের সম্পর্কের এরূপ অবনতি ঘটিয়াছে যে, তাহাকে প্রকাশ্য বৈরিতা বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। শ্রীসোহ্রাওয়ার্দি প্রধানমন্ত্রী হইয়া কাশ্মীর সম্পর্কে 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহার উপযুক্ত দোহার হিসাবে শ্রীফিরোজ খাঁ নুন স্বস্তিপরিষদে দিনের পর দিন সৌজন্যবর্জিত ভাষায় ভারতকে আক্রমণ করিয়াছেন। বৎসরের গোড়ার দিকে লাহোরের

* মে মাসের দ্বিতীয়ার্ধে ছয়জন মন্ত্রী লইয়া উক্ত মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে।

ভারতীয় দূতাবাসের কতিপয় উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে পুলিশ থানায় ধরিয়া লইয়া গিয়া যেভাবে অপমান ও নির্যাতন করিয়াছিল, তাহাতে ভারতবাসী মাত্রই ক্ষুব্ধ হইয়াছিল। চোরাকারবার বন্ধের নামে পূর্বপাকিস্তানে যে সামরিক অভিযান চলিতেছে, হিন্দুগণই তাহার প্রধান লক্ষ্য বলিয়া মনে হয়। ভারতের সহিত পূর্বপাকিস্তানের দীর্ঘ সীমান্তের সর্বত্র সৈন্য বসান হইয়াছে। তাহারা অকারণে গুলিবর্ষণ করিয়া ভারতীয় এলাকায় ত্রাসের সৃষ্টি করিতেছে। শ্রীনুন প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর এই মর্মে এক উক্তি করিয়াছিলেন যে, পূর্বপাকিস্তানে বিনা পারমিটে প্রায় দুইলক্ষ ভারতীয় ঘুরিয়া বেড়াইতেছে; তাহাদিগকে ধরিয়া বন্দী শিবিরে পাঠান হইবে এবং সড়ক নির্মাণের কার্যে নিয়োগ করা হইবে। গত বাজেট অধিবেশনে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে শ্রীনুন পুনঃ পুনঃ ভারতকে পাকিস্তানের প্রধান শত্রু বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। পরম পরিতাপের বিষয় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে সম্প্রতি যে ঋণ দান করিয়াছে, তাহাতেও পাকিস্তানের নেতাগণ ক্রোধে বেসামাল হইয়া পড়িয়াছেন। বলাবাহুল্য ভারতে এই সকল ঘটনার প্রতিক্রিয়া কখনও শুভ হইতে পারে না।

পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি সম্পর্কে গ্রন্থের পরবর্তী অংশে বিস্তৃত পর্যালোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং এখানে উহার আলোচনায় আমরা বিরত রহিলাম। তবে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, জন্মকাল হইতেই পাকিস্তান যে শোচনীয় অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগিতেছে তাহার অবসান হয় নাই। ঘন ঘন মন্ত্রিসভার পতন পাকিস্তানী রাজনৈতিক ব্যাধির অন্যতম উপসর্গ। আলোচ্য বৎসরেও দুইটি কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার পতন ঘটিয়াছে। বৎসরের শেষের দিকে পূর্বপাকিস্তানের রাজনীতিতে অকস্মাৎ এক নাটকীয় পরিস্থিতির উদ্ভবের ফলে গবর্ণর মৌলানা ফজলুল হক পদচ্যুত হইয়াছেন।

ব্রহ্মদেশ ঃ ব্রহ্মদেশের সহিত ভারতের সম্পর্ক বিশেষ প্রীতিপূর্ণ। এই প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ নিজের তীব্র অর্থসঙ্কট সত্ত্বেও ভারত গত বৎসর ব্রহ্মদেশকে ২০ কোটি টাকা ঋণদান করিয়াছে। আলোচ্যবর্ষে ব্রহ্মদেশ সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, উহার গৃহযুদ্ধ অবসানের আশা দেখা দিয়াছে। গত ডিসেম্বর মাসে (১৯৫৭) বহুসংখ্যক বিদ্রোহী যৌথভাবে আত্মসমর্পণ করিয়াছে। সরকার ঘোষণা করিয়াছেন যে বিদ্রোহীদিগকে স্বাভাবিক জীবন-যাত্রায় পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করার জন্য অর্থ সাহায্য করা হইবে এবং তাহাদিগকে পরিকল্পনামূলক কার্যে নিয়োগ করা হইবে।

সিংহল ঃ ভারত ও সিংহল উভয় দেশের মধ্যে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কোন বিরোধ বা বিদ্বেষ নাই। শ্রীবন্দরনায়েক প্রধানমন্ত্রী হইয়াই ঘোষণা করিয়াছিলেন যে,

তিনি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে 'নেহরু নীতি' অনুসরণ করিবেন। আলোচ্যবর্ষের মে মাসে শ্রীনেহরু কলম্বো পরিদর্শন করিতে গেলে, বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করিয়াছিলেন। এই সকল ঘটনা ভারতের প্রতি সিংহলীদের শ্রদ্ধার পরিচায়ক। কিন্তু যে সকল ভারতীয় বংশোদ্ভব ব্যক্তি সিংহলে বসবাস করিতেছে, তাহাদের প্রতি সিংহলীদের মনোভাব যে যথেষ্ট কোমল ও বন্ধুত্বপূর্ণ নহে তাহা অনস্বীকার্য। এই কারণে সিংহল স্বাধীন হওয়ার পর হইতে বহু ভারতীয় ঐ দেশ ছাড়িয়া চলিয়া আসিয়াছে। আলোচ্যবর্ষের গোড়ার দিকে বন্দরনায়েক-সরকার ফেডারেল পার্টির সহিত ভাষাসম্পর্কে এক চুক্তি সম্পাদন করিয়াছিলেন; উহাতে তামিলকে সংখ্যালঘুদের সরকারী ভাষা বলিয়া স্বীকার করা হইয়াছিল। কিন্তু বৎসরের শেষের দিকে ভাষা বিরোধ তীব্র হইয়া উঠায়, সরকার এই চুক্তি বাতিল করিয়া দিয়াছেন এবং সিংহলীকেই একমাত্র সরকারী ভাষা বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন। ভাষা বিরোধ উপলক্ষ করিয়া ভারতীয়দের প্রতি নানারূপ নির্যাতন চলিয়াছে। মে মাসের শেষের দিকে অবস্থা অতি গুরুতর হইয়া পড়ে; সিংহলের সর্বত্র প্রচণ্ড দাঙ্গাহাঙ্গামা ঘটে। উহাতে বহু তামিল-ভাষী নিহত হয় ও তাহাদের ঘরবাড়ী লুন্ঠিত হয়। অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্য কার্ফ্যু জারি করা হইয়াছিল।

আলোচ্যবর্ষে ব্রিটিশ সরকার ত্রিঙ্কোমালীর নৌঘাটি ও কাটনায়েকের বিমান ঘাটির কর্তৃত্ব সিংহল সরকারের নিকট হস্তান্তর করিয়াছেন। ত্রিঙ্কোমালী প্রাচ্যে ব্রিটিশ শক্তির অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল।

আফগানিস্তান ঃ ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যে সরল বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিদ্যমান। আফগানরাজ মহম্মদ জাহির শাহ গত ফেব্রুয়ারী মাসে (১৯৫৮) ভারত পরিদর্শনে আসিয়াছিলেন এবং এখানে ১৫ দিন অবস্থান করিয়াছিলেন। আফগানিস্তান আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া চলিয়াছে। সে 'বাগদাদ চুক্তিতে' যোগদান করে নাই, যদিও তাহার পার্শ্ববর্তী অন্যান্য মুসলিম রাষ্ট্রগুলি উহাতে যোগদান করিয়াছে এবং বাগদাদ চুক্তির সদর দপ্তর প্রায় তাহার ঘরের দুয়ারে অবস্থিত বলিলেই চলে। পক্ষান্তরে সে রাশিয়ার নিকট হইতে আর্থিক ও কারিগরি সাহায্য গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হয় নাই। এই কারণে পাশ্চাত্ত্য শক্তিজোট মাঝে মাঝে এই বলিয়া উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া থাকে যে, আফগানিস্তানে সোভিয়েট অনুপ্রবেশ ঘটিতেছে। আফগানরাজ আলোচ্যবর্ষে রাশিয়া এবং পাকিস্তান রাষ্ট্র দুইটিও পরিভ্রমণ করেন। কয়েক বৎসর পূর্বে গুরুতর মনোমালিন্যের ফলে আফগানিস্তান পাকিস্তানের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছিল। আলোচ্যবর্ষে পুনরায় এই রাষ্ট্রদুইটি কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছে।

মালয়ঃ এশিয়ার বিস্তীর্ণ মানচিত্রে আলোচ্য বর্ষে আর একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের উদয় হইয়াছে—রাষ্ট্রটির নাম 'ফেডারেটেড ষ্টেটস অব মালয়' বা মালয় যুক্তরাষ্ট্র। ৩১শে আগষ্ট, ১৯৫৭, মালয় স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। স্বাধীন মালয় কমনওয়েলথ-এর মধ্যে থাকিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছে।

মালয়ের জন্য যে নূতন সংবিধান রচনা করা হইয়াছে, তাহা গণতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের এক অদ্ভূত গোঁজামিল। মালয়ের নয়জন সুলতানের খেতাব, উপাধি ও অধিকার-সমূহ সম্পূর্ণ বজায় রাখা হইয়াছে। একজন সুলতানকে পাঁচবৎসরের মেয়াদে 'মালয়ের রাজা' নির্বাচন করা হইবে; তিনি হইবেন মালয়ের 'সর্বোচ্চ শাসক'। কিন্তু এই 'রাজা' নির্বাচনে জনসাধারণের কোন হাত নাই, কেবলমাত্র নয়জন সুলতান উহাতে অংশগ্রহণ করিবেন। প্রথম বারের জন্য রাজা নির্বাচিত হইয়াছেন সেমবিলানের সুলতান (৩রা আগষ্ট, ১৯৫৭) এবং প্রধানমন্ত্রী হইয়াছেন টেঙ্কু আবদুল রহমান। দুইটি পরিষদ লইয়া মালয়ের 'মজলিস' (পার্লামেন্ট) গঠিত হইবে—উচ্চ পরিষদে ২২ জন সভ্য এবং নিম্নপরিষদে ১০০ জন প্রতিনিধি থাকিবেন। দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য মালয়ে ব্রিটিশ সৈন্য অবস্থান করিবে। ব্রিটিশ সরকার মালয়কে দেশরক্ষার কার্যে সাহায্য করিবেন।

মালয় একটি বহুজাতিবিশিষ্ট দেশ। ইহার অধিবাসীদের মধ্যে ৩০ লক্ষ মালয়ের আদিবাসী, ২৩ লক্ষ চীনা এবং ৭ লক্ষ ভারতীয় ও পাকিস্তানী। এই সমস্যাটি মালয়ের স্বাধীনতা লাভে বিলম্ব ঘটাইয়াছে। স্বাধীন মালয় হইতে সিঙ্গাপুরকে পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে। মালয় ও সিঙ্গাপুরের চীনা সম্প্রদায় মিলিত হইলে রাষ্ট্রপরিচালনায় তাহারাই প্রভাব বিস্তার করিবে, সম্ভবতঃ এই আশঙ্কা হইতেই সিঙ্গাপুরকে পৃথক করা হইয়াছে।

মধ্যপ্রাচ্য

মধ্যপ্রাচ্যের রাজনৈতিক ছকে অন্তর্জাতিক দাবাখেলা পুরাদমে জমিয়া উঠিয়াছে; এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের রাষ্ট্রগুলিকে দাবার ঘুঁটির মত ব্যবহার করা হইতেছে। 'বাগদাদ চুক্তি', 'আইসেনহাওয়ার নীতি', প্রভৃতি বিভেদের বীজগুলি বপনকরিয়া সযত্ন বারি সিঞ্চনে যে বিষবৃক্ষ উৎপন্ন হইয়াছে, এখন তাহাতে ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে—আরব রাষ্ট্রগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছে। আরব জাতীয়তা-বোধের মূলচ্ছেদ ও আরব দুনিয়ার সংহতি নষ্ট করিয়া এই তৈলসমৃদ্ধ অঞ্চলে নিজ নিজ প্রভুত্ব কায়েম রাখাই বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলির লক্ষ্য। জাতিসঙ্ঘে ইরাক ও সৌদী আরবের প্রতিনিধিদ্বয় আলোচ্য বর্ষের অক্টোবর মাসে মধ্যপ্রাচ্যের অবস্থা সম্পর্কে যে বক্তৃতা দিয়াছিলেন তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইরাকের প্রতিনিধি

ডাঃ মুসা এল. সাবান্দার তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, মধ্যপ্রাচ্যে আজ যে অবস্থা প্রত্যক্ষ করা যাইতেছে, তাহা আরবদের অধিকার ও আশাআকাঙ্ক্ষা পূরণের পথে অন্তরায় সৃষ্টির এবং অবিচার ও পক্ষপাতিত্বের ফল ছাড়া আর কিছুই নহে। প্যালেষ্টাইন বিভাগের দ্বারা মধ্যপ্রাচ্যে অশান্তির দ্বার উন্মুক্ত করা হইয়াছে। তিনি প্রশ্ন করেন যে, গত ৪০ বৎসর যাবৎ প্যালেষ্টাইনে যাহা ঘটিতেছে তাহা লক্ষ্য না করা অপেক্ষা রাজনৈতিক দৃষ্টিহীনতার আর কোন বড় নজির আছে কি না, অথবা গতবৎসর মিশরে যে আক্রমণ ঘটিয়াছিল তাহা অপেক্ষা মূর্খতার কিংবা আলজেরিয়ার যুদ্ধ অপেক্ষা বর্বরতার বৃহত্তর কোন দৃষ্টান্ত আছে কি না? তিনি বলেন যে, ডলার ও বন্দুকের সাহায্যে মধ্যপ্রাচ্য রক্ষা করা যাইবে না ; ইহার জন্য প্রয়োজন ন্যায় বিচার ও সাধু ব্যবহার।

সৌদী আরবের সভ্য শ্রীআহমেদ স্থকাইরী তাঁহার ভাষণে বলেন যে, মধ্য-প্রাচ্যের নিজের ইচ্ছা বা অনিচ্ছার প্রতি বিন্দুমাত্র শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করিয়া তাহাকে 'ঠাণ্ডা লড়াই'তে টানিয়া লওয়া হইতেছে। কিন্তু এই রাষ্ট্রগুলি সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সার্বভৌম, ইহা স্মরণ রাখা কর্তব্য। তাহাদের ব্যাপারে কাহারো নাক গলাইবার অধিকার নাই। পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গ নিজেরাই মধ্যপ্রাচ্যের সহিত সংযোগ ছিন্ন করিতেছে।

যাহা হোক, আলোচ্যবর্ষে মধ্যপ্রাচ্যে মিশর আক্রমণের তুল্য কোন বৃহৎ ঘটনা না ঘটিলেও, এই অঞ্চলে উত্তাপ ও উত্তেজনার অভাব হয় নাই। জর্ডান ও সিরিয়ার আভ্যন্তরীণ গোলযোগ, মস্কট ও ওমানে সশস্ত্র বিদ্রোহ, সিরিয়া-তুরস্ক সীমান্ত বিরোধ, সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র এবং আরব যুক্তরাষ্ট্র নামক দুইটি যুক্তরাষ্ট্র-গঠন প্রভৃতি বিষয়গুলি আলোচ্য বর্ষে মধ্যপ্রাচ্যের ঘটনা প্রবাহে বৃহৎ আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে।

জর্ডান: ১৩৬৪ সালের প্রাক্কালে জর্ডানে যে রাজনৈতিক অশান্তির সূত্রপাত হয়, তাহা ক্রমশঃ ব্যাপক ও গুরুতর হইয়া ওঠে এবং উহার ফলে দেশের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে। ২১ বৎসর বয়স্ক তরুণ শাসক রাজা হুসেনের মনে অকস্মাৎ এই ধারণার উদয় হয় যে, জর্ডানে কম্যুনিষ্ট অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীসুলেমান নবুলসির অনুসৃত নীতি এই অনুপ্রবেশের পক্ষে অনুকূল। সুতরাং রাজার নির্দেশে শ্রীনবুলসি পদত্যাগ করেন (৯ই এপ্রিল, ১৯৫৭)। উক্ত ঘটনার উপর মস্কো রেডিও এইরূপ মন্তব্য করে—"শ্রীনবুলসি বিশ্বের সর্বত্র সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে চাহিয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাকে পদচ্যুত করা হইয়াছে। ইহার জন্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র জর্ডানের উপর আর্থিক চাপ দিতেছিল। তাহারা গুজব

রটাইয়াছিল যে, নবুলসির সমর্থকগণ রাজা হুসেনকে সিংহাসনচ্যুত করিতে চাহে। আরব জগতে বিভেদ সৃষ্টি করিয়া মিশরকে বিচ্ছিন্ন করাই মার্কিণ সরকারের লক্ষ্য। জর্ডান সঙ্কট আইসেনহাওয়ার নীতিরই ফল।" এই মন্তব্য সমস্যার স্বরূপটি বুঝিবার পক্ষে সাহায্য করিবে। যাহাহোক, নবুলসিকে পদচ্যুত করায় সমস্যার সমাধান হয় না। অনেক চেষ্টার পরে শ্রীহুসেন খলিদির নেতৃত্বে যে নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত হয় তাহা মাত্র কয়েকদিন পরেই পদত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। ঐ সময় অকস্মাৎ জর্ডানের সামরিক বাহিনীতে বিদ্রোহ ঘটে, তবে উহা ব্যাপক হইতে পারে নাই। ষড়যন্ত্রের আভাস পাইয়া বেতুইনবাহিনী রাজাকে পূর্বাহ্নেই সতর্ক করিয়া দিয়াছিল এবং তাহাদের সাহায্যেই রাজা বিদ্রোহ দমন করিতে সমর্থ হন। বিদ্রোহ সম্পর্কে যে সকল গুজব রটিতে থাকে, তাহা হইতে জানা যায় যে, সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক আলি আবুনুয়ার রাজাকে গদীচ্যুত করার জন্য এক ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। আবুনুয়ার রাজার একান্ত বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি ছিলেন এবং এক বৎসর পূর্বে তাঁহার পরামর্শেই রাজা হুসেন স্বনামধন্য গ্লাব পাশাকে জর্ডানবাহিনীর সর্বাধিনায়কের পদ হইতে অপসারণ করিয়াছিলেন। আরব জগতে গ্লাব পাশার প্রভাব ছিল অতুলনীয়।

২৫শে এপ্রিল সমগ্র রাজ্যে সামরিক আইন জারী করা হয়। রাজা তাঁহার নীতির প্রতি জনসাধারণের সমর্থন অর্জন করিতে পারিতেছিলেন না, এইরূপ অনুমান করিলে বোধহয় ভুল হইবে না। কারণ নবুলসি মন্ত্রিসভার পতনের পর হইতে রাজা হুসেনের মার্কিণঘেষা নীতির নিন্দা করিয়া জনসাধারণ নানা-ভাবে তাহাদের বিক্ষোভ প্রদর্শন করিতেছিল। প্রধানতঃ বিক্ষোভকারিগণকে দূরে রাখার উদ্দেশ্যেই ২৫শে এপ্রিল সন্ধ্যা-সকাল কার্ফ্যু জারি করা হইয়াছিল। আন্দোলন দমন করার জন্য ঐ সময়ে দেশের সকল রাজনৈতিক দল বাতিল করিয়া দেওয়া হয়। পার্লামেন্টের অধিবেশনও বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। জর্ডান গোলযোগের সহিত প্রত্যক্ষ সংযোগ না থাকিলেও একটি সমসাময়িক ঘটনায় বিশ্বে প্রভূত কৌতূহলের সৃষ্টি হইয়াছিল। ঐ সময় মার্কিণ দেশরক্ষা দপ্তর ঘোষণা করেন যে, ষষ্ঠ মার্কিণ নৌবহরকে পূর্ব ভূমধ্যসাগরে ফিরিয়া আসার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। ঐ জাহাজগুলি কিছুকাল যাবৎ ফ্রান্স ও ইতালীর বন্দরে অপেক্ষা করিতেছিল। রাজা হুসেনকে নৈতিক সাহস দান করাই যে ইহার উদ্দেশ্য তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সরকার জর্ডানকে ১ কোটি ডলার আর্থিক সাহায্যও দান করেন। রাজা হুসেন একদল মার্কিণ সাংবাদিকের সহিত আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যে, জর্ডানের গোলযোগের জন্য দায়ী একমাত্র আন্তর্জাতিক কম্যুনিজম। জর্ডানের কতগুলি রাজনৈতিক দল

বৈদেশিক রাজনৈতিকদলের সহিত যোগসাজশে জর্ডানবাহিনীতে অনুপ্রবেশের চেষ্টা করিয়াছিল, তাহাদিগকে দমন করা হইয়াছে।

যাহাহোক, রাজা হুসেন যে কার্যতঃ 'আইসেনহাওয়ার নীতি' গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না। ইহা লইয়া মিশর ও সিরিয়ার সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হয় এবং মিশরের সহিত জর্ডানের কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন হইয়া যায়। মিশর, সিরিয়া ও সৌদী আরব একত্রে জর্ডানকে বার্ষিক ১ কোটি ২৫ লক্ষ পাউণ্ড অর্থ সাহায্য করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছিল। মিশর ও সিরিয়া উক্ত প্রতিশ্রুতি পালনে অসম্মত হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, মিশর ও সিরিয়ার সহিত জর্ডানের সম্পর্ক খারাপ হইতে থাকিলেও, ইরাক এবং সৌদী আরবের সহিত তাহার সম্পর্ক অধিকতর ঘনিষ্ঠ হইতে থাকে। ইরাক 'বাগদাদ চুক্তি'র অন্যতম সরিক এবং সৌদী আরবের রাজাও ইঙ্গ-মার্কিণ শিবিরের বশম্বদ ব্যক্তি—এই ঘটনার তাৎপর্য সুস্পষ্ট। বৎসরের শেষের দিকে ইরাক ও জর্ডান 'আরব ফেডারেল ষ্টেট' নামক একটি যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিয়াছে।

সিরিয়া ঃ সিরিয়া বাগদাদ চুক্তিতে যোগদান করে নাই কিংবা নির্বিচারে 'আইসেনহাওয়ার নীতি' গ্রহণেও সে রাজী নহে। আবার রাশিয়ার সহিত মেলামেশা করিতেও সে ইতস্ততঃ করে না। রাজনৈতিক আদর্শের দিক হইতে সিরিয়া মিশরের অনুগামী। বলা বাহুল্য এই অবস্থায় মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের সহিত তাহার সম্পর্ক খুব মধুর বা ঘনিষ্ঠ হওয়া স্বাভাবিক নহে। উভয়ের মধ্যে একটা চাপা দ্বন্দ্বের ভাব বর্তমান ছিল। অকস্মাৎ গত আগষ্ট মাসে (১৯৫৭) উহা প্রকাশ্য কলহের রূপ ধারণ করে। দামাস্কাসের যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের তিনজন উচ্চ-পদস্থ কর্মচারীর প্রতি বহিষ্কারের আদেশ দেওয়া হয়। তাঁহারা সিরিয়া সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া অভিযোগ করা হয়।

যুক্তরাষ্ট্র সরকার এই অপমান নীরবে সহ্য করেন না। তাঁহারা সঙ্গে সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রে সিরিয়ার রাষ্ট্রদূতকে 'অবাঞ্ছিত ব্যক্তি' ঘোষণা করিয়া ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন। ঐ সময়ে কতগুলি ঘটনায় সিরিয়ার প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের সন্দেহ আরও বৃদ্ধি পায়। আগষ্ট মাসের মধ্যভাগে সিরিয়ার প্রতিরক্ষামন্ত্রী মস্কো হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া, রাশিয়া সিরিয়াকে যে সকল সাহায্য দিতে চাহিয়াছে তাহা ঘোষণা করেন। ঐ সময় সিরিয়ার সামরিক বাহিনী হইতে কতিপয় উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে পদচ্যুত করা হয়। সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট সুকরি এল. কুয়াৎলী অকস্মাৎ কায়রো গমন করেন এবং তথায় কয়েকদিন অবস্থান করিয়া প্রেসিডেন্ট

নাসের-এর সহিত গোপনে আলোচনা করিতে থাকেন। এই সকল ঘটনাকে একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার ইঙ্গিত বলিয়া মার্কিণ সরকার মনে করেন। তাঁহারা আর বৃথা কালক্ষেপ করা সঙ্গত মনে করেন না। সিরিয়ার পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার জন্য ১৯শে আগষ্ট, ১৯৫৭, ওয়াশিংটনে ব্রিটিশ ও মার্কিণ সরকারের মধ্যে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক বসে। প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার বলেন যে, আর্থিক ও সামরিক সাহায্য দানের মাধ্যমে সিরিয়ায় কম্যুনিষ্ট অনুপ্রবেশ ঘটিতেছে —ইহাই রাশিয়ার চিরাচরিত প্রথা। সিরিয়াকে ভীতি প্রদর্শনের জন্য অবিলম্বে বিমানযোগে জর্ডানে মার্কিণ অস্ত্রশস্ত্র পাঠাইবার সিদ্ধান্ত করা হয় এবং ৯ই সেপ্টেম্বর উহার প্রথম কিস্তি আসিয়া জর্ডানে পৌছায়।

সিরিয়া-তুরস্ক বিরোধ ঃ রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীআন্দ্রে গ্রোমিকো ১০ই সেপ্টেম্বর এক বিবৃতিতে বলেন যে, সিরিয়ার সীমান্তে তুরস্ক সৈন্য সমাবেশ করিতেছে। ইহা লইয়া সিরিয়া ও তুরস্কের মধ্যে তীব্র বাদানুবাদ চলিতে থাকে এবং উভয়ের সম্পর্ক অতিশয় তিক্ত হইয়া পড়ে। মিশর সিরিয়াকে সাহায্য করিতে অগ্রসর হয়। সে সিরিয়ায় তাহার সৈন্য প্রেরণ করে। সিরিয়া ১৬ই অক্টোবর জাতিসঙ্ঘে তুরস্কের বিরুদ্ধে তাহার অভিযোগ পেশ করে। জল আরও বহুদূর গড়াইবে বলিয়া আশঙ্কা করা হইয়াছিল। কিন্তু সুখের বিষয় উভয় পক্ষ আপসে বিরোধ মিটাইয়া লইয়াছে। এই দুইটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের মধ্যে সদ্ভাব রক্ষার জন্য সৌদী আরবের রাজা বিশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন। ১লা নবেম্বর বোঝাপড়ার ফলে সিরিয়া ও তুরস্ক জাতিসঙ্ঘ হইতে বিরোধ প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত করে।

গত ফেব্রুয়ারী মাসে সিরিয়া ও মিশর মিলিত হইয়া 'সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র' নামক যুক্তরাষ্ট্র গঠন করিয়াছে।

মিশর ঃ আরব রাষ্ট্রগুলির মধ্যে মিশরের স্থান অতি উচ্চে। প্রেসিডেণ্ট নাসের-এর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব মিশরকে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এক বিশেষ মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। গতবৎসর ইঙ্গ-ফরাসী শক্তির বর্বর আক্রমণের ফলে তাহার দেহ হইতে বহু রক্ত ক্ষরিত হইয়াছিল। কিন্তু নিজের অন্তর্নিহিত প্রাণপ্রাচুর্যে সকল ক্ষয়ক্ষতি জয় করিয়া মিশর আবার জাতিগঠনমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছে।

নূতন সংবিধান অনুসারে আলোচ্যবর্ষে মিশরে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই সংবিধানে কেবল যে নারীদের ভোটাধিকার দান করা হইয়াছে তাহা নহে, তাঁহারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও করিতে পারিবেন। বস্তুতঃ আলোচ্য নির্বাচনে তিনজন মহিলা জাতীয় পরিষদের সভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন।

নির্বাচনান্তে জাতীয় পরিষদের উদ্বোধন উপলক্ষে (২২শে জুলাই, ১৯৫৭) প্রেসিডেন্ট নাসের যে ভাষণ দান করেন, তাহাতে মিশরের পররাষ্ট্র নীতির মর্মকথা ব্যক্ত হইয়াছে। তিনি ঘোষণা করেন যে, মিশরের স্বাধীন সত্তার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ নিরপেক্ষ নীতি তিনি অনুসরণ করিবেন। আন্তর্জাতিক শান্তি তাঁহার একান্ত কামনার বস্তু। কিন্তু তাই বলিয়া কম্যুনিষ্ট দেশের নিকট হইতে অস্ত্র সংগ্রহ করার জন্য পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রগুলি তাঁহাকে যে ভ্রূকুটি প্রদর্শন করিতেছে, তাহা তিনি সহ্য করিবেন না। প্রেসিডেন্ট নাসের বলেন, 'বান্দুং সম্মেলনে' আমরা যে নীতি গ্রহণ করি, তজ্জন্য ব্রিটেন ও আমেরিকা উভয়েই আমাদের উপর ক্রুদ্ধ হয় এবং আমাদিগকে অস্ত্রসরবরাহ করিতে অসম্মত হয়। আমবা বাধ্য হইয়া রাশিয়ার শরণাপন্ন হই এবং তাহারা আমাদিগকে সাহায্য করে। পৃথিবীর স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির সহিত মেলামেশা করার এবং শান্তিরক্ষায় সাহায্য করার অধিকার আমরা কোন কিছুর বিনিময়েই বিক্রয় করিতে পারিব না— এমনকি অস্ত্র সংগ্রহ করার বদলেও নহে। আমাদের স্বাধীনতা সওদাযোগ্য পণ্য নহে।

বৎসরের শেষের দিকে অকস্মাৎ সুদানের সহিত মিশরের সীমান্ত এলাকা লইয়া বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে। মিশরের বক্তব্য এই যে, ২২ অক্ষরেখার ঠিক দক্ষিণে সুদানের সীমান্তঅঞ্চল শেষ হইয়াছে, উহার উত্তরে তাহার কোন অধিকার নাই। সুদান ১৭ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৮, ২২ অক্ষরেখার উত্তরে তাহার সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিয়া মিশরের সীমান্ত লঙ্ঘন করিয়াছে। মিশর ইহাতে তীব্র আপত্তি জ্ঞাপন করে এবং অবিলম্বে সৈন্য সরাইয়া লওয়ার জন্য সুদান সরকারকে অনুরোধ জানায়। কিন্তু সুদান মিশরের আপত্তি অগ্রাহ্য করে। সে বিরোধ মীমাংসার জন্য স্বস্তি পরিষদকে অনুরোধ করিয়াছে।

মস্কট ও ওমানে বিদ্রোহ ঃ মস্কট ও ওমান পারস্য উপসাগরের উপকূলে অবস্থিত সুলতান-শাসিত একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। ইহা একটি তৈলসমৃদ্ধ অঞ্চল; কিছুকাল যাবৎ ইহা লইয়া ব্রিটেন ও সৌদী আরবের মধ্যে মন কষাকষি চলিতেছে। ওমানের ইমাম-এর নেতৃত্বে গত জুলাই মাসে (১৯৫৭) এই রাজ্যটিতে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল। ইমাম শেখ সুলেমান বিন হিমাযার ১৯৫৫ সালে রাজ্য হইতে নির্বাসিত হইয়াছিলেন। ওমানের প্রাচীন রাজধানী নিজওয়ার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহেই বিদ্রোহ খুব ব্যাপক হইয়াছিল, কারণ ঐসকল এলাকাতেই ইমামের প্রভাব খুব বেশী। নিজওয়া বিখ্যাত মরুদ্যান বুরাইমির ১২০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত। যাহাহোক, বিদ্রোহ দমনের জন্য মস্কট ও ওমানের সুলতান ব্রিটিশ সরকারের সাহায্য প্রার্থনা করেন এবং ব্রিটিশ

সরকার খুব উদার ও অকৃপণ হাতেই তাঁহাকে সাহায্য দান করিয়াছিলেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, সুলতানের নিজস্ব নগণ্য সেনাবাহিনী দশ জন ব্রিটিশ সেনাপতির অধীন। ক্রমাগত ব্রিটিশ বিমানের বোমা বর্ষণের ফলে বিদ্রোহীদের প্রতিরোধ ক্ষমতা ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং ১২ই আগষ্ট, ১৯৫৭, নিজ্ওয়া একটি ব্রিটিশ বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পণ করে। অবশেষে ১৫ই আগষ্ট সুলতান আনুষ্ঠানিক ভাবে ঘোষণা করেন যে, বিদ্রোহ দমনের কার্য শেষ হইয়াছে। এই বিজয় উৎসবকে স্মরণীয় এবং মহিমামণ্ডিত করার উদ্দেশ্যে ঐদিন ইমামের সর্বাধিক সুরক্ষিত ঘাটি 'তানুফ দুর্গ' বিস্ফোরক সাহায্যে উড়াইয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলা হয়।

এই বিদ্রোহে মার্কিণ কর্তৃপক্ষের পরোক্ষ প্রশ্রয় ছিল বলিয়া বিলাতের 'ডেইলী মেল' 'ডেইলী এক্সপ্রেশ' প্রমুখ সংবাদপত্রগুলি অভিযোগ করে। তাহারা বলে যে, বিদ্রোহীরা মার্কিণ অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিয়াছে এবং রাজা সৌদ ঐসকল অস্ত্র সরবরাহ করিয়াছেন। তাহাদের মতে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের তৈল লইয়া ব্রিটিশ ও মার্কিণ কোম্পানীগুলির মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছে এই বিদ্রোহ তাহারই পরিণতি। কিন্তু মার্কিণ পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র শ্রীলিঙ্কন হোয়াইট এই অভিযোগকে 'একেবারে বাজে' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। ঐসময় শ্রীডালেস লণ্ডন গিয়াছিলেন ; তিনিও দৃঢ়ভাবে ইহার প্রতিবাদ করিয়াছিলেন।

আলজেরিয়াঃ আলজেরিয়া সমস্যার কোন সমাধান হয় নাই, কিংবা সমাধানের কোন আশাও দেখা যাইতেছে না। জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহীদের বিক্ষোভ বিদ্রোহ সমানভাবেই চলিয়াছে ; ফরাসীবাহিনীর 'নিধন-যজ্ঞ'ও অব্যাহত গতিতে চলিতেছে। ২০শে মার্চ, ১৯৫৮, এক সংবাদে প্রকাশ যে, মাত্র ৪ দিনের সংঘর্ষে ৭২৫ জন বিদ্রোহী নিহত হইয়াছে। আলোচ্য বর্ষে ফ্রান্সের বুর্জেস মাউনারী মন্ত্রিসভা আলজেরিয়ায় শাসন সংস্কার প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে একটি বিল রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু উহা কার্যে পরিণত করা দূরে থাকুক, এই বিল তাঁহার মন্ত্রিসভার পতন ঘটাইয়া ছাড়ে। ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭, বিলের শর্তাবলী প্রকাশিত হওয়া মাত্রই আলজেরিয়ার 'ন্যাশনাল লিবারেল ফ্রন্ট' উহা প্রত্যাখ্যান করে। ফ্রান্স আলজেরিয়ার পূর্ণ স্বাধীনতা স্বীকার না করা পর্যন্ত তাহারা কোনরূপ সংস্কারমূলক আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিবে না, ইহাই তাহাদের পণ। ফ্রান্সের জাতীয় পরিষদে উক্ত বিল আলোচনার জন্য উত্থাপন করিলে উহা ২৭৯-২৫৩ ভোটে বাতিল হইয়া যায় (১লা অক্টোবর, ১৯৫৭)। মাউনারী মন্ত্রিসভা এইভাবে ঘরে ও বাহিরে লাঞ্ছিত হইয়া পদত্যাগ করেন।

টিউনিসিয়া ঃ ফ্রান্স ও আলজেরিয়ার যুদ্ধের আগুন এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রটিকেও স্পর্শ করিয়াছে। গত ৮ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৮, ২৫ খানি ফরাসী বোমারু বিমান সাকিয়েত সিদি ইউসুফ নামক টিউনিসিয়ার সীমান্তবর্তী গ্রামের উপর প্রচণ্ড আক্রমণ চালায়। ফলে গ্রামটির দুই তৃতীয়াংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত এবং নারী, শিশু ও স্কুলের ছাত্রসহ একশত লোক নিহত হয়। এই ঘটনায় টিউনিসিয়ায় তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হইয়াছে। প্যারিস হইতে টিউনিসিয়া তাহার রাষ্ট্রদূতকে ফিরাইয়া লইযাছে। ফরাসী সরকার এই কার্যের সমর্থনে যে বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে বলা হইয়াছে যে, আলজেরিয়ার বিদ্রোহীরা সীমান্ত অতিক্রম করিয়া টিউনিসিয়ায় আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে এবং তথা হইতে ফরাসী সৈন্যের উপর আক্রমণ চালাইতেছে। যে গ্রামখানির উপব বোমা বর্ষণ করা হইয়াছে তথায় বিমান-বিধ্বংসী অস্ত্রশস্ত্র মজুদ ছিল এবং তথা হইতে বিদ্রোহীরা আক্রমণ চালাইযা ফরাসী বিমানবাহিনীর প্রভূত ক্ষতিসাধন করিতেছিল। ফরাসী বিমানবাহিনী আত্মরক্ষার জন্যই উক্ত গ্রামের উপর বোমাবর্ষণ করিযাছে, ইহাই ফরাসী সরকারের কৈফিয়ৎ। টিউনিসিয়ার সরকার ফ্রান্সের বিরুদ্ধে এই সম্পর্কে জাতিসঙ্ঘে অভিযোগ উত্থাপন করিয়াছেন। জাতিসঙ্ঘ এই বিষয়ে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করেন তাহা দেখিবার জন্য বিশ্ববাসী সাগ্রহে অপেক্ষা করিতেছে।

আলোচ্যবর্ষে টিউনিসিয়ার গণপরিষদ টিউনিসিয়াকে প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা করিয়াছে (২৫শে জুলাই, ১৯৫৭)। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীবোরগুইবা প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইযাছেন। টিউনিসিয়ায় 'বে' বংশ ২৫০ বৎসর যাবৎ রাজত্ব করিতেছিল, তাহাব অবসান ঘটিল।

সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র ঃ ১৯৫৮ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী প্রেসিডেণ্ট নাসের ও প্রেসিডেণ্ট কুয়াৎলি মিশর ও সিরিয়ার সংযুক্তি সাধন করিয়া 'সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র'-এর ভিত্তি স্থাপন করেন। যুক্তরাষ্ট্রের দুইটি ইউনিট থাকিবে—একটি মিশর ও অপরটি সিরিয়া। প্রত্যেক ইউনিটে একজন সভাপতির অধীনে একটি করিয়া শাসনপরিষদ থাকিবে এবং তাঁহাদের উপরে থাকিবেন একজন রাষ্ট্রপতি। আলোচ্য রাষ্ট্রের একটি সাধারণ পতাকা এবং সৈন্যবাহিনী থাকিবে। মিশর ও সিরিয়ার যে সকল আইন প্রচলিত আছে, উহাদের সংশোধন ও বিলোপ-সাধন সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে তাহা চালু থাকিবে। ইতিপূর্বে মিশর ও সিরিয়া যে সকল আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতা মানিযা লইয়াছে, নিজ নিজ এলাকার মধ্যে তাহাদের মর্যাদা রক্ষা করা হইবে। কায়রো হইবে যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী। নাসের এই যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইয়াছেন। অতঃপর ৫ই মার্চ দামাস্কাসে এক

বিশাল জনসভায় প্রেসিডেন্ট নাসের আরব প্রজাতন্ত্র-এর অন্তর্বর্তী সংবিধান ঘোষণা করেন; উহা ধর্মনিরপেক্ষভাবে রচিত হইয়াছে। আইনের দ্বারা ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার রক্ষা করা হইয়াছে। তবে দেশের স্বার্থে প্রয়োজন হইলে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণসহ উহা রাষ্ট্রায়ত্ত করা চলিবে।

ইয়েমেনের যোগদান: ইয়েমেন ২রা মার্চ সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রে যোগদান করিয়াছে। ইয়েমেন আরব অঞ্চলের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তসীমায় অবস্থিত। ইহার আয়তন ৭৫ হাজার বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ৭০ লক্ষ।

আরব ফেডারেল ষ্টেট: ইরাকের রাজা ফৈজল এবং জর্ডানের রাজা হুসেন ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৮, একটি চুক্তিপত্র স্বাক্ষর করিয়া এই যুক্তরাষ্ট্রের পত্তন করেন। রাজা ফৈজল এই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপ্রধান এবং রাজা হুসেন উপরাষ্ট্রপ্রধান হইবেন। উভয় রাজাই নিজ নিজ দেশে পূর্ব খেতাব ও অধিকারসমূহ বজায় রাখিবেন। ইরাক ও জর্ডান ইতিপূর্বে বৈদেশিক রাষ্ট্রের সহিত যে সকল মৈত্রী-বন্ধন ও চুক্তি সম্পাদন করিয়াছেন তাহার জন্য স্বতন্ত্রভাবে তাহারা দায়ী থাকিবে। বাগদাদ ও আম্মান উভয়স্থানে পর্যায়ক্রমে তিনমাস করিয়া নবগঠিত রাষ্ট্রের রাজধানী থাকিবে। এই রাষ্ট্রের একটি পার্লামেণ্ট, একটি পতাকা এবং একটি সৈন্যবাহিনী থাকিবে। রাজা ফৈজল ও রাজা হুসেন উভয়েই হাসেমী বংশোদ্ভব। তাঁহাদের প্রপিতামহ হোসেন বিন আলি যে পতাকা ব্যবহার করিতেন তাহাই আলোচ্য রাষ্ট্রের পতাকা হইবে।

সোভিয়েট রাশিয়া

সোভিয়েট রাশিয়ার ১৩৬৪ সালের ইতিহাস পর্যালোচনা করিতে যাইয়া সর্বাগ্রে যে কথাটি মনে পড়ে তাহা হইল রাশিয়ার 'স্পুটনিক' বা কৃত্রিম উপগ্রহ। রাশিয়া আলোচ্য সালে সর্বপ্রথম মহাশূন্যে মনুষ্যসৃষ্ট উপগ্রহ প্রেরণ করিয়া কল্পনা ও বিজ্ঞানের রাজ্যে এক বিরাট বিপ্লব সৃষ্টি করিয়াছে। একটি যুগান্তকারী বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ছাড়াও স্পুটনিক-এর স্বতন্ত্র গুরুত্ব আছে। ইহা আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে প্রবলভাবে নাড়া দিয়াছে; ইহার সহিত সমর-বিজ্ঞানের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বিদ্যমান। কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণের অব্যবহিত পরেই মস্কোতে পূর্বজার্মান দূতাবাসের এক সম্বর্ধনা সভায় শ্রীক্রুশ্চেভ বলিয়াছিলেন যে, বিশ্ব আজ এমন একটি যুগে প্রবেশ করিতে যাইতেছে যখন জঙ্গী ও বোমারু বিমান মিউজিয়ামে রাখার বস্তু হইয়া দাঁড়াইবে। এই উক্তি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ। অবশ্য ইহার কিছুদিন পরে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রও কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইয়াছে। কিন্তু

কয়েকটি কারণে রাশিয়ার চাঁদ শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে। রুশ চাঁদ আকারে অনেক বড় ও ভারী। আবার রাশিয়া তাহার দ্বিতীয় উপগ্রহের সহিত একটি কুকুরও প্রেরণ করিয়াছিল ; উহা কয়েকদিন জীবিত থাকিয়া বিবিধ বৈজ্ঞানিক তথ্যসংগ্রহে সাহায্য করিয়াছিল। বিশেষতঃ প্রথম আবিষ্কারের রোমাঞ্চ ও উত্তেজনা রাশিয়ারই প্রাপ্য। একটি স্বতন্ত্র অধ্যায়ে 'স্পুটনিক' সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে।

রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে আলোচ্যবর্ষে বহু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটিয়াছে। মলোটভ, কাগানোভিচ, মালেনকভ ও মার্শাল জুকভ প্রভৃতি প্রখ্যাত ও প্রবীণ নেতৃবর্গ সোভিয়েট রাজনীতির ঘূর্ণিপাকে তলাইয়া গিয়াছেন আর ক্রুশ্চেভ রাশিয়ার সর্বাধিক ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরূপে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন। বৎসরের শেষের দিকে তিনি প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হইয়াছেন।

প্রিসিডিয়ামে পার্জিংঃ কম্যুনিষ্ট পার্টির সেণ্ট্রাল কমিটির এক সিদ্ধান্তের ফলে ৩রা জুলাই, ১৯৫৭, মলোটভ, কাগানোভিচ ও মালেনকভ 'পার্টি প্রিসিডিয়াম' হইতে অপসারিত হন এবং তৎপরদিবস তাঁহাদিগকে ডেপুটি প্রধানমন্ত্রীর পদ হইতেও অপসারণ করা হয়। সোভিয়েট রাশিয়ার এই তিন নেতার স্থান ছিল কত উচ্চে তাহা বলা বাহুল্য ; বিশেষতঃ মলোটভ ও কাগানোভিচ ১৯১৭ সালের বিপ্লবের সময় হইতেই স্ট্যালিনের বিশেষ আস্থাভাজন সহকর্মীরূপে কাজ করিয়া আসিতেছিলেন। সুতরাং তাঁহাদিগকে 'প্রিসিডিয়াম' হইতে বিতাড়নের ঘটনাটি অনন্যসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ। প্রিসিডিয়াম ভূতপূর্ব 'পলিটব্যুরো'-র রূপান্তর। কম্যুনিষ্ট পার্টির নীতি নির্ধারণে প্রিসিডিয়াম সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। ১১ জন পূর্ণ সদস্য ও ৬ জন প্রাথমিক সদস্য (ক্যাণ্ডিডেট) লইয়া উহা গঠিত। প্রাথমিক সদস্যগণ প্রিসিডিয়ামের বৈঠকে অংশ গ্রহণ করিতে পারেন কিন্তু ভোটদানের অধিকারী নহেন। বলা বাহুল্য পদচ্যুত তিনজন প্রবীণ নেতাই প্রিসিডিয়ামের পূর্ণ সদস্য ছিলেন। তাঁহারা দলীয় নীতির বিরুদ্ধাচরণ করিতেছিলেন বলিয়া অভিযোগ করা হয়। ৬ই জুলাই, ১৯৫৭, লেলিনগ্রাদে এক জনসভায় সোভিয়েট রাশিয়ার কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রধান সম্পাদক শ্রীনিকিতা ক্রুশ্চেভ এই ঘটনা সম্পর্কে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, পদচ্যুত সভ্যগণ দলীয় নীতির বিপর্যয় ঘটাইবার উদ্দেশ্যে গোপনে গুরুত্বপূর্ণ সরকারী পদগুলি অধিকার করার চেষ্টা করিতেছিলেন। তাঁহারা আন্তর্জাতিক উত্তেজনা হ্রাস ও শান্তির শক্তিবৃদ্ধি করার নীতির বিরোধী। তাঁহারা বর্তমান জগতের সহিত সামঞ্জস্যহীন এক অচল কার্যসূচী অনুসরণ করিয়া চলিতে চাহিতেন। ইহাতে রাশিয়ার প্রগতি ব্যাহত হইতেছিল।

মলোটভ, কাগানোভিচ ও মালেনকভকে ক্ষমতাচ্যুত করার বিষয়ে প্রধান অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন ক্রুশ্চেভ। প্রিসিডিয়ামে কেবলমাত্র প্রধান নেতৃগণই স্থানলাভ করিয়া থাকেন; তাঁহাদের অধিকাংশই স্ট্যালিন-নীতির সমর্থক। সুতরাং প্রিসিডিয়ামে ভোটাধিক্য লাভ করা কঠিন হইবে মনে করিয়া ক্রুশ্চেভ 'সেণ্ট্রাল কমিটি'তে উক্ত তিনজন নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করেন। সেণ্ট্রাল কমিটির অধিকাংশ সদস্য বয়সে তরুণ ও স্ট্যালিন-নীতির বিরোধী। মার্শাল জুকভের বিশেষ চেষ্টায় ক্রুশ্চেভ তাঁহাদের অধিকাংশের সমর্থন লাভ করেন।

মার্শাল জুকভের বিদায়ঃ ইহার স্বল্পকাল পরেই মার্শাল জুকভ সোভিয়েট প্রতিরক্ষামন্ত্রীর পদ হইতে অপসারিত হন। নিষ্ঠুর নিয়তি! ২৬শে অক্টোবর, ১৯৫৭, মস্কো রেডিওতে একটি সংক্ষিপ্ত ঘোষণায় বলা হয় যে, মার্শাল জুকভকে প্রতিরক্ষামন্ত্রীর দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে এবং শ্রীমালিনভস্কি উক্ত পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। এই পবিবর্তনের জন্য কোন কারণ দেখান হয় নাই। এই ঘোষণাব মাত্র অর্ধঘণ্টা পূর্বে মার্শাল জুকভ যুগোশ্লাভিয়া ও আলবেনিয়ায় তিনসপ্তাহ সফরান্তে মস্কো প্রত্যাবর্তন করেন। কিছুকাল যাবৎ গুজব শুনা যাইতেছিল যে, মার্শাল জুকভ শীঘ্রই প্রধানমন্ত্রী হইবেন। কিন্তু তাহার পরিবর্তে তিনি এইরূপ হতমান হওয়ায় বিশ্বে প্রভূত বিস্ময়ের সঞ্চার হয়।

নিরস্ত্রীকরণ কমিশন বর্জনঃ রাশিয়া জাতিসঙ্ঘের 'নিরস্ত্রীকরণ কমিশন' ও উহার সাব-কমিটি বর্জন করিয়াছে। পর্বতপ্রমাণ আলাপ আলোচনার ফলে কমিশন হয়ত মূষিক প্রসব করিয়াছে, কিন্তু যথার্থ কাজ কিছুই হয় নাই। রাশিয়াব মতে কমিশন গঠনের ত্রুটিই এই ব্যর্থতার জন্য দায়ী। স্বস্তিপরিষদের ১১টি মাত্র সভ্য রাষ্ট্রকে লইয়া বর্তমান কমিশন গঠিত এবং ৫টি রাষ্ট্র লইয়া সাব-কমিটি গঠিত হইয়াছে। রাশিয়া প্রস্তাব করে যে, বর্তমান কমিশন ও সাব-কমিটি ভাঙ্গিয়া দিয়া জাতিসঙ্ঘের ৮২টি সভ্যরাষ্ট্রকে লইয়া একটি স্থায়ী কমিশন গঠন করা হোক। কিন্তু জাতিসঙ্ঘের সাধারণ অধিবেশনে ১৯শে নবেম্বর, ১৯৫৭, এই প্রস্তাব বাতিল হইয়া যায়। পক্ষান্তরে ঐদিন পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গ ২৫টি রাষ্ট্র লইয়া কমিশন পুনর্গঠন করার যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন তাহা যথারীতি গৃহীত হয়। কিন্তু কমিশন প্রসারিত করা সত্ত্বেও রাশিয়া উহা বর্জন করার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে নাই।

রাশিয়ার বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাবঃ জাতিসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭, ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রসহ ৩৬টি রাষ্ট্র রাশিয়ার বিরুদ্ধে একটি

নিন্দা প্রস্তাব উত্থাপন করে। গতবৎসর হাঙ্গারীতে রাজনৈতিক স্বাধীনতার দাবীতে যে গণঅভ্যুত্থান ঘটিয়াছিল, রাশিয়া সশস্ত্র বলপ্রয়োগে উহা দমন করিয়াছিল বলিয়া উক্ত প্রস্তাবে রাশিয়ার নিন্দা করা হইয়াছে। ১৪ই সেপ্টেম্বর উহা ৬০—১০ ভোটে গৃহীত হয়। ১০টি রাষ্ট্র ভোটদানে বিরত ছিল, ভারত তাহাদের অন্যতম।

রাশিয়ার শান্তি-প্রচেষ্টা : আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উত্তেজনা হ্রাস ও শান্তি স্থাপনের জন্য রাশিয়ার অক্লান্ত প্রচেষ্টা সারা বিশ্বের সশ্রদ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। এই সম্পর্কে সোভিয়েট নেতৃবর্গ যে সকল আবেদন ও বিবৃতি প্রচার করিয়াছেন এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রের নিকট যে সকল চিঠিপত্র লিখিয়াছেন, পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গ তাহার উপর সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে না পারিলেও বিশ্বের কোটি কোটি শান্তিকামী মানুষ উহা সরল ও আন্তরিক বলিয়াই মনে করে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে এক 'শীর্ষ সম্মেলন' অনুষ্ঠানের জন্য রাশিয়া পুনঃপুনঃ আবেদন জানাইয়াছে। যেসকল বিরোধ দুইটি স্বতন্ত্র শক্তিগোষ্ঠীর মধ্যে আবহাওয়া বিষাক্ত করিয়া তুলিয়াছে, প্রস্তাবিত শীর্ষ সম্মেলনে উহাদের মীমাংসার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা করা হইবে। ৬ই নবেম্বর, ১৯৫৭, সুপ্রীম সোভিয়েটের 'জয়ন্তী অধিবেশনে' শ্রীনিকিতা ক্রুশ্চেভ যে দীর্ঘ ভাষণ দেন তাহাতেই তিনি সর্বপ্রথম 'শীর্ষ সম্মেলনে'র কথা বলেন। তিনি উক্ত ভাষণে ঘোষণা করেন যে, রাশিয়া আক্রান্ত না হইলে কখনও যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবে না। সহাবস্থান সোভিয়েট পররাষ্ট্র নীতির ভিত্তিস্বরূপ। যুদ্ধকে আন্তর্জাতিক সমস্যা সমাধানের উপায় বলিয়া গ্রহণ না করা, অস্ত্রপ্রতিযোগিতা ও ঠাণ্ডা লড়াই বন্ধ করা এবং সহাবস্থানের ভিত্তিতে রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক স্থাপন করা প্রভৃতি বিষয়গুলি শীর্ষ সম্মেলনে আলোচনা করার জন্য শ্রীক্রুশ্চেভ প্রস্তাব করেন। কিন্তু পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গ এই প্রস্তাবের প্রতি প্রথমতঃ নীরব উপেক্ষার ভাব প্রদর্শন করেন। তবে, ডিসেম্বর মাসে প্যারীসে 'ন্যাটো'র যে গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন হয়, তাহার চূড়ান্ত ইস্তাহারে রাশিয়ার সহিত নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ে পুনরায় আলোচনা আরম্ভ করার জন্য সুপারিশ করা হয়। যাহাহোক, রাশিয়া ইহাতে ভগ্নোদ্যম হয় না। ২১শে ডিসেম্বর, ১৯৫৭, সুপ্রীম সোভিয়েটের যুক্ত অধিবেশনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীক্রুশ্চেভ পুনরায় পূর্ব ও পশ্চিমের শক্তিগুলির মধ্যে 'শীর্ষ সম্মেলন'-এর আহ্বান জানান এবং একটি ৭ দফা শান্তি পরিকল্পনা প্রচার করেন। পরমাণু ও হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষা বন্ধ, রাশিয়া, ব্রিটেন ও আমেরিকার সৈন্যসংখ্যা হ্রাস, ন্যাটো ও ওয়ারশ চুক্তি স্বাক্ষরকারী দেশগুলির অনাক্রমণ চুক্তি সম্পাদন এবং যুদ্ধাত্মক প্রচারকার্য বন্ধ করা প্রভৃতি বিষয়গুলি উক্ত পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। এই

পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপদানের জন্যই যেন রাশিয়া ৬ই জানুয়ারী, ১৯৫৮, ঘোষণা করে যে সোভিয়েট সামরিক বাহিনী হইতে তিনলক্ষ সৈন্য হ্রাস করা হইবে। তৎকালীন সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মার্শাল বুলগানিন ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রসহ ১৫টি রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকট পত্র লিখিয়া সত্বর শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য অনুরোধ জানান (৯ জানুয়ারী, ১৯৫৮)। ইহার পরে আর চুপ করিয়া থাকা যায় না। সুতরাং পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলি রাশিয়ার প্রস্তাব সম্পর্কে কিছু আগ্রহ প্রকাশ করিতে বাধ্য হয়। কিন্তু তাহারা সরাসরি 'শীর্ষ সম্মেলনে' মিলিত হইবার প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাহাদের মতে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিলে কোন ফল হইবে না। বরং সম্মেলন ব্যর্থ হইলে উভয়পক্ষের মধ্যে তিক্ততা আরও বৃদ্ধি পাইবে। সুতরাং সম্মেলনের প্রস্তুতির জন্য তাহারা প্রথমতঃ পররাষ্ট্রমন্ত্রী পর্যায়ে একটি বৈঠক অনুষ্ঠানের কথা বলে। এই বিষয়ে বহু পত্র ও বাক্য বিনিময়ের পরে আপাততঃ স্থির হইয়াছে যে, এপ্রিল মাসের (১৯৫৮) দ্বিতীয়ার্ধে মস্কোতে শীর্ষ-সম্মেলনের প্রাথমিক প্রস্তুতির জন্য কূটনৈতিক পর্যায়ে আলোচনা সুরু হইবে।*

আণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা বন্ধঃ হাইড্রোজেন ও আণবিক বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ বন্ধ করার জন্য ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের নিকট রাশিয়া বহু আবেদন জানাইয়াছে, কিন্তু তাহারা উহাতে কর্ণপাত করে নাই। বিস্ফোরণ বন্ধের জন্য শ্রীনেহরু রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের নিকট যে আবেদন জানাইয়াছিলেন, তাহার উত্তরে মার্শাল বুলগানিন জানান যে, যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেন বিস্ফোরণ বন্ধ করিতে সম্মত হইলে রাশিয়া অবিলম্বে উহা করিতে রাজী আছে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার যে উত্তর দিয়াছেন তাহাতে তিনি দ্বিধাহীন ভাবে অনুরূপ প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন নাই। যাহাহোক, শেষ পর্যন্ত রাশিয়া একতরফা ভাবেই বিস্ফোরণ বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিয়াছে (৩১ শে মার্চ, ১৯৫৮)। এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্র সরকার যে মন্তব্য করিয়াছেন তাহাতেও গভীর সন্দেহ ও অবিশ্বাস ফুটিয়া উঠিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাব যাহাই হোক না কেন, নিরপেক্ষ শান্তিকামী ব্যক্তিমাত্রই রাশিয়াকে ইহার জন্য অভিনন্দন জানাইয়াছে।

ফ্রান্স

ঘন ঘন মন্ত্রিত্ব-সঙ্কট ফরাসী রাজনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আলোচ্য বর্ষেও ফ্রান্সে দুইটি মন্ত্রিসভার পতন ঘটিয়াছে।† এখানে উল্লেখযোগ্য যে, দুইটি

---

* এপ্রিল মাসে উক্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় নাই। † ১৩৬৫ সালের প্রারম্ভে আরও দুইটি মন্ত্রিসভার পতন হইয়াছে।

মন্ত্রিসভার পতনের মূলেই ছিল আলজেরিয়ার সমস্যা। আলজেরিয়ার যুদ্ধ পরিচালনার ব্যয় নির্বাহার্থ অধিক অর্থের প্রয়োজন হওয়ায় মোলেৎ মন্ত্রিসভা কর-হার বৃদ্ধির প্রস্তাব করিয়া ফ্রান্সের জাতীয়-পরিষদে একটি বিল উত্থাপন করেন। ২২শে মে, ১৯৫৭, ভোটাধিক্যে উক্ত বিল অগ্রাহ্য হওয়ায় মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। মোলেৎ-মন্ত্রিসভা মোট ১৫ মাস ২০ দিন টিকিয়া থাকিয়া যুদ্ধোত্তর ফ্রান্সে দীর্ঘস্থায়িত্বের রেকর্ড স্থাপন করিয়াছে। অতঃপর ১২ই জুন শ্রীবুর্জেস মাউনারী যে মন্ত্রিসভা গঠন করেন তাহা পুরা চারিমাস কালও টিকিয়া থাকিতে পারে নাই। 'আলজেরিয়া সংস্কার বিল' অগ্রাহ্য হওয়ায় ১লা অক্টোবর উহার পতন হয়। আলজেরিয়ার রক্তাক্ত সংগ্রাম ফ্রান্সের আভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও অর্থনীতির পক্ষে যে কত বড় অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহা সহজেই অনুমেয়। আলজেরিয়ার জাতীয়তাবাদীদিগকে সায়েস্তা করিতে যাইয়া ফ্রান্স সম্প্রতি টিউনিসিয়ার সহিতও বিরোধে জড়াইয়া পড়িয়াছে। টিউনিসিয়ার একটি গ্রামের উপর ফরাসী বিমানবাহিনী প্রচণ্ড বোমা বর্ষণের ফলেই উক্ত বিরোধের সূত্রপাত হয়। ফরাসীবাহিনীর কৈফিয়ৎ এই যে, উক্ত গ্রামে আলজেরিয়ার বিদ্রোহিগণ ঘাটি স্থাপন করিয়াছিল।

আলোচ্যবর্ষে ব্রিটেন ও আমেরিকার সহিত ফ্রান্সের বন্ধুবিচ্ছেদ হওয়ার উপক্রম হইয়াছিল। ব্রিটেন ও আমেরিকা গত ডিসেম্বর মাসে (১৯৫৭) টিউনিসিয়ার নিকট অতি নগণ্য পরিমাণ অস্ত্র (৩৫০টি সাব মেসিনগান ও ৭০টি ব্রেনগান) বিক্রয় করাতেই এই মনোমালিন্যের সৃষ্টি হয়। ফ্রান্স তাহার বন্ধুদের এই কার্যের ফলে অতিশয় বিক্ষুব্ধ হয়। তাহার ভয় যে, উক্ত অস্ত্র আলজেরিয়ার বিদ্রোহীদের হাতে যাইয়া পড়িবে। ব্রিটেন ও আমেরিকা তাহাকে এই বলিয়া শান্ত করার চেষ্টা করে যে, তাহারা অস্ত্র সরবরাহ না করিলে টিউনিসিয়া রাশিয়ার শরণাপন্ন হইত এবং রাশিয়া অবশ্যই এই সুযোগ গ্রহণ করিত। পাশ্চাত্য-শক্তিবর্গের পক্ষে উহার পরিণাম অশুভ হইত। টিউনিসিয়া এই অস্ত্র কেবলমাত্র আত্মরক্ষার জন্য ব্যবহার করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছে।

পশ্চিম জার্মানী

১৩৬৪ সালেও উভয় জার্মানীর পুনর্মিলনের প্রশ্নটির কোন মীমাংসা হয় নাই কিংবা শীঘ্র হইবার কোন আশা নাই। এই বিষয়টি উভয় শক্তিজোটের মধ্যে বিরোধের অন্যতম প্রধান কারণ। পুনর্মিলন ঘটাইবার পদ্ধতি সম্পর্কে উভয় পক্ষে তীব্র মতভেদ বর্তমান। ইঙ্গ-মার্কিণ পক্ষ সারা জার্মানীতে সাধারণ

নির্বাচনের দ্বারা বিষয়টির মীমাংসার পক্ষপাতী, কিন্তু রাশিয়া উভয় জার্মানীর মধ্যে আলাপ-আলোচনাদ্বারা পুনর্মিলনের পরামর্শ দান করিতেছে। গত মে মাসে (১৯৫৭) পশ্চিম জার্মানী রাশিয়ার নিকট যে স্মারকলিপি প্রেরণ করে, তাহাতে এই অভিযোগ করা হয় যে, রাশিয়া প্রকৃতপক্ষে জার্মানীর পুনর্মিলন চাহে না বলিয়াই এইরূপ অবাস্তব কথা বলিতেছে। আলোচ্যবর্ষে পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলার ডাঃ এ্যাডেনুর যখন আমেরিকায় গিয়াছিলেন, তখন তিনি ও প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার যে যুক্ত বিবৃতি প্রচার করেন তাহাতে খুব দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করা হয় যে, রাশিয়ার সহিত নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে কোন চুক্তি করার পূর্বে জার্মানীর পুনর্মিলনের প্রশ্নটির সমাধান করিতে হইবে। বস্তুতঃ রাশিয়া পশ্চিম জার্মানীর মতিগতির উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারিতেছে না। পশ্চিম জার্মানী পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গের অত্যুৎসাহী সমর্থক এবং 'ন্যাটো'র অন্যতম সভ্য। তাহার সহিত পূর্বজার্মানীর সংযুক্তির ফলে যদি গোটা জার্মানী ন্যাটোর কুক্ষিগত হয়, তবে তাহা রাশিয়ার পক্ষে প্রীতিকর হইতে পারে না এবং সে এই সম্ভাবনা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করিবে ইহা খুব স্বাভাবিক। আলোচ্য বৎসরের গোড়ার দিকে রাশিয়া অত্যন্ত কঠিন ভাষায় পশ্চিম জার্মানীকে আণবিক অস্ত্র মজুত করার পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিয়াছিল। রাশিয়া বলিয়াছিল যে, পশ্চিম জার্মানী যদি আণবিক অস্ত্র মজুদ করে, তবে সে এত বড় বিপদের সম্মুখীন হইবে, যে তাহার তুলনায় অতীতের সব দুঃখকষ্ট তুচ্ছ বলিয়া মনে হইবে। একটি মাত্র আধুনিক হাইড্রোজেন বোমার আঘাতে পশ্চিম জার্মানীর প্রাণকেন্দ্রগুলি অসাড় করিয়া ফেলা যাইবে এবং সমস্ত দেশ শ্মশানভূমিতে পরিণত হইবে।

আলোচ্যবর্ষে পশ্চিম জার্মানীতে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং ডাঃ এ্যাডেনুর-এর ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটিক পার্টি বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করিয়া নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিয়াছে। ডাঃ এ্যাডেনুর-এর নেতৃত্বে পশ্চিম জার্মানীর অতি দ্রুত আর্থিক পুনরুজ্জীবন ঘটিয়াছে। এইজন্যই নির্বাচকমণ্ডলী পুনরায় তাঁহাকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করিয়াছে।

গ্রেটব্রিটেন

আলোচ্যবর্ষে গ্রেটব্রিটেনে তেমন অসাধারণ বা গুরুত্বপূর্ণ কোন ঘটনা ঘটে নাই, বৃটেনের ঘটনাস্রোত ধীর মন্থর ভাবেই বহিয়া চলিয়াছে। গত অক্টোবর মাসে (১৯৫৭) ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী শ্রীহ্যারল্ড ম্যাক্‌মিলান প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ারের সহিত আলোচনা করার জন্য ওয়াশিংটনে গিয়াছিলেন। আন্তর্জাতিক বৃহৎ সমস্যাগুলি সম্পর্কে পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গের মধ্যে ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা করিয়া

তাহাদের সংহতি বৃদ্ধি করাই আলোচনার লক্ষ্য ছিল। তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া জানান যে, তাঁহাদের আলোচনা সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছে। শ্রীম্যাক্‌মিলান এই বৎসর কমনওয়েলথ-এর অন্তর্ভুক্ত দেশগুলি পরিদর্শন করেন এবং এই উদ্দেশ্যে তিনি জানুয়ারী মাসের প্রারম্ভে নয়াদিল্লী আগমন করেন। তাঁহার বিদেশ ভ্রমণের ঠিক প্রাক্কালে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা হইতে অর্থমন্ত্রী শ্রীথর্নিক্রফট্‌, সরকারের ব্যয়বৃদ্ধির প্রতিবাদে দুইজন সহকারী মন্ত্রীসহ পদত্যাগ করেন। কৃষিমন্ত্রী শ্রীডেরিক হিথ্‌কোট আমেরী অর্থদপ্তরের ভার গ্রহণ করেন। দিল্লী অবস্থানকালে শ্রীম্যাক্‌মিলান এই বলিয়া গর্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, তিনিই প্রথম ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী যিনি কর্মরত অবস্থায় ভারতে আগমন করিয়াছেন।

অনেকেই মনে করেন যে, যুদ্ধোত্তরকালে ব্রিটেন নানা ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় পিছাইয়া পড়িতেছে। প্রধানমন্ত্রী ম্যাক্‌মিলান ২১শে মার্চ, ১৯৫৮, এক বক্তৃতায় ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন—"বর্তমানে আমাদের কারখানাগুলির উৎপাদন যুদ্ধপূর্বযুগ অপেক্ষা ৭০% শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং কৃষি উৎপাদন বাড়িয়াছে ৬০% শতাংশ। ১৯৪৬ সাল হইতে এপর্যন্ত আমরা ৩০ লক্ষ বাসগৃহ নির্মাণ করিয়াছি। বর্তমানে আমরা প্রতিসপ্তাহে ১০টি করিয়া নূতন বিদ্যালয় স্থাপন করিতেছি। আমাদের ইঞ্জিনীয়ারগণ বৈদেশিক রাষ্ট্রে যে সকল নূতন চুক্তি গ্রহণ করিতেছে, তাহার বার্ষিক পরিমাণ ১১০ মিলিয়ান পাউণ্ড। গত দশ বৎসরে আমরা ৩২'৫০ লক্ষ মোটর গাড়ী বিদেশে রপ্তানী করিয়াছি। সারা বিশ্বে কৃষিকার্যে ব্যবহারযোগ্য যত ট্রাক্টর রপ্তানী করা হয়, তাহার অর্ধাংশ আমরা রপ্তানী করিয়া থাকি। বৈদেশিক রাষ্ট্রে ব্রিটিশ অর্থলগ্নীর পরিমাণ যে কোন রাষ্ট্র অপেক্ষা অধিক। আমরাই সর্বপ্রথম বৈষয়িক কার্যে আণবিক কেন্দ্র কাজে লাগাই। অতীতে আমরা নিজেদেরকে যে কোন অবস্থার সমকক্ষ বলিয়া প্রমাণ করিয়াছি। আমাদের আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠা থাকিলে আবার আমরা তাহা করিতে সক্ষম হইব।"

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র

স্বাধীন দুনিয়ার নেতৃত্বের গুরুদায়িত্ব মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র স্বেচ্ছায় নিজস্কন্ধে তুলিয়া লইয়াছে। তাহার বিপুল শিল্পসম্পদ ও বিরাট সামরিক শক্তি তাহাকে নেতৃত্বের যোগ্যতা দান করিয়াছে। পশ্চিম ইউরোপ, মধ্যপ্রাচ্য ও দূর প্রাচ্যের কম্যুনিষ্ট বিরোধী ঘাটি ও আন্তর্জাতিক চুক্তিসংস্থাগুলি প্রধানতঃ মার্কিণ প্রচেষ্টার ফলেই গড়িয়া উঠিয়াছে। কম্যুনিষ্ট মতবাদের প্রসার প্রতিরোধ করাই

মার্কিণ পররাষ্ট্রনীতির প্রধান লক্ষ্য। আলোচ্য বর্ষে মধ্যপ্রাচ্যের উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি তাহার পক্ষে বিশেষ শঙ্কা ও উদ্বেগ সৃষ্টি করিয়াছিল। জর্ডানের গণ-বিক্ষোভ, সিরিয়ার রাজনৈতিক পরিবর্তন—এই সকল ঘটনার পশ্চাতেই সে কম্যুনিষ্ট হস্তের কারসাজি দেখিতে পায়। তাই কম্যুনিষ্ট ষড়যন্ত্রের মূলচ্ছেদ করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র জর্ডানের রাজা হুসেনকে অকাতরে আর্থিক ও সামরিক সাহায্য দান করিয়াছিল। তুরস্ক ও সিরিয়ার সীমান্ত বিরোধ তুরস্কের উপর আসন্ন কম্যুনিষ্ট আক্রমণের ভূমিকা বলিয়া তাহার দৃঢ় ধারণা হয়। সে তুরস্ককে সর্বপ্রকার সাহায্য দানের আশ্বাস দেয়। পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলর ডাঃ এ্যাডেনুর ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী শ্রীম্যাক্‌মিলানের সহিত প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার যে যুক্ত বিবৃতি প্রচার করেন, তাহার বিষয়বস্তুগুলি ভাল করিয়া অনুধাবন করিলেই মার্কিণ পররাষ্ট্রনীতির স্বরূপ বুঝিতে পারা যায়। আইসেনহাওয়ার-এ্যাডেনুর বিবৃতিতে বলা হইয়াছে যে, রাশিয়ার সহিত নিরস্ত্রীকরণ সম্পর্কে বোঝপড়ার পূর্বে জার্মানীর পুনর্মিলনের প্রশ্নটির সমাধান অবশ্যই করিতে হইবে। অক্টোবর মাসের (১৯৫৭) চতুর্থ সপ্তাহে ওয়াশিংটনে প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে তিনদিন-ব্যাপী যে-বৈঠক বসিয়াছিল, তাহার শেষে এক দীর্ঘ বিবৃতি প্রচার করা হয়। উহার প্রধান কথা হইল এই যে, আণবিকশক্তি সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যাদির সুযোগ যাহাতে 'ন্যাটো'র অন্যান্য সরিকগণও গ্রহণ করিতে পারে, তদুদ্দেশ্যে 'মার্কিণ আণবিকশক্তি আইনে'র কঠোরতা শিথিল করা হইবে। তুরস্ক আক্রান্ত হইলে তাহাকে সর্বপ্রকারে সাহায্য করা হইবে। ১৯৫৫ সালের জেনেভা শীর্ষ সম্মেলনে রাশিয়া জার্মানীর পুনর্মিলন সম্পর্কে যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিল তাহা পালন করার জন্য রাশিয়ার প্রতি আহ্বান জানানো হয়। স্বাধীন দুনিয়ার সম্পদ কম্যুনিষ্ট অঞ্চলের তুলনায় অনেক বেশী। একনায়কত্ব রোধ করার জন্য উক্ত সম্পদ প্রয়োগ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়।

নিগ্রোবিদ্বেষঃ আলোচ্যবর্ষে (সেপ্টেম্বরমাসে) যুক্তরাষ্ট্রের কোন কোন স্থানে বর্ণ-বিদ্বেষ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। আরকানসাস রাজ্যের লিটলরক শহরেই উহা সর্বাধিক গুরুতররূপ ধারণ করিয়াছিল। শ্বেতাঙ্গ বিদ্যালয়ে নিগ্রো ছাত্রছাত্রিগণকে ভর্তি করার জন্য ফেডারেল কোর্ট যে নির্দেশ দান করেন, তাহা হইতেই এই অশান্তির সূত্রপাত হয়। লিটলরক উক্ত নির্দেশ মান্য করিতে অস্বীকৃত হয়। এই সম্পর্কে আরকানসাসের গবর্ণর শ্রীফবাসের আচরণ হইয়াছিল খুব নিন্দনীয়। তিনি বিরোধী পক্ষের (অর্থাৎ শ্বেতাঙ্গদের) প্রতিভূ হিসাবে কার্য করিয়াছিলেন। তাঁহার আদেশে লিটলরক বিদ্যালয়ের সম্মুখে পুলিস বাহিনী

মোতায়েন করিয়া নিগ্রো ছাত্রগণের বিদ্যালয়ে প্রবেশ বন্ধ করা হয়। সুখের কথা প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার এই বিষয়ে খুব দৃঢ় মনোভাব অবলম্বন করেন। তাঁহার আদেশে লিটলরকে মার্কিণ সৈন্য প্রেরণ করা হয়। ফলে, অশান্তি আর বেশী ব্যাপক হইতে পারে নাই। প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার নিগ্রোদের মৌলিক অধিকারের মর্যাদা রক্ষার জন্য যে দৃঢ়তা দেখাইয়াছিলেন, শ্রীনেহরু তাহার অকুণ্ঠ প্রশংসা করিয়াছেন।

জাপান হইতে সৈন্য অপসারণঃ গত জুন মাসে (১৯৫৭) জাপানের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনবুস্থকে কিসি যুক্তরাষ্ট্র পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার যে বিবৃতি প্রচার করেন, তাহাতে আগামী বৎসরের মধ্যে জাপান হইতে মার্কিণ সৈন্য বহুলাংশে প্রত্যাহার করা হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে। বিশেষ করিয়া স্থলবাহিনীর সমুদয় সৈন্য ফিরাইয়া আনা হইবে বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে।

মার্কিণ কৃত্রিম উপগ্রহঃ গত অক্টোবর মাসে যখন রাশিয়া কৃত্রিম উপগ্রহ সৃষ্টি করিয়া মহাশূন্যে প্রেরণ করে, তখন মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে একটি মিশ্র মনোভাবের উদয় হইয়াছিল। রাশিয়ার সাফল্যে যেমন বিস্ময় ও আনন্দ প্রকাশ করা হয়, তেমনি মার্কিণ বিজ্ঞান যে সোভিয়েট বিজ্ঞানের পশ্চাতে পড়িয়া যাইতেছে, তাহার জন্য কোন কোন মহলে দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ করা হইয়াছিল। কিন্তু মার্কিণ বিজ্ঞান পিছনে পড়িয়া থাকে নাই। ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৮, মহাকাশে মার্কিণ চাঁদের উদয় হইয়াছে, অর্থাৎ ঐ দিবস মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ করিতে সক্ষম হয়। মার্কিণ উপগ্রহের নাম দেওয়া হইয়াছে 'এক্সপ্লোরার' ও '১৯৫৮ আলফা'। ইতিপূর্বে ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৫৭, যুক্তরাষ্ট্র উপগ্রহ প্রেরণের যে প্রচেষ্টা করিয়াছিল, তাহা ব্যর্থ হয়।

ইন্দোনেশিয়া

ইন্দোনেশিয়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যতম প্রধান রাষ্ট্র; তিন হাজার ছোট বড় দ্বীপ লইয়া ইহা গঠিত। ১৯৪৯ সালে ইন্দোনেশিয়া ওলন্দাজ শাসন হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে আত্ম প্রকাশ করে। দুঃখের বিষয় রাজনৈতিক দলাদলি, গৃহযুদ্ধ ও বিবিধ অশান্তি ইন্দোনেশিয়ার উন্নতি ও প্রগতির পথে বিষম অন্তরায় হইয়া উঠিয়াছে। গত বৎসর (১৩৬৩ সালে) রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ ঘটায় ইন্দোনেশিয়ার স্বাভাবিক শাসনব্যবস্থা প্রায় বিপর্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং কিছু দিনের জন্য সামরিক আইন জারি করিতে হইয়াছিল। ১৩৬৪ সালের

বর্ষপঞ্জীতে এই সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। আলোচ্যবর্ষেও ইন্দোনেশিয়া আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের হাত হইতে অব্যাহতি পায় নাই। গত ফেব্রুয়ারী মাসে (১৯৫৮) মধ্য সুমাত্রায় বিদ্রোহ ঘটে এবং বিদ্রোহিগণ তথায় একটি পাল্টা সরকার গঠন করে। কেন্দ্রীয় সরকার বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন এবং তাহারা দাবী করিতেছেন যে, বিদ্রোহ সম্পূর্ণরূপে দমন করা হইয়াছে।

নিউগিনি (ইরিয়ান) লইয়া ওলন্দাজ সরকারের সহিত ইন্দোনেশিয়ার যে বিরোধ বিদ্যমান, আলোচ্যবর্ষে তাহা গুরুতর রূপ ধারণ করিয়াছিল। ইন্দোনেশিয়া যখন স্বাধীনতা লাভ করে, তখন নিউগিনি সম্পর্কে কোন মীমাংসা হয় নাই। স্থির হইয়াছিল যে, এক বৎসরের মধ্যে উভয় পক্ষের মধ্যে আলাপ-আলোচনাদ্বারা উহার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করা হইবে। কিন্তু এক বৎসরের স্থলে আট বৎসর চলিয়া গিয়াছে, তথাপি কোন মীমাংসা হয় নাই। ইন্দোনেশিয়া জাতিসঙ্ঘের শরণাপন্ন হইয়াও সুবিচার লাভে অসমর্থ হয়। ডিসেম্বর মাসে (১৯৫৭) জাতিসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে ইন্দোনেশিয়া-ওলন্দাজ বিরোধ সম্পর্কে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হয় ; কিন্তু প্রয়োজনীয় সংখ্যক সমর্থকের অভাবে উহাও বাতিল হইয়া যায়। ঠিক এই সময় ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেণ্ট সুকর্ণের প্রাণনাশের চেষ্টা করা হয়। উহার সহিত ওলন্দাজ ষড়যন্ত্রের যোগাযোগ আছে বলিয়া জনসাধারণের সন্দেহ হয়। এতদিন ধরিয়া ভিতরে ভিতরে যে উত্তাপ ও বিক্ষোভ সঞ্চিত হইতেছিল, এই ঘটনায় তাহা ফাটিয়া পড়ে। ইন্দোনেশিয়ায় ওলন্দাজদের আগমন নিষিদ্ধ করা হয় এবং প্রায় ৫০ হাজার ওলন্দাজকে অবিলম্বে ইন্দোনেশিয়া হইতে চলিয়া যাইবার আদেশ দেওয়া হয়। ডাচ্ বাণিজ্য দূতাবাসগুলিও বন্ধ করিতে বলা হয়। কে. পি. এম. জাহাজ কোম্পানী নামক ওলন্দাজদের বৃহৎ প্রতিষ্ঠানটি ইন্দোনেশিয়া সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীনে আনা হয়। কর্মচারী ইউনিয়ান ওলন্দাজ ব্যাঙ্ক ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহ অধিকার করিয়া লইতে থাকে। ইহার জন্য কোন বল প্রয়োগ করিতে হয় নাই। অতঃপর এই সকল প্রতিষ্ঠানের উপর সরকারী কর্তৃত্ব প্রবর্তন করা হইয়াছে।

মহাচীন

চীনের রাষ্ট্রাধিনায়ক শ্রীমাও সে-তুং রাষ্ট্রীয়-সম্মেলনে যে ভাষণ দান করেন, চীন সম্পর্কে আলোচ্য বর্ষে তাহাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। উক্ত ভাষণে তিনি বলিয়াছেন—"...একসঙ্গে শতরূপ ফুল প্রস্ফুটিত হইয়া বাগান আলো করুক,

যুগপৎ শতেক বিচিত্র চিন্তাধারা বিকশিত হোক।" হঠাৎ শুনিলে ইহাকে একজন বিশ্ববিখ্যাত কম্যুনিষ্ট নেতার বাক্য বলিয়া বিশ্বাস হয় না। এই কারণেই মাও-এর আলোচ্য ভাষণ জগতে বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করিয়াছে এবং এবং ইহা লইয়া বিস্তর আলোচনা ও সমালোচনা হইয়াছে। তিনি উক্ত ভাষণ দান করেন গত ফেব্রুয়ারী মাসে (১৯৫৭), চীনের রাষ্ট্রীয়-সম্মেলনে। কিন্তু উহা আনুষ্ঠানিকভাবে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয় জুন মাসে। দলীয় মনোভাবের সঙ্কীর্ণতা বা গোঁড়ামি হইতে এই ভাষণ সম্পূর্ণ মুক্ত। উদার দৃষ্টিভঙ্গী উহার বৈশিষ্ট্য। উহা ১৫ হাজার শব্দ-সমন্বিত এক দীর্ঘ ভাষণ। উহাতে তিনি চীনে কম্যুনিষ্ট শাসনের এবং আনুসঙ্গিক আরও বহু বিষয়ের বিস্তৃত পর্যালোচনা করিয়াছেন।

৬০ কোটি নরনারী অধ্যুষিত প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী এই বিশাল দেশ আজিও জাতিসঙ্ঘে আসন লাভ করিতে পারে নাই; কারণ ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তি তাহাকে অচ্ছুত বলিয়া মনে করে। আলোচ্যবর্ষেও চীনকে জাতিসঙ্ঘে গ্রহণ করার জন্য যে প্রস্তাব উত্থাপন করা হইয়াছিল, তাহা মার্কিণ বিরোধিতার কঠিন শৈলে আঘাত খাইয়া ব্যর্থ হয়। ফরমোসা লইয়া চিয়াংকাইসেকের সহিত নয়াচীনের যে বিরোধ বর্তমান, তাহারও কোন মীমাংসা অদ্যাপি হয় নাই। গত জুন মাসে (১৯৫৭) উভয় পক্ষের দূরপাল্লার বৃহৎ কামানগুলি অকস্মাৎ সক্রিয় হইয়া ওঠে—আবার নূতন করিয়া গোলাবর্ষণ আরম্ভ হয়। চীনের প্রধানমন্ত্রী 'শ্রীচৌ এন্-লাই' এক সাংবাদিক বৈঠকে বলিয়াছেন যে, চিয়াং কাইসেককে ফরমোসার পরিচালক করিতে তাঁহার কোন আপত্তি নাই, কিন্তু তৎপূর্বে উক্ত দ্বীপটিকে নয়া চীনের শাসন-ব্যবস্থার অধীনে আনিতে হইবে। কিছুকাল পূর্বে তিব্বতের সন্নিহিত সিংঘাই প্রদেশে বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল। কিন্তু গুরুতর হওয়ার আগেই উহা দমন করা হয়। আলোচ্যবর্ষে চীন সরকার তিব্বত ও সিংকিয়াং-এর মধ্যে মোটরচলাচলযোগ্য রাস্তা নির্মাণের কার্য শেষ করিয়াছেন। 'পৃথিবীর ছাদ' পামীর মালভূমির উপর দিয়া ৭৪০ মাইল দীর্ঘ এই সড়ক নির্মাণ করা হইয়াছে।

১৯৫৭ সালে দুইজন চীনা বিজ্ঞানী পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়া চীনের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন।

ঘটনাপঞ্জী

এপ্রিল—১৯৫৭

১৪—**পশ্চিমবঙ্গ ঃ** কলিকাতায় ও রাজ্যের অন্যান্য স্থানে মহাসমারোহে বাংলা নববর্ষ উৎসব অনুষ্ঠিত।

মধ্যপ্রদেশ ঃ ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজুর নেতৃত্বে মন্ত্রিমণ্ডলীর শপথ গ্রহণ।

১৫—**পঃ বঙ্গ ঃ** কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের হাউস ষ্টাফের আকস্মিক ধর্মঘট। হাসপাতালের সেক্রেটারির বিরুদ্ধে রূঢ় আচরণের অভিযোগ।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক জগদীশ গুপ্তের মৃত্যু।

পূঃ পাকিস্তান ঃ জয়েণ্ট ষ্টীমার কোম্পানীর নাবিকগণের ধর্মঘট আরম্ভ—রাজ্যের সর্বত্র ষ্টীমার চলাচল ব্যাহত।

১৭—**ভারত ঃ** দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনের পরে ভারতের নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত; অদ্য শপথগ্রহণ-পর্ব সম্পন্ন।

পঃ বঙ্গ ঃ কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের হাউস ষ্টাফের ধর্মঘট প্রত্যাহার।

১৮—**পূঃ পাকিস্তান ঃ** নাবিকগণ ধর্মঘট প্রত্যাহার করার ফলে পুনরায় জাহাজ চলাচল আরম্ভ হয়।

ভারত ঃ নয়াদিল্লীর বিজ্ঞান ভবনে শ্রীনেহরু এশিয়ার আইন উপদেষ্টাদের সম্মেলন উদ্বোধন করেন।

২০—**পঃ বঙ্গ ঃ** বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশন।

মহীশূর ঃ রাজ্য-মন্ত্রিসভার শপথ-গ্রহণ, শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পা মুখ্যমন্ত্রী।

২২—**আসাম ঃ** শ্রীবিষ্ণুরাম মেধীর নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ।

পঃ বঙ্গঃ অদ্য হইতে ডি. ভি. সি. আংশিকভাবে কলিকাতায় বিদ্যুৎ সরবরাহ আরম্ভ করে।

পশ্চিম-পাকিস্তান ঃ পাকিস্তানে যৌথ নির্বাচন প্রথা প্রবর্তনের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে করাচীতে হরতাল পালন ও বিক্ষোভ প্রদর্শন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীসোহ্‌রাওয়ার্দির কুশপুত্তলিকা দাহ।

২৩—**ভারত ঃ** ডাঃ এস. রাধাকৃষ্ণণ বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় দ্বিতীয়বার ভারতের উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত।

২৪—**পাকিস্তান ঃ** পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে যৌথ নির্বাচন বিল গৃহীত।

২৫—**জর্ডান ঃ** রাজা হুসেন জর্ডানে সামরিক আইন ও কার্ফ্যু জারি

করেন। তিনি সকল রাজ নৈতিক দল বাতিল করিয়া দেন এবং খলিদি-মন্ত্রিসভার পদত্যাগ গ্রহণ করিয়া ইব্রাহিম হাসেমকে প্রধান-মন্ত্রী নিযুক্ত করেন।

২৬—জর্ডান ঃ প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীসুলেমান তুকান জর্ডানের সামরিক গবর্ণর নিযুক্ত।

পশ্চিমবঙ্গ ঃ ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নেতৃত্বে গঠিত মন্ত্রিসভা দার্জিলিংএ শপথ গ্রহণ করেন।

২৮—পশ্চিম জার্মানী ঃ রাশিয়া পশ্চিম জার্মানীকে এই বলিয়া সাবধান করিয়া দেয় যে, আণবিক বোমা আমদানী করিলে জার্মানী এতবড় বিপদের সম্মুখীন হইবে, যাহার তুলনায় অতীতের সকল বিপদ তুচ্ছ।

জর্ডান ঃ জর্ডানের ভূতপূর্ব মন্ত্রিসভা রাশিয়ার সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের যে সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, রাজা হুসেন তাহা অদ্য বাতিল করিয়া দেন।

২৯—পশ্চিমবঙ্গ ঃ ডাঃ ত্রিগুণা সেন ও শ্রীকেশব বসু যথাক্রমে কলিকাতা করপোরেশনের মেয়র ও ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হন।

পশ্চিম জার্মানী ঃ পশ্চিম-জার্মানীর পররাষ্ট্রমন্ত্রী অদ্য বলেন, পশ্চিম জার্মানীতে আণবিক বোমা মজুদ করা সম্পর্কে রাশিয়ার অভিযোগ সম্পূর্ণ অমূলক। পশ্চিম জার্মানী আণবিক বোমা আমদানী করিবে না।

৩০—জাতিসঙ্ঘ ঃ শ্রীগানার জারিং স্বস্তি-পরিষদে কাশ্মীর সম্পর্কে তাঁহার রিপোর্ট পেশ করেন। বিরোধ মীমাংসার জন্য তিনি কোন নির্দিষ্ট পন্থা নির্দেশ করিতে সক্ষম হন নাই।

মে—১৯৫৭

২—পশ্চিম জার্মানী ঃ রাজধানী বন-এ 'ন্যাটো' কাউন্সিলের বৈঠক আরম্ভ।

৪—পশ্চিমবঙ্গ ঃ বেতিয়া হইতে প্রত্যাগত উদ্বাস্তুগণ এই রাজ্যে সুষ্ঠু পুনর্বাসনের দাবীতে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করে, আইন অমান্য করার ফলে ডালহৌসী স্কোয়ার এলাকায় ১৫৯ জন গ্রেপ্তার হয়।

৫—বিহার ঃ মুখ্যমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সিংহ বিহারের নূতন মন্ত্রিসভার সদস্যদের নাম ঘোষণা করেন।

৬—ভারত ঃ রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য ভোট গ্রহণ।

ইতালী ঃ ইতালীর মন্ত্রিসভার পদত্যাগ।

১০—ভারত ঃ ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ পুনরায় ভারতের রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত।

সাধারণ নির্বাচনের পর নব-গঠিত লোকসভার প্রথম অধিবেশন আরম্ভ।

সিপাহী বিদ্রোহের শত-বার্ষিকী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন; দিল্লীর জনসভায় শ্রীনেহরুর ভাষণ দান।

১১—পশ্চিমবঙ্গঃ বর্ধমান শহরের সন্নিকটে 'ষ্ট্যানভ্যাক' কর্তৃক পরীক্ষামূলক তৈল খননের কার্য আরম্ভ।

৭—পাকিস্তানঃ লাহোরে ভারতীয় ডেপুটি হাই-কমিশনারের উচ্চ-পদস্থ দুইজন কর্মচারী পাকিস্তানী পুলিস কর্তৃক লাঞ্ছিত।

১৪—ভারতঃ লোকসভায় ১৯৫৭-৫৮ সালের রেল-বাজেট পেশ, মাল ও পার্শেলের উপর মাশুল বৃদ্ধি।

জাপানঃ টোকিওতে এশিয়ার বৃহত্তম আণবিক সম্মেলন আরম্ভ।

১৫—ভারতঃ অর্থমন্ত্রী শ্রী টি. টি. কৃষ্ণমাচারী অদ্য লোকসভায় ভারতের ১৯৫৭-৫৮ সালের বাজেট উপস্থাপন করেন। বিবিধ পণ্যের উপর কর বৃদ্ধির প্রস্তাব।

সেচ ও বিদ্যুৎ মন্ত্রী শ্রী এস. কে. পাতিল কর্তৃক দামোদরভ্যালি করপোরেশনের ১৭·৭ কোটি টাকা বরাদ্দ।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক সুদের হার শতকরা ৩॥০ টাকা হইতে ৪৲ টাকায় বৃদ্ধি।

১৬—পাকিস্তানঃ করাচীতে 'বাগদাদচুক্তির'-র অর্থনৈতিক কমিটির বৈঠক সুরু।

১৭—সিংহলঃ শ্রীনেহরু তিন দিন সিংহলে সফর করার জন্য অদ্য কলম্বোয় উপনীত হন।

পশ্চিমবঙ্গঃ কলিকাতার রঞ্জী ষ্টেডিয়ামে পশ্চিমবঙ্গ যুব উৎসব-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন।

২০—অন্ধ্রঃ প্রখ্যাত বর্ষীয়ান জন-নেতা ও অন্ধ্রের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী টি. প্রকাশমের ৮৬ বৎসর বয়সে মৃত্যু।

২২—ফ্রান্সঃ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমোলেৎ তাঁহার মন্ত্রিসভার পদত্যাগ পত্র দাখিল করেন। যুদ্ধোত্তর কালে ইহাই দীর্ঘতম স্থায়ী ফরাসী মন্ত্রিসভা—ইহার মোট আয়ুষ্কাল ১৫ মাস ২০ দিন।

২৩—ভারতঃ জাপানের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনবুস্কে কিসি অদ্য নয়াদিল্লী আগমন করেন।

২৪—ফরমোসাঃ ফরমোসার রাজধানী তাইপে-তে ভয়ঙ্কর মার্কিণ বিরোধী দাঙ্গা। মার্কিণ-নাগরিক রবার্ট রিনোল্ড জনৈক চীনাকে গুলি করিয়া হত্যা করে; কিন্তু মার্কিণ সামরিক আদালতের বিচারে সে মুক্তিলাভ করায় উক্ত দাঙ্গা ঘটে।

২৭—বোম্বাইঃ সংযুক্ত মহারাষ্ট্র সমিতির প্রার্থী শ্রী এস. ভি. ডোঙ্গে বোম্বাই করপোরেশনের মেয়র নির্বাচিত। ২০ বৎসর কালের মধ্যে ইহাই কংগ্রেসের প্রথম পরাজয়।

২৮—আমেরিকাঃ যুক্তরাষ্ট্রের

প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার ও পশ্চিম-জার্মানীর চ্যান্সেলার ডাঃ এ্যাডেনুর-এর যুক্ত ঘোষণা— সোভিয়েট রাশিয়ার সহিত নিরস্ত্রী-করণ সম্পর্কে চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্বে উভয় (পূর্ব ও পশ্চিম) জার্মানীর সংযুক্তির ব্যবস্থা করিতে হইবে বলিয়া অভিমত প্রকাশ।

৩০—পশ্চিমবঙ্গ ঃ কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক কর বৃদ্ধির প্রতিবাদে কলিকাতায় শান্তিপূর্ণ হরতাল।

৩১—ভারত ঃ বর্তমান বাজেটে যে সকল বিষয়ের উপর কর বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে কতিপয় কর বৃদ্ধি করা হইবে না বলিয়া অর্থমন্ত্রী লোকসভায় ঘোষণা করেন।

জুন—১৯৫৭

১—কংগ্রেস ঃ কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র সংশোধনের প্রস্তাব ; নয়াদিল্লীতে নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে তীব্র বিতর্ক। অবশেষে এক আপস প্রস্তাব গৃহীত।

পূঃ পাকিস্তান ঃ খাদ্যসঙ্কট প্রতি-কারের দাবীতে মৌলানা ভাসানী অদ্য হইতে ৭ দিন অনশন আরম্ভ করেন।

৩—উড়িষ্যা ঃ ১৯৫৭-৫৮ সালের বাজেট পেশ।

পাকিস্তান ঃ করাচীতে 'বাগদাদ চুক্তি'র মন্ত্রি-পরিষদের বৈঠক আরম্ভ।

৪—পঃ বঙ্গ ঃ সাধারণ নির্বাচনের পরে নবগঠিত রাজ্য-বিধানসভার প্রথম অধিবেশন।

৫—পঃ বঙ্গ ঃ পশ্চিমবঙ্গের ১৯৫৭-৫৮ সালের বাজেট উপস্থাপন।

১০—পাঞ্জাব ঃ পাঞ্জাবে অদ্য হইতে হিন্দীরক্ষা সমিতির প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সুরু।

জর্ডান ঃ রাজা হুসেন জর্ডান হইতে মিশরীয় মিলিটারী এ্যাটাচী ও জেরুজালেম হইতে মিশরীয় কন্সালকে ফিরাইয়া লইবার জন্য নির্দেশ দেন। পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে মিশর জর্ডানকে কায়রো হইতে তাহার রাষ্ট্রদূতকে ফিরাইয়া লইবার জন্য নির্দেশ দেয়।

১১—মিশর ঃ যুক্ত আরব সামরিক বাহিনী হইতে মিশর তাহার প্রতি-নিধি প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে।

কানাডা ঃ গত কল্য কানাডায় যে সাধারণ নির্বাচন হয় তাহার ফলাফল ঘোষিত। সেণ্ট লরেণ্ট চালিত লিবারেল দল ২২ বৎসর পরে ক্ষমতাচ্যুত।

১৩—ভারত ঃ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিগণ-এর বেতন স্বেচ্ছাকৃতভাবে দশ শতাংশ হ্রাসের সিদ্ধান্ত ঘোষণা।

ফ্রান্স ঃ নবনির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী শ্রীমরিস বুর্জেস মউনারী তাঁহার

মন্ত্রিসভার নামের তালিকা প্রেসিডেন্টের নিকট পেশ করেন।

পাকিস্তান ঃ ঢাকায় আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের অধিবেশনে ৭৫০-২৫ ভোটে শ্রীসোহ্‌রাওয়ার্দির প্রতি আস্থা প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইহা তাঁহার পররাষ্ট্রনীতির অনুমোদনসূচক।

১৪—সিরিয়া ঃ শ্রীনেহরু লণ্ডনের পথে অদ্য দামাস্কাসে উপনীত হইলে বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেন।

১৫—ডেনমার্ক ঃ শ্রীনেহরু অদ্য ডেনমার্কের রাজধানী কোপেন-হেগেন-এ উপনীত হন।

১৮—ফিনল্যাণ্ড ঃ শ্রীনেহরু ফিনল্যাণ্ডের রাজধানী হেলসিঙ্কিতে উপনীত হন।

জর্ডান ঃ মন্ত্রিসভা তিনমাসের জন্য পার্লামেণ্ট বন্ধ রাখার নির্দেশ দেন—ইহার জন্য কোন কারণ দেখান হয় নাই।

২১—নরওয়ে ঃ শ্রীনেহরু নরওয়ের রাজধানী অসলোতে উপনীত।

২২—আমেরিকা ঃ প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার ও জাপানের প্রধান-মন্ত্রী শ্রীনবুসুকে কিসির যুক্ত বিবৃতি প্রকাশিত। আগামী বৎসরের মধ্যে জাপানে অবস্থিত মার্কিণ সৈন্যসংখ্যা বহু হ্রাস করা হইবে বলিয়া ঘোষণা।

২৪—পশ্চিমবঙ্গ ঃ পূর্ণিয়া হইতে যে অংশ পশ্চিমবঙ্গে হস্তান্তরিত হইয়াছে তাহা লইয়া একটি স্বতন্ত্র মহকুমা গঠিত ও ইস্‌লামপুরে উহার সদর স্থাপিত হইয়াছে—এই সম্পর্কে সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ।

ভারত ঃ খাদ্য-শস্যের মূল্যবৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধান করার জন্য শ্রীঅশোক মেহ্‌তার নেতৃত্বে একটি 'কমিশন' গঠিত।

২৫—পশ্চিমবঙ্গ ঃ কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ১৯৫৭-৫৮ সালের প্রাথমিক বাজেট প্রকাশিত।

পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় শ্রীজ্যোতি বসু বিরোধীদলের নেতা নির্বাচিত।

বোম্বাই—বোম্বাই রাজ্যের ১৯৫৭-৫৮ সালের বাজেট পেশ।

ইংল্যাণ্ড ঃ শ্রীনেহরু অদ্য লণ্ডনে উপনীত হন।

২৬—ভারত ঃ নয়াদিল্লীতে শ্রম মন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দর নেতৃত্বে কয়লা খনির মালিক ও শ্রমিক পক্ষের বৈঠকে উভয়পক্ষের সকল বিরোধ আপসে মীমাংসার সংকল্প। সুপ্রীম কোর্টে উভয় পক্ষের মধ্যে যে মামলা চলিতেছে, ইহার ফলে তাহার অবসান হইবে। মালিকপক্ষ শ্রমিকগণকে বাড়তিহারে বেতন দিতে সম্মত হন।

ইংল্যাণ্ড ঃ লণ্ডনে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রী সম্মেলন সুরু।

২৮—পাকিস্তান ঃ প্রেসিডেণ্ট মির্জা বিশেষ ক্ষমতাবলে পশ্চিম পাকিস্তানের তিন মাসের ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুর করেন।

২৯—মাদ্রাজ ঃ মাদ্রাজের ১৯৫৭-৫৮ সালের বাজেট পেশ।

পাকিস্তান ঃ পাকিস্তানে বসবাসকারী ভারতীয় নাগরিকগণকে 'রেসিডেন্সীয়াল পারমিট' সংগ্রহ করিতে হইবে। আরও কতিপয় সুবিধা হরণ; পাক-সরকারের অর্ডিন্যান্স জারি।

জুলাই—১৯৫৭

১—জুলাই ঃ অদ্য হইতে ভূতাত্ত্বিক বর্ষগণনা আরম্ভ।

৩—রাশিয়া ঃ মলেনকফ্, কাগানোভিচ ও মলোটফ্ কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রিসিডিয়াম ও সেন্ট্রাল কমিটি হইতে বিতাড়িত; তাঁহাদের বিরুদ্ধে পার্টিবিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগ করা হইয়াছে।

মিশর ঃ সাধারণ নির্বাচনের জন্য ভোটগ্রহণ সুরু।

অন্ধ্র ঃ ১৯৫৭-৫৮ সালের বাজেট পেশ।

৪—পশ্চিমবঙ্গ ঃ পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিগণ স্বেচ্ছায় কম বেতন লওয়ার সিদ্ধান্ত করেন।

রাশিয়া ঃ সেপিলভকেও সোভিয়েট পার্টির সেন্ট্রাল কমিটি হইতে অপসারণ করা হইয়াছে বলিয়া ঘোষণা; বিতাড়িত নেতৃগণ মন্ত্রিপদ হইতেও অপসারিত হইয়াছেন।

৫—ইংল্যাণ্ড ঃ কমনওয়েলথ সম্মেলন সমাপ্ত।

বিহার ঃ অর্থমন্ত্রী অনুগ্রহনারায়ণের মৃত্যু।

মধ্যপ্রদেশ ঃ ১৯৫৭-৫৮ সালের বাজেট পেশ।

রাশিয়া ঃ পারভুখিন ও সাবুরফ্ প্রথম ডেপুটি প্রধানমন্ত্রীর পদ হইতে অপসারিত।

৭—নেপাল ঃ নেপালের প্রধানমন্ত্রী শ্রীটঙ্কাপ্রসাদ আচার্য পদত্যাগ করেন।

জর্ডান ঃ জর্ডান হইতে সর্বশেষ ব্রিটিশ সৈন্যদলের বিদায় গ্রহণ; জর্ডান ও ব্রিটেনের মধ্যে ৪০ বৎসরের সামরিক সম্পর্কের অবসান।

৯—পশ্চিমবঙ্গ ঃ পশ্চিমবঙ্গ স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার ফল প্রকাশিত।

আসাম ঃ উমত্রু জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনার উদ্বোধন। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমলে ইহাই আসামের বৃহত্তম পরিকল্পনা।

১০—পশ্চিমবঙ্গ ঃ পুনর্বাসন কার্যের সুবিধার জন্য পশ্চিমবঙ্গকে ৮টি অঞ্চলে বিভক্ত করার পরিকল্পনা।

মিশর ঃ শ্রীনেহরু অদ্য কায়রোতে উপনীত হন।

১১—জেনেভা ঃ ৭৯ বৎসর বয়সে মহামান্য আগা খাঁ-র জীবনাবসান। তাঁহার পৌত্র প্রিন্স করিম নূতন আগা খাঁ মনোনীত।

মালয় ঃ মালয়-এর আইনসভায় খসড়া শাসনতন্ত্র সর্বসম্মতভাবে অনুমোদিত।

ভারত ঃ নয়াদিল্লীতে ভারতীয়

শ্রমিক সম্মেলনের ১৫শ অধিবেশন আরম্ভ।

১২—আমেরিকা: ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার ও পাক প্রধানমন্ত্রী সোহ্‌রাওয়ার্দির যুক্ত বিবৃতি প্রচারিত।

১৪—ভারত: শ্রীনেহরু কমনওয়েলথ সম্মেলন অন্তে অদ্য স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

১৫—কলিকাতা: কেন্দ্রীয় সরকার কলিকাতা করপোরেশনকে চার কোটি টাকা সাহায্য করিতে সম্মত হইয়াছেন।

পাকিস্তান: পশ্চিম পাকিস্তান হইতে প্রেসিডেন্টের শাসন ব্যবস্থা প্রত্যাহার—গত মার্চ মাসে ডাঃ খান সাহেবের মন্ত্রিসভার পতন হইলে প্রেসিডেন্টের শাসন বলবৎ করা হইয়াছিল।

১৭—ভারত: ভারতের সকল রাজ্যের রাজ্যপালগণ স্বেচ্ছায় দশ শতাংশ কম বেতন লইতে সম্মত হইয়াছেন।

পাকিস্তান: সর্দার আবদুর রশিদ খানের নেতৃত্বে পশ্চিম পাকিস্তানের মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ।

রাশিয়া: আফগানিস্তানের রাজা মহম্মদ জাহির শাহ রাশিয়া পরিদর্শনের জন্য অদ্য মস্কো উপনীত হন।

১৮—উত্তর প্রদেশ: কলিকাতার গোয়েন্দাপুলিস কর্তৃক উত্তর প্রদেশের চুনারে নোট জাল করার বৃহৎ ঘাটি আবিষ্কৃত।

১৯—উত্তর প্রদেশ: উত্তর প্রদেশে বার্ধক্য পেন্সান প্রবর্তন—৭০ বৎসর ও তদূর্ধ্ব বয়স্ক নিঃস্ব ব্যক্তিগণ এই পেন্সান পাইবার অধিকারী হইবে।

উত্তর প্রদেশের ১৯৫৭-৫৮ সালের বাজেট পেশ।

২১—কলিকাতা: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেটের সদস্য নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত।

ভারত: 'জাগতে রহো' নামক হিন্দী চলচ্চিত্রের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে 'গ্র্যাণ্ড প্রিক্স' পুরস্কার লাভ।

পাকিস্তান: ভূতপূর্ব মেঃ জেঃ আকবর খাঁ কাশ্মীরের অভ্যন্তরে গোলযোগ সৃষ্টি করিয়া কাশ্মীর দখল করার জন্য এক পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছে।

২২—ব্রিটেন: বেতনবৃদ্ধির দাবীতে একলক্ষ শ্রমিক গত তিনদিন যাবৎ ধর্মঘট পালন করিতেছে।

মিশর: সাধারণ নির্বাচনের পর নবগঠিত 'জাতীয় পরিষদ'-এর প্রথম অধিবেশন।

২৩—পশ্চিমবঙ্গ: মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় অদ্য কলিকাতার চারিটি প্রধান ক্লাবের প্রতিনিধিদের সহিত মিলিত হইয়া ক্লাবের সাম্প্রদায়িক ও আঞ্চলিক নামগুলি পরিবর্তনের উপদেশ দেন।

ভারত: শ্রীসোহ্‌রাওয়ার্দি সম্প্রতি

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণের সময় কাশ্মীর ও খালের জল সম্পর্কে যে সকল ভারতবিরোধী বক্তৃতা দিয়াছেন, শ্রীনেহরু অদ্য লোকসভায় তাহার বিশদ আলোচনা করেন।

পরলোকে স্যার জগদীশ-প্রসাদ কুনওয়ার।

মিশর: মিশরীয় বিপ্লবের ৫ম বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে অদ্য কায়রোতে বিরাট সামরিক কুচকাওয়াজ।

২৪—ওমান: মস্কট ও ওমানের স্থলতানের বিরুদ্ধে ওমানের ইমামের বিদ্রোহ দমনার্থ ব্রিটিশ সৈন্য কর্তৃক স্থলতানের পক্ষাবলম্বন।

তিব্বত: তিব্বতের সিংঘাই প্রদেশে যে বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল তথাকার নিরাপত্তা-পুলিস উহা দমন করিয়াছে বলিয়া পিকিং রেডিওতে প্রচার করা হয়।

২৫—টিউনিশিয়া: টিউনিশিয়াকে প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র বলিয়া ঘোষণা; প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শ্রীবারগুবা রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত। 'বে'-এর ২৫০ বৎসর ব্যাপী রাজত্বের অবসান।

ভারত: দিল্লীর ল্যাণ্ডকাষ্টমস্ কালেক্টর শ্রীআর প্রসাদ কিউবার কূটনৈতিক কর্মচারী টমাস ডানা মার্কিণ শেয়ার দালাল লিওরয় ফ্রে উভয়কেই ২৫ লক্ষ টাকা করিয়া জরিমানা করিয়াছেন। তাহারা ২৪শে জুন বেআইনী মাল লইয়া পাকিস্তানে পলাইবারসময় ধরা পড়ে।

পাকিস্তান: ঢাকাতে মৌলানা ভাসানীর নেতৃত্বে রাজনৈতিক সম্মেলন—পাকিস্তান জাতীয় আওয়ামী দল নামে নূতন দল গঠন।

২৬—নেপাল: ডাঃ কে. আই. সিং-এর নেতৃত্বে নেপালের নূতন মন্ত্রিসভা গঠিত।

পাকিস্তান: ঢাকায় মৌলানা ভাসানীর মিটিং-এ গোলযোগ—১৪৪ ধারা জারি।

জাপান: জাপানে সর্বাপেক্ষা শোচনীয় বন্যা; বহু লোকের মৃত্যু।

কাশ্মীর: বক্সি গোলাম মহম্মদের নেতৃত্বে কাশ্মীর মন্ত্রিসভা অদ্য শপথ গ্রহণ করেন।

২৭—আমেরিকা: গুয়াতেমালার প্রেসিডেন্ট কার্লোস ক্যাষ্টিলো আরমাসকে জনৈক প্রাসাদরক্ষী প্রহরী গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছে; ওয়াশিংটনস্থিত গুয়াতেমালা দূতাবাস হইতে ঘোষণা। আইনসভার প্রেসিডেন্ট লুই গোঞ্জালেজ সামরিক বাহিনীর সাহায্যে রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের পদ অধিকার করেন।

২৮—আসাম: তৈল শোধনাগার আসামেই স্থাপন করিতে হইবে এই দাবীতে আসামের সর্বত্র পূর্ণ হরতাল।

৩১—পশ্চিমবঙ্গ: আসানসোল

ষ্টেশনে প্রচণ্ড বিস্ফোরণে ১৪ জন নিহত ও ৫০ জন আহত।

আগষ্ট—১৯৫৭

১—**ভারত:** ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ কর্তৃক ন্যাশনাল বুক ট্রাষ্টের উদ্বোধন—শ্রী সি. ডি. দেশমুখ উহার সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন।

৩—**ভারত:** লোক সভায় অর্থমন্ত্রী কর্তৃক 'বেতন কমিশন' নিয়োগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা—উক্ত কমিশন কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মচারীদের বেতন-হারের কাঠামো ও চাকুরীর শর্তাদি সম্পর্কে তদন্ত করিবেন। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি শ্রীজগন্নাথ দাস উহার সভাপতি নিযুক্ত।

মহাত্মা গান্ধীর কনিষ্ঠ পুত্র দেবদাস গান্ধীর পরলোক গমন।

পশ্চিমবঙ্গ: বঙ্গা ষ্টেডিয়ামে স্বাধীনতা সংগ্রামের শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন।

রাজভবনে পশ্চিমবঙ্গ কৃষি প্রতিযোগিতার জন্য পুরস্কার বিতরণ উৎসব অনুষ্ঠিত।

৪—**জর্ডান:** জর্ডানের রাজা হুসেন ও পাক-প্রধানমন্ত্রী সোহ্‌রাওয়ার্দির যুক্তবিবৃতি প্রচার; কাশ্মীর সমস্যার উল্লেখ। শ্রীসোহ্‌রাওয়ার্দি গত ৪দিন জর্ডানে অবস্থান করিতেছিলেন।

৫—**মালয়:** মালয়ের ৮জন সামন্ত রাজা ও ব্রিটিশ হাইকমিশনার স্বাধীন মালয় যুক্তরাষ্ট্র গঠন সম্পর্কিত চুক্তিটি স্বাক্ষর করেন।

৬—**ভারত:** লোকসভায় 'অত্যাবশ্যকীয় কাজচালু বিল' গৃহীত; আসন্ন ডাক তার ধর্মঘট কালে কার্য চালু রাখাই ইহার মূল লক্ষ্য।

কাশ্মীর: আভ্যন্তরীণ মতবিরোধের জন্য সহ-সভাপতি শ্রীগোলাম মহম্মদ সাদিক প্রমুখ ছয় জন সদস্য কাশ্মীর জাতীয় সম্মেলনের ওয়ার্কিং কমিটি হইতে পদত্যাগ করেন।

৭—**ভারত:** কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক ডাক ও তার বিভাগের প্রস্তাবিত ধর্মঘট অবৈধ বলিয়া ঘোষণা। ৮ই আগষ্ট উক্ত ধর্মঘট আরম্ভের দিন ধার্য।

৮—**ভারত:** ডাক ও তার কর্মী ফেডারেশন কর্তৃক ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত ঘোষণা।

১২—**পাকিস্তান:** ঢাকায় আওয়ামী লীগ ও কৃষক শ্রমিকদলের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য যে আলোচনা চলিতেছিল তাহা ব্যর্থতায় পর্যবসিত।

মস্কট: বিদ্রোহী ইমামের প্রধান কেন্দ্র নিজোয়া ব্রিটিশ সেনাবাহিনী কর্তৃক অধিকৃত।

১২—**ভারত:** সংসদের উভয় সভায় 'ভাষা কমিশনে'র ২৭০ পৃষ্ঠাব্যাপী রিপোর্ট উপস্থাপিত।

১৫—**আমেরিকা:** সিরিয়ার রাষ্ট্রদূত

যুক্তরাষ্ট্রে অবাঞ্ছিত ব্যক্তি বলিয়া ঘোষিত।

মস্কট : বিদ্রোহী ইমামের শক্তিশালী ঘাটি 'তানুফ দুর্গ' বিস্ফোরক সাহায্যে ধ্বংস করার পরে মস্কটের সুলতান আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করেন যে, বিদ্রোহ দমনের কার্য শেষ করা হইয়াছে। ব্রিটিশ সাহায্যের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন।

১৮—সিরিয়া : সিরিয়ার প্রেসিডেণ্ট শ্রীকোয়াৎলি অকস্মাৎ মিশরে উপনীত ; তিনি পদত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া যে গুজব রটিয়াছে তাহা অস্বীকার করা হয়। সিরিয়ার সামরিক বাহিনী হইতে দশজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীর পদচ্যুতি সরকারী ভাবে ঘোষণা করা হয়।

১৯—কলিকাতা : কলিকাতা করপোরেশন কর্তৃক শতকরা ৪॥০ টাকা সুদে ২০ বৎসরের মেয়াদে ২ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকার ঋণপত্র ছাড়ার সিদ্ধান্ত। করপোরেশন ইতিপূর্বে এককালে এত আধিক ঋণ গ্রহণ করে নাই।

পশ্চিমবঙ্গ : উপযুক্ত পরিমাণ তৈল পাওয়ার আশা নাই বলিয়া বর্ধমানের নিকটে যে তৈল খনন কার্য চলিতেছিল তাহা পরিত্যক্ত হয়। বর্ধমান হইতে ৩৫ মাইল দূরে পরীক্ষামূলক খননের জন্য আর একটি স্থান নির্বাচিত।

২০—পাকিস্তান : পূর্ব পাকিস্তান সরকার কর্তৃক জেলা স্কুল বোর্ড বাতিল করিয়া প্রাইমারী বিদ্যালয় সমূহের পরিচালনভার স্বহস্তে গ্রহণ। এই মর্মে অর্ডিন্যান্স জারি।

২১—ইংলিস চ্যানেল : চ্যানেল সন্তরণ প্রতিযোগিতায় শ্রীমতী গ্রেটা মেরি এণ্ডারসন-এর প্রথম স্থান অধিকার। কোন মহিলার পক্ষে শীর্ষস্থান অধিকার করার দৃষ্টান্ত ইহাই প্রথম।

কলিকাতা : কিং জর্জেস ডকে এশিয়ার বৃহত্তম ক্রেন স্থাপিত—উহার ওজন দুইশত টন।

কাশ্মীর : ১৯৫৭-৫৮ সালের বাজেট পেশ।

পাকিস্তান : পাক প্রেসিডেণ্ট এই মর্মে এক আদেশ জারি করিয়াছেন যে, পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট বা কোন গবর্ণর কিংবা কোন আদালতের আচরণ সম্পর্কে পাকিস্তান পার্লামেণ্টে কোন আলোচনা করা যাইবে না।

২২—পাকিস্তান : পাকিস্তান কর্তৃক কাশ্মীরের অধিকৃত অঞ্চলে 'মঙ্গলা বাঁধ' নির্মাণের উদ্যোগ। ভারত এই সম্পর্কে স্বস্তি-পরিষদে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ : পশ্চিমবঙ্গ হইতে নির্বাচিত লোকসভার কম্যুনিষ্ট সদস্য শ্রীকংসারি হালদার দিল্লীতে গ্রেপ্তার ; শ্রীহালদার কাকদ্বীপ মামলার সহিত সংশ্লিষ্ট ও গত কয়েক বৎসর

যাবৎ তিনি পুলিস কর্তৃক গ্রেপ্তারের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া চলাফেরা করিতেছিলেন।

২৪—কলিকাতাঃ পার্কষ্ট্রীট ও চৌরঙ্গীর সংযোগ স্থলে কতিপয় যুবক কতৃক নেতাজী সুভাষের পূর্ণাবয়ব চিত্র স্থাপন। সম্প্রতি ঐস্থান হইতে সরকার আউটরামের মূর্তি অপসারণ করিয়াছেন। পুলিস কর্তৃক কয়েকজন যুবক গ্রেপ্তার।

২৫—ভারতঃ ভারতীয় পোলো টিম বিশ্ববিজয়ী হন; তাঁহারা ফ্রান্স স্পেন ও মেক্সিকোর সম্মিলিত দলকে পরাজিত করিয়া উক্ত সম্মান লাভ করেন।

২৬—ভারতঃ কোহিমার গত ৫ দিন ব্যাপী একটি নাগা সম্মেলনে নাগাগণ স্বাধীন নাগারাজ্য গঠনের দাবী প্রত্যাহার করিয়া কেন্দ্রাধীন 'নাগা অঞ্চল' গঠনের প্রস্তাব করে।

কেরালাঃ রাজ্য বিধান সভায় বিশ্ববিদ্যালয় বিলের চূড়ান্ত আলোচনা। ইহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইবার জন্য ত্রিবান্দ্রমে বৃহত্তম জনসমাবেশ হয়।

মধ্যপ্রদেশঃ মার্কিণ মিশনারী পরিচালিত 'গ্যাস মেমোরিয়াল সেণ্টার'-এর পরিচালক ও ছাত্রদের মধ্যে বিরোধ। জনতা কর্তৃক উক্ত সেণ্টার ভস্মীভূত। পুলিস কর্তৃক গুলিবর্ষণ ও তিন দিনের জন্য কার্ফ্যু জারি।

২৮—কলিকাতাঃ কলিকাতার দক্ষিণ উপকণ্ঠে সমস্ত চাউলকলে পুলিস কর্তৃক হানা ও মজুদ চাউল আটক।

২৯—ভারতঃ প্রজাসোস্যালিষ্ট পার্টি হইতে শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণের পদত্যাগ।

৩০—মালয়ঃ অদ্য মধ্যরাত্রি হইতে মালয়ের স্বাধীনতালাভ। মালয় কমনওয়েলথ-এর মধ্যে থাকিবে।

৩১—কংগ্রেসঃ কংগ্রেসের গঠনতন্ত্র সংশোধন, নয়াদিল্লীতে নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে এই মর্মে কতিপয় প্রস্তাব গ্রহণ।

ভারতঃ লোকসভায় যাত্রীভাড়া বিল গৃহীত।

সেপ্টেম্বর—১৯৫৭

১—পশ্চিমবঙ্গঃ দমদম বিমানঘাটিতে ভয়াবহ বিমান দুর্ঘটনা। একখানি ভারতীয় মালবাহী বিমানের উপর আর একখানি ব্রিটিশ বিমান পতিত। ৩ জন ভারতীয় বৈমানিকের মৃত্যু।

২—কেরালাঃ কেরালা শিক্ষাবিল বিধানসভায় বিনা ডিভিসনে গৃহীত।

৩—ভারতঃ কানপুর রেল গুদামে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ—তিনজন নিহত ও ছয়জন আহত।

৫—পশ্চিমবঙ্গঃ দমদমে ১লা সেপ্টেম্বর বিমান দুর্ঘটনা সম্পর্কে অনুসন্ধানের জন্য শ্রীশম্ভুনাথ ব্যানার্জির নেতৃত্বে

তদন্ত আদালত গঠিত ; অদ্য উহার কার্য আরম্ভ।

৭—**মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র :** প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার শ্রীডালেস প্রমুখ অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সহিত সিরিয়ার পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করেন। তিনি পুনরায় কম্যুনিষ্ট আক্রমণের হাত হইতে মধ্যপ্রাচ্যকে রক্ষার সংকল্প ঘোষণা করেন।

কাশ্মীর : ভূতপূর্ব শিক্ষামন্ত্রী শ্রী জি. এম. সাদিক অদ্য 'ডেমোক্রাটিক ন্যাশনাল কন্‌ফারেন্স' নামক নূতন রাজনৈতিক দল গঠন করেন।

৮—**মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র :** যুক্তরাষ্ট্র সরকার অদ্য হইতে জর্ডানে বিমান মারফৎ অস্ত্রশস্ত্র প্রেরণ করিতে আরম্ভ করেন।

নয়াদিল্লী : দুইটি কলোনীতে হিন্দী বাঁচাও আন্দোলনের সমর্থক ও আকালীদের মধ্যে সংঘর্ষ—সতর্কতা হিসাবে কার্ফ্যু জারি।

ভিনিস : আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে বাংলা চিত্র 'অপরাজিত' 'গোল্ডেন লায়ন অব সেণ্টমার্ক' নামক সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করে।

১০—**মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র :** টেনেসি রাজ্যের অন্তর্গত নাশভিলে একটি বিদ্যালয়ের অর্ধাংশ ডিনামাইট দ্বারা বিধ্বস্ত। নিগ্রো ছাত্রাছাত্রীদিগকে ভর্তি হইতে অনুমতি দেওয়ায় শ্বেতাঙ্গছাত্রগণ ক্রুদ্ধ হইয়া এরূপ আচরণ করে।

১২—**ভারত :** কংগ্রেসীনেতা ও নিখিলভারত উদ্বাস্তু সমিতির সভাপতি ডাঃ চৈতরাম গিদোয়ানির মৃত্যু।

১৪—**রাষ্ট্রসঙ্ঘ :** রাষ্ট্রসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে রাশিয়া কর্তৃক হাঙ্গারীর গত বৎসরের গণঅভ্যুত্থান দমন করার জন্য রাশিয়ার বিরুদ্ধে ৬০-১০ ভোটে নিন্দা প্রস্তাব গৃহীত। ভারত, সিংহল, নেপাল, আফগানিস্তান ও মিশর প্রভৃতি দশটি রাষ্ট্র নিরপেক্ষ ছিল।

পাকিস্তান : কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার কাশ্মীর দপ্তরের যে আফিস রাউয়ালপিণ্ডিতে অবস্থিত ছিল তাহা করাচীতে স্থানান্তরিত করার নির্দেশ।

ইন্দোনেশিয়া : সামরিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশে দশখানি সংবাদপত্র ও দুইটি সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ইহার জন্য কোন কারণ দেখান হয় নাই।

১৫—**পশ্চিম-জার্মানী :** পশ্চিম-জার্মানীর সাধারণ নির্বাচন আরম্ভ।

১৬—**থাইল্যাণ্ড :** পিবুল সোংগ্রাম চালিত মন্ত্রিসভার পতন ; ব্যাঙ্ককের রাজপথে সামরিক বাহিনীর ট্যাঙ্কের প্রবেশ।

মাদ্রাজ: রামনাথপুরম জেলায় থেবর ও হরিজনদের মধ্যে ভয়াবহ দাঙ্গা।

১৭—**পাকিস্তান :** এক ইউনিট প্রথা বাতিল করিয়া পুনরায় স্বতন্ত্র প্রদেশসমূহ প্রবর্তনের জন্য সুপারিশ করিয়া

পশ্চিম-পাকিস্তান বিধানসভায় একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

থাইল্যাণ্ড: প্রধান সেনাপতি ফিল্ডমার্শাল সরিত থানারেত কর্তৃক থাইল্যাণ্ডের শাসন ক্ষমতা অধিকার—সমগ্র দেশে সামরিক আইন জারি। প্রধানমন্ত্রী পিবুল সোংগ্রাম কাম্বোডিয়া অভিমুখে পলায়ন করিয়াছেন বলিয়া গুজব।

ভারত: ভারতের অর্থমন্ত্রী শ্রী টি.টি. কৃষ্ণমাচারী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র অভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি ভারতের জন্য ঋণ সংগ্রহের চেষ্টা করিবেন বলিয়া প্রকাশ।

১৮—কলিকাতা: অদ্য কলিকাতায় ৯০০০ ব্যাঙ্ক কর্মচারীর ধর্মঘট আরম্ভ।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে কলিকাতায় আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ। শ্রীজ্যোতি বসু, শ্রীহেমন্ত বসু প্রমুখ নেতৃগণসহ ৭২২ জন গ্রেপ্তার।

দমদম বিমান দুর্ঘটনাসম্পর্কে তদন্ত অদালতের সাক্ষ্যগ্রহণ শেষ।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বিরুদ্ধে নির্বাচনী মামলার শুনানী আরম্ভ।

বোম্বাই: বোম্বাই করপোরেশনের ৩০ হাজার শ্রমিকের ধর্মঘট আরম্ভ।

ইংলিস চ্যানেল: শ্রীমিহির সেন চ্যানেল সন্তরণের জন্য যে একক প্রচেষ্টা করেন, তাহা ব্যর্থ হয়।

১৯—ব্রিটেন: ব্রিটেনে ব্যাঙ্ক সুদের হার ২ শতাংশ বৃদ্ধি করার ফলে মোট ৭% শতাংশ হইল।

উড়িষ্যা: সমাজতন্ত্রী নেতা শ্রীশারঙ্গদাসের মৃত্যু।

বোম্বাই: করপোরেশন শ্রমিকদের ধর্মঘট প্রত্যাহার।

২০—মাদ্রাজ: মাদুরাতে বর্ণহিন্দু ও হরিজনদের মধ্যে দাঙ্গার বিস্তার।

২১—নরওয়ে: নরওয়ের রাজা সপ্তম হাকনের ৮৫ বৎসর বয়সে মৃত্যু।

কলিকাতা: দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে যে আইন অমান্য আন্দোলন চলিতেছিল, আসন্ন পূজার জন্য তাহা স্থগিত রাখা হয়।

মহীশূর: মহীশূরের ইয়েল ওয়াল নামক স্থানে সর্বদলীয় গ্রামদান পরিষদের দুইদিন ব্যাপী অধিবেশন আরম্ভ। ভারতের রাষ্ট্রপতি, প্রধান মন্ত্রী প্রমুখ সবকারী কর্ণধারগণ এবং কংগ্রেস, কম্যুনিষ্ট প্রভৃতি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলেব প্রতিনিধিগণ ইহাতে যোগদান করেন। 'জাতীয় কর্মসূচী হিসাবে গ্রামদানের ভূমিকা'—এই একটিমাত্র বিষয় ইহাতে আলোচিত হয়।

২২—আলজিরিয়া: আলজিরিয়া সামস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে ফরাসী সরকার যে 'আলজিরিয়া সংস্কার বিল' রচনা করিয়াছেন, আলজিরিয়ার 'জাতীয় মুক্তি ফ্রণ্ট' তাহা গ্রহণের অযোগ্য বলিয়া ঘোষণা করে।

২৩—পাকিস্তান: এক ইউনিট প্রথা

বাতিল করার জন্য পশ্চিম-পাকিস্তান বিধান পরিষদে যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, পাক প্রেসিডেণ্ট তাহা অগ্রাহ্য করেন।

২৪—পশ্চিমবঙ্গ: ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের বিরুদ্ধে নির্বাচনী মামলা নির্বাচন ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক নাকচ।

কাশ্মীর: জাতিসঙ্ঘে কাশ্মীর বিতর্ক পুনরায় আরম্ভ।

হেগ: পর্তুগাল সরকার হেগের আন্তর্জাতিক আদালতে ভারতের বিরুদ্ধে যে মামলা দায়ের করিয়াছে, ভারত অদ্য উহার বিরুদ্ধে তাহার আপত্তি পেশ করিয়াছে।

২৫—নাগাপাহাড়: দিল্লীতে নাগা প্রতিনিধি দলের সহিত আলোচনার পরে শ্রীনেহরু ঘোষণা করেন যে, নাগাপাহাড় ও তুয়েন সাং বিভাগ লইয়া কেন্দ্র-শাসিত একটি স্বতন্ত্র নাগা এলাকা গঠন করা হইবে।

কলিকাতা: ভারতসরকার কলিকাতার ব্যাঙ্ক ধর্মঘট নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন ও বিষয়টি সালিসীর জন্য ট্রাইব্যুনালে প্রেরণ করেন।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র: সাধারণ বিদ্যালয়সমূহে নিগ্রো ছাত্র ভর্তি করার প্রতিবাদে আরকানসাস রাজ্যের লিটিলরক্ শহরে যে দাঙ্গা হাঙ্গামা চলিতেছে, প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার-এর নির্দেশে তাহা দমন করার জন্য সৈন্য প্রেরণ করা হয়।

২৭—বিহার: শ্রীনেহরু কর্তৃক দামোদর পরিকল্পনার অন্তর্গত মাইথন বাঁধ-এর উদ্বোধন।

২৮—অন্ধ্র: মাদ্রাজ ও অন্ধ্রের মধ্যে সীমানা বিরোধের মীমাংসা—দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর যুক্ত বিবৃতি।

৩০—ভারত: আগামী ৬ মাসের জন্য ভারতের আমদানী নীতি ঘোষণা।

অক্টোবর—১৯৫৭

২—ফ্রান্স: 'আলজিরিয়া সংস্কার বিল' অগ্রাহ্য হওয়ায় ফ্রান্সের শ্রীবুর্জেস মাউনারী চালিত মন্ত্রিসভার পতন।

২—কানাডা: মণ্ট ট্রেম্ব্লেণ্ট নামক স্থানে কমনওয়েলথ অর্থমন্ত্রীদের চার-দিন ব্যাপী সম্মেলন সমাপ্ত।

৪—জাপান: শ্রীনেহরু অদ্য জাপান পরিদর্শনের জন্য টোকিওতে উপনীত হন।

৫—রাশিয়া: রাশিয়া অদ্য মহাশূন্যে কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ করে। উহা ঘণ্টায় ১৭ হাজার মাইল বেগে প্রতি ৯৫ মিনিটে একবার করিয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিবে, উপগ্রহটি পৃথিবী হইতে ৫৬০ মাইল উর্ধ্বে অবস্থিত (গ্রন্থের পরবর্তী অংশে মূল প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)।

৬—তিব্বত: পিকিং রেডিওতে ঘোষণা করা হয় যে, সিংকিয়াং-এর সহিত তিব্বতের মোটর চলাচলযোগ্য সড়ক নির্মাণের কার্য শেষ হইয়াছে। 'পৃথিবীর ছাদ' পামীর মালভূমির

উপর দিয়া ৭৪০ মাইল দীর্ঘ উক্ত সড়ক নির্মিত হইয়াছে।

৭—**জাপান**ঃ শ্রীনেহরু টোকিওতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হন। উহাতে তিনি কাশ্মীর সম্পর্কে অত্যন্ত তীব্র ভাষায় মতামত ব্যক্ত করেন।

৮—**হিরোসীমা**ঃ আণবিক বোমায় বিধ্বস্ত হিরোসীমা নগরী পরিদর্শনের জন্য শ্রীনেহরু অদ্য তথায় গমন করেন।

৯—**কাশ্মীর**ঃ স্বস্তি পরিষদে অদ্য পুনরায় কাশ্মীর সম্পর্কে আলোচনা।

১০—**কাশ্মীর**ঃ কাশ্মীরে নাশকতামূলক কার্যে লিপ্ত পাকিস্তানী গুপ্তচরদের বিচার আরম্ভ।

কলিকাতাঃ কলিকাতা বন্দরের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য বিশ্বব্যাঙ্কের প্রতিনিধিদলের কলিকাতায় আগমন।

১১—**পাকিস্তান**ঃ শ্রীসোহ্‌রাওয়ার্দি চালিত পাকিস্তান কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার পতন। গত দশ বৎসরের মধ্যে ইহা পাকিস্তানের পঞ্চম মন্ত্রিসভা।

১২—**পাকিস্তান**ঃ ঢাকায় মুসলিম লীগ কাউন্সিলের বৈঠক—এক ইউনিট প্রথা বজায় রাখার প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত।

১৪—**বোম্বাই**ঃ বৃহত্তর বোম্বাই নগরীর অন্যতম কেন্দ্র হইতে বিধান সভার উপনির্বাচনে সংযুক্ত মহারাষ্ট্র সমিতির প্রার্থী শ্রীভি. আর. টুল্লা কংগ্রেসপ্রার্থী ডাঃ রফিক জাকারিয়াকে ১৯,৯৯৬-১৯,৪৮৪ ভোটে পরাজিত করেন। এই কেন্দ্রটি ইতিপূর্বে কংগ্রেসের অধিকারে ছিল।

সিরিয়াঃ সিরিয়া সীমান্তে তুরস্কের সৈন্য সমাবেশের বিরুদ্ধে সতর্কতা হিসাবে মিশর সিরিয়ায় সৈন্য প্রেরণ করে। মিশর-সিরিয়া যুক্ত প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা অনুসারে সৈন্য প্রেরণ করা হইয়াছে।

১৫—**পূর্ব-জার্মানী**ঃ পূর্ব-জার্মানী ও যুগোশ্লাভিয়ার মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠায় পশ্চিম-জার্মানীর আপত্তি প্রকাশ।

কলিকাতাঃ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রিটে শেষরাত্রে একটি বাড়ী ধ্বসিয়া পড়ায় ১১ জনের মৃত্যু।

১৬—**সিরিয়া**ঃ সিরিয়ার সীমান্তে তুরস্ক সৈন্য সমাবেশ করায় সিরিয়া জাতিসঙ্ঘে নালিশ করে।

পাকিস্তানঃ শ্রীসোহ্‌রাওয়ার্দিকে প্রধান মন্ত্রীর পদ হইতে অপসারণ করার প্রতিবাদে ঢাকায় হরতাল। কয়েক স্থানে সংঘর্ষের সংবাদ।

১৭—**ভারত**ঃ জাপান ভ্রমণ শেষ করিয়া শ্রীনেহরু অদ্য স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

১৮—**কলিকাতা**ঃ মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের মধ্যস্থতায় কলিকাতা ব্যাঙ্ক-কর্মচারীদের ৩১ দিন ব্যাপী ধর্মঘট প্রত্যাহার।

কলিকাতাঃ জাতীয় পরিষদে মুসলিম লীগ দলের নেতা শ্রীআই.

আই. চুন্দ্রীগড়ের নেতৃত্বে পাকিস্তানের ষষ্ঠ মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ। ইহা 'রিপাব্লিকান' 'মুসলিম লীগ' 'কে. এস. পি.' ও 'নিজাম-ই-ইস্‌লাম'দলের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত হইয়াছে।

২০—নয়াদিল্লী ঃ অল্ ইণ্ডিয়া রেডিওর উদ্যোগে চতুর্থ বার্ষিক সঙ্গীত সম্মেলন আরম্ভ।

২২—থাইল্যাণ্ড ঃ সায়গনে কলম্বো পরিকল্পনাভুক্ত ২১টি রাষ্ট্রের বৈঠক চলিতে থাকার সময় ৩টি বোমা বিস্ফোরণ হয়; ফলে ১৩ জন মার্কিণ অধিবাসী ও ৫ জন স্থানীয় লোক আহত হয়। মার্কিণীদিগকে লক্ষ্য করিয়াই বোমা নিক্ষেপ করা হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হয়।

২৩—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ঃ প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের সহিত আলোচনার জন্য ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী শ্রীম্যাকমিলান ওয়াশিংটনে আগমন করেন।

২৫—ভারত ঃ অর্থমন্ত্রী শ্রী টি. টি. কৃষ্ণমাচারী অদ্য আমেরিকা ও ইউরোপ ভ্রমণ শেষ করিয়া ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন।

২৬—রাশিয়া ঃ রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মার্শাল জুকফ্ পদচ্যুত—তাঁহার স্থলে মার্শাল ম্যালিনভ্স্কি নিযুক্ত।

ভারত ঃ শ্রীনেহরু বরোদায় ভারতীয় পি. ই. এন. সম্মেলন-এর উদ্বোধন করেন। ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

পশ্চিমবঙ্গ ঃ পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের বেতন বৃদ্ধির যে পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে, তাহা প্রকাশিত হয়। পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে গ্রাজুয়েট শিক্ষকগণকে নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত।

২৭—ব্রিটেন ঃ প্রধানমন্ত্রী শ্রীম্যাকমিলান প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ারের সহিত আলোচনা শেষ করিয়া লণ্ডনে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি বলেন যে আলোচনা খুব সার্থক হইয়াছে।

২৮—নয়াদিল্লী ঃ রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ আন্তর্জাতিক রেড-ক্রশের ১৯শ অধিবেশনের উদ্বোধন করেন। ইহাতে ৮৩টি দেশ যোগদান করিয়াছে। শ্রীমতী অমৃত কাউর এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। রেডক্রশ-এর ৯৮ বৎসরের ইতিহাসে তিনিই সর্বপ্রথম মহিলা সভাপতি

তুরস্ক ঃ তুরস্কে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত।

সিরিয়া ঃ সিরিয়া ও রাশিয়ার মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত। রাশিয়া সিরিয়াকে আর্থিক ও কারিগরি সাহায্য দান করিবে।

৩০—পশ্চিমবঙ্গ ঃ দার্জিলিং-এ বিভিন্ন

রাজ্যের পুনর্বাসন মন্ত্রীদের ২ দিন ব্যাপী সম্মেলন আরম্ভ।

৩১—**পশ্চিমবঙ্গঃ** দার্জিলিং-এ পুনর্বাসন মন্ত্রী সম্মেলনে এই অভিমত ব্যক্ত করা হয় যে, অনির্দিষ্টকালের জন্য ভারতসরকার উদ্বাস্তু পুনর্বাসন-এর দায়িত্ব বহন করিতে পারেন না।

ভারতঃ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক বৈদেশিক মুদ্রা মজুদের ন্যূনতম পরিমাণ হ্রাস; রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অর্ডিন্যান্স জারি।

নবেম্বর—১৯৫৭

১—**নয়াদিল্লীঃ** চতুর্থ বিশ্ববিদ্যালয় যুবউৎসব আরম্ভ—শ্রীনেহরু কর্তৃক উদ্বোধন অনুষ্ঠান সম্পন্ন।

পশ্চিমবঙ্গঃ বনগাঁয়ে সারাভারত কৃষক সভার ১৫শ অধিবেশন আরম্ভ শ্রী এ. কে. গোপালন সভাপতি।

মিশরঃ রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর আমন্ত্রণে মিশরের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর মস্কো গমন।

জাতিসঙ্ঘঃ জাতিসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদে মিশর ও তুরস্কের বিরোধ-এর অবসান, ইহা লইয়া আর আলোচনা করা হইবে না বলিয়া উভয়পক্ষের সিদ্ধান্ত।

২—**রাশিয়াঃ** পদচ্যুত প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মার্শাল জুকফ্ কম্যুনিষ্ট পার্টির সেন্ট্রাল কমিটি ও প্রিসিডিয়াম হইতে বিতাড়িত।

পর্তুগালঃ সাধারণ নির্বাচন আরম্ভ।

৩—**রাশিয়াঃ** রাশিয়া কর্তৃক লাইকা নামক কুকুরবাহী দ্বিতীয় উপগ্রহ প্রেরণ। ৯৩০ মাইল উর্ধ্বে ঘণ্টায় ১৮ হাজার মাইল বেগে প্রতি ১০২ মিনিটে উহা পৃথিবী পরিক্রমা করিবে।

৪—**নয়াদিল্লীঃ** দক্ষিণ ভিয়েৎনামের প্রেসিডেণ্ট শ্রীনো দিন এম চারদিন ভারতে অবস্থানকল্পে অদ্য নয়াদিল্লীতে উপনীত।

কলিকাতাঃ জাতিসঙ্ঘের অন্যতম শাখা ইকাফে-র (ECAFE) উদ্যোগে কলিকাতায় ভূ-তত্ত্ববিজ্ঞানী-দের বৈঠক আরম্ভ; ১৮টি দেশের যোগদান।

ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রতি আই. এফ. এ-র দণ্ডাদেশ। ১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত সাসপেণ্ড করা হয়।

রাশিয়াঃ রাশিয়া কর্তৃক জাতি-সঙ্ঘের নিরস্ত্রীকরণ কমিশন বর্জন।

৬—**কাশ্মীরঃ** স্বস্তিপরিষদে পুনরায় কাশ্মীর প্রসঙ্গ আলোচিত; রুশ প্রতিনিধি শ্রীসোবোলফ্-এর বক্তৃতা। তিনি বলেন যে, পাশ্চাত্ত্য শক্তির সাহায্যে-পুষ্ট পাকিস্তানই কাশ্মীর সমস্যার জন্য দায়ী।

রাশিয়াঃ সুপ্রীম সোভিয়েটের 'জুবিলি সম্মেলনে' বক্তৃতাদান প্রসঙ্গে ক্রুশ্চেভ রাশিয়ার পক্ষ হইতে যুদ্ধ

বর্জনের প্রতিশ্রুতি দেন। তিনি বলেন যে, সহাবস্থান রুশনীতির ভিত্তি।

ফ্রান্স: জাতীয় পরিষদে ৩৩৭-১৭৩ ভোটে শ্রীফেলিস গেলার্দ ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত।

ভারত: নয়াদিল্লীতে আন্তর্জাতিক রেডক্রশ সম্মেলনে ফরমোসার প্রতিনিধিকে মূল চীনের প্রতিনিধি হিসাবে গ্রহণ করার জন্য মার্কিণ প্রস্তাবে সঙ্কটের সৃষ্টি।

৭—**ভারত:** নয়াদিল্লীতে আন্তর্জাতিক রেডক্রশ-এর অধিবেশন গণ্ডগোলের মধ্যে সমাপ্ত—ফরমোসার প্রতিনিধিকে মূল চীনের প্রতিনিধি হিসাবে গ্রহণ করার জন্য মার্কিণ প্রস্তাব শেষ মুহূর্তে ৬২-৪৪ ভোটে গৃহীত হইবার ফলে সভানেত্রী অমৃত কাউর এবং ভারত, চীন, রাশিয়া প্রমুখ কতিপয় রাষ্ট্র সভা ত্যাগ করেন।

মাদ্রাজ: জনতাকে উত্তেজিত করার অভিযোগে দ্রাবিড় কাজাগাম দলের নেতা শ্রী ই. ভি. রামস্বামী নাইকার গ্রেপ্তার।

রাশিয়া: রুশ বিপ্লবের ৪০ শ বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠান; মস্কোর রেডস্কোয়ারে বিপুল সামরিক মহড়া। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী বলেন যে, আক্রান্ত না হইলে রাশিয়া কখনও যুদ্ধ করিবে না।

সকল রাষ্ট্রের প্রতি শান্তি ও সহযোগিতার আবেদন জানাইয়া 'সুপ্রীম সোভিয়েটে' সর্বসম্মত প্রস্তাব গৃহীত।

জাতিসঙ্ঘ: আণবিক অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধের জন্য রাজনৈতিক কমিটিতে ভারতের প্রস্তাব ৩৮-২০ ভোটে অগ্রাহ্য; ২০টি রাষ্ট্র ভোটদানে বিরত ছিল।

৯—**বোম্বাই:** নিখিল বিশ্ব নিরামিষাশী সম্মেলনের ১৫শ অধিবেশন ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ কর্তৃক উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন।

পাকিস্তান: নারায়ণগঞ্জ হইতে সকল ষ্টীমার চলাচল বন্ধ—দশ হাজার ষ্টীমার কর্মচারীর ধর্মঘট।

১১—**ভারত:** লোকসভার শীতকালীন অধিবেশন আরম্ভ।

১২—**রাশিয়া:** দ্বিতীয় উপগ্রহের সহিত যে কুকুরটি প্রেরণ করা হইয়াছিল, তাহার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়া সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয়।

কাশ্মীর: স্বস্তিপরিষদে পুনরায় কাশ্মীর বিতর্ক আরম্ভ।

ইরাণ: ইরাণের শাহ বাহ্‌রিন দ্বীপকে ইরাণের একটি প্রদেশ বলিয়া গণ্য করার জন্য আইন সভায় বিল উত্থাপনের নির্দেশ দান করেন। বর্তমানে উক্ত দ্বীপ ব্রিটিশ শাসনাধীন একটি অঞ্চল। ১৯৫২ সালে ব্রিটিশ সরকার উহার উপর ইরাণের দাবী অগ্রাহ্য করেন।

১৩—**ভারত:** নয়াদিল্লীতে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার (I.L.O.) এশিয়া অঞ্চলের সম্মেলন আরম্ভ।

লোকসভায় বিতর্ককালে শ্রীনেহরু

বলেন যে, ভারত সরকার চিরকালের জন্য পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তদের পুনর্বাসন কার্য চালাইয়া যাইতে পারেন না।

কলিকাতাঃ কলিকাতা হইতে বেআইনী খাটাল তুলিয়া দিবার জন্য অদ্য মধ্যরাত্রি হইতে পুলিসের সাহায্যে করপোরেশন অভিযান আরম্ভ করে।

১৪—ভারতঃ লোক সভায় দ্বিতীয় অর্থ কমিশনের রিপোর্ট পেশ।

নেপালঃ ডাঃ কে.আই.সিং চালিত মন্ত্রিসভার পদত্যাগ। রাজা মহেন্দ্র কর্তৃক স্বহস্তে শাসনভার গ্রহণ।

১৫—ফ্রান্সঃ ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক টিউনিসিয়াকে অস্ত্র সরবরাহ করায় ফ্রান্সের ক্রোধ—ন্যাটোর পার্লামেণ্টারী সম্মেলন হইতে ফ্রান্স বাহির হইয়া আসে।

১৬—কাশ্মীরঃ কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের জন্য পুনরায় ডাঃ ফ্রাঙ্ক গ্রাহামকে ভারতে প্রেরণ করার জন্য একটি প্রস্তাব স্বস্তি-পরিষদে পেশ করা হয়।

১৭—ভারতঃ নয়াদিল্লীতে বিশ্বধর্ম সম্মেলন আরম্ভ—ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ কর্তৃক উদ্বোধন।

১৮—ভারতঃ নয়াদিল্লীতে রাজ্য অর্থমন্ত্রিগণের বৈঠকে এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হয় যে, আগামী ১লা জানুয়ারী হইতে চিনি, তামাক ও বস্ত্রের উপর বিক্রয়কর তুলিয়া দিয়া তাহার স্থলে আবগারী শুল্ক প্রবর্তন করা হইবে।

নিরস্ত্রীকরণ কমিশনঃ পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গ নিরস্ত্রীকরণ কমিশনে ভারত প্রমুখ আরও ১৪টি নূতন রাষ্ট্রকে গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছে।

১৯—ভারতঃ খাদ্যশস্য অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্ট লোকসভায় উপস্থাপিত।

২০—ইরাকঃ ভারতকে হাব্বানিয়া বিমান ঘাটি ব্যবহার করিতে দিবে না বলিয়া জানাইয়াছে। ভারত সম্প্রতি ব্রিটেন হইতে 'হাণ্টার' শ্রেণীর যে সকল বিমান ক্রয় করিয়াছে, তাহা উক্ত বিমান ঘাটি মারফৎ আনিবে বলিয়া স্থির করিয়াছিল। ইরাক অন্যান্য রাষ্ট্রকে ঐ ঘাটি ব্যবহার করিতে দিয়া থাকে বলিয়া প্রকাশ।

পশ্চিমবঙ্গঃ পশ্চিমবঙ্গের ৮৬টি মিউনিসিপ্যালিটির কর্মচারিগণ বর্ধিত বেতনের দাবীতে একদিনের জন্য ধর্মঘট করে।

২১—ভারতঃ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মুদ্রণ ও নক্সা প্রণয়ন প্রতিযোগিতার পুরস্কার প্রদান।

২৩—ভারতঃ বোম্বাই হইতে ৯৭ মাইল দূরে 'কলিকাতা মেল' দুর্ঘটনা।

২৪—পশ্চিমবঙ্গঃ কলিকাতার উপকণ্ঠে পাতিপুকুরে পূর্বাঞ্চলের গো-মহিষাদি পশুপ্রদর্শনী আরম্ভ।

২৫—নাগাপাহাড়ঃ লোকসভায়

সর্বসম্মতভাবে স্বতন্ত্র নাগা এলাকা গঠন বিল গৃহীত।

২৬—হেগ ঃ ভারতের বিরুদ্ধে পর্তুগালের মামলা বিচার করার অধিকার আন্তর্জাতিক আদালতের নাই, এই মর্মে ভারত যে ৬ দফা আপত্তি পেশ করিয়াছিল, আদালত তাহার মধ্যে ৪টি আপত্তি অগ্রাহ্য করিয়াছেন। বাকি ২টি এখনও বিবেচিত হয় নাই।

পশ্চিমবঙ্গ ঃ সরকার কর্তৃক পশ্চিম দিনাজপুরের সদর বালুরঘাট হইতে রায়গঞ্জে স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ঃ প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার অকস্মাৎ পীড়িত। মস্তিষ্কে রক্তসঞ্চালন ব্যাহত।

২৮—কাশ্মীর ঃ ডাঃ গ্রাহামকে ভারতে প্রেরণের জন্য পঞ্চশক্তি যে প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছে, সুইডেনের প্রতিনিধি তাহার উপর গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করে।

পশ্চিমবঙ্গ ঃ পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত মেডিক্যাল সার্ভিস পুনর্গঠন করার জন্য সরকারের বিস্তৃত পরিকল্পনা প্রকাশিত।

২৯—পাকিস্তান ঃ জাতীয় পরিষদের অধিবেশনে যোগদান করিতে যাইবার সময় শ্রীসোহ্‌রাওয়ার্দি মুসলিম লীগ সমর্থকদের হাতে লাঞ্ছিত হন। যুক্ত নির্বাচন সমর্থন করার শাস্তি।

বোম্বাই ঃ প্রতাপগড়ে শ্রীনেহরু শিবাজীর মূর্তির আবরণ উন্মোচন করার সময় জনতা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

ডিসেম্বর—১৯৫৭

১—নাগাপাহাড় ঃ নাগাপাহাড় ও তুয়েনসাং বিভাগ লইয়া স্বতন্ত্র অঞ্চল প্রতিষ্ঠা ; ইহা কেন্দ্রীয় শাসনাধীনে থাকিবে এবং আসামের রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির প্রতিনিধিরূপে উহার শাসনকার্য পরিচালনা করিবেন। অদ্য আনুষ্ঠানিকভাবে উহার উদ্বোধন।

পশ্চিমবঙ্গ ঃ অদ্য সর্বপ্রথম যাত্রীসহ ইলেক্‌ট্রিক ট্রেন হাওড়া হইতে শেওড়াফুলি পর্যন্ত চলাচল আরম্ভ করে। হাওড়া ষ্টেশনে বিরাট জনতার সমাবেশ।

পাকিস্তান ঃ ঢাকা বিমান ঘাটির চতুর্দিকে ১০ দিনের জন্য ১৪৪ ধারা জারি। আগামী কল্য করাচী হইতে একদল প্রতিনিধি নির্বাচন-সংক্রান্ত বিষয় অনুসন্ধান করিতে আসিবেন। সেই কারণে সতর্কতা-মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন।

ইন্দোনেশিয়া ঃ প্রেসিডেণ্ট সুকর্ণকে হত্যার জন্য গতরাত্রে তাঁহার গাড়ীতে ৪টি হাতবোমা নিক্ষেপ করা হয়, কিন্তু তিনি রক্ষা পান।

২—ভারত ঃ ভারত পাকিস্তান ও সিংহলের আহ্বানে নয়াদিল্লীতে

'কমনওয়েলথ পার্লামেণ্টারী সম্মেলন'-এর উদ্বোধন। এশিয়াতে এইরূপ সম্মেলন ইহাই প্রথম।

৩—পাকিস্তান: 'নরিয়া' (মাদারিপুর) ও 'সিরাজগঞ্জ' এই দুইটি কেন্দ্রে যে উপনির্বাচন হয় তাহাতে উভয় কেন্দ্রেই যুক্ত নির্বাচন সমর্থক আওয়ামী লীগ বিজয়ী হয়।

ইন্দোনেশিয়া: কে. পি. এম. রয়্যাল ডাচ্ শিপিং কোং নামক বৃহত্তম ওলন্দাজ জাহাজী প্রতিষ্ঠানটি উক্ত প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকগণ অধিকার করিয়া লয়।

কাশ্মীর: ডাঃ গ্রাহামকে পুনবায় ভারতে প্রেরণের প্রস্তাবটি সংশোধিত আকারে স্বস্তিপরিষদে গৃহীত হয়।

৫—ইন্দোনেশিয়া: ইন্দোনেশিয়ার সমস্ত ওলন্দাজ বাণিজ্য দূতাবাস বন্ধ করিয়া দিবার জন্য ইন্দোনেশীয় সরকারের নির্দেশ। সাংবাদিক, সাংস্কৃতিক ও সামরিক ক্ষেত্রেও ওলন্দাজ রাষ্ট্রদূতের কার্য বন্ধ করার আদেশ জারি। ৫০ হাজার ওলন্দাজ নর-নারীকে ইন্দোনেশিয়া ত্যাগ করার আদেশ দেওয়া হইয়াছে।

যে সকল ডাচ্ প্রতিষ্ঠান, শ্রমিকগণ দখল করিয়া লইয়াছে, তাহাদিগকে একটি 'পরিচালন পরিষদ' মারফৎ পরিচালিত করা হইবে বলিয়া সরকার সিদ্ধান্ত করেন।

৬—ভারত: কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্দার শরণ সিং লোকসভায় ঘোষণা করেন যে, আসামে ও বিহারের বারুইনিতে দুইটি স্বতন্ত্র তৈল শোধনাগার স্থাপন করা হইবে।

ব্রহ্মের প্রধানমন্ত্রী উ-নু কলিকাতায় উপনীত হন এবং বুদ্ধ গয়া ও বারানসী অভিমুখে রওয়ানা হইয়া যান।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র: মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক মহাশূন্যে উপগ্রহ ছাড়ার প্রথম প্রচেষ্টা ব্যর্থ। উপগ্রহবাহী রকেটটি তিন মিনিটের মধ্যে ফাটিয়া যায়।

৭—ইন্দোনেশিয়া: ব্যাঙ্ক কর্মচারী ইউনিয়ান কর্তৃক সকল ওলন্দাজ ব্যাঙ্ক অধিকার।

৮—ভারত: বিশ্ববিদ্যালয় অর্থমঞ্জুরী কমিশন স্থির করিয়াছেন যে, যে-সকল বৃহৎ শহরে বিশ্ববিদ্যালয় আছে তথায় ষ্টুডেণ্টস হোম, ক্লাব ও স্বাস্থ্য-কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

নেপাল: শীঘ্র সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের দাবীতে নেপাল কংগ্রেসের সভাপতি শ্রী বি. পি. কৈরালা স্বেচ্ছাসেবকসহ সিংহ-দরবারের (নেপাল সেক্রেটারিয়েট) সম্মুখে সত্যাগ্রহ আরম্ভ করেন।

৯—ইন্দোনেশিয়া: ইন্দোনেশিয়ার সকল ওলন্দাজ কৃষি-সংস্থা ও কারখানার উপর সরকারী কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করিয়া প্রতিরক্ষা দপ্তর এক আদেশ জারি করিয়াছেন।

১০—ভারত : নিবর্তনমূলক আটক আইনের (Preventive Detention Act) মেয়াদ আরও তিন বৎসর বৃদ্ধি করিয়া লোকসভায় বিল গৃহীত।

১১—পাকিস্তান : নির্বাচনের প্রশ্নে মতানৈক্য হওয়ায় চুন্দ্রীগড় মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করেন—ইহা ৭ সপ্তাহ পূর্বে গঠিত হইয়াছিল।

১২—ভারত : মজঃফরপুর কেন্দ্র হইতে প্রজাসমাজতন্ত্রী নেতা শ্রীঅশোক মেহ্‌তা লোকসভায় নির্বাচিত। কংগ্রেস তাঁহার বিরুদ্ধে কোন প্রার্থী দাঁড় করায় নাই।

১৩—ভারত : চিনি, তামাক ও মিলজাত বস্ত্রের উপর বর্তমান বিক্রয় করের পরিবর্তে অতিরিক্ত উৎপাদন শুল্ক অদ্য মধ্যরাত্রি হইতে প্রবর্তন করা হইবে, এই সম্পর্কে লোকসভায় বিল উত্থাপন।

ইরাণ : ইরাণে প্রবল ভূমিকম্পে সহস্রাধিক ব্যক্তি নিহত।

১৪—পশ্চিমবঙ্গ : শ্রীনেহরু অদ্য আনুষ্ঠানিক ভাবে হাওড়া শেওড়াফুলি ইলেক্‌ট্রিক ট্রেন চলাচল উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠান দেখার জন্য হাওড়া ষ্টেশনে বিপুল জনসমাবেশ ঘটে। যে ট্রেনে শ্রীনেহরু ভ্রমণ করেন, তাহার পাদানি হইতে পতনের ফলে ৩ জন নিহত ২৫ জন আহত হয়।

কলিকাতা এসোসিয়েটেড্ চেম্বার অব কমার্সের বার্ষিক সভায় শ্রীনেহরুর ভাষণ।

১৫—নেপাল : রাজা মহেন্দ্র ঘোষণা করেন যে, ১৯৫৯ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারী নেপালের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে। এই ঘোষণার পর ডেমোক্রাটিক ফ্রণ্ট আইন অমান্য আন্দোলন বন্ধ করার সিদ্ধান্ত করে।

১৬—পশ্চিমবঙ্গ : বিরোধীদলের নেতাকে বেতন দিবার প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া বিধানসভায় বিল গৃহীত।

ফ্রান্স : প্যারীসে 'ন্যাটো' সংস্থার শীর্ষ সম্মেলন আরম্ভ—প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার কর্তৃক উদ্বোধনী ভাষণ দান।

পাকিস্তান : ফিরোজ খাঁ নুন কর্তৃক পাকিস্তানের ৭ম মন্ত্রিসভা গঠন—অদ্য মন্ত্রিসভার শপথগ্রহণ।

১৭—ভারত : অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী লোকসভায় ঘোষণা করেন যে, সরকার 'বেতন কমিশনে'র অন্তর্বর্তী রিপোর্ট গ্রহণ করিয়াছেন ও তদনুসারে ২৫০ টাকা পর্যন্ত বেতনভোগী সকল কর্মচারীর (কেন্দ্রীয় সরকারের) মাগ্‌গিভাতা মাসিক ৫ টাকা হারে বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এই বর্ধিত হার গত জুলাই মাস হইতে কার্যকরী হইবে।

১৯—ফ্রান্স : 'ন্যাটো' সম্মেলনের শেষে চূড়ান্ত ইস্তাহার প্রকাশিত। নিরস্ত্রী-

করণ আলোচনায় যে অচল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা দূরীকরণের জন্য রাশিয়ার সহিত সংযোগস্থাপনের সুপারিশ। ইউরোপে পরমাণু অস্ত্র মজুদের সিদ্ধান্ত।

রাশিয়াঃ রাশিয়া ও উত্তর কোরিয়ার মধ্যে দ্বৈত নাগরিক ব্যবস্থা অনুমোদন করিয়া চুক্তি স্বাক্ষরিত। দুইটি দেশের অধিবাসী যে কোন একটি দেশকে নিজের বাসভূমি বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে।

২০—**ব্রিটেন**ঃ ব্রিটিশ সরকার পররাষ্ট্র নীতির উপর কমন্স সভায় আস্থা ভোট লাভ করেন।

ইন্দোনেশিয়াঃ পার্লামেণ্টের স্পীকার ডাঃ সারতোনো অস্থায়ী প্রেসিডেণ্টরূপে শপথ গ্রহণ করেন। প্রেসিডেণ্ট সুকর্ণ আগামী ৫ই জানুয়ারী হইতে বিদেশ ভ্রমণে যাত্রা করিবেন।

কংগ্রেসঃ শ্রী ইউ. এন. ধেবর সর্বসম্মত ভাবে দ্বিতীয়বার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত।

২১—**রাশিয়া**ঃ সুপ্রীম সোভিয়েটে পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গের প্রতি রাশিয়ার ৭ দফা শান্তি প্রস্তাব গৃহীত। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গের মধ্যে শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য আবেদন।

ভারতঃ মুন্দ্রা শিল্পগোষ্ঠীর' অন্তর্গত বি. আই. করপোরেশনের জন্য কানপুর আদালত কর্তৃক রিসিভার নিয়োগ।

পাকিস্তানঃ পূর্ববঙ্গ সরকার কর্তৃক ঢাকার নবাব-ভবনে যাদুঘর, জাতীয় নাট্যশালা ও জাতীয় গ্রন্থাগার স্থাপনের সিদ্ধান্ত।

২৩—**পশ্চিমবঙ্গ**ঃ বিশ্বভারতীর সমাবর্তন উৎসব। বিশ্বভারতীর আচার্য শ্রীনেহরু অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকেন ও ভাষণ দান করেন।

কলিকাতাঃ মহাজাতি সদনে নিখিলভারত লেখক সম্মেলন আরম্ভ।

২৪—**কলিকাতা**ঃ শ্রীনেহেরু শান্তিনিকেতন হইতে কলিকাতায় আসেন ও বহু অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসব—শ্রীনেহরুর ভাষণ দান।

হায়দরাবাদঃ নিখিলভারত মহিলা সম্মেলনের ২৭শ বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ শ্রীমতী লক্ষ্মী এন. মেনন সভানেত্রী নির্বাচিত।

২৫—**কলিকাতা**ঃ শ্রীনেহরু 'রবীন্দ্র সদন' নির্মাণের জন্য অর্থের আবেদন প্রচার করেন।

২৬—**মিশর**ঃ কায়রোতে এশিয়া-আফ্রিকা একতা সম্মেলন আরম্ভ, ৪০টি দেশের যোগদান।

২৭—**পাঞ্জাব**ঃ দীর্ঘ সাতমাস পরে পাঞ্জাবে 'হিন্দী বাঁচাও' আন্দোলন প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা।

২৮—**আহ্‌মেদাবাদ**ঃ শ্রীনির্মলকুমার সিদ্ধান্তের সভাপতিত্বে নিখিলভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের

৩১শ অধিবেশন আরম্ভ। শ্রীকে. এম. মুন্সীর উদ্বোধনী ভাষণ।

আসাম ঃ শ্রীবিমলকুমার চালিহার নেতৃত্বে আসামের নূতন মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করেন।

২৯—এর্ণাকুলাম ঃ নিখিলভারত ট্রেড ইউনিয়ান কংগ্রেসের রজত জয়ন্তী অধিবেশন সুরু।

৩০—ভারত ঃ ভারতীয় নৌবাহিনীতে 'মহীশূর' নামক নূতন ফ্ল্যাগশিপ যুক্ত করা হয়।

কলিকাতা ঃ মুন্দ্রা শিল্পগোষ্ঠীর কলিকাতা আফিসে পুলিসের খানা-তল্লাশ।

৩১—মিশর ঃ কায়রোতে এশিয়া আফ্রিকা সম্মেলনে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষ নীতির তীব্র নিন্দা করিয়া ভারতীয় প্রস্তাব গৃহীত।

ইউরোপ ঃ অদ্য 'ইউরোটোম' (European Atomic Energy pool) ও ই. ই. সি (European Economic Community) নামক সংস্থা দুইটিকে আনুষ্ঠানিক-ভাবে প্রবর্তন করা হয়।

ভারত ঃ ডাঃ সি.ভি. রমণকে 'লেনিন পুরস্কার' প্রদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা।

জানুয়ারী—১৯৫৮

১—ভারত ঃ আম্বালার নিকট দিল্লী পাঠানকোট জনতা এক্সপ্রেস ও দিল্লী আম্বালা প্যাসেঞ্জার ট্রেনে সংঘর্ষের ফলে ৩২ জন নিহত ও ৯০ জন আহত।

৩—দক্ষিণ মেরু ঃ স্যার এড্‌মণ্ড হিলারী সদলবলে অদ্য দক্ষিণ মেরুতে উপস্থিত হন।

ভারত ঃ চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রধান মন্ত্রী শ্রীভিলিয়াম সিরোকি ১২ দিন ভারতে পরিভ্রমণ করার জন্য অদ্য নয়াদিল্লী উপনীত হন।

৪—কলিকাতা ঃ কলিকাতা করপো-রেশন কর্তৃক 'পথের পাচালি' ও 'অপরাজিত' চিত্রের পরিচালক শ্রীসত্যজিৎ রায়কে পৌর সম্বর্ধনা জ্ঞাপন।

৫—ভারত ঃ ভারত ও চেকোশ্লোভা-কিয়ার প্রধানমন্ত্রার যুক্ত বিবৃতি প্রচারিত।

৬—মাদ্রাজ ঃ মাদ্রাজে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪৫ শ বার্ষিক অধিবেশন সুরু—অধ্যাপক এম. এস. থ্যাকার মূল সভাপতি।

কলিকাতা ঃ ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট ডাঃ সুকর্ণ নয়াদিল্লীর পথে কলিকাতায় উপনীত।

৭—ব্রিটেন ঃ ব্রিটিশ অর্থমন্ত্রী শ্রীপিটার থর্নিক্রফ্‌ট তাঁহার দপ্তরের দুইজন সহকারী মন্ত্রীসহ পদত্যাগ করেন। কৃষিমন্ত্রী শ্রীডেরিক হিথ্‌কোট আমেরী তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হন।

৮—ভারত ঃ ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী শ্রীহ্যারল্ড ম্যাক্‌মিলান অদ্য সস্ত্রীক নয়াদিল্লীতে আগমন করেন।

কাশ্মীর ঃ কাশ্মীরের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী শেখ আবদুল্লাকে অদ্য মুক্তি দেওয়া হয়। তাঁহাকে ১৯৫৩ সালে ৯ই আগষ্ট 'স্বাধীন কাশ্মীর' প্রতিষ্ঠার জন্য ষড়যন্ত্রের অভিযোগে আটক করা হইয়াছিল।

৯—**ভারত ঃ** নয়াদিল্লীতে শ্রীনেহরুর বাসভবনে শ্রীনেহরু, শ্রীম্যাক্‌মিলান ও ডাঃ সুকর্ণের মধ্যে আলোচনা।

রাশিয়া ঃ রুশ প্রধানমন্ত্রী শ্রীবুলগানিন অদ্য মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটিশ সরকার প্রমুখ ১৭টি রাষ্ট্রের নিকট এই মর্মে লিপি পাঠান যে, আগামী ২।৩ মাসের মধ্যেই রাশিয়া রাষ্ট্র প্রধানদের লইয়া একটি 'শীর্ষ সম্মেলন' অনুষ্ঠানের ইচ্ছা পোষণ করে।

১০—**ভারত ঃ** নয়াদিল্লীর লালকেল্লায় অদ্য ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী শ্রীম্যাক্‌-মিলানকে নাগরিক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

কাশ্মীর ঃ শেখ আবদুল্লা এক সাংবাদিক বৈঠকে কাশ্মীরে গণভোট গ্রহণের দাবী জানান। তিনি ভারতসরকারের উপর বিবিধ বিষয়ে দোষারোপ করেন।

১১—**ভারত ঃ** ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী শ্রীম্যাক্‌মিলান নয়াদিল্লীতে এক সাংবাদিক বৈঠকে কাশ্মীর ও অন্যান্য বিবিধ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

পাকিস্তান ঃ পাক প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খাঁ নুন সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে বিপুল সংখ্যক ভারতীয়কে বন্দী করিয়া বন্দীশিবিরে রাখার জন্য তিনি স্থানীয় সরকারকে নির্দেশ দিয়াছেন। তাহাদিগকে দিয়া রাস্তা তৈয়ারী করান হইবে।

১২—**ভারত ঃ** কাশ্মীর সমস্যায় জাতি-সঙ্ঘের প্রতিনিধি ডাঃ ফ্রাঙ্ক গ্রাহাম অদ্য নয়াদিল্লীতে উপনীত হন।

পশ্চিমবঙ্গ ঃ দমদম হইতে ১২ মাইল দূরে গারুইতে শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী কর্তৃক এশিয়ার বৃহত্তম বেতারবার্তা প্রেরণ কেন্দ্র (Transmition Station) উদ্বোধন করেন।

১৩—**মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ঃ** প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার মার্কিণ কংগ্রেসে যুদ্ধোত্তর কালের বৃহত্তম বাজেট উপস্থাপিত করেন। ইহাতে ৩৬,৯৫০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হইয়াছে।

প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার এক দীর্ঘ লিপিতে শ্রীবুলগানিনকে জানান যে তিনি রুশ নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনা করিতে রাজী আছেন। কিন্তু তৎপূর্বে তাহার উপযুক্ত পরিবেশ প্রস্তুত করিতে হইবে।

১৪—**কংগ্রেস ঃ** আসামের প্রাগ-জ্যোতিষপুরে নিখিল ভারত কংগ্রেসের ৬৩ তম বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ—সভাপতি শ্রীধেবরকে লইয়া ৬৩টি হস্তিশোভিত শোভাযাত্রা বাহির করা হয়।

ভারত ঃ ভারতসরকার ও বর্মা অয়েল কোং-এর মধ্যে ৫০ কোটি টাকা মূলধন সহ একটি কোম্পানী গঠনের বিষয় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত কোম্পানী আসামের তৈলখনি সমূহ হইতে তৈল উত্তোলন করিবে।

কলিকাতা ঃ যোগাযোগ মন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী কলিকাতা টেলিফোনের ৬৬ (সালকিয়া) ও ৬৭ (শিবপুর) নং এক্সচেঞ্জ দুইটি উদ্বোধন করেন। ইহার সঙ্গেসঙ্গে কলিকাতা ও হাওড়ায় সমস্ত টেলিফোন স্বয়ংক্রিয় করার কাজ সমাপ্ত হইল।

চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রধানমন্ত্রী শ্রীভিলিয়াম · সিরোকি অদ্য কলিকাতায় সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে, কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং এখানে ডাঃ গ্রাহামের করণীয় কিছুই নাই।

১৫—ভারত ঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথ নামক ভারতের ৮ম রেলপথের উদ্বোধন, আসামের পাণ্ডুতে উহার সদর দপ্তর প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। এই পথের দৈর্ঘ্য ১৭৩৮ মাইল।

১৬—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ঃ যুক্তরাষ্ট্র সরকার কর্তৃক ভারতকে ২২৫ মিলিয়ান (২২॥০ কোটি) ডলার ঋণদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা।

১৭—কংগ্রেস ঃ বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে ভাষাসম্পর্কে আপস প্রস্তাব গৃহীত। ১৯৬৫ সালের পরেও ইংরাজীকে সরকারী ভাষা হিসাবে ব্যবহার করার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে বলিয়া প্রস্তাবে উল্লেখ।

কলিকাতা ঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবের উদ্বোধনী দিবস—৫০০০ ছাত্রছাত্রীর ডিগ্রিলাভ।

১৮—কংগ্রেস ঃ প্রাগজ্যোতিষপুরে কংগ্রেসের সাধারণ বার্ষিক অধিবেশন। সভাপতির ভাষণ।

১৯—কংগ্রেস ঃ কংগ্রেসের সাধারণ অধিবেশনে যে ভাষা-প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহাতে সংবিধানের অন্তর্গত ১৪টি ভাষাকেই বিকাশের পূর্ণ সুযোগ দানের সুপারিশ করা হইয়াছে। কেন্দ্রে হিন্দী প্রবর্তন করা হইবে, কিন্তু ১৯৬৫ সালের পরেও ইংরাজীকে সরকারী ভাষা হিসাবে ব্যবহার করা চলিবে।

অদ্য কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশন শেষ হয়।

২০—ভারত ঃ লাইফ্ ইন্সিওরেন্স করপোরেশন কর্তৃক মুন্দ্রা শিল্প সংস্থার শেয়ার ক্রয় করা সম্পর্কে শ্রী এম. সি. চাগলার নেতৃত্বে যে তদন্ত কমিশন গঠিত হইয়াছে, অদ্য বোম্বাইতে তাহার বৈঠক আরম্ভ হয়।

সঙ্গীতনাটক আকাদমী কর্তৃক

১৯৫৭-৫৮ সালের পুরস্কার ঘোষণা। শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী ও শ্রীশচীনদেব বর্মণের পুরস্কার লাভ।

দক্ষিণ মেরু: কমনওয়েলথ দক্ষিণ মেরু অভিযাত্রী দলের নেতা ডাঃ ভিভিয়ান ফুকস্ ৫৬ দিন কঠোর সংগ্রামের পর অদ্য প্রাতে ১—৮ মিনিটের সময় দক্ষিণ মেরুতে উপনীত হন।

২১—ভারত: সিমেণ্ট বিক্রয়ের কড়াকড়ি হ্রাস—বর্তমান পারমিট প্রথা প্রত্যাহার।

২২—ভারত: অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী অদ্য চাগলা কমিশনের নিকট সাক্ষ্য দেন।

কলিকাতা: কলিকাতা বন্দরে তিন মাসের জন্য জরুরী অবস্থা ঘোষণা। বর্তমানে ডক-শ্রমিকদের ধর্মঘট চলিতেছে।

২৩—কলিকাতা: কলিকাতা বন্দরের ডক-শ্রমিকদের ধর্মঘট প্রত্যাহার।

ভেনিজুয়েলা: সামরিক বাহিনী কর্তৃক দেশের শাসন ব্যবস্থা হস্তগত, প্রেসিডেণ্ট মার্কোস পিরি জেমিনির পলায়ন।

২৪—ব্রিটেন: পার্লামেণ্টে ৩২৪-২৬২ ভোটে ব্রিটিশ সরকারের আর্থিক নীতি সমর্থন; পদত্যাগ-কারী মন্ত্রী শ্রীথর্ণিক্রফ্‌টও প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দেন।

২৫—ভারত: সাধারণতন্ত্র দিবসের প্রাক্কালে রাষ্ট্রপতি বিশিষ্ট ব্যক্তি-গণকে উপাধি দান করেন।

কলিকাতা: সিনেটের বার্ষিক সভায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৫৭-৫৮ সালের বাজেট গৃহীত। পূর্ববর্তী বৎসরের অর্থাৎ ১৯৫৬-৫৭ সালের সংশোধিত বাজেটে দুইলক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইয়াছে। গত এক শতাব্দী কালের মধ্যে ইহাই প্রথম উদ্বৃত্ত বাজেট বলিয়া প্রকাশ।

২৬—হাঙ্গারী: হাঙ্গারীর প্রধানমন্ত্রী শ্রী জেনোস কাদার পদত্যাগ করেন, নিজের পার্টির কার্যে অধিকতর আত্মনিয়োগ করাই পদত্যাগের কারণ। ১৯৫৬ সালের অভ্যুত্থানের পর হইতে তিনি প্রধান মন্ত্রীর পদে আসীন রহিয়াছেন।

তুরস্ক: আঙ্কারাতে 'বাগদাদ চুক্তি'র মন্ত্রিপরিষদের বৈঠক আরম্ভ, ইরাক ও পাকিস্তান কর্তৃক কাশ্মীর প্রশ্ন উত্থাপন। পাক-প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খাঁ নুন কর্তৃক পরোক্ষে ভারতের প্রতি তীব্র কটূক্তি।

২৮—ভারত: চাগলা কমিশনের নিকট শ্রীহরিদাস মুন্দ্রার সাক্ষ্যদান।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র: মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্র ও রাশিয়ার মধ্যে সাংস্কৃতিক চুক্তি সম্পাদিত।

২৯—ভারত: গত ২৩শে নবেম্বর বোম্বাই-কলিকাতা মেল দুর্ঘটনা সম্পর্কে তদন্ত কমিশন এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, নাশকতা মূলক

কাজের ফলেই উহা ঘটিয়াছিল।

৩০—পশ্চিমবঙ্গ ঃ বার্ণপুরে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর কারখানায় এশিয়ার বৃহত্তম চুল্লী প্রতিষ্ঠা—ইহার দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা ১২ শত টন।

পশ্চিমবঙ্গ ঃ কাঁচড়াপাড়া রেলওয়ে মাঠে জাতীয় স্কুল ক্রীড়ার তৃতীয় বার্ষিক অনুষ্ঠানের উদ্বোধন।

ভারত ঃ পশ্চিম উপকূলে কারোয়ার বন্দরকে বৃহৎ রপ্তানি বন্দর বলিয়া ঘোষণা।

তুরস্ক ঃ আঙ্কারায় 'বাগদাদ চুক্তি'র বৈঠকের শেষে চূড়ান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রচার জাতিসঙ্ঘের স্বস্তি-পরিষদে যথেচ্ছা 'ভেটো' প্রয়োগের অবসান ঘটাইবার দাবী করা হয়।

ফেব্রুয়ারী—১৯৫৮

১—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ঃ যুক্তরাষ্ট্র অদ্য মহাশূন্যে কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ করিতে সমর্থ হয়। 'এক্সপ্লোরার' নামক এই উপগ্রহটির ওজন ৩০ পাউণ্ড, গতিবেগ ঘণ্টায় ১৯,৪০০ মাইল। উহা ১০৬ মিনিটে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিবে।

মিশর-সিরিয়া ঃ মিশর ও সিরিয়াকে সংযুক্ত করিয়া 'সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র' নামক যুক্তরাষ্ট্র গঠিত।

পশ্চিমবঙ্গ ঃ বঙ্গ রঙ্গমঞ্চের প্রখ্যাত অভিনেত্রী রাণীবালার অকাল মৃত্যু।

৩—জাপান ঃ টোকিওতে ভারত ও জাপানের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত।

৪—ভারত ঃ উত্তর ভিয়েৎনামের প্রেসিডেণ্ট ডাঃ হো চি মিন ভারত পরিভ্রমণে কলিকাতায় উপনীত হন।

৫—ভারত ঃ চাগলা কমিশনের বৈঠক শেষ।

৬—ভারত ঃ কটকে ভারতের জাতীয় ক্রীড়ার ১৮শ বার্ষিক অনুষ্ঠান আরম্ভ।

দিল্লীর লালকেল্লায় ডাঃ হো চি মিনকে নাগরিক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন।

৮—পশ্চিমবঙ্গ ঃ যাদবপুরে নিখিল ভারত প্রাথমিক শিক্ষক সম্মেলন আরম্ভ—দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার ডাঃ ভি. কে. আর. ভি. রাও উহাতে সভাপতিত্ব করেন।

১০—ভারত ঃ ভারতীয় সংসদের তিন মাস ব্যাপী বাজেট অধিবেশন আরম্ভ।

পশ্চিমবঙ্গ ঃ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকগণের কলিকাতা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে অনশন সত্যাগ্রহ সুরু।

১১—আফগানিস্তান ঃ আফগান রাজ মহম্মদ জাহীর শাহ ১৫ দিন ব্যাপী ভারত সফরে নয়াদিল্লী আগমন করেন।

১২—ভারত ঃ অর্থমন্ত্রী শ্রী টি. টি.

কৃষ্ণমাচারীর পদত্যাগ গৃহীত।

ফ্রান্সঃ টিউনিশিয়ার অন্তর্গত 'সাকিয়েত' নামক গ্রামে ফরাসী বিমানের বোমা বর্ষণ সম্পর্কে ফরাসী জাতীয় পরিষদে যে বিতর্ক হয়, তাহাতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীগেইলার্দ ৩৩৫-১৭৯ ভোটে আস্থা প্রস্তাবে জয় লাভ করেন।

১৩—**ভারত**ঃ 'চাগলা কমিশন'-এর রিপোর্ট লোকসভায় পেশ।

দিল্লীর লালকেল্লায় আফগান রাজাকে নাগরিক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন।

ডাঃ ফ্রাঙ্ক গ্রাহামের ভারত ত্যাগ।

কলিকাতাঃ কলিকাতা করপোরেশন কর্তৃক ডাঃ হো চি মিনকে নাগরিক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন।

১৪—**ভারত**ঃ ভারত ও গ্রীসের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত।

পাকিস্তানঃ মুস্লিম লীগের প্রেসিডেণ্ট সর্দার আবদুর রব নিস্তারের মৃত্যু।

ইরাক-জর্ডানঃ ইরাক ও জর্ডান কর্তৃক 'আরব ফেডারেল ষ্টেট' নামক যুক্তরাষ্ট্র গঠন।

১৫—**ইন্দোনেশিয়া**ঃ মধ্য সুমাত্রায় বিদ্রোহিগণ কর্তৃক একটি পাল্টা সরকার গঠন।

১৬—**ইন্দোনেশিয়া**ঃ বৈদেশিক রাষ্ট্রসমূহে ৪০ দিন সফর শেষ করিয়া অদ্য প্রেসিডেণ্ট সুকর্ণ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

১৭—**ভারত**ঃ রেলওয়ে মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম কর্তৃক ১৯৫৮-৫৯ সালের রেলবাজেট উপস্থাপন। মোট আয় ৪০৭ কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা; বর্ষশেষে ২৭ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া আশা প্রকাশ।

সর্বভারতীয় চাকুরীর শর্তাবলী ও ভারতের অডিটার জেনারেলের ক্ষমতা কাশ্মীর রাজ্যে সম্প্রসারিত।

পশ্চিমবঙ্গঃ রাজ্যবিধান সভার বাজেট অধিবেশন আরম্ভ।

১৮—**পশ্চিমবঙ্গ**ঃ সরকারের নূতন প্রস্তাব ও ডাঃ রায়ের আশ্বাসদানের ফলে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের অনশন ভঙ্গ।

ভারতঃ পদত্যাগকারী অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী অদ্য লোকসভায় বিবৃতি দান করেন।

নয়াদিল্লীতে শ্রীহরিদাস মুন্দ্রা প্রতারণা, ষড়যন্ত্র ও জালিয়াতির অভিযোগে গ্রেপ্তার।

১৮—**পশ্চিমবঙ্গ**ঃ পশ্চিমবঙ্গের ১৯৫৮-৫৯ সালের বাজেট উপস্থাপন: মোট আয় ৬৮,৮৬,৫৯,০০০্ টাকা এবং মোট ব্যয় ৭২,৬৯,৯৬,০০০্ টাকা। চলতি বর্ষের উদ্বৃত্তের ফলে মোট ঘাটতির পরিমাণ ১,৭৫,৯০,০০০্ টাকা।

১৯—**ভারত**ঃ লোকসভায় চাগলা কমিশনের রিপোর্ট সম্পর্কে বিতর্ক আরম্ভ।

শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল

কালাম আজাদ পক্ষাঘাতে আক্রান্ত।

২০—পশ্চিমবঙ্গঃ আসানসোলের নিকটবর্তী চিনাকুড়ি কয়লা খনিতে সাম্প্রতিক কালের সর্বাপেক্ষা শোচনীয় দুর্ঘটনা; ২ হাজার ফুট নীচে খাদের মধ্যে অগ্নি প্রজ্বলনে ২০৬ জন শ্রমিকের মৃত্যু।

২১—ভারতঃ মৌলানা আবুল কালাম আজাদের পরলোক গমন।

২২—মিশর-সিরিয়াঃ গতকল্য মিশর ও সিরিযার সংযুক্তি অনুমোদনের জন্য গণভোট গ্রহণের ফলে শ্রীনাসের সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের প্রথম প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইয়াছেন।

২৪—ভারতঃ রেল-ওয়াগণ হইতে গোলাবারুদের বাক্স খালাস করার সময় পাঠানকোট রেলইয়ার্ডে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটে; সরকারী হিসাবে ২৫ জন নিহত ও ১৮ জন আহত।

পশ্চিমবঙ্গঃ বাঙ্গালী শিল্পপতি শ্রীআলামোহন দাসকে জালিয়াতির অভিযোগে গ্রেপ্তার।

২৫—বোম্বাইঃ বোম্বাই রাজ্যের ১৯৫৮-৫৯ সালের বাজেট পেশ, মোট আয় ১২০ কোটি টাকা এবং মোট ব্যয় ১২২ কোটি ১ লক্ষ টাকা।

২৬—পশ্চিমবঙ্গঃ সোনারপুর ষ্টেশনে ট্রেন দুর্ঘটনায় ৬ জন নিহত ও ৪৫ জন আহত।

ভারতঃ ভারত ও পশ্চিম-জার্মানীর মধ্যে আর্থিক চুক্তি সম্পাদিত।

অন্ধ্রঃ অন্ধ্রের ১৯৫৮-৫৯ সালের বাজেট পেশ—৭৯ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত।

কাশ্মীরঃ কাশ্মীর রাজ্যের ১৯৫৮-৫৯ সালের বাজেট পেশ; ২ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত।

২৭—পাঞ্জাবঃ পাঞ্জাবের ১৯৫৮-৫৯ সালের বাজেট পেশ, ২ কোটি ৮ লক্ষ টাকা ঘাটতি।

লোকসভায় শ্রীকৃষ্ণ মেনন বলেন যে, পাঠানকোট দুর্ঘটনার ফলে মৃতের সংখ্যা ৩৪ জন।

পাকিস্তানঃ পাকিস্তানের ১৯৫৮-৫৯ সালের বাজেট উপস্থাপন। রাজস্বখাতে মোট আদায় ১৮৩·৭৬ কোটি টাকা এবং মোট ব্যয় ১৪৩·৫৪ কোটি টাকা। প্রতিরক্ষা-খাতে ৮০·৮৫ কোটি টাকা ব্যয়।

২৮—ভারতঃ অর্থমন্ত্রী শ্রীনেহরু অদ্য লোকসভায় ১৯৫৮-৫৯ সালের বাজেট উপস্থাপন করেন। রাজস্ব খাতে মোট আয় ৭৬৮ কোটি ৯৯ লক্ষ টাকা এবং মোট ব্যয় ৭৯৬ কোটি ১ লক্ষ টাকা মোট ঘাটতি ২৭ কোটি ২ লক্ষ টাকা।

মার্চ—১৯৫৮

১—পশ্চিমবঙ্গঃ চব্বিশ পরগনার অন্তর্গত কাকদ্বীপে তিন দিন ব্যাপী কিষাণ সম্মেলন আরম্ভ। কংগ্রেস

সভাপতি ধেবর ও কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন উপস্থিত। শ্রীঅতুল্য ঘোষ সভাপতি নির্বাচিত।

বিহারঃ 'টাটা কোম্পানী'র অর্ধ শতাব্দী পূর্তি উপলক্ষে উৎসব অনুষ্ঠান—শ্রীনেহরু অনুষ্ঠানে উপস্থিত।

মাদ্রাজঃ মাদ্রাজের ১৯৫৮-৫৯ সালের বাজেট পেশ; আয় ৬২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় ৬৩ কোটি ৭৬ লক্ষ টাকা।

২—**ইয়েমেন**ঃ সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রে ইয়েমেন রাজ্যের যোগদান।

দক্ষিণ মেরুঃ ডাঃ ফুকস্ স্থলপথে কুমেরু অঞ্চল অতিক্রম করেন।

৩—**পশ্চিমবঙ্গ**ঃ পুরুলিয়া হইতে একদল কৃষক ও ছাত্র উক্ত অঞ্চলের অভাব অভিযোগ সরকারের গোচরে আনার জন্য পদব্রজে কলিকাতায় আগমন করে। তাহারা বিধানসভা অভিমুখে অভিযান করিলে পুলিশ ৬০৯ জনকে গ্রেপ্তার করে।

হাওড়া হইতে ব্যাণ্ডেল পর্যন্ত বৈদ্যুতিক ট্রেন চলাচল সুরু।

ইরাকঃ ইরাক সৈন্যবাহিনীর দুইটি রেজিমেন্টের বিদ্রোহ ঘোষণা। পুলিসের সহিত ব্যাপক সংঘর্ষে ২৬ জন অসামরিক ব্যক্তি নিহত।

পাকিস্তানঃ করাচীর শহরতলীতে উদ্বাস্তু ও পাঠানদের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে কতিপয় লোক নিহত। সন্ধ্যা-সকাল কার্ফু জারি।

৫—**মিশর**ঃ প্রেসিডেণ্ট নাসের এক জনসভায় ঘোষণা করেন যে, তাঁহাকে হত্যা এবং মিশর-সিরিয়া সংযুক্তি রোধ করার জন্য সৌদী আরবের রাজা এক ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন।

পাকিস্তানঃ করাচীতে ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডে বিখ্যাত ব্যবসা-কেন্দ্র বড়বাজার ভস্মীভূত; ২৩ ব্যক্তি নিহত।

৬—**আরব প্রজাতন্ত্র**ঃ সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের ধর্মনিরপেক্ষ সংবিধান ও মন্ত্রিসভার নাম ঘোষণা।

৮—**কলিকাতা**ঃ কলিকাতায় নিখিল-ভারত ভাষা সম্মেলন—শ্রীরাজাগোপালাচারীর ভাষণ দান। তিনি ইংরাজী ত্যাগ করার সিদ্ধান্তের নিন্দা করেন। এই সম্মেলনে যে চূড়ান্ত প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে, তাহাতে বলা হইয়াছে যে, কেন্দ্রীয় সরকারের ভাষা অনিবার্য কারণেই ইংরাজী হইবে এবং উহাকে পরিবর্তন করার জন্য কোন বাঁধাবাঁধি সময় নির্ধারণ করা চলিবে না।

১১—**ইন্দোনেশিয়া**ঃ ইন্দোনেশিয়ার সামরিক দপ্তর হইতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, মধ্য সুমাত্রার তিনটি অঞ্চল হইতে বিদ্রোহীদিগকে পর্যুদস্ত করা হইয়াছে।

১২—**ভারত**ঃ ভারত ও পোল্যাণ্ডের মধ্যে নূতন বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত।

১৩—**ভারত**ঃ ভারতের কেন্দ্রীয়

মন্ত্রিসভার পুনর্বিন্যাস; কতিপয় নূতন মন্ত্রী গ্রহণ ও দপ্তর পুনর্বণ্টন।

সিয়াটো: ম্যানিলায় তিনদিন ব্যাপী 'সিয়াটো' সম্মেলনের শেষে চূড়ান্ত ইস্তাহার প্রকাশিত।

আলজিরিয়া: ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিতা আলজিরিয় তরুণীর মৃত্যুদণ্ড রহিত করিয়া যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের আজ্ঞা দেন।

১৪—আসাম: আসামের ১৯৫৮-৫৯ সালের বাজেট পেশ—৯৬ লক্ষ টাকা টাকা ঘাটতি।

১৫—পশ্চিমবঙ্গ: আইনমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের পদত্যাগ পত্র গৃহীত।

১৬—রাশিয়া: সোভিয়েট রাশিয়ার 'সুপ্রীম সোভিয়েটে'র ১৩৬৪ জন প্রতিনিধি নির্বাচন আরম্ভ।

নেপাল: রাজা মহেন্দ্র নেপালের খসড়া শাসনতন্ত্র-রচনার জন্য ৫ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিশন গঠন করেন।

১৭—কলিকাতা: বিপুলসংখ্যক উদ্বাস্তুর বিক্ষোভ প্রদর্শন—আইন অমান্য করায় দুই হাজার উদ্বাস্তুকে গ্রেপ্তার করা হয়।

১৮—কলিকাতা: কলিকাতা করপোরেশনের ১৯৫৮-৫৯ সালের বাজেট পেশ; আয় ৮ কোটি ৩ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা এবং ব্যয় ৮ কোটি ২১ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা।

১৯—ভারত: সাংবাদিক বেতন বোর্ডের সিদ্ধান্ত বে-আইনী বলিয়া সুপ্রীম কোর্টের রায় দান।

ভারত ও জাপানের মধ্যে লৌহপিণ্ড সরবরাহ করা সম্পর্কে চুক্তি স্বাক্ষরিত।

২০—উড়িষ্যা: উড়িষ্যার ১৯৫৮-৫৯ সালের বাজেট পেশ; আয় ২৭ কোটি ৫২ লক্ষ ৫৫ হাজার টাকা এবং ব্যয় ২৬ কোটি ৯৪ লক্ষ ৩৮ হাজার টাকা।

কলিকাতা: রুমানিয়ার প্রধানমন্ত্রী চিভু স্টোইকাকে কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠান কর্তৃক নাগরিক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন।

ভারত: লক্ষ্ণৌতে সারা ভারত আইনসভার মুসলমান সদস্যদের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

২১—ভারত: ডাঃ শিশিরকুমার মিত্র ও অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু 'রয়্যাল সোসাইটি'র ফেলো নির্বাচিত।

বিহার: বিহারের ১৯৫৮-৫৯ সালের বাজেট পেশ; আয় ৬১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা এবং ব্যয় ৫৬ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা।

২৩—যুগোশ্লাভিয়া: যুগোশ্লাভিয়ার সাধারণ নির্বাচন আরম্ভ।

২৪—পশ্চিমবঙ্গ: পদত্যাগকারী আইনমন্ত্রী শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় বিধানসভায় বিবৃতি দান করেন।

২৬—পশ্চিমবঙ্গ: রাজ্য বিধান সভায় অন্য ভাষা সম্পর্কে প্রস্তাব গৃহীত—১৯৬০ সালের মধ্যে

বাংলাকে রাজ্যের সরকারী ভাষা করার দাবী। কেন্দ্রে পূর্ববৎ ইংরাজী চালু রাখার জন্য সুপারিশ।

২৭—**পশ্চিমবঙ্গ**ঃ বিধান সভায় পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার প্রতি অনাস্থা প্রস্তাব লইয়া তুমুল হট্টগোল। মৌখিক ভোটে প্রস্তাব অগ্রাহ্য বলিয়া স্পীকারের ঘোষণা।

ভারতঃ আসাম সীমান্তে পাকিস্তানী সৈন্যদের গুলিবর্ষণ বন্ধ করার জন্য ভারত ও পাকিস্তানের সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে পুনরায় চুক্তি স্বাক্ষরিত। এই সম্পর্কে ২১ মার্চ প্রথম যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল, পাক সৈন্যগণ তাহা ভঙ্গ করিয়াছিল।

রাশিয়াঃ শ্রীনিকিতা ক্রুশ্চেভ সোভিয়েট ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত।

২৮—**পশ্চিমবঙ্গ**ঃ শ্রীসিদ্ধার্থশঙ্কর রায় মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ করিয়াছেন, মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় অদ্য তাহার উত্তর দান করেন।

৩০—**ভারত**ঃ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ রাজস্থানে ৪২৫ মাইল দীর্ঘ খাল খনন কার্যের উদ্বোধন ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। ইহা বিশ্বের দীর্ঘতম খাল হইবে।

পাকিস্তানঃ শ্রীআবদুল কোয়াযুম খাঁ পাকিস্তান মুসলিম লীগের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত।

৩১—**রাশিয়া**ঃ রাশিয়া একতরফাভাবে পরমাণু-অস্ত্রের পরীক্ষা বন্ধ করিবে বলিয়া ঘোষণা করে।

কলিকাতাঃ কলিকাতার কতিপয় স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা কেন্দ্রে ব্যাপক গুণ্ডামি।

পাকিস্তানঃ পূর্ব-পাকিস্তানের গবর্ণর মৌলানা ফজলুল হক আতাউর রহমান-মন্ত্রিসভাকে বাতিল করিয়া আবুহোসেন সরকারকে মুখ্যমন্ত্রীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। কিন্তু ইহার ফলে প্রেসিডেণ্ট মির্জা হক সাহেবকে পদচ্যুত করেন।

এপ্রিল—১৯৫৮

১—**পূর্ব-পাকিস্তান**ঃ পূর্ব-পাকিস্তানের নূতন গবর্ণরের আদেশে ২৪ ঘন্টার মধ্যেই আবুহোসেন সরকারের প্রধানমন্ত্রিত্ব খতম। আতাউর রহমান পুনরায় প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত।

৩—**কাশ্মীর**ঃ কাশ্মীর সম্পর্কে ডাঃ ফ্রাঙ্ক গ্রাহামের রিপোর্ট প্রকাশিত। ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে শীর্ষ সম্মেলন এবং পাকিস্তান সীমানার অভ্যন্তরে জাতিসঙ্ঘের সৈন্য মোতায়েন করার প্রস্তাব।

পাকিস্তানঃ হাইকোর্ট কর্তৃক পূর্ব-পাকিস্তান মন্ত্রিসভার উপর রুল জারি।

সিংহলঃ ভাষা বিরোধের ফলে

পুলিসের গুলিতে দুইজন ভারতীয় শ্রমিকের প্রাণান্ত।

৪—পশ্চিমবঙ্গঃ নবদ্বীপে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের ১২শ বার্ষিক অধিবেশন সুরু।

৭—পশ্চিমবঙ্গঃ নয়া পয়সার ভিত্তিতে ট্রাম ও বাসের ভাড়া সম্পর্কে এইচ. এল. দে কমিশনের রিপোর্ট প্রকাশিত। কোন কোন ক্ষেত্রে ভাড়া বৃদ্ধির সুপারিশ।

৮—ভারতঃ ভারত ও সৌদী আরবের মধ্যে বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত।

৯—ভারতঃ অমৃতসরে ভারতীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির বিশেষ সম্মেলনে পার্টির গঠনতন্ত্রের বিবিধ পরিবর্তন সাধন করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গঃ কলিকাতা ও বিভিন্ন জেলা-হাসপাতালের ১০ হাজার অধস্তন কর্মচারী একদিনের জন্য ধর্মঘট করে।

সিংহলঃ সিংহল সরকার ইতিপূর্বে তামিলকে অন্যতম জাতীয় ভাষা বলিয়া স্বীকার করিয়া ফেডারেল পার্টির সহিত যে চুক্তি করিয়াছিলেন, অদ্য তাহা বাতিল বলিয়া ঘোষণা করেন।

১০—উত্তর প্রদেশঃ কংগ্রেসের বিশেষ প্রভাবশালী নেতা শ্রীচন্দ্রভান গুপ্ত বিধান সভার উপনির্বাচনে প্রজা সোস্যালিষ্ট প্রার্থী রাণী রাজেন্দ্র কুমারীর নিকট পরাজিত।

১১—পশ্চিমবঙ্গঃ পশ্চিমবঙ্গের সরকারী হাসপাতালসমূহের চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারিবৃন্দ পাঁচদিন পরে অনশন ভঙ্গ করে।

১২—ভারতঃ শ্রীনেহরু অদ্য 'খেলা শিল্পনগরী'র উদ্বোধন করেন, ইহা ভারতের বৃহত্তম শিল্প-নগরী।

সন্ধি ও চুক্তি

ভারত-পশ্চিম জার্মানী বাণিজ্য চুক্তিঃ ১৯৫৭ সালের ১৬ই এপ্রিল নয়াদিল্লীতে পত্র বিনিময়ের দ্বারা ভারত ও পশ্চিম জার্মানীর মধ্যে এক বাণিজ্য-চুক্তি সম্পন্ন হইয়াছে। ভারতের পক্ষে বাণিজ্য ও ভোগ্য পণ্য দপ্তরের যুগ্ম সচিব শ্রী কে. বি. লাল ও জার্মান প্রতিনিধিদলের নেতা ডাঃ ভন্ বার্জেন পশ্চিম জার্মানীর পক্ষে উক্ত পত্রে স্বাক্ষর করেন। নারিকেলের ছোবড়ার দড়ি, পাটের দড়ি, সূতীবস্ত্র, রেশম ও কৃত্রিম রেশমজাত বস্ত্র, পশমীবস্ত্র, চামড়া, টিনজাত ফল, চীনা বাদাম, কাজুবাদাম এবং বাদাম প্রভৃতি যে সকল পণ্য ভারত হইতে পশ্চিম জার্মানীতে রপ্তানি করা হইয়া থাকে, উহাদের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। তাঁতবস্ত্র এবং কুটিরশিল্পজাত বিবিধ দ্রব্যও ভারত হইতে রপ্তানি করা যাইবে। ষ্টেট ট্রেডিং করপোরেশনের মাধ্যমে পাইকারী হারে লৌহ পিণ্ড ও ম্যাঙ্গানীজ রপ্তানি করা সম্ভবপর হইবে বলিয়া আশা করা যায়। মোট কথা, এই চুক্তির ফলে ভারত হইতে পশ্চিম জার্মানীতে রপ্তানির পরিমাণ বহুলাংশে বৃদ্ধি পাইবে এবং উক্ত দেশের সহিত বাণিজ্যিক লেনদেনে ভারতের ঘাটতি দূর হইবে বলিয়া আশার সঞ্চার হইয়াছে। আলোচ্য চুক্তি সম্পাদনের পরে, জার্মান সরকারের আমন্ত্রণে পশ্চিম জার্মানীর বাজারের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্য একদল ভারতীয় বিশারদ তথায় পরিভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন।

ভারত-কানাডা নাগরিক চুক্তিঃ কানাডায় ভারতীয়দের বসবাস সম্পর্কে ১৯৫১ সালের ২৬শে জানুয়ারী ভারত ও কানাডার মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। উক্ত চুক্তির ফলে যে সকল ভারতীয় স্থায়ীভাবে কানাডায় বাস করিতেছে, তাহাদের ঘনিষ্ঠ আত্মীয় ছাড়া প্রতি বৎসর ১৫০ জন ভারতীয়কে নূতন করিয়া কানাডায় বসবাস স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল। ১৯৫৭ সালের ৩রা মে নয়াদিল্লীতে পুনরায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু ও ভারতে কানাডার হাইকমিশনার শ্রীএস্কট রীড এই সম্পর্কে একটি সংশোধিত চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছেন। নূতন চুক্তির ফলে এখন হইতে প্রতিবৎসর ৩০০ ভারতীয় নূতন করিয়া কানাডায় বসবাস স্থাপন করিতে পারিবে। শ্রীএস্কট বলেন যে কানাডায় ভাষা, বর্ণ ও ধর্মের দিক হইতে কোন বৈষম্যমূলক আইন বলবৎ নাই। বহিরাগত কোন ব্যক্তি একাদিক্রমে পাঁচ বৎসর কানাডায় বাস করিলে সে কানাডার নাগরিক হইবার অধিকার লাভ করিতে পারে।

ভারত-পাকিস্তান খালের জল আলোচনার মেয়াদ বৃদ্ধিঃ সিন্ধুনদের খালের জল ব্যবহার করা সম্পর্কে বিশ্বব্যাঙ্কের মধ্যস্থতায় ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যে আলোচনা চলিতেছে তাহার মেয়াদ ১৯৫৭ সালের ৩০শে মার্চ শেষ হইয়া গেলে উভয়পক্ষের সম্মতিতে ১৯৫৭ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত উহা সম্প্রসারিত করা হয়। এপ্রিল মাসে (১৯৫৭) পাকিস্তানী সংবাদপত্র সমূহে এই মর্মে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল যে, আলোচনা ব্যর্থ হইয়াছে এবং পাক-প্রতিনিধি ওয়াশিংটন হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিবেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আলোচনার মেয়াদ ইতিপূর্বে আরও দুইবার বৃদ্ধি করা হইয়াছে। যাহাহোক, ৩০শে সেপ্টেম্বরের মধ্যেও উভয়পক্ষ কোন মীমাংসায় উপনীত হইতে পারে নাই। বর্তমানে এই বিষয়ে একরূপ অচল অবস্থা চলিতেছে।

চীন-ভারত বাণিজ্য চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধিঃ ভারত ও চীনের মধ্যে ১৯৫৪ সালের অক্টোবর মাসে যে বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল, আরও দুই বৎসরের জন্য উহার মেয়াদ বৃদ্ধি করিয়া ১৯৫৭ সালের ২৫শে মে নয়াদিল্লীতে একটি নূতন চুক্তি সম্পন্ন হইয়াছে, ১৯৫৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত উহা বলবৎ থাকিবে। প্রথম চুক্তি স্বাক্ষরের পর হইতে চীন-ভারত বাণিজ্যের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে। ১৯৫৩ সালে, অর্থাৎ চুক্তি স্বাক্ষরের পূর্ববর্তী বৎসরে, উভয় দেশের মধ্যে মাত্র ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা মূল্যের মালপত্র আদান প্রদান করা হইয়াছিল। ১৯৫৪-৫৫ সালে উহার পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়ায় ৫ কোটি টাকা এবং ১৯৫৬-৫৭ সালের প্রথম দশমাসের মধ্যেই উক্ত বাণিজ্যের পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ৯ কোটি ২০ লক্ষ টাকা। প্রথম দুই বৎসর বাণিজ্যের গতি ছিল ভারতের পক্ষে অনুকূল, কিন্তু গত বৎসর (১৯৫৬-৫৭) প্রথম দশ মাসে ভারতের ৩ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইয়াছে। সরকারী মহল হইতে বলা হইয়াছে যে, একদিকে চীন হইতে লৌহ ও ইস্পাত আমদানীর পরিমাণ বৃদ্ধি ও অপরপক্ষে ভারত হইতে কাচা তুলা ও পাটজাত দ্রব্যাদির রপ্তানি হ্রাসই এই ঘাটতির কারণ। নূতন চুক্তিতে প্রাপ্য অর্থ পরিশোধ করা এবং টাকাকে ষ্টার্লিং-এ রূপান্তরিত করা সম্পর্কে শর্তাদির আংশিক সংশোধন করা হইয়াছে।

ভারত-মিশর বাণিজ্য চুক্তিঃ ১৯৫৭ সালের ২৮শে মে রাজ্যসভায় বাণিজ্যমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই জানান যে, ভারত ও মিশর একটি বাণিজ্য-চুক্তি সম্পাদন করিয়াছে। উভয়ের মধ্যে লেনদেনের সুবিধার জন্য ভারতীয় ষ্টেট ট্রেডিং করপোরেশন একটি বিশেষ 'রুপি একাউণ্ট' প্রবর্তন করিয়াছে। উক্ত একাউণ্টের টাকা হইতে মিশর হইতে তূলা ও সিমেণ্ট ক্রয় করা হইবে।

মিশর হইতে আমদানীকৃত মালের সমপরিমাণ মূল্যের পাটজাত দ্রব্য, চা, গোলমরিচ, বৈদ্যুতিক পাখা, ডিজেল ইঞ্জিন, সেন্টিফ্যুগাল পাম্প, ড্রাই ব্যাটারী, অন্যান্য ইঞ্জিনীয়ারিং মাল, রাসায়নিক দ্রব্যাদি এবং ঔষধপত্র ভারত হইতে মিশরে প্রেরণ করা হইবে।

ভারত-চেকোশ্লোভাকিয়া বাণিজ্য চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধিঃ ১৯৫৩ সালের ১৭ই নবেম্বর ভারত ও চেকোশ্লোভাকিয়ার মধ্যে যে বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করা হইয়াছিল তাহার মেয়াদ ১৯৫৭ সালের ৩০ শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বৃদ্ধি করিয়া ৩০ শে জুন (১৯৫৭) নয়াদিল্লীতে উভয় পক্ষের মধ্যে এক স্বল্পকালীন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

নেপাল, ভারত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সড়ক নির্মাণ চুক্তিঃ নেপালে সড়ক নির্মাণকল্পে নেপাল, ভারত ও মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র মিলিতভাবে কার্য করিবে বলিয়া ১৯৫৭ সালের ২৮ শে আগষ্ট সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র তিনটি নিজেদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদন করার সিদ্ধান্ত করে। প্রথমতঃ ভারত ও নেপাল চুক্তি স্বাক্ষর করে, অতঃপর ১৯৫৮ সালের ৬ই জানুয়ারী নয়াদিল্লীতে ভারতে মার্কিণ রাষ্ট্রদূত শ্রীএলস্‌ওয়ার্থ বাঙ্কার উক্ত চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তি অনুসারে আগামী ৫ বৎসরের মধ্যে নেপালে ৯ শত মাইল দীর্ঘ সড়ক নির্মাণ করা হইবে এবং উহার জন্য ১ কোটি ৭ লক্ষ ডলার (প্রায় ৫ কোটি টাকা) ব্যয় করা হইবে। পরিকল্পনার প্রথম তিন বৎসরে যুক্তরাষ্ট্র ৫০ লক্ষ ডলার, ভারত ১৮ লক্ষ ৭৫ হাজার ডলার এবং নেপাল ৫ লক্ষ ২৫ হাজার ডলার ব্যয় করিবে।

ভারত-যুক্তরাষ্ট্র অর্থলগ্নী চুক্তিঃ ভারতে মার্কিণ মূলধন বিনিয়োগ সম্পর্কে ১৯৫৭ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটনে ভারত মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সহিত একটি চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছে; লগ্নীকারীকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেওয়াই এই চুক্তির উদ্দেশ্য। ইহার ফলে মার্কিণ লগ্নীকারিগণ আরও অধিক পরিমাণে ভারতে মূলধন বিনিয়োগ করিতে উৎসাহিত হইবেন বলিয়া আশা করা যায়। চুক্তির শর্ত অনুসারে ভারতে লগ্নীকৃত অর্থ হইতে যে আয় অর্জিত হইবে তাহা ডলারে রূপান্তরিত করা যাইবে এবং যথানির্দিষ্টহারে যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরণ করা যাইবে। যুক্তরাষ্ট্রে 'ইনভেষ্টমেন্ট গ্যারান্টি প্রোগ্রাম' নামক একটি পরিকল্পনা চালু আছে, যে সকল বৈদেশিক রাষ্ট্র এই পরিকল্পনায় অংশ গ্রহণ করে, সেই সকল রাষ্ট্রে মার্কিণ লগ্নীকারিগণ মূলধন বিনিয়োগ করিলে, যুক্তরাষ্ট্র সরকার লগ্নীকারীদের নিরাপত্তার জন্য দায়ী থাকেন। উক্ত পরিকল্পনায় অংশগ্রহণকারী কোন একটি রাষ্ট্র যদি উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ব্যতীত মার্কিণ মূলধন অধিকার করিয়া লয় অথবা অর্জিত

আয় যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরণ নিষিদ্ধ করে, তবে যুক্তরাষ্ট্র সরকার নিজেই লগ্নীকারীর প্রাপ্য অর্থ প্রদান করিয়া দিয়া সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের সহিত বিষয়টির মীমাংসার ভার গ্রহণ করেন। তবে, লগ্নীকারীকে ইহার জন্য পূর্বাহ্ণে বীমা করিতে হয়। ভারত আলোচ্য পরিকল্পনা আংশিকভাবে গ্রহণ করিতে সম্মত হইয়াছে। অর্জিত আয় যুক্তরাষ্ট্রে প্রেরণ করিতে দেওয়ার শর্তটি ভারত গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু মূলধন রাষ্ট্রায়ত্ব করার ধারাটি গ্রহণ করে নাই।

ভারত-চেকোশ্লোভাকিয়া বাণিজ্য চুক্তিঃ ভারত ও চেকোশ্লোভাকিয়ার মধ্যে বাণিজ্য চুক্তির মেয়াদ ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৫৭, শেষ হইয়া গেলে আর একটি নূতন চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে—উহা ১৯৬০ সালের শেষ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে। ইহার দ্বারা উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে বাণিজ্যের প্রসার ঘটান হইয়াছে। পুরাতন চুক্তিতে যে সকল মাল তালিকাভুক্ত ছিল তাহা ছাড়া এখন হইতে ভারত এই সকল মাল চেকোশ্লোভাকিয়ায় পাঠাইতে পারিবে :—খনিজ ধাতু, মসলা, বনস্পতি, চা, কফি, তুলা, পশম, স্ফটিকের জিনিস, খেলার সরঞ্জাম, নারিকেলের ছোবড়া, পাট, লিনোলিয়াম, চামড়ার জিনিসপত্র, সিগার, তাঁতবস্ত্র, কুটিরশিল্পজাত বিবিধ পণ্য এবং ভারতীয় চলচ্চিত্র। ভারত নানাপ্রকার যন্ত্রপাতি, ইঞ্জিন, চাষের ট্রাক্টর, সাধারণ কাগজ ও সংবাদপত্র মুদ্রণের কাগজ প্রভৃতি মাল চেকোশ্লোভাকিয়া হইতে আমদানী করিবে।

জাপানী উৎপাদক সমিতির সহিত চুক্তিঃ নয়াদিল্লীতে ১৯৫৭ সালের ১৯শে অক্টোবর ভারতের ষ্টেট ট্রেডিং করপোরেশন ও জাপানের টেক্সটাইলস ম্যানুফ্যাক্চারিং এসোসিয়েশনের মধ্যে বিলম্বিত মেয়াদী প্রথায় মূল্য পরিশোধ করার কড়ারে, বয়নশিল্পের যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা সম্পর্কে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। ইহার শর্তানুসারে জাপান ভারতকে যে সকল মাল সরবরাহ করিবে, তাহার জন্য অর্ডারের সহিত মোট মূল্যের ১০ ভাগ দিতে হইবে, মাল জাহাজে ভর্তি করার দলিল প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে আরও ১০ ভাগ দিতে হইবে এবং অবশিষ্ট ৮০ ভাগ মূল্য ১০টি সমান ষাণ্মাসিক কিস্তিতে পরিশোধ করিতে হইবে। ক্রেতাগণ সরাসরি অর্ডার দিতে পারিবে, কিন্তু তাহা ষ্টেট ট্রেডিং করপোরেশনে রেজেষ্টারী করিতে হইবে।

ভারত ও রাশিয়ার মধ্যে ঋণ চুক্তিঃ রাশিয়া ভারতকে ৫০ কোটি রুবল (প্রায় ৬০ কোটি টাকা) ঋণদান করিবে, এই মর্মে ১৯৫৭ সালের ৯ই নবেম্বর নয়াদিল্লীতে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। উক্ত অর্থের দ্বারা ভারতের প্রধান ৫টি পরিকল্পনার ব্যয় নির্বাহ করা হইবে। এই ৫টি পরিকল্পনা

হইতেছে—(১) রাঁচীর নিকট একটি ভারী যন্ত্রপাতি নির্মাণের কারখানা স্থাপন, (২) কয়লা খনির যন্ত্রপাতি নির্মাণের একটি কারখানা স্থাপন, (৩) চশমার কাঁচ নির্মাণের একটি কারখানা প্রতিষ্ঠা, (৪) একটি তাপ-বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ এবং (৫) ওয়াশারিসহ কেরবা কয়লাখনি অঞ্চলের উন্নয়ন। আলোচ্য পরিকল্পনাগুলি রূপায়ণের জন্য রাশিয়া যে সকল যন্ত্রপাতি, মালমসলা ও দক্ষ কারিগর সরবরাহ করিবে কিংবা ভারতীয়গণকে এই সম্পর্কে শিক্ষাদানের জন্য যে বৈদেশিক মুদ্রা আবশ্যক হইবে, তাহার সমুদয় ব্যয়ভার উক্ত ঋণলব্ধ অর্থ হইতে নির্বাহ করা হইবে। এই ঋণের জন্য বার্ষিক ২॥০% শতাংশ হারে সুদ দিতে হইবে। প্রত্যেক পরিকল্পনার জন্য যন্ত্রপাতি সরবরাহ করার এক বৎসর পর হইতে ১২টি সমান বার্ষিক কিস্তিতে মূল্য পরিশোধ করিতে হইবে। যদি উল্লিখিত ৫টি পরিকল্পনার জন্য এই অর্থ পর্যাপ্ত না হয়, তবে আরও ঋণ দেওয়া হইবে। আর যদি কিছু অর্থ উদ্বৃত্ত হয়, তবে তাহা নূতন পরিকল্পনায় নিয়োগ করা হইবে।

এই চুক্তির পরিপূরক হিসাবে ১৯৫৭ সালের ১৪ই ডিসেম্বর নয়াদিল্লীতে উভয় পক্ষের মধ্যে আরও ৮টি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

টাটা কোং ও বিশ্বব্যাঙ্কের মধ্যে ঋণ চুক্তি : ১৯৫৭ সালের ২০শে নবেম্বর ন্যুইয়র্কে এক চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে বিশ্বব্যাঙ্ক এবং যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার ৯টি ব্যাঙ্ক মিলিতভাবে টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীকে মোট ৩ কোটি ২৫ লক্ষ ডলার ঋণদান করিয়াছে এই অর্থের দ্বারা ইস্পাত পিণ্ড উৎপাদনের ক্ষমতা দ্বিগুণ করার জন্য টাটার কারখানা সম্প্রসারণ করা হইবে।

এই ঋণের জন্য বার্ষিক ৬% শতাংশ হারে সুদ দিতে হইবে এবং ১৩॥০ বৎসরে উহা পরিশোধ করিতে হইবে। টাটা কোম্পানীর পক্ষে ভারত সরকার জামিন হইয়াছেন ; তদনুসারে ওয়াশিংটনে ভারতীয় বাণিজ্যদূত শ্রী আর. দয়াল চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়াছেন।

ভারত-সিংহল বাণিজ্য চুক্তি : তামাক পাতা ও বিড়ি লেনদেন সম্পর্কে ভারত ও সিংহল ১৯৫৮ সালের ১৩ই জানুয়ারী নয়াদিল্লীতে এক চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছে। উহা ১৯৬১ সালের ৩১শে আগষ্ট পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে। ভারত আগামী কয়েক বৎসরে সিংহল হইতে নিম্নলিখিত হারে জাফনা তামাক (চিবাইয়া খাওয়ার তামাক) আমদানী করিবে :—১৯৫৭-৫৮ : ১৫০০ ক্যাণ্ডি, ১৯৫৮-৫৯ : ১২০০ ক্যাণ্ডি ; ১৯৫৯-৬০ : ৯৬০ ক্যাণ্ডি ; ১৯৬০-৬১ : ৭৭০ ক্যাণ্ডি। প্রতি ক্যাণ্ডির উপর ৪০০৲ টাকা হারে আমদানী শুল্ক দিতে দিতে হইবে। ৬০০ শত পাউণ্ডে এক ক্যাণ্ডি। সিংহল ভারত হইতে এই হারে বিড়ি আমদানী করিবে :—

১৯৫৭-৫৮ : ২০ লক্ষ পাউণ্ড ; ১৯৫৮-৫৯ : ১৬ লক্ষ পাউণ্ড ; ১৯৫৯-৬০ : ১২ লক্ষ ৮০ হাজার পাউণ্ড ; ১৯৬০-৬১ : ১০ লক্ষ ২৪ হাজার পাউণ্ড। ইহার উপর বর্তমানে যে হারে শুল্ক ধরা হয় তাহাই বলবৎ থাকিবে।

ভারত-হাঙ্গারী বাণিজ্য চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি : ১৯৫৪ সালে ভারত ও হাঙ্গারীর মধ্যে যে বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছিল, ১৫ই জানুয়ারী, ১৯৫৮, তাহার মেয়াদ আরও দুই বৎসর বৃদ্ধি করা হইয়াছে। নূতন চুক্তি অনুসারে হাঙ্গারী ভারতীয় মুদ্রায় মূল্য গ্রহণ করিতে রাজী হইয়াছে। সূতী, রেশমী ও পশমী বস্ত্র, জুতা ও চর্মনির্মিত দ্রব্যাদি, মসলা, কফি, চা, তৈল, কুটিরশিল্পজাত দ্রব্যাদি, লাক্ষা, পাট দ্রব্য, তামাক প্রভৃতি পণ্য ভারত হইতে হাঙ্গারীতে রপ্তানী করা যাইবে।

ভারত-মার্কিণ ঋণ চুক্তি : আলোচ্যবর্ষে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র সরকার ভারতকে ২২ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার ঋণ দান করিয়াছেন। ১৯৫৮ সালের ১৬ই জানুয়ারী যুগপৎ নয়াদিল্লী ও ওয়াশিংটনে এই সম্পর্কে ঘোষণা প্রকাশিত হয়। এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার জন্য ভারত সরকার ওয়াশিংটনে একটি প্রতিনিধিমণ্ডলী প্রেরণ করিয়াছিলেন। উক্ত প্রতিনিধিমণ্ডলীতে ছিলেন, কেন্দ্রীয় অর্থদপ্তরের সেক্রেটারী শ্রী বি. কে. নেহরু ও ডেপুটি সেক্রেটারী শ্রী সি. এস. কৃষ্ণমূর্তি এবং শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সহকারী অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ডাঃ এ. কে. ঘোষ। প্রতিনিধিমণ্ডলীর নেতা শ্রী বি. কে. নেহরু এবং মার্কিণ সরকারের উন্নয়ন ঋণ-তহবিল বিভাগ ও মার্কিণ এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট ব্যাঙ্কের মধ্যে পত্র বিনিময়ের দ্বারা ঋণের শর্তাবলী স্থির করা হয়। ৪ঠা মার্চ, ১৯৫৮, উক্ত শর্তাদি প্রকাশিত হয়। মোট ঋণের মধ্যে এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট ব্যাঙ্ক ১৫ বৎসর মেয়াদে ১৫ কোটি ডলার দান করিবে ; ইহার জন্য বার্ষিক ৫¼% শতাংশ হারে সুদ দিতে হইবে। অবশিষ্ট ৭ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার দেওয়া হইবে উন্নয়ন ঋণ তহবিল হইতে। ঋণের এই অংশ ভারতীয় মুদ্রায় পরিশোধ করা যাইবে। উন্নয়ন ঋণ তহবিল প্রদত্ত অর্থ হইতে যে টাকা রেলওয়ের মাল ক্রয় করার জন্য ব্যয়িত হইবে কেবলমাত্র তাহার উপর ৩½% শতাংশ হারে সুদ ধরা হইবে ; অবশিষ্ট অংশের জন্য ৫½% শতাংশ হারে সুদ দিতে হইবে। ইহার অব্যবহিত পরেই ঋণের অর্থাদি কিভাবে বিলি করা হইবে, সেই সম্পর্কে ভারত সরকারের সহিত আলোচনা করার জন্য একটি মার্কিণ প্রতিনিধিমণ্ডলী ভারতে আগমন করেন। মার্কিণ এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট ব্যাঙ্কের ডাইরেক্টার শ্রীহথর্ণ এ্যারে উহার নেতৃত্ব করেন। তাঁহারা ভারতীয় অর্থনীতির দৃঢ় বনিয়াদ দেখিয়া বিশেষ প্রীত হন। ৩১শে মার্চ, ১৯৫৮, উক্ত প্রতিনিধি দল ভারত ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।

ভারত-জাপান বাণিজ্য চুক্তিঃ ৪ঠা ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৮, টোকিওতে ভারত ও জাপানের মধ্যে এক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। উভয়ে পরস্পরের প্রতি সর্বাধিক সুবিধাপ্রাপ্ত রাষ্ট্রের মত ব্যবহার করিতে স্বীকৃত হইয়াছে। তবে, কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রসমূহ পরস্পরকে যে বিশেষ সুবিধাগুলি দান করিয়া থাকে. জাপান তাহা দাবী করিবে না। এই চুক্তির ফলে ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সাহায্য করার জন্য জাপান ভারতকে ১৮ বিলিয়ান ইয়েন ঋণ দান করিবে। জাপান ভারতে যে সকল মাল রপ্তানি করিবে তাহার মধ্যে বস্ত্র, লৌহ, ইস্পাত ও অন্যান্য ধাতু, বৃহৎ যন্ত্রপাতি, রসায়নিক দ্রব্যাদি, রং, কাঠ এবং কাগজ ইত্যাদি প্রধান। আর ভারত যে সকল মাল রপ্তানি করিবে তাহার মধ্যে কৃষিপণ্য, তুলা, চামড়া, পুরাতন লৌহ ও খনিজ দ্রব্যাদি উল্লেখযোগ্য।

ভারত-গ্রীস বাণিজ্য চুক্তিঃ ১৯৫৮ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী নয়াদিল্লীতে ভারত ও গ্রীসের মধ্যে সর্বপ্রথম বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। উহা অবিলম্বে কার্যকরী হইবে এবং ১৯৫৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত চালু থাকিবে। 'ইউরোপীয় আর্থিক সহযোগিতা সংস্থার (E. C. C.) অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির প্রতি গ্রীস যেরূপ আচরণ করে, ভারতের প্রতিও সে তদ্রূপ করিবে। প্রতিদানে ভারত গ্রীসের প্রতি 'ষ্টার্লিং এলাকাভুক্ত' দেশের মত ব্যবহার করিবে।

ভারত-কানাডা ঋণ চুক্তিঃ কানাডা হইতে ভারত যে গম ক্রয় করিবে তাহার মূল্য পরিশোধ করার জন্য কানাডা ভারতকে ২ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার ঋণ দিবে, এই মর্মে নয়াদিল্লীতে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৮, এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। ১৯৫৯ সালের ৩১শে মার্চ হইতে ইহার উপর বার্ষিক ৪২/% শতাংশ হারে সুদ দিতে হইবে এবং ১৯৬১ সালের ৩১শে মার্চ হইতে সমান ৭টি বার্ষিক কিস্তিতে উহা পরিশোধ করিতে হইবে।

ভারত-পোল্যাণ্ড বাণিজ্য চুক্তিঃ ১৯৫৬ সালে ভারত পোল্যাণ্ডের সহিত যে বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছে, তাহা ছাড়া আলোচ্যবর্ষে (১২ই মার্চ, ১৯৫৮) উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে আরও একটি নূতন চুক্তি সম্পন্ন হইয়াছে; ১৯৫৯ সালের বর্ষশেষ পর্যন্ত উহার মেয়াদ। ইহার শর্তানুসারে পোল্যাণ্ড ভারতে প্রেরিত মালের মূল্য ভারতীয় মুদ্রায় গ্রহণ করিবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। পোল্যাণ্ড খনি ও রাস্তা নির্মাণের এবং বয়ন শিল্পের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, কারখানার সম্পূর্ণ যন্ত্র, ক্রেন ও ট্র্যাক্টর প্রভৃতি জিনিস ভারতে রপ্তানি করিবে। ভারত লৌহ ও ম্যাঙ্গানীজ পিণ্ড, মাইকা, চা, তামাক, চর্মজাত দ্রব্যাদি, সূতী, পশমী ও রেশমী বস্ত্রাদি, সাবান ও কুটিরশিল্পজাত বিবিধ দ্রব্য রপ্তানি করিবে।

ভারত-জাপান লৌহ পিণ্ড সংক্রান্ত চুক্তিঃ ১৯৬৪ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী ১০ বৎসর পর্যন্ত জাপান ভারত হইতে বিশাখাপত্তন বন্দরের মারফৎ প্রতি বৎসর ২০ লক্ষ টন লৌহপিণ্ড আমদানী করিবে, এই মর্মে ১৯শে মার্চ, ১৯৫৮, এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই বিপুল পরিমাণ মাল চলাচল করার জন্য উক্ত বন্দরের প্রভূত উন্নয়ন আবশ্যক। এই উদ্দেশ্যে রুরকেল্লা হইতে বিশাখাপত্তন বন্দর পর্যন্ত একটি রেল লাইন স্থাপন করিতে হইবে এবং ভারত ও জাপান মিলিত ভাবে উহার ব্যয়ভার বহন করিবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

ভারত-মিশর বাণিজ্য চুক্তিঃ ভারত ও মিশরের মধ্যে যে বাণিজ্য চুক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে, তাহার শর্তানুসারে ভারতীয় মুদ্রায় উভয় দেশের মধ্যে লেন দেন হইয়া থাকে। কিন্তু এই ব্যবস্থার কিঞ্চিৎ সংশোধন করার উদ্দেশ্যে ২৫শে মার্চ, ১৯৫৮, পুনরায় একটি নূতন চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। নূতন চুক্তির ফলে স্থির হইয়াছে যে, যতদিন পর্যন্ত মিশরের বর্তমান বৈদেশিক মুদ্রা আইন বলবৎ থাকিবে, ততদিন পর্যন্ত মিশরে রপ্তানিকৃত ভারতীয় চা ও পাটের মূল্য এবং ভারতে আমদানীকৃত মিশরীয় তূলার মূল্য মিশরীয় মুদ্রায় পরিশোধ করা হইবে। অবশ্য চা, পাট ও তূলা ব্যতীত অন্যান্য পণ্য পূর্ববৎ ভারতীয় মুদ্রায়ই কেনাবেচা করা চলিবে।

ভারত-সৌদী আরব বাণিজ্য চুক্তিঃ ৭ই এপ্রিল, ১৯৫৮, ভারত ও সৌদী আরবের মধ্যে একটি বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্যের প্রসারকল্পে এবং যৌথ শিল্প উদ্যোগের জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারদ্বয় পরস্পরের সহিত সকলপ্রকার সহযোগিতা করিবেন বলিবা উক্ত চুক্তিপত্রে অঙ্গীকার করিয়াছেন।
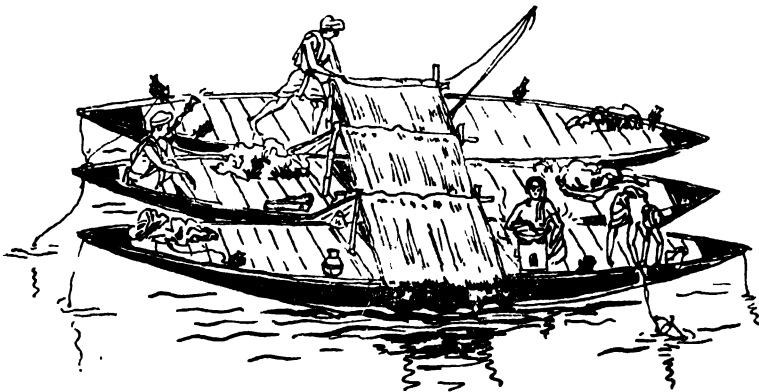
দেশ বিদেশের নির্বাচন

কানাডার সাধারণ নির্বাচনঃ ১৯৫৭ সালের ১০ই জুন কানাডায় যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তাহাতে প্রোগ্রেসিভ কনসারভেটিভ দল লিবারেল দলকে পরাজিত করিয়া প্রভূত বিস্ময়ের সৃষ্টি করিয়াছে। লিবারেল দল গত ২২ বৎসর যাবৎ একাদিক্রমে দেশের শাসনক্ষমতা অধিকার করিয়াছিল। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন সেণ্ট লরেণ্ট এই দলের নেতা; তাঁহার বয়স ৭৫ বৎসর। প্রোগ্রেসিভ কনসারভেটিভ দলের নেতা হইলেন ৬১ বৎসর বয়স্ক শ্রীডিফেন-বেকার। এই নির্বাচনে কোন গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় বা আন্তর্জাতিক প্রশ্ন প্রভাব বিস্তার করে নাই। 'লিবারেল' এবং 'কনসারভেটিভ' দলের কর্মসূচীতে পার্থক্যও ছিল নগণ্য। এই অবস্থায় 'লিবারেল' দলের পরাজয়ে ইহাই স্বভাবতঃ মনে হয় যে, নিছক পরিবর্তনের আকাঙ্খাতেই নির্বাচকমণ্ডলী প্রোগ্রেসিভ কনসারভেটিভ দলকে সমর্থন করিয়াছে। আলোচ্য নির্বাচনের ফলাফল এইরূপ :—

প্রোগ্রেসিভ কনসারভেটিভঃ ১১১; লিবারেলঃ ১০৩, কো-অপারেটিভ কমনওয়েলথ ফেডারেশনঃ ২৫; সোস্যাল ক্রেডিটঃ ১৯, ক্ষুদ্রদল সমূহঃ ৫ এবং স্বতন্ত্রঃ ২। কানাডার পার্লামেণ্টের মোট আসন সংখ্যা ২৬৫; এখানে উল্লেখ-যোগ্য যে, পূর্ববর্তী সাধারণ নির্বাচনে লিবারেল দল ১৬৮ এবং প্রোগ্রেসিভ কনসারভেটিভ দল ৫০টি আসন অধিকার করিয়াছিল।

মিশরের সাধারণ নির্বাচনঃ ১৯৫২ সালে মিশরের আইনসভা বাতিল করিয়া দেওয়া হয় এবং নূতন সংবিধান রচনার কার্য আরম্ভ হয়। এই নূতন সংবিধান অনুসারে মিশরে ১৯৫৭ সালের ৩রা জুলাই প্রথম সাধারণ নির্বাচন সম্পন্ন হইয়াছে। নূতন সংবিধানে নারীদেরও ভোটাধিকার দান করা হইয়াছে। মিশরের আইনসভার আসন সংখ্যা ৩৫০ এবং তালিকাভুক্ত ভোটদাতার মোট সংখ্যা হইল ৫৯,৬৪,৪২৪। কিন্তু ৭২ জন সদস্য বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ায়, নির্বাচক মণ্ডলীর প্রায় ২০% শতাংশ তাহাদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করিতে পারে নাই। অবশিষ্ট ২৭৮টি আসনের জন্য মোট ১২৪১ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। প্রায় সমস্ত প্রার্থীই প্রেসিডেণ্ট নাশের-এর সমর্থক হওয়ায় আইনসভায় ব্যবহারিক অর্থে কোন বিরোধী দল গঠিত হয় নাই। নির্বাচনান্তে ২২শে জুলাই আইনসভা উদ্বোধন করা হয় এবং ডেপুটিগণ শপথ গ্রহণ করেন।

মিশরের ইতিহাসে এইবার সর্বপ্রথম দুইজন মহিলা ডেপুটি আইনসভায় নির্বাচিত হইয়াছেন।

আর্জেন্টিনার নির্বাচন: *১৯৫৭ সালের ২৯শে জুলাই আর্জেন্টিনায়* যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা সাধারণ নির্বাচন না হইলেও উহার গুরুত্ব সাধারণ নির্বাচন অপেক্ষা কোন অংশে কম নহে। দেশের সংবিধান সংশোধন করার জন্য একটি পরিষদ গঠন করাই ছিল এই নির্বাচনের উদ্দেশ্য। এই প্রসঙ্গে আর্জেন্টিনার সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি সংক্ষেপে উল্লেখ করা প্রয়োজন। আধুনিক আর্জেন্টিনার জাতীয় জীবনে প্রেসিডেন্ট জুয়ান পেরনের প্রভাব অত্যন্ত বেশী। 'আর্জেন্টিনার শক্ত মানুষ'—ইহাই ছিল তাঁহার সাধারণ পরিচয়। কিন্তু ১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এক আকস্মিক সামরিক অভ্যুত্থানের ফলে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হইয়া দেশত্যাগ করেন। তিনি এখন ভেনেজুয়েলায় অবস্থান করিতেছেন। বর্তমানে যাঁহারা শাসনক্ষমতা অধিকার করিয়াছেন, তাঁহারা জাতির মানসপট হইতে পেরনের স্মৃতি সযত্নে মুছিয়া ফেলার চেষ্টা করিতেছেন। দেশে বর্তমানে যে সংবিধান চালু রহিয়াছে তাহা পেরনের নেতৃত্বে রচিত হইয়াছিল; সুতরাং উহার সংশোধন অপরিহার্য। যে পরিষদের উপর সংশোধনের ভার অর্পণ করা হইয়াছে, তাহার সভ্যসংখ্যা ২০৫ জন। উক্ত সভ্যগণকে নির্বাচন করার জন্যই আলোচ্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

পেরন কিন্তু প্রবাসে থাকিয়াও এই নির্বাচনের উপর প্রভাব বিস্তার করেন। তাঁহার দল বর্তমানে আর্জেন্টিনায় বেআইনী বলিয়া ঘোষিত; তাই তাহাদের পক্ষে প্রকাশ্যে প্রচারকার্য চালান সম্ভব ছিল না। কিন্তু শ্রীপেরন গোপনে অনুচরবর্গের মারফৎ এইরূপ নির্দেশ প্রচার করেন যে, নির্বাচকমণ্ডলী যেন এই নির্বাচনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনার্থ ভোট-বাক্সে সাদা ভোটপত্র দান করে। ফলে নির্বাচকমণ্ডলীর প্রায় একতৃতীয়াংশ শূন্য বা সাদা ভোট দান করিয়াছিল।

যাহাহোক, যাহারা সংবিধান পরিবর্তনের পক্ষে তাহারাই শেষ পর্যন্ত সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিয়াছে। নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল এইরূপ :—

পরিবর্তনের পক্ষে: পিপলস্ রেডিক্যাল: ৭৬; সোস্যালিষ্ট: ১১; ডেমোক্রাটস: ৯; ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটস: ৯; প্রোগ্রেসিভ ডেমোক্রাটস: ৬; কম্যুনিষ্ট: ২; সিভিকে ইণ্ডিপেন্ডেন্স: ১; কনসারভেটিভস: ১; মোট—১১৫।

পরিবর্তন বিরোধী: ইন্ট্রেনসিজেন্ট রেডিক্যালস: ৭৬; ফেডারেল ইউনিয়ান: ৩; পপুলার কনসারভেটিভস: ৩; লিবারেল ডেমোক্রাটস: ২; ব্লকুইষ্ট: ২; ওয়ারকার্স পার্টি: ১; লেবার পার্টি: ৩; মোট—৯০।

পশ্চিম-জার্মানীর সাধারণ নির্বাচন : ১৯৫৭ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর পশ্চিম-জার্মানীর আইন সভার নিম্নপরিষদের (বাণ্ডিষ্টাগ) জন্য সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। পশ্চিম-জার্মানীতে ফেডারেল রিপাবলিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৯ সালে। তাহার পর হইতে ইহা তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন। অশীতিপর বৃদ্ধ চ্যান্সেলার ডাঃ কোনরাড এ্যাডেনুর পরিচালিত ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাট দল আলোচ্য নির্বাচনে বিপুল ভোটাধিক্যে জয়লাভ করিয়াছে; তাহারা ৪৩টি আসন অধিক লাভ করিয়া একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিয়াছে। পূর্ববর্তী নির্বাচনেও এই দলটিই বিজয়ী হইয়াছিল। চ্যান্সেলার এ্যাডেনুর-এর বিরুদ্ধে বিরোধীদলের প্রধান অভিযোগ ছিল এই যে, তাঁহার শাসনব্যবস্থার ফলে পশ্চিম-জার্মানী ধনিক-তন্ত্রের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছে এবং পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গের সহিত মিত্রতার ফলে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা বিপন্ন হইতে চলিয়াছে। কিন্তু তাহাদের প্রচারকার্য যে নিষ্ফল হইয়াছে, নির্বাচনের ফলাফলই তাহার প্রমাণ।

পশ্চিম-জার্মানীর মোট ভোটদাতার সংখ্যা হইল তিন কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ, তাহাদের মধ্যে ৯০% শতাংশ ভোটদান করিয়াছে। ১৫টি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিল। সমস্ত দেশকে ২৪৭টি নির্বাচনকেন্দ্রে বিভক্ত করা হইয়াছিল এবং প্রত্যেক ভোটদাতা দুইটি করিয়া ভোট দানের অধিকারী ছিল। একটি ভোট স্বীয়কেন্দ্রে প্রয়োগ করার জন্য এবং অপরটি তাহার মনোমত রাজনৈতিক দলকে দান করার জন্য। আলোচ্য নির্বাচনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহাতে জার্মান সৈন্যগণও ভোটদান করিয়াছে। ১৯৩৫ সালের পূর্বে জার্মানীতে সামরিক বাহিনীর কর্মচারীদের ভোট দানের অধিকার ছিল না। ফেডারেল রিপাবলিক রাষ্ট্র গঠনের পরে সৈন্যগণের ভোটদানের অধিকার স্বীকৃত হইলেও পূর্ববর্তী নির্বাচনের সময় পশ্চিম-জার্মানীর সৈন্যবাহিনী গঠিত হয় নাই, তাই তাহাদের ভোটদানের প্রশ্নই উঠে না। আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল এই যে, সারল্যাণ্ডের অধিবাসীরাও আলোচ্য নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করিয়াছিল। সারল্যাণ্ড ১৯৫৭ সালের প্রারম্ভে পশ্চিম-জার্মানীর সহিত যুক্ত হইয়াছে। নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল এইরূপ :—ক্রিশ্চিয়ান ডেমোক্রাটস : ২৭০, সোস্যাল ডেমোক্রাটস : ১৬৯ ; ফ্রী ডেমোক্রাটস : ৪১ এবং জার্মান পার্টি : ১৭।

তুরস্কের সাধারণ নির্বাচন : ১৯৫৭ সালের ২৭ শে অক্টোবর তুরস্কে যে সাধারণ নির্বাচন হয়, তাহাতে প্রধানমন্ত্রী শ্রীআডনান মেণ্ডারেস চালিত ডেমোক্রাটিক পার্টি জয়ী হইয়া নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে। এই দল গত সাত বৎসর ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। তবে ডেমোক্রাটিক দল পূর্বের তুলনায় এবার কম সংখ্যক আসন লাভ করিয়াছে। পূর্ববর্তী নির্বাচনে

জাতীয় পরিষদের মোট আসন সংখ্যা ছিল ৫৪২ ; ডেমোক্রাটিক দল ৪৭২টি আসন অধিকার করিয়াছিল। কিন্তু আলোচ্য নির্বাচনে পরিষদের মোট আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ৬১০টি করা হইয়াছে। ডেমোক্রাটিক দল ইহার মধ্যে ৪২৪টি জয় করিতে সক্ষম হইয়াছে। বিরোধী দলগুলির মধ্যে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল পিপলস্ রিপাবলিকান দল। তুরস্কের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট ৭৪ বৎসর বয়স্ক শ্রীইসমেট ইনোনু এই দলের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। পিপলস্ রিপাবলিকান দল ১৭৮টি আসন লাভ করিয়াছে—পুরাতন পরিষদে তাহাদের আসন সংখ্যা ছিল ৩১টি। শ্রীইনোনু অভিযোগ করেন যে, নির্বাচনে নানারূপ নীতিবিরুদ্ধ কাজ করা হইয়াছে, নতুবা তাঁহার দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিত।

নির্বাচনের পর দিন, অর্থাৎ ২৮ শে অক্টোবর, গাজিয়ান্তাপে ভয়ঙ্কর দাঙ্গা-হাঙ্গামা হয়। রিপাবলিকান দলের সমর্থকগণ মেয়র-এর আফিস এবং ডেমোক্রাটিক দলের আফিস আক্রমণ করে ; একটি বালক ও একজন পুলিস নিহত হয়। উপদ্রুত অঞ্চলে 'সামরিক আইন' জারি করা হয়। গাজিয়ান্তাপে খুব তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইয়াছিল, ভোটের ফলাফলই তাহার প্রমাণ। ডেমোক্রাটিক দল পায় ৭০,৭৩১ ভোট এবং রিপাবলিকান দল পায় ৭০,৫৫০ ভোট। ফলে এই কেন্দ্রের মোট ১০টি আসনই ডেমোক্রাটিকগণ লাভ করে। রিপাবলিকানগণ ডেমোক্রাটিকদের বিরুদ্ধে দুর্নীতি ও প্রবঞ্চনার অভিযোগ করে।

১লা নবেম্বর সেনাবাহিনীর সতর্ক পাহারায় তুরস্কের নবনির্বাচিত জাতীয় পরিষদের উদ্বোধন হয়। নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল এইরূপ :—ডেমোক্রাটিক দল : ৪২৪, ন্যাশনাল রিপাবলিকান দল : ১৭৮ ; রিপাবলিকান ন্যাশনাল দল : ৪ ; ফ্রীডম দল : ৪।

পর্তুগালের সাধারণ নির্বাচন : ১৯৫৭ সালের ৩রা নবেম্বর পর্তুগালে সাধারণ নির্বাচনের ফলে যে নূতন জাতীয় পরিষদ গঠিত হইয়াছে তাহাতে বিরোধী সদস্যের কোন অস্তিত্ব নাই। কারণ বিরোধী পক্ষ এই নির্বাচনে যথাযথ অংশ গ্রহণ করে নাই। জাতীয় পরিষদের আসন সংখ্যা ১২০টি ; দেশের ভোটদাতার মোট সংখ্যা ১৩ লক্ষ ৫০ হাজার। স্থানবিশেষে শতকরা ৬০ হইতে ৮০ জন ভোটদাতা ভোট দান করিয়াছিল। ১৯২৬ সালে এক সামরিক অভ্যুত্থানের পর ডাঃ সালাজার সরকার গঠন করিয়াছিলেন। তদবধি এই দীর্ঘকাল তিনি প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত আছেন। পর্তুগীজ সংবিধান অনুসারে পর্তুগালের জাতীয় পরিষদ কেবলমাত্র আইন প্রণয়ন করার অধিকারী, কিন্তু মন্ত্রিসভার পতন ঘটাইবার ক্ষমতা উহার নাই। অর্থাৎ কোন সরকারী বিলের সম্পর্কে পরিষদ বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করিলে উহা আইনে পরিণত হইবে না বটে, কিন্তু এই

বিরুদ্ধমত মন্ত্রিসভার প্রতি আনাস্থাসূচক ভোট বলিয়া গণ্য হইবে না। মন্ত্রিসভা গঠন করেন প্রধানমন্ত্রী আর প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করেন প্রধানমন্ত্রীকে।

যাহাহোক, আলোচ্য নির্বাচনে প্রথমতঃ ২২ জন বিরোধী প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে অগ্রসর হন। তাঁহারা নির্বাচনের তারিখ ৮ দিন পিছাইয়া দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেন এবং ভোটার তালিকা পরীক্ষা করার এবং পোলিং কমিটিতে তাঁহাদের প্রতিনিধি লইবার দাবী জানান। একমাত্র ভোটার তালিকা পরীক্ষা করা ছাড়া সরকার তাঁহাদের অন্যান্য দাবী প্রত্যাখ্যান করেন। ইহাতে ১৬ জন বিরোধী প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে তাঁহাদের নাম প্রত্যাহার করেন। তাঁহারা সরকারের বিরুদ্ধে স্বৈরাচারের অভিযোগ করেন। সরকার পক্ষ প্রচার করেন যে, বিরোধী প্রার্থিগণ কম্যুনিস্ট দলভুক্ত। ডাঃ সালাজার তাঁহার নির্বাচনী প্রচার কার্যে ভারতের 'গোয়া নীতি'র তীব্র সমালোচনা করিয়াছিলেন।

সোভিয়েট রাশিয়ার সাধারণ নির্বাচনঃ সুপ্রীম সোভিয়েটের (পার্লামেণ্টের) ১৩৬৪ জন সদস্য নির্বাচনের জন্য ১৬ই মার্চ, ১৯৫৮, সোভিয়েট রাশিয়ায় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। নির্বাচনে কোন্ প্রার্থী দাঁড়াইবেন তাহা স্থির করে রাশিয়ার কম্যুনিস্ট পার্টি ও শ্রমিক-সংস্থাসমূহ। এই সম্পর্কে ভোট-দাতাদের কোন স্বাধীনতা নাই। তাহারা প্রার্থীবিশেষের নির্বাচন অনুমোদন বা বাতিল করিতে পারে। যাহাহোক নির্বাচনের শেষে ২৭ শে মার্চ মন্ত্রিপরিষদ নূতন করিয়া গঠিত হইয়াছে। শ্রীনিকিতা ক্রুশ্চেভ পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইয়াছেন, অর্থাৎ প্রধান মন্ত্রী হইয়াছেন। মার্শাল ভরোশিলভ পুনর্বার প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইয়াছেন।

ভারতের দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনের বিবিধ তথ্য

ভারত পৃথিবীর বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ; সুতরাং ভারতীয় সাধারণ নির্বাচন বৃহত্তম গণতান্ত্রিক নির্বাচন। ভারতের দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছিল ১৯৫৭ সালে। ২৫ শে ফেব্রুয়ারী হইতে আরম্ভ করিয়া উহা ১৪ই মার্চ পর্যন্ত চলিয়াছিল। ভারতীয় ভোটদাতার মোট সংখ্যা ছিল ১৯ কোটি ৩০ লক্ষ। ১৯৫২ সালে অনুষ্ঠিত ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচন শেষ হইতে প্রায় চার মাস সময় লাগিয়াছিল, কিন্তু আলোচ্য নির্বাচন কিঞ্চিদধিক একপক্ষকালের মধ্যে সমাপ্ত হইয়াছে।

লোকসভার নির্বাচন : আলোচ্য নির্বাচনে বিভিন্ন রাজ্যের বিধানসভা-গুলিতে মোট ২৯০১ জন প্রতিনিধি এবং লোকসভায় মোট ৪৯৪ জন সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন। নির্বাচন দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ মোট প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ৯,৮৪০ জন। ইঁহাদের মধ্যে স্বতন্ত্র প্রার্থী ছাড়াও মোট ২৬টি রাজনৈতিক দলের প্রার্থী ছিলেন। ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনে লোকসভায় ৪৮৯টি এবং রাজ্য বিধানসভা-গুলির ৩,২৮৩টি আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইয়াছিল। ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে বিধানসভাগুলির আসন সংখ্যা কমিয়া যাইবার একটি কারণ এই যে, পুনর্গঠিত অন্ধ্র প্রদেশের সর্বত্র বিধান সভার জন্য সাধারণ নির্বাচন হয় নাই। পুরাতন অন্ধ্রে ১৯৫৫ সালে যে নির্বাচন হইয়াছিল, তাহাতে নির্বাচিত প্রতি-নিধিদের কার্যকাল ১৯৬২ সাল পর্যন্ত থাকিবে। পুনর্গঠনের ফলে হায়দরাবাদ হইতে যে তেলেঙ্গানা অঞ্চলটি অন্ধ্রের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়াছে, সেই অঞ্চলেই শুধু আলোচ্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তেলেঙ্গানা অঞ্চলে নির্বাচিত আসন সংখ্যা ছিল ১০৭টি। বিধানসভাগুলির মোট আসনসংখ্যা কমিয়া যাইবার আরও একটি কারণ রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে ভারতের রাজ্যসংখ্যা হ্রাস। যাহাহোক, নিম্নে বিভিন্ন দলের অবস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল।

কংগ্রেস : কংগ্রেস প্রার্থীরা মোট ১১ কোটি ৮৮ লক্ষ বৈধ ভোটের মধ্যে ৫ কোটি ৭২ লক্ষ ভোট বা ৪৮% শতাংশ ভোট পাইয়াছেন। ১৯৫২ সালে কংগ্রেস পাইয়াছিল শতকরা ৪৫% ভোট। এবার ৩৬৫টি আসন কংগ্রেস কোন্ কোন্ রাজ্য হইতে পাইয়াছে তাহা নীচে দেওয়া হইল। প্রত্যেক রাজ্যের লোকসভার মোট আসন সংখ্যা বন্ধনীতে দেওয়া হইল :—

অন্ধ্র ৩৭ (৪৩) ; আসাম ৯ (১২) ; বিহার ৪১ (৫৩) ; বোম্বাই ৩৮ (৬৬) ; কেরালা ৬ (১৮), মধ্যপ্রদেশ ৩৫ (৩৬) ; মাদ্রাজ ৩১ (৪১) ; মহীশূর ২৩ (২৬) ;

উড়িষ্যা ৭ (২০); পাঞ্জাব ১৯ (২০); রাজস্থান ১৯ (২২); উত্তরপ্রদেশ ৭০ (৮৬); পশ্চিমবঙ্গ ২৩ (৩৬); দিল্লী ৫ (৫), মণিপুর ১ (২) ও ত্রিপুরা ১ (২)।

কম্যুনিস্ট পার্টি: লোকসভায় কংগ্রেসের পরই কম্যুনিস্ট পার্টির স্থান। কম্যুনিস্ট পার্টি ও তাহার সমর্থিত প্রার্থীরা পাইয়াছেন ২৯টি আসন। এই দল নির্বাচনে মোট ১২১টি আসনের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিল। ১৯৫২ সালে কম্যুনিস্ট দল পাইয়াছিল মোট ৫০ লক্ষ ৮৮ হাজার ভোট—এবার তাহাদের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা হইয়াছে এক কোটি ২০ লক্ষ। এই বর্ধিত ভোট তাহারা পাইয়াছে প্রধানতঃ কেরালা, অন্ধ্র, বোম্বাই ও পশ্চিমবঙ্গ হইতে। বিহার, রাজস্থান, আসাম, মধ্যপ্রদেশ, দিল্লী ও মণিপুর হইতে একজনও কম্যুনিষ্ট নির্বাচিত হইতে পারেন নাই।

প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টি: এই দলের মোট ১৭৯ জন প্রার্থীর মধ্যে নির্বাচিত হইয়াছেন মাত্র ১৯ জন। এই দলের প্রার্থীরা মোট ভোট পাইয়াছেন এক কোটি ১৬ লক্ষেরও উপরে। ডাঃ রামমনোহর লোহিয়ার নেতৃত্বে এই দলের একটি অংশ ভাঙিয়া গিয়া সোস্যালিস্ট পার্টি স্থাপন করায় এই দলটি দুর্বল হইয়া পড়ে। ডাঃ লোহিয়ার সোস্যালিস্ট দল লোকসভায় ৭টি আসন পাইয়াছে যদিও দলপতি ডাঃ লোহিয়া নিজে পরাজিত হইয়াছেন। প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টি যে কয়টি আসন পাইয়াছে সেগুলি আসিয়াছে বোম্বাই, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর প্রদেশ, উড়িষ্যা ও বিহার হইতে।

জনসঙ্ঘ ও হিন্দু মহাসভা: চারটি সর্বভারতীয় দলের মধ্যে ভারতীয় জনসঙ্ঘ ১৯৫২ সালের তুলনায় দ্বিগুণ ভোট পাইলেও ১৯৫২ সালে এই দলের নির্বাচিত প্রার্থী সংখ্যা যেখানে ছিল ৩ জন ১৯৫৭ সালে সেই নির্বাচিত প্রার্থী সংখ্যা হইয়াছে ৪ জন। এই দলের মোট প্রার্থী সংখ্যা ছিল ১২৯। জনসঙ্ঘ প্রার্থিগণ কর্তৃক প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ৭২ লক্ষ। নির্বাচিত প্রার্থীদের মধ্যে দুইজন আসিয়াছেন উত্তরপ্রদেশ হইতে ও দুইজন বোম্বাই হইতে। উত্তরপ্রদেশে এই পার্টি মোট ৬০ জন প্রার্থী দাঁড় করাইয়াছিল। পূর্বতন লোকসভায় হিন্দু মহাসভার সংখ্যাশক্তি ছিল ৪জন। নূতন লোকসভায় এই দলের সংখ্যাশক্তি কমিয়া মাত্র ২ জন হইয়াছে; হিন্দু মহাসভার সভাপতি শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও সাধারণ সাম্পাদক শ্রী ভি. জে. দেশপাণ্ডে উভয়েই পরাজিত হইয়াছেন।

প্রদত্ত মোট ভোটের এক চতুর্থাংশ পাইয়াছেন স্বতন্ত্র প্রার্থিগণ ও অন্যান্য ছোট দলগুলি। ইহাদের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ৩ কোটি এবং ইহাদের প্রার্থী সংখ্যা ছিল

প্রায় ৬০০ জন। ছোট দলগুলির মধ্যে সোস্খালিস্ট দল, গণতন্ত্র পরিষদ, তপশীলী ফেডারেশন ও শ্রীজয়পাল সিং-এর ঝাড়খণ্ড পার্টি ৭টি করিয়া আসন পাইয়াছে। রামরাজ্য পরিষদ একটি আসনও পায় নাই। অন্যান্য দলের মধ্যে ফরোয়ার্ড ব্লক পাইয়াছে ৩টি, জনতাপার্টি ৩টি, হিন্দু মহাসভা ২টি, দ্রাবিড় মুনেত্রা কাঝাগাম ২টি ও কংগ্রেস রিফর্মস কমিটি ২টি। রেভোলিউশনারী সোস্খালিস্ট পার্টি, মুসলিম লীগ, লোকসেবক সঙ্ঘ ও আসামের ইস্টার্ণ ট্রাইবাল .ইউনিয়ন পাইয়াছে ১টি করিয়া আসন।

লোক সভায় ২৭ জন মহিলা সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ২৩ জন কংগ্রেস, ২জন কম্যুনিস্ট ও ২ জন বিহারের জনতা পার্টির প্রার্থী।

॥ বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল ॥

সমগ্র ভারতে বিধানসভা নির্বাচনে মোট আসন সংখ্যা ছিল ২,৯০১টি এবং ইহার জন্য বিভিন্ন ·দলের ও স্বতন্ত্র প্রার্থী দাঁড়াইয়াছিলেন ৯,৮৪০ জন। নির্বাচনে কংগ্রেসের মোট প্রার্থীসংখ্যা ছিল ২,৮৮১ জন। ইহার মধ্যে ১,৮৮৯ জন সদস্য নির্বাচিত হইয়াছেন অর্থাৎ নির্বাচিত সদস্যদের শতকরা ৬৫·১ জন কংগ্রেসের। ১৯৫২ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস ক, খ ও গ শ্রেণীর রাজ্যগুলির মোট ৩,২৮৩টি আসনের মধ্যে ২,২৪৬টি আসন দখল করিয়াছিল। কংগ্রেস এবার মোট ৪,৭৬,৩২,৪২৭ ভোট পাইয়াছে। ১৯৫২ সালের তুলনায় প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ৩৮ লক্ষ বেশী। ১৯৫২ সালে কংগ্রেস ৪২·২০% শতাংশ ভোট পাইয়াছিল, ১৯৫৭ সালে পাইয়াছে ·শতকরা ৪৩·৩ ভোট। তবে গত নির্বাচনে কংগ্রেস প্রত্যেকটি রাজ্যেই অন্যদল অপেক্ষা নিরপেক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছিল। এবার উড়িষ্যায় মোট ৫৬টি আসন পাইয়া কংগ্রেস বৃহত্তম দল হইলেও অন্যদল নিরপেক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায় নাই এবং অপর দিকে কেরালায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মর্যাদা পাইয়াছে কম্যুনিস্ট দল।

কংগ্রেস কর্তৃক প্রাপ্ত মোট ১,৮৮৯টি আসন নিম্নোক্ত রাজ্যগুলি হইতে আসিয়াছে : অন্ধ্র ৬৯, আসাম ৭১, বিহার ২১০, বোম্বাই ২৩২, কেরালা ৪৩, মধ্যপ্রদেশ ২৩২, মাদ্রাজ ১৫১, ·মহীশূর ১৫০, উড়িষ্যা ৫৬, পাঞ্জাব ১১৮, রাজস্থান ১১৯, উত্তরপ্রদেশ ২৮৬ এবং পশ্চিমবঙ্গ ১৫২। কংগ্রেস যে কয়টি রাজ্যে সর্বাধিক সাফল্য লাভ করিয়াছে সে কয়টি এই : মধ্যপ্রদেশ ২৮৮টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস পাইয়াছে ২৩২টি, মাদ্রাজে ২০৫টির মধ্যে ১৫১টি, মহীশূরে ২০৮টির মধ্যে ১৫০টি, পাঞ্জাবে ১৫৪টির মধ্যে ১১৮টি এবং রাজস্থানে ১৭৬টির মধ্যে ১১৭টি। কেরালায় কংগ্রেস যেমন কম্যুনিস্ট পার্টির কাছে পরাজিত

হইয়াছে, তেমনই কম্যুনিস্ট ঘাটি বলিয়া পরিচিত অন্ধ্রের তেলাঙ্গানা অঞ্চলে কংগ্রেস মোট ১০৭টি আসনের মধ্যে ৬৯টি দখল করিয়া কম্যুনিস্টদের পর্যুদস্ত করিয়াছে। উড়িষ্যার ১৪০টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস পাইয়াছে ৫৬টি এবং ভূতপূর্ব দেশীয় রাজাদের দ্বারা পরিচালিত গণতন্ত্র পরিষদ পাইয়াছে ৫১টি। বোম্বাই ও উত্তরপ্রদেশে ১৯৫২ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস বিপুল সংখ্যাধিক্যে জয়ী হইয়াছিল। ১৯৫৭ সালে কংগ্রেসের প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। গত নির্বাচনে উত্তরপ্রদেশ বিধান সভায় মোট ৪৩০টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস পাইয়াছিল ৩৯০টি; সেক্ষেত্রে ১৯৫৭ সালে কংগ্রেসের সংখ্যাশক্তি হইয়াছে ২৮৬টি। বোম্বাই-এর ভূতপূর্ব বিধান সভার ৪৭০টি আসনের মধ্যে ৩৮৮টি ছিল কংগ্রেসের; নূতন বোম্বাই বিধানসভার ৩৯৬টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস পাইয়াছে মাত্র ২৩২টি। বিহারেও কংগ্রেস পূর্বের তুলনায় কিছু সংখ্যক কম আসন পাইয়াছে।

বিরোধী দলগুলির মধ্যে প্রজা সোস্যালিস্ট দল পাইয়াছে সর্বাধিক সংখ্যক আসন—১৯৫টি। ১৯৫২ সালে এই দলের সংখ্যাশক্তি ছিল ১২৫টি। প্রজা-সোস্যালিস্ট দল মোট ভোট পাইয়াছে ১,১৩,৯২,৫০০ অর্থাৎ, শতকরা ১০.১ ভোট। ১৯৫২ সালের নির্বাচনে তাহাদের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ছিল ১,১২,১৬,৭৭৯ অর্থাৎ ১০.৬ শতকরা। কিষাণ মজদুর প্রজা পার্টি নামক যে দলটি পরে প্রজাসোস্যালিস্ট পার্টির অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল সে দল পাইয়াছিল শতকরা ৫.৮ ভোট বা মোট ৬১,৫৬,৫৫৮ ভোট।

বিরোধী দলগুলির মধ্যে দ্বিতীয় স্থান দখল করে কম্যুনিস্ট পার্টি ও তাহার মিত্রশক্তিবর্গ। তাহার মোট ১৮৯টি আসন পাইয়াছে। ১৯৫২ সালের নির্বাচনে ইহারা পাইয়াছিল ১৮১টি আসন। কম্যুনিস্ট পার্টি এবারের নির্বাচনে মোট ভোট পাইয়াছে ৯৮,৫৩,২৯০ (শতকরা ৮.৮৭); ১৯৫২ সালের ভোট ছিল ৩৭,৮৪,৪০১ (শতকরা ৩.৩)। ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে কম্যুনিস্ট দলের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য জয়লাভ হইয়াছে কেরালায়। সেখানে এই দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিয়া মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছে। গণতান্ত্রিক ভোটের মাধ্যমে কম্যুনিস্টদের শাসনযন্ত্র দখল শুধু ভারতে নয়—বিশ্বের মধ্যে এই প্রথম।

বিধান সভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে চতুর্থ সর্ব-ভারতীয় দল জনসঙ্ঘের অবস্থারও সামান্য উন্নতি ঘটিয়াছে। ১৯৫২ সালের নির্বাচনে এই দল পাইয়াছিল ৩৪টি আসন, ১৯৫৭ সালে পাইয়াছে ৪৬টি আসন। ১৯৫২ সালে প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ছিল ৩২,৪৬,২৮৮ (শতকরা ৩.১); ১৯৫৭ সালের প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ৪৩,৮৩,২১১ (শতকরা ৩.৯)।

ডাঃ রামমনোহর লোহিয়া পরিচালিত সোস্যালিস্ট পার্টি পাইয়াছেন ৪০টি আসন। অন্যান্য দলের নির্বাচিত প্রার্থীদের সংখ্যা নিম্নোক্তরূপঃ গণতন্ত্র পরিষদ ৫২, ঝাড়খণ্ড পার্টি ৩৫, কৃষক ও শ্রমিক পার্টি ৩৩, তপশীলী ফেডারেশন ২৩, জনতা পার্টি ২৩, রামরাজ্য পরিষদ ২২, দ্রাবিড় মুনেত্রা কাঝাগাম ১৫, কংগ্রেস রিফর্ম কমিটি ১৪, ফরওয়ার্ড ব্লক ১০, লোকসেবক সঙ্ঘ ৮, হিন্দু মহাসভা ৮, মুসলিম লীগ ৮, রেভোলিউশনারী সোস্যালিস্ট পার্টি ৪, গারো ন্যাশনাল কাউন্সিল ৪, আসামের ট্রাইবাল ইউনিয়ন ৩, আসামের ইউনাইটেড ফ্রীডম মিজো অ্যাসোসিয়েশন ২, মার্কসিস্ট ফরওয়ার্ড ব্লক ২, সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেণ্টার ২, প্রজা পার্টি ১, কিষাণ সভা (রাজস্থান) ১ ও মিজো ইউনিয়ন ১।

১৯৫৭ সালে বিধান সভায় নির্বাচিত মহিলা সদস্যদের সংখ্যা ১৯৫। ১৯৫২ সালে এই সংখ্যা ছিল ৮০। ইহাদের মধ্যে ১৭৯ জনই কংগ্রেস পার্টির, ৪ জন কম্যুনিস্ট পার্টির, ৩ জন উড়িষ্যার গণতন্ত্র পরিষদের, দুইজন বিহারের জনতা পার্টির, একজন পিপলস্ ডেমোক্রাটিক ফ্রণ্টের এবং ৬ জন স্বতন্ত্র। মহিলা সদস্যদের মধ্যে ৩২ জন বিহারের, মধ্যপ্রদেশের ২৭ জন, উত্তরপ্রদেশের ২৬ জন, বোম্বাই-এর ২৫ জন, মহীশূরের ১৮ জন ও পশ্চিমবঙ্গের ১০ জন।

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন

১৯৫২ সালের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার আসন সংখ্যা ছিল ২৩৮। রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে পুরুলিয়া ও কিষেণগঞ্জের কিছু এলাকা পশ্চিমবঙ্গে সংযোজিত হওয়ায় উক্ত আসন সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া ২৫২টি হইয়াছে।

আলোচ্য নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফলে দেখা যায় যে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার নির্বাচিত মোট ২৫২টি আসনের মধ্যে কংগ্রেস পাইয়াছে ১৫২টি আসন, কম্যুনিস্ট পার্টি পাইয়াছে ৪৬টি, প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টি ২১টি, ফরওয়ার্ড ব্লক (উভয় শাখা) ১০টি, রেভোলিউশনারী সোস্যালিস্ট পার্টি ৩টি, লোকসেবক সঙ্ঘ ৭টি, সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেণ্টার ২টি ও স্বতন্ত্র ১১টি। সেক্ষেত্রে ১৯৫২ সালের নির্বাচন শেষে দলগত অবস্থা ছিল নিম্নোক্তরূপ; কংগ্রেস ১৫০, কৃষক মজদুর প্রজাপার্টি (পরে প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টিতে পরিণত) ১১, কম্যুনিস্ট পার্টি ২৮, জনসঙ্ঘ ৯, ফরওয়ার্ড ব্লক (উভয় শাখা) ১৩, হিন্দু মহাসভা ৪, অন্যান্য দল ৬ ও স্বতন্ত্র ১৯।

কংগ্রেস ঃ কংগ্রেস ২৫১টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া জয়লাভ করিয়াছে ১৫২টি আসনে। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে প্রদত্ত ভোটসংখ্যা ছিল ১,০১,২৫,৬১৮। ইহার মধ্যে কংগ্রেস পাইয়াছে কিঞ্চিদধিক ৪৭,৭৫,৪৯৩টি ভোট অর্থাৎ শতকরা ৪৬'২০টি ভোট। সেক্ষেত্রে ১৯৫২ সালে কংগ্রেস পাইয়াছিল প্রদত্ত ভোটের শতকরা ৩৮'৯৩। আলোচ্য নির্বাচনে একজন কংগ্রেস প্রার্থীরও জামানত বাজেয়াপ্ত হয় নাই।

কম্যুনিস্ট ও প্রজাসোস্থালিস্ট ঃ কংগ্রেসের পরেই সর্বাধিক সংখ্যক আসন লাভ করিয়াছে কম্যুনিস্ট পার্টি। এই দলের প্রার্থী সংখ্যা ছিল ১০৩ এবং তাহার মধ্যে ৪৬ জন নির্বাচিত হইয়াছেন। ১৯৫২ সালের নির্বাচনে এই দলের প্রার্থী সংখ্যা ছিল ৮৭—নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা ছিল ২৮। কম্যুনিস্ট পার্টি এবারের নির্বাচনে মোট ভোট পাইয়াছে ১৭,৭৬,৫৪৩ অথবা শতকরা ১৭'২৫। ১৯৫২ সালের নির্বাচনে কম্যুনিস্ট পার্টি পাইয়াছিল শতকরা ১০'৭৬ ভোট। অপর পক্ষে প্রজাসোস্থালিস্ট পার্টির প্রার্থী সংখ্যা ছিল ৬৭ এবং তাহার মধ্যে ২১ জন নির্বাচিত হইয়াছেন। ১৯৫২ সালে কিষাণ মজদুর প্রজা পার্টির প্রার্থী সংখ্যা ছিল ১৩২ ও নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা ছিল ১৫। সে তুলনায় প্রজা-সোস্থালিস্ট পার্টি অগ্রগতি করিয়াছে বলা চলে। এই দলের প্রার্থীদের প্রাপ্ত মোট ভোটের সংখ্যা ১০,২০,৫৮৪ অথবা শতকরা ১০ ভোট। ১৯৫২ সালে কিষাণ মজদুর প্রজা পার্টির প্রাপ্ত ভোটের শতকরা হিসাব ছিল ৮'৯৭।

ফরওয়ার্ড ব্লক ঃ ফরওয়ার্ড ব্লকের (উভয় শাখার) প্রাপ্ত ভোট সংখ্যা হইতে দেখা যায় যে এই দুইটি দলের অগ্রগতি পশ্চিমবঙ্গে ব্যাহত হইয়াছে। এই দুইটি দল ১৯৫২ সালে যেখানে পাইয়াছিল শতকরা ৬'৩০ ভাগ, ১৯৫৭ সালে তাহারা সেখানে পাইয়াছে শতকরা ৪'৩৭ ভোট।

হিন্দুমহাসভা ও জনসঙ্ঘ ঃ ১৯৫২ সালের নির্বাচনে হিন্দুমহাসভা ও জনসঙ্ঘ মিলিতভাবে শতকরা ৯'৯৮ ভোট পাইয়াছিল। এবার তাহারা মিলিতভাবে শতকরা ৩'১১ ভোট পাইয়াছে এবং এই দুইটি দলের একজন প্রার্থীও নির্বাচিত হইতে পারেন নাই। ১৯৫২ সালের শতকরা ২৪'৩৫ ভোটের তুলনায় ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে অন্যান্য দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা পাইয়াছেন শতকরা ১৭'২১ ভোট। ১৯৫২ সালের তুলনায় ১৯৫৭ সালে পশ্চিমবঙ্গে মোট ভোটার সংখ্যা বাড়িয়াছে ২৬,৮১,৪৩৩। পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাদির ফলে পল্লী অঞ্চলের উন্নতি গ্রামের ভোটদাতাদিগকে অধিক পরিমাণে কংগ্রেসের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছে, অপর পক্ষে শহর ও শিল্প এলাকায় বামপন্থীরা অধিক সাফল্য অর্জন করিয়াছে।
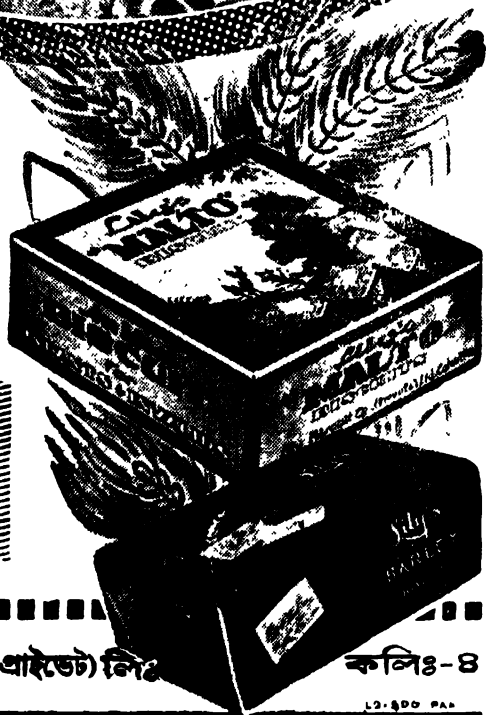
কৃত্রিম চাঁদ

আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ বিজ্ঞান-বর্ষ

ইণ্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অফ্ সায়েন্টিফিক্ ইউনিয়নস্ (International Council of Scientific Unions) এক আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক পরিষদ্। এই বৈজ্ঞানিক সংস্থা ভূ-পৃষ্ঠের নানা প্রকার বৈজ্ঞানিক তথ্য, পৃথিবীর উপরিস্থ বায়ুমণ্ডল এবং সূর্য-সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞান লাভের জন্য উদ্যোগী হইয়াছেন। তাঁহারা পৃথিবীর প্রায় ৪০টি দেশের বৈজ্ঞানিকদের সহযোগিতায় ১৯৫৭ সালের ১লা জুলাই হইতে ১৯৫৮ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর—এই সময়ের মধ্যে পর্যবেক্ষণ দ্বারা বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করিবার জন্য এক বিরাট কর্ম-সূচী গ্রহণ করিয়াছেন। এই সময়টির নাম দেওয়া হইয়াছে, **১৯৫৭-৫৮-র আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ বিজ্ঞান-বর্ষ** (1957-58 International Geophysical Year)। নীচের এই বিষয়গুলি উক্ত কর্ম-সূচীতে স্থান লাভ করিয়াছে :—

১। দক্ষিণ মেরু অঞ্চলের ভূতত্ত্ব,
২। মহাসমুদ্র তত্ত্ব,
৩। আবহ-বিদ্যা;
৪। সূর্য পর্যবেক্ষণ,
৫। ভূ-চুম্বকতত্ত্ব;
৬-৮। মেরু জ্যোতি, আকাশ-জ্যোতি (Air Glow) ও মহাজাগতিক রশ্মি (Cosmic Ray);
৯। আয়নোস্ফীয়ার (Ionosphere),
১০। পৃথিবীর অক্ষ-রেখা ও দ্রাঘিমা নিরূপণ;
১১। ভূ-পৃষ্ঠে তুষার সঞ্চয় ও তাহার পরিণতি অনুসন্ধান;
১২। ভূ-কম্পন-তত্ত্ব ও পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির নির্ভুল পরিমাণ।

বায়ুমণ্ডলের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সহ ছোট ছোট রকেট ঊর্ধ্বে প্রেরণ করিবার পরিকল্পনা করা হইয়াছে। পৃথিবী হইতে মহাশূন্যে কৃত্রিম চাঁদ উৎক্ষেপণ করিয়া ঊর্ধ্বাকাশের তথ্য নির্ণয়ও এই কার্য-সূচীতে বিশেষ স্থান পাইয়াছে। কোন একজন বিজ্ঞানীর বা কোন একটি দেশের পক্ষে এই বিরাট কর্ম-সূচী কার্যে পরিণত করা সম্ভব নহে। তাই কাজগুলিকে সুবিধাজনক ভাবে

বিভিন্ন দেশের বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে ভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। পর্যবেক্ষণ-লব্ধ এই ফল লিপিবদ্ধ করিতে এক হাজারেরও অধিক গ্রন্থের প্রয়োজন হইতে পারে এবং এই জন্য সর্বসুদ্ধ প্রায় ১০০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে।

'আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ বিজ্ঞান-বর্ষে'র অনুসৃত কর্ম-সূচীর কাজ ইতিমধ্যে সুরু হইয়াছে। পৃথিবীর দক্ষিণ মেরুর ৫০ লক্ষ বর্গ মাইল ব্যাপী তুষারাবৃত বিরাট অঞ্চলের ভূ-তত্ত্ব জ্ঞান এই কর্ম সূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। এভারেস্ট বিজেতা সার এড্‌মণ্ড হিলারী (Sir Edmund Hillary) সর্বপ্রথম এবং তাঁহার পরে ডক্টর (বর্তমানে সার) ফুকাস্‌ বিশেষ ধরনে প্রস্তুত ট্রাকে করিয়া দক্ষিণ মেরুতে উপনীত হইয়াছেন এবং উক্ত ভূভাগ সম্বন্ধে নানাবিধ তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন।

মহাসমুদ্রে ঝড়ের উৎপত্তি, গতি ও কারণ নির্ণয় এবং সমুদ্রস্রোতের গতি ও কারণ নির্ণয় এবং সমুদ্রস্রোতের গতি নিরীক্ষণের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে প্রায় চল্লিশটি পর্যবেক্ষণ-কেন্দ্র সংস্থাপিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা মানুষের সমুদ্র বিষয়ক জ্ঞান-ভাণ্ডার সমৃদ্ধতর হইবে সন্দেহ নাই। আবহ বিষয়ের তথ্য নির্ণয়ের জন্য পৃথিবী হইতে নানা বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিসহ রকেট উৎক্ষেপ করিয়া বায়ুমণ্ডলের উচ্চ-নীচ নানা স্তরের অবস্থা নির্ণয় করিবার চেষ্টা চলিতেছে এবং উহার ফলে বহু নূতন বিষয়ের দ্বারোদ্ঘাটন হইয়াছে।

সম্প্রতিকালে সূর্যে যে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ দৃষ্ট হইয়াছে বায়ুমণ্ডলের উপর তাহার প্রভাব এবং ভূ-চুম্বক শক্তি, মেরু-জ্যোতি, মহাজাগতিক রশ্মি প্রভৃতি বিষয়গুলি পর্যবেক্ষণ দ্বারা বহু নূতন তথ্য জানিবার সুযোগ পাওয়া গিয়াছে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উপর সূর্যের প্রভাব আমাদের অজানা নাই। এখন দেখা গিয়াছে যে, সূর্যের যে-অংশের উপর বিস্ফোরণ ঘটে, সে-স্থানের উপরিভাগের উত্তাপ বৃদ্ধি পায় এবং সেজন্য বায়ুমণ্ডল অতি মাত্রায় আয়নিত (Ionized) হইয়া রেডিও প্রবাহের বিলোপ ঘটায়।

বর্তমান 'ভূ-পদার্থ বিজ্ঞান-বর্ষে'র গবেষণায় ইহাও ধরা পড়িয়াছে যে, মেরু-জ্যোতি উত্তর ও দক্ষিণ মেরুতে একসঙ্গে আবির্ভূত হয়। পূর্বে এই বিষয়ে বিজ্ঞানীদের কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। এখন দেখা গিয়াছে যে, সূর্যে বিস্ফোরণের জন্য বায়ুমণ্ডলে মহাজাগতিক রশ্মির আধিক্য ঘটে। শুধু তাহা নহে, রাত্রিতে যখন আকাশে মেঘ থাকে না এবং চন্দ্রও থাকে না, তখন ঊর্ধ্বাকাশে এক রকম আলোক (Air-Glow) দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহার সঠিক কারণ এখনও নির্ণীত হয় নাই। বর্তমান গবেষণায় এই বিষয়ে আলোক সম্পাত হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

বায়ুমণ্ডলেও এক তড়িৎ প্রবাহ (Electro jet current) আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার দ্বারা ভূ-চুম্বক শক্তির এবং মেরু-রশ্মির পরিবর্তন সাধিত হইয়া থাকে। ইহার প্রকৃত তত্ত্ব এখনও পুরাপুরি জানা যায় নাই বটে, তবে আশা করা যায় এই বিষয়ে নূতন জ্ঞান লাভ সম্ভব হইবে।

পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের একটি স্তর যে আয়নিত (Ionized) তাহা বহু দিন হইতে জানিতে পারা গিয়াছিল। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় এই অংশের নাম আয়নোস্ফীয়ার। বায়ুমণ্ডলের এই আয়নোস্ফীয়ার স্তরের জন্য রেডিও সংবাদ প্রেরণ ও গ্রহণ সম্ভবপর হইয়া থাকে। এই বেতারতরঙ্গ বিজ্ঞানীদের আজ এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু ইহার তত্ত্ব সম্যক্ জানা ছিল না। বর্তমান 'ভূ-পদার্থ বিজ্ঞান-বর্ষে'র কর্ম-সূচীতে আয়নোস্ফীয়ার পর্যবেক্ষণকে একটা বিশিষ্ট স্থান দেওয়া হইয়াছে। এই উদ্দেশ্যে পৃথিবীর বিভিন্নস্থানে প্রায় শতাধিক পর্যবেক্ষণ-কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে।

দক্ষিণ মেরুর বিরাট ভূ-খণ্ড চির তুষারাবৃত অবস্থায় থাকে। গরমের সময় ইহার কিঞ্চিন্মাত্র গলিয়া গিয়া সমুদ্রের জলের উপরিভাগ স্ফীত করে। কুমেরু অঞ্চলের তুষারাবৃত স্থানের মোট পুঞ্জীভূত তুষারের পরিমাণ নিরূপণ করিবার ভার পড়িয়াছে বৃটেন, আমেরিকা ও ফ্রান্সের উপর। শীতকালে দক্ষিণ মেরুতে সূর্য দেখা যায় না। চিররাত্রি বিরাজিত। তথাপি মেরু জ্যোতি, আকাশ-জ্যোতি প্রভৃতি মহাজাগতিক রশ্মির দ্বারা ইহার বিশেষ তারতম্য লক্ষিত হয় না। ইহা সত্যই বিস্ময়কর নয় কি?

॥ "কৃত্রিম চাঁদ" ॥

কিন্তু আন্তর্জাতিক ভূ-পদার্থ বিজ্ঞান-বর্ষের শ্রেষ্ঠতম অবদান বোধ হয় সর্ব প্রথম ঊর্ধ্বাকাশে মনুষ্য নির্মিত কৃত্রিম চাঁদ প্রেরণ। ১৯৫৭ সালের ৫ই অক্টোবর সোভিয়েট ইউনিয়ন সর্ব প্রথম শক্তিশালী রকেটের সাহায্যে এক কৃত্রিম চাঁদ (রুশ ভাষায় যাহার নাম স্পুৎনিক) এবং ৩রা নবেম্বর দ্বিতীয় আর একটি কৃত্রিম চাঁদ (স্পুৎনিক নং ২) ঊর্ধ্বাকাশে উৎক্ষিপ্ত করিয়া সমগ্র পৃথিবীর বিজ্ঞানী আর আপামর জনসাধারণকে পরম বিস্ময়ে বিস্মিত করিয়াছে। মানুষের হাতে-গড়া এই প্রথম স্পুৎনিকের ওজন প্রায় ১৮৪ পাউণ্ড (৮৩·৬ কিলোগ্রাম)। ভূপৃষ্ঠ হইতে ৫৬০ মাইল ঊর্ধ্বে থাকিয়া ঘণ্টায় প্রায় ১৭ হাজার মাইল বেগে চাঁদের মত বৃত্তাকারে বিশ্বপরিক্রমায় রত ছিল। এই স্পুৎনিক হইতে ট্রান্স-

মিটার যোগে যে 'বীপ্-বীপ্' সংকেতধ্বনি প্রেরিত হইত, তাহা পৃথিবীর প্রায় বেতার কেন্দ্রেই শুনিতে পাওয়া গিয়াছে (এখন আর শুনা যায় না)। সোভিয়েট ইউনিয়ন যে ২ নং স্পুৎনিক প্রেরণ করিয়াছিল, উহার ওজন প্রায় আধ টন (৫০৮৩ কিলোমিটার)। উহা পৃথিবী হইতে ৯৩০ মাইল উর্ধ্বে উঠিয়া বিশ্বপরিক্রমা করে। এই উপগ্রহের কক্ষপথ দীর্ঘতর বলিয়া পৃথিবী ঘুরিয়া আসিতে উহার অপেক্ষাকৃত একটু বেশী সময় লাগে। দ্বিতীয় স্পুৎনিকের সঙ্গে 'লায়কা' নামে একটি কুকুরও পাঠান হইয়াছিল। শুধু ইহা নহে, এই স্পুৎনিকের সঙ্গে হ্রস্ব তরঙ্গে সৌর বিকিরণ, মহাজাগতিক রশ্মি, 'লায়কা'র খাবার ও তাহার দৈনিক কার্যকলাপ এবং অবস্থার বিবরণ সংগ্রহার্থে বিবিধ যন্ত্রপাতিও রাখা হইয়াছিল।

শুধু সোভিয়েট স্পুৎনিক নহে, ১৯৫৮-র ১লা ফেব্রুয়ারী মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এক কৃত্রিম উপগ্রহ (Explorer I) এবং ১৭ই মার্চ তারিখে অপর একটি কৃত্রিম উপগ্রহ (Vanguard) শূন্যলোকে পাঠাইতে সক্ষম হইয়াছে। সোভিয়েট ও মার্কিণ-সৃষ্ট কৃত্রিম চন্দ্রে স্থাপিত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রসমূহের সাহায্যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বহু অজ্ঞাত তত্ত্ব জানা যাইবে আশা করা যায়। ইতিমধ্যেই জানা গিয়াছে যে, পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল ভূ-পৃষ্ঠ হইতে বহু সহস্র মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত। পূর্বে কিন্তু মনে করা হইত যে, ইহার বিস্তার মাত্র কয়েক শত মাইল। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, ইতিপূর্বে আশঙ্কা করা গিয়াছিল, উল্কাপ্রবাহ বা মহাজাগতিক বস্তুসমূহের সহিত প্রবল সংঘাতে কৃত্রিম উপগ্রহগুলি হয়ত বিনষ্ট হইয়া যাইবে। কিন্তু সুখের কথা উল্কাপ্রবাহ অতিক্রম করিবার কালে স্পুৎনিকে স্থাপিত বেতার প্রেরক যন্ত্রে অনুরূপ কোন দুর্ঘটনার সংবাদ পাওয়া যায় নাই। রুশ বিজ্ঞানী অধ্যাপক কে. সার্গেইয়েফ্-এর কথায়ঃ 'দ্বিতীয় স্পুৎনিক দ্বারা প্রাপ্ত মহাজাগতিক বিকিরণ সম্পর্কিত তথ্যসমূহ অতীব মূল্যবান। মহাজাগতিক বিকিরণের প্রখরতার পরিবর্তনশীল চরিত্র এবং শক্তি অনুযায়ী বস্তু কণিকার বণ্টন অনুশীলন করিয়া পৃথিবী হইতে বহু দূরবর্তী ব্যোম-দেশে, এমন কি সৌরমণ্ডলের সীমানারও বাহিরে সংঘটিত বহুবিধ প্রক্রিয়া সম্পর্কে আমরা নানা তথ্য জানিতে পারিব।...'

সূর্য-রশ্মি হইতে সোজাসুজি বিদ্যুৎ উৎপন্ন করাও সম্ভব হইয়াছে বলিয়া রুশ বিজ্ঞানীরা দাবী করিয়াছেন এবং নিকট ভবিষ্যতে খাদ্যদ্রব্যও প্রস্তুত করা সম্ভব হইবে বলিয়া তাঁহারা আশা করিতেছেন। পৃথিবী হইতে চন্দ্র, মঙ্গল গ্রহ প্রভৃতিতে পাড়ি দিবার মানুষের স্বপ্ন এখন আর অলীক—অবাস্তব বলিয়া মনে হয় না।

ডঃ নৃপেন্দ্রনাথ সেন
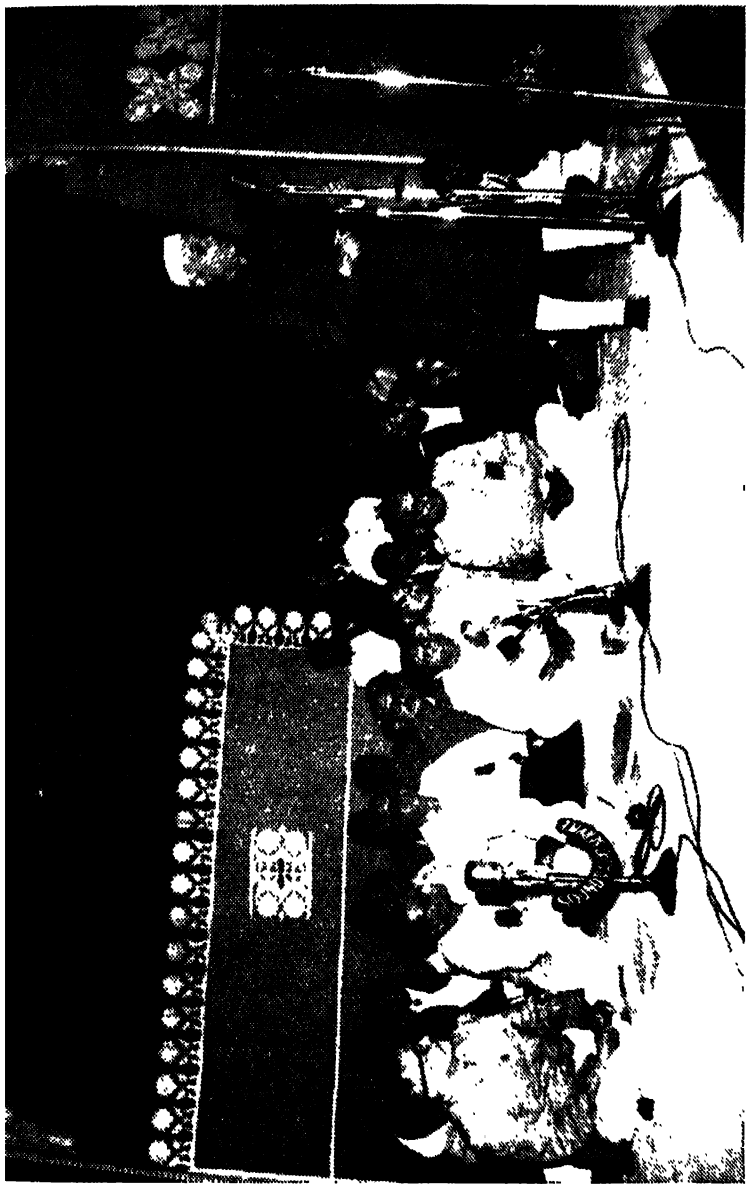
শ্রীনেহরু কলিকাতায় নিখিল ভারত লেখক সম্মেলনে ভাষণ দান করিতেছেন [সংবাদ ১৯৬ পৃষ্ঠায়]
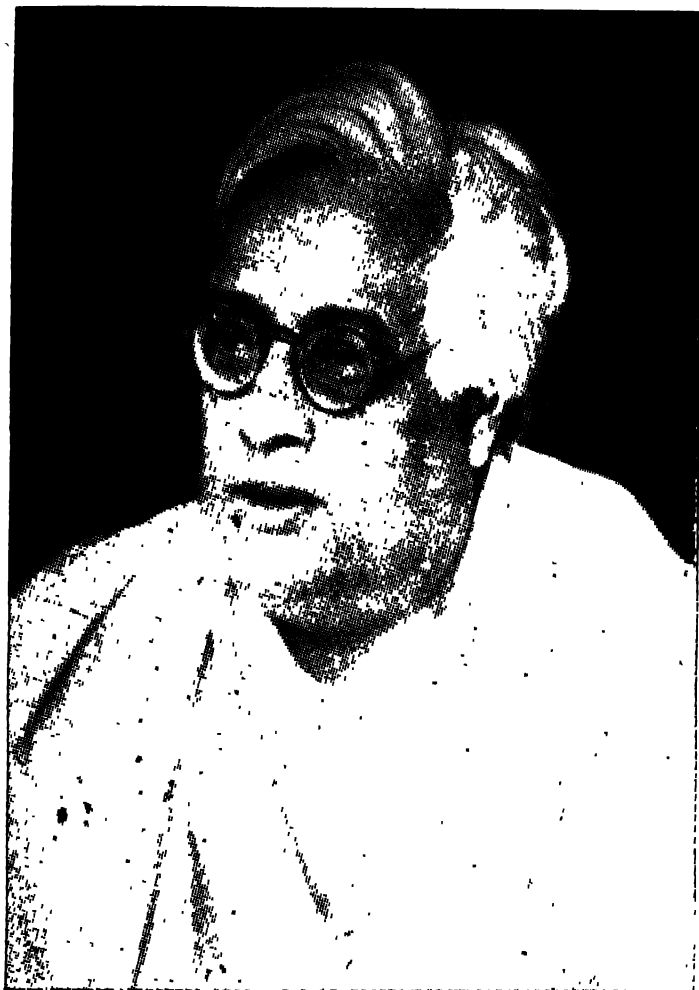
অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু
১৯৫৮ সালে লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হইয়াছেন
[সংবাদ ১৯০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]
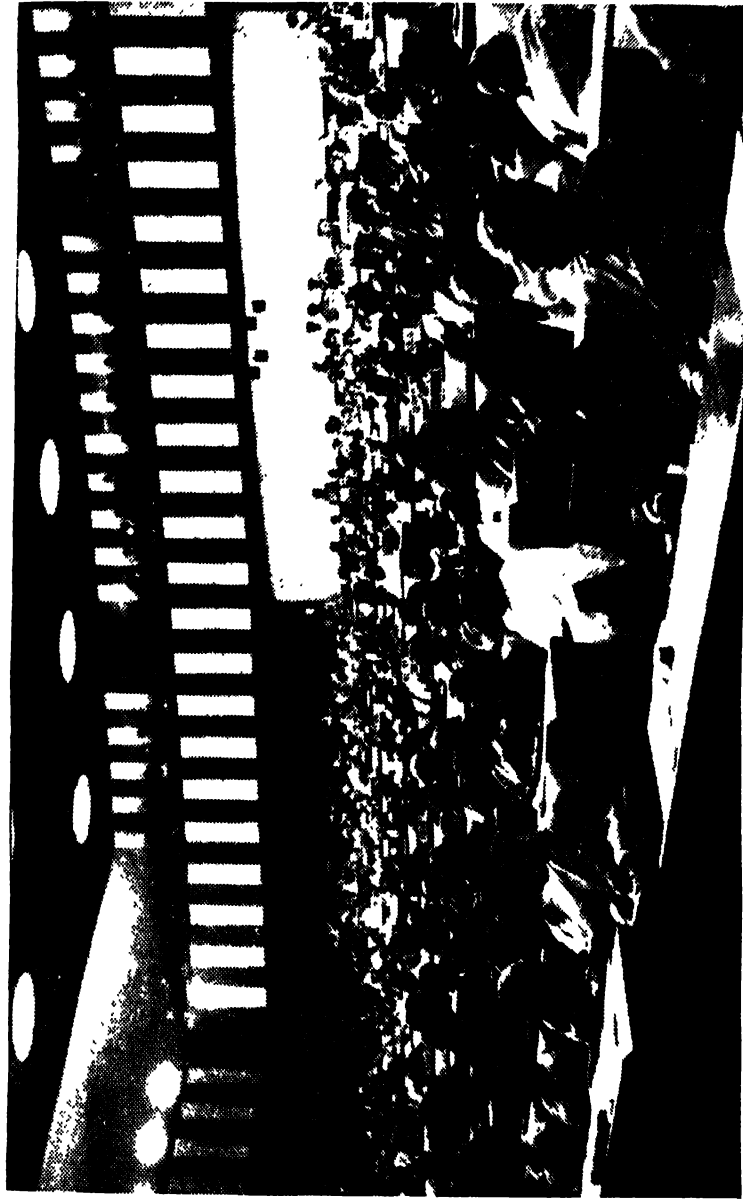
নয়াদিল্লীতে আন্তর্জাতিক রেডক্রশ সমিতির অধিবেশন [সংবাদ ৪৫ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র
১৯৫৮ সালে লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত হইয়াছেন
[সংবাদ ১৯০ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

শ্রীনেহরু হাওড়া-শেওড়াফুলি লাইনে বৈদ্যুতিক ট্রেণের উদ্বোধন করিতেছেন [সংবাদ ৯২ পৃষ্ঠায়]
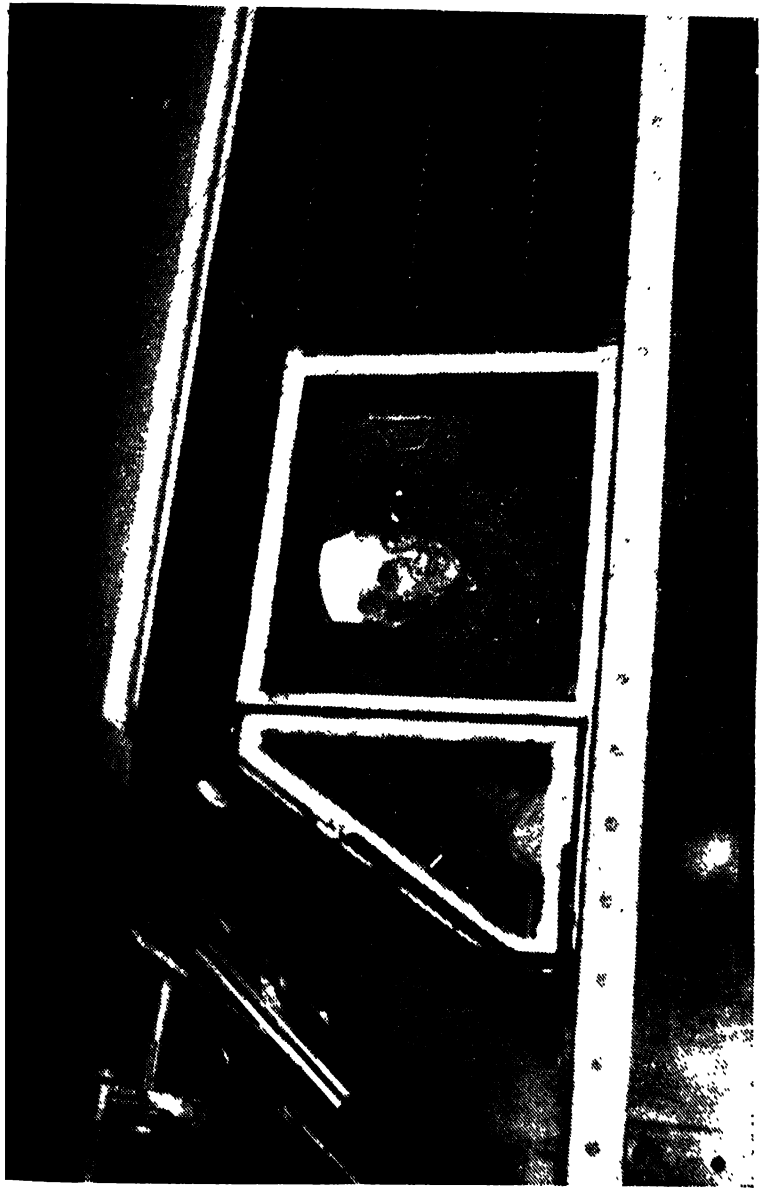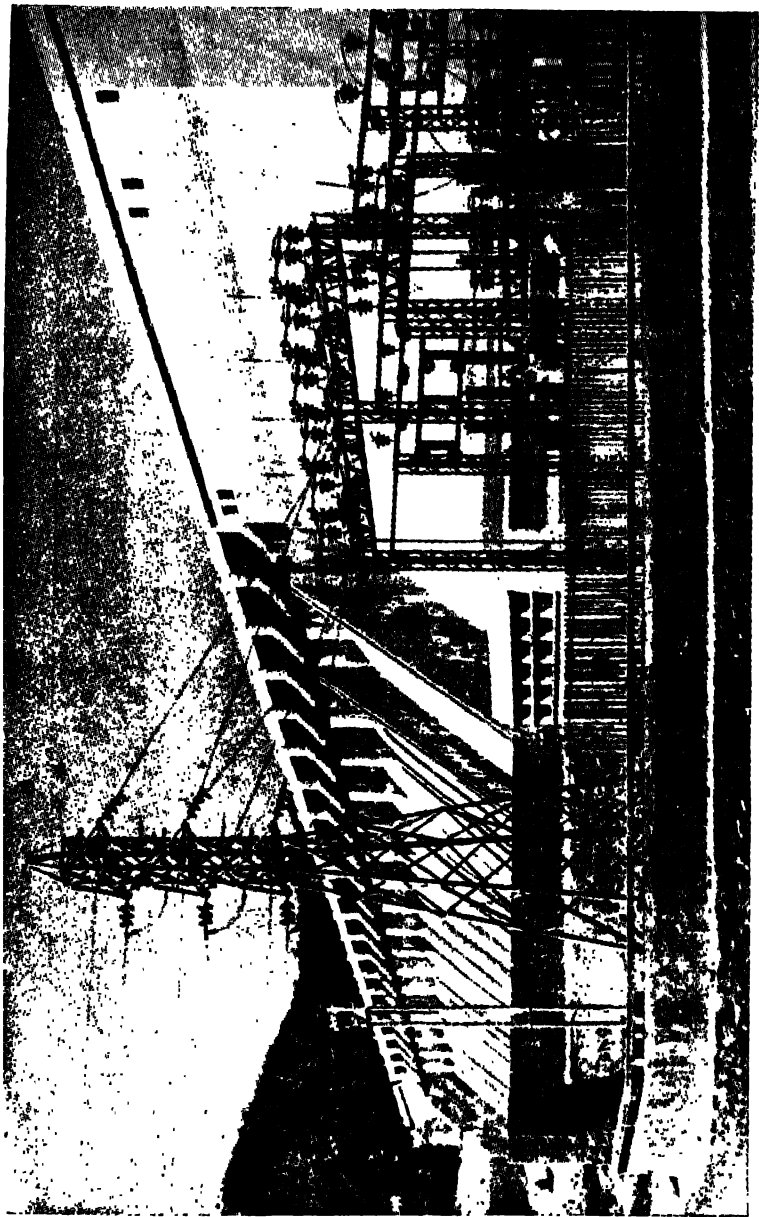
মাসাঞ্জোর (ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা) জলবিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র

শ্রীপ্রেমেন মিত্র শ্রীনেহরুর হাত হইতে 'সাহিত্য আকাদমি পুরস্কার' গ্রহণ করিতেছেন [সংবাদ ২০০ পৃষ্ঠায়]

অপরাজিত কথাচিত্র 'অপরাজিত'-এর পরিচালক শ্রীসত্যজিৎ রায়
হস্তে ভিনিস আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কার 'গোল্ডেন লায়ন'
শ্রীরায় ভারতসরকার কর্তৃক 'পদ্মশ্রী' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন

সাধারণ জ্ঞানের তথ্যাদি

বঙ্গভঙ্গ ঃ বাংলার শক্তিকে খর্ব করিয়া ভারতের স্বদেশী আন্দোলনে তাহার নেতৃত্বকে দমন করার উদ্দেশ্যে ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন বঙ্গ বিভাগ করেন। ঐ বৎসর ১৬ই অক্টোবর সম্পূর্ণ পূর্ব ও উত্তর বঙ্গ আসামের সহিত যুক্ত করিয়া একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করা হয়। এই বিভাগের বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। অতঃপর ১৯১১ সালে সম্রাট্ পঞ্চম জর্জের উপস্থিতিতে দিল্লীর দরবারে বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা রদ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়।

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড ঃ ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে ভারতব্যাপী আন্দোলন সুরু হয়। ঐ বৎসর ৬ই এপ্রিল সারা ভারতে হরতাল ঘোষিত হয়। ১৩ই এপ্রিল অমৃতসরের (পাঞ্জাব) জালিয়ানওয়ালাবাগ নামক স্থানে প্রতিবাদ জানাইবার জন্য এক সভায় সমবেত নিরস্ত্র জনতার উপর জেনারেল ও' ডায়ারের আদেশে বেপরোয়া গুলি চালাইয়া নির্মমভাবে বহু নরনারীকে হত্যা করা হয়। ইহাই 'জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড' নামে পরিচিত।

সাইমন কমিশন ঃ ১৯২৭ সালের ২৬শে নবেম্বর স্যার জন সাইমন-এর নেতৃত্বে বৃটিশ পার্লামেন্টের সাতজন সদস্য লইয়া ভারতের শাসন-সংস্কার সম্পর্কে অনুসন্ধান করার উদ্দেশ্যে একটি রাজকীয় কমিশন গঠিত হয়। এই কমিশনে কোন ভারতীয় সদস্য না থাকায় এবং উহার বিচার্য বিষয়সমূহ হইতে অবিলম্বে ভারতকে 'ডোমিনিয়নের মর্যাদা দিবার' প্রশ্নটি কার্যতঃ বাদ দেওয়ায়, দেশব্যাপী প্রবল প্রতিবাদ উত্থিত হয়। কমিশন ভারতে আগমন করিলে সর্বত্র উহাকে বয়কট করা হয়। কমিশনের রিপোর্ট যাহাতে গৃহীত না হয়, তজ্জন্য ১৯৩০ সালে গান্ধীজী অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ করেন। অবশেষে গান্ধী-আরুইন চুক্তি অনুসারে সাইমন রিপোর্ট কার্যকরী করা স্থগিত রাখা হয়।

ডাণ্ডি অভিযান ঃ ১৯৩০ সালের ১২ই মার্চ প্রাতঃকালে গান্ধীজী ৭৯ জন সত্যাগ্রহীসহ লবণ আইন ভঙ্গ করার উদ্দেশ্যে সবরমতী আশ্রম হইতে সমুদ্রোপকূলবর্তী ডাণ্ডি অভিমুখে যাত্রা করেন। ইহাই 'ডাণ্ডি অভিযান' নামে

পরিচিত। গান্ধীজী ৬ই এপ্রিল উক্ত আইন অমান্য করেন, ৫ই মে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

ক্রীপস্ মিশনঃ ১৯৪১ সালের প্রারম্ভে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরিস্থিতি মিত্রশক্তির পক্ষে অত্যন্ত সঙ্কটপূর্ণ হইয়া উঠে। ১৫ই ফেব্রুয়ারী সিঙ্গাপুরের ও ৮ই মার্চ রেঙ্গুনের পতন ঘটায় ভারতের উপর জাপানী আক্রমণ প্রত্যাসন্ন বলিয়া মনে হয়। ঐ আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য বৃটিশ সরকারের পক্ষে ভারতবাসীর পূর্ণ সহযোগিতা আবশ্যক হইয়া পড়ে। কিন্তু ভারতীয় জনমত তখন স্বাধীনতার দাবীতে বিক্ষুব্ধ। পরিস্থিতি যখন এইরূপ, তখন বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের নির্দেশে প্রগতিশীল বৃটিশ রাজনীতিক স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলির সহিত আপস মীমাংসার জন্য নয়াদিল্লী আগমন করেন (মার্চ, ১৯৪১)। ইহাই 'ক্রীপস্ মিশন' নামে প্রখ্যাত। বলাবাহুল্য, ক্রীপস্-এর দৌত্য ব্যর্থ হইয়াছিল।

ক্যাবিনেট মিশনঃ তদানীন্তন ভারতসচিব লর্ড পেথিক লরেন্সের নেতৃত্বে বৃটিশ সরকার ১৯৪৬ সালে ভারতে এক মিশন প্রেরণ করেন। তিনজন বৃটিশ মন্ত্রী উক্ত মিশনের সদস্য নির্বাচিত হন, তাঁহাদের নামঃ—(১) লর্ড পেথিক লরেন্স (ভারত সচিব), (২) স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রীপস্ (বাণিজ্য মন্ত্রী), (৩) মিঃ এ. ভি. আলেক্জাণ্ডার (নৌ সচিব)। ইহাই 'ক্যাবিনেট মিশন' নামে পরিচিত। প্রধানতঃ কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের বিরোধী দাবীর মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করিয়া ভারতবাসীর নিকট ক্ষমতা হস্তান্তর করার সুষ্ঠু পন্থা নির্ধারণ করার জন্যই এই মিশন প্রেরিত হইয়াছিল। তাঁহারা ১৯৪৬ সালের ২৩শে মার্চ ভারতে পদার্পণ করেন এবং তিনমাস কর্মব্যস্ত থাকিয়া ২৯শে জুন স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন।

র‍্যাডক্লিফ কমিশনঃ ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার প্রাক্কালে বাংলাদেশ ও পাঞ্জাব বিভাগের জন্য ৩০শে জুন বড়লাট দুইটি সীমানা কমিশন নিয়োগ করেন। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ ব্যবহারজীবী স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ উল্লিখিত উভয় কমিশনেরই সভাপতি নির্বাচিত হন। দুইটি কমিশনের সদস্যগণের নামঃ—

বাংলা সীমানা কমিশনঃ বিচারপতি বি. কে. মুখার্জি, বিচারপতি সি. সি. বিশ্বাস, বিচারপতি মহম্মদ আক্রাম এবং বিচারপতি এস. এ. রহমান।

পাঞ্জাব সীমানা কমিশনঃ বিচারপতি দীনমহম্মদ মুনীম, বিচারপতি মেহেরচাঁদ মহাজন ও বিচারপতি তেজা সিং।

পঞ্চশীল : শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থানের জন্য পালনীয় পাঁচটি নীতি 'পঞ্চশীল' নামে খ্যাত। এই ৫টি নীতি হইল :—(১) পরস্পরের ভৌগোলিক অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ না করা, (২) অনাক্রমণ, (৩) পরস্পরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা, (৪) সমমর্যাদা ও পারস্পরিক হিতাচরণ এবং (৫) শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থান। 'পঞ্চশীল' কথাটি প্রবর্তন করেন শ্রীনেহরু। ইহা প্রথম ব্যবহৃত হয় ১৯৫৪ সালের জুন মাসে নেহরু-চৌ যুক্ত বিবৃতিতে। অধুনা রাজ নীতির ক্ষেত্রে ইহা একটি নিয়ত-ব্যবহৃত শব্দ।

চতুর্বিধ স্বাধীনতা (Four Freedoms) : প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ১৯৪১ সালের ৬ই জানুয়ারী মার্কিণ কংগ্রেসে এক ভাষণ প্রসঙ্গে ঘোষণা করেন যে, মানুষের পক্ষে ৪ প্রকার স্বাধীনতা অপরিহার্য। এই ৪টি স্বাধীনতা হইল :— (১) বাক্য ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা, (২) নিজের ইচ্ছামত পদ্ধতিতে ভগবানের আরাধনার স্বাধীনতা, (৩) অভাব ও দারিদ্র্য হইতে মুক্তি এবং (৪) ভয় হইতে মুক্তি।

অতলান্তিক সনদ (Atlantic Charter) : ১৯৪১ সালের ১৪ই আগষ্ট রুজভেল্ট ও চার্চিল যুক্তভাবে স্বাক্ষর করিয়া এই সনদ প্রচার করেন। এই সনদে ৭টি প্রধান বিষয় লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। (১) আঞ্চলিক বা অন্যবিধ সম্প্রসারণ বন্ধ করা, (২) কোন অঞ্চলবিশেষের অধিবাসিগণের সুস্পষ্ট ইচ্ছা ব্যতীত উক্ত অঞ্চলের সীমার পরিবর্তন না করা, (৩) প্রত্যেক জাতির নিজের ইচ্ছামত গভর্ণমেণ্ট গঠনের অধিকার স্বীকার, (৪) যে সকল জাতির স্বাধীনতা জোর করিয়া হরণ করা হইয়াছে তাহাদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব পুনরুদ্ধার করা, (৫) বাণিজ্য ও কাঁচামাল সংগ্রহ করার ক্ষেত্রে একইরকম শর্ত প্রয়োগ করা, (৬) অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সকল জাতির মধ্যে পূর্ণ সহযোগিতা এবং (৭) নাজিবাহিনী ধ্বংস করিয়া সমগ্র জগতে শান্তি স্থাপন করা।

আরব লীগ : ১৯৪৫ সালের ২২শে মার্চ মধ্যপ্রাচ্যের আরব রাষ্ট্রগুলি একটি চুক্তি স্বাক্ষর করিয়া 'আরব লীগ' প্রতিষ্ঠা করে। মিশর, ইরাক, জর্ডান, সৌদী আরব, সিরিয়া, লেবানন এবং ইয়েমেন ইহার অন্তর্ভুক্ত। চুক্তিভুক্ত রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক মৈত্রীবন্ধন দৃঢ়তর করিযা নিজেদের রাজনৈতিক অধিকার এবং স্বাধীনতা রক্ষা করাই লীগের উদ্দেশ্য।

কমনওয়েল্থ : ইংল্যাণ্ড, কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ-আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, পাকিস্তান, সিংহল, রোডেসিয়া ও ন্যায়াসাল্যাণ্ড ফেডারেশন এই ৯টি

স্বাধীন রাষ্ট্র এবং আরও কতিপয় ছোট খাট বৃটিশ উপনিবেশ লইয়া প্রথমতঃ 'কমনওয়েল্থ' পত্তন করা হয়। ১৯৫৭ সালে 'ঘানা' (প্রাক্তন গোল্ডকোষ্ট) স্বাধীনতা লাভ করিলে কমনওয়েল্থের সদস্য শ্রেণীভুক্ত হয়। ১৯৫৭ সালে মালয়ও উহার অন্যতম সদস্য হইয়াছে। সাধারণ আদর্শ ও স্বার্থের বন্ধনে সদস্যরাষ্ট্রগুলি একতাবদ্ধ। ইংল্যাণ্ডের রাজ্ঞী কমনওয়েল্থের সর্বোচ্চ ক্ষমতার প্রতীক বলিয়া স্বীকৃত।

মার্শাল সাহায্য পরিকল্পনাঃ যুদ্ধোত্তর ইউরোপের আর্থিক পুনর্গঠনের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক্তন পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ মার্শাল যে পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন, তাহাই 'মার্শাল পবিকল্পনা' নামে খ্যাত। ১৯৫৪ সালের ৫ই জুন তিনি হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে এক বক্তৃতাদান প্রসঙ্গে তাঁহার পরিকল্পনার বিষয়বস্তু প্রকাশ করেন। অতঃপর ১৯৪৭ সালের ১২ই জুলাই তারিখে প্যারীসে ১৬টি ইউরোপীয় রাষ্ট্রের একটি বৈঠক বসে এবং উহাতে তাহারা এক অর্থ নৈতিক কার্যসূচী রচনা করে ।

মার্শাল পরিকল্পনার আমলে প্রাপ্ত অর্থদ্বারা ১৯৫০ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই তাহারা আপন আপন দেশের আর্থিক বনিয়াদ দৃঢ় করিবে—ইহাই উক্ত কার্যসূচীর লক্ষ্য। ৪ বৎসর কার্য করার জন্য ১৬টি রাষ্ট্রের পক্ষে ২২,৪০০ মিলিয়ন ডলার প্রয়োজন বলিযা দাবী করা হইয়াছিল। যাহা হউক, মার্শাল পরিকল্পনা অনুসারে উক্ত রাষ্ট্রগুলি মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র হইতে অর্থ সাহায্য লাভ করে ও পরিকল্পনার কার্য্য আরম্ভ করে।

কলম্বো পরিকল্পনাঃ ৬ বৎসর মেয়াদী এই পরিকল্পনার কার্য ১৯৫১ সালের ১লা জুলাই হইতে আরম্ভ করা হয়। দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার অনুন্নত দেশগুলির আর্থিক উন্নতি সাধন করিয়া কম্যুনিজমের প্রসার প্রতিরোধ করাই এই পরিকল্পনার লক্ষ্য। ব্রিটিশ সরকারের উদ্যোগে ১৯৫০ সালে কলম্বোতে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে এই পরিকল্পনার লক্ষ্য ও কার্যসূচী স্থির করা হয়। বৃটেন, অষ্ট্রেলিয়া, কানাডা, সিংহল, ভারত, পাকিস্তান ও নিউজিল্যাণ্ড উহাতে অংশগ্রহণ করিয়াছিল। বিভিন্ন রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত সাহায্য, ব্যাঙ্কের কাছ হইতে ঋণগ্রহণ ও সংশ্লিষ্ট দেশগুলির দেয় চাঁদা প্রভৃতিদ্বারা ১৮৬৮ মিলিয়ন পাউণ্ড অর্থ সংগ্রহ করিয়া আলোচ্য অঞ্চলের দেশগুলির শিল্প ও বিদ্যুৎ উৎপাদন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং রেলওয়ে ও সেচ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য ব্যয় করা হয়। আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক ইহার সহিত সহযোগিতা করে।

সুম্যান পরিকল্পনাঃ ১৯৫০ সালের ৯ই মে ফ্রান্সের তৎকালীন পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ সুম্যান এক প্রস্তাব করেন যে, পশ্চিম ইউরোপের সমুদয় ইস্পাত ও কয়লা এক সমবায় ব্যবস্থার অধীনে আনা হউক। বৃটিশ সরকার এই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেন কিন্তু ফ্রান্স, পশ্চিম জার্মানী, ইতালী, বেলজিয়াম, নেদারল্যাণ্ডস ও লুক্সেমবুর্গ উহা গ্রহণ করে। তদনুসারে ১৯৫২ সালের ১৬ই জুন তারিখে তাহারা এক চুক্তি সম্পাদন করিয়াছে।

ন্যাটো (NATO)ঃ North Atlantic Treaty Organisation বা উত্তর অতলান্তিক চুক্তি সংস্থার সংক্ষিপ্ত রূপ 'ন্যাটো'। ইহা সোভিয়েট রাশিয়ার অগ্রগতি প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে পশ্চিম ইউরোপের গণতন্ত্রী রাষ্ট্রগুলির চুক্তিবদ্ধ সংস্থা। সদস্য রাষ্ট্রগুলির নাম ঃ—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, বৃটেন, ফ্রান্স, ডেনমার্ক, নেদারল্যাণ্ডস, নরওয়ে, আইসল্যাণ্ড, ইটালী, বেলজিয়াম, লুক্সেমবুর্গ, পশ্চিম জার্মানী, তুরস্ক, গ্রীস, পর্তুগাল। ১৯৫১ সালের ১৯শে জুন লণ্ডনে ১২টি রাষ্ট্রের চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে ইহা জন্মলাভ করে।

সিয়াটো (SEATO)ঃ South-East Asia Treaty Organisation বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া প্রতিরক্ষা সংস্থা। এশিযার দক্ষিণ-পূর্ব, অঞ্চলে কম্যুনিজমের প্রসার বন্ধ করার উদ্দেশ্যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় এই সংস্থা গঠিত হইয়াছে। ১৯৫৪ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর ম্যানিলায ৮টি রাষ্ট্র চুক্তি স্বাক্ষর করিযা এই সংস্থা প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। উক্ত রাষ্ট্রগুলির নাম—মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স, অষ্ট্রেলিযা, ফিলিপাইন, নিউজিল্যাণ্ড, থাইল্যাণ্ড ও পাকিস্তান।

মেডো (MEDO)ঃ 'বাগদাদ্ চুক্তি' সাধারণতঃ Middle East Defence Organisation এবং সংক্ষেপে 'মেডো' বলিয়া পরিচিত। মধ্য-প্রাচ্যের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী কবার জন্য ১৯৫৫ সালের ২৪শে ফেব্রুযারী ইঙ্গ-মার্কিণ শক্তির পৃষ্ঠপোষকতায় বাগদাদে ইরাক ও তুরস্কের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। অতঃপর ক্রমে ক্রমে বৃটেন, ইরাণ ও পাকিস্তান এই চুক্তিতে যোগদান করে। ১৯৫৭ সালে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রও বাগদাদ্ চুক্তির সামরিক কমিটিতে যোগদান করিয়াছে। ইহার সদর দপ্তর বাগদাদে অবস্থিত।

ভারতীয় গণপরিষদঃ ১৬ই মে, ১৯৪৬, ক্যাবিনেট মিশন ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে যে পরিকল্পনা প্রচারিত করেন, তাহাতে ভারতের সংবিধান রচনার জন্য গণপরিষদ গঠনের কথা বলা হয়। তদনুসারে গণপরিষদ গঠিত হয় এবং ৯ই ডিসেম্বর ১৯৪৬, অস্থায়ী সভাপতি ডাঃ সচ্চিদানন্দের সভাপতিত্বে উহার প্রথম অধিবেশন হয়।

১১ই ডিসেম্বর ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ উহার স্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত হন। মুসলিম লীগের সদস্যগণ গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে যোগদান করেন নাই।

ওয়ারশ চুক্তি (Warsaw Pact)ঃ 'ন্যাটো'র প্রত্যুত্তরে কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রজোট পারস্পরিক প্রতিরক্ষার জন্য আলোচ্য চুক্তি সম্পাদন করে। ১৪ই মে, ১৯৫৫, সোভিয়েট রাশিয়া, বুলগেরিয়া, আলবেনিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া এবং হাঙ্গারী এই কয়টি কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র ওয়ারশতে এই চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। ইহার মেয়াদ ২০ বৎসর। মস্কোতে ইহার সদর দপ্তর স্থাপিত হইয়াছে এবং একটি যুক্ত সামরিক বাহিনী গঠিত হইয়াছে।

কমিনফর্ম (Cominform)ঃ Communist Information Bureau-কে সংক্ষেপে বলা হয় Cominform. ইউরোপের নয়টি কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ পোল্যাণ্ডে এক গোপন বৈঠকে ৫ই অক্টোবর, ১৯৪৭, এই সংস্থা গঠন করেন। ইহাকে ভূতপূর্ব 'কমিণ্টার্ণ'-এর (Communist International) উত্তরাধিকারী সংস্থা বলা হয়। ১৯৪৩ সালে উক্ত 'কমিণ্টার্ণ' বাতিল করা হয়। যাহাহোক, 'কমিনফর্মের' মাধ্যমে রাশিয়ার কম্যুনিস্ট পার্টি ইউরোপের অন্যান্য রাষ্ট্রের কম্যুনিস্ট পার্টির সহিত যোগাযোগ রক্ষা করে।

পলিট বুরো (Polit Bureau)ঃ Political Bureau কথাটির সংক্ষিপ্ত রূপ 'পলিট বুরো'। কম্যুনিস্ট পার্টির ও গবর্ণমেণ্টের নীতি নিয়ন্ত্রণকারী সর্বোচ্চ ক্ষমতাশীল সংস্থা। সকলদেশেই কম্যুনিস্ট পার্টির একটি 'পলিট বুরো' আছে।

॥ মনুষ্য-সৃষ্ট বিস্ময় ॥

মিশরের পিরামিডঃ নীল নদের পশ্চিম তীরে ঘিজের দক্ষিণে প্রায় ৬০ মাইল স্থান ব্যাপিয়া পিরামিডগুলি অবস্থিত। ফ্যারাওগণের সমাধিস্থান-রূপে ৩৫০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ হইতে ১৮০০ খৃষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে নির্মিত। সর্ববৃহৎ পিরামিডের আদি উচ্চতা ছিল ·৪৮২ ফুট—বর্তমানে ৪৫০ ফুট উচ্চতা আছে, ভিত্তির নিকটে ব্যাসের পরিমাপ ৭৪৬ বর্গফুট এবং ১৩ একর জমির উপর অবস্থিত। যখন অক্ষত অবস্থায় ছিল তখন মোট ২৩ লক্ষ নীল প্রস্তরখণ্ডের দ্বারা ইহা নির্মিত ছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ইহার আশেপাশে মোট ছোটখাটো আরও ৭০টি পিরামিড আছে।

রোডস্ দ্বীপের কলোসাস্ : ২৮০ খৃষ্টপূর্বাব্দে লিণ্ডাসের ক্যারেস্ কর্তৃক গ্রীক সূর্যদেবতা হেলিয়স্ বা অ্যাপোলোর ১২০ ফুট উচ্চ এই প্রতিমূর্তিটি পূর্ব-ভূমধ্যসাগরের রোডস্ দ্বীপে নির্মিত হইয়াছিল। পিতল কিংবা ব্রোঞ্জের নির্মিত এই মূর্তিটি ২২৪ খৃষ্টপূর্বাব্দের ভূমিকম্পে বিনষ্ট হয়। রোমে ১১০ ফুট উচ্চ নীরোর প্রতিমূর্তি ছিল এই ধরনের আর একটি কলোসাস্।

ব্যাবিলনের শূন্যোদ্যান : ৬০০ খৃষ্টাপূর্বাব্দে রাজা নেবুকাডনেজ্জার বর্তমান বাগদাদের দক্ষিণে ইউফ্রেটিস্ নদীর নিকটে এই শূন্যোদ্যানটি নির্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ৭৫ হইতে ৩০০ ফুট পর্যন্ত মৃত্তিকার ঊর্ধ্বে ইহার অবস্থিতি ছিল বলিয়া জনশ্রুতি।

জিউসের প্রতিমূর্তি : প্রাচীন গ্রীসের সর্বশ্রেষ্ঠ ভাস্কর ফিডিয়াস কর্তৃক চতুর্থ খৃষ্টপূর্বাব্দে দক্ষিণ-পশ্চিম গ্রীসের অলিম্পাস্ মন্দিরে গ্রীক দেবরাজ জিউসের এই ৫৮ ফুট উচ্চ প্রতিমূর্তিটি স্থাপিত হইয়াছিল। শ্বেতমর্মর, হস্তিদন্ত ও স্বর্ণ-নির্মিত এই মূর্তিটি বহু রত্নশোভিত একখানি সুদৃশ্য সিংহাসনে উপবিষ্ট ছিল। পরবর্তীকালে খৃষ্টান আক্রমণকারিগণ এই মূর্তিটি ধ্বংস করিয়াছিল।

আলেকজান্দ্রিয়ার ফ্যারোস্ : ৪০০ ফুট উচ্চ শ্বেতমর্মরনির্মিত বিশ্ব-বিখ্যাত বাতিঘর। ২৬৫ হইতে ২৪৭ খৃষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে রাজা টলেমি ফিলাডেল্‌ফাস মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া পোতাশ্রয়ের মুখে ফ্যারোস দ্বীপে এই বাতিঘরটি স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহা নির্মাণকল্পে যে ব্যয় পড়িয়াছিল আধুনিক হিসাবে তাহার পরিমাণ হইবে কমপক্ষে সাড়ে আট লক্ষ ডলার। ভূমিকম্পে ১৩৭৫ খৃষ্টাব্দে ইহা বিনষ্ট হয়।

আল্‌হামব্রা : দক্ষিণ স্পেনের গ্রাণাডার পাহাড়ের উপরে ১২৪৮ হইতে ১৩৫৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মূর রাজা আল আহ্‌মার কর্তৃক নিমিত বিরাট প্রাসাদ। চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণের চারিধারে নিমিত বৃহৎ হলঘর ও প্রকোষ্ঠ ইহার বৈশিষ্ট্য। নির্মাণকার্যের মধ্যে সূক্ষ্ম কারুকলা লক্ষণীয়। ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে মুরগণ স্পেন হইতে বিতাড়িত হইবার পর ভ্যাণ্ডালগণের আক্রমণে আল্‌হামব্রা বহুলাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

তাজমহল : ভারতবর্ষের আগ্রার গম্বুজশীর্ষসমন্বিত চতুষ্কোণাকৃতি একটি সমাধি। প্রিয়তমা পত্নী মমতাজ মহলের স্মৃতিরক্ষার্থ সম্রাট্ শাহজাহান ১৬২৯ হইতে ১৬৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বহু অর্থব্যয়ে ইহা নির্মাণ করিয়াছিলেন। ইহার

উচ্চতা ২১০ ফুট। তাজমহলের বহির্ভাগের অনেক অংশ হীরামুক্তা মাণিক্যাদির দ্বারা সূক্ষ্ম কারুকার্যখচিত ছিল। সমাধি প্রকোষ্ঠের ঠিক উর্ধ্বে অবস্থিত প্রধান গম্বুজটির উচ্চতা ৮০ ফুট ও ব্যাস ৫৮ ফুট।

মিশরের স্ফিংক্স : উত্তর মিশরের ঘিজে নামক স্থানে অবস্থিত প্রস্তর নির্মিত ও নরমুণ্ড-বিশিষ্ট অর্ধশায়িত সিংহের মূর্তি। আনুমানিক ৩৫০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে ফ্যারাও চেফ্রেস্ ইহা নির্মাণ করিয়াছিলেন বলিয়া জনশ্রুতি আছে। স্ফিংক্সটির উচ্চতা প্রায় ৬৬ ফুট, দেহের দৈর্ঘ্য ১৮৯ ফুট, লম্বালম্বিভাবে মুখের আয়তন ১৩ ফুট ৮ ইঞ্চি, নাকের দৈর্ঘ্য ৫ ফুট ৭ ইঞ্চি এবং প্রস্থে মুখের আয়তন ৭ ফুট ৭ ইঞ্চি।

চীনের প্রাচীর : প্রায় ১৪০০ মাইল দীর্ঘ, উত্তর চীন ও মঙ্গোলিয়ার সমগ্র সীমান্তে বিস্তৃত মৃত্তিকা ও প্রস্তরে নির্মিত প্রাচীর। চীন সম্রাট্ শি হোয়াং-এর আমলে খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে ইহার নির্মাণকার্য আরম্ভ হইলেও ইহার অধিকাংশ সমাপ্ত হইযাছিল সিঙ্ সম্রাটগণের আমলে ১৩৬৮ হইতে ১৬৪৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। প্রতি ১০০ গজ অন্তর ৪০ ফুট উচ্চ এক একটি গম্বুজ আছে। প্রাচীরের পাদদেশের বিস্তৃতি ১৫ হইতে ৩৫ ফুটের মধ্যে, উচ্চতা ২০ হইতে ৩০ ফুট পর্যন্ত ও প্রাচীরের উপরিভাগের বিস্তৃতি ১৫ ফুট।

জাভার বুদ্ধ মন্দির বা বড় বুদর : ৮ম কিংবা ৯ম শতাব্দীতে জাভাদ্বীপে আগ্নেয়গিরি হইতে নির্গত লাভার দ্বারা নির্মিত। মন্দিরটি প্রায় ১৫০ ফুট উচ্চ—সিঁড়ির আকারে নির্মিত সাতটি দেয়ালের দ্বারা পরিবেষ্টিত—উর্ধ্বে ৫২ ফুট পরিধির একটি চূড়া। মন্দিরের পাদদেশের প্রত্যেক দিকের দৈর্ঘ্য ৫২০ ফুট।

রোমের সেণ্ট পিটার্স গির্জা : পৃথিবীর বৃহত্তম গির্জা—ইটালীর রাজধানী রোমে ১৮ হাজার বর্গগজ পরিমিত স্থানের উপর নির্মিত। ১৪৫০ খৃষ্টাব্দে পোপ দ্বিতীয় জুলিয়াসের সময় ইহার কার্যারম্ভ হয় এবং ১৬৩২ খৃষ্টাব্দে ইহার কার্য শেষ হয়। এই গির্জাটির সর্বোচ্চ দৈর্ঘ্য ৬৩৬ ফুট। উপাসনাদি উপলক্ষে এই গির্জায় ৫৪ হাজার নরনারীর স্থান সঙ্কুলান হয়।

তিব্বতের পোতালা : তিব্বতের ধর্মগুরু ও শাসক দালাই লামার আবাস-গৃহ। কিয়ু চু নদীর তীরে রাজধানী লাসার কাছে পোতালা পাহাড়ের

উপর ইহা অবস্থিত। এই বাসগৃহের দৈর্ঘ্য ৯০০ ফুট—গিরিদুর্গের মত দেখিতে—মাটি হইতে সর্বোচ্চ গম্বুজের উচ্চতা ৪০০ ফুট। এই গৃহের মধ্যে দালাই লামার বাসস্থান, অতিথি অভ্যাগতগণের অভ্যর্থনার স্থান ও বহু উপাসনার মন্দির আছে।

শোয়ে ডাগন প্যাগোডা: ব্রহ্মদেশের রেঙ্গুনে অবস্থিত; বুদ্ধদেব ব্রহ্মের কয়েকজন ব্যবসায়ীকে নিজের আটগাছা চুল উপহার দিয়াছিলেন, তাহা রাখিবার জন্য এই প্যাগোডা নির্মিত হয়। প্যাগোডার চারিদিকে আরও বহু ক্ষুদ্র মন্দির আছে। ইহার পাদদেশের পরিধি ১৩৫০ ফুট এবং শীর্ষদেশ স্বর্ণপত্রে আবৃত।

রোমের কলোসিয়াম: একটি ডিম্বাকৃতি রোমান অ্যাম্পিথিয়েটারের ধ্বংসাবশেষ। ইহার পরিধি ১৬৮০ ফুট। ৭৫ খৃষ্টাব্দে ভেস্‌পাসিয়ান ইহার নির্মাণকার্য আরম্ভ করেন ও পাঁচ বৎসর পরে টাইটাস্‌ নির্মাণকার্য সমাপ্ত করেন। মর্মর পাথর ও কংক্রিটে নির্মিত এই অ্যাম্পিথিয়েটারে পর পর তিন সারি খিলান ছিল এবং অক্ষত অবস্থায় এই কলোসিয়ামে ৮০ হাজার দর্শকের বসিবার ব্যবস্থা ছিল। ইহার উচ্চতা ছিল ১৫৭ ফুট এবং মঞ্চের দৈর্ঘ্য ছিল ২৮৫ ফুট ও প্রস্থ ছিল ১৮২ ফুট।

এম্পায়ার ষ্টেট বিল্ডিং: ১০২ তলা সমন্বিত ও ১২৫০ ফুট উচ্চ নিউ ইয়র্কের এই অট্টালিকা পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ ভবন। ১৯৩১ সালে ইহার নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়। ৮৬তম তলার উপরে পর্যবেক্ষণের জন্য যে গ্যালারি আছে সেখান হইতে ২৫ মাইল পর্যন্ত দৃশ্যাদি দৃষ্টিপথে পড়ে।

স্বাধীনতার মূর্তি: নিউইয়র্ক বন্দরে পোতাশ্রয়ের মুখে বেড্‌লোর দ্বীপে এই মূর্তিটি স্থাপিত আছে। আমেরিকার স্বাধীনতা অর্জনের শতবার্ষিকী উপলক্ষে ফরাসী গভর্ণমেণ্ট এই মূর্তিটি মার্কিণ জনসাধারণকে উপহার দিয়াছিলেন। ইহা প্রসিদ্ধ ভাস্কর ফ্রেডারিক্‌ বার্থল্ডি কর্তৃক নির্মিত। ইহা হাতে জ্বলন্ত আলোকবর্তিকাধারিণী একটি নারীমূর্তি। মূর্তির নিজ উচ্চতা ১৫১ ফুট, কিন্তু ভিত্তির পাদদেশ হইতে মূর্তির হাতের আলোকবর্তিকা পর্যন্ত উচ্চতা হইল ৩১০ ফুট। মূর্তিটি ধাতুনির্মিত ও ভিতর ফাঁপা হইলেও ইহার ওজন ২২৫ টন। মূর্তির অভ্যন্তরে প্রায় শীর্ষদেশ পর্যন্ত একটি সিঁড়ি আছে। মূর্তির পাদদেশে এম্মা ল্যাজারসের একটি কবিতা খোদাই করা আছে।

॥ পৃথিবীর কতকগুলি আদিম উপজাতি ॥

অ্যাপাচেস্ঃ আরিজোনা ও নিউ মেক্সিকোনিবাসী যাযাবর রেড ইণ্ডিয়ানদের একটি গোষ্ঠী।

আজ্‌টেকঃ মেক্সিকোয় হিস্পানীয় যুগের পূর্ববর্তী সভ্যতাস্থাপনকারী জাতি।

বাস্কস্ঃ ফ্রান্স ও স্পেনের সীমান্তে বসবাসকারী একটি উপজাতি—হয়তো কয়েকটি ভিন্ন ভিন্ন জাতির সংমিশ্রণে ইহাদের গোষ্ঠী গঠিত। ইহাদের ভাষার উদ্ভবসূত্র খুঁজিয়া বাহির করা প্রায় অসাধ্য—বর্তমানে ইহাই ইউরোপের একমাত্র অনার্য ভাষা।

বেদুইনঃ আরবদেশ ও উত্তর আফ্রিকার সেমিটিক জাতীয় যাযাবর গোষ্ঠী।

বার্বারঃ উত্তর-পশ্চিম আফ্রিকার সর্বাধিক সংখ্যাবিশিষ্ট উপজাতি। ইহাদের মধ্যে ইউরোপীয়, আরব ও নিগ্রো রক্তের সংমিশ্রণ দেখা যায়। পুরাতন হামিটিক ভাষার সঙ্গে ইহাদের ভাষার গভীর সম্বন্ধ দেখা যায়। ধর্মের দিক হইতে ইহারা মুসলমান।

বুশমেন্ঃ দক্ষিণ আফ্রিকার নিগ্রোয়েড শ্রেণীর আদিম উপজাতি।

কসাকঃ ডন ও নীপার নদীর তীরে রাশিয়ার পূর্ব ও দক্ষিণ সীমান্তের অধিবাসী।

ক্রোসীয়ঃ সার্ব জাতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধবিশিষ্ট শ্লাভ শ্রেণীর একটি শাখা—দক্ষিণ ইউরোপে দেখা যায়।

এস্কিমোঃ উত্তর আমেরিকা ও উত্তর-পূর্ব এশিয়ার সুমেরু অঞ্চলস্থিত অধিবাসী। ইহাদিগকে আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানদের সমগোত্রীয় বলিয়া মনে করা হয়। ভৌগোলিক দিক হইতে ইহারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বহু দূরে বাস করিলেও ইহাদের ভাষা ও সংস্কৃতির মধ্যে আশ্চর্য মিল দেখা যায়।

জিপ্‌সীঃ এক শ্রেণীর যাযাবর মানব-গোষ্ঠী। পৃথিবীর বহু দেশে ইহাদের দেখা যায়। ইহাদিগকে ভারতীয় কোন উপজাতির বংশধর বলিয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন। ইহাদের ভাষা সংস্কৃত হইতে উদ্ভূত। হাঙ্গারী ও রুমানিয়ায় জিপ্‌সীদের বিরাট বিরাট কেন্দ্র আছে।

হ্যামাইট্ঃ কৃষ্ণকায় অথচ নিগ্রো নয়; ইহাদিগকে উত্তর-পূর্ব আফ্রিকায় দেখা যায়।

হটেন্‌টট্‌ঃ দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকাবাসী নিগ্রোয়েড শ্রেণীর উপজাতি।

রেড্‌ ইণ্ডিয়ানঃ আমেরিকায় ইহাদিগকে ইণ্ডিয়ান বলা হয়—কলম্বস্‌ ইহাদিগকে এই নাম দিয়াছিলেন। ইহারা দেখিতে তাম্রবর্ণ, মাথায় কৃষ্ণবর্ণ খাড়া খাড়া চুল। ইহারা উত্তর-পূর্ব এশিয়ার জনগণ হইতে উদ্ভূত—ইহাই বিশেষজ্ঞদের ধারণা।

মাগিয়ারঃ কেন্দ্রীয় হাঙ্গারীর অধিবাসী একটি উপজাতি—তাতার উপজাতি হইতে উদ্ভূত। ইহারা ফিনো-উগ্রিয়ান ভাষায় কথা বলে।

মালয়ঃ বাদামী রঙের উপজাতি—মালয় উপদ্বীপ, পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, ফিলিপাইন ও প্রশান্ত মহাসাগরের অন্যান্য দ্বীপে ইহাদিগকে দেখা যায়। ইহাদের মধ্যে আবার মঙ্গোলীয় ও ককেশীয়—এই দুই শ্রেণীর নরনারীই আছে। ইহাদের অনেকেই মুসলমান ধর্মাবলম্বী।

মাওরীঃ নিউজিল্যাণ্ডের অধিবাসী সভ্য পলিনেশীয় উপজাতি।

মেলানেশীয়ঃ অষ্ট্রেলিয়ার উত্তর-পূর্ব দিকস্থিত মেলানেশিয়া দ্বীপের নিগ্রোয়েড শ্রেণীর অধিবাসী।

মূরঃ মরক্কোর জনগণকে এই নামে অভিহিত করা হয়। ইহারা কৃষ্ণকায় এবং ইহাদের দেহে আরব ও বার্বার রক্তের সংমিশ্রণ আছে। ইহারা মুসলমান ধর্মাবলম্বী।

নেগ্রিলোঃ পীতবর্ণের একটি নিগ্রোয়েড উপজাতি। আফ্রিকার কঙ্গো দেশে ইহাদিগকে দেখা যায়।

নেগ্রিটোঃ আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ, ফিলিপাইন ও মালয় উপদ্বীপে দৃষ্ট ক্ষুদ্রাকৃতি নিগ্রোয়েড শ্রেণীর উপজাতি।

পলিনেশীয়ঃ প্রশান্ত মহাসাগরের পূর্বপ্রান্তস্থিত দ্বীপপুঞ্জের বাদামী দেহবর্ণ বিশিষ্ট অধিবাসী। ইহাদের দেহাকৃতি অত্যন্ত দীর্ঘ।

স্লাভ্‌ঃ কেন্দ্রীয় ও পূর্ব-ইউরোপের অধিবাসিগণকে এই নামে অভিহিত করা হয়। বর্তমানে রুশ, বুলগেরীয়, সার্ব, ক্রোট, স্লোভেনীয়, হাঙ্গারীয়দের একাংশ, চেক, স্লোভাক ও পোলিশ—ইহারা সকলেই স্লাভজাতির পর্যায়ে পড়ে। জাতি অপেক্ষা ভাষার সম্পর্কই ইহাদের মধ্যে অধিকতর ঘনিষ্ঠ।

॥ বিখ্যাত আবিষ্কারসমূহ ও আবিষ্কারকদের নাম ॥

খৃষ্টাব্দ	আবিষ্কার	আবিষ্কারক	দেশ
১৪৫০	আধুনিক ছাপাখানা	গুটেন বার্গ	(জার্মানী)
১৬০৮	দুরবীন	লিপার্সি	(হল্যাণ্ড)
১৬৭৫	মাইক্রোস্কোপ ও প্রথম জীবাণু দর্শন	লিউবেনহোক	(হল্যাণ্ড)
১৬৮২	হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া ও রক্তের সঞ্চালন	উলিয়াম হার্ভে	(ইংল্যাণ্ড)
১৬৮৭	মাধ্যাকর্ষণ	আইজ্যাক নিউটন	(ইংল্যাণ্ড)
১৭৪৫	লিডেনজার কণ্ডেন্সার	ফন ক্লাইষ্ট	
১৭৬৫	স্টীম ইঞ্জিন	জেমস্ ওয়াট্	(স্কটল্যাণ্ড)
১৭৬৬	হাইড্রোজেন	হেন্‌রী ক্যাভেণ্ডিস	(ইংল্যাণ্ড)
১৭৭৪	অক্সিজেন	জোসেপ্ প্রিষ্টলি	(ইংল্যাণ্ড)
১৭৮৩	বেলুন	মনগোলফিয়ের	(ফ্রান্স)
১৭৯৬	বসন্তের টিকা	এডওয়ার্ড জেনার	(ইংল্যাণ্ড)
১৮০০	চলমান বিদ্যুৎ ও সেল	কাউণ্ট এলেসাণ্ডো ভোণ্টা	(ইটালী)
১৮০৭	স্টীম বোট	রবার্ট ফুলটন	(আমেরিকা)
১৮১৫	কয়লা খনির আলো	হামফ্রে ডেভি	(ইংল্যাণ্ড)
১৮১৯	ষ্টেথেস্কোপ	রেণী লেনেক	(ফ্রান্স)
১৮২৭	দেশলাই	জন ওয়াকার	(ইংল্যাণ্ড)
১৮২৯	স্টীম লোকোমটিভ	জর্জ স্টিফেনসন	(ইংল্যাণ্ড)
১৮৩১	ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ইণ্ডাকসান	মাইকেল ফ্যারাডে	(ইংল্যাণ্ড)
১৮৩২	ইলেক্‌ট্রিক টেলিগ্রাফ	সেমুয়েল মর্স	(আমেরিকা)
১৮৩৫	রিভলভার	কোণ্ট	(আমেরিকা)
১৮৪২	ইথার	লং	(আমেরিকা)
১৮৪৬	সেলাইকল	ইলিয়াস হাউই	(আমেরিকা)
১৮৫২	লিফট্	ওটিস	(আমেরিকা)
১৮৫৬	ইস্পাত	হেনরী বেসেমার	(ইংল্যাণ্ড)
১৮৫৯	অভিব্যক্তিবাদ	চার্লস ডারুইন	(ইংল্যাণ্ড)
১৮৬৫	বংশগতির সূত্র	গ্রিগার মেণ্ডেল	(অস্ট্রিয়া)
১৮৬৬	ডিনামাইট	আলফ্রেড নোবেল	(সুইডেন)
১৮৬৮	টাইপরাইটার	সোলস	(আমেরিকা)
১৮৬৯	এয়ার ব্রেক	ওয়েষ্টিং হাউস	(আমেরিকা)
১৮৭৬	টেলিফোন	গ্রেহাম বেল	(আমেরিকা)
১৮৭৭	মাইক্রোফোন	বার্লিনার	(আমেরিকা)
১৮৭৭	ফনোগ্রাফ	টমাস আলভা এডিসন	(আমেরিকা)
১৮৭৯	ইলেক্‌ট্রিক বালব	টমাস আলভা এডিসন	(আমেরিকা)
১৮৮০	টিটেনাস বীজাণু	নিকোলেয়ার	

১৮৮০	টাইফয়েড বীজাণু	এবার্টগ্যাফ্‌কি	
১৮৮৪	ফাউন্টেন পেন	ওয়াটারম্যান	(আমেরিকা)
১৮৮৫	লাইনোটাইপ	মার্গেন্থেলার	(আমেরিকা)
"	ইলেকট্রিক ট্রান্সফরমার	স্ট্যানলি	
১৮৮৭	ইলেকট্রিক মোটর	নিকোলা টেস্‌লা	(চেকোশ্লোভাকিয়া)
১৮৮৮	ক্যামেরা	ইস্টম্যান কোডাক	(আমেরিকা)
১৮৯৩	ডিজেল ইঞ্জিন	রুডলফ ডিজেল	(জার্মানী)
১৮৯৫	ফটো ইলেক্‌ট্রিক সেল	এলষ্টার ও গাইটেল	(জার্মানী)
১৮৯৫	এক্সরে	কনরেড উইলেম রণ্টেন	(জার্মানী)
১৮৯৬	বেতার বার্তা প্রেরণ	জি. মার্কণি	(ইটালী)
১৮৯৭	ইলেক্‌ট্রন	জে. জে. টম্‌সন্‌	(ইংল্যাণ্ড)
১৮৯৮	রেডিয়াম	পিয়েরে ক্যুরী ও ম্যাডাম ক্যুরী	(ফ্রান্স)
১৯০০	সাবমেরিন	হল্যাণ্ড	(আমেরিকা)
১৯০২	আলোর গতি	এ. এ. মাইকেলসন	(আমেরিকা)
১৯০৩	এরোপ্লেন	রাইট ভ্রাতৃদ্বয়	(আমেরিকা)
১৯১৩	পারমাণবিক সংখ্যা	মোজলি	(ইংলাণ্ড)
১৯১৪	যুদ্ধের ট্যাঙ্ক	সুইনটন	(ইংল্যাণ্ড)
১৯২৫	টেলিভিসন	বেয়াড	(স্কটল্যাণ্ড)
১৯৩২	ডয়টেরিয়াম (ভারী হাইড্রোজেন)	হ্যারল্ড উরে	
১৯৩২	সালফা ড্রাগস্‌	জেরার্ড ডোম্যাক	(জার্মানী)
১৯৩৪	ভারীজল	হ্যারল্ড উরে	
১৯৩৭	নাইলন	কারুথার্স	(আমেরিকা)
১৯৩৮	পেনিসিলিন	এ. ফ্লেমিং ও হাওয়াড ফ্লেরি	(ইংল্যাণ্ড)
১৯৪১	ডি ডি টি	পল মূলার	(সুইজারল্যাণ্ড)

॥ স্মরণীয় তারিখসমূহ—আন্তর্জাতিক ঘটনা ॥

খৃষ্টপূর্বাব্দ

৮০০—কার্থেজ নগরী নির্মাণ।

৭৫৩—রোম মহানগরীর পত্তন।

৬০৯—নিনেভের পতন ;

৬০৫—পারস্যে জোরোয়াষ্টারের উদ্ভব।

৫৬৩—চীনে কনফুসিয়াস ও লাও সে-র জীবিতকাল।

৪৯৫—গ্রীক নাট্যকার সফোক্লিসের জন্ম।

৪৯০—ম্যারাথনের যুদ্ধ।

৪৮০—থার্মপলি ও সালামিসের যুদ্ধ।

" গ্রীক নাট্যকার ইউরিপিডেসের জন্ম।

৪২৭—দার্শনিক প্লেটোর জন্ম।

৩৯৯—বিষপানে সক্রেটিসের মৃত্যু।

৩৮৫—ডেমোস্থিনিসের জন্ম।

৩৮৪—এ্যারিষ্টোটলের জন্ম।

৩৫৬—মহাবীর আলেকজাণ্ডারের জন্ম।

৩৩৬—ফিলিপ নিহত—আলেকজাণ্ডারের সিংহাসনে আরোহণ।

৩৩২—আলেকজাণ্ডারের মিশর বিজয় ও আলেকজান্দ্রিয়া শহরের পত্তন।

৩২৩—আলেকজাণ্ডারের মৃত্যু।

২৮৭—আর্কিমিডিসের জন্ম।

২১৪—চীনের প্রাচীর নির্মাণারম্ভ।
১০২—জুলিয়াস সিজারের জন্ম।
৫৫—জুলিয়াস সিজারের বৃটেন আক্রমণ।
৪৪—জুলিয়াস সিজার নিহত; অ্যাণ্টনি কর্তৃক রোম অধিকৃত।
২৭—রোম সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা।
৪—যীশুখৃষ্টের প্রকৃত জন্ম সাল।

খৃষ্টাব্দ

৩০—ক্রুশবিদ্ধ অবস্থায় যীশুখৃষ্ট নিহত।
৫৪—নীরোর সম্রাটত্ব লাভ।
৬৪—নীরো কতৃক রোম নগরী ভস্মীভূত।
৭৯—পম্পিয়াই শহর ধ্বংস।
৩২৩—কনষ্টান্টিনোপলের গোড়াপত্তন।
৩৫৪—সেণ্ট অগাষ্টিনের জন্ম।
৪১১—রোমান সেনাদলের বৃটেন ত্যাগ।
৪৫২—ভেনিসের পত্তন।
৫৬০—ইংল্যাণ্ডে খৃষ্টধর্মের সূত্রপাত।
৫৯০—হজরত মহম্মদের জন্ম।
৬১১—মহম্মদের ইসলামধর্ম প্রচার আরম্ভ।
৬২২—হিজিরা তারিখ গণনা আরম্ভ।
৬৩৭—খলিফা ওমরের জেরুজালেম দখল।
৭৬২—বাগদাদের প্রতিষ্ঠা।
৭৮৬—বাগ্‌দাদের খলিফা পদে হারুণ-অল-রসিদ।
৮২৮—ইংল্যাণ্ডের প্রথম রাজার পদে এলবার্ট।
১০১৬—ইংল্যাণ্ড, ডেনমার্ক ও নরওয়ের রাজ-পদে ক্যানিউট্।
১০৬৬—নর্মাণ্ডির ডিউক উইলয়াম কর্তৃক ইংল্যাণ্ড বিজয়।
১০৯৫—প্রথম ধর্ম যুদ্ধ (ক্রুসেড)।
১০৯৭—ওয়েষ্টমিনিষ্টার হল নির্মাণ।
১১৪৭—দ্বিতীয় ধর্মযুদ্ধ।
১১৮৯—তৃতীয় ধর্মযুদ্ধ।
১২০২—চতুর্থ ধর্মযুদ্ধ।
১২১৪—চেঙ্গিস্ খাঁর পিকিং অধিকার।
১২১৫—ম্যাগ্‌না কার্টা স্বাক্ষরিত।
১২১৭—পঞ্চম ধর্মযুদ্ধ।
১২২৭—চেঙ্গিস্ খাঁর মৃত্যু।
১২২৮—ষষ্ঠ ধর্মযুদ্ধ; খৃষ্টানগণ জেরুজালেম দখল।
১২৪৪—সপ্তম ধর্মযুদ্ধ; মিশরের সুলতান কর্তৃক জেরুজালেম পুনঃ দখল।
১২৬৫—ইংল্যাণ্ডে প্রথম কমন্স সভার অধিবেশন।
মহাকবি দান্তের জন্ম।
১২৭১—মার্কো পলোর ভ্রমণ আরম্ভ।
১২৮৮-৯৩—ভারতে মার্কো পলো।
১২৯৫—মার্কো পলোর ভেনিসে প্রত্যাবর্তন।
ইংল্যাণ্ডে প্রথম নিয়মিত পার্লামেন্টের কার্যারম্ভ।
১৪০০—'কেণ্টারবেরী টেলস' রচয়িতা প্রথম ইংরাজ কবি চসারের মৃত্যু।
১৪০৫—তৈমুরলঙ্গের মৃত্যু।
১৪৩১—জোয়ান অব আর্ক অগ্নিদগ্ধ।
১৪৬৯—ম্যাকিয়াভেলির জন্ম।
১৪৯২—কলম্বসের সমুদ্র যাত্রা।
১৫৬৪—সেক্সপীয়রের জন্ম।
১৬১৬—সেক্সপীয়রের মৃত্যু।
১৬১৮—ইউরোপে ৩০ বৎসরের যুদ্ধারম্ভ।
১৬৪৯—ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম চার্লসের ফাঁসি —ক্রমওয়েল কর্তৃক ক্ষমতা অধিকার।
১৬৫৮—ক্রমওয়েলের মৃত্যু।
১৬৮৯—রাশিয়ায় পিটার দি গ্রেটের রাজত্ব।
১৭৬৯—নেপোলিয়নের জন্ম।
১৭৭৬—আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা।
১৭৮৮—অষ্ট্রেলিয়ার পোর্ট জ্যাকসনে বৃটিশদের প্রথম উপনিবেশ স্থাপন।
১৭৮৯—ফরাসী বিপ্লব আরম্ভ
আমেরিকার প্রথম প্রেসিডেণ্ট পদে জর্জ ওয়াশিংটন।
১৭৯৩—ফরাসী সম্রাট চতুর্দশ লুই ও সম্রাজ্ঞী ম্যারী আঁতোয়ানের ফাঁসি।
১৮০৪—ফ্রান্সের সম্রাটপদে নেপোলিয়ন।
১৮১২—নেপোলিয়নের রাশিয়া আক্রমণ ও মস্কো হইতে পশ্চাদপসরণ।
১৮১৪—নেপোলিয়নের সিংহাসন ত্যাগ।
১৮১৫—ওয়াটারলুর যুদ্ধে নেপোলিয়নের

পরাজয় ও সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে বন্দী।

১৮২১—নেপোলিয়নের মৃত্যু। গ্রীক বিদ্রোহ।

১৮২৩—আমেরিকা কর্তৃক 'মুনরো নীতি' ঘোষণা।

১৮২৫—ইংল্যাণ্ডে ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন অনুমোদিত।

১৮৩৭—রাণী ভিক্টোরিয়ার সিংহাসন লাভ।

১৮৪৮—কার্ল মার্কস্ ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলস্ কর্তৃক 'কম্যুনিস্ট ইস্তাহার' প্রচার।

১৮৮১—চার্লস ডারুইনের মৃত্যু।

১৮৮৩—কার্ল মার্ক্সের মৃত্যু।

১৯০৪-৫—রুশ-জাপান যুদ্ধ।

১৯০৯—রবার্ট ই. পিয়ারী কর্তৃক উত্তরমেরু আবিষ্কার।

ফ্রান্স হইতে এরোপ্লেনযোগে মঁসিয়ে ব্লেরিয়োর ইংল্যাণ্ডে আগমন।

১৯১২—চীন-প্রজাতন্ত্রের জন্ম।

১৯১৪—প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ।

১৯১৭—রাশিয়ায় দুইদফা বিদ্রোহ—বলশেভিক রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত।

১৯১৮—প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান।

১৯১৯-২০—ভার্সাই-এর শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত।

১৯২০—জাতিসঙ্ঘের প্রথম অধিবেশন।

১৯২১—আয়ার্ল্যাণ্ডের স্বাধীনতা লাভ।

১৯২৪—বৃটেনে প্রথম শ্রমিক গভর্ণমেণ্ট।

লেনিনের মৃত্যু।

১৯২৮—নিউইয়র্কে প্রথম সবাক-চিত্র প্রদর্শন।

১৯৩৩—জাপানের জাতিসঙ্ঘ ত্যাগ।

লণ্ডনে ৬৬টি দেশের বিশ্বসম্মেলন।

আফগানিস্তানে আমীর নাদির শাহ নিহত।

১৯৩৪—জার্মানীর প্রেসিডেণ্ট ফন হিণ্ডেনবুর্গের মৃত্যু এবং প্রেসিডেণ্ট ও চ্যান্সেলরপদে হের হিটলার।

১৯৩৪—সোভিয়েট রাশিয়া জাতিসঙ্ঘের সদস্য শ্রেণীভুক্ত।

স্পেনে বিপ্লব আরম্ভ।

১৯৩৫—আবিসিনিয়ার বিরুদ্ধে ইটালীর যুদ্ধ—ইটালীর বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ-ব্যবস্থা প্রয়োগ।

১৯৩৮—হিটলার কর্তৃক অষ্ট্রিয়া দখল; মিউনিক চুক্তি—জার্মানী কর্তৃক সুদেতেনল্যাণ্ড দখল।

১৯৩৯—জার্মান-সোভিয়েট পারস্পরিক অনাক্রমণ চুক্তি।

জার্মানীর পোল্যাণ্ড আক্রমণ ও দ্বিতীয়-বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভ।

১৯৪১—জার্মানী কর্তৃক সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণ ও আমেরিকার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা।

বৃটেন ও আমেরিকার বিরুদ্ধে জাপানের যুদ্ধ ঘোষণা।

১৯৪৫—জার্মানীর আত্মসমর্পণ।

জাপানের আত্মসমর্পণ।

১৯৪৬—লণ্ডনে জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের প্রথম অধিবেশন।

১৯৪৮—প্যালেষ্টাইনে ইহুদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা।

১৯৪৯—সমগ্র চীনে কম্যুনিস্ট অধিকার প্রতিষ্ঠা; চিয়াংকাইসেকের ফরমোসা দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ।

১৯৫৩—তেনজিং নোরকে ও এ্যাড্মণ্ড হিলারী কর্তৃক এভারেষ্ট গিরিশৃঙ্গ বিজয়।

১৯৫৬—ব্রিটেন ও ফ্রান্স কর্তৃক সুয়েজ আক্রমণ।

১৯৫৭—রাশিয়া কর্তৃক কৃত্রিম উপগ্রহ প্রেরণ।

॥ স্মরণীয় তারিখসমূহ—ভারতীয় ঘটনা ॥

খৃষ্টপূর্ব

৫৬৩-৪৮৩—বুদ্ধদেবের জন্ম ও মৃত্যু।

৩২৭—আলেকজাণ্ডারের ভারত আক্রমণ।

৩০৫—চন্দ্রগুপ্ত সেলুকাসকে পরাজিত করেন।

২৭৩—অশোকের সিংহাসনে আরোহণ।

খৃষ্টাব্দ

৭৮—কুশানরাজ কনিষ্কের রাজত্ব।

৩২০—সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেক।
৩৭৫—চন্দ্রগুপ্ত (বিক্রমাদিত্য) ও কালিদাসের কাল।
৪০৫—ফা হিয়েন ভারতে আগমন করেন।
৬০৬-৪৭—হর্ষবর্ধনের রাজত্বকাল।
৬৪৩—হিউয়েন সাঙ্ ভারতে আগমন করেন।
৮২০—শঙ্করাচার্যের মৃত্যু।
১০০৮—ভারতের উপর প্রথম মুসলমান আক্রমণ; গজনীর সুলতান মাহ্‌মুদ আক্রমণকারী।
১১৯২—দিল্লীর সর্বশেষ রাজপুত রাজা পৃথ্বীরাজের পরাজয় ও মৃত্যু।
১২৩৬—বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পত্তন।
১৩৪৭—দাক্ষিণাত্যে বাহ্‌মনী সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা
১৩৯৮—তৈমুরলঙ্গের ভারত অভিযান।
১৪০৯—গুরু নানকের জন্ম।
১৪৯৮—ভারতীয় বন্দর কালিকটে পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো-ডি গামার প্রথম আগমন।
১৫১০—পর্তুগীজগণ কর্তৃক গোয়া অধিকার।
১৫২৬—পাণিপথের ১ম যুদ্ধ—বাবর ও লোদী।
১৫৩০—শের শাহের মৃত্যু।
১৫৫৬-১৬০৫—আকবরের রাজত্বকাল।
১৫৯৭—মহারাণা প্রতাপসিংহের মৃত্যু।
১৫৯৯—ভারতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর গোড়া পত্তন।
১৬৩০—শিবাজীর জন্ম।
১৬৩২-৪৫—তাজমহল নির্মাণ।
১৬৫১—হুগলীতে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম কুঠী স্থাপন।
১৬৫৮-১৭০৭—ঔরঙ্গজেবের রাজত্বকাল।
১৬৬১—যৌতুক স্বরূপ ইংরাজদের বোম্বাই নগরী লাভ।.
১৬৯০—জব চার্ণক কর্তৃক বর্তমান কলিকাতা নগরীর গোড়া পত্তন।
১৬৯৭—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক কলিকাতায় ফোর্ট ইউলিয়াম নির্মাণ।
১৭৩৬—নাদিরশাহের ভারত আক্রমণ।
১৭৫৭—পলাশীর যুদ্ধ ও বাংলায় বৃটিশ একাধিপত্য প্রতিষ্ঠা।
১৭৬৫—সম্রাট শাহ আলম কর্তৃক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাছে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী হস্তান্তর।
১৭৭৪—ক্লাইভের আত্মহত্যা ও ওয়ারেন হেষ্টিংস বাংলার প্রথম গভর্ণর জেনারেল নিযুক্ত।
১৭৭৫—মহারাজা নন্দকুমারের ফাঁসি।
১৭৮০—পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহ কর্তৃক শিখ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা।
১৭৯৩—বাঙ্গালায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চালু।
১৮২৫—ভারতে সর্বপ্রথম ডাক টিকিটের প্রচলন।
১৮২৮—রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক ব্রাহ্ম-সমাজ প্রতিষ্ঠা।
,, —সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদ।
১৮৩৯—রণজিৎ সিংহের মৃত্যু।
১৮৫১—ভারতে, কলিকাতা ও ডায়মণ্ড-হারবারের মধ্যে সর্বপ্রথম টেলীগ্রাফ লাইন উদ্বোধন।
১৮৫৩—ভারতে সর্বপ্রথম রেলগাড়ী চলাচল, বোম্বাই ও কল্যাণের মধ্যে।
১৮৫৬—হিন্দু বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়ন।
১৮৫৭—সিপাহী বিদ্রোহ।
১৮৫৮—ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিলোপসাধন ও ইংল্যাণ্ডের রাণী কর্তৃক ভারতের শাসনভার গ্রহণ।
১৮৬২—কলিকাতা হাইকোর্টের পত্তন।
১৮৮৫—ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা।
১৯০৫—বঙ্গভঙ্গ ও উগ্র জাতীয়তাবাদের অভ্যুত্থান।
১৯১১—দিল্লীদরবার; বঙ্গভঙ্গ রদ।
১৯১১—ভারতে সর্বপ্রথম বিমানে ডাক বহন, এলাহাবাদে বামরৌলি হইতে নৈনিতে উক্ত ডাক বহন করা হয়।
১৯১২—কলিকাতা হইতে ভারতের রাজধানী দিল্লীতে স্থানান্তরিত।
১৯১৬—লক্ষ্মৌ চুক্তি; হোমরুল লীগ গঠিত।

১৯১৯—মন্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসনসংস্কার।
" জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড।
১৯২০—ভারতে প্রথম অসহযোগ আন্দোলন।
১৯২৭—ভারতে সাইমন কমিশন।
১৯৩০—গান্ধীজী কর্তৃক আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ।
,, লণ্ডনে প্রথম গোলটেবিল বৈঠক।
১৯৩১—দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক।
,, গান্ধী-আরুইন চুক্তি।
,, সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ।
১৯৩২—গান্ধীজীর আমরণ অনশন সংকল্প ও পুনা চুক্তি।
১৯৩৪—ভারতীয় নৌবাহিনীর প্রতিষ্ঠা।
১৯৩৫—নূতন ভারত শাসন আইন পাস।
১৯৩৭—নূতন ভারত শাসন আইন অনুসারে প্রাদেশিক স্বায়ত্ত-শাসন প্রথা প্রবর্তন।
১৯৪১—নেতাজী সুভাষচন্দ্রের গোপনে দেশত্যাগ।
১৯৪২—ক্রিপস্ মিশন।
" ভারত ছাড় আন্দোলন।
১৯৪৬—'ক্যাবিনেট মিশন' পরিকল্পনা।
" ভারতীয় গণপরিষদ গঠিত।
১৯৪৭—ভারতবিভাগ ও ভারতের স্বাধীনতা লাভ।
,, পাকিস্তান কর্তৃক কাশ্মীর আক্রমণ।
১৯৪৮—মহাত্মা গান্ধী নিহত।
১৯৫০—ভারতে সার্বভৌম সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা।
১৯৫১—ভারতে প্রথম সাধারণ নির্বাচন।
১৯৫৬—ভাষার ভিত্তিতে ভারতের রাজ্যসমূহ পুনর্গঠিত।

বিশিষ্ট ভারতীয়গণের জন্ম ও মৃত্যুর সন

	জন্ম	মৃত্যু
রাজা রামমোহন রায়	— ১৭৭৪	— ১৮৩৩
দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর	— ১৮১৭	— ১৯০৫
উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	— ১৮৪৪	— ১৯০৬
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	— ১৮৩৮	— ১৮৯৪
রমেশচন্দ্র দত্ত	— ১৮৪৮	— ১৯০৯
কেশবচন্দ্র সেন	— ১৮৩৮	— ১৮৮৩
স্বামী বিবেকানন্দ	— ১৮৬৩	— ১৯০২
মাইকেল মধুসূদন দত্ত	— ১৮২৪	— ১৮৭৩
শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস	— ১৮৩৪	— ১৮৮৬
স্যার রাসবিহারী ঘোষ	— ১৮৪৫	— ১৯২১
অশ্বিনীকুমার দত্ত	— ১৮৫৬	— ১৯২৩
স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	১৮৬৪	— ১৯২৪
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস	— ১৮৭০	— ১৯২৫
স্যার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮৪৮	— ১৯২৫
লর্ড এস. পি. সিংহ	— ১৮৬৩	— ১৯২৮
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	— ১৮২০	— ১৮৯১
স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়	১৮৪৪	— ১৯১৮
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	— ১৮৬১	— ১৯৪১
স্যার ব্রজেন্দ্রনাথ শীল	— ১৮৬৪	— ১৯৩৮
বিপিনচন্দ্র পাল	— ১৮৫৮	— ১৯৩২
স্যার জগদীশচন্দ্র বসু	— ১৯৫৮	— ১১৩৭
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়	— ১৮৬১	— ১৯৪৪
অরবিন্দ ঘোষ	— ১৮৭২	— ১৯৫০
সরোজিনী নাইডু	— ১৮৭৯	— ১৯৪৯
শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	— ১৮৬৭	— ১৯৩৮
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়	— ১৯০১	— ১৯৫৩
মেঘনাদ সাহা	— ১৮৯৩	— ১৯৫৬
মহেন্দ্রলাল সরকার	— ১৮৩৩	— ১৯০৪
গিরিশচন্দ্র ঘোষ	— ১৮৪৩	— ১৯১১
অম্বিকাচরণ মজুমদার	— ১৮৫১	— ১৯২২
লালমোহন ঘোষ	— ১৮৪৯	— ১৯০৯
স্যার আর. এন. মুখার্জি	— ১৮৫৪	— ১৯৩৬
যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত	— ১৮৮৫	— ১৯৩৩
বালগঙ্গাধর তিলক	— ১৮৫৬	— ১৯২০
স্যার জামশেদজী টাটা	— ১৮৩৯	— ১৯০৪
এম. জি. রানাডে	— ১৮৪২	— ১৯০১

	জন্ম	মৃত্যু
দয়ানন্দ সরস্বতী	১৮২৪	১৮৮২
দাদাভাই নৌরজী	১৮২৫	১৯১৭
মহাত্মা গান্ধী	১৮৬৯	১৯৪৮
পণ্ডিত মতিলাল নেহরু	১৮৬১	১৯৩১
সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল	১৮৭৫	১৯৫০
স্যার ফিরোজশা মেহ্টা	১৮৪৫	১৯২০
লালা লাজপৎ রায়	১৮৬৫	১৯২৮
এম. এ. আন্সারী	১৮৮০	১৯৩৬
স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু	১৮৭৫	১৯৪৮
শ্রীনিবাস শাস্ত্রী	১৮৬৯	১৯৪৬
জি. কে. গোখেল	১৮৬৬	১৯১৫

ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম

কংগ্রেস সভাপতি—উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
রয়্যাল সোসাইটির সভ্য—এ. কারসেৎজী।
ব্যারনেট—স্যার কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর।
পীয়ার—লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ।
বৃটিশ পার্লামেন্টের সভ্য—স্যার মুঞ্চেরজী ভাওয়ানাগ্রী।
নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
ভিক্টোরিয়া ক্রস্-প্রাপ্ত—নায়েক খুদাদাদ্ খান।
ইণ্ডিয়া কাউন্সিলের সদস্য—কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত।
কে. সি. এস. আই.—রাধাকান্ত দেব।
আই. এম্. এস্.—গুডিভ চক্রবর্তী।
প্রাদেশিক লাট—লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ।
প্রিভি কাউন্সিলর—আমির আলি।
কেন্দ্রীয় আইন সভার সভাপতি—স্যার ইব্রাহিম রহিমতুল্লা।
কলিকাতার মেয়র—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস।
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার—স্যার গুরুদাস ব্যানার্জি।
ইঞ্জিনীয়ার—নীলমণি মিত্র।
রয়্যাল আর্টিস্ট সভার সভ্য—অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
অই. সি. এস—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।
স্যার উপাধি ত্যাগ—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।
স্মিথ পুরস্কারপ্রাপ্ত—ভূপতিমোহন সেন।
আই. সি. এস্., পদ ত্যাগ—সুভাষচন্দ্র বসু।
কেম্ব্রিজের র‍্যাংলার—আনন্দমোহন বসু।
ব্যারিস্টার—জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর।
বড়লাটের শাসনপরিষদের সদস্য—লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ।
হাইকোর্টের বিচারপতি—রমাপ্রসাদ রায়।
বিলাত-যাত্রী—রাজা রামমোহন রায়।
মহিলা ডাক্তার—কাদম্বিনী গাঙ্গুলী।
মহিলা এম্. এ.—চন্দ্রলেখা বসু।
লণ্ডনের ডি. এস্-সি.—জগদীশচন্দ্র বসু।
ইংরাজী ভাষায় মহিলা কবি—তরু দত্ত।
বার্লিনের মহিলা পি-এইচ. ডি.—প্রভাবতী দাশগুপ্ত।
মহিলা এম্. বি.—ভার্জিনিয়া মেরী মিত্র।
গভর্ণর জেনারেল—চক্রবর্তী শ্রীরাজাগোপালাচারী।
মহিলা গভর্ণর—শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু।
*স্ট্যালিন পুরস্কারপ্রাপ্ত—ডাঃ সফিউদ্দিন কিচ্‌লু।
আই. সি. এস্. পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার—স্যার অতুল চ্যাটার্জি।
জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের সভানেত্রী—শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত।
মহিলা রাষ্ট্রদূত—শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত।
মহিলা মন্ত্রী (প্রাদেশিক)—শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত।
মহিলা স্পীকার—ডাঃ সুশীলা নায়ার (দিল্লী বিধান সভা)।
সেনাপতি (সৈন্যবাহিনী)—জেনারেল কে. এম. কারিয়াপ্পা।
সেনাপতি (বিমান বাহিনী)—এয়ার মার্শাল সুব্রত মুখার্জি।
সেনাপতি (নৌবাহিনী) এডমিরাল আর. ডি কাটারি।
মহিলা মেয়র—শ্রীমতী সুলোচনা মোদী (বোম্বাই করপোরেশন)
মার্কিণ কংগ্রেসের সভ্য—শ্রীদিলীপ সিং সৌন্দ।

সর্বোচ্চ দীর্ঘতম বৃহত্তম ইত্যাদি

সর্বোচ্চ

গিরিশৃঙ্গ—এভারেষ্ট—(ভারতবর্ষ, ২৯০০২ ফুট)
অট্টালিকা—এম্পায়ার ষ্টেট্ বিল্ডিং (নিউ ইয়র্ক, ১০২ তলা ও ১২৫০ ফুট উচ্চ)
মূর্তি—স্বাধীনতার মূর্তি (আমেরিকা,১৫১ ফুট)
গির্জা—উলম ক্যাথিড্রাল চার্চ (জার্মানী, ৫২৯ ফুট)
মালভূমি—পামির (মধ্য এশিয়া)
নগর—ফারি (তিব্বত, ১৪,৩০০ ফুট)
বাঁধ—বুল্ডার ডাম (আমেরিকা)
বিমানক্ষেত্র—লাডাক (কাশ্মীর, ১৪,২৩০ ফুট)

দীর্ঘতম

বারান্দা—রামেশ্বর মন্দির (ভারত, ৪,০০০ ফুট)
রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম—শোনপুর, (২,৪১৫ ফুট)
রেললাইন—ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলওয়ে (লেলিনগ্রাড—ভ্লাডিভাষ্টক)
সুড়ঙ্গপথ—তান্না (জাপান, ১৩১ ১/২ মাইল)
প্রাচীর—চীনের প্রাচীর (১,৪০০ মাইল)
নদী—মিসিসিপি-মিসৌরী (আমেরিকা, ৪,২৪০ মাইল)
রাজপথ—ব্রডওয়ে (নিউইয়র্ক)
নাব্যখাল—সুয়েজ (মিশর, ১০৪ ১/২ মাইল)

বৃহত্তম

দেশ—ব্রাজিল (দঃ আমেরিকা, ৩২,৮৬,১৭০ বর্গমাইল)
মরুভূমি—সাহারা (আফ্রিকা, ৩০,০০,০০০ বর্গ-মাইল)
দ্বীপ—গ্রীণল্যাণ্ড (উঃ অতলান্তিক, ৬,৩৬,৫১৮ বর্গমাইল)
মহাদেশ—এশিয়া (১,৬৯,৯০,০০০ বর্গমাইল)
মহাসাগর—প্রশান্ত মহাসাগর (৬,৩৮,০১,০০০ বর্গমাইল)
নদী—আমাজান (দঃ আমেরিকা)
উপদ্বীপ—ভারতবর্ষ

বৃহত্তম

রাষ্ট্র—সোভিয়েট রাশিয়া
অট্টালিকা—ঘিজের পিরামিড (মিশর)
প্রাসাদ—ভ্যাটিকান (রোম)
ঘণ্টা—মস্কোর ঘণ্টা (২০০ টন ওজন, ২১'×২১')
জাহাজ—কুইন এলিজাবেথ (গ্রেট বৃটেন, ৮৫,০০০ টন)
গির্জা—সেণ্ট পিটার্স গির্জা (রোম)
দূরবীক্ষণ যন্ত্র—ক্যালিফর্ণিয়ার পালোমার পর্বতে স্থাপিত যন্ত্রটি বৃহত্তম
মিউজিয়াম—বৃটিশ মিউজিয়াম (লণ্ডন)
রেল ষ্টেশন—গ্রাণ্ড সেণ্ট্রাল টার্মিনাল (নিউইয়র্ক, ৪৭টি প্ল্যাটফর্ম)
গ্রহ—বৃহস্পতি
গম্বুজ—গুলগম্বুজ (বিজাপুর, ভারত, ১৪৪ ফুট ব্যাস)
হীরক—কুল্লিয়ান (৩,১০৬ ক্যারেট)
হীরকখনি—কিম্বারলি (দঃ আফ্রিকা)
মুক্তা—বেরেসফোর্ডহোপ পার্ল (১,৮০০ গ্রাম)
হ্রদ (লবণাক্ত)—কাস্পিয়ান সাগর
দ্বীপপুঞ্জ—মালয়
নগর—লণ্ডন (জনসংখ্যা ৮২,০৩,০০০)
আগ্নেয়গিরি—মৌনালোয়া (হাওয়াই দ্বীপ)
খিলান—সিডনি হারবার ব্রীজ (অষ্ট্রেলিয়া)

সর্বাধিক

বৃষ্টিপাত—চেরাপুঞ্জী (ভারত,) বার্ষিক বৃষ্টিপাত প্রায় ৫০০ ইঞ্চি)
সর্বাধিক উষ্ণ অঞ্চল—অজিজিয়া (সাহারার উঃ পঃ সীমান্তে ত্রিপোলিতানিয়াতে অবস্থিত)
সর্বাধিক শীতল অঞ্চল—ভারকোয়ান্স্ক্ (উত্তর পূর্ব সাইবেরিয়াতে)
সর্বাধিক ভাষায় অনূদিত গ্রন্থ—বাইবেল
সমুদ্রের সর্বাধিক গভীরতা—ফিলিপাইন দ্বীপ (প্রশান্ত মহাসাগরে, ৩৫,৪০০ ফুট)

রয়্যাল সোসাইটির ভারতীয় ফেলোগণ

এ. কারসেৎজি (১৮৪১), শ্রীনিবাস রামানুজম (১৯১৮), জগদীশচন্দ্র বসু (১৯২০), চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরমণ (১৯৩০), মেঘনাদ সাহা (১৯৩১), বীরবল সাহানী (১৯৩৬), কে. এস. কৃষ্ণাণ (১৯৪০), হোমি জে. ভাবা (১৯৪১), শান্তিস্বরূপ ভাটনগর (১৯৪৩), এস. চন্দ্রশেখর (১৯৪৪), প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ (১৯৪৫), ডি. এন. ওয়াদিয়া (১৯৫৬), সত্যেন্দ্রনাথ বসু (১৯৫৮) এবং শিশিরকুমার মিত্র (১৯৫৮)।

বৃটিশ পার্লামেন্টের ভারতীয় সভ্যগণ

এম. ভাওয়ানাগ্রী, দাদাভাই নৌরজী, এস সাকলাৎওয়ালা, লর্ড এস. পি. সিংহ (রায়পুর) এবং লর্ড অরুণকুমার সিংহ (রায়পুর)।

মার্কিণ কংগ্রেসের ভারতীয় সদস্য

দিলীপ সিং সৌন্দ।

বৃটিশ প্রিভিকাউন্সিলের ভারতীয় সদস্যগণ

স্যার বি. সি. মিত্র, সৈয়দ আমির আলী, ভি. এস্. শ্রীনিবাস শাস্ত্রী, লর্ড এস. পি. সিংহ, স্যার ডি. এফ. মোল্লা, স্যার সাদিলাল, স্যার তেজবাহাদুর সপ্রু, মহামান্য আগা খাঁ, স্যার আকবর হায়দারী, ডঃ এম. আর. জয়াকর এবং স্যার সি. মাধবন নায়ার।

বিবিধ তথ্য

ভারতের জাতীয় আয়ঃ ১৯৪৮-৪৯ সালের স্থির মূল্য অনুসারে ১৯৫৬-৫৭ সালে ভারতের জাতীয় আয়ের পরিমাণ ১১,০১০ কোটি টাকা এবং মাথাপিছু আয় ২৮৪ টাকা।

ভারতের শিক্ষিতের হারঃ ১৯৫১ সালের সেন্সাস অনুসারে ভারতে শিক্ষিতের হার শতকরা ১৬.৬% জন। স্বতন্ত্রভাবে পুরুষ ২৪.৯% জন ও স্ত্রীলোক ৭.৯% জন। পশ্চিমবঙ্গে মোট শিক্ষিতের হার শতকরা ২৪.৫%জন। ভারতের মধ্যে কেরালায় শিক্ষিতের হার সর্বাধিক, উক্ত হার ৪৫.৮% জন।

ভারতবাসীর পরমায়ুঃ ভারতবর্ষে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের গড় পরমায়ুর হার যথাক্রমে ৩২.৪৫ ও ৩১.৬৬ বৎসর। পশ্চিমবঙ্গে স্ত্রীপুরুষের একত্রে পরমায়ুর হার গড়ে ৪০.৮২ বৎসর।

প্রথম সংবাদপত্র ঃ রোম হইতে প্রকাশিত 'য়্যাক্টাডায়ার্ণা' নামক সংবাদ পত্রই পৃথিবীর সর্বপ্রথম সংবাদপত্র বলিয়া পরিচিত। ভারতের সর্বপ্রথম সংবাদ-পত্রের নাম 'হিকিস্ বেঙ্গল গেজেট' (ইংরাজী)। ১৭৮০ সালে উহা কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হয়। সর্বপ্রথম বাংলা সংবাদপত্রের নাম 'বেঙ্গল গেজেট' ; ১৮১৮ সালে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত।

নবরত্ন ঃ বিক্রমাদিত্যের রাজসভায় সাহিত্য কলা বিজ্ঞান প্রমুখ বিভিন্ন বিষয়ে যে নয়জন অসাধারণ গুণীব্যক্তি ছিলেন তাঁহারাই 'নবরত্ন' আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম কালিদাস, বররুচি, ক্ষপণক, শঙ্কু, বেতাল ভট্ট, বরাহ-মিহির, ঘটকর্পর, অমরসিংহ ও ধন্বন্তরি।

বার ভুঁইয়া ঃ প্রতাপাদিত্য (যশোহর), চাঁদরায ও কেদার রায় (বিক্রমপুর) কন্দর্পনারায়ণ (চন্দ্রদ্বীপ), লক্ষণমাণিক্য (ভুলুয়া) চাঁদগাজি (চাঁদ প্রতাপ), গনেশ রায় (দিনাজপুর), হাম্বীর মল্ল (বিষ্ণুপুর), কংসনারায়ণ (তাহির-পুর), রামচন্দ্র ঠাকুর (পুঁঠীয়া), ফজলগাজি (ভাওযাল), ও ঈশা খাঁ মস্নদ্ আলি (খিজিরপুর) ইঁহারাই প্রাচীন বাংলাব বার ভুঁইয়া নামে আখ্যাত।

প্রধান ধর্মগ্রন্থসমূহ ঃ হিন্দু ঃ বেদ ; বৌদ্ধ ঃ ত্রিপিটক ; খৃষ্টান ঃ বাইবেল ; পার্শী ঃ জেন্দআবেস্তা ; মুসলমান ঃ কোরাণ ; শিখ ঃ গ্রন্থসাহেব।

দশাবতার ঃ মৎস্য, কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, রাম, বলরাম, পরশুরাম, বুদ্ধ ও কল্কি।

দ্বাদশরাশি ঃ মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন।

নবগ্রহ ঃ সূর্য, চন্দ্র, মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রাহু ও কেতু।

সপ্তর্ষি ঃ বশিষ্ঠ (অরুন্ধতীসহ), অত্রি, অঙ্গিরা, মরীচি, পুলস্ত, পুলহ ও ক্রতু।

সপ্তদ্বীপ ঃ জম্বু, প্লক্ষ, শল্মলি, কুশ, ক্রৌঞ্চ, শাক ও পুষ্কর।

সপ্তসমুদ্র ঃ দধি, ক্ষীর, ইক্ষু, লবণ, সুরা, ঘৃত ও স্বাদুদক।

কয়েকটি দেশের স্বাধীনতা-দিবস

ভারতবর্ষ—১৫ই আগষ্ট
নরওয়ে—১৭ই মে
বেলজিয়াম—২১শে জুলাই
পাকিস্তান—১৪ই আগষ্ট

চীন—১০ই অক্টোবর
সিংহল—৪ঠা ফেব্রুয়ারী
ব্রহ্ম—৪ঠা ফেব্রুয়ারী
চেকোশ্লোভাকিয়া—২৬শে অক্টোবর
ফিন্‌ল্যাণ্ড—৬ই ডিসেম্বর
ফ্রান্স—১৪ই জুলাই
গ্রীস—২৫শে মার্চ
ইটালী—২৬শে মার্চ
পোল্যাণ্ড—৩রা মে
পর্তুগাল—৫ই অক্টোবর
ফিলিপাইন—৪ঠা জুলাই
সোভিয়েট রাশিয়া—৭-৮ নভেম্বর
স্পেন—১৪ই এপ্রিল
তুরস্ক—১লা নভেম্বর
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র—৪ঠা জুলাই
মেক্সিকো—১৬ই সেপ্টেম্বর

বিভিন্ন দেশের আইনসভার নাম

(১) ভারত—সংসদ; (২) বৃটেন—পার্লামেণ্ট; (৩) ফ্রান্স—ন্যাশনাল এসেমব্লি; (৪) আয়ার্ল্যাণ্ড—ডেইল; (৫) অষ্ট্রেলিয়া—ফেডারেল পার্লামেণ্ট; (৬) আফ্‌গানিস্তান—সেনেট; (৭) ইরান—মজলিস; (৮) কানাডা—পার্লামেণ্ট; (৯) মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র—কংগ্রেস; (১০) ইন্দোনেশিয়া—জাতীয় পরিষদ; (১১) জাপান—ডায়েট; (১২) ইটালী—পার্লামেণ্ট; (১৩) গ্রীস—পার্লামেণ্ট; (১৪) তুরস্ক—জাতীয় পরিষদ; (১৫) দক্ষিণ আফ্রিকা—প্রতিনিধি পরিষদ; (১৬) নেদারল্যাণ্ডস—ষ্টেটস্ জেনারেল; (১৭) নরওয়ে—ষ্ট্যার্টিং; (১৮) পোল্যাণ্ড—ডায়েট; (১৯) ফিলিপাইন—কংগ্রেস; (২০) চীন—জাতীয় পরিষদ; (২১) সোভিয়েট রাশিয়া—স্থপ্রীম সোভিয়েট; (২২) ডেনমার্ক—রিগ্‌স্‌ড্যাগ্; (২৩) পর্তুগাল—জাতীয় পরিষদ; (২৪) ফিন্‌ল্যাণ্ড—প্রতিনিধি পরিষদ; (২৫) স্পেন—কোর্টিস; (২৬) যুগোস্লাভিয়া—জাতীয় পরিষদ; (২৭) রুমানিয়া—জাতীয় পরিষদ; (২৮) স্থইজারল্যাণ্ড—পার্লামেণ্ট; (২৯) স্থইডেন—পার্লামেণ্ট; (৩০) হাঙ্গারী—ডায়েট, (৩১) মিশর—পার্লামেণ্ট; (৩২) ইরাক—পার্লামেণ্ট; (৩৩) চেকো-শ্লোভাকিয়া—জাতীয় পরিষদ।

পৃথিবীর স্মরণীয় রাজনৈতিক ও ধর্মনৈতিক হত্যা

সক্রেটিস্ঃ প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক; তাঁহার প্রচারিত মতের জন্য রাজআজ্ঞায় 'হেমলক' নামক বিষপানে মৃত্যুবরণ করেন।

যীশুখৃষ্টঃ তাঁহার প্রচারিত ধর্মমতের জন্য ইহুদীদের চক্রান্তে ক্রুশ-বিদ্ধ হন।

আব্রাহাম লিঙ্কনঃ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট (১৮৬০-৬৫); ক্রীতদাস প্রথা উচ্ছেদের জন্য বিরোধী দলের হাতে নিহত হন।

জেমস্ এ. গারফিল্ডঃ মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট (১৮৮০-৮১); রাজনৈতিক কারণে নিহত হন।

জার দ্বিতীয় নিকোলাস : রাশিয়ার জার; অত্যন্ত অত্যাচারী ছিলেন; ১৯১৮ সালে বলশেভিক মতবাদীদের হাতে নিহত হন।

ট্রট্স্কি : রুশ বিপ্লবের অন্যতম নেতা; স্ট্যালিনপন্থিগণের মতদ্বৈধতার ফলে দেশ হইতে নির্বাসিত হইয়া মেক্সিকোতে (আমেরিকা) বসবাস করিতে থাকেন। তথায় ১৯৪০ সালে অজ্ঞাত আততায়ীদের হস্তে নিহত হন।

মহাত্মা গান্ধী : ১৯৪৮ সালের ৩০শে জানুয়ারী অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় নয়াদিল্লীর প্রার্থনা সভায় নাথুরাম বিনায়ক গডসে নামক জনৈক হিন্দু যুবকের হাতে গুলির আঘাতে নিহত হন।

অউঙ্গ সঙ্গ : ব্রহ্মদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট (১৯৪৬-৪৭); ১৯৪৭ সালের ১৯শে জুলাই শাসনপরিষদের বৈঠক চলিবার সময় গুণ্ডাদল অতর্কিতে আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে ও অপর ৯জন মন্ত্রীকে গুলির আঘাতে নিহত করে। রাজনৈতিক হত্যার ইতিহাসে এইরূপ বর্বর ও পৈশাচিক-কারী হত্যাকাণ্ডের নিদর্শন আর নাই।

লিয়াকৎ আলী খাঁ : পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী; ১৯৫১ সালে জনসভায় বক্তৃতাদানকালে গুলির আঘাতে নিহত হন।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রিগণের নাম

১৭২১ স্যার আর. ওয়ালপোল
১৭২৪ আর্ল অব উইমিংটন
১৭৪৩ হেনরী পেল্হাম
১৭৫৪ ডিউক অব নিউক্যাসল
১৭৫৬ ডিউক অব ডেভনশায়ার
১৭৫৭ *উইলিয়াম পীট
১৭৬২ আর্ল অব বুট
১৭৬৩ জর্জ গ্রেনভিল
১৭৬৫ মার্কুইস অব রকিংহাম
১৭৬৬ আর্ল অব চ্যাথাম (২য় বার)
১৭৬৭ ডিউক অব গ্র্যাফটন
১৭৭৬ লর্ড নর্থ
১৭৮২ মার্কুইস অব রকিংহাম (২য় বার)
১৭৮২ †আর্ল অব সেলবুর্ণ
১৭৮৩ ডিউক অব পোর্টল্যাণ্ড
১৭৮৩ উইলিয়াম পীট (ছোট)
১৮০১ হেনরী এ্যাডিংটন
১৮০৪ উইলিয়াম পীট (২য় বার)
১৮০৬ লর্ড গ্রেনভিল
১৮০৭ ডিউক অব পোর্টল্যাণ্ড (২য় বার)
১৮০৯ স্পেন্সার পার্সিভ্যাল
১৮১২ লর্ড লিভারপুল
১৮২৭ জর্জ ক্যানিং

---

* পরে আর্ল অব চ্যাথাম্ ও ডিউক অব নিউক্যাসল্। † পরে মার্কুইস অব ল্যান্সডাউন।

১৮২৭ লর্ড গোডরীচ্
১৮২৮ ডিউক অব ওয়েলিংটন
১৮৩০ আর্ল গ্রে
১৮৩৪ ভাইকাউন্ট মেলবোর্ণ
১৮৩৪ স্যার রবার্ট-পীল
১৮৩৫ ভাইকাউন্ট মেলবোর্ণ (২য় বার)
১৮৪১ স্যার রবার্ট পীল (২য় বার)
১৮৪৬ লর্ড জন রাসেল
১৮৫২ আর্ল অব ডার্বি
১৮৫২ আর্ল অব এ্যাবার্ডিন
১৮৫৫ ভাইকাউন্ট পামারষ্টোন
১৮৫৮ আর্ল অব ডার্বি (২য় বার)
১৮৫৯ ভাইকাউন্ট পামারষ্টোন (২য় বার)
১৮৬৫ আর্ল রাসেল (২য় বার)
১৭৬৬ আর্ল অব ডার্বি (৩য় বার)
১৮৬৮ *বেঞ্জামিন ডিসরেলী
১৮৬৮ উইলিয়াম ইউয়ার্ট গ্ল্যাডষ্টোন
১৮৭৪ আর্ল অব বিকনস্ফিল্ড (২য় বার)
১৮৮০ মিঃ গ্ল্যাডষ্টোন (২য় বার)
১৮৮৫ মার্কুইস অব সল্জ্বেরী
১৮৮৬ মিঃ গ্ল্যাডষ্টোন (৩য় বার)
১৮৮৬ মার্কুইস অব সল্জ্বেরী (২য় বার)
১৮৯২ মিঃ গ্ল্যাডষ্টোন (৪র্থ বার)
১৮৯৪ আর্ল অব রোজবেরী
১৮৯৫ মার্কুইস অব সল্জ্বেরী (৩য় বার)
১৯০২ আর্থার জেমস ব্যালফুর
১৯০৫ স্যার এইচ. ক্যাম্পবেল ব্যানারম্যান
১৯০৮ হারবার্ট হেনরী এসকুইথ
১৯১৬ ডেভিড লয়েড জর্জ
১৯২২ এনড্রু বোনারল
১৯২৩ ষ্ট্যানলী বলডুইন
১৯২৪ জে. র‍্যামজে ম্যাকডোনাল্ড
১৯২৪ ষ্ট্যানলী বলডুইন (২য় বার)
১৯২৪ জে. র‍্যামজে ম্যাক্ডোনাল্ড (২য় বার)
১৯৩৫ ষ্ট্যানলী বলডুইন (৩য় বার)
১৯৩৭ এন. চেম্বারলেন
১৯৪০ ডবলিউ. চার্চিল
১৯৪৫ সি. আর. এ্যাটলী
১৯৫০ সি. আর. এ্যাটলী (২য় বার)
১৯৫১ স্যার ডবলিউ. চার্চিল (২য় বার)
১৯৫৫ স্যার এণ্টনি ইডেন
১৯৫৬ মিঃ হ্যারল্ড ম্যাক্মিলান

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্টগণের নাম

নির্বাচনের বৎসর	প্রেসিডেণ্ট	নির্বাচনের বৎসর	প্রেসিডেণ্ট
১৭৮৯	জর্জ ওয়াশিংটন	১৭৯৬	জন এ্যাডামস্
১৭৯২	„	১৮০০	টমাস জেফারসন্

* পরে আর্ল অব বিকন্সফিল্ড।

নির্বাচনের বৎসর	প্রেসিডেন্ট
১৮০৪	টমাস জেফারসন্
১৮০৮	জেমস্ ম্যাডিসন্
১৮১২	”
১৮১৬	জেমস্ মুন্‌রো
১৮২০	”
১৮২৪	জন কুইন্সি এ্যাডাম্স্
১৮২৮	এ্যাণ্ড্রু জ্যাক্‌সন্
১৮৩২	”
১৮৩৬	মার্টিন ভ্যান বুরেন্
১৮৪০	উইলিয়াম হেনরী হ্যারিসন (হুইগ)
১৮৪১	জন টাইলার
১৮৪৪	জেমস্ কে. পোলক্
১৮৪৮	জ্যাকারি টেইলর
১৮৫০	মিলার্ড ফিলমোর
১৮৫২	ফ্রাঙ্কলিন পিয়ার্স
১৮৫৬	জেম্স্ বুকানন
১৮৬০	এ্যাব্রাহাম লিঙ্কন্
১৮৬৪	”
১৮৬৫	এ্যাণ্ড্রু জন্‌সন
১৮৬৮	ইউলিসিস সিম্পন গ্র্যাণ্ট
১৮৭২	”
১৮৭৬	রাদারফোর্ড বার্চার্ড হেস্
১৮৮০	জেমস্ এ্যাব্রাহাম গারফিল্ড
১৮৮১	চেষ্টার এ আর্থার

নির্বাচনের বৎসর	প্রেসিডেন্ট
১৮৮৪	গ্রোভার ক্লীভ্ল্যাণ্ড
১৮৮৮	বেঞ্জামিন হ্যারিসন্
১৮৯২	গ্রোভার.ক্লীভ্ল্যাণ্ড
১৮৯৬	উইলিয়াম ম্যাকিন্‌লি
১৯০০	”
১৯০১	থিয়োডোর রুজভেল্ট
১৯০৪	”
১৯০৮	উইলিয়াম হাওয়ার্ড টাফট্
১৯১২	উড্রো উইলসন্
১৯১৬	”
১৯২০	ওয়ারেন গ্যামালিয়েন হার্ডিং
১৯২৩	ক্যালভিন কুলিজ্
১৯২৪	”
১৯২৮	হারবার্ট কার্ল হুভার
১৯৩২	ফ্রাঙ্কলিন্ ডেলানো রুজভেল্ট
১৯৩৬	”
১৯৪০	”
১৯৪৪	”
১৯৪৫	হ্যারী এস. ট্রুম্যান্
১৯৪৮	”
১৯৫২	জেঃ আইসেনহাওয়ার
১৯৫৬	”

সৌরজগৎ

আমাদের বাসভূমি এই পৃথিবী সৌরজগতের অন্তর্গত একটি গ্রহ। পৃথিবী ব্যতীত আরও ৮টি গ্রহ সৌরমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। ইহারা সকলেই সূর্যের চারিদিকে অনবরত ঘুরিতেছে। গ্রহগুলির নাম, সূর্য হইতে উহাদের দূরত্ব ও সূর্যকে প্রদক্ষিণ করিতে কতদিন সময় লাগে তাহার একটি তালিকা নিম্নে দেওয়া হইল।

গ্রহের নাম	সূর্য হইতে দূরত্ব	পরিক্রমণকাল
বুধ	৩৬০ লক্ষ মাইল	৮৮ দিন
শুক্র	৬৭০ " "	২২৫ "
পৃথিবী	৯৩০ " "	৩৬৫$\frac{১}{৪}$ "
মঙ্গল	১৪২০ " "	৬৮৭ "
বৃহস্পতি	৪৮৩০ " "	১১'৮৬ বৎসর
শনি	৮৮৬০ " "	২৯'৪৫ "
ইউরেনাস	১৭৮২০ " "	৪৮ "
নেপচুন	২৭৯২৯ " "	১৬৫ "
প্লুটো	৩৬৭২০ " "	২৪৮ "

পৃথিবীর দূরত্ব : যে কক্ষপথে পৃথিবী সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে তাহা সম্পূর্ণ গোল নহে, তাই সূর্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব সর্বদা সমান নহে। ইহার সর্বাপেক্ষা অধিক দূরত্ব ৯,৪৫,০০,০০০ মাইল ও সর্বাপেক্ষা কম দূরত্ব ৯,১৫,০০,০০০ মাইল। সুতরাং গড়ে দূরত্ব ৯,৩০,০০,০০০ মাইল। ১লা জুলাই তারিখে পৃথিবীর দূরত্ব সর্বাধিক ও ৩১শে ডিসেম্বর দূরত্ব সর্বাপেক্ষা কম।

পৃথিবীর উপগ্রহ (চন্দ্র) : চন্দ্র পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ। চন্দ্র ও পৃথিবীর মধ্যবর্তী দূরত্ব ২,৩৮,৮৫৭ মাইল। চন্দ্র পৃথিবীর চতুর্দিকে ঘুরিতেছে এবং একবার ঘুরিয়া আসিতে তাহার ২৯ দিন ১২ ঘণ্টা ৪৪ মিনিট ৩৫ সেকেণ্ড সময় লাগে। চন্দ্রের ব্যাস ২১৬০ মাইল।

পৃথিবীর আয়তন ও পরিধি : পৃথিবীর নৈরক্ষিক পরিধি ২৪,৯০২ মাইল ও দুই মেরু প্রদেশের দিকে পরিধির মাপ ২৪,৮৬০ মাইল। নৈরক্ষিক ব্যাসের পরিমাণ ৭৯২৬ মাইল ও দুই মেরুর দিকে ব্যাস ৭৮৯৯ মাইল।

পৃথিবীর মোট আয়তন প্রায় ১৯,৬৯,৫০,০০০ বর্গমাইল, ইহার মধ্যে স্থলভাগের পরিমাণ প্রায় ৫,৭৫,১০,০০০ বর্গ মাইল, অবশিষ্টাংশ জলভাগ।

পৃথিবীর ওজন ঃ ৬,৫৯,২০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০,০০০ টন।

পৃথিবীর বয়স ঃ নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক হ্যারল্ড ইউরের হিসাব অনুসারে পৃথিবীর বর্তমান বয়স ৩০০ কোটি বৎসর।

পৃথিবীর গতি ঃ পৃথিবীর দুইটি গতি—আহ্নিক (Rotation) ও বার্ষিক (Revolution) গতি। পৃথিবী ২৪ ঘণ্টায় আপন মেরুরেখার চারিদিকে পশ্চিম হইতে পূর্বে একবার ঘোরে ইহাই আহ্নিক গতি। ইহার ফলে দিবা ও রাত্রি হয় আবার পৃথিবী আপন কক্ষপথে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টা ৯ মিনিটে সূর্যের চারিদিকে একবার ঘুরিয়া আসে, ইহাই বার্ষিক গতি। ইহার ফলে দিবা রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি ও ঋতু পরিবর্তন ঘটে।

দিবা রাত্রির হ্রাস-বৃদ্ধি ঃ পৃথিবী আপন কক্ষপথে ঘুরিবার সময় ৬৬½° কোণ করিয়া সর্বদা ধ্রুবতারার দিকে হেলিয়া থাকে, এই কারণে ভূপৃষ্ঠের সর্বত্র সমান ভাবে সূর্যকিরণ পতিত হয় না ; সুতরাং দিবারাত্রি সমান হইতে পারে না। ঘুরিতে ঘুরিতে যখন পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধ সূর্যের নিকটবর্তী হয় তখন ঐ অংশের সর্বত্র অধিক সূর্যকিরণ পড়ে, তাই ঐ অংশে দিন বড় ও রাত্রি ছোট হয়। অনুরূপ ভাবে যখন দক্ষিণ গোলার্ধ সূর্যের নিকটে থাকে তখন ঐ অংশে দিবা বড় ও রাত্রি ছোট হয়। ২১শে জুন উত্তর গোলার্ধের সর্বত্র সর্বাপেক্ষা বড় দিন ও ক্ষুদ্রতম রাত্রি হয়। আবার ২২শে ডিসেম্বরে সর্বাপেক্ষা ছোট দিন ও দীর্ঘতম রাত্রি হয়। দক্ষিণ গোলার্ধে ঠিক ইহার বিপরীত হয়। ২১শে মার্চ ও ২৩শে সেপ্টেম্বর এই দুইদিন পৃথিবীর সর্বত্র দিবা ও রাত্রি সমান হয়, কারণ পৃথিবী ঘুরিতে ঘুরিতে ঐ দুইদিন এমন স্থানে আসিয়া দাঁড়ায়, যেখান হইতে উত্তর ও দক্ষিণ গোলার্ধ সূর্য হইতে সমদূরবর্তী থাকে তাই উভয় গোলার্ধই সমান ভাবে আলো পায়। মেরুপ্রদেশে একাদিক্রমে ৬ মাস দিন ও ৬ মাস রাত্রি থাকে।

ভূ-বিষুবরেখা বা নিরক্ষবৃত্ত (Equator) ঃ উত্তর ও দক্ষিণমেরু হইতে ঠিক সমান দূরে অবস্থিত এই কল্পিত রেখাদ্বারা পৃথিবীকে উত্তর ও দক্ষিণে সমান দুইভাগে ভাগ করা হইয়াছে—উত্তর ভাগের নাম উত্তর গোলার্ধ দক্ষিণ ভাগের নাম দক্ষিণ গোলার্ধ।

মেরুরেখা (Earths Axis) ঃ ভূগর্ভের ভিতর দিয়া যে কল্পিত শলাকা পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ মেরুর মধ্যবিন্দুদ্বয় সংযুক্ত করিতেছে তাহাই মেরুরেখা।

ভারতীয় পঞ্জিকা প্রসঙ্গ

ভারতসরকার কর্তৃক পঞ্জিকা সংস্কার

ভারত সরকারের শিল্প-বিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের অন্তর্গত পঞ্জিকা সংস্কার সমিতি পূর্বপ্রচলিত শকাব্দ ১৮৭৮, বঙ্গাব্দ ১৩৬৩, ৮ই চৈত্র (২২ শে মার্চ, ১৯৫৭ খৃঃ) তারিখে বাসন্তিকা ক্রান্তিপাতের পরদিবস হইতে সরকারী সৌরপঞ্জী প্রচলন করিয়াছেন। সরকারী পঞ্জিকার মতে উপরোক্ত তারিখকে ১লা চৈত্র, ১৮৭৯ শকাব্দ বলিয়া গণনা করা হইবে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন অব্দের প্রচলন রহিয়াছে। পঞ্জিকা সংস্কার সমিতি এত বিভিন্ন অব্দের মধ্যে একটি এক জাতীয় (uniform) অব্দ প্রচলন করিয়াছেন। ইহা ভারতের সর্বত্র সরকারী কার্যে, সামাজিক আদানপ্রদানে ব্যবহৃত হইবে। ধর্মানুষ্ঠানের জন্য পূর্বপ্রচলিত নিরয়ন মতের 'চান্দ্র-সৌর (Luni-Solar) পঞ্জী' চলিবে। প্রচলিত পঞ্জিকায় দিন তারিখের সহিত ইংরাজী (খৃষ্টাব্দ) ও মুসলমানী দিন তারিখও সন্নিবেশিত হইত। এখন উহাতে সরকারী সৌরপঞ্জীর তারিখও সংযুক্ত হইয়া থাকে।

১১ই নবেম্বর, ১৯৫২, তারিখে 'পঞ্জিকা সংস্কার সমিতি' গঠিত হয়; স্বর্গত মেঘনাদ সাহা উহার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হইয়াছিলেন। ১৯৫৩ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী উক্ত সমিতির প্রথম অধিবেশন হয়। অতঃপর ১৯৫৪ সালের ৮ই মার্চ ও ১৩ই সেপ্টেম্বর যথাক্রমে উহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। ঐ অধিবেশনগুলিতে যে-সকল আলাপ আলোচনা হয় এবং যে-সকল সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তাহার ভিত্তিতেই সরকার পঞ্জিকা সংস্কার করিয়া সর্ব-ভারতের জন্য একজাতীয় একটি অব্দ প্রচলন করিয়াছেন।

ভারতীয় বর্ষগণনা-বিধি

ভারতীয় জ্যোতিবিজ্ঞানে বর্ষ গণনার যে রীতি প্রচলিত আছে তাহা বুঝিতে হইলে রাশি, নক্ষত্র, রাশিচক্র, অয়নগতি প্রভৃতি বিষয়গুলি সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান থাকা আবশ্যক। সুতরাং সাধারণ পাঠকের সুবিধার জন্য এখানে ঐ সকল বিষয় সম্পর্কে সরলভাবে আলোচনা করা হইতেছে। ইহা ভারতসরকারকৃত পঞ্জিকা সংস্কারের মূল নীতি বুঝিবার পক্ষে সহায়ক হইবে।

রাশিচক্র ঃ রাশি রাশি নক্ষত্রের দ্বারা গঠিত যে নক্ষত্রবলয় আকাশপথে রবিকক্ষার উভয় দিকে ৮° ডিগ্রী করিয়া মোট ১৬° ডিগ্রী স্থান চক্রাকারে জুড়িয়া

রহিয়াছে তাহাকে বলা হয় রাশিচক্র। রবি এই চন্দ্রপথে দৈনিক প্রায় ১০° ডিগ্রী করিয়া পশ্চিম হইতে পূর্বদিকে ভ্রমণ করে; এই কারণে উহাকে রবিমার্গ বা সবিতৃমণ্ডলও বলা হইয়া থাকে। রাশিচক্র ৩৬০° ডিগ্রীতে সম্পূর্ণ এবং উহা ১২ রাশি ও ২৭ নক্ষত্রে বিভক্ত। এই হিসাবে প্রত্যেক রাশির পরিমাণ ৩০ ডিগ্রী এবং প্রত্যেক নক্ষত্রের পরিমাণ ১৩°২০′ মিনিট। প্রত্যেক রাশি ২$\frac{১}{৪}$ নক্ষত্র লইয়া গঠিত।

রাশিসমূহের নাম ঃ তারার সমষ্টি লইয়া রাশিগুলি যেভাবে গঠিত তাহার সহিত জীবজন্তুর আকৃতির সাদৃশ্য কল্পনা করা হইয়াছে। যেমন আকাশের যে স্থানে নক্ষত্রপুঞ্জের সম্মিলনে একটি মেষের মত দেখায় সেই স্থানের নাম দেওয়া হইয়াছে মেষরাশি। এইভাবে মেষ বৃষ মিথুন কর্কট সিংহ কন্যা তুলা বৃশ্চিক ধনু মকর কুম্ভ ও মীন এই ১২টি রাশির নামকরণ হইয়াছে। zoo পশুশালা হইতেই পাশ্চাত্ত্য জ্যোতির্বিজ্ঞানে রাশিচক্রের নাম zodiac হইয়াছে।

নক্ষত্র ঃ ভারতীয় জ্যোতিষে আগে নক্ষত্রচক্রের কল্পনা করা হইয়াছে, পরে রাশিবিভাগ। বৈদিক ঋষিগণ নক্ষত্র চক্রকে বলিতেন সোমগৃহ বা চন্দ্রগৃহ। 'অথো নক্ষত্রাণামেষা সোম আহিত' অর্থাৎ নক্ষত্রগণের ভিতরে চন্দ্রকে স্থাপন করা হইয়াছে। চীন ও আরবদেশেও নক্ষত্রচক্রের কল্পনা করা হইয়াছে।

২৭ নক্ষত্রের নাম ঃ ১। অশ্বিনী—অশ্বমুখ সদৃশ, ২। ভরণী—যোনীসদৃশ ৩। কৃত্তিকা—কর্তারিকা বা কাঁটারি সদৃশ, ৪। রোহিণী—রুহ ধাতু (আরোহন) হইতে রোহিণী, অতএব 'শকট' সদৃশ, ৫। মৃগশিরা—মৃগের মস্তকের ন্যায়, ৬। আর্দ্রা—আদ্র´ ভিজা অর্থে গামলা সদৃশ, ৭। পুনর্বসু—গৃহ সদৃশ, ৮। পুষ্যা —বাণ সদৃশ, ৯। অশ্লেষা—চক্রাকার, বা সর্পাকার সদৃশ, ১০। মঘা—গৃহ সদৃশ, ১১। পূঃ ফল্‌গুনী—শয্যা সদৃশ, ১২। উঃ ফল্‌গুনী—মঞ্চশয্যা সদৃশ, ১৩। হস্তা —হস্ত সদৃশ, ১৪। চিত্রা—মুক্তা সদৃশ, ১৫। স্বাতী—প্রবাল সদৃশ, ১৬। বিশাখা—তোরণ সদৃশ, বিশাখার অন্য নাম রাধা, ১৭। অনুরাধা—বলি সদৃশ, রাধার পরে অনুরাধা থাকায় সম্ভবতঃ শ্রীকৃষ্ণ হইবে, ১৮। জ্যেষ্ঠা—কুণ্ডল, মতান্তরে জ্যেষ্ঠী সদৃশ, ১৯। মূলা—সিংহ পুচ্ছ, মতান্তরে মূল সদৃশ, ২০। পূঃ ষাঢ়া—মঞ্চ সদৃশ, ২১। উঃ ষাঢ়া—হস্তিদন্ত সদৃশ, ২২। শ্রবণা—ত্রিপদ (বিষ্ণুর ত্রিপদ) মতান্তরে কর্ণসদৃশ, ২৩। ধনিষ্ঠা—মৃদঙ্গ সদৃশ, ২৪। শতভিষা —চক্র, ২৫। পূর্ব ভাদ্রপদ—যমলদ্বয়, ২৬। উঃ ভাদ্রপদ—উভয় নক্ষত্র ভদ্রাসন সদৃশ, ২৭। রেবতী—মৃদঙ্গ সদৃশ।*

---

* **নক্ষত্রসমূহের আকৃতি জ্যোতির্বিদ শ্রীপতিকৃত রত্নমালা গ্রন্থের সাহায্যে বর্ণিত হইল।**

উত্তরায়ন ও দক্ষিণায়নঃ রাশিচক্রের উপর বিষুববৃত্ত ২৩°-২৮' মিনিট বক্রভাবে অবনত থাকায় দুইটি কোণের সৃষ্টি হয়; উক্ত কোণ দুইটির নাম যথাক্রমে মকরক্রান্তি ও কর্কটক্রান্তি। মকরক্রান্তি হইতে সূর্যের যে গতি হয় তাহাকে বলা হয় উত্তরায়ন বা উত্তরপথে গমন এবং কর্কটক্রান্তি হইতে যে গতি হয় তাহাকে দক্ষিণাযন বলা হয়। উত্তরায়নের আরম্ভ মাঘ মাস হইতে। ঐ সময় সূর্য বিষুবের উপরে ক্রমশঃ ঊর্ধ্বগগনে উঠিতে থাকে ও রাশি অতিক্রম করিতে অধিক সময় লাগে, সুতরাং সূর্যের আলোক ভূপৃষ্ঠে অধিক সময় থাকে। এই জন্য তখন উত্তরায়নে দিবাভাগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে ও তদনুপাতে রাত্রিভাগ কমিতে থাকে। অনুরূপভাবে সূর্যের দক্ষিণায়ন গতিকালে (শ্রাবণ মাস হইতে) দক্ষিণায়নে দিবাভাগ বৃদ্ধি ও রাত্রির পরিমাণ কমিতে থাকে। উত্তরায়ন ও দক্ষিণায়ন গতির জন্য দিবারাত্রির মানের হ্রাস-বৃদ্ধি হয।

ক্রান্তিপাতঃ বিষুববৃত্তের গতির ফলে যে দুইটি স্থানে ক্রান্তিবৃত্তের সহিত তাহার সম্পাত বা মিলন হয সেই স্থানদ্বয়কে যথাক্রমে বাসন্তিকা এবং শারদ ক্রান্তিপাতবিন্দু বলে। ঐ দুইটি বিন্দুতে সূর্য পৌছিলে দিবারাত্রের মান সমান হয়। বাসন্তিকা ক্রান্তিপাত হয ৭ই চৈত্র এবং শারদ ক্রান্তিপাতের তারিখ ৭ই আশ্বিন। উক্ত দুই দিনই দিবারাত্র সমান হয়।

অয়নঃ অয়ন অর্থে গমন বা চলন। পাশ্চাত্ত্য জ্যোতির্বিজ্ঞানী হিপার্কাস অয়নগতির যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাতে বলিয়াছেন যে, বিষুব বৃত্তের (celestial equator) শনৈঃ শনৈঃ পূর্ব হইতে পশ্চিমদিকে (গ্রহগণের বিপরীত দিকে) গমন-জনিত গতিই অয়নগতি। সূর্যের আকর্ষণে পৃথিবী গতিশীল থাকায় বিষুববৃত্ত (আকাশ বিষুব) ও ভূ-বিষুব উভয়ে সমার্থক এবং উভয়ের গতিও এক হইয়াছে। বিষুববৃত্তের গতির জন্য ক্রান্তিবৃত্তের (রাশিচক্রের) অন্তর্বর্তী কোণের পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। এই অন্তর্বর্তী কোণ বলিতে যে দুই সমতল ক্ষেত্রের উপর ভূ-বিষুব এবং ক্রান্তিবৃত্ত অবস্থিত, সেই দুই সমতল ক্ষেত্রের ঘন কোণকে বুঝিতে হয়। উহাতে বুঝা যায় যে, পৃথিবীর অক্ষরেখা ভূ-বিষুবের সমতলের উপরে লম্বভাবে অবস্থিত। সুতরাং ভূ-বিষুবের গতির বেগের সঙ্গে পৃথিবীর অক্ষরেখা বেগে ঘূর্ণ্যমান লাটিমের ন্যায় মৃদু মৃদু ভাবে বলয়াকারে শূন্যে আবর্তনক্রমে ঘুরিতে থাকে। অতএব ভূপৃষ্ঠের অক্ষরেখা হইতে মহাশূন্যে রাশিচক্র মধ্যস্থ স্থির নক্ষত্র পর্যন্ত কল্পনা প্রসারিত করিলে দেখা যাইবে যে, ঐ অক্ষরেখা রাশিচক্রের উপর মৃদু মৃদু গতিতে

একটি বৃত্ত রচনা করিতে থাকিবে। এই গতির বার্ষিক মান বর্তমান জ্যোতি-বিজ্ঞান মতে ৫০ সেকেণ্ড, বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকামতে ৫০.৩ সেকেণ্ড। এই গতি পশ্চাৎগতি। ইহার ফলে অয়নের ৭২ বৎসরে ১° ডিগ্রী (স্থূলতঃ একদিন) পশ্চাৎগতি হয়। এই নিয়মে অয়নগতি ৩৬০° পরিমিত সম্পূর্ণ রাশিচক্র ২৫৯২০ (৩৬০ × ৭২) সৌরবর্ষে আবর্তন করে।

বর্ষ গণনা: বর্ষ গণনার রীতি তিন প্রকার। যথা নিরয়ন বর্ষ, সায়ন বর্ষ ও চান্দ্র বর্ষ। নিরয়ন এবং সায়ন উভয়ই সৌরবর্ষের অন্তর্গত।

নিরয়ন বর্ষ: নিঃ+অয়ন অর্থাৎ গতি নাই যাহার এই অর্থে অচল বা চিরকালের জন্য স্থির বর্ষ। একটি স্থির নক্ষত্র হইতে সূর্য গতি আরম্ভ করিয়া ঐ নক্ষত্রে পুনরাবর্তনের জন্য যে সময় লইয়া থাকে সেই সময় দ্বারা নিরয়ন বর্ষ গণিত হয়। রাশিচক্র স্থির এবং নক্ষত্র সমূহ স্থির। অতএব মেষরাশির আদিবিন্দু-অশ্বিনী নক্ষত্রে সূর্যের অবস্থান সময় পৃথিবীর দৈনিক আবর্তন ক্রমে ঐ নক্ষত্রে পুনরাবর্তন করিতে ৩৬৫ দিন ৬ ঘঃ ৯ মিঃ ৯.৭ সেঃ সময় আবশ্যক হয়। অতএব নিরয়ন বর্ষের পরিমাণ ৩৬৫ দিন ৬ ঘঃ ৯ মিঃ ৯.৭ সেঃ হয়। এই বর্ষকে নাক্ষত্রিকী বর্ষ বা অচল বর্ষ বলা হয়।

সায়ন বর্ষ: স+অয়ন অর্থাৎ গতিযুক্ত বা সচলবর্ষ। বাসন্তিকা ক্রান্তিপাত বিন্দুর মিলন স্থানে সূর্যের অবস্থান হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবী আবর্তনক্রমে ঐ স্থানে পুনরাবর্তন করিতে যে সময় লইয়া থাকে তাহা দ্বারাই সায়ন বর্ষ গণিত হয়। অর্থাৎ বাসন্তিকা ক্রান্তিপাত বিন্দুর মিলন স্থান হইতে সায়ন বর্ষ গণনা করা হয়। এইস্থান হইতে ঋতুর প্রভাব সৃষ্টি হয়; কিন্তু নিরয়ন মেষরাশির আদি বিন্দুতে সূর্যের অবস্থানে ঋতুর প্রভাব সৃষ্টি হয় না।

সায়ন বর্ষের পরিমাণ ৩৬৫ দিন ৫ ঘঃ ৪৮ মিঃ ৪.৫ সেঃ। অয়ন গতির জন্য বাসন্তিকা ক্রান্তিপাত বিন্দু বৎসরে ৫০ সেকেণ্ড, (বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা মতে বৎসরে ৫০.৩ সেকেণ্ড) রাশিচক্রের আদিবিন্দু মেষরাশি হইতে পিছু সরিয়া যায় এবং ৭২ বৎসরে ১ ডিগ্রী পশ্চাতে সরার ফলে প্রতি ৭২ বৎসরে ১ দিন পিছাইয়া সায়ন বা সচল বর্ষ আরম্ভ হয়। খৃষ্টাব্দ ৩১৯ সনে মেষের আদিবিন্দুতে বাসন্তিকা ক্রান্তিপাত বিন্দুর মিলন হইত। কিন্তু বর্তমানে মেষরাশির আদিবিন্দু হইতে কিঞ্চিদধিক ২৩° ডিগ্রী পিছাইয়া মীনরাশিতে বাসন্তিকা ক্রান্তিপাত হইতেছে। এই হিসাবে ক্রান্তিপাত দিবস (পূর্বে যাহা ৩০শে চৈত্র ছিল) ২৩ দিন পিছে সরিয়া গিয়াছে, অর্থাৎ এখন ৭ই চৈত্র ক্রান্তিপাত ঘটিতেছে। এই কারণেই ভারতসরকার কর্তৃক প্রবর্তিত নূতন বৎসরের আরম্ভ ৮ই চৈত্র হইতে ধরা হইয়াছে।

চান্দ্রবর্ষ ঃ চন্দ্রের বার্ষিক গতি দ্বারা চান্দ্রবর্ষ গণিত হয়। চান্দ্রবর্ষ সৌরবর্ষ হইতে স্থূলতঃ ১১ দিন কম থাকায় উহার বর্ষমান ৩৫৪ দিন ধরা হয়।

পঞ্জিকা সংস্কারের প্রধান বিষয়সমূহ

(ক) বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে সায়নমতে একজাতীয় (uniform) সৌরপঞ্জী প্রবর্তন করাই পঞ্জিকা সংস্কারের প্রধান লক্ষ্য। উক্ত পঞ্জিকায় কাল নিরূপণের জন্য কেবল মাত্র শকাব্দ ব্যবহৃত হইবে। বাসন্তিকা ক্রান্তিপাত দিবসের (২১শে মার্চ বা বঙ্গাব্দ ৭ই চৈত্র) পর দিবস হইতে অর্থাৎ ৮ই চৈত্র হইতে বৎসরের আরম্ভ গণনা করা হইবে। সুতরাং আলোচ্য পঞ্জিকামতে উক্ত দিবস ১লা চৈত্র, শকাব্দ, বসন্তঋতু বলিয়া গণ্য হইবে এবং ঐ দিবস নববর্ষ আরম্ভ হইবে।

(খ) আলোচ্য পঞ্জিকার মতে ৩৬৫ দিনে একবৎসর পূর্ণ হইবে এবং যে বর্ষ অধিবর্ষ (Leap year) হইবে সেই বৎসরের মান একদিন বৃদ্ধি পাইবে, অর্থাৎ অধিবর্ষ ৩৬৬ দিনে হইবে।

অধিবর্ষ গণনার নিয়ম ঃ শকাব্দের সহিত ৭৮ যোগ করিয়া যোগ ফলকে ৪ দ্বারা ভাগ করিলে যদি ভাগশেষ না থাকে তবে ঐ বৎসরকে অধিবর্ষ বলিয়া ধরা হইবে। অন্য নিয়মে শকাব্দের সহিত ৭৮ যোগ করিয়া তাহাকে ১০০ দ্বারা পূরণ করিলে যে সংখ্যা হইবে তাহাকে ৪০০ শত দ্বারা ভাগ করিলে যদি কোন ভাগশেষ না থাকে তবে তাহাকে অধিবর্ষ বলিয়া ধরা হইবে।

(গ) সরকারী নববিধান পঞ্জিকামতে কোন্ মাস কতদিনে হইবে নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া হইল ঃ—

সরকারী পঞ্জিকার		পূর্ব প্রচলিত পঞ্জিকার		
মাস	দিন সংখ্যা	মাস	দিন	খৃষ্টাব্দ
১লা চৈত্র	৩০ (অধিবর্ষে ৩১)	৮ চৈত্র	৩০	২২ মার্চ
১লা বৈশাখ	৩১	৮ বৈশাখ	৩১	২১ এপ্রিল
১লা জ্যৈষ্ঠ	৩১	৮ জ্যৈষ্ঠ	৩১	২২ মে
১লা আষাঢ়	৩১	৮ আষাঢ়	৩২	২২ জুন
১লা শ্রাবণ	৩১	৭ শ্রাবণ	৩১	২৩ জুলাই
১লা ভাদ্র	৩১	৭ ভাদ্র	৩১	২৩ আগষ্ট
১লা আশ্বিন	৩০	৭ আশ্বিন	৩১	২৩ সেপ্টেম্বর

সরকারী পঞ্জিকার		পূর্ব প্রচলিত পঞ্জিকার		
মাস	দিন সংখ্যা	মাস	দিন	খৃষ্টাব্দ
১লা কার্তিক	৩০	৬ কার্তিক	৩১	২৩ অক্টোবর
১লা অগ্রহায়ণ	৩০	৬ অগ্রহায়ণ	২৯	২২ নভেম্বর
১লা পৌষ	৩০	৭ পৌষ	৩০	২২ ডিসেম্বর
১লা মাঘ	৩০	৭ মাঘ	২৯	২১ জানুয়ারী
১লা ফাল্গুন	৩০	৮ ফাল্গুন	৩০	২০ ফেব্রুয়ারী

(ঘ) আলোচ্য পঞ্জিকায় নিম্নলিখিত মতে ঋতুপর্যায় গণনা করা হইবে :—

ফাল্গুন, চৈত্র = বসন্ত ; বৈশাখ, জ্যৈষ্ঠ = গ্রীষ্ম ; আষাঢ়, শ্রাবণ = বর্ষা ; ভাদ্র, আশ্বিন = শরৎ ; কার্তিক, অগ্রহায়ণ = হেমন্ত ; পৌষ, মাঘ = শীত ঋতু।

শ্রদ্ধেয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় আনুমানিক ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে এই প্রণালীতে ঋতুগণনা প্রবর্তন করেন (বর্ণপরিচয় ২য় ভাগ দ্রষ্টব্য)। ৩১৯ খৃষ্টাব্দে চৈত্র-পূর্ণিমায় বাসন্তিকা ক্রান্তিপাত বিন্দুর মিলনদিবস হইতে গুপ্তাব্দ প্রচলিত হইয়াছিল। ঐ সময় ঋতু গণনা করা হইত এইভাবে—চৈত্র, বৈশাখ = বসন্ত ; জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ় = গ্রীষ্ম ; শ্রাবণ, ভাদ্র = বর্ষা ; আশ্বিন, কার্তিক = শরৎ ; অগ্রহায়ণ, পৌষ = হেমন্ত এবং মাঘ, ফাল্গুন = শীত ঋতু। ভারতবর্ষে এই নিয়মে ঋতু গণনার রীতি বহুকাল প্রচলিত ছিল। কিন্তু ৩১৯ খৃষ্টাব্দে যে প্রণালীতে ঋতু গণনা করা হইত দীর্ঘ ১৬ শতাব্দীর ব্যবধানে তাহা ত্রুটিপূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহা উপলব্ধি করিয়া উহার সংস্কার সাধনে প্রয়াস পান।

অয়নগতির জন্য প্রতি ৭২ বৎসরে ঋতুসমূহ একদিন করিয়া পিছে সরিয়া যায়। এই হিসাবে গুপ্তাব্দের প্রারম্ভ হইতে বর্তমানকাল পর্যন্ত গণনা করিলে দেখা যাইবে যে ঋতুসমূহ প্রায় ২৩ দিন পশ্চাতে সরিয়া গিয়াছে, অর্থাৎ যে হিসাবে ১লা চৈত্রকে বসন্তঋতুর সূত্রপাত বলিয়া ধরা হইত তাহা আর এখন চলে না। কার্যতঃ ফাল্গুনের ৭ তারিখেই বসন্তঋতুর উদয় হইতেছে। সুতরাং সরকারী পঞ্জিকায় বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রবর্তিত ঋতু গণনা প্রণালী গ্রহণ করিয়া অর্থাৎ ফাল্গুন, চৈত্র দুই মাসকে বসন্তঋতু বলিয়া গণনা করার পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া উচিত কাজই করা হইয়াছে।

(ঙ) উজ্জয়িনীকে সরকারী পঞ্জিকার গণনার কেন্দ্রস্থল বলিয়া ধরা হইয়াছে। উহা ৮২½°, ডিগ্রী পূর্ব দ্রাঘিমাংশ ও ২৩°-১১′ মিনিট উত্তর অক্ষাংশ-এর মধ্যে অবস্থিত। উজ্জয়িনীর মধ্যরেখার রাত্রি ১২টা হইতে সরকারী পঞ্জিকার দিবারম্ভ গণনা করা হইয়া থাকে।

অয়নগতি সমস্যা ঃ স্থির রাশিচক্রের উপর সততঃ বিষুবের মৃদু মৃদু গতি হইতেছে সেই গতিকে অয়নগতি বলা হয়। এই অয়নগতির জন্য ঋতুসমূহ মৃদু মৃদু গতিতে ক্রমশঃ পশ্চাতে সরার ফলে ঋতুসমূহের মুখ ঘুরিয়া যাইতেছে এবং উহাদের আবির্ভাব-কালের বিপর্যয় ঘটিতেছে। দুঃখের বিষয় এই অয়নগতির মান সম্পর্কে জ্যোতিষ সিদ্ধান্তকারদের মধ্যে মতৈক্য না থাকায় সায়ন বর্ষ আরম্ভে অনৈক্য সৃষ্টি হয়। তাঁহাদের মতে অয়নগতি দ্বিবিধ এবং উহার বার্ষিক গতির মানও বহুবিধ। বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অয়নগতির বিভিন্ন মান ধরিয়া পঞ্জিকা গণনা করা হইতেছে ; ফলে পঞ্জিকাসমূহের গণনায় স্বভাবতঃ অনৈক্য ঘটে। পঞ্জিকা সংস্কার সমিতি আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিশুদ্ধ অয়নগতির মান বার্ষিক ৫০" বিকলা ধরিয়া লইয়া পঞ্জিকা সংস্কার করিয়াছেন। নিম্নে দ্বিবিধ অয়নগতি এবং উহার বাষিকগতির বিভিন্নতা সম্পর্কে আলোচনা করা হইতেছে।

দুই স্বতন্ত্র মতাবলম্বী পণ্ডিতগণের মতে অয়নগতি দুইপ্রকার, যথা— ১। ঘড়ির দোলকের ন্যায় এপাশে ওপাশে দোলায়মান গতি। ইহাকে ইংরাজীতে বলা হয় Pendulam Theory। ২। পূর্ণ রাশিচক্র আবর্তনশীল অয়নগতি। ইহার ইংরাজী নাম Revolutionary Theory। দোলায়মান গতিতে রাশিচক্রের উভয়দিকে ২৭+২৭=৫৪° ডিগ্রী করিয়া অয়নের মোট ১০৮° ডিগ্রী মাত্র গতি হয়। অয়নগতির এই মত সর্বজন-গ্রাহ্য নহে, কারণ রাশিচক্র মোট ৩৬০° ডিগ্রীতে সম্পূর্ণ। পক্ষান্তরে কোন নির্দিষ্ট বিন্দু হইতে অয়নগতি আরম্ভ করিয়া সম্পূর্ণ রাশিচক্র আবর্তন করিয়া আসার যে মত প্রচলিত আছে তাহা অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত। এই মত অনুসারে ২৫৯২০ বৎসরে (৩৬০° × ৭২বর্ষ) অয়নগতি সম্পূর্ণ রাশিচক্র একবার প্রদক্ষিণ করিয়া আসে এবং ঋতুসমূহ নিজ নিজ স্থানে পুনরাবর্তন করিয়া থাকে।

দোলক অয়নগতির মান	পূর্ণ আবর্তনশীল গতির মান
সূর্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থমতে—৫৪"	মুঞ্জালভট্ট গ্রন্থমতে—৫৯" ৯"'
সোম সিদ্ধান্ত " — "	ভাস্বতী " —৬০"
সাকল্য সিদ্ধান্ত " — "	গ্রহলাঘব " —৬০"
লঘুবশিষ্ঠ " — "	সিদ্ধান্ত দর্পণ
পরাশর সিদ্ধান্ত " —৫২" ৩৫"'	(উড়িষ্যার চন্দ্রশেখর সামন্ত) গ্রন্থমতে—৫৭"
আর্যশত শতিকা " —৪৬" ২৫"'	আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান " —৫০"
(মুনিশ্বর)	বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা " —৫০" ৩"'

উপরোক্ত মতবাদসমূহের উপর নির্ভর করিয়া বর্তমানকালেও বহু পঞ্জিকা প্রকাশিত হয়। ফলে এক পঞ্জিকার গণনার সহিত অপর পঞ্জিকার গণনার পার্থক্য হয় এবং পঞ্জিকা ব্যবহারকারী জনসাধারণের পক্ষে বিশেষ অসুবিধার সৃষ্টি হয়। পঞ্জিকা বিভ্রাটের বিবিধ কারণের মধ্যে ইহাই প্রধান। দুঃখের বিষয় পঞ্জিকা সংস্কার সমিতির বৃহদায়তন সরকারী রিপোর্টে অয়নগতির উপরোক্ত বিষয়সমূহ বিস্তৃতভাবে আলোচিত হয় নাই।

সচল অয়নগতির অচল অবস্থা: পঞ্জী সংস্কার সমিতি অয়নগতির বার্ষিকমান ৫০″ বিকলা গ্রহণ করিয়া পঞ্জিকা সংস্কার করিয়াছেন। ১৯৫৬ সালের ২১শে মার্চ রাশিচক্রপথে অয়নের গতি যখন ২৩°-১৫′ মিনিট হইল, সেই অবস্থায় ঐ গতিকে চিরকালের জন্য স্থির মনে করিয়া সমিতি পঞ্জিকা সংস্কার করিয়াছেন। রাশিচক্রপথে আবর্তনশীল সচল অয়নগতিকে এই ভাবে ২৩-১৫′ মিনিট গতিস্থানে বাঁধিয়া রাখা হইল। পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ৭২ বৎসরে অয়নগতি রাশিচক্রের ১′ পথ অতিক্রম করে এবং ইহার ফলে ঋতু একদিন পশ্চাতে সরিয়া যায়। এই নিয়মে মেষরাশির (নিরয়ন) আদিবিন্দুতে বাসন্তিকা ক্রান্তিপাতের সময় যে ঋতু ছিল তাহা ৩৬০ × ৭২ = ২৫৯২০ বৎসরে স্বস্থানে প্রত্যাবর্তন করিযা থাকে। পঞ্জিকা সংস্কার সমিতি পুনরাবর্তন নিয়মের অয়নগতিকে স্থির ধরিয়া লওয়ায়, আপাতঃ বৈষম্য নিরসনের জন্য এক গাণিতিক নিয়ম প্রবর্তন করিয়াছেন। সমিতি যেমন সায়ন বা সচলবর্ষ (Tropical year) প্রবর্তন করিয়াছেন তেমনি সচল বর্ষমানও গ্রহণ করিয়াছেন। এই সচলবর্ষের মান নাক্ষত্রিকী বর্ষমান (Sideral Year-পূর্বে যাহা চালু ছিল) হইতে কম। ইহার ফলে ৫০″ বিকলা বার্ষিকগতিজনিত অয়নের বৃদ্ধির জন্য কিছুকাল বৈষম্য হইবে না। কিন্তু ভবিষ্যতে বহুকাল পরে অযনগতি যখন ক্রমশঃ সুদূরে গমন করিবে সেই সময় বর্তমানে প্রচলিত স্থির অয়নগতি সম্ভবতঃ স্থির থাকিবে না। কারণ সচলবর্ষের মান নাক্ষত্রবর্ষের মান অপেক্ষা কিছু কম থাকায় অয়নগতি ঐ বর্ষমান অতিক্রম করিলে সংস্কার প্রয়োজন হইবে। কিরূপে উক্ত সংস্কার সাধন করা হইবে, সরকারী রিপোর্টে তাহার নিয়মসহ তালিকা প্রদান করিলে সঙ্গত হইত।

বৈদিকযুগে বর্ষারম্ভের ধারা: বৈদিক ঋষিগণ ঋতুতে সম্বৎসর-ব্যাপী যজ্ঞানুষ্ঠান করিতেন। তাঁহাদের নিকট যজ্ঞ এবং ঋতু একার্থবোধক ছিল। ঋতুসমূহের বিপর্যয় হইলে যজ্ঞকালের অনৈক্য হয় বলিয়া তাঁহারা

যখনই ঋতুর বিকল্প লক্ষ্য করিতেন তখনই সচলবর্ষ এবং ঋতুমাস প্রবর্তন করিয়া যথাকালে যজ্ঞ সম্পাদন করিতেন।

বেদজ্ঞ পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী মহাশয় কালচক্রের অর্থপ্রকাশ করিতে যাইয়া গ্রীষ্ম, বর্ষা, হেমন্ত এই তিন ঋতুতে ১২ মাস ঋতুচক্রাবর্তন ব্যাখ্যা করিয়াছেন (ঊষা vol 3, No. 1)। অতএব সামশ্রমী মহাশয়ের মতে বৈদিক-যুগে ৪ মাসে এক ঋতু এবং ৩ ঋতুতে বৎসর গণনা করার বিধি ছিল।

পুনর্বসুতে বাসন্তিকাক্রান্তিপাতে বৎসরারম্ভঃ বৈদিক সংস্কৃতির সূচনা পুনর্বসু নক্ষত্রে বাসন্তিকা ক্রান্তিপাত বিন্দুর মিলন সময়। বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয় The Arctic Home in the Vedas গ্রন্থে অয়ন গতি দ্বারা উহার কাল নির্ণয় করিয়াছেন, খৃঃ পূর্ব ৮০০০—৫০০০ বর্ষ। ঐ সময় মেষক্রান্তিপাত বিন্দু পুনর্বসুতে মিলিত হইত। পুনর্বসু নক্ষত্রে দেবতা অদিতি। ঐ যুগকে কৃতযুগ বা অদিতিকাল বলা হয়। অদিতিতে যজ্ঞ আরম্ভ এবং সমাপ্তি, তাহার প্রমাণ মন্ত্রসমূহে বহু রহিয়াছে; অদিতি হইতে ১২শ আদিত্যের জন্ম, এই দ্বাদশ আদিত্যই সম্বৎসরের ১২ মাসের সূর্য রশ্মির বিভিন্ন ক্রিয়া শক্তির পরিচয়।

মৃগশিরায় ক্রান্তিপাতে মার্গশীর্ষ বর্ষঃ পুনর্বসু হইতে অয়নগতি যখন মৃগশিরা নক্ষত্রে গমন করিল তখন বৈদিক ঋষিগণ ঋতুর বিপর্যয় লক্ষ্য করিয়া সংস্কার করিলেন। তখন মৃগশিরা নক্ষত্রে বাসন্তিকা ক্রান্তিপাতের মিলন হইতে নববর্ষ গণনা আরম্ভ করিলেন। তিলক মহাশয় উহার কাল খৃঃ পূর্ব ৫০০০—৩০০০ বর্ষ নির্ণয় করিয়াছেন। এই সময় প্রাচীন পঞ্জিকা সংস্কৃত হয়। মৃগশিরাকে অগ্রহায়ণী বলে। অগ্র=প্রথম হায়ণ অর্থে বর্ষ, অর্থাৎ বৎসরের প্রথম হইল অগ্রহায়ণ।

রোহিণীতে বর্ষারম্ভঃ মৃগশিরা হইতে রোহিণীতে যখন ক্রান্তিপাত মিলন হইল, সেই সময় নববর্ষ গণনা করা হইল। পুরাণে প্রজাপতি ব্রহ্মা এবং রোহিণীর বৃত্তান্ত রহিয়াছে।

কৃত্তিকাকালে বর্ষঃ রোহিণী হইতে অয়ন যখন কৃত্তিকা নক্ষত্রে চলিয়া গেল তখন পুনরায় নূতন করিয়া বৎসর গণনা আরম্ভ হইল। তিলক মহাশয় উহার কাল গণনা খৃঃ পূর্ব ৩০০০—১৪০০ বর্ষ নির্ণয় করিয়াছেন। ঐ কালের অন্তিম-ভাগে বেদাঙ্গ জ্যোতিষ রচিত হয় এবং নক্ষত্র তালিকা প্রণয়ন করা হয়। কৃত্তিকা হইতে নক্ষত্রের আরম্ভ ফলিত জ্যোতিষের দশা গণনায় পাওয়া যায়।

ভারতে প্রচলিত বিভিন্ন অব্দ

ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বহুপ্রকার অব্দ প্রচলিত রহিয়াছে, নিম্নে কতিপয় অব্দের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল।

পাণ্ডবকাল বা যুধিষ্ঠিরাব্দ : যুধিষ্ঠিরের রাজত্ব সময় হইতে এই অব্দ প্রবর্তন করা হইয়াছিল; সপ্তর্ষিগণ তখন মঘানক্ষত্রে অবস্থান করিতেন। বরাহ উহার কাল গণনা করিয়াছেন খৃষ্টপূর্ব ২৪৪৯। সপ্তর্ষিগণ প্রতি নক্ষত্রে শতবর্ষ অবস্থান করেন।

কল্যব্দ : পৃথিবীতে ঘূর্ণন মতবাদের প্রথম প্রবর্তক আর্যভট্ট (পাটনা) এই অব্দ প্রচলন করেন।

বিক্রমসম্বৎ অব্দ : উজ্জয়িনীর সম্রাট বিক্রমাদিত্য এই অব্দ প্রচলন করেন। চৈত্রমাসে ইহার বৎসর আরম্ভ। মাস পূর্ণিমান্ত। এই অব্দ উত্তর ভারতের অধিকাংশ স্থানে প্রচলিত আছে।

শকাব্দ : সম্রাট শালিবাহন এই অব্দ প্রবর্তন করিয়াছিলেন।

গুপ্তাব্দ : গুপ্তযুগে ৩১৯ খৃষ্টাব্দে চৈত্র পূর্ণিমায় বাসন্তিকা ক্রান্তিপাত বিন্দুর মিলনস্থল হইতে এই অব্দ প্রচলিত হয়।

ফসলী : সম্রাট আকবর রাজস্ব আদায় ও অন্যান্য রাজকার্যের সুবিধার জন্য 'হিজরী' নামক সাধারণ মুসলমানী চান্দ্রবর্ষের পরিবর্তে একটি সৌরবর্ষ প্রবর্তন করিয়াছিলেন (৯৬৩ হিজরী, ২।৩ রবি; ইং ১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৫৫৬)। ফসল সংগ্রহ কালের সহিত সম্পর্কযুক্ত হওয়ায় উহার নাম হয় 'ফসলী' সন (Harvest Year)। ৯৬৩ হিজরী বর্ষটিকেই কার্যতঃ সৌর ফসলী বর্ষে রূপান্তরিত করা হয়, অর্থাৎ ফসলী সন যখনই আরম্ভ হইল তখন হইতেই ৯৬৩ ফসলী বলিয়া গণনা করা হইতে থাকিল। পূর্ব প্রচলিত চান্দ্র আশ্বিন মাস হইতে ফসলীর বর্ষারম্ভ ধরা হইয়াছিল।

বিলায়তী : উড়িষ্যায় আকবর প্রবর্তিত ফসলী বর্ষের নামকরণ হইল 'বিলায়তী' সন। ৯৬৩ বিলায়তী সনের বর্ষারম্ভ হইয়াছিল সৌর আশ্বিন মাসের ১লা তারিখ হইতে (৮ই সেপ্টেম্বর, ১৫৫৫)।

বঙ্গাব্দ : বঙ্গদেশে ফসলী সন বঙ্গাব্দ বা বাংলা সন নামে পরিচিত। ৯৬৩ হিজরী ৯৬৩ বঙ্গাব্দে রূপান্তরিত হইয়াছিল। ১৪৭৯ শকাব্দের ১লা বৈশাখ (২৭শে মার্চ, ১৫৫৬) তারিখ হইতে বঙ্গাব্দের বর্ষারম্ভ ধরা হইয়াছিল।

নোবেল পুরস্কার

আলফ্রেড্ বার্নার্ড নোবেল (১৮৩৩-১৮৯৬ খৃঃ) সুইডেনের একজন খ্যাতনামা ইঞ্জিনীয়ার ছিলেন। ইনি প্রসিদ্ধ বিস্ফোরক ডিনামাইটের আবিষ্কর্তা। নোবেল তাঁহার জীবনের সঞ্চিত সম্পত্তির বৃহদংশ উইল দ্বারা ট্রাস্ট করিয়া রাখিয়া যান। এই ট্রাস্টের অর্থ-ভাণ্ডারের পরিমাণ প্রায় ১৭,৫০,০০০ পাউণ্ড অর্থাৎ প্রায় আড়াই কোটি টাকা; এই বিপুল সম্পত্তির বার্ষিক আয়দ্বারা উইলে উল্লিখিত অভিলাষ অনুসারে নিম্নোক্ত পাঁচটি বিষয়ে প্রতি বৎসর পাঁচজন মনীষীকে পুরস্কার বিতরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে ঃ—

(১) সাহিত্য (শ্রেষ্ঠত্ব-বিচারের ভার ন্যস্ত রহিয়াছে 'সুইডিশ একাডেমী অব লিটারেচার'-এর উপর), (২) শান্তি (নরওয়ে পার্লামেণ্টের পাঁচজন সদস্য লইয়া গঠিত এক কমিটি কর্তৃক বিচার্য), (৩) পদার্থ-বিজ্ঞান, (৪) রসায়ন ('সুইডিশ একাডেমী অব সায়েন্স' কর্তৃক বিচার্য) ও (৫) ভেষজ বিজ্ঞান ও শরীরতত্ত্ব ('স্টকহোম ফ্যাকাল্টি অব মেডিসিন' বিচার করেন)।

দাতার নামানুসারে এই পুরস্কার 'নোবেল পুরস্কার' নামে আখ্যাত। নোবেলের পঞ্চম বার্ষিকী মৃত্যুতিথি উদ্‌যাপন উপলক্ষে ১৯০১ খৃষ্টাব্দ হইতে এই পুরস্কার বিতরণ আরম্ভ হয়। নোবেলের উৎসর্গীকৃত সম্পত্তি হইতে বার্ষিক ছয় লক্ষ টাকার অধিক সুদ অর্জিত হইয়া থাকে।

১৯৫৭ সালের নোবেল পুরস্কার

পদার্থবিদ্যা

গত ১৯৫৭ সালে আমেরিকা প্রবাসী দুইজন চীনা বিজ্ঞানী, ডাঃ সুং দাও-লী ও ডাঃ চেন নিং-ইয়াং, একসঙ্গে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। ইহারা পারমাণবিক পদার্থবিজ্ঞানের এতাবৎ স্বীকৃত অন্যতম ভিত্তি 'প্যারিটি-ল'-এর ব্যর্থতা পরীক্ষামূলকভাবে প্রতিপাদন করিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহারই স্বীকৃতিস্বরূপ উক্ত তরুণ বিজ্ঞানীদ্বয় নোবেল

পুরস্কারে সম্মানিত হইয়াছেন। ডাঃ লী-এর বয়ঃক্রম মাত্র ৩১ এবং ডাঃ ইয়াং-এর ৩৫ বৎসর; সারা পৃথিবীতে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত বিজ্ঞানীদের মধ্যে ইঁহারাই বোধ হয় সর্বকনিষ্ঠ। ইঁহাদের আরও কৃতিত্ব এই যে. আবিষ্কারের মাত্র এক বছরের মধ্যেই ইঁহারা এভাবে সম্মানিত হইয়াছেন। এত স্বল্পকালের ব্যবধানে এযাবৎ আর কোন বিজ্ঞানী নোবেল পুরস্কার লাভে সমর্থ হন নাই। গত ১৯৫৬ সালের অক্টোবর মাসে আমেরিকার 'ফিজি-ক্যাল রিভ্যু' নামক পত্রিকায় এই তত্ত্ব প্রথম প্রকাশিত হয়।

ডাঃ সুং দাও-লী

ডাঃ ইয়াং প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চাঙ্গ পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপনা কার্যে নিযুক্ত আছেন। ডাঃ লী কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়েব পদার্থবিদ্যার অধ্যাপকের পদ হইতে সাময়িকভাবে অবসর গ্রহণ করিয়া প্রিন্সটনে আসিয়া ডাঃ ইয়াং-এর সঙ্গে একযোগে 'প্যারিটি-ল' সম্পর্কীয় গবেষণা কার্যে রত হন এবং এই নূতন তাত্ত্বিক সূত্র আবিষ্কার করেন। প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত চীনা মহিলা বিজ্ঞানী মিস্ ইউ চিয়েন-সুং-এর পরীক্ষালব্ধ ফলাফল ইঁহাদের গবেষণার বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। যাহা হউক, এই নূতন তত্ত্ব প্রকাশিত হওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই বিভিন্ন বিজ্ঞানী-সমাজ বহু জটিল পরীক্ষার পরে উহা সমর্থন করেন এবং দেখা যায় যে, কোন কোন তেজস্ক্রিয় পরমাণুর বিভাজনে অন্তর্বর্তী 'মেসন' কণিকাসমূহ বস্তুতঃই 'প্যারিটি' সূত্র মানিয়া চলে না, যাহা পূর্বে বিজ্ঞানীদের অজ্ঞাত ছিল। এই তত্ত্ব পরমাণু বিজ্ঞানের গবেষণায় এক সম্পূর্ণ নূতন আলোকসম্পাত করিয়াছে এবং ইহার ফলাফল সুদূরপ্রসারী হইবে।

ডাঃ চেন নিং-ইয়াং

ডাঃ ইয়াং ও ডাঃ লী বর্তমানে পরমাণু কেন্দ্রীনের আভ্যন্তরীণ গঠন ও অবস্থা সম্পর্কীয় সঠিক তথ্যাদির গাণিতিক সমাধান আবিষ্কারের জন্য জটিল গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন।

রসায়ন

আলোচ্য বৎসরে রসায়ন বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছেন ইংল্যাণ্ডের প্রখ্যাত রাসায়নিক স্যার আলেকজাণ্ডার টড্। স্কটল্যাণ্ডের অধিবাসী এই রসায়ন বিজ্ঞানী কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জৈব রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক পদে দীর্ঘদিন যাবৎ নিযুক্ত আছেন। প্রাণী দেহের মূল জৈব বস্তু 'নিউক্লিওটাইড' সম্পর্কীয় জটিল রাসায়নিক তথ্য আবিষ্কারের জন্য সুইডিশ একাডেমী অব্ সায়েন্স এই বছর ইঁহাকে নোবেল পুরস্কার দান করিয়াছেন। জীবনের মূল উৎস সন্ধানে বিজ্ঞানী টডের এই আবিষ্কার একটি যুগান্তকারী অবদান বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে।

স্যার আলেকজাণ্ডার টড্

বিজ্ঞানী টডের বয়স বর্তমানে ৮১ বৎসর। তিনি গ্লাসগোতে জন্মগ্রহণ করেন ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে; শিক্ষালাভ করেন অ্যালেন গ্লেন্‌স্ স্কুল ও গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯২৮-২৯ সালে তিনি গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্নেগী রিসার্চ স্কলার এবং ১৯৩৭-৩৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিষ্ট্রির রীডার ছিলেন। তিনি প্রথমে ম্যাঞ্চেস্টর বিশ্ববিদ্যালয় ও পরে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালযে রসায়নের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। স্যার আলেকজাণ্ডার পরে ইংল্যাণ্ডের বৈজ্ঞানিক গবেষণা সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান পদেও নিযুক্ত হন। জৈব রসায়নের গবেষণায় তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন বহু পূর্বেই। ১৯৪৮ সালে তিনি লেভয়সিঁয়ে অ্যাকাডেমি মেডাল, ১৯৪৯ সালে ডেভি মেডাল এবং ১৯৫৫ সালে রয়্যাল মেডাল লাভ করেন। বৃটিশ রয়্যাল সোসাইটি কর্তৃক শেষোক্ত দুইটি পুরস্কার প্রদত্ত হয়। তিনি ভিটামিন বি$_{১২}$ এবং আফিমের বিষ সংক্রান্ত গবেষণায় মৌলিক তথ্যাদি আবিষ্কার করিয়াছেন।

স্যার আলেকজাণ্ডার জীবনের জৈব প্রকৃতি সন্ধানে দেহকোষের অভ্যন্তরস্থ 'নিউক্লিওটাইড' পদার্থ সম্পর্কিত গবেষণার জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। নিউইয়র্কের হার্ভে সোসাইটির ১৯৫১ সালের বার্ষিক বক্তৃতা সভায় তিনি প্রথম প্রকাশ করেন যে, জীবদেহের প্রত্যেকটি কোষের কেন্দ্রীনে যে অ্যাসিড পদার্থ পাওয়া গিয়াছে তাহাকে 'নিউক্লিক অ্যাসিড' নাম দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু প্রকৃত

পক্ষে দেহের সকল কোষ ও পেশীতন্তুর গঠনে এই অ্যাসিড একটি স্বাভাবিক উপাদান এবং ইহা দেহের প্রোটিন উপাদানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত ; কাজেই ইহাকে নিউক্লিও-প্রোটিন্‌ও বলা যায়। স্যার আলেকজাণ্ডারের গবেষণায় প্রমাণিত হইয়াছে যে, বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জটিল নিউক্লিক অ্যাসিডকে অপেক্ষাকৃত সরল গঠনের এক যৌগিকে রূপান্তরিত করা যায় এবং এই যৌগিকই 'নিউক্লিওটাইড' নামে অভিহিত, যাহা জীবদেহের মৌলিক জৈব বস্তু। এই নিউক্লিওটাইড মূলতঃ শর্করা, ফস্‌ফোরিক অ্যাসিড ও একটা ক্ষারক পদার্থের রাসায়নিক মিলনে গঠিত।

জীবদেহের প্রোটিন বা কার্বোহাইড্রেট উপাদান সম্পর্কে যেরূপ ব্যাপক গবেষণা হইয়াছে, নিউক্লিওটাইড সম্পর্কে পূর্বে সেরূপ কোন তথ্যানুসন্ধান হয় নাই। স্যার আলেকজাণ্ডার এই জৈব বস্তু কৃত্রিম উপায়ে সংশ্লিষ্ট করিবারও চেষ্টা করিয়াছেন। অদূর ভবিষ্যতে রাসায়নিক উপায়ে কৃত্রিম জীব-কণা সৃষ্টি করা সম্ভব হইবে বলিয়া আশা করা আর দুরাশা নয়।

শারীরবৃত্ত ও চিকিৎসা বিজ্ঞান

১৯৫৭ সালে চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছেন সুইস বিজ্ঞানী ডাঃ ড্যানিয়েল বোভেট। দক্ষিণ আমেরিকার রেড ইণ্ডিয়ানরা শিকারের জন্য তীরের ফলায় যে মারাত্মক বিষ ব্যবহার করিত, তদনুরূপ রাসায়নিক ক্রিয়াসম্পন্ন কৃত্রিম পদার্থ সংশ্লিষ্ট করিয়া ডাঃ বোভেট স্বচ্ছন্দ অস্ত্রোপচারের সহায়ক এক অত্যাশ্চর্য ঔষধ আবিষ্কার করিয়াছেন। মানব কল্যাণে অস্ত্র চিকিৎসার ক্ষেত্রে এই ঔষধের অপরিসীম কার্যকারিতার জন্য স্টকহোলমের রয়্যাল ক্যারোলিন মেডিক্যাল-সার্জিক্যাল ইনষ্টিটিউট ডাঃ বোভেটকে নোবেল পুরস্কার দানে সম্মানিত করিয়াছেন।

ডাঃ ড্যানিয়েল বোভেট

পঞ্চাশ বৎসর বয়স্ক এই চিকিৎসা-বিজ্ঞানী ইতিপূর্বেই ভেষজ-গবেষণায় প্রভূত খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। তিনি 'অ্যান্টি-হিস্টামিন' সম্পর্কীয় গবেষণার জন্য প্রচুর সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। অস্ত্রোপচারের যে কৃত্রিম রাসায়নিক বিষয়বস্তু আবিষ্কারের জন্য ডাঃ বোভেট নোবেল পুরস্কার

লাভ করিলেন, তাহা অস্ত্রচিকিৎসায় একটি অসামান্য অবদান। এই ঔষধ প্রয়োগে অস্ত্রোপচারের সময় রোগীর মাংসপেশীগুলিকে সবিশেষ শিথিল করিয়া দেয় এবং স্নায়ুমণ্ডলী অসাড় করে। রেড ইণ্ডিয়ানরা তীরের ফলায় যে বিষ ব্যবহার করিত, তাহা এক প্রকার উদ্ভিজ্জ রস হইতে নিষ্কাষিত হইত; ডাঃ বোভেট রাসায়নিক উপায়ে মারাত্মকতা বর্জিত বিশুদ্ধ অবস্থায় ইহা সংশ্লিষ্ট করিয়াছেন। এই ঔষধ এখন আমেরিকার নিউইয়র্কস্থ লেডার্লে লেবরেটরীতে তৈরী হইয়া 'ফ্ল্যাক্সোডিল' নামে বিক্রয় হইতেছে।

ডাঃ বোভেট ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে সুইজারল্যাণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা অধ্যাপক পিয়ারে বোভেট শিশু-মনস্তত্ত্ব বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ডাঃ বোভেট স্বদেশ ত্যাগ করিয়া ইটালীতে গমন করেন ও সেদেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। তিনি একজন ইটালীয় বিদুষী মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়া ভেষজ বিজ্ঞানের গবেষণায় ব্যাপৃত হন। বর্তমানে তিনি ইটালিয়ান হেলথ ইনষ্টিটিউটের কেমিক্যাল থিরাপী লেবরেটরীর অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত আছেন। রোম নগরীতে ডাঃ বোভেট একজন বিশেষ প্রতিষ্ঠা-সম্পন্ন সম্মানিত নাগরিক হিসাবে বসবাস করিতেছেন।

সাহিত্য

১৯৫৭ সালে সাহিত্যের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করিয়াছেন প্রখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক শ্রীআলবিয়র কামু। তিনি একাধারে দার্শনিক, ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, সাংবাদিক ও প্রবন্ধকার। উত্তর আফ্রিকার ফরাসী উপনিবেশ আলজিরিয়াতে ১৯১৩ সালে কামু জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি কিছুকাল জাহাজের দালালী করেন; অতঃপর বিদ্যালয়ে ফরাসী ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে অধ্যাপনা করেন। ১৯৪০ সালে কামু স্থায়ীভাবে বাস করার জন্য ফ্রান্সে চলিয়া আসেন। সাহিত্যক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা অর্জনের পূর্বে তিনি 'কম্ব্যাট' নামক একখানা সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। 'The outsider', 'The plague' প্রভৃতি কামুর প্রথম দিকের উপন্যাসগুলি রাজনৈতিক পটভূমিকায় লেখা। কিন্তু শীঘ্রই তিনি বিষয়বস্তু পরিবর্তন করেন এবং তাঁহার পরবর্তী রচনার ভিতর তিনি মানবাত্মার চিরন্তনী জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজিতে থাকেন। তাঁহার এই পর্যায়ের প্রথম উপন্যাস 'The fall' প্রকাশিত হইলে লণ্ডনের সুবিখ্যাত 'টাইমস' দৈনিকপত্র মন্তব্য করিয়াছিলেন—'Camus departure from politics to Soul'.

কামুর প্রথম উপন্যাস 'L' Estranger' (ইংরাজী অনুবাদ stranger) ও দার্শনিক গ্রন্থ 'Le Mythe de Sisyphe' ১৯৪২ সালে প্রকাশিত হয়। ১৯৪৪

সালে তাঁহার দুইখানি নাটক প্রকাশিত হয়; উহাতে তাঁহার জীবনদর্শনের সুস্পষ্ট ছাপ রহিয়াছে। ১৯৪৫ সালে ফ্রান্সের তদানীন্তন রাজনৈতিক পটভূমিকায় কামু তাঁহার জার্মান বন্ধুদের নিকট যে সকল পত্র লিখিয়াছিলেন তাহা সাহিত্য সম্পদে সমুজ্জ্বল। কামুর নিজের কথায়—"মানব প্রকৃতির সহিত অঙ্গীভূত সকল বিষয়েই আমি নৈরাশ্যবাদী। কিন্তু মানুষের কাজের বেলায় আমি মুখ্যতঃ আশাবাদী।" এখানে উল্লেখযোগ্য যে, একমাত্র রাডিয়ার্ড কিপলিং ব্যতীত আর কেহ এত অল্প বয়সে সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন নাই।

শান্তি

১৯৫৭ সালে শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হইয়াছে শ্রীলেষ্টার বি. পিয়ারসনকে। শ্রীপিয়ারসন আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে বিশেষ পরিচিত ব্যক্তি। তিনি কানাডার প্রথম পররাষ্ট্র মন্ত্রী। বস্তুতঃ ১৯৪৮ সালে বিশেষ করিয়া তাঁহার জন্যই কানাডার মন্ত্রিসভায় পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দপ্তর সৃষ্টি করা হয়। ১৯৫৭ সালের জুন মাসে লিবারেল দল সাধারণ নির্বাচনে পরাজিত হওয়ার অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত তিনি উক্ত দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন। মন্ত্রিসভায় যোগদানের পূর্বে তিনি ওয়াশিংটনে কানাডার রাষ্ট্রদূত ছিলেন। লেষ্টার পিয়ারসন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিমান-বাহিনীতে যোগদান করিয়াছিলেন। ইতিপূর্বে তিনি লীগ অব নেশানস্-এর বহু 'মিশনে' কার্য করিয়াছেন। সম্মিলিত জাতিসঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার পর হইতে তিনি মার্কিণ ও ব্রিটিশ পররাষ্ট্রনীতির মধ্যে ঐক্য সাধনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

শ্রীলেষ্টার বি. পিয়ারসন

'ন্যাটো' সংস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁহার উদ্যম সর্বজনবিদিত। শ্রীপিয়ারসন ১৯৫২ সালে জাতিসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। পশ্চিম বঙ্গের ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনার অন্তর্গত কানাডা বাঁধ উদ্বোধন উপলক্ষে তিনি ১৯৫৫ সালে ভারতে আসিয়াছিলেন। তাঁহার বর্তমান বয়স ৬০ বৎসর।

নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তদের তালিকা

প্রারম্ভ হইতে অদ্য পর্যন্ত যাঁহারা বিভিন্ন বিষয়ে পুরস্কার লাভ করিয়াছেন নিম্নে তাঁহাদের নাম দেওয়া হইল।

সাহিত্য

১৯০১	আর. এফ এ. সুলী-প্রুধোম	ফ্রান্স
১৯০২	টি. মমসেন	জার্মানী
১৯০৩	বি. বিয়র্ণসন্	নরওয়ে
১৯০৪	এইচ. পি. মিস্ত্রাল	ফ্রান্স
	এবং যোশে এচেগারে	স্পেন
১৯০৫	এইচ. সিয়েন কিয়েউইৎস	পোল্যাণ্ড
১৯০৬	জি. কারডুচি	ইটালী
১৯০৭	রাডিয়াড কিপলিং	ইংল্যাণ্ড
১৯০৮	রুডলফ অয়কেন	জার্মানী
১৯০৯	সেলমা লাগেরলফ্	সুইডেন
১৯১০	পল জোহান লাডুইগ্ন হেইজ	জার্মানী
১৯১১	মরিস মেতারলিঙ্ক	বেলজিয়ম
১৯১২	জি. হাউপ্টম্যান	জার্মানী
১৯১৩	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	ভারতবর্ষ
১৯১৪	প্রদত্ত হয় নাই	
১৯১৫	রোমা রোলা	ফ্রান্স
১৯১৬	ভি. হেইডেনষ্ট্যাম	সুইডেন
১৯১৭	কার্ল গিযেল্লেরাপ ও	
	এইচ. পণ্টপ্পিদান	ডেনমার্ক
১৯১৮	প্রদত্ত হয় নাই	
১৯১৯	সি. স্পিট্লার	সুইজারল্যাণ্ড
১৯২০	ন্যুট হ্যামসুন	নরওয়ে
১৯২১	আনাতোল ফ্রাঁস	ফ্রান্স
১৯২২	জে. বেনাভেন্তে	স্পেন
১৯২৩	ডব্লিউ. বি. ইয়েট্স	আয়াল্যাণ্ড
১৯২৪	ভ্লাদিস্ল রেমণ্ট	পোল্যাণ্ড
১৯২৫	জর্জ বার্ণার্ড শ'	ইংল্যাণ্ড
১৯২৬	গ্রাৎসিয়া দেলেদ্দা	ইটালী
১৯২৭	আঁরী বার্গসঁ	ফ্রান্স
১৯২৮	এস. উন্দসেৎ	নরওয়ে
১৯২৯	টমাস মান	জার্মানী
১৯৩০	সিনক্লেয়ার লিউইস	আমেরিকা
১৯৩১	ই. আক্সেল কার্লফেলট	সুইডেন
১৯৩২	জন গলস্ওয়ার্দি	ইংল্যাণ্ড
১৯৩৩	আইভান বুনিন	রাশিয়া
১৯৩৪	লুইগী পিরাণদেলো	ইটালী
১৯৩৫	প্রদত্ত হয় নাই	
১৯৩৬	ইউজেন ও'নীল	আমেরিকা
১৯৩৭	আর. এম. ডু-গার্ড	ফ্রান্স
১৯৩৮	পার্ল বাক	আমেরিকা
১৯৩৯	পি. ই. সিল্লান্পা	ফিনল্যাণ্ড
১৯৪০-৪৩	প্রদত্ত হয় নাই	
১৯৪৪	জে. ভি. জেনসেন	ডেনমার্ক
১৯৪৫	গ্যাব্রিয়েলা মিসট্রাল	চিলি
১৯৪৬	হেরম্যান হেস	সুইজারল্যাণ্ড
১৯৪৭	আঁদ্রে জিদ	ফ্রান্স
১৯৪৮	টি. এস. এলিয়ট	ইংল্যাণ্ড
১৯৪৯	উইলিয়াম ফক্নার	আমেরিকা
১৯৫০	বার্ট্রাণ্ড রাসেল	ইংল্যাণ্ড
১৯৫১	পার লাগেরকিষ্ট	সুইডেন
১৯৫২	এম ফ্রাঁসোয়া মোরিয়াক	ফ্রান্স
১৯৫৩	স্যার উইন্স্টন চার্চিল	ইংল্যাণ্ড
১৯৫৪	আর্নেস্ট হেমিংওয়ে	আমেরিকা
১৯৫৫	এইচ. কিলজান ল্যাক্সনেস্	আইসল্যাণ্ড
১৯৫৬	জুয়ান র‍্যামন জিমেনেজ	স্পেন
১৯৫৭	আলবিয়র কামু	ফ্রান্স

শান্তি

১৯০১	হেন্‌রী ডুনান্ত	সুইজারল্যাণ্ড
	এবং ফ্রেডারিক পাসি	ফ্রান্স
১৯০২	এলি ডুকম এবং আলফ্রেড	
	গোবা	সুইজারল্যাণ্ড
১৯০৩	ডব্লিউ. আর. ক্রেমার	ইংল্যাণ্ড
১৯০৪	'দি ইন্‌ষ্টিটিউট্ অব ইণ্টারন্যাশন্যাল	
	ল'	বেলজিয়াম

১৯০৫ বার্থা বি. ফন স্যটনের — অস্ট্রিয়া
১৯০৬ থিওডোর রুজভেল্ট — আমেরিকা
১৯০৭ আর্নেষ্টো টি. মোনেটা — ইটালী
এবং লুই রেণা — ফ্রান্স
১৯০৮ কে. পি. আর্ণল্ডসন্ — সুইডেন
এবং এম. এফ. বাজের — ডেনমার্ক
১৯০৯ ব্যারণ দেস্তুয়রনেল দ্য কঁস্ত্যাঁৎ — ফ্রান্স
এবং এম্. বিয়ারনায়েট — বেলজিয়াম
১৯১০ 'পার্মানেণ্ট ইণ্টারন্যাশন্যাল পীস ব্যুরো' — সুইজারল্যাণ্ড
১৯১১ টি. এম. সি. আবোর — নেদারল্যাণ্ডস্
এবং আলফ্রেড ফ্রিয়েড — অস্ট্রিয়া
১৯১২ এলিহু রুট — আমেরিকা
১৯১৩ এইচ. লা-ফঁতে — বেলজিয়াম
১৯১৪-১৬ প্রদত্ত হয় নাই
১৯১৭ 'ইণ্টারন্যাশন্যাল কমিটি অব দি রেডক্রস' — জেনেভা
১৯১৮ প্রদত্ত হয় নাই
১৯১৯ উড্রো উইল্‌সন — আমেরিকা
১৯২০ লেওঁ বুর্জোয়া — ফ্রান্স
১৯২১ কে. এইচ. ব্রান্টিং — সুইডেন
এবং খৃষ্টিয়ান্ এল. ল্যাঙ্গে — নরওয়ে
১৯২২ ফ্রিৎজোফ নানসেন — নরওয়ে
১৯২৩-২৪ প্রদত্ত হয় নাই
১৯২৫ চার্লস জি. ডাওয়েস — আমেরিকা
এবং অস্টেন চেম্বারলেন — ইংল্যাণ্ড
১৯২৬ আরিস্তাইদ ব্রিয়াঁ — ফ্রান্স
এবং জি. ষ্ট্রেজেমান — জার্মানী
১৯২৭ এফ. বুইসঁ — ফ্রান্স
এবং লুডউইগ ক্যুইডে — জার্মানী
১৯২৮ প্রদত্ত হয় নাই
১৯২৯ এফ. বি. কেলগ — আমেরিকা
১৯৩০ এল. ও. জে. সোমারব্লম — সুইডেন
১৯৩১ মিস্ জেনি এ্যাডামস
এবং এন. এম. বাটলার — আমেরিকা
১৯৩২ প্রদত্ত হয় নাই
১৯৩৩ নর্মান্ এ্যাঞ্জেল — ইংল্যাণ্ড
১৯৩৪ আর্থার হেণ্ডারসন — ইংল্যাণ্ড
১৯৩৫ কাল ফন্ ওজিয়েটস্কি — জার্মানী
১৯৩৬ সি. এস. লামাস — আর্জেন্টিনা
১৯৩৭ ভাইকাউণ্ট সেসিল — ইংল্যাণ্ড
১৯৩৮ 'ন্যানসেন ইণ্টারন্যাশন্যাল অফিস ফর রেফিউজিস্' — জেনেভা
১৯৩৯-৪৩ প্রদত্ত হয় নাই
১৯৪৪ 'ইণ্টারন্যাশন্যাল কমিটি অব দি রেডক্রস' — সুইজারল্যাণ্ড
১৯৪৫ কর্ডেল হাল — আমেরিকা
১৯৪৬ এমিলি জি. বালক
এবং জন মট — আমেরিকা
১৯৪৭ 'ফ্রেণ্ডস সার্ভিস কাউন্সিল' — ইংল্যাণ্ড
এবং আমেরিকান ফ্রেণ্ডস সার্ভিস কমিটি — আমেরিকা
১৯৪৮ প্রদত্ত হয় নাই
১৯৪৯ লর্ড বয়েড অর্ — ইংল্যাণ্ড
১৯৫০ ডাঃ রালফ এস. বাঞ্চ — আমেরিকা
১৯৫১ লেওঁ জুয়ো — ফ্রান্স
১৯৫২ এ্যালবেয়ার শোয়াইসার — ফ্রান্স
১৯৫৩ জর্জ ক্যাটেল মার্শাল — আমেরিকা
১৯৫৪ জি. জে. ভ্যানহুভেন সোয়েনহার্ট — নেদারল্যাণ্ডস্
১৯৫৫ প্রদত্ত হর নাই
১৯৫৬ লিষ্টার বি. পিয়ারসন — কানাডা

পদার্থ-বিজ্ঞান

১৯০১ ডব্লিউ. সি. রোয়েণ্টগেন — জার্মানী
১৯০২ এইচ. এ. লরেঞ্জ
এবং পি. জীমেন — ডেনমার্ক
১৯০৩ এ. এইচ. বেকেরেল এবং পিয়েরে ক্যুরী ও মেরী ক্যুরী — ফ্রান্স
১৯০৪ লড র‍্যালে — ইংল্যাণ্ড
১৯০৫ ফিলিপ লেনার্ড — জার্মানী
১৯০৬ জে. জে. টমসন — ইংল্যাণ্ড
১৯০৭ এ. এ. মিচেলসন — আমেরিকা

১৯০৮ জি. লিপম্যান্ ফ্রান্স
১৯০৯ জি. মারকনি ইটালী
এবং এফ ব্রন জার্মানী
১৯১০ জে. ডি. ভ্যান্ডার ওয়ালস নেদারল্যাণ্ড্স্
১৯১১ ডব্লিউ. বায়েন্ জার্মানী
১৯১২ গুস্তাফ্ ডালেন সুইডেন
১৯১৩ এইচ. হ্যামের্লিং-ওয়ানস্ নেদারল্যাণ্ড্স্
১৯১৪ এম্. ফন্ লাউএ জার্মানী
১৯১৫ ডব্লিউ. এইচ. ব্র্যাগ এবং ডব্লিউ. এল. ব্র্যাগ ইংল্যাণ্ড
১৯১৬ প্রদত্ত হয় নাই
১৯১৭ সি. জি. বার্কলা ইংল্যাণ্ড
১৯১৮ ম্যাক্স্ প্লাঙ্ক জার্মানী
১৯১৯ জে. স্টার্ক জার্মানী
১৯২০ সি. ই. গুইলোম্ সুইজারল্যাণ্ড
১৯২১ আলবার্ট আইনস্টাইন জার্মানী
১৯২২ নিয়েলস্ বর্ ডেনমার্ক
১৯২৩ আর. এ. মিলিকান আমেরিকা
১৯২৪ কে. এম. জি. সিগবান সুইডেন
১৯২৫ জেমস ফ্রাঙ্ক এবং গুস্তভ হের্ত্স জার্মানী
১৯২৬ জীন বি. পের্যাঁ ফ্রান্স
১৯২৭ আর্থার কম্পটন আমেরিকা
এবং সি. টি. আর. উইল্সন ইংল্যাণ্ড
১৯২৮ ও. ডব্লিউ. রিকার্ডসন ইংল্যাণ্ড
১৯২৯ ডুস এল. ভি. দ্য ব্রগলী ফ্রান্স
১৯৩০ স্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমণ ভারতবর্ষ
১৯৩১ প্রদত্ত হয় নাই
১৯৩২ ডব্লিউ. হাইজেন বের্গ জার্মানী
১৯৩৩ পি. এ. এম. ডিরাক ইংল্যাণ্ড
এবং এরউইন শ্রডিংগার অস্ট্রিয়া
১৯৩৪ প্রদত্ত হয় নাই
১৯৩৫ জে. চ্যাড্উইক ইংল্যাণ্ড
১৯৩৬ ভি. এফ. হেস অস্ট্রিয়া
এবং সি. ডি. এ্যাণ্ডারসন আমেরিকা
১৯৩৭ সি. জে. ডেভিসন আমেরিকা
এবং জি. পি. টমসন ইংল্যাণ্ড
১৯৩৮ এনরিকো ফের্মি ইটালী
১৯৩৯ ই. ও. লরেন্স আমেরিকা
১৯৪০-৪২ প্রদত্ত হয় নাই
১৯৪৩ অটো স্টার্ণ আমেরিকা
১৯৪৪ ইসিডোর আইজাক্ র‍্যাবি আমেরিকা
১৯৪৫ ডব্লিউ. প্যাউলি অস্ট্রিয়া
১৯৪৬ পি. ডব্লিউ. ব্রিজম্যান আমেরিকা
১৯৪৭ স্যার ই. এ্যাপলটন ইংল্যাণ্ড
১৯৪৮ পি. এম. এস. ব্ল্যাকেট ইংল্যাণ্ড
১৯৪৯ হিডেকি যুকাওয়া জাপান
১৯৫০ সেসিল এফ. পাওয়েল ইংল্যাণ্ড
১৯৫১ স্যার জন ডগলাস কক্রফট্ ইংল্যাণ্ড
এবং ই. টি. এস. ওয়ালটন আয়ার্ল্যাণ্ড
১৯৫২ ডঃ ই. পার্সেল আমেরিকা
ও ডঃ এফ. ব্লক ,,
১৯৫৩ ডঃ ফ্রীস জারনিক নেদারল্যাণ্ড্স্
১৯৫৪ ওয়াল্টার বোথে জার্মানী
ও ম্যাক্স বর্ণ ,,
১৯৫৫ ডঃ ডব্লিউ ই. ল্যাম্ব আমেরিকা
ও ডঃ পলিকার্প কুশ ,,
১৯৫৬ ডঃ উইলিয়াম শক্‌লে আমেরিকা
ডঃ. ডব্লিউ. এইচ. ব্রাটেন ,,
ডঃ জন বার্ডিন ,,
১৯৫৭ ডঃ সুং দাওলী চীন
১৯৫৭ ডঃ চেন নি-ইয়াং চীন

চিকিৎসা ও শারীরবৃত্ত

১৯০১ ই. এডলফ ফন্ বেরিং জার্মানী
১৯০২ স্যার রোনাল্ড রস্ ইংল্যাণ্ড
১৯০৩ এন. আর. ফিন্সেন্ ডেনমার্ক
১৯০৪ আই. পি. প্যাভলভ রাশিয়া
১৯০৫ আর্. কক্ জার্মানী
১৯০৬ র‍্যামনি ক্যাজল স্পেন
এবং ক্যামিলো গলগি ইটালী
১৯০৭ সি. এল. এ. ল্যাভের‍্যাঁ ফ্রান্স

১৯০৮ পল্ এরলিক জার্মানী
এবং ই. মেচনিকফ ফ্রান্স
১৯০৯ টি. কোখের সুইজারল্যাণ্ড
১৯১০ এ. কজেল জার্মানী
১৯১১ এ গুলষ্ট্রাণ্ড সুইডেন
১৯১২ এ. ক্যারেল আমেরিকা
১৯১৩ সি. রিকেট ফ্রান্স
১৯১৪ আর. ব্যারানি অস্ট্রিয়া
১৯১৫-১৮ প্রদত্ত হয় নাই
১৯১৯ জে. বরডে বেলজিয়াম
১৯২০ এ. ক্রঘ ডেনমার্ক
১৯২১ প্রদত্ত হয় নাই
১৯২২ এ. হিল্ ইংল্যাণ্ড
ও অধ্যাপক মেয়ারহফ জার্মানী
১৯২৩ এফ. জি. ব্যানটিং এবং
জে. জে. আর. ম্যাকলিয়ড কানাডা
১৯২৪ ডব্লিউ. আইনটোফেন হল্যাণ্ড
১৯২৫ প্রদত্ত হয় নাই
১৯২৬ জে. ফাইবিগার ডেনমার্ক
১৯২৭ জুলিয়স ডব্লিউ. জোরেগ অস্ট্রিয়া
১৯২৮ চার্লস্ নিকলে ফ্রান্স
১৯২৯ এফ. জি হপকিনস্ ইংল্যাণ্ড
এবং সি. আইয়েকম্যান হল্যাণ্ড
১৯৩০ কার্ল ল্যাণ্ডষ্টাইনার আমেরিকা
১৯৩১ অটো ওয়ারবুর্গ জার্মানী
১৯৩২ স্যার চার্লস শেরিংটন
এবং ই. ডি. এ্যাড্রিয়ান ইংল্যাণ্ড
১৯৩৩ টি. এইচ. মরগান আমেরিকা
১৯৩৪ জি. মিনো. ডব্লিউ. পি. মরফি
এবং জি. এইচ. হুইপল্ আমেরিকা
১৯৩৫ এইচ. স্পিমান জার্মানী
১৯৩৬ স্যার হেনরি ডেইল ইংল্যাণ্ড
এবং অটো লোউই অস্ট্রিয়া
১৯৩৭ আলবার্ট ফন্ সেইণ্ট
গিয়রগি হাঙ্গারী
১৯৩৮ সি. হেম্যানস্ বেলজিয়াম
১৯৩৯ জি. ডোমাগ জার্মানী

১৯৪০-৪২ প্রদত্ত হয় নাই
১৯৪৩ হেনরিক ডাম্ ডেনমার্ক
এবং এডোয়ার্ড ডয়জি আমেরিকা
১৯৪৪ জোসেফ আর্লেঙ্গার
এবং এইচ. গ্যাসার আমেরিকা
১৯৪৫ স্যার এ. ফ্লেমিং ইংল্যাণ্ড
স্যার হাওয়াড ফ্লোরি ইংল্যাণ্ড
ডাঃ ই. বি. চেইন জার্মানী
১৯৪৬ এইচ. জে. মুলার আমেরিকা
১৯৪৭ ডাঃ সি. এফ. কোরি
এবং মিসেস এফ. কোরি আমেরিকা
এবং ডাঃ বি. হাউসে আর্জেন্টিনা
১৯৪৮ পল মুয়েলার সুইজারল্যাণ্ড
১৯৪৯ ডাঃ ডব্লিউ. আর. হেস সুইজারল্যাণ্ড
এবং ডাঃ মনিজ পর্তুগাল
১৯৫০ এডওয়ার্ড সি. কেণ্ডাল আমেরিকা
ফিলিপ এস. হেঞ্চ ঐ
এবং টি. রাইখস্টাইন সুইজারল্যাণ্ড
১৯৫১ ম্যাক্স থেইলার আমেরিকা
১৯৫২ এস. ওয়াকস্ম্যান আমেরিক
১৯৫৩ ডাঃ এইচ. এডলুফ্ ক্রেবস ইংল্যাণ্ড
এবং ডাঃ ফ্রীজ লিপ্ম্যান আমেরিকা
১৯৫৪ ডাঃ জন এফ. এণ্ডার্স আমেরিকা
ডাঃ টমাস এইচ. ওয়েলার "
ও ডাঃ ফ্রেডারিকসি রবিন্স "
১৯৫৫ ডাঃ হুগো থিয়োরেল
১৯৫৬ ডাঃ ডি. রিচার্ডস্ আমেরিকা
ডাঃ এ. এফ. কুর্নান "
ডাঃ ডব্লিউ. ফস ম্যান পঃ জার্মান
১৯৫৭ ডাঃ ড্যানিয়েল বোভেট সুইজারল্যাণ্ড

রসায়ন

১৯০১ জে. এইচ. হফ্ হল্যাণ্ড
১৯০২ এমিল ফিশার জার্মানী
১৯০৩ এস. এ্যারেনিয়াস সুইডেন

১৯০৪	স্যার উইলিয়ম র‍্যামজে	ইংল্যাণ্ড
১৯০৫	এ. ফন বেয়ার	জার্মানী
১৯০৬	এইচ. মোইর্জাঁ	ফ্রান্স
১৯০৭	ই. বুকেনার	জার্মানী
১৯০৮	আরনেষ্ট রাদারফোর্ড	ইংল্যাণ্ড
১৯০৯	ডব্লিউ. অস্টওয়াল্ড	জার্মানী
১৯১০	অটো ওয়ালাখ্	ঐ
১৯১১	মারী এস, ক্যুরী	ফ্রান্স
১৯১২	ভি. গ্রিগ্নাড এবং পি. সাবেটিয়ে	ঐ
১৯১৩	এ্যালফ্রেড ওয়রনার	সুইজারল্যাণ্ড
১৯১৪	টি. ডব্লিউ. রিচার্ডস	আমেরিকা
১৯১৫	আর. উইলসট্যাটার	জার্মানী
১৯১৬-১৭	প্রদত্ত হয় নাই	
১৯১৮	ফ্রিৎস হেবার	জার্মানী
১৯১৯	প্রদত্ত হয় নাই	
১৯২০	ওয়ালটার নার্ন্‌ষ্ট	জার্মানী
১৯২১	এফ. সডি	ইংল্যাণ্ড
১৯২২	এফ. ডব্লিউ. এ্যাস্টন	ঐ
১৯২৩	ফ্রিৎস প্রেগ্‌ল্	অস্ট্রিয়া
১৯২৪	প্রদত্ত হয় নাই	
১৯২৫	আর. জিগমণ্ডি	জার্মানী
১৯২৬	টি. স্তেডবার্গ	সুইডেন
১৯২৭	এইচ্. উইল্যাণ্ড.	জার্মানী
১৯২৮	এ. উইন্‌ডস	ঐ
১১২৯	এ. হার্ডন এবং	ইংল্যাণ্ড
	এইচ. ফন অয়লার চেলপিন	সুইডেন
১১৩০	হানস্ ফিসার	জার্মানী
১৯৩১	কার্ল বশ এবং এফ. বেজিয়স	ঐ
১৯৩২	আই. ল্যাংমিউয়ার	আমেরিকা
১৯৩৩	প্রদত্ত হয় নাই	
১৯৩৪	এইচ. সি. ইউরে	আমেরিকা
১৯৩৫	এফ. জোলিয়ো ক্যুরী ও ম্যাডাম জোলিয়ো ক্যুরী	ফ্রান্স
১৯৩৬	পিটার ডেবাই	জার্মানী
১৯৩৭	ডব্লিউ. এন. হাওয়ার্থ	ইংল্যাণ্ড
	এবং পল কারের	সুইজারল্যাণ্ড
১৯৩৮	আর. কুন*	জার্মানী
১৯৩৯	এ. এফ. বুটেনাণ্ট্ *	জার্মানী
	এবং এল. রুসিকা	সুইজারল্যাণ্ড
১৯৪০-৪২	প্রদত্ত হয় নাই	
১৯৪৩	জর্জ ফন হেভেসি	হাঙ্গারী
১৯৪৪	অটো হান্	জার্মানী
১৯৪৫	আরটুরি বিরতানেন	ফিনল্যাণ্ড
১৯৪৬	জে. বি. সামনার †	কর্ণেল
	এবং জে. এইচ, নরথর্প ও ডব্লিউ. এম. স্ট্যানলি	আমেরিকা
১৯৪৭	স্যার রবার্ট রবিনসন	ইংল্যাণ্ড
১৯৪৮	আর্নি টিসেলিয়াস	সুইডেন
১৯৪৯	উইলিয়ম জিয়োক	আমেরিকা
১৯৫০	অটো ডিয়েল্‌স এবং ডক্টর কুর্ট এডলার	জার্মানী
১৯৫১	ডঃ গ্লেন থিওডোর সিবর্গ	আমেরিকা
	এবং ডঃ এডুইন ম্যাটিন ম্যাকমিলান	আমেরিকা
১৯৫২	ডঃ এ. জি. মার্টিন	কানাডা
	ও ডঃ আর. এল. এম. সিঙ্গ	
১৯৫৩	হেরমান স্টাউডিনজার	জার্মানা
১৯৫৪	ডঃ লিনাস পালিং	আমেরিকা
১৯৫৫	ভিনসেণ্ট দ্য ভিনো	আমেরিকা
১৯৫৬	স্যার এস. হিন্সেলউড	ইংল্যাণ্ড
	অধ্যাপক এন. সেমিনফ্	রাশিয়া
১৯৫৭	স্যার আলেকজাণ্ডার টড	ইংল্যাণ্ড

---

* গ্রহণ করেন নাই।

† অধেক, অপর অধেক অন্য দুইজন।

ভারতে বিজ্ঞানের প্রসার

প্রাক্-স্বাধীনতা যুগ ঃ ভারতে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ঐতিহ্য সুপ্রাচীন। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে জ্যোতির্বিজ্ঞান, আয়ুর্বেদ, গণিত প্রভৃতি বিষয়ে উন্নত গবেষণার বহু পরিচয় পাওয়া যায়। মধ্যযুগে এদেশে বিজ্ঞানচর্চায় ভাঁটা পড়ে নানা কারণে; তারপর ইংরাজ আমলেও ভারতবাসী বিজ্ঞান সাধনায় তেমন কোন সুযোগ পায় নাই। ইংরাজ শাসনের শেষ দিকে সরকারী উদ্যোগের অভাব সত্ত্বেও ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় বৈজ্ঞানিক গবেষণার কিছু কিছু ব্যবস্থা হয়। কিন্তু জাতির কল্যাণে বিজ্ঞানের প্রয়োগ সম্ভব হয় মাত্র ১৯২৯ সালে—খাদ্যাভাবে প্রপীড়িত ভারতবাসীর প্রবল চাপে কৃষি গবেষণা সংস্থা (কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ) গঠিত হয়। তারপর জাতীয় স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা সম্পর্কীয় বৈজ্ঞানিক গবেষণারও কিছু উদ্যোগ চলে, কিন্তু বৈজ্ঞানিক শিল্পগবেষণার কোন প্রস্তাবেই বৃটিশ সরকার কর্ণপাত করেন নাই। অবশেষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রচণ্ড আঘাতে ভারতসরকার বাধ্য হইয়া এদেশের কাঁচামালে সমরসম্ভার উৎপাদনের প্রয়োজনে বৈজ্ঞানিক শিল্প গবেষণা ও ফলিত বিজ্ঞানের উন্নতিবিধানে যত্নবান হন। ইহার ফলে ১৯৪০ সালে 'বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা সংস্থা' (বোর্ড অব সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ) গঠিত হয়। এই সংস্থার সাফল্যে উৎসাহিত হইয়া ইংরাজ সরকার ১৯৪২ সালে 'বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ' (কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ) গঠন করিয়া উহার হাতে বার্ষিক ১০ লক্ষ টাকার একটি গবেষণা তহবিল ন্যস্ত করেন। এদেশ হইতে বিদায়ের প্রাক্কালে ইংরাজ সরকার এভাবে বিজ্ঞান গবেষণার সূত্রপাত করিয়া যান।

স্বাধীনতা লাভের পরে ঃ ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারত স্বাধীনতা লাভ করে। শিল্পসমৃদ্ধ নবভারত গঠনের অদম্য আকাঙ্ক্ষায় প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু নিজ তত্ত্বাবধানে একটি 'বিজ্ঞান গবেষণা দপ্তর' সৃষ্টি করেন। ১৯৪৮ সালের ১লা জুন এই দপ্তরের অধীনে বৈজ্ঞানিক গবেষণা বিভাগের সৃষ্টি হয়; এই বিভাগের কর্মক্ষেত্র সম্প্রসারিত করিয়া ১৯৫১ সালে ইহাকেই 'প্রাকৃতিক সম্পদ ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা' (ন্যাচারেল রিসোর্সেস অ্যাণ্ড

সায়েণ্টিফিক রিসার্চ) মন্ত্রণালয়ে রূপান্তরিত করা হয়। এই মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ ও তত্ত্বাবধানে কাউন্সিল অব সায়েণ্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ (যাহা সংক্ষেপে সি. এস. আই. আর. নামে পরিচিত) বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার জন্য বিভিন্ন সংস্থা গঠন করেন।

১। রোগ ও ঔষধ সম্পর্কীয় গবেষণা কার্যাদি 'ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ'-এর তত্ত্বাবধানে পরিচালিত,

২। কৃষি গবেষণার দায়িত্ব 'ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ' ও তুলা, পাট, তৈলবীজ প্রভৃতি বিভিন্ন কৃষি পণ্যের উন্নয়ন কার্য স্বতন্ত্র সমিতির হস্তে ন্যস্ত,

৩। কারিগরি বিদ্যার গবেষণা 'বোর্ড অব ইঞ্জিনীয়ারিং রিসার্চ' কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত,

৪। বিভিন্ন শুদ্ধ বিজ্ঞানের গবেষণা পরিচালনার ব্যবস্থা করে প্রধানতঃ সি. এস. আই. আর. ও অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন (পরমাণু শক্তি সংস্থা), তা ছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়েও গবেষণা কার্য চলে,

৫। বিভিন্ন ফলিত বিজ্ঞান ও শিল্পবিষয়ক গবেষণা মুখ্যতঃ সি. এস. আই. আর. কর্তৃক পরিচালিত হয়; আবার বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানের ও কোন কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারেও গবেষণা চলে।

কাউন্সিল অব সায়েণ্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ

পূর্বেই বলা হইয়াছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দুর্দিনে বৃটিশ শাসকগণ ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদ কাজে লাগাইবার উদ্দেশ্যে ১৯৪০ সালে বোর্ড অব সায়েণ্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ গঠন করেন, যাহা ১৯৪২ সালে কাউন্সিল অব সায়েণ্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ নামে পরিচিত হয়। এই কাউন্সিল বা পরিষদ প্রধানতঃ শিল্প ও বিজ্ঞানবিদ্‌গণের সমবায়ে গঠিত একটি স্বাধীন সংস্থায় পরিণত হয়। ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য ও কর্তব্য হইল দেশের বিভিন্ন বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণাগারগুলির সুপরিচালন ও কার্যাদির সমন্বয়সাধন এবং নূতন নূতন গবেষণাগার স্থাপন। এতদ্ব্যতীত গবেষণা বৃত্তি দান, গবেষণার ফলাফল বিভিন্ন শিল্প প্রসারে প্রয়োগ ব্যবস্থা, বৈজ্ঞানিক সংবাদ ও তথ্যাদি প্রচারের উদ্দেশ্যে পত্রপত্রিকাদি প্রকাশ করা এই পরিষদের কর্তব্যের অন্তর্গত করা হয়।

স্বাধীনতার পরে প্রধানমন্ত্রীকে এই পরিষদের সভাপতি এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ও বিজ্ঞানগবেষণা দপ্তরের মন্ত্রীকে সহঃসভাপতি করিয়া একটি কার্যনির্বাহক সমিতি কর্তৃক কাউন্সিলের কর্তব্যাদি সম্পাদনের ব্যবস্থা করা হয়। অর্থ-দপ্তরের প্রতিনিধিসহ বেসরকারী শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও বিভিন্ন বিজ্ঞানীরাও কাউন্সিলের সভ্যপদে নিযুক্ত হন। বিশেষ বিশেষ কারিগরি ব্যাপারে কাউন্সিলের কার্যনির্বাহক সমিতি বোর্ড অব সায়েন্টিফিক অ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চের পরামর্শ গ্রহণেরও ব্যবস্থা হয় এবং সরকারী শিল্প দপ্তরের প্রতিনিধিও এই সমিতির সভ্য হইয়া থাকেন। বিভিন্ন বিষয়ক গবেষণার মোট ২৫টি উপদেষ্টা সমিতি বোর্ডের কর্তব্য সম্পাদনে সাহায্য করে। ইহা আবার সরকারকে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শ দেয়, যেমন—কোন বিশেষ সমস্যা সমাধানের নিমিত্ত গবেষণা প্রবর্তনের প্রস্তাব করা, কোন বিশেষ শিল্প বা কারিগরি বিষয়ক সমস্যা সম্পর্কে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও বিজ্ঞান সংস্থাগুলির প্রস্তাব বিবেচনা করা, এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার ও আহরণ বিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণার জন্য পরিকল্পনা পেশ করা।

ভারতের বিভিন্ন রাজ্য সরকার পরিচালিত ও বেসরকারী বৈজ্ঞানিক গবেষণাগারগুলির কার্যাবলীর তত্ত্বাবধান ও পরস্পরের মধ্যে সঙ্গতি বিধানের উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালের জুন মাসে কেন্দ্রীয় সরকার একটি বিজ্ঞান গবেষণা বিভাগের উদ্বোধন করেন। পরে এই বিভাগই একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রী-দপ্তরের অধীনে 'প্রাকৃতিক সম্পদ ও বিজ্ঞান গবেষণা' দপ্তরে রূপান্তরিত হয়। এই দপ্তরের কেন্দ্রীয় গবেষণাগার ১৯৫৪ সালের জানুয়ারী মাসে হায়দরাবাদের নিকট উপল নামক স্থানে স্থাপিত হইয়াছে। জাতীয় উন্নয়ন বিধায়ক মৌলিক গবেষণার প্রবর্তন ও পরিচালনার জন্য ইহাই কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ সংস্থা। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত জাতীয় গবেষণাগারগুলির সহায়তায় প্রাকৃতিক সম্পদ ও শিল্প উন্নয়নের কাজে একটি সুসম্বদ্ধ পরিকল্পনায় বিভিন্ন গবেষণা কার্য পরিচালিত হইতেছে।

॥ জাতীয় গবেষণাগারসমূহ ॥

কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান গবেষণা দপ্তরের অধীনে বিভিন্ন উন্নয়ন বিষয়ক মৌলিক গবেষণা কার্যের জন্য পৃথক পৃথক গবেষণা প্রতিষ্ঠান গঠন করা হইয়াছে—এগুলি ন্যাশনাল লেবরেটরীজ বা জাতীয় গবেষণাগার নামে অভিহিত। এই সকল গবেষণাগারের সংক্ষিপ্ত বিবরণী নিম্নে প্রদত্ত হইল :

(১) **জাতীয় ধাতুবিজ্ঞান গবেষণাগার** (ন্যাশনাল মেটালার্জিক্যাল লেবরেটরী: ১৯৫০ সালের ২৬শে নভেম্বর তারিখে জামসেদপুরে এই গবেষণাগারের উদ্বোধন করা হইয়াছে। টাটা লৌহ কারখানার সহযোগে এই গবেষণাগারের কার্যাদি পরিচালনার ব্যবস্থা হইয়াছে। সরকারী প্রচেষ্টায় বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতার ব্যবস্থা একটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ব্যাপার। ধাতুর নিষ্কাষণ, পরিশোধন, উন্নয়ন প্রভৃতি ধাতুবিদ্যার বিভিন্ন গবেষণা ছাড়াও এখানে বিভিন্ন ধাতব, খনিজ ধাতুসংকর প্রভৃতি সম্পর্কীয় গবেষণা কার্যাদিও পরিচালিত হয়।

(২) **কেন্দ্রীয় ভেষজ গবেষণাগার** (সেণ্ট্রাল ড্রাগ রিসার্চ ইনস্টিটিউট): লক্ষ্ণৌ-এর 'ছত্ররমঞ্জিল' নামক স্থানে ১৯৫১ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারী এই গবেষণাগারের উদ্বোধন হয়। এখানে রসায়ন, উদ্ভিদবিদ্যা, জৈব রসায়ন, জীবাণুতত্ত্ব, রোগ ও নিদান বিষয়ক পাচটি প্রধান বিভাগে গবেষণা কার্য চলে। এতদ্ব্যতীত প্রাচীনকাল হইতে ব্যবহৃত দেশীয় ঔষধগুলির গুণাগুণ বিচার ও বিশ্লেষণ এবং দেশীয় গাছগাছড়ার ভেষজগুণ পরীক্ষার কাজও চলিতেছে। আধুনিক কৃত্রিম বা সংশ্লিষ্ট ঔষধাদি ও এণ্টিবায়োটিক প্রস্তুত করার একটি পরিকল্পনাও আছে।

(৩) **জাতীয় পদার্থবিদ্যা গবেষণাগার** (ন্যাশনাল ফিজিক্যাল লেবরেটরী): ১৯৫০ সালের ২১শে জানুয়ারী নূতন দিল্লীতে ইহার কার্যারম্ভ হইয়াছে। এই গবেষণাগারে নয়টি বিভাগে কাজ হয়—তড়িৎবিদ্যা, আলোকবিজ্ঞান, ইলেকট্রন তত্ত্ব, শব্দ বিজ্ঞান, তাপ ও শক্তি, ফলিত যন্ত্রবিদ্যা, ওজন ও মান, রাসায়নিক বিশ্লেষণ এবং শিল্পোন্নয়ন সম্পর্কীয় পদার্থবিদ্যা।

(৪) **জাতীয় রসায়ন গবেষণাগার** (ন্যাশনাল কেমিক্যাল লেবরেটরী): এই গবেষণাগার ১৯৫০ সালে পশ্চিম ভারতের পুণায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। রসায়ন বিজ্ঞানের সহিত সংশ্লিষ্ট আটটি বিভিন্ন বিভাগে এখানে গবেষণা কার্য পরিচালিত হইতেছে—অজৈব রসায়ন, জৈব রসায়ন, তত্ত্বীয় (ফিজিক্যাল) রসায়ন, শারীরবৃত্তীয় রসায়ন, রাসায়নিক যন্ত্রবিদ্যা, প্লাস্টিক ও হাইপলিমার সম্পর্কীয় রসায়ন, রাসায়নিক তথ্য সমন্বয় প্রভৃতি।

(৫) **কেন্দ্রীয় জ্বালানি গবেষণাগার** (সেণ্ট্রাল ফুয়েল রিসার্চ লেবরেটরী): ১৯৫০ সালের ২২শে এপ্রিল ধানবাদের নিকটস্থ দিগোয়াদি নামক স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কঠিন, তরল ও গ্যাস জাতীয় বিভিন্ন জ্বালানি পদার্থের দাহিকা শক্তি সম্পর্কীয় সমস্যাদির সমাধান করাই ইহার

উদ্দেশ্য। ভারতীয় কয়লার মান নির্ধারণ, উপযুক্ত ব্যবহার ও অনুজাত পদার্থাদি বিষয়ক গবেষণাও ইহার অন্তর্গত।

(৬) **কেন্দ্রীয় কাচ ও মৃৎশিল্প গবেষণাগার** (সেন্ট্রাল গ্লাস অ্যাণ্ড সিরামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউট): কলিকাতার যাদবপুর অঞ্চলে ১৯৫০ সালের ২৫শে আগষ্ট এই গবেষণাগারের উদ্বোধন হয়। বিভিন্ন শ্রেণীর কাচ ও মৃত্তিকা (চিনামাটি, পোর্সিলেন প্রভৃতি) সম্পর্কীয় গবেষণাই ইহার উদ্দেশ্য। কাচ শিল্পের উন্নতির জন্য বিভিন্ন অঞ্চলের বালুকার বিশ্লেষণ করিয়া উপযোগিতা নির্ধারণ ও শ্রেণী বিভাগ করা এবং সুদৃশ্য রঙিন কাচ, সুকঠিন কাচ, ফেন কাচ (ফোম গ্লাস) প্রভৃতি নূতন নূতন কাচের প্রস্তুত প্রণালী নির্ধারণ করাও ইহার কর্তব্য।

(৭) **কেন্দ্রীয় সড়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান** (সেন্ট্রাল রোড রিসার্চ ইনস্টিটিউট): নূতন দিল্লীতে এই প্রতিষ্ঠান ১৯৫২ সালের ১৬ই জুলাই খোলা হয়; দেশের প্রয়োজন অনুযায়ী স্বল্প ব্যয়ে রাস্তা তৈরী ও তার সংরক্ষণের কারিগরি জ্ঞান বৃদ্ধি করাই ইহার উদ্দেশ্য।

(৮) **কেন্দ্রীয় খাদ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান** (সেন্ট্রাল ফুড টেক্নোলজিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট): ১৯৫০ সালের ২১শে অক্টোবর মহীশূরে এই গবেষণা মন্দিরের উদ্বোধন হয়। খাদ্যপুষ্টি ও জৈবরসায়ন, খাদ্যসংরক্ষণ ও তৎসম্পর্কীয় কারিগরি বিদ্যা—এই তিনটি প্রধান বিভাগে এখানে গবেষণা কার্য চলিতেছে। বিভিন্ন খাদ্যের পুষ্টিগত গুণাগুণ বিচার, কৃত্রিম ও পরিপূরক খাদ্য প্রস্তুত প্রণালী, ফল সংরক্ষণ ও তার যোগ্য আধারের ব্যবস্থা, ভেজাল নিবারণ প্রভৃতি বহু বিষয়ে গবেষণা চলে। পূর্বতন 'ভারতীয় খাদ্য শিল্পাগার' (ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ফুড টেক্নোলজি) ১৯৫০ সালেই এই কেন্দ্রীয় গবেষণাগারের সহিত যুক্ত হইয়াছে।

(৯) **কেন্দ্রীয় চর্মশিল্প গবেষণাগার** (সেন্ট্রাল লেদার রিসার্চ ইনস্টিটিউট): ১৯৫৩ সালের ১৬ই জানুয়ারী মাদ্রাজে প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতে আধুনিক উন্নত শ্রেণীর চর্মশিল্প প্রবর্তনের জন্য এখানে সব রকম গবেষণার ব্যবস্থা হইয়াছে। কাঁচা চামড়া সংরক্ষণ, প্রস্তুতকরণ, কৃত্রিম চামড়া তৈরী, চামড়ার শ্রেণী বিভাগ ও পরীক্ষা প্রভৃতি কার্যের সহজসাধ্য বৈজ্ঞানিক কৌশল বাহির করাই ইহার উদ্দেশ্য।

(১০) **কেন্দ্রীয় গৃহনির্মাণ গবেষণা মন্দির** (সেন্ট্রাল বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট): ১৯৫৩ সালের ১৩ই এপ্রিল রুরকিতে ইহার কার্যারম্ভ হইয়াছে।

ভারতবাসীর গৃহসমস্যা সমাধানের সুলভ উপায় উদ্ভাবন করাই ইহার উদ্দেশ্য। গৃহ নির্মাণে বিভিন্ন অঞ্চলের উপযোগী মালমশলা, নির্মাণ কৌশল, স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ প্রভৃতি গৃহসম্বন্ধীয় গবেষণা পরিচালন ও তথ্যাদি পরিবেশন করাই এই গবেষণাগারেব কার্য।

(১১) **কেন্দ্রীয় তড়িৎ-রসায়ন গবেষণাগার** (সেন্ট্রাল ইলেকট্রো কেমিক্যাল রিসার্চ ইন্‌স্টিটিউট): মাদ্রাজের করাইকুণ্ডি নামক স্থানে ১৯৫৩ সালের ১৫ই জানুয়ারী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। শিল্পোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় রাসায়নিক দ্রব্যাদি উৎপাদনের ব্যবস্থাই ইহার উদ্দেশ্য। বৈদ্যুতিক উপায়ে রাসায়নিক সংশ্লেষণ ও বিশ্লেষণেব উন্নত কৌশল উদ্ভাবনেব উদ্দেশ্যে এখানে গবেষণা কার্য চলিতেছে। ইলেক্ট্রোলাইটিক ও ইলেক্ট্রোথার্মিক এই দুই মুখ্য বিভাগে এখানে গবেষণা হয়।

(১২) **কেন্দ্রীয় লবণ গবেষণাগার** (সেন্ট্রাল সল্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট): গুজরাটের ভবনগরে ১৯৫৪ সালের ১০ই এপ্রিল এই গবেষণাগারের উদ্বোধন হয়। খাদ্য-লবণের বিশুদ্ধতা সাধন ও উৎপাদন বৃদ্ধি করিবার জন্য এখানে গবেষণার ব্যবস্থা হইয়াছে। সমুদ্রের হ্রদের যে লবণাক্ত জল হইতে লবণ উৎপাদিত হয় তাহাতে বিভিন্ন অনেক মূল্যবান রাসায়নিক পদার্থ মিশ্রিত থাকে। লবণ উৎপাদনের সময় ঐ সকল বাসায়নিক পদার্থ উপজাত হিসাবে লাভ করিবার জন্যও গবেষণা করা হইতেছে।

(১৩) **কেন্দ্রীয় বৈদ্যুতিক যন্ত্রবিদ্যা গবেষণাগার** (সেন্ট্রাল ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনীয়ারিং ইনস্টিটিউট): রাজস্থানের পিলানি নামক স্থানে ১৯৫৪ সালে স্থাপিত হইয়াছে। সকল রকম বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি ও সাজসরঞ্জাম তৈয়ারী করিবার কারিগরি গবেষণাই ইহার উদ্দেশ্য। চিকিৎসা কার্যের জন্য ইলেক্ট্রো কার্ডিযোগ্রাফ, এন্সেফেলোগ্রাফ প্রভৃতি যন্ত্র, বিভিন্ন শিল্পকার্যে ও গবেষণাগারে ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক যন্ত্র, রেডিও যন্ত্রেব ভালব প্রভৃতি দেশীয় উপাদানে প্রস্তুত কবিবার জন্য গবেষণা কার্য আরম্ভ হইয়াছে। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কারিগরি সাহায্য পরিকল্পনার এই গবেষণাগারের মৌলিক যন্ত্রপাতি পাওয়া গিয়াছে। শেঠ জি. ডি. বিড়লা এই গবেষণাগার প্রতিষ্ঠার জন্য ২১ লক্ষ টাকা দান করিয়াছেন।

(১৪) **জাতীয় উদ্ভিদ্ উদ্যান** (ন্যাশনাল বোটানিক্যাল গার্ডেন): লক্ষ্ণৌয়ে 'সেকেন্দার বাগ' নামক প্রাচীন সুবৃহৎ বাগিচাটি 'বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদ' কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে। এখানে বিভিন্ন ভেষজগুণসম্পন্ন

লতা, গুল্ম ও গাছগাছড়া উৎপাদন ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা এবং তৎসম্পর্কীয় সমস্থার সমাধান করিবার জন্ম গবেষণার উদ্যোগ করা হইতেছে। ইতিমধ্যেই একটি উদ্ভিদশালা ও গবেষণাগার স্থাপিত হইয়াছে।

উল্লিখিত গবেষণাগারগুলি ছাড়াও বিভিন্ন বিষয়ে উন্নয়ন মূলক গবেষণার জন্য আরও গবেষণাগার স্থাপনের পরিকল্পনা আছে। কলিকাতায় একটি জাতীয় যন্ত্রবিদ্যা গবেষণাগায় স্থাপনের আয়োজন হইতেছে। ভারতের জাতীয় উন্নতির সর্বাঙ্গীন বিকাশ সাধনের উদ্দেশ্যে এই সকল গবেষণাগার প্রতিষ্ঠা শিল্পসমৃদ্ধ নবভারত গঠনের ভিত্তি বলিয়া মনে করা যাইতেছে।

॥ ভারতে চিকিৎসা গবেষণা ॥

নূতন দিল্লীতে অবস্থিত 'ভারতীয় চিকিৎসা গবেষণা পরিষদ' (ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ) কর্তৃক সারা দেশের স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা গবেষণার কার্যাদি নিয়ন্ত্রিত ও পরিচালিত হইতেছে। এতদ্বিষয়ক বিশেষ সমস্যাদি পর্যালোচনার জন্য একটি বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা পরিষদ (সায়েন্টিফিক এড্‌ভাইসারি বোর্ড) গঠিত হইয়াছে। চিকিৎসা বিজ্ঞানে গবেষণার জন্য কাউন্সিল বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া গবেষকদের উৎসাহিত করেন। এদেশে জন-স্বাস্থ্য, রোগ ও ঔষধাদি বিষয়ে যে সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠানে কাজ হইতেছে তাহাদের বিশেষ কয়েকটির নাম নিম্নে দেওয়া হইল:—

(১) স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন, কলিকাতা (২) অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব হাইজিন অ্যাণ্ড পাব্লিক হেল্‌থ, কলিকাতা (৩) হপ্‌কিন্স ইনস্টিটিউট, বোম্বাই (৪) সেন্ট্রাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কাশৌলি (৫) কিং ইনস্টিটিউট, গুইণ্ডি, মাদ্রাজ (৬) ম্যালেরিয়া ইনস্টিটিউট, দিল্লী (৭) নিউট্রিসন রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কুনুড (৮) পাস্তুর ইনস্টিটিউট, তিনটি—শিলং, কাশৌলি ও কুনুড়ে অবস্থিত।

॥ ভারতে কারিগরিবিদ্যা গবেষণা ॥

বিভিন্ন বিষয়ক যন্ত্রবিজ্ঞান ও কারিগরিবিদ্যার তথ্যাদির সমন্বয় সাধন ও গবেষণা কার্যের প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে ১৯৫০ সালে 'যন্ত্রবিদ্যা গবেষণা সংস্থা' (বোর্ড অব ইঞ্জিনীয়ারিং রিসার্চ) গঠিত হয়। এই সংস্থা পাচটি বিশেষজ্ঞ সমিতির পরামর্শ অনুসারে চলে; প্রত্যেকটি সমিতি যন্ত্রবিদ্যার বিভিন্ন শাখার

গবেষণা ও পর্যালোচনা করে—(১) সিভিল ইঞ্জিনীয়ারিং সমিতি, (২) মেকানিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং সমিতি, (৩) ইলেকট্রিক্যাল অ্যাণ্ড রেডিও ইঞ্জিনীয়ারিং সমিতি, (৪) অ্যারোনটিক্যাল (এরোপ্লেন সম্পর্কীয়) ইঞ্জিনীয়ারিং সমিতি, (৫) হাইড্রলিক (জলশক্তি সম্বন্ধীয়) ইঞ্জিনীয়ারিং সমিতি। কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান গবেষণা দপ্তরের অধীনে সি. এস. আই. আর. কর্তৃক এই সংস্থার কার্যাদি পরিচালিত হইয়া থাকে।

॥ ভারতে কৃষি গবেষণা ॥

ভারতে কৃষিবিজ্ঞানের উন্নতির জন্য ইংরাজ সরকার কর্তৃক ১৯২৯ সালে সর্বপ্রথম 'ভারতীয় কৃষি গবেষণা পরিষদ' (ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব এগ্রিকালচারাল রিসার্চ) গঠিত হয়। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের কৃষি সমস্যার সমাধান ও উন্নতিবিধানের ব্যবস্থা করাই ইহার প্রাথমিক কর্তব্য বলিয়া নির্দিষ্ট হয়; পশু চিকিৎসা বিভাগও এই পরিষদের অঙ্গীভূত করা হয়। ক্রমে ইহার কর্মগণ্ডী পরিবর্ধিত করিয়া গবেষণালব্ধ তথ্যাদি বাস্তব কৃষিকার্যে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ করার ব্যবস্থা হয়। বিভিন্ন রাজ্যের কৃষিদপ্তরের মাধ্যমে পরিষদের গবেষণালব্ধ তথ্যাদি পরিবেশিত ও কার্যকরী করা হইয়া থাকে।

যাহাহউক, কৃষি পরিষদ দুইটি স্বতন্ত্র বিভাগে বিভক্ত—(ক) পরিচালক মণ্ডলী, (খ) গবেষক মণ্ডলী। কৃষি সম্পর্কে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্য ও সমস্যার পর্যালোচনা করা ও প্রয়োগ পন্থা নির্ধারণ করা পরিচালকমণ্ডলীর কর্তব্য এবং উহার নির্দেশ ও ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী বিভিন্ন আঞ্চলিক সমস্যা সমাধানের জন্য গবেষণাগারগুলির কার্য পরিচালনা গবেষক মণ্ডলীর অধিকারভুক্ত। স্বাধীনতা লাভের পরে বিভিন্ন কৃষিপণ্যের উন্নতি বিধানের জন্য অনেকগুলি নূতন নূতন গবেষণাগার স্থাপিত হইয়াছে।

ভারতের প্রধান প্রধান কৃষিগবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির নাম প্রদত্ত হইল: (১) ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, দিল্লী; (২) সেণ্ট্রাল রাইস রিসার্চ স্টেশন, কটক; (৩) কটন টেক্‌নোলজিক্যাল রিসার্চ লেবরেটরী, মাতুঙ্গা, (বোম্বাই); (৪) ফরেস্ট রিসার্চ ইনস্টিটিউট, দেরাডুন; (৫) সুগার রিসার্চ ইনস্টিটিউট, কোইম্বাটুর; (৬) সেণ্ট্রাল জুট টেক্‌নোলজিক্যাল রিসার্চ লেবরেটরী, কলিকাতা; (৭) জুট এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট, হুগলী; (৮) ইণ্ডিয়ান ল্যাক রিসার্চ ইনস্টিটিউট, রাঁচি; (৯) সেণ্ট্রাল টুব্যাকো রিসার্চ ইনস্টিটিউট, রাজামণ্ডী; (১০) বিড়ি টুব্যাকো রিসার্চ স্টেশন, আনন্দ;

(১১) সেণ্ট্রাল কোকোনাট রিসার্চ স্টেশন, কায়মকুলান, (ত্রিবাঙ্কুর); (১২) সেণ্ট্রাল পোট্যাটো রিসার্চ ইনস্টিটিউট, পাটনা; (১৩) সেণ্ট্রাল ভেজিটেবল ব্রিডিং স্টেশন, কুলু (পূর্ব পাঞ্জাব); (১৪) ফ্রুট রিসার্চ ইনস্টিটিউট, সাবুর (ভাগলপুর); (১৫) স্যুগারকেন রিসার্চ স্টেশন, পুণা; (১৬) স্যুগারকেন রিসার্চ স্টেশন, সাহাজাহানপুর; (১৭) ইণ্ডিয়ান ভেটারিনারী রিসার্চ ইনস্টিটিউট, মুক্তেশ্বর ও ইজ্জৎনগর; (১৮) ইণ্ডিযান ডেয়ারি রিসার্চ ইনস্টিটিউট, ব্যাঙ্গালোর; (১৯) সেণ্ট্রাল ইন্‌ল্যাণ্ড ফিসারিজ রিসার্চ স্টেশন, বারাকপুর; (২০) সেণ্ট্রাল মেরাইন রিসার্চ স্টেশন, মাদ্রাজ; (২১) ডিপ্ সি ফিশিং রিসার্চ স্টেশন, বোম্বাই।

॥ পরমাণুশক্তি গবেষণা ॥

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষভাগে জাপানের হিরোসিমা ও নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা বা 'অ্যাটম বম্' বিস্ফোরণে জগৎবাসী পরমাণুশক্তির প্রচণ্ড ধ্বংসলীলা প্রত্যক্ষ করে। পদার্থের পরমাণুর অভ্যন্তরে অসীম শক্তি নিহিত আছে। বস্তুতঃ পদার্থ ও শক্তি অভিন্ন—পদার্থের অন্তর্ধানে শক্তির উদ্ভব হয়। কয়েকটি দুষ্প্রাপ্য খনিজের পরমাণু বিভাজনে এই বিপুল শক্তি উৎপাদন সম্ভব হইয়াছে। ১৯৪০ সালে জার্মান বিজ্ঞানী অ্যাটোহ্যান ইহার জটিল প্রক্রিয়া আবিষ্কার করেন। পৃথিবীর উন্নত দেশগুলি এই পরমাণুশক্তির সাহায্যে দেশরক্ষা ও শিল্পোন্নতির কাজে দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

ভারতে পরমাণুশক্তির উৎস খনিজগুলি যথেষ্ট পাওয়া যায়। জাতীয় উন্নতির পক্ষে পরমাণুশক্তির গবেষণা অত্যাবশ্যক বিবেচনা করিয়া ভারত সরকার ১৯৪৭ সালের জুন মাসে একটি 'পরমাণুশক্তি গবেষণা সংস্থা' (বোর্ড অব রিসার্চ ইন অ্যাটমিক এনার্জি) গঠন করেন। শিল্পোন্নয়নে পরমাণুশক্তি প্রয়োগ করিবার উদ্দেশ্য লইয়াই এই সংস্থা গঠিত হয়। পর বৎসর ১৯৪৮ সালে ভারতীয় সংসদে অ্যাটমিক এনার্জি বা পরমাণু-শক্তি বিল গৃহীত হয় এবং প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর নেতৃত্বাধীনে অতঃপর 'অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন' গঠন করা হয়। পরমাণুশক্তির উৎপাদন সম্পর্কীয় বিবিধ কার্যাদির পর্যালোচনা করাই এই কমিশনের কর্তব্য নির্দিষ্ট হইল। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে তেজস্ক্রিয় খনিজের অনুসন্ধান ও তাঁহার পরমাণুকেন্দ্রীন বিভাজনে শক্তি উৎপাদনের গবেষণা সম্পর্কীয় সমস্যাদি পর্যালোচিত হইতে থাকে।

পণ্ডিত নেহরুর তত্ত্বাবধানে ১৯৫৪ সালে ভারত সরকারের অধীনে পরমাণুশক্তি সম্পর্কে একটি দপ্তর (ডিপার্টমেণ্ট অব অ্যাটমিক এনার্জি) খোলা হয়। পরমাণুশক্তি বিষয়ক সমস্ত কর্তব্য ও দায়িত্ব অতঃপর প্রাকৃতিক সম্পদ ও বিজ্ঞান গবেষণা মন্ত্রণালয় (মিনিষ্ট্রী অব ন্যাচারাল রিসোর্সেস অ্যাণ্ড সায়েন্টিফিক রিসার্চ) হইতে এই নবগঠিত দপ্তরের হাতে ন্যস্ত হয়। এই দপ্তরের সদর কার্যালয় বোম্বাইতে স্থাপিত হয়। পরমাণুশক্তির উৎপাদন ও উন্নতিবিধান সম্পর্কীয় গবেষণা ও তথ্যানুসন্ধানের কাজ অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের এই গবেষণাগারগুলিতে পরিচালিত হয়—(১) বোম্বাইস্থিত টাটা ইনস্টিটিউট অব ফাণ্ডামেণ্টাল রিসার্চ, (২) আমেদাবাদের ফিজিক্যাল রিসার্চ লেবরেটরী ও (৩) কলিকাতার ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স। এতদ্ব্যতীত কমিশনের নির্দেশানুসারে অন্যান্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারগুলিতেও এতদ্বিষয়ক গবেষণাকার্যের ব্যবস্থা করা হয়।

পরমাণুশক্তি কমিশনের উদ্যোগে ভারতসরকার ও কেরালা সরকারের মিলিত ব্যবস্থাপনায় 'ইণ্ডিয়ান রেয়ার আর্থস লিঃ' নামক একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করা হইয়াছে। ১৯৫২ সালে কোচিনের আলোয়া নামক স্থানে মোনাজাইট প্রস্তর শোধনের কারখানা স্থাপিত হইয়াছে এবং ইউরেনিয়াম ও থোরিয়াম ধাতু নিষ্কাষণের জন্যও আর একটি কারখানা হইতেছে। এই সব ধাতুর পরমাণুকেন্দ্রীন বিভাজনের ফলেই পরমাণুশক্তি উৎপাদন সম্ভব। পরমাণুশক্তি উৎপাদনের জন্য কমিশনের উদ্যোগে বোম্বাই অঞ্চলে ট্রম্বে নামক স্থানে একটি 'অ্যাটমিক রিয়্যাক্টর' বা পরমাণুবিভাজন যন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে এবং ইহার পরিচালনার জন্য বিদেশে শিক্ষাপ্রাপ্ত একদল গবেষকেরও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কলম্বো পরিকল্পনা অনুসারে পরমাণুশক্তি উৎপাদনে সাহায্য হিসাবে কানাডা হইতে একটি রিয়্যাক্টর পাওয়া গিয়াছে।

পরমাণুশক্তিকে যুদ্ধের ধ্বংসলীলায় যেমন প্রয়োগ করা যায় তেমনই শিল্পোন্নতি ও জনকল্যাণে ইহার বিপুল সম্ভাবনা রহিয়াছে। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে ইহার ধ্বংস-শক্তি ব্যবহারের দিকেই ঝোঁক সমধিক; কিন্তু ভারতে ইহার শান্তিপূর্ণ সদ্ব্যবহারের চেষ্টাই চলিতেছে; পরমাণুশক্তি কমিশন আপাততঃ জীবদেহে তেজস্ক্রিয়তার ফলাফল ও প্রভাব সম্পর্কীয় গবেষণা এবং পরমাণুশক্তির তেজস্ক্রিয় রশ্মিসম্পাতে মানবদেহে সৃষ্ট রোগ ও তার প্রতিকারের বিষয় সমূহের গবেষণা কার্য আরম্ভ করিয়াছেন।

॥ বেসরকারী বিজ্ঞান গবেষণা প্রতিষ্ঠান ॥

বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও শিল্পপ্রসারের উদ্দেশ্যে ভারত সরকারের বিবিধ প্রচেষ্টার মোটামুটি বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এবিষয়ে বেসরকারী উদ্যমও এযুগে কম নহে; দেশের বিভিন্ন স্থানে বহু গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। এগুলির অধিকাংশই বেসরকারী সমিতিবদ্ধ সংস্থা হিসাবে পরিচালিত হইলেও বর্তমানে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছে এবং অনেকগুলিকে সরকারী নিয়ন্ত্রণ ও নির্দেশের অধীনে আনা হইয়াছে। এরূপ প্রধান কতকগুলি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের পরিচয় দেওয়া হইল:

১। **বসু বিজ্ঞান মন্দির, কলিকাতা:** আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু কর্তৃক ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান গবেষণাগার। বর্তমানে ভারতসরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণাগারে পরিণত হইয়াছে এবং সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করিয়াছে। বর্তমান অধ্যক্ষ ডঃ দেবেন্দ্রমোহন বসু। মূল গবেষণাগার ৯৩।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা-৯ অবস্থিত; এ ছাড়া দার্জিলিং-এর মায়াপুরীতে ও ২৪ পরগণার শ্যামনগর ও ফলতায় কৃষিক্ষেত্র ও শাখা-গবেষণাগার আছে।

২। **ভারতীয় বিজ্ঞান গবেষণা সমিতি, কলিকাতা** (ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্‌টিভেসন অব সায়েন্স): ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের প্রচেষ্টায় এই সমিতি গঠিত হয়। উদ্দেশ্য—আধুনিক বিজ্ঞানগবেষণায় ভারতীয়দের অনুপ্রাণিত করা। ক্রমে পূর্ণাঙ্গ গবেষণাগারে পরিণত হয়। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক সি. ভি. রমন যোগদান করেন এবং এই প্রতিষ্ঠানের গবেষণা খ্যাতি সারা ভারতে ছড়াইয়া পড়ে। অধ্যাপক রমন এখানকার গবেষণার ফলেই ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে এফ. আর. এস. হন এবং ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এখান হইতেই ডঃ কে. এস. কৃষ্ণণও এফ. আর. এস. সম্মান লাভ করেন। এই সমিতির ২১০, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতাস্থিত গবেষণাগার এভাবে ভারতীয় বিজ্ঞান সাধনার পীঠস্থানে পরিণত হয়।

গত ১৯৫১ সালে ভারতসরকারের বিপুল অর্থসাহায্য ও পৃষ্ঠপোষকতায় সমিতির গবেষণাগার যাদবপুরে স্থানান্তরিত হইয়া বিশেষভাবে সম্প্রসারিত হইয়াছে। ইহা বর্তমানে ভারতের শ্রেষ্ঠ গবেষণাগারগুলির অন্যতম। পরলোকগত অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার অক্লান্ত চেষ্টার ফলেই ইহার বর্তমান

উন্নতি ও সম্প্রসারণ সম্ভব হইয়াছে। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে এখানে গবেষণাকার্য চলিতেছে। গবেষণাকার্যে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ থাকিলেও ইহা মোট ২৪ জন সভ্য লইয়া গঠিত একটি কার্যনির্বাহক সমিতির পরিচালনাধীন।

৩। **পরমাণুবিজ্ঞান গবেষণাগার,** (ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স): কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও ভারতসরকারের যুগ্ম কর্তৃত্বাধীনে এই গবেষণাগার পরিচালিত। পরমাণুশক্তি সম্পর্কীয় তাত্ত্বিক শিক্ষা ও গবেষণা ক্ষেত্রে ইহা ভারতের সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠান। অধ্যাপক মেঘনাদ সাহার উদ্যোগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের 'পালিত গবেষণাগারে' ইহার সূত্রপাত হয়। কেন্দ্রীয় অ্যাটমিক এনার্জি কমিশনের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠানটি ক্রমে সম্প্রসারিত হইয়া বর্তমানে এতদ্বিষয়ক একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণাগারে পরিণত হইয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিউক্লিয়ার ফিজিক্স বিষয়ে এখন স্নাতকোত্তর শিক্ষা ও গবেষণা চলিতেছে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্য হইতেও স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থিগণ পরমাণুবিজ্ঞানে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য এখানে আসিতেছেন। পরমাণু-কেন্দ্রীন বিভাজনের সাইক্লোট্রন যন্ত্রের কাজ এখানেই প্রথম আরম্ভ হয়। বর্তমানে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপি, নিউক্লিয়ার ইণ্ডাকসন, বিটা ও গামা-রে স্পেক্ট্রস্কোপি, সাইক্লোট্রন, সিন্‌ক্রোট্রন প্রভৃতি বিভিন্ন বিভাগে পরমাণুশক্তি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা চলিতেছে।

৪। **ইণ্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েশন, কলিকাতা:** ভারতীয় বিজ্ঞানিগণের সাধারণ প্রতিষ্ঠান; ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহারই ব্যবস্থাপনায় প্রতি বছর ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস আহূত হয় এবং বিজ্ঞানের সকল বিভাগের বিশেষজ্ঞগণ সর্বভারতীয় ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক সমস্যাদির পর্যালোচনা করেন। বিদেশী বৈজ্ঞানিকগণও ইহাতে যোগদান করিয়া পারস্পরিক ভাববিনিময়ে সাহায্য করেন। পূর্ব কলিকাতার দিলখুসা ষ্ট্রীটে ইহার নিজস্ব ভবন নির্মিত হইয়াছে।

৫। **ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সেস:** ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত এই সংস্থা সর্বপ্রথম ভারতের বিভিন্ন বিজ্ঞান গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বৈজ্ঞানিক সমিতি, সংস্থা প্রভৃতির কার্যাবলীর সংযোগ ও সমন্বয় বিধানে উদ্যোগী হয়। দেশের বৈজ্ঞানিক ভাবধারা উন্নয়নে ইহার কার্যকারিতা উপলব্ধি করিয়া ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে ভারতসরকার এই ইনস্টিটিউটের পরিচালনভার

গ্রহণ করেন এবং ১৯৫১ সাল হইতে ইহার সদর কার্যালয় দিল্লীতে স্থানান্তরিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার প্রকাশন বিভাগটি কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি ভবনেই রহিয়াছে। বর্তমান প্রেসিডেণ্ট ডাঃ এ. সি. উকিল।

৬। **এশিয়াটিক সোসাইটি, কলিকাতা**ঃ ভারতের সর্বপ্রাচীন সাংস্কৃতিক ও বৈজ্ঞানিক সমিতি; ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে স্যার উইলিয়াম জোন্স প্রধানতঃ ইউরোপীয়গণকে লইয়া প্রাচ্য কৃষ্টির গবেষণা ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে এই সমিতি গঠন করেন। ক্রমে ভারতীয়গণও ইহার সভ্যপদে বৃত হন এবং এদেশীয় জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোচনা চলিতে থাকে। তৎকালীন ইংরাজ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে সমিতির নিজস্ব গৃহ নির্মিত হয়; ১নং পার্ক ষ্ট্রীটের এই গৃহেই অদ্যাপি সমিতি অবস্থিত। ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে 'জার্নাল অব দি এশিয়াটিক সোসাইটি' প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রাচ্য দেশীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতিক্ষেত্রে ইহার অবদান অসামান্য—এদেশে বৈজ্ঞানিক ভাবধারা উন্মেষের পক্ষেও এই সমিতি অশেষ সাহায্য করিয়াছে।

॥ দুইজন বাঙ্গালী বিজ্ঞানীর সম্মান ॥

ভারতীয় বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রভূত খ্যাতিমান ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু ও ডঃ শিশিরকুমার মিত্র ১৯৫৮ সালে (২০শে ফেব্রুয়ারী) লণ্ডনের "রয়্যাল সোসাইটির" ফেলো নির্বাচিত হইয়াছেন। বাংলার এই সুসন্তানদ্বয় আচার্য জগদীশচন্দ্র ও প্রফুল্লচন্দ্রের সার্থক উত্তরসাধক। তাঁহারা আপন মনীষা দ্বারা বাঙ্গালীর লুপ্তপ্রায় পাণ্ডিত্য-খ্যাতি পুনরুদ্ধার করিয়াছেন। তাঁহাদের এই মহৎ সম্মানলাভে বাঙ্গালী-মাত্রই নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিবে।

ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু 'কোয়াণ্টাম স্ট্যাটিসটিকস্' বিষয়ের উদ্ভাবক বলিয়া বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। স্বয়ং আইনষ্টাইন এই বিষয়ের গুরুত্ব স্বীকার করিয়াছেন। বিজ্ঞানে ডঃ বসুর এই অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ একশ্রেণীর পরমাণুর নাম তাঁহার নামানুসারে 'বোসোন' দেওয়া হইয়াছে। ডঃ বসু বর্তমানে বিশ্ব-ভারতীর উপাচার্য পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

ডঃ শিশিরকুমার মিত্র এদেশে রেডিও রিসার্চের পথপ্রদর্শক। উচ্চাকাশের আবহাওয়া সম্পর্কে তিনি 'আপার এ্যাটমস্ফিয়ার' নামক যে পুস্তক রচনা করিয়াছেন তাহা বিশ্বের বিজ্ঞানীমহলে বিশেষ সমাদর লাভ করিয়াছে; সম্প্রতি উহা রুশ-ভাষাতেও অনূদিত হইয়াছে। ডঃ মিত্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক ও 'রেডিও ফিজিক্স এণ্ড ইলেকট্রনিকস' ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টার।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস

প্রধানতঃ দুইজন ইংরাজ বৈজ্ঞানিকের প্রচেষ্টার ফলেই "ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস" প্রতিষ্ঠিত হয়; তাঁহাদের নাম অধ্যাপক পি. এস. ম্যাকমোহন এবং অধ্যাপক জে. এল. সাইমনসেন। তাঁহারা ১৯১১ সালে ভারতের তৎকালীন প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিকগণের নিকট একটি প্রচার-পত্র প্রেরণ করেন। উহাতে তাঁহারা একটি বৈজ্ঞানিক সংস্থা গঠন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন—প্রতিবৎসর উক্ত সংস্থা ভারতের অন্যতম বড় শহরে একটি বার্ষিক সম্মেলন আহ্বান করিবে যাহাতে বৈজ্ঞানিক আলোচনা হইবে। বৈজ্ঞানিকদ্বয় তাঁহাদের আবেদনে আশাতীত সাড়া লাভ করেন। অতঃপর ১৯১৪ সালে একটি বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনের জন্য সকল প্রাথমিক ব্যবস্থা সম্পন্ন করা হয়।

বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনঃ বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন হয় কলিকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি ভবনে ১৯১৪ সালে, জানুয়ারী মাসের ১৫ হইতে ১৭ তারিখ পর্যন্ত। স্বর্গত স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় উক্ত অধিবেশনের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। উহার সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ ছিলেন মিঃ ডি. হুপার। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে ১০৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি উহাতে যোগদান করিয়াছিলেন এবং উহার সাকুল্য ব্যয় হইয়াছিল ৫০৪।৶০ আনা।

পরিচালন ব্যবস্থাঃ বর্তমানে এই কংগ্রেস ৬২ জন বিখ্যাত বিজ্ঞানী সমন্বিত একটি পরিষদ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে। নিয়মিত কার্য পরিচালনার জন্য একটি কার্যনির্বাহক সমিতি রহিয়াছে। ভারতের ১৮ জন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এই সমিতির সদস্য। কংগ্রেসের বৈজ্ঞানিক কর্মধারা ১৩টি বিভিন্ন শাখায় পরিব্যাপ্ত।

॥ ১৯৫৮ সালের অধিবেশন ॥

আলোচ্য বর্ষে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪৫তম অধিবেশন ৬ই জানুয়ারী মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এই অধিবেশনের উদ্বোধন করেন এবং মূল সভাপতির আসন গ্রহণ করেন অধ্যাপক এম. এস. থ্যাকার।

অধ্যাপক থ্যাকার একজন খ্যাতনামা বিজ্ঞানী, দেশবিদেশের বহু বিজ্ঞান-সংস্থা তাঁহাকে প্রভূত সম্মানে সম্মানিত করিয়াছেন। তাঁহার বৈজ্ঞানিক কৃতিত্ব ও দেশসেবার স্বীকৃতিস্বরূপ ভারত সরকার তাঁহাকে 'পদ্মভূষণ' উপাধিতে ভূষিত করিয়াছেন। তিনি বর্তমানে বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষণা বিভাগের ডিরেক্টর-জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

বিভিন্ন শাখাসভাপতিগণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল :—

শাখা সভাপতি—**পদার্থবিদ্যাঃ** শ্রীএস. এল. মালুরকর, অধ্যক্ষ, আবহাওয়া-কেন্দ্র, কোলাবা; **রসায়নঃ** অধ্যাপক এস. ঘোষ, এলাহাবাদ বিশ্ব-

বিদ্যালয়; **গণিত শাস্ত্র:** অধ্যাপক বি. এস. মাধবরাও, ইনস্টিটিউট অব আর্মামেণ্ট স্টাডিজ, কিরকি, পুণা; **উদ্ভিদবিদ্যা:** অধ্যাপক টি. এস. সদাশিবন, মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়; **শারীরবৃত্ত:** ডাঃ এস. এন. রায়, ভারতীয় পশু-গবেষণা মন্দির, ইজ্জৎনগর; **মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষাবিজ্ঞান:** ডাঃ এ. কে. পি. সিংহ, অধ্যক্ষ, মনস্তত্ত্ব বিভাগ, পাটনা কলেজ; **নৃতত্ত্ব ও প্রত্নতত্ত্ব:** ডাঃ জি. এম. কুরুলকর, অধ্যাপক, শেঠ জি. এস. মেডিক্যাল কলেজ, বোম্বাই; **প্রাণিবিদ্যা:** ডাঃ পি. ভট্টাচার্য, ভারতীয় পশু গবেষণা মন্দির, ইজ্জৎনগর; **চিকিৎসা ও পশু-চিকিৎসা:** ডাঃ এ. কে. বসু, কার্ডিয়োলজিস্ট, চাইল্ড হেলথ ইনস্টিটিউট, কলিকাতা; **কৃষিবিজ্ঞান:** ডাঃ পি. এন. ভাদুড়ী, অধ্যক্ষ, উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ; প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলিকাতা; **ইঞ্জিনীয়ারিং ও ধাতুবিজ্ঞান:** শ্রীচন্দ্রশেখর ঘোষ, অধ্যাপক, ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ারিং, ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স; **পরিসংখ্যান:** ডাঃ কে. কিষেণ, উত্তরপ্রদেশ সরকারী কৃষিবিভাগ, লক্ষ্ণৌ; **ভূতত্ত্ব ও ভূগোল:** ডাঃ এ. জি. ঝিংগ্রান, ডেপুটি ডিরেক্টর সরকারী উন্নয়ন বিভাগ।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতিগণ

বৎসর	সভাপতি	স্থান
১৯১৪	স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়	কলিকাতা
১৯১৫	ডবলিউ. বি. ব্যানারম্যান	মাদ্রাজ
১৯১৬	স্যার এ. বি. বুরর‍্যাড	লক্ষ্ণৌ
১৯১৭	স্যার আলফ্রেড গীবস্ বোর্ণ	বাঙ্গালোর
১৯১৮	স্যার জি. টি. ওয়াকর	লাহোর
১৯১৯	স্যার লিওনার্ড রজার্স	বোম্বাই
১৯২০	আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়	নাগপুর
১৯২১	স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	কলিকাতা
১৯২২	চার্লস এস. মিডলমিস	মাদ্রাজ
১৯২৩	স্যার এম. বিশ্বেশ্বরায়া	লক্ষ্ণৌ
১৯২৪	টি. এন. আনাণ্ডেল	বাঙ্গালোর
১৯২৫	স্যার এম. ও. ফরস্টার	কাশী
১৯২৬	স্যার আলবার্ট হাওয়ার্ড	বোম্বাই
১৯২৭	আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু	লাহোর
১৯২৮	জন লাউনেস সাইমনসেন	কলিকাতা

বৎসর	সভাপতি	স্থান
১৯২৯	স্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরমন	মাদ্রাজ
১৯৩০	স্যার রিচার্ড ক্রিষ্টোফার্স	এলাহাবাদ
১৯৩১	আর. বি. সীমুর সিউয়েল	নাগপুর
১৯৩২	শিবরাম কাশ্যপ	বাঙ্গালোর
১৯৩৩	স্যার লিউইস লে ফারমোর	পাটনা
১৯৩৪	ডঃ মেঘনাদ সাহা	বোম্বাই
১৯৩৫	জে. এইচ. হাটন	কলিকাতা
১৯৩৬	স্যার উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী	ইন্দোর
১৯৩৭	স্যার সি. এস. ভেঙ্কটরমন	হায়দরাবাদ
১৯৩৮	স্যার জেমস জীনস	কলিকাতা
১৯৩৯	স্যার জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ	লাহোর
১৯৪০	ডঃ বীরবল সাহানী	মাদ্রাজ
১৯৪১	স্যার আর্দেশির দালাল	কাশী
১৯৪২	ডি. এন. ওয়াদিয়া	বরোদা
১৯৪৩	ডি. এন. ওয়াদিয়া (শ্রীনেহরুর অনুপস্থিতিতে)	বরোদা
১৯৪৪	শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু	দিল্লী
১৯৪৫	স্যার শান্তিস্বরূপ ভাটনগর	নাগপুর
১৯৪৬	জনাব আফজল হুসেন	বাঙ্গালোর
১৯৪৭	শ্রীজওহরলাল নেহরু	দিল্লী
১৯৪৮	শ্রীরামনাথ চোপরা	পাটনা
১৯৪৯	ডঃ কে. এস. কৃষ্ণণ	এলাহাবাদ
১৯৫০	শ্রী পি. সি. মহলানবীশ	পুণা
১৯৫১	ডঃ হোমি জে. ভাবা	বাঙ্গালোর
১৯৫২	ডঃ জে. এন. মুখার্জি	কলিকাতা
১৯৫৩	ডঃ ডি. এম. বসু	লক্ষ্ণৌ
১৯৫৪	ডঃ এস. এল. হোরা	হায়দরাবাদ
১৯৫৫	শ্রী এস. কে. মিত্র	বরোদা
১৯৫৬	ডঃ এম. এস. কৃষ্ণণ	আগ্রা
১৯৫৭	ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়	কলিকাতা
১৯৫৮	শ্রী এম. এস. থ্যাকার	মাদ্রাজ

বঙ্গ-সাহিত্য ও সংস্কৃতি

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস

আর্যদের বসতি স্থাপনের পূর্বে বাংলা সাহিত্য ও সভ্যতার ইতিহাস উচ্চস্তরের ছিল না। খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকে মৌর্য সম্রাটদের সময় হইতে বাংলা দেশে আর্য উপনিবেশের সূত্রপাত। আর্য সংশ্রবে আসিবার পর হইতে আমাদের দেশে সাহিত্য চর্চা স্থরু হয়। প্রথম কয়েক শতাব্দী সংস্কৃত ও প্রাকৃতেই বাংলা দেশে সাহিত্যানুশীলন চলে। বাংলা দেশে সর্বপ্রাচীন কাব্য রামচরিত। সম্রাট দেব পালের সময়ে অভিনন্দ কর্তৃক এই কাব্যটি রচিত হয়। দশম শতাব্দীর শেষভাগে কবি সন্ধ্যাকর নন্দী অপর একটি কাব্য রচনা করেন। তাহাও রামচরিত নামে অভিহিত। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে লক্ষণ সেন দেবের সভায় উমাপতি ধর, শরণ, গোবর্ধন আচায, ধোয়ী এবং জয়দেব প্রমুখ শ্রেষ্ঠ কবিমণ্ডলীর সমাবেশ হয়। জয়দেব এই যুগের শ্রেষ্ঠ কবি। জয়দেব তাঁহার গীতগোবিন্দ গ্রন্থে যে মধুর কোমলকান্ত পদাবলীর অবিনশ্বর ঐতিহ্য রাখিয়া গিয়াছেন তাহা সশ্রদ্ধায় স্মরণীয়।

সর্বপ্রাচীন বাংলা গ্রন্থের নাম বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণ রচিত চর্যাপদ। গ্রন্থটি এক হাজার বছরের প্রাচীন। লক্ষ্মণ সেনের আমলেই বাংলা দেশে ঘটে তুর্কী আক্রমণ। রাজনৈতিক বিপ্লব সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে তখন অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলিয়া দিয়াছিল। এই কারণে লক্ষ্মণ সেনের রাজত্বের পর প্রায় এক শতাব্দী বাংলা সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য কিছু রচিত হয় নাই। চতুর্দশ শতাব্দীতে দেশে কিছুটা শান্তি স্থাপিত হওয়ায় পুনরায় সাহিত্য ও জ্ঞানের চর্চা স্থরু হয়। পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে গীতি কবিতারই প্রাধান্য।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে আমরা পাইয়াছি কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্য। বিদ্যাপতির ব্রজবুলি পদাবলীও এই শতাব্দীরই দান। বিদ্যাপতি বাংলা ভাষায় পদাবলী রচনা না করিলেও তাহার ব্রজবুলিকে বাঙালী তাহার চিত্তজগতে স্বর্ণসিংহাসনে স্থান দিয়াছে। তাহার পরেই আমরা পাইয়াছি বড়ুচণ্ডীদাসের অপূর্ব গীতিকাব্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। বৈষ্ণব গীতিকবিতার পাশাপাশি এই শতাব্দীতে আমরা আর একটি কাব্যধারার উৎসারণ পাইয়াছি—তাহা মঙ্গল-কাব্য। বিজয় গুপ্ত ও বিপ্রদাস এই শতকের শ্রেষ্ঠ মঙ্গল কাব্যকার রূপে স্বীকৃত।

ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব বাংলার বৈষ্ণবকাব্যকে নতুন মানবিক সংজ্ঞায় উন্নীত করে। দীন চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস, বৃন্দাবনদাস, কৃষ্ণদাস কবিরাজের প্রতিভাস্পর্শে এই যুগের বৈষ্ণব গীতি ও চরিতকাব্য এক অনন্য সার্থকতা লাভ করিয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীর মঙ্গলকাব্যের শ্রেষ্ঠ কবি কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী। তাঁহার চণ্ডীমঙ্গল মধ্যযুগের বাংলা কাব্যের দিগদর্শন স্বরূপ। সপ্তদশ শতাব্দীতে আমরা পাই কাশীরাম দাসের মহাভারত, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল, আলাওল, সৈয়দ মুর্তজার কাব্যসাধনা এবং ধর্মমঙ্গল কাব্য ধারা। এই শতকেও বৈষ্ণব গীতিকাব্যের ধারা বাংলার হৃদয়ের ভাব-মন্দাকিনীকে পরিপ্লাবিত করিয়া রাখিয়াছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাংলা গদ্য রচনার সূত্রপাত। বাঙ্গালী খৃষ্টান মিশনারী দোম্ আন্তোনিও রচিত 'ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিক সংবাদ' গ্রন্থকে প্রথম বাংলা গদ্যগ্রন্থ বলা চলে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতেও বৈষ্ণব কাব্য, বৈষ্ণব চরিত গ্রন্থ, রামায়ণ ও মহাভারত কাব্যের ধারা অক্ষুণ্ণ থাকে। ইহা ব্যতীত আমরা পাই রামপ্রসাদ প্রমুখের শাক্ত পদাবলী, ভারতচন্দ্র রায়ের অন্নদামঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, রামেশ্বরের শিবায়ণ, ঘনরামের ধর্মমঙ্গল, শৈব সিদ্ধাগনের গাথা প্রভৃতি কাব্য ধারা।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে মুদ্রাযন্ত্রে বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রকাশ। ১৭৭৮ সালে হালহেড রচিত বাংলা ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়।

উনবিংশ শতাব্দী বাংলা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ। ইহাকে অনেকে ইংরেজী সাহিত্যের ষোড়শ শতাব্দীর রেনেসাঁর সহিত তুলনা করিয়া থাকেন। উনবিংশ শতাব্দীতেই বাংলা গদ্য তাহার স্বকীয়তা ও পরিপুষ্টি অর্জন করিয়া অতি দ্রুত সাহিত্যের প্রধান মাধ্যম হইয়া ওঠে। এই শতাব্দীতে আমরা পাইয়াছি রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ পুণ্যশ্লোক সাহিত্যরথীদের। তাঁহাদের মনন ও কর্মসাধনা বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতিকে নবধারা-স্নানে অভিষিক্ত করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১-১৯৪১) এই মহান উত্তরাধিকারেরই উজ্জ্বলতম বিকাশ। মহাকাব্যের যুগ হইতে তিনি বাংলা সাহিত্যকে মানবিক, রোমান্টিক ও গীতিকবিতার বিচিত্রতর ভাবক্ষেত্রে আমন্ত্রণ করিয়া সাদর আসন দিয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের নিকট বাঙালির ঋণ অপরিসীম। সম্ভবতঃ বিশ্ববাসীও তাঁহার ঋণ অনন্তকাল সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করিবে। বিগত পঞ্চাশ বৎসরে বাংলা সাহিত্যের মহান অগ্রগতি রবীন্দ্রনাথেরই দান। প্রাক-রবীন্দ্র ও রবীন্দ্র যুগে অন্যান্য বাণীসাধকদের মধ্যে আমরা স্মরণ করি

নবীনচন্দ্র সেন, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, গোবিন্দচন্দ্র দাস (ভাওয়াল), দেবেন্দ্রনাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল, রজনীকান্ত সেন, অতুলপ্রসাদ সেন, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, দীনেশচন্দ্র সেন, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, প্রমথ চৌধুরী, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মোহিতলাল মজুমদার, করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রবীন্দ্র মৈত্র, সুকুমার রায়, গোকুল নাগ, সুরেশ সমাজপতি প্রমুখ সাহিত্যব্রতীদের।

রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা সাহিত্যের হাওয়া বদল বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বাংলার মরমী শিল্পী শরৎচন্দ্র এই নূতন ধারার প্রবর্তক। তাঁহারও পরের যুগে আসিল বাংলা সাহিত্যে সমাজসচেতনতা। বাংলা কাব্যে ও কথা সাহিত্যে একটি নবতর জীবন-জিজ্ঞাসা সুস্পষ্ট হইয়া উঠে। এখন পর্যন্ত এই আলোকপিপাসু জীবনের নিরুদ্দেশ যাত্রাই বাংলা সাহিত্যে প্রতিধ্বনিত। তীর্থের সন্ধান এখনও মিলে নাই। আলোক সন্ধানী মন বলিয়া ওঠে—হেথা নয়, হেথা নয়, অন্য কোথা অন্য কোনখানে।

[এই প্রসঙ্গে বিস্তৃততর আলোচনা ১৩৬৩ ও ৬৪ সালের বর্ষপঞ্জী এবং ডঃ সুকুমার সেন রচিত 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' পুস্তকে দ্রষ্টব্য—সঃ বঃ]

॥ নিখিল ভারত লেখক সম্মেলন ॥

১৯৫৭ সালের ২৪শে ডিসেম্বর হইতে ২৬শে ডিসেম্বর পর্যন্ত কলিকাতার মহাজাতি সদনে নিখিল ভারত লেখক সম্মেলনের অনুষ্ঠান এই বৎসরের সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য অধিবেশন। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষী লেখকদের একত্র সমাবেশ ইতিপূর্বে আর হয় নাই। বিশেষতঃ বর্তমান সময়ে সর্বভারতীয় ভাষা লইয়া যে অবাঞ্ছিত কলরব উঠিয়াছে এবং বিভিন্ন ভাষাভাষীদের মধ্যে যে মানসিক দ্বন্দ্ব দেখা দিয়াছে তাহার পরিপ্রেক্ষিতে সাহিত্যিকদের এই পংক্তিভোজন বিশেষভাবে স্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

এই তিনদিনের অনুষ্ঠানে বাংলা, হিন্দী, ওড়িয়া, তামিল, তেলেগু, অসমীয়া, গুজরাতী, মরাঠী, মালয়ালম, কানাড়া, উর্দু, পাঞ্জাবী, এবং ইংরেজী ভাষার সাহিত্যসেবী, লেখক, কবি ও মনীষীরা যোগদান করিয়া ভারতীয় সাহিত্যের বিভিন্ন গতি প্রকৃতি লইয়া রসগ্রাহী আলোচনা করেন। সম্মেলনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন সাহিত্য আকাদমীর পক্ষে অধ্যাপক শ্রীহুমায়ুন কবীর। প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু, উপরাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণও সম্মেলনে যোগ দিয়া তাঁহাদের বক্তব্য দেশের চিন্তাবিদদের সম্মুখে উপস্থিত করেন। সম্মেলনের তিনদিন বিভিন্ন

অধিবেশনে ভারতীয় সাহিত্যের সমস্যা ও গতিপ্রকৃতি সম্পর্কে বিশেষ মূল্যবান আলোচনায় যোগ দেন ডঃ মুলকরাজ আনন্দ, শ্রীমতী মহাদেবী বর্মা, শ্রীকালিন্দী-চরণ পাণিগ্রাহী, শ্রীবুদ্ধদেব বসু, শ্রীগোপাল হালদার, অধ্যাপক শ্রীভি. ভি. এন. সাহী, শ্রীরামানী, শ্রীবি. ভি. (মামা) ওয়ারেকার, শ্রীউমাশঙ্কর যোশী প্রমুখ বিভিন্ন ভাষাভাষী সাহিত্যিকবৃন্দ। সম্মেলনের শুভেচ্ছা কামনা করিয়া চক্রবর্তী শ্রীরাজা-গোপালাচারিয়া, শ্রীঅনন্তশয়নম আয়েঙ্গার, শ্রীকানাইয়ালাল মাজেকলাল মুন্সী বাণী প্রেরণ করেন। সোভিয়েট ইউনিয়ন, মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র, হাঙ্গারী, পূর্ব জার্মানী এবং পাকিস্তান হইতে আগত সাহিত্যিক প্রতিনিধিরাও দর্শক হিসাবে এই সম্মেলনে যোগদান করেন।

ডঃ রাধাকৃষ্ণণের ভাষণঃ লেখক সম্মেলনে যোগদান করিয়া দার্শনিক ডঃ রাধাকৃষ্ণণ বলেন, আজিকার দিনে ভারতবর্ষের সাহিত্য সাধকদের একটা বিরাট কর্তব্য রহিযাছে। তাঁহাদিগকে আমাদের নিজেদের দেশের বেদনা, ব্যর্থতা, বিভেদ ও আত্মপ্রবঞ্চনার রূপ দিতে হইবে। যদি তাঁহারা ভারতবর্ষের অখণ্ড সত্তার ও মনুষ্যজাতির একতাব স্বপ্নস্থচী তুলিয়া ধরিতে পারেন, তাহা হইলে তাঁহারা এই কালের মানুষের মহৎ উপকার সাধন করিয়া যাইবেন। সমগ্র মনুষ্যজাতি এক মূল হইতে উদ্ভূত। দেশে দেশে তাহার শাখা প্রশাখা বিস্তৃত হইযাছে এবং এখন ঐক্যের পথে চলিয়াছে। আমাদের কালের একটা বৈচিত্র্য এই যে, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মধ্যে কেবল বাস্তব যোগ নহে, উহাদের মধ্যে একটা আত্মিক যোগ ঘটিতেছে। পৃথিবীর ঐক্য কেবলমাত্র রাজনৈতিক ব্যবস্থা, বৈষয়িক চুক্তি বা সামাজিক ঘটনার উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকিতে পারে না। যদি মানুষের মধ্যে একটা মনঃসঙ্গতি ও এক বিশ্বপরিবারের চেতনা জাগ্রত হয় তাহা হইলেই সেই উপলব্ধির উপব এই ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। আমরা সকলে একটি মনুষ্য পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। সাহিত্যের মাধ্যমে এই চেতনা সৃষ্টি করার সম্ভাবনা খুব বেশী। সাহিত্যেব নিকট ইহাই প্রত্যাশা করা হয়।

শ্রীমতী মহাদেবী বর্মার ভাষণঃ লেখক সম্মেলন উদ্বোধন প্রসঙ্গে প্রখ্যাতা হিন্দী লেখিকা শ্রীমতী মহাদেবী বর্মা বলেন, ভারত পরাধীনতা ও অশিক্ষার বহু দুঃখ দুর্দশার মধ্য দিয়া চালিত হইলেও ভারতের মহান সংস্কৃতি বিনষ্ট হয় নাই। এই অন্ধকারের মধ্যেও প্রজ্ঞার আলোকে পথ দেখিয়া অগ্রসর হইযাছি। আমাদের সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে ঐক্যের সুর ধ্বনিত হইয়াছে। এই মূল সত্যকে স্বীকার করিলে আমাদের দেশের প্রত্যেক জীবন্ত ভাষা ও সংস্কৃতিকে একই জীবন্ত দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ হিসাবে স্বীকার করা কর্তব্য। বাল্মীকি,

তুলসীদাস, সুরদাস, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ ভারতের শ্রেষ্ঠ সাধক ও সাহিত্যিকদের রচনায় যে গভীর সত্য প্রকাশিত হইয়াছে তাহা মানবজাতির গভীর একতা এবং সাহিত্য কর্মীর এক চিন্তাসূত্রের মৈত্রীবন্ধনের কথাই আমাদের স্মরণ করাইয়া দেয়।

অধ্যাপক হুমায়ুন কবীরঃ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি অধ্যাপক হুমায়ুন কবীর বলেন, বিজ্ঞান আজ স্থানকালের বাধা অতিক্রম করিবার প্রয়াসে সফল হইয়াছে। কিন্তু আজও মনোগত ও ভাবগত বাধা রহিয়া গিয়াছে। লেখকদের পবিত্র কর্তব্য হইবে এই বাধা অতিক্রম করা। শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টি সর্বদাই ইতিহাস, ভূগোল এবং হিংসার প্রতিবন্ধকতা দূর করিতে সক্ষম হয়।

ডঃ মুলকরাজ আনন্দঃ 'ভাষা সমস্যা ও লেখক' এই প্রসঙ্গ আলোচনায় প্রখ্যাত সাহিত্যিক ডঃ মুলকরাজ আনন্দ বলেন, হিন্দীকে ভারতের সরকারী ভাষা-রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে, জাতীয় ভাষা হিসাবে নহে। কিন্তু অহিন্দীভাষীদের উপর হিন্দী জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়ার চেষ্টা চলিতেছে। হিন্দী লেখকদের প্রধান কর্তব্য হইবে এই উগ্রতা হইতে নিজেদের উদ্ধার করা এবং অহিন্দীভাষীদের মধ্যে মৈত্রী ও শুভেচ্ছা সৃষ্টি করা। তাহা হইলে হিন্দী ক্রমশঃ জীবন্ত ভাষা হিসাবে গড়িয়া উঠিতে পারিবে। এই সময়ে বর্তমানের ন্যায় ইংরেজীকে ভারতের নিজস্ব আসনে রাখাই কর্তব্য হইবে। ইংরেজী আর রাজার ভাষা নহে। ইহা আমাদের সাধারণ ভাষারও রূপ নিয়াছে। কাজেই মনোগত ঐক্যবিধান, সরকারী কাজকর্ম সম্পাদন, ব্যবসাবাণিজ্য পরিচালনা ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের দিক হইতে ইংরেজীকে বর্তমানের ন্যায় রাখা কর্তব্য।

শ্রীবুদ্ধদেব বসুঃ শ্রীবসু বলেন, আন্তর্দেশীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজীর প্রচলন যেমন আছে তেমন রাখিয়া ভারতে উন্নতধরণের যে চৌদ্দ পনেরোটি ভাষা আছে সকলকেই সমান মর্যাদা দিয়া জাতীয় ভাষারূপে গণ্য করা উচিত।

প্রধানমন্ত্রী নেহরু লেখকদিগকে ভাষা বিরোধে ইন্ধন না জোগাইয়া ভারতের ঐক্য ও সংহতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সাহিত্যসাধনায় ব্রতী হইবার আবেদন জানান।

॥ নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন ॥

বঙ্গভাষা ও সংস্কৃতি প্রচারের সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের ৩৩শ বার্ষিক অধিবেশন ১৯৫৭ সালের ২৮-৩১শে ডিসেম্বর আহ্‌মেদাবাদ শহরে অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে বিভিন্ন শাখার নিম্নলিখিত বিশিষ্ট ব্যক্তি সভাপতিত্ব করেন ঃ

সভাপতিগণঃ অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি শ্রীহরিপদ মাইতি। মূল সভাপতিঃ শ্রীনির্মলকুমার সিদ্ধান্ত। কবিতা শাখার সভাপতি: শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র। বাংলা সাহিত্যশাখার সভাপতিঃ শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। গুজরাতী সাহিত্যশাখার সভাপতিঃ শ্রীউমাশঙ্কর যোশী। সঙ্গীত ও কলা শাখার সভাপতিঃ শ্রীরাজেশ্বর মিত্র। সমাজ ও সংস্কৃতি শাখার সভাপতিঃ শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু। শিশুসাহিত্য শাখার সভাপতিঃ শ্রীমতী লীলা মজুমদার।

সম্মেলনের ইতিহাসঃ প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন নামে ১৯২২ সালে বারাণসীতে এই প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত। প্রথম অধিবেশনের সভাপতি রবীন্দ্রনাথ। ১৯৫১ সালে পাটনা অধিবেশনে 'প্রবাসী' নাম বর্জন করিয়া নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন নূতন নামকরণ হয়। এই অধিবেশনে সভাপতি ছিলেন শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত।

মূল সভাপতির ভাষণঃ আহ্মেদাবাদ অধিবেশনের মূল সভাপতি উপাচার্য ডঃ নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত তাঁহার ভাষণে বলেন, গত ১৫ বৎসরের ইতিহাস বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতির একটা অতি দ্রুত পরিবর্তনের ইতিহাস। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং তৎসহচর ভয়াবহ মন্বন্তর, তাহার সঙ্গে সঙ্গেই আত্মঘাতী সাম্প্রদায়িক কলহ ও বঙ্গবিচ্ছেদ, তাহারই অপরিহার্য পরিণতি লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল উদ্বাস্তু জীবন—ইহা বাংলার সমাজজীবনকে বিভিন্ন দিক হইতে আঘাতের পর আঘাত করিয়া ভাঙিয়া চূরিয়া নূতনভাবে গড়িতে চাহিতেছে। আমার মনে হয় বর্তমান সময়ে জাতীয় জীবনাদর্শ সম্বন্ধে আমাদের মধ্যে একটি সংশয়িত দুর্বলতা দেখা দিয়াছে। ইতিহাসের রূঢ় আঘাতে আমাদের প্রচলিত ধারণা, বিশ্বাস ও মূল্যবোধের পিছনে সংযমের ঘুণ ধরাইয়া দিয়াছে। এখন আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টাই আমাদের প্রথম ও প্রধান চেষ্টা।

॥ সরকারী আকাদমি ॥

স্বাধীন ভারতে শিল্প, সাহিত্য ও সঙ্গীত নৃত্যকলার উন্নতি সাধনের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার সাহিত্য, ললিতকলা ও সঙ্গীত নাটক নামে তিনটি আকাদমি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। এই আকাদমি তিনটি দিল্লীতে অবস্থিত। অনুরূপ ভাবে প্রত্যেক রাজ্যেও আকাদমি প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। সাহিত্য আকাদমির সভাপতি শ্রীনেহরু; ললিতকলা আকাদমির সভাপতি শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী এবং সঙ্গীত নাটক আকাদমির সভাপতি পদে বৃত আছেন মাদ্রাজের বিচারপতি শ্রী পি. রাজমান্নার। সাহিত্য, শিল্প, সঙ্গীত ও নাট্যকলার পুনরুজ্জীবনে সহায়তা ও শ্রীবৃদ্ধি সাধনই এই আকাদমির উদ্দেশ্য। শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টি, শিল্পকর্ম

এবং সঙ্গীতবিদ্‌দের সম্মাননাও এই আকাদমি গুলির অন্যতম প্রচেষ্টা। বর্তমানে সাহিত্য আকাদমির পক্ষ হইতে ভারতের বিভিন্ন ভাষার লেখকদের একটি জাতীয় পঞ্জী সংকলনের কাজে হাত দেওয়া হইয়াছে। নিম্নে আকাদমি কর্তৃক বর্তমান বৎসরে পুরস্কৃত শিল্পী ও সাহিত্যিকদের তালিকা দেওয়া হইল।

সাহিত্য আকাদমি পুরস্কারঃ—১৯৫৪-৫৬ সালের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য সৃষ্টির জন্য সাহিত্য আকাদমি নিম্নলিখিত গ্রন্থকারদের প্রত্যেককে পাঁচ হাজার টাকা পুরস্কার দিয়া সম্মানিত করিয়াছেন ঃ—

ভাষা	গ্রন্থ	গ্রন্থকার
বাংলা	সাগর থেকে ফেরা (কবিতা)	শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র
হিন্দী	বৌদ্ধধর্ম দর্শন (দর্শন)	৺আচার্য নরেন্দ্র দেব
মালয়ালম	চেম্মিন (উপন্যাস)	থাকাজী শিবশংকর পিল্লাই
তেলুগু	শ্রীরামকৃষ্ণনি জীবিত চরিত্র (জীবনী)	চিরন্তনানন্দ স্বামী

সঙ্গীত নাটক আকাদমির পুরস্কারঃ—সঙ্গীত নাটক আকাদমির পক্ষ হইতে ১৯৫৭-৫৮ সালে নিম্নলিখিত শিল্পীদিগকে আকাদমি পুরস্কার দিয়াছেন ঃ—

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতঃ—শ্রীগণেশ রামচন্দ্র বেহ্‌রেবুয়া (কণ্ঠ); শ্রীইয়ুসুফ আলী খান (সেতার)।

কর্ণাটক সঙ্গীতঃ—শ্রীচেম্বাই বৈদ্যনাথ ভগবাথার (কণ্ঠ); শ্রীবুদালুর কৃষ্ণমূর্তি শাস্ত্রী (যন্ত্রসঙ্গীত)।

নৃত্যশিল্পঃ—গুরু আতম্বাসিং (মণিপুরী); শ্রী টি. কে. চণ্ডু পাণিকর (কথাকলি)

নাট্যকলাঃ—শ্রী বি. ভি. (মামা) ওয়ারেকর (নাট্যকার); শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী (অভিনেতা)।

চলচ্চিত্রঃ—শ্রীশচীন দেব বর্মণ (সঙ্গীত পরিচালনা); শ্রীদুর্গাবাঈ খোটে (অভিনেত্রী)।

১৯৫২ সালে সঙ্গীত নাটক আকাদমি এই 'আকাদমি পুরস্কার' প্রবর্তন করেন। ঐ সময় হইতে এ পর্যন্ত ৩৫ জন শিল্পী উক্ত পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।

॥ আকাদমি পুরস্কার ও বাংলা সাহিত্য ॥

বাংলা সাহিত্যে এ পর্যন্ত তিনজন সাহিত্যকার আকাদমি পুরস্কারে সম্মানিত হইয়াছেন। লোকান্তরিত কবি জীবনানন্দ দাশ, (শ্রেষ্ঠ কবিতা), ঔপন্যাসিক

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (আরোগ্যনিকেতন) এবং শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র (সাগর থেকে ফেরা)। গীতি কাব্যের দেশ বাংলা। তাই তিনটি পুরস্কারের মধ্যে দুই জনেই তাঁহাদের কাব্যকর্মের জন্য সম্মাননা লাভ করিয়াছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র শুধু মাত্র কবি নন। ছোটো গল্প ও উপন্যাস রচনাতেও তাঁহার সমান সিদ্ধি। প্রায় ত্রিশ বৎসর আগে 'কল্লোল' 'কালিকলম' সাহিত্য-গোষ্ঠির সঙ্গে প্রেমেন্দ্র মিত্র সাহিত্য জীবন সুরু করেন। 'সাগর থেকে ফেরা' তাঁহার সর্বাধুনিক কাব্যগ্রন্থ। কাব্যজগতে প্রেমেন্দ্র মিত্র 'অখ্যাত জনের,' 'নির্বাক মনের' মুখপাত্ররূপে আত্মপ্রকাশ করেন। পৃথিবীর সাধারণ মানুষের কান্না হাসির দোলায় তাঁর কাব্যছন্দ আন্দোলিত। কিন্তু মূলতঃ তিনি রোমান্টিক। গীতি কাব্যের অনুরণণে তাঁর কবিতা নূপুরসিঞ্জনে প্রতিধ্বনিত। এই কারণে যুদ্ধোত্তর বাংলার কাব্যের যে নতুন পথসন্ধান প্রচেষ্টা তাহার সঙ্গে এই যুগের প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাব্যবোধ সমান্তরাল নয়। 'সাগর থেকে ফেরা' কাব্যগ্রন্থকে তাই সমসাময়িক বাংলা কাব্যজগতের অনন্য প্রতিভূ বলা চলে না। কবি হিসেবেও প্রেমেন্দ্র মিত্রের মননশীলতা এই কাব্যে সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত নয়। কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্রের দীর্ঘদিনের কাব্যানুশীলনের স্বীকৃতিতেই এই সম্মানপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে একথা মনে করা চলে। সাধারণ মানুষের কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র অনেক পথ অতিক্রম করিয়া এখন এক নতুন প্রত্যয়ে পৌছিয়াছেন। তাই তিনি এখন বলেন ঃ

মানে খোঁজা নিয়ে যোঝা
একদিন থেমে যায়
তেপান্তরে ঝড়ের মতন
শুধু থাকে চেয়ে থাকা, শুধু কান পেতে রাখা
শুধু নীল ছড়ানো গগন।

তখনো নদীরা থাকে,
থাকে স্রোত, থাকে ঢেউ, তীর ;
শুধু হৃদয়ের আর থাকে নাক কোন ভার
কোন দায় কোনো বেসাতির।

তখনই পাখিরা আসে প্রাণের প্রান্তরে।
নিরুত্তাপ প্রসন্ন আলোয়
স্নান করে, খেলা করে, গান করে, আর
রেখে যায় দু-একটি খসে পড়া পালকের কুচি
হাওয়ার ফেণার মত।

হাটে যারা দাম খোঁজে না'ক,
তারা শুধু সে পালকে
নিজেদের স্নাতশুভ্র অভিমান সাজিয়ে খেলায়।

[পালক : সাগর থেকে ফেরা]

॥ রবীন্দ্র পুরস্কার ॥

রবীন্দ্রনাথের নামাঙ্কিত রবীন্দ্র পুরস্কার পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৫০ সাল হইতে প্রবর্তন করেন শ্রেষ্ঠ বাংলা সাহিত্য ও বিজ্ঞান সাধনাকে স্বীকৃতি দিবাব জন্য। রবীন্দ্র পুরস্কারের অর্থমূল্য পাঁচ হাজার টাকা।

এই বৎসর (১৯৫৮) বাংলা সাহিত্য ও গবেষণামূলক গ্রন্থের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রদত্ত রবীন্দ্র পুরস্কারে সম্মানিত হইয়াছেন কবি শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র (সাগর থেকে ফেরা) এবং শ্রীবিনয় ঘোষ (পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃতি)। ইহা ছাড়া ইতালীয় ভাষায় গ্রন্থরচনার জন্য আলোচ্যবর্ষে ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়কেও এই পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। শ্রীমিত্রের কাব্যগ্রন্থটি এইবার ভারত সবকারের আকাদমি পুরস্কারও লাভ করিয়াছে। শ্রীঘোষের গ্রন্থ পশ্চিমবঙ্গেব লোক-সংস্কৃতি, আচার, সমাজনীতি সম্পর্কে একটি মূল্যবান গবেষণা।

এই পর্যন্ত নিম্নলিখিত কৃতী সাহিত্যিক, ঐতিহাসিক ও দার্শনিক এই সম্মান লাভ করিয়াছেন :—

১৯৫০ : ডঃ নীহাররঞ্জন রায় (বাঙ্গালীর ইতিহাস আদিপর্ব ও শ্রীসতীনাথ ভাদুড়ী (জাগরী উপন্যাস)।

১৯৫১ : আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি (Life in Ancient India) ও বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় (ইছামতী-উপন্যাস)।

১৯৫২ : ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় (সংবাদপত্রে সেকালের কথা, বাংলা সাময়িকপত্র ও সাহিত্য-সাধক চরিতমালা) এবং ডাঃ কালীপদ বিশ্বাস ও শ্রীএককড়ি ঘোষ (ভারতীয় বনৌষধি)।

১৯৫৩ : দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য (বাঙ্গালীর সারস্বত অবদান—বঙ্গে নব্য-ন্যায় চর্চা)।

১৯৫৪ : শ্রীমতী রাণী চন্দ (পূর্ণকুম্ভ)।

১৯৫৫ : শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (আরোগ্য নিকেতন) ও শ্রীরাজশেখর বসু (কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্প)।

১৯৫৬ : শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেন (বিজ্ঞানের ইতিহাস ১ম খণ্ড)।

১৯৫৭ : ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার (The History and culture of the Indian People) ও শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (রবীন্দ্রজীবনী-চারখণ্ড)।

১৯৫৮ : ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় (Letterature Mediavali & Moderne Del Subcontinente Indiano), শ্রীবিনয় ঘোষ (পশ্চিমবঙ্গ সংস্কৃতি), শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র (সাগর থেকে ফেরা)।

॥ বাংলা সাহিত্যে অন্যান্য পুরস্কার ॥

বাংলা সাহিত্যে উল্লেখ্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও নিখিলবঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলন কতকগুলি পুরস্কারের ব্যবস্থা করিয়াছেন। জগত্তারিণী স্বর্ণপদক, সরোজিনী স্বর্ণপদক, লীলা পুরস্কার, শরৎচন্দ্র পুরস্কার তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য। সাম্প্রতিককালে শ্রীসজনীকান্ত দাস (সরোজিনী স্বর্ণপদক), শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবী (লীলা পুরস্কার), কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিক (জগত্তারিণী স্বর্ণপদক), শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় (জগত্তারিণী স্বর্ণপদক) প্রমুখ সাহিত্যিক এই সম্মান লাভ করিয়াছেন।

নরসিংদাস বাংলা পুরস্কার : বাংলা ভাষায় রচিত শ্রেষ্ঠ সাহিত্য ও বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ রচনার জন্য দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় এক সহস্র টাকা মূল্যের নরসিংদাস বাংলা পুরস্কার দিয়া থাকেন। বর্তমান বৎসরে (১৯৫৮) শ্রীসমরেন্দ্রনাথ সেনকে তাঁহার 'বিজ্ঞানের ইতিহাস' গ্রন্থের জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে। ইতিপূর্বে ডঃ সৈয়দ মুজতবা আলী (দেশে বিদেশে), যাযাবর (দৃষ্টিপাত), মনোজ বসু (চীন দেখে এলাম), দেবেন্দ্রনাথ বিশ্বাস (বিজ্ঞান ভারতী), শংকর (কত অজানারে), এই পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।

দৈনিক ও সাময়িকপত্রের পুরস্কার : এইবার বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য কৃতী লেখকদিগকেও বিভিন্ন সংস্থা পুরস্কারে সম্মানিত করিয়াছেন। আনন্দবাজার পত্রিকার কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত আনন্দ পুরস্কার লাভ করিয়াছেন তরুণ কথাশিল্পী শ্রীসমরেশ বসু (গঙ্গা) ও শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়। অমৃতবাজার পত্রিকা প্রদত্ত শিশিরকুমার পুরস্কার এবং মতিলাল পুরস্কারে সম্মানিত হইয়াছেন প্রবীণ গবেষক শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং কথাসাহিত্যিক শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। মৌচাক পত্রিকা প্রদত্ত শিশুসাহিত্যের পুরস্কার লাভ করেন শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়। উল্টোরথ পত্রিকা, কবিতার জন্য শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায়

এবং শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীকে পুরস্কার দেন। শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্রের 'ঘনাদার গল্প' ভারত সরকার কর্তৃক আঞ্চলিক ভাষায় রচিত শ্রেষ্ঠ শিশু সাহিত্যরূপে নির্বাচিত হইয়াছে।

॥ লেখক পঞ্জী ॥

বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বহু কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার একনিষ্ঠ সাধনায় ব্রতী। ইঁহাদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় বাংলা সাহিত্য আজ ভারতের সাহিত্যসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সমৃদ্ধির সম্মান অর্জন করিয়াছে। জীবিত লেখকদের তালিকা প্রণয়নে স্বভাবতঃই ত্রুটি থাকিবার আশঙ্কা। সেই ত্রুটি স্বীকার করিয়াই নিম্নোক্তরূপ তালিকাদানের চেষ্টা করা হইল :—

কাব্য ঃ কুমুদরঞ্জন মল্লিক, কালিদাস রায়, কাজী নজরুল ইসলাম, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, বিমলচন্দ্র ঘোষ, নরেন্দ্র দেব, রাধারাণী দেবী, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়, অজিত দত্ত, গোপাল ভৌমিক, দিনেশ দাস, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, শুদ্ধসত্ত্ব বসু, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, বিশু মুখোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বাণী রায়, মণীন্দ্র রায়, নরেশ গুহ, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রাম বসু, অশোকবিজয় রাহা।

কথাসাহিত্য ঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজশেখর বসু, বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় (বনফুল), উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী, প্রবোধকুমার সান্যাল, অন্নদাশঙ্কর রায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, রমাপদ চৌধুরী, বিমল মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সতীনাথ ভাদুড়ী, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, সরোজকুমার রায়চৌধুরী, আশাপূর্ণা দেবী, অমরেন্দ্র ঘোষ, মনোজ বসু, সুশীল জানা, সমরেশ বসু সুবোধ ঘোষ, প্রতিভা বসু, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, গজেন্দ্রকুমার মিত্র, দেবেশ দাস, সন্তোষকুমার ঘোষ, নবেন্দু ঘোষ, অমলা দেবী, দীপক চৌধুরী, দক্ষিণারঞ্জন বসু, রামপদ মুখোপাধ্যায়, রণজিতকুমার সেন, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়, বিমল কর, প্রভাত দেব সরকার, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য।

প্রবন্ধ ও সমালোচনা ঃ অতুলচন্দ্র গুপ্ত, ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, ক্ষিতিমোহন সেন, ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, কাজী আবদুল ওদুদ, ডঃ সুকুমার সেন, সজনীকান্ত দাস, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, ডঃ নীহাররঞ্জন রায়, বুদ্ধদেব

বসু, অন্নদাশঙ্কর রায়, ত্রিপুরাশঙ্কর সেন, প্রমথনাথ বিশী, গোপাল হালদার, ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ডঃ অরবিন্দ পোদ্দার, সরোজ আচার্য, ডঃ হরপ্রসাদ মিত্র, যোগেশচন্দ্র বাগল, বিনয় ঘোষ, (কালপেঁচা), নারায়ণ চৌধুরী, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, শিবনারায়ণ রায়, নীরেন্দ্রনাথ রায়, ঋষি দাস।

নাটক ঃ শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মন্মথ রায়, মহেন্দ্র গুপ্ত, বিধায়ক ভট্টাচার্য, তুলসী লাহিড়ী, দিগিন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জলধর চট্টোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসু, প্র-না-বি, বিজন ভট্টাচার্য, সলীল সেন, দেবনারায়ণ গুপ্ত।

রম্যরচনা ঃ সৈয়দ মুজতবা আলী, 'যাযাবর', 'মহাস্থবির', 'অবধূত', 'রঞ্জন', 'রূপদর্শী, তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়, বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, 'ইন্দ্রজিৎ', 'জরাসন্ধ', সাগরময় ঘোষ, জ্যোতির্ময় রায়।

ব্যঙ্গরচনা ঃ 'পরশুরাম', সজনীকান্ত দাস, শিবরাম চক্রবর্তী, প্র-না-বি, পরিমল গোস্বামী, অ-কৃ-ব।

শিশুসাহিত্য ঃ হেমেন্দ্রকুমার রায়, সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত, প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, স্বখলতা রাও, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, লীলা মজুমদার, অখিল নিয়োগী, আশা দেবী, 'মৌমাছি', নীহাররঞ্জন গুপ্ত, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, শিবরাম চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু।

অনুবাদসাহিত্য ঃ নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, অশোক গুহ, পুষ্পময়ী বসু, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভবানী মুখোপাধ্যায়, সরোজকুমার দত্ত, সোমনাথ লাহিড়ী, নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, প্রফুল্ল চক্রবর্তী, রবীন্দ্র মজুমদার, শিশির সেনগুপ্ত, জয়ন্ত ভাদুড়ী, বিষ্ণু দে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, শিউলী মজুমদার।

॥ বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার সাহিত্য ॥

সাহিত্যের অগ্রগতি শুধুমাত্র কোনো এক বিশেষ ভাষার সীমান্তে আবদ্ধ নয়। ভারতবর্ষের মতো বিশাল দেশে বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এখানে ভারতের কয়েকটি প্রধান ভাষার সাহিত্য ও সাহিত্যিকের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া হইল :—

হিন্দী : ভারতের রাষ্ট্রভাষারূপে স্বীকৃত হিন্দী ভাষার সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের নিকট বহুলাংশে ঋণী। হিন্দী ভাষার প্রখ্যাত সাহিত্যিকবৃন্দ বাংলা সাহিত্যের প্রেরণাতেই উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগে ভারতেন্দু হরিশ্চন্দ্রের যুগ হইতেই হিন্দী সাহিত্যের নবজীবনের যাত্রারম্ভ। একশত বৎসরে হিন্দী সাহিত্য ছায়াবাদ ও আড়ষ্টতার মোহ কাটাইয়া বর্তমানে জীবন-নির্ভর মননশীলতার বাহন হইয়াছে। স্বদেশী আন্দোলনের যুগে হিন্দী সাহিত্য নানা দিক দিয়া বিশেষ গতি ও উদ্দীপনা লাভ করে। আধুনিক হিন্দী সাহিত্যের গতি প্রকৃতি নির্ণয়ে নিম্নলিখিত লেখক গোষ্ঠীর অবদান স্বীকৃত :

কাব্য : মৈথিলীশরণ গুপ্ত, জয়শঙ্কর 'প্রসাদ', সূর্যকান্ত ত্রিপাঠী 'নিরালা', সুমিত্রানন্দন পন্থ, শ্রীমতী মহাদেবী বর্মা, 'দিনকর', রাঙ্গেয় রাঘব, সুমন, ভারত-ভূষণ অগ্রবাল, নাগার্জুন।

কথাসাহিত্য : প্রেমচাঁদ, জয়শঙ্কর 'প্রসাদ,' জৈনেন্দ্রকুমার, কৌশিক, যশপাল, ভগবতীচরণ বর্মা, রাহুল সাংকৃত্যায়ন, হাজারীপ্রসাদ দ্বিবেদী, অমৃত রায়, সুভদ্রাকুমারী চৌহান।

উর্দু : উর্দু ভারতের ভাষা সমূহের মধ্যে অন্যতম শ্রুতিমধুর ও সমৃদ্ধ ভাষা। বহু শ্রেষ্ঠ হিন্দী সাহিত্যিক উর্দুতেও সাহিত্য সৃষ্টি করিয়া অবিস্মরণীয় খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। মহম্মদ ইকবাল কাব্যে এবং প্রেমচাঁদ কথাশিল্পে উর্দু ভাষাকে আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যে অবিসম্বাদী মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। জাতীয় চেতনার উন্মেষ, স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্য দিয়া উর্দুসাহিত্যেও প্রাচীন রক্ষণশীলতা এবং সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি পরিত্যাগ করিয়া অনন্যসাধারণ সজীবতা এবং প্রাণপ্রাচুর্য লাভ করে।

উর্দু সাহিত্যে কয়েকজন বিশিষ্ট সাহিত্যিকের তালিকা :

কাব্য : জোশ মলিহাবাদী, আলী সর্দার জাফরী, মকদুম মহিউদ্দীন, পারভেজ শাহিদী, মেহদে আলী খাঁ, ফৈয়জ আহ্‌মদ সজ্জাদ জহীর।

কথাসাহিত্য : ইসমৎ চুগতাই, কৃষণ চন্দর, উপেন্দ্রনাথ আশক, খাজা আহ্‌মদ আববাস, বলবন্ত সিং গর্গী, হাজারা বেগম, রাজেন্দ্র সিং বেদী।

তামিল : ভারতীয় সাহিত্যসমূহের মধ্যে প্রাচীনতম সাহিত্য তামিল প্রমুখ দ্রাবিড় ভাষা গোষ্ঠীর সাহিত্য। তামিল ভাষায় প্রাচীন গ্রন্থ 'তিরুক কুরল' ২২০০ বছর আগে রচিত। আধুনিক তামিল গদ্যের সৃষ্টি সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে। বাংলা ভাষায় যেমন রবীন্দ্রনাথ, তামিল সাহিত্যের নবজাগৃতিতেও তেমনি সুব্রহ্মণ্য ভারতী। ভারতীয় ঐতিহ্যকে অনুসরণ করিয়াই

আধুনিক তামিল সাহিত্য জনজীবনের আশা-আকাঙ্খা ও বেদনাকে রূপায়িত করিয়া তুলিয়াছে। বস্তুতঃ শুধুমাত্র তামিল সাহিত্যেই নয়, ভারতীয় মতো সাহিত্যিক সমগ্র মানব সাহিত্যেরই অতুলনীয় সম্পদ। তামিল সাহিত্যের প্রখ্যাতনামা লেখক গোষ্ঠীর তালিকা ঃ

কাব্য ঃ কবিনায়কম পিল্লে, নামক্কল রামলিঙ্গম পিল্লে, ভারতী দাসন, কম্ব দাসন, কোথমঙ্গলম্ স্থব্ব, শুদ্ধানন্দ ভারতী, এম. পেরিয়াস্বামী।

কথাসাহিত্য ঃ 'কল্কি' (আর. কৃষ্ণমূর্তি), আন্নাথুরাই, করুণানিধি, চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী, কে. ডি. জগন্নাথন, বি. এস. রামৈয়া, পুবস্থ বালকৃষ্ণন, এন. রামস্বামী, পি. এম্. কন্নন টি. এন. কুমারস্বামী, মহাদেবন।

তেলেগু ঃ তেলেগু সাহিত্যের আদি কবি নন্নয্য ভট্ট। ইনি মহাভারত রচনা করেন ১০২০ খৃষ্টাব্দে। আধুনিক তেলেগু সাহিত্যের গতি নির্দেশে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলাদেশের ভাববিপ্লবের প্রভাব অপরিসীম। আধুনিক তেলেগু সাহিত্যের প্রথম কবি তিরুপতি বেঙ্কট কবুলু। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে তেলেগু সাহিত্যের নূতন ভাবাভিব্যক্তির সূত্রপাত করেন রায়প্রোলু সুব্বারাও। শরৎচন্দ্রের প্রভাবে আধুনিক তেলেগু কথাসাহিত্যের মোড় জীবনমুখী হয়। এই যুগের তেলেগু সাহিত্যের বিশিষ্ট লেখকদের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ উল্লেখযোগ্য ঃ

কাব্য ঃ বিশ্বনাথ সত্যনারায়ণ, দেবুলপল্লী কৃষ্ণশাস্ত্রী, নারায়ণ চার্যালু, বেঙ্কট সুব্বারাও, শ্রীরঙ্গম শ্রীনিবাস রাও, শিস্টলা, শ্রীরঙ্গ নারায়ণ বাবু; পট্টাভি ও. ডি. আর. রেড্ডী।

কথাসাহিত্য ঃ উন্নব লক্ষ্মীনারায়ণ, বুচ্চিবাবু, শ্রীমতী মল্লদি বসুন্ধরা, পালগুম্মি পদ্মরাজু, গুডিপতি বেঙ্কটচলম, কে. কুটুম্ব রাও, টি. গোপীচন্দ, শ্রীপাদ সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী, চিন্তা দীক্ষিতুলু, বেলুরি শিবরাম শাস্ত্রী, চিলকমাত, বি. কামেশ্বর রাও, মুনিমানিক্যম নর সিংহ রাও।

গুজরাতী ঃ আধুনিক গুজরাতী সাহিত্যের বয়স একশত বৎসর। গুজরাতী সাহিত্যের উন্নয়নে গান্ধীজীর প্রভাব অনস্বীকার্য। গুজরাতী জনজীবনে গান্ধীজীর কর্মাদর্শ এবং ভাবজগতে তাঁহার ভাবাদর্শ অবিস্মরণীয় চিহ্ন রাখিয়া-গিয়াছে। ইহা ব্যতীত শ্রী কে. এম. মুন্সীর প্রভাবও আধুনিক গুজরাতী সাহিত্যকে নূতন চিন্তায় ও রচনাশৈলীতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। ইহাদের অনুসরণে আধুনিক গুজরাতী কবি সাহিত্যিকবৃন্দ গুজরাতী ভাষাকে সংস্কৃত শব্দালঙ্কারের বাহুল্য হইতে মুক্ত করিয়া এই ভাষাকে সাধারণ জীবনের মরমী

সহযোগী করিয়া তুলিয়াছে। এই নূতন সাহিত্য সৃষ্টিতে নিম্নলিখিত কবি সাহিত্যিকদের নাম স্মরণীয়:

কাব্য: উমাঁশঙ্কর যোশী, 'সুন্দরম্', জভেরচান্দ্ মেঘাণী, মনসুখ জাভেরী, সুন্দরজী বেটাই, এ. এফ. খবরদার, শ্রীকৃষ্ণলাল শ্রীধরণী, রাজেন্দ্র সাহ, পিনাকীন ঠাকোর, নিরঞ্জন ভগৎ, প্রিয়কান্ত মনিয়ার, বালমকুন্দ দবে, বেণীভাই পুরোহিত, শ্রীমতী জ্যোৎস্না শুকল।

কথাসাহিত্য: কানাইয়ালাল মুন্সী, 'বাদরায়ণ', 'স্নেহরশ্মি', 'ধূমকেতু', পান্নালাল প্যাটেল, ঈশ্বর পেটলিকর, চুনিলাল মাড়িয়া, লীলাবতী মুন্সী, বিনোদিনী নীলকণ্ঠ, হংস মেহতা, নবলরাম, ভি. বি. কেশবলাল ধ্রুব, বলবন্ত রায় ঠাকোর, রমনলাল দেশাই, শিউকুমার যোশী।

মারাঠী: মারাঠী সাহিত্য ভারতীয় সাহিত্য সমূহের মধ্যে বিশেষ সমৃদ্ধ। আধুনিক মারাঠী সাহিত্যের রূপান্তর ঘটে উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে। এই যুগে হরিনারায়ণ আপ্তে, নাট্যকার দেবল, ঐতিহাসিক ভি. কে. রাজওয়াড়ে, বাল গঙ্গাধর তিলকের অবদানে মারাঠী সাহিত্য নবজীবনের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠে। মারাঠী সাহিত্য নানাদিক দিয়া বাংলা সাহিত্যের নিকট ঋণী। বিভিন্ন যুগে বাংলা সাহিত্যের পরীক্ষা নিরীক্ষা মারাঠী কবি সাহিত্যিকদের প্রভাবান্বিত করিয়াছে। উল্লেখযোগ্য আধুনিক মারাঠী সাহিত্যিকবৃন্দের তালিকা নিম্নরূপ:

কাব্য: বি. এস: মার্ধেকর, পি. এস. রেগে, শরৎচন্দ্র মুক্তিবোধ, বিন্দা, করন্দিকর, ওয়াই. ডি. ভাবে, মনমোহন, মঙ্গেশ পাঁড়াগওকর, বসন্ত বাপৎ, ওমর শেখ।

কথাসাহিত্য: এম. আর. বিওয়ালকর, সানে গুরুজী, এস. এন. পেড়সে, সদানন্দ রেগে, বামন চরঘরে, মামা, ওয়ারেরকর, গঙ্গাধর গাড়গিল, কুসুমাগ্রজ, আন্নাভাই সাঠে, পি. বি. ভাবে, পি. কে. আত্রে, এম. জি. রঙ্গনেকর।

ওড়িআ: আধুনিক ওড়িআ সাহিত্যের স্রষ্টা হিসাবে রাধানাথ রায়, মধুসূদন রাও এবং ফকিরমোহন সেনাপতির নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। বাংলার বৈষ্ণব ধর্ম ওড়িআ সাহিত্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। বস্তুতঃ শ্রীচৈতন্যের প্রেমধর্ম ওড়িয়া জনজীবনে গভীর রেখাপাত করিয়াছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে ফকিরমোহন, রাধানাথ প্রমুখের চেষ্টায় ওড়িআ সাহিত্যে নবসংস্কার আন্দোলন এবং জাতিয়তাবোধ প্রবর্তিত হয়। আধুনিক ওড়িআ সাহিত্যে নিম্নলিখিত লেখক গোষ্ঠীর নাম উল্লেখযোগ্য:

কাব্য : শচী রাউত রায়, রাধামোহন গড়নায়ক, গোদাবরীশ মহাপাত্র, নিত্যানন্দ মহাপাত্র, কুঞ্জবিহারী দাস, মনোমোহন মিশ্র, অনন্ত পট্টনায়ক, ডাঃ মায়াধর মানসিংহ, জ্ঞানীন্দ্র বর্মা, বিনোদচন্দ্র নায়ক, চিন্তামনি বেহেরা, যদুনাথ দাস মহাপাত্র, জানকী মহান্তি, বিনোদ রাউত রায়।

কথাসাহিত্য : গোদাবরীশ মহাপাত্র, গোপীনাথ মহান্তি, কান্থচরণ মহান্তি, উপেন্দ্রকিশোর দাস, বৈষ্ণবচরণ দাস, গোবিন্দচন্দ্র ত্রিপাঠী, রাজকিশোর রায় রাজকিশোর পট্টনায়ক, সুরেন্দ্রনাথ মহান্তি, কমলাকান্ত দাস, উদয়নাথ ষড়ঙ্গী, নিত্যানন্দ মহাপাত্র।

অসমীয়া : অসমীয়া সাহিত্যের সৃষ্টি অতি প্রাচীনকালে, সম্ভবতঃ ষষ্ঠ বা সপ্তম শতাব্দীতে। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক ধর্মগুরু শঙ্করদেবের প্রভাবেই অসমীয়া সাহিত্য সমৃদ্ধভাষা রূপে পরিগণিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের সংস্পর্শে আসিয়া আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যের গুণগত বিপুল পরিবর্তন ঘটে। এই যুগের সাহিত্য স্রষ্টাদের মধ্যে লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়া, চন্দ্রকুমার আগরওয়ালা ও হেমচন্দ্র গোস্বামীর নাম উল্লেখযোগ্য। বর্তমান অসমীয়া সাহিত্যে নিম্নলিখিত সাহিত্যকারদের অবদান স্মরণীয় :—

কাব্য : রঘুনাথ চৌধুরী, অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরী, দুর্গেশ্বর শর্মা, হিতেশ্বর বরবড়ুয়া, চন্দ্রধর বড়ুয়া, নলিনীবালা দেবী, যতীন্দ্রনাথ দুয়ারী, শৈলধর রাজকোয়া, বিনোদচন্দ্র বড়ুয়া।

কথাসাহিত্য : লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়া, বেণুধর রাজকোয়া, নবকান্ত বড়ুয়া, মুহম্মদ পীযার, রাধিকামোহন গোস্বামী, আবদুল মালিক, যোগেশ দাস, কেশব মহান্ত, মানেক দাস, বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, প্রবীন বড়ুয়া, সারদা বরদলৈ।

॥ সঙ্গীত নাটক ও চারুকলা ॥

সঙ্গীত, নাটক ও চারুকলা অনুশীলনে বাঙ্গালীর আগ্রহ চিরন্তন। নাট্যরচনায়ও প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এখন সর্বভারতের মধ্যে অগ্রণী। নবনাট্য আন্দোলনের ক্ষেত্রে পুরোধা 'বহুরূপী' 'লিটল থিয়েটার' 'গণনাট্য সঙ্ঘ' 'থিয়েটার সেণ্টার' 'জাতীয় নাট্য পরিষদ' 'নবনাট্যম্' 'দক্ষিণী' 'লোকমঞ্চ' 'লোকসংস্কৃতি পরিষদ' 'মুখোশ' প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগ ও আয়োজন প্রশংসার্হ। এই বৎসর জানুয়ারী মাসে থিয়েটার সেণ্টারের উদ্যোগে মহাজাতি সদনে নয়দিন-ব্যাপী নাট্যোৎসব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাহাদের দ্বারা আয়োজিত নাটক প্রতিযোগিতায় পুরস্কার প্রাপ্ত নাটকসহ নূতন ধরনের কয়েকটি নাটক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক অভিনীত হয়। উৎসবের প্রথম দিন অভিনীত হয় কিরণ

মৈত্র রচিত 'বুদ্‌বুদ্‌' এবং ধনঞ্জয় বৈরাগী রচিত 'এক পস্‌লা বৃষ্টি'। এই দুইটিই একাঙ্কিকা। দ্বিতীয় দিন বহুরূপী প্রযোজিত 'পুতুল খেলা' অভিনীত হয়। ইবসেনের 'ডলস্‌ হাউস' অবলম্বনে নাটকটি লিখিত। তৃতীয় ও চতুর্থ দিবসে যথাক্রমে সলিল সেনের 'মৌচোর' এবং প্রবোধকুমার সান্যালের 'বনহংসী' অভিনীত হয়। লিটল থিয়েটার এই উৎসবে ম্যাকসিম গোর্কির 'লোয়ার ডেপথস্‌' অবলম্বনে 'নীচের মহল' নাটক সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন। শেষদিন ধনঞ্জয় বৈরাগীর 'রূপোলী চাঁদ' অভিনীত হয়। এই নাট্যোৎসবে তেলুগু, পাঞ্জাবী এবং হিন্দী নাটকও মঞ্চস্থ হয়।

দক্ষিণী সম্প্রদায় এই বৎসর নিউ এম্পায়ারে রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প 'ক্ষুধিত পাষাণ'-এর নাট্যরূপ মঞ্চস্থ করেন।

শিশুদের মনোরঞ্জনের জন্য শিশুরঙমহলের বাষিক উৎসবও বিশেষ আকর্ষণীয় হইয়াছিল;

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতানুষ্ঠানের প্রতিও বাঙালীর আগ্রহ ক্রমবর্ধমান। কলিকাতায় 'নিখিলভারত সঙ্গীত সম্মেলন' 'তানসেন সঙ্গীত সম্মেলন' 'সদারঙ্গ সঙ্গীত সমাজ' 'উত্তর কলিকাতা সঙ্গীত সম্মেলন' 'মুরারী স্মৃতিবার্ষিকী সম্মেলন' 'বেলেঘাটা সঙ্গীত সম্মেলন' 'কৃষ্টি পরিষদ' 'কলিকাতা সঙ্গীত সম্মেলন' 'বালিগঞ্জ সঙ্গীত সম্মেলন' প্রভৃতি অনুষ্ঠানে ভারত ও পাকিস্তানের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতবিদ্‌রা তাঁহাদের সঙ্গীত পারদর্শিতার পরিচয় দিয়া রসগ্রাহী বাঙালীদের তৃপ্তি দিয়াছেন। এইবারকার সঙ্গীতানুষ্ঠানে ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলী খাঁ, ওস্তাদ আলী আসার খান, নাজাকত ও সালামৎ আলী খাঁ, পণ্ডিত রবিশঙ্কর, ওস্তাদ বিলায়েৎ হুসেন খান, পণ্ডিত ভীমসেন যোশী, শ্রীমতী হীরাবাঈ বরোদেকার, শ্রীমতী সরস্বতী বাঈ রাণে, শ্রীমতী কেশরী বাঈ, শ্রীমতী গাঙ্গুবাঈ জাঙ্গল, শ্রীনিখিল ব্যানার্জী, শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী, আল্লা রাখে, বিসমিল্লা খান, ভি. জি. যোগ, শ্রীমতী রোশন কুমারী, শ্রীবিনায়ক রাও পট্টবর্ধন, শ্রীমতী সুনন্দা পাটনায়েক প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন।

চারুকলা ও চিত্র প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে এইবার গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রসংগ্রহের প্রদর্শনী একটি উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠান। ইহা ব্যতীত নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় আকাদমী অব ফাইন আর্টস্‌, গভর্ণমেণ্ট আর্ট কলেজ, ইণ্ডিয়ান আর্ট-কলেজ, সরকারী চারু ও কারুকলা প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। এই সময়ে বহু শিল্পীর একক প্রদর্শনীও রসগ্রাহীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ডিসেম্বর মাসে ন্যাশনাল লাইব্রেরীতে প্রাচীন ও সমসাময়িক কালের ভারতীয় পুস্তক ও পাণ্ডুলিপির প্রদর্শনী হয়। এই মাসেই নিখিল ভারত লেখক সম্মেলন উপলক্ষে মহাজাতি সদনে একটি পুস্তক প্রদর্শনী হয়।

গ্রন্থাগার

প্রাচীন ইতিহাসঃ ব্যাবিলনের 'আক্কাদ গ্রন্থাগার' মানব সভ্যতার ইতিহাসে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার সর্বপ্রথম নিদর্শন। উহার গ্রন্থাগারিকের নাম ছিল আমিলম্। অবশ্য পুস্তক বলিতে ছিল পোড়া টালি। উক্ত টালির উপরে লেখা হইত। এইরূপ কয়েকখানি টালি লইয়া একখানা পুস্তক সমাপ্ত হইত। এই গ্রন্থাগার স্থাপনের তারিখ ১৭০০ খৃঃ পূঃ। মিশরীয় সভ্যতার স্বর্ণযুগে এডফার নামক স্থানে গ্রন্থাগারের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। মিশরের পুস্তকগুলি প্যাপিরাস নামক কাগজে লিখিত হইত। ইহার পরে ৩০০ খৃঃ পূঃ কালে ৪ লক্ষ পুঁথি সম্বলিত আলেকজান্দ্রিয়ার বিশাল টালিমিকো গ্রন্থাগারের নাম উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া গ্রীস ও রোমের প্রাচীন সভ্যতার আমলে উক্ত দুই দেশে বহু ছোট বড় গ্রন্থাগারের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ যুগে এ্যারিস্টটলই প্রথম বিজ্ঞানসম্মত ভাবে বিষয় অনুযায়ী গ্রন্থবিভাগের নীতি নির্দিষ্ট করেন।

মধ্যযুগে খৃষ্টানধর্ম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে 'খৃষ্টান মনষ্টারি' বা আশ্রমগুলি গ্রন্থাগারের প্রতীক হইয়া দাঁড়ায়। কারণ সুষ্ঠুভাবে প্রচারের জন্য ধর্মযাজকগণ প্রত্যেক আশ্রম ও গির্জায় পুস্তক রাখার দাবী করিতেন। পঞ্চদশ শতকে মুদ্রণযন্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ায় পুস্তক অপেক্ষাকৃত সহজলভ্য হইযা পড়ে। ইতিমধ্যে রেনেসাঁ ও ধর্মসংস্কারের দিকে মানুষ ঝুঁকিয়া পড়াতে গ্রন্থাগারের দিকে জনসাধারণের মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। এক কথায় পঞ্চদশ শতকেই ইউরোপে ধারাবাহিক গ্রন্থাগার আন্দোলনের সূত্রপাত হইয়াছিল বলা যাইতে পারে।

কিন্তু এই শতকেই মধ্যযুগের গ্রন্থাগারের যে বনিয়াদ ছিল তার মূলে আঘাত আসিল। মধ্যযুগে গ্রন্থাগারগুলির দ্বার রুদ্ধ ছিল জনসাধারণের কাছে। একমাত্র পুরোহিতদের নিকটই সে দ্বার উন্মুক্ত ছিল। কিন্তু আধুনিক যুগ আরম্ভ হইল বিপ্লবের সূচনা লইয়া এবং তাহা পরিণতি লাভ করিল ফরাসী বিপ্লবে। সাধারণ মানুষ অন্যান্য সর্ব সংস্থাতে যেমন, তেমনি গ্রন্থাগারগুলিতেও তাহাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করিল। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আওতায় যেমন বড় বড় গ্রন্থাগার সৃষ্টি হইল, তেমনি ব্যক্তি বিশেষের অর্থে ও চেষ্টায় গড়িয়া উঠিল অনেক ছোট বড় গ্রন্থাগার। ইয়োরোপে পঞ্চদশ শতকে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি দেখা দিলেও আধুনিক পর্বেই ইহাদের গ্রন্থাগার বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিতে থাকে। বড় বড় গ্রন্থাগারগুলির প্রতিষ্ঠা তারিখ এইরূপ ঃ—

বৃটিশ মিউজিয়াম—	১৭৫৩ খৃঃ অঃ
বিবলিওথেক ন্যাশনাল, প্যারি—	১৭৮৯ „ „
বার্লিন ষ্টেট লাইব্রেরী—	১৬৬১ „ „
লেনিনগ্রাদ লাইব্রেরী—	১৭৯৫ „ „
লাইব্রেরী অব কংগ্রেস, আমেরিকা	১৮০০ „ „

আধুনিক যুগে বিদ্যা ও জ্ঞানের পরিসর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগারের সংখ্যা ও আয়তন বাড়িলেও, উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের পূর্বে কোনও সঙ্ঘবদ্ধ গ্রন্থাগার আন্দোলন দেখা দেয় নাই। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেই যেমন একদিকে গ্রন্থাগারের নিয়ম, কানুন ও পরিচালনাকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা দেখা দিল, তেমনি দেশে দেশে গড়িয়া উঠিল গ্রন্থাগার-সঙ্ঘ বা সমিতি। ইহাদের মধ্যে নিম্নোক্ত তিনটি সমিতিই প্রধান ঃ—

	প্রতিষ্ঠা তারিখ
ব্রিটিশ লাইব্রেরী এসোসিয়েশন (B.L.A.)	১৮৭৭ খৃঃ অঃ
আমেরিকান লাইব্রেরী এসোসিয়েশন (A.L.A.)	১৮৭৬ „ „
ফরাসী লাইব্রেরী এসোসিয়েশন (A. B. F.)	১৯০৬ „ „

দেশে দেশে ভিন্ন ভিন্ন সমিতি গড়িল বটে, কিন্তু কোন বিজ্ঞানকে যেমন সীমার মধ্যে বাঁধিয়া রাখা দুরূহ, তেমনি গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের পক্ষে দেশের সীমা ছাড়াইয়া আন্তর্জাতিক রূপ লইবার আবশ্যক হইয়া পড়িল। এই দিকে প্রথম সার্থক প্রচেষ্টা হইল ১৯০৭ সালে। গ্রন্থাগার বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠতম স্রষ্টা মেলভিন ডিউই-এর নেতৃত্বে বৃটেন ও আমেরিকার গ্রন্থাগার সমিতি এই বৎসর একত্রে ও একমত হইয়া গ্রন্থাগার সংগঠিত করিবার নিয়ম কানুন লিপিবদ্ধ করিল। মোটামুটিভাবে ইহাকেই কেন্দ্র করিয়া অদ্যাবধি বিভিন্ন দেশে গ্রন্থাগার সংগঠিত হইতেছে।

প্রাচীন ভারতে গ্রন্থাগার ঃ ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাসে গ্রন্থাগার সম্পর্কে আজও কোনও গবেষণা কার্য হয় নাই। ফলে যাহা কিছু বলা হউক না কেন, তাহা অনুমান মাত্র। সিন্ধু সভ্যতার যুগে অনেক কিছু সম্পর্কে আলোকপাত হইলেও গ্রন্থাগারের কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই। তবে সমসাময়িক ব্যাবিলন সভ্যতার মত পোড়া টালিতে লেখা পাওয়া গিয়াছে।

অবশ্য সে লেখার পাঠোদ্ধার আজও হয় নাই। হইতে পারে, এখানেও পোড়া টালির পুস্তক ছিল এবং তাহা আগারেও রক্ষিত হইত।

ইহার পর ভারতবর্ষের ইতিহাসে আমরা পরপর অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিদর্শন বা উল্লেখ পাই। যেমন—তক্ষশীলা (খৃঃ পূঃ সপ্তম শতক), নালন্দা (খৃঃ অঃ পঞ্চম শতক), বলভি (খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতক), বিক্রমশীলা (খৃঃ অঃ অষ্টম শতক)। এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির শিক্ষা দিবার বহর দেখিলে ইহা অনুমান করা খুবই স্বাভাবিক যে, এই সব কেন্দ্রে বড় বড় গ্রন্থাগার ছিল। ইহার পুস্তকগুলি ছিল ভূর্জপত্রে লিখিত পুঁথি।

বুদ্ধের জীবিতকালে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য বিহারগুলির মধ্যে জেতবন বিহারের কথা পঞ্চম শতকে চীন পরিব্রাজক ফা-হিয়ান উল্লেখ করেন। তাঁহার বিবরণে এখানে সুন্দর গ্রন্থাগারের উল্লেখ পাওয়া যায়। পরবর্তী যুগে নালন্দাব গ্রন্থাগাব সম্পর্কে স্পষ্ট ও বিশিষ্ট উল্লেখ আছে। তিব্বতী গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে এখানে গ্রন্থাগারের তিনটি বড় বড় গৃহ নির্মিত হইয়াছিল। গ্রন্থাগারের নাম ছিল ধর্মগঞ্জ। আর ইহার তিনটি গৃহের নাম ছিল—'রত্নোদধি', 'রত্নসাগর' এবং 'রত্নরঞ্জক'। প্রত্যেকটি গৃহই ছিল নাকি নয়তলা। রত্নোদধিতে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ, প্রজ্ঞা-পারমিতা সূত্র, সমাজ-গুহ্য প্রভৃতি পুস্তক রাখা হইত। রত্নসাগরে ও রত্নরঞ্জকে থাকিত ধর্মগ্রন্থ ছাড়া অন্যান্য বিদ্যাব গ্রন্থ ও টীকা। এত গ্রন্থ এবং তাহা পডিবার জন্য যেখানে দশ হাজার ছাত্র বাস করিত, সেখানে নিশ্চয় নিপুণ গ্রন্থাগার নিষম, কানুন ও পদ্ধতি গড়িয়া উঠিয়াছিল।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে আর এক বিরাট গ্রন্থাগারের উল্লেখ পাই। বৌদ্ধ ধর্ম প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ইয়োরোপের ইতিহাসের মত আমাদের দেশেও বৌদ্ধবিহারগুলি গ্রন্থাগার কেন্দ্র হইয়া উঠে। মিনহাজ-ই-সিরাজের বিবরণে জানিতে পারা যায় যে, অধুনা বিহার প্রদেশে ওদন্তপুব মহা বিহারে ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে এক বিশাল পুস্তক ভাণ্ডার ছিল।

মুসলমান আমলে নবাব বাদশাহদের পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন গ্রন্থাগার গড়িয়া উঠিতে থাকে। উহাদের মধ্যে দিল্লীর 'বাদশাহী গ্রন্থাগার' সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। সম্রাট আকবরের যে নিজস্ব গ্রন্থাগার ছিল তাহাতে প্রায ২০,০০০ পুস্তক ছিল। দ্বাদশ শতকে কাগজের ব্যবহার চালু হওয়ায় মুসলমান যুগে গ্রন্থাগার গঠনে বিশেষ সুবিধা হইয়াছিল।

ইংরাজ রাজত্বের সূচনায় ইংরাজ পণ্ডিতগণের উৎসাহে ও উদ্যোগে দেশে যেমন শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চার সূত্রপাত হয়, তেমনি উহার সহযোগী হিসাবে গ্রন্থাগারও দেখা দেয়। একটি বিশেষ ঘটনা এই সম্পর্কে প্রেরণা যোগায়;

এ সময়ে ভারতে সর্বপ্রথম মুদ্রণযন্ত্র আসে। ১৭৬৪ খৃষ্টাব্দে হায়দরাবাদের নিজামকে উপহার দিবার জন্য ভারতে মুদ্রণযন্ত্র আনা হয়। মাদ্রাজে ১৭৭২ খৃঃ প্রথম মুদ্রণকার্য আরম্ভ হয়। বাংলাদেশে প্রথম ছাপার কাজ হয় ১৭৭৮-৭৯ খৃষ্টাব্দে।

রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটিঃ কলিকাতায় রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি ও তাহার গ্রন্থাগারের সূচনা হয় ১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে। এই গ্রন্থাগারকে বোধহয় বর্তমান যুগের প্রথম গ্রন্থাগার হিসাবে বলা যাইতে পারে। ইহার পর শ্রীরামপুরে খৃষ্টীয় মিশনারীদের উদ্যোগে উনবিংশ শতকের প্রথমেই যেমন সংগঠিত ছাপাখানা তৈয়ারী হইল, তেমনি সেখানে মূল্যবান গ্রন্থাগারের সূচনাও হইল। ইহা ছাড়া এই যুগে আরও দুইটি গ্রন্থাগারের নাম উল্লেখযোগ্য।

গোলকুণ্ডার কুতব সাহের গ্রন্থাগার এবং পাটনার খুদাবক্স গ্রন্থাগার। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে মহম্মদ বক্স তাঁহার পুত্র খুদাবক্সকে ৩০০ শত পুঁথি দিয়া যান। উপযুক্ত পুত্র এই সংগ্রহকে ১৪০০ পুঁথিতে পরিণত করেন। তিনি দেশ বিদেশ হইতে নানা উপায়ে এই পুস্তক সংগ্রহ করেন। এই গ্রন্থ সংগ্রহ এত মূল্যবান ছিল যে, একসময়ে ব্রিটিশ মিউজিয়াম বহু টাকা দিয়া উহা কিনিতে চায়। খুদাবক্স তাহা হেলাভরে প্রত্যাখ্যান করেন।

আধুনিক যুগঃ বাংলা দেশ যেমন প্রথম ইংরাজের অধীন হইয়াছিল তেমনি এই প্রদেশেই প্রথম নব জাগরণ দেখা দেয়। এই জাগরণ সাহিত্যে, কৃষ্টিতে এবং রাজনীতিতেও। নব জাগরণের যজ্ঞে গ্রন্থাগার এবং গ্রন্থাগার আন্দোলনও তার স্বাভাবিক স্থান অধিকার করে। ১৮৩৫ সালের ২০শে ও ৩১শে আগষ্ট কলিকাতা টাউন হলে দুইটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই জনসভায় একটি সাধারণ গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করিবার দাবী উঠে ও প্রস্তাব গৃহীত হয়। বলা যায় ইহারই ফলে ১৮৩৬ সালের ৯ই মার্চ ১৩, এসপ্লানেড রোতে "কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী" প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৪১ সালে এই গ্রন্থাগার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে ও তিন বছর পরে মেটকাফ হলে স্থানান্তরিত হয়। সমসাময়িক কালে বোম্বাই ও মাদ্রাজেও 'পাবলিক লাইব্রেরী' প্রতিষ্ঠিত হয়।

উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় ভাগে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার বা আন্দোলনের বিশেষ কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার কারণ বোধ হয়, এই সময় শিক্ষাবিদ্ ও বিদ্যোৎসাহীরা বাংলা দেশে এবং অন্যত্রও শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠার কাজে উঠিয়া পড়িয়া লাগেন এবং শিক্ষায়তনগুলিতেই গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হইতে থাকে। স্কটিশ চার্চ কলেজ ১৮৩০, বেথুন কলেজ ১৮৪৯, প্রেসিডেন্সী

কলেজ ১৮৫৫, কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই ইউনিভার্সিটি ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়।

উনবিংশ শতকের চতুর্থভাগে সর্বক্ষেত্রে জনসাধারণের মধ্যে নূতন চেতনা দেখা দেয়। ইহা সংগঠনের চেতনা—রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও যেমন, তেমনি গ্রন্থাগার বিষয়েও। জনসাধারণের প্রচেষ্টায় বাংলাদেশে শিক্ষার কেন্দ্র কলিকাতায় মূল্যবান গ্রন্থাগার গড়িয়া ওঠে, এবং ইহা ঘটে সরকারী সাহায্য ব্যতিরেকেই। তালতলা পাবলিক লাইব্রেরী ১৮৮২, চৈতন্য লাইব্রেরী ১৮৮৯, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ ১৮৯৪, রামমোহন লাইব্রেরী ১৯০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমেই বাংলা দেশে গ্রন্থাগার সম্পর্কে এক অভিনব জাগরণ আসে। গ্রন্থাগার শুধুমাত্র বিদ্যা চর্চা ও জ্ঞান চর্চার জন্যই আবশ্যক নহে, জাতীয় জাগরণের কাজে, দেশের জনসাধারণকে রাজনীতিতে দীক্ষিত করিবার কাজে গ্রন্থাগার একান্ত আবশ্যক। কিন্তু এই সময়ে জাতীয় জাগরণ মানে সরকার বিরোধী আন্দোলন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় হইতে বাংলার যুবশক্তি এই জাগরণ আনিতে চাহিল গোপন পথে,—সন্ত্রাসবাদের পথে। তাহাদের পন্থা হইল, দূর দূর গ্রামে শহরে ছোট ছোট গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহারই মাধ্যমে বাংলার যুবশক্তিকে জাগ্রত ও সংহত করিয়া তোলা। এক একটি কেন্দ্রে গ্রন্থ হয়ত বেশী ছিল না, গ্রন্থাগার নাম দেওয়াও হয়ত অতিরিক্ত হইবে। তবুও ২০।৫০ খানা বাছাই পুস্তকের ভাণ্ড বা আলমারি গ্রন্থাগার সম্পর্কে নূতন চেতনার প্রতীক হইয়া দেখা দিয়াছিল বাংলার সর্বত্র। আরও কিছুকাল পরে অনুরূপ ভাবেই চীনদেশেও গণজাগরণের কাজে গ্রন্থাগারের ভূমিকা স্বীকৃত হয়েছিল। চীনের রাজনৈতিক কর্মীদের পিঠে পিঠে তখন ছোট ছোট গ্রন্থাগার ঘুরিত দূর-দুরান্তের গ্রামে ও পাহাড়-পল্লীতে। ভারতেব অগ্রগতির পথে বাংলাদেশ গণ-শিক্ষা ও গণ-জাগরণে গ্রন্থাগাব-চেতনার অগ্রদূত বলিয়া গর্ববোধ করিতে পারে।

গ্রন্থাগার সম্পর্কে এই গণ-চেতনার অন্তর্ভুক্ত না হইলেও, বরোদার মহারাজার বদান্যতা ও বিদ্যোৎসাহরূপে এই পর্বে একটি কার্য গ্রন্থাগার আন্দোলনে সমুজ্জ্বল থাকিবে। মহারাজা সায়জী রাও গাইকোয়াড় ১৯১০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার রাজ্যে সংগঠিতভাবে শিক্ষাপ্রসারের অঙ্গ হিসাবে অসংখ্য ছোটবড় গ্রন্থাগার সৃষ্টির পরিকল্পনা নেন ও কার্যকরী করেন।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম চতুর্থকের মধ্যে গ্রন্থাগার সম্পর্কে চেতনা দেখা দিলেও, দ্বিতীয় চতুর্থকের পূর্বে গ্রন্থাগারের স্বকীয় আন্দোলন স্পষ্টরূপে দেখা দেয় নাই। একে একে এই সময়ে ভারতের বিভিন্ন অংশে গ্রন্থাগার সমিতি বা

সঙ্ঘ দেখা দিতে লাগিল। অন্ধ্রদেশ গ্রন্থাগার সমিতি ১৯১৪ সালে, মাদ্রাজে ডঃ রঙ্গনাথনের নেতৃত্বে মাদ্রাজ গ্রন্থাগার সমিতি ১৯২৪ সালে, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ১৯২৫ সালে এবং কর্ণাটক গ্রন্থাগার সমিতি ১৯২৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যান্য আরও কতকগুলি প্রদেশে সমসাময়িক কালে গ্রন্থাগার সমিতি দেখা দেয়। ১৯২৪ সালে বেলগাঁও কংগ্রেসের অধিবেশন-কালে নিখিল ভারত গ্রন্থাগার সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন। ভারতীয় গ্রন্থাগার সমিতি (I. L. A.) প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৩৩ সালে।

নব পর্যায়ঃ স্বাধীনতা লাভের পরে ভারতে গ্রন্থাগার আন্দোলন এক নূতন উদ্দীপনা লাভ করে। প্রদেশে প্রদেশে গ্রন্থাগার আইন পাস হইতে লাগিল। এই সম্পর্কে ডঃ রঙ্গনাথনের প্রচেষ্টায় মাদ্রাজই অগ্রণী। ১৯৪৮ সালে মাদ্রাজ পাবলিক লাইব্রেরী এ্যাক্ট পাস হইল। অনুরূপ আইন অন্ধ্রে ১৯৫৩ সালে এবং হায়দরাবাদে ১৯৫৪ সালে চালু হয়।

ভারতসরকারও এই সম্পর্কে নিষ্ক্রীয় হইয়া থাকেন নাই। ১৯৫১ সালের ২২শে মে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ইউনেস্কোর সঙ্গে ভারতসরকার 'দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরী' প্রতিষ্ঠা ও কার্যকরী করার জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। গত ৬ বৎসরের কার্যের ফলে দিল্লী পাবলিক লাইব্রেরী একটি আদর্শ গ্রন্থাগারে পরিণত হইয়াছে। ইহার পর আসিল পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনায় গ্রন্থাগার প্রসারের কার্যসূচী উপযুক্ত স্থানলাভ করিয়াছে বলিয়া বলা যাইতে পারে।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাঃ সরকারী ভাষায় গোটা দেশকে গ্রন্থাগার-জাল দিয়া ছাইয়া ফেলাই পরিকল্পনার লক্ষ্য। এই মূল লক্ষ্য সামনে রাখিয়া ১৯৫২ সালে চারিটি কার্যসূচী গ্রহণ করা হয় এবং ১৯৫৩-৫৪ সালে ইহার কার্য আরম্ভ হয়। এখানে উহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা হইতেছে ঃ—

(ক) পরীক্ষামূলকভাবে প্রতি রাজ্যে এক একটি অঞ্চল বাছিয়া লওয়া হইবে এবং এইরূপ প্রতি অঞ্চলে একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার (Head Quarter Library) থাকিবে। ইহার অন্যতম দায়িত্ব হইবে, অধীনস্থ গোটা অঞ্চলে বিস্তৃত ছোট ছোট গ্রন্থাগারগুলিকে (unit library) আবশ্যকীয় পুস্তক সরবরাহ করা। এই ইউনিট গ্রন্থাগারগুলি এক একটি গ্রাম অথবা কয়েকটি গ্রামের সমষ্টির জন্য প্রতিষ্ঠিত হইবে। পুস্তক সরবরাহ করার জন্য মোটর ভ্যান বা কয়েকটি সাইকেল দেওয়া হইবে। উহা ঘুরিয়া ঘুরিয়া নূতন নূতন বই দিয়া আসিবে এবং ফিরতি পথে পুরানো বইগুলি লইয়া আসিবে।

(খ) রাজ্য সরকারের সহায়তায় প্রতি রাজ্যে একটি কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং প্রতি জেলায় একটি জেলা গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হইবে।

(গ) প্রতি রাজ্যে গ্রন্থাগারিক শিক্ষণ-ব্যবস্থা চালু করিতে সাহায্য করা হইবে।

(ঘ) দিল্লীতে জাতীয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা এবং ইহার সঙ্গে ন্যাশনাল বিবলিওগ্রাফিক ইউনিট তৈরী করা।

এই পরিকল্পনার জন্য মোট ৮৮,৯১,৪৯৯৲ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছিল।

ফলাফল ঃ (ক) বিভিন্ন রাজ্যগুলিতে মোট ২৯টি অঞ্চলে হেড কোয়ার্টার গ্রন্থাগার ও ইউনিট গ্রন্থাগার পরীক্ষামূলকভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে বাণীপুরে এইরূপ একটি আঞ্চলিক গ্রন্থাগার-সমষ্টি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

(খ) মোট নয়টি রাজ্যে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার জন্য টাকা দেওয়া হইয়াছে এবং এই রাজ্যগুলি পরিকল্পনা লইয়া কাজে অগ্রসর হইয়াছে। এই রাজ্যগুলি হইল—আসাম, পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, পেপসু, রাজস্থান, সৌরাষ্ট্র, ভূপাল এবং বিন্ধ্যপ্রদেশ। ভারতবর্ষের মোট ৩২০টি জেলার মধ্যে ১০০টি জেলায় জেলা-গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে অথবা প্রতিষ্ঠার পূর্ণ ব্যবস্থা হইয়াছে।

(গ) মাত্র কয়েকটি রাজ্য এ যাবৎ গ্রন্থাগার শিক্ষণ কাজে কিছু সাহায্য পাইয়াছে।

(ঘ) নূতন দিল্লীতে জনপথ ও রাজপথের সংযোগস্থলে জাতীয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার কাজ আরম্ভ হইয়াছে।

ন্যাশনাল বিবলিওগ্রাফিক ইউনিট কলিকাতাস্থ জাতীয় গ্রন্থাগারে আপাততঃ সৃষ্টি করা হইয়াছে। দিল্লীর জাতীয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার চালু হইলে এই ইউনিট তখন সেখানে স্থানান্তরিত করিবার পরিকল্পনা আছে।

২য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ঃ ২য় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমলে দিল্লীর জাতীয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার কাজ পূর্ণ করা হইবে। প্রত্যেক রাজ্যের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বাকি ২২০টি জেলা গ্রন্থাগার এবং গ্রাম্য গ্রন্থাগার-গুলির প্রতিষ্ঠার কাজও সমাপ্ত করা হইবে। ইহা ছাড়া, শিশু গ্রন্থাগার গত কয়েক বছরে মাত্র ১৭টি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই শিশু গ্রন্থাগার ব্যাপকভাবে ও বিস্তৃতভাবে গঠন করা হইবে বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে।

উপরোক্ত কাজের জন্য ২য় পরিকল্পনায় মোট ১,৪০,০০,০০০৲ এক কোটি চল্লিশ লক্ষ টাকা বরাদ্দ হইয়াছে। এই টাকার অর্ধেকের বেশী দিবেন কেন্দ্রীয় সরকার। বাকি টাকা দিতে হইবে রাজ্য সরকারগুলিকে।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা : ভারতবর্ষে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা প্রথম আরম্ভ হয় বরোদা রাজ্যে। ১৯১০ সালে যখন মহারাজা সায়জী রাও গাইকোয়াড় রাজ্যে গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠার কাজে হাত দেন তখন তিনি এই কাজে সাহায্যের জন্য মার্কিণ দেশের একজন নামকরা গ্রন্থাগারিক Mr. W. A. Borden-এর সাহায্য নেন। মিঃ বোর্ডেন এদেশে আসিয়া প্রথম গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ করেন। ইহার পর পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় এই শিক্ষা দিতে শুরু করে। দেশবিদেশখ্যাত গ্রন্থাগারিক ডঃ এস্. আর. রঙ্গনাথনের নেতৃত্বে মাদ্রাজ গ্রন্থাগারিক পরিষদ কর্তৃক ১৯২৯ সালে গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলা দেশে কুমার মুনীন্দ্র দেবরায় মহাশয়ের নেতৃত্বে ও উদ্যোগে বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ কর্তৃক প্রথম গ্রন্থাগারিক বিজ্ঞান শিক্ষণ স্কুল আরব্ধ হয় ১৯৩৭ সালে।

গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষা মোট তিনটি স্তরে ভাগ করা যায়—সার্টিফিকেট কোর্স, ডিপ্লোমা কোর্স এবং ডিগ্রী কোর্স। সাধারণত বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ডিপ্লোমা কোর্স পড়ান হয় এবং গ্রন্থাগার সমিতিগুলিতে সার্টিফিকেট কোর্স পড়ান হয়। একমাত্র দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে M. A. ও D. Phil-এর ব্যবস্থা হইয়াছে। কোন্ বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন্ সাল হইতে এই শিক্ষা আরম্ভ হইয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল :

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়	—১৯৩৮	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়	—১৯৪৫
অন্ধ্র "	—১৯৩৫	দিল্লী "	—১৯৪৭
বেনারস হিন্দু "	—১৯৪১	আলিগড় মুসলিম "	—১৯৫১
বোম্বাই "	—১৯৪৩		

ইহা ছাড়া নিম্নোক্ত সমিতিগুলির মধ্যে একটিতে ডিপ্লোমা ছাড়া সকল ক্ষেত্রেই সার্টিফিকেট কোর্স পড়ান হয় :—

দিল্লী গ্রন্থাগার সমিতি, অন্ধ্রদেশ গ্রন্থাগার সমিতি, মহারাষ্ট্র গ্রন্থালয় সঙ্ঘ, গুজরাট গ্রন্থাগার পরিষদ, বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ, কর্ণাটক গ্রন্থাগার সমিতি, বিহার গ্রন্থাগার সমিতি এবং হাওড়া জিলা গ্রন্থাগার সমিতি।

জাতীয় গ্রন্থাগার (প্রাক্তন ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী) : সরকারের বিভিন্ন বিভাগের গ্রন্থাগারগুলি একত্রিত করিয়া ১৮৯১ সালে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী প্রথম গঠিত হয়। পরে লর্ড কার্জনের আমলে ১৮৩৬ সালে প্রতিষ্ঠিত কলিকাতা পাবলিক লাইব্রেরী ও উক্ত ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী ১৯০২ সালে একত্রিত হয় এবং 'ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী' নামই রাখা হয়। ১৯০২

হইতে ১৯২৩ সাল অবধি ইহা মেটকাফ্ হলেই ছিল। কিন্তু আয়তন বৃদ্ধির ফলে ১৯২৩ সালে ৬, এসপ্লানেড ইষ্ট ভবনে স্থানান্তরিত হয়।

ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবার পর ১৯৫৩ সালে ইহার নাম 'জাতীয় গ্রন্থাগার' (National Library) রাখা হয় এবং আলিপুরে পূর্বতন বড়লাট ভবন 'বেলভেডিয়ারে' স্থানান্তরিত হয়। ১৯৩৮ সালে ইহার পুস্তকসংখ্যা ছিল, ৩,৪০,০০০। বর্তমানে আনুমানিক ১০ লক্ষ পুস্তক আছে। দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনায় ভারত সরকার জাতীয় গ্রন্থাগারের উন্নতির জন্য ৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন।

বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ ঃ ১৯২৫ সালে ২০শে ডিসেম্বর এলবার্ট হলে গ্রন্থাগার উৎসাহীদের এক সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে প্রথম নিখিল বঙ্গ গ্রন্থাগার পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়; ইহার সভাপতি পদে বৃত হন রবীন্দ্রনাথ।

১৯৩৩ সালে ইহার নাম পরিবর্তন করিয়া গ্রন্থাগার পরিষদ রাখা হয় এবং কুমার মুনীন্দ্র দেবরায় ইহার সভাপতি হন। ১৯৩৫ সালে ইহার বর্তমান সংগঠন প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই পরিষদের কাজ হইতেছে (ক) গ্রন্থাগার শিক্ষণ স্কুল চালান। এই সব স্কুলে সার্টিফিকেট কোর্স পড়ান হয়। এই স্কুল একটি গ্রীষ্মাবকাশ কালে এবং আরেকটি সপ্তাহান্তিক রূপে চলে। ইহা ছাড়া গ্রামাঞ্চলে মাঝে মাঝে শিক্ষণ শিবির খোলা হয়। (খ) 'গ্রন্থাগার' নামে একটি পত্রিকা বাহির করা। এই পত্রিকা প্রথমে ত্রৈমাসিক ছিল এবং বাংলা ১৩৬৩ সাল হইতে মাসিক পত্রিকারূপে বাহির হইতেছে। (গ) ইহা ছাড়া প্রদর্শনী, সম্মেলন ও গ্রন্থাগার দিবস পালন প্রভৃতির মাধ্যমে বংলা দেশে গ্রন্থাগার সম্পর্কে চেতনা জাগ্রত করা।
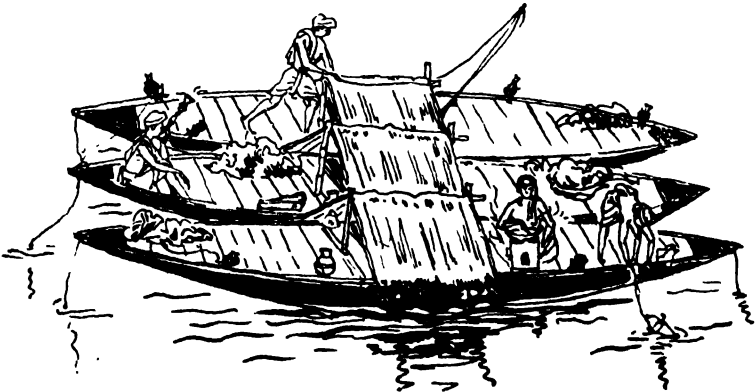
ভৌগোলিক বিবরণ

মহাদেশসমূহ

মহাদেশ	আয়তন (বর্গমাইল)	জনসংখ্যা
এশিয়া	১,৬৯,৯০,০০০	১২৩,৭৩,২০,০০০
আফ্রিকা	১,১৫,০০,০০০	১৬,৩১,৬৩,০০০
ইউরোপ	৩৮,৭২,০০০	৫২,৪১,৭৫,০০০
উত্তর আমেরিকা	৮৫,০০,০০০	১৯,৮৫,৪২,০০০
দক্ষিণ আমেরিকা	৬৮,১৪,৫৫১	৯,৭২,২৯,০০০
অষ্ট্রেলিয়া	২৯,৭৫,০০০	৭৪,৪৬,০০০
ওশেনিয়া	৩,২৮,০০০	৩৮,৪১,০০০

মহাসাগর ও সাগরসমূহ

মহাসাগর	গভীরতা	আয়তন
১। অতলান্তিক মহাসাগর	৩০,২৪৬ ফুট	৩,১৮,৩০,০০০ বর্গমাইল
২। প্রশান্ত মহাসাগর	৩৫,৪০০ ,,	৬,৩৮,০১,০০০ ,,
৩। ভারত মহাসাগর	২২,৯৬৮ ,,	২,৮৩,৫৬,০০০ ,,
৪। আর্কটিক মহাসাগর	১৭,৮৫০ ,,	৫৪,৪০,০০০ ,,
৫। আণ্টার্কটিক মহাসাগর	১৮,৮৫০ ,,	৫৭,০০,০০০ ,,
৬। ক্যারিবিয়ান সাগর	২৩,৭৪৮ ,,	৭,৫০,০০০ ,,
৭। ভূমধ্য সাগর	১৪,৪৫০ ,,	১১,৪৫,০০০ ,,
৮। বেরিং সাগর	১৩,৪২২ ,,	৮,৭৬,০০০ ,,
৯। ওখটস্ক্ সাগর	১০,৫৫৪ ,,	৫,৯০,০০০ ,,
১০। পূর্বচীন সাগর	১০,৫০০ ,,	৪,৮২,০০০ ,,
১১। হাড্সন উপসাগর	১,৫০০ ,,	৪,৭৫,০০০ ,,
১২। জাপান সাগর	১০,২০০ ,,	৩,৮৯,০০০ ,,
১৩। উত্তর সাগর	১,৯৯৮ ,,	২,২২,০০০ ,,
১৪। লোহিত সাগর	৭,২৫৪ ,,	১,৬৯,০০০ ,,
১৫। কৃষ্ণ সাগর	৭,২০০ ,,	১,৬৫,০০০ ,,
১৬। বাল্টিক সাগর	১,২০০ ,,	১,৬৩,০০০ ,,

প্রধান নদীসমূহ

নাম	দৈর্ঘ্য
১। মিসিসিপি-মিসৌরী (মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র)	৪২৪০ মাইল
২। নীল (আফ্রিকা)	৪১৯৪ ,,
৩। এমাজন (দঃ আমেরিকা)	৪০০০ ,,
৪। ইয়াংসী (চীন)	৩১০০ ,,
৫। আমুর (এশিয়া)	২৯০৭ ,,
৬। কঙ্গো (আফ্রিকা)	২৯০০ মাইল
৭। লেনা (সাইবেরিয়া)	২৮৬০ ,,
৮। ভলগা (রাশিয়া)	২৩০০ ,,
৯। সিন্ধু (ভারত)	১৭০০ ,,
১০। ব্রহ্মপুত্র (ভারত)	১৬৮০ ,,
১১। গঙ্গা (ভারত)	১৫৪০ ,,

প্রধান নাব্য খালসমূহ

নাম	দৈর্ঘ্য	গভীরতা
১। সুয়েজ (মিশর)	১০৪.৫ মাইল	৩৯.৫ ফিট
২। কীল (জার্মানী)	৬১ ,,	৪৫ ,,
৩। হাস্টন (মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র)	৫৭ ,,	৩৪ ,,
৪। পানামা ঐ	৫০.৭২ ,,	৪৫ ,,
৫। ম্যাঞ্চেস্টার (ইংল্যাণ্ড)	৩৫.৫ ,,	২৬ ,,

প্রধান পর্বতশৃঙ্গসমূহ

নাম	উচ্চতা
১। এভারেষ্ট (তিব্বত)	২৯০০২ ফিট
২। গডুইন অষ্টিন (পাকিস্তান)	২৮২৫০ ,,
৩। কাঞ্চনজঙ্ঘা (ভারত)	২৮১৪৬ ,,
৪। মাকালু (নেপাল)	২৭৭৯০ ফিট
৫। ধবলগিরি (নেপাল)	২৬৭৯৫ ,,
৬। নাঙ্গা পর্বত (ভারত)	২৬৬২০ ,,
৭। নন্দাদেবী (ভারত)	২৫৬৪৫ ,,

প্রধান দ্বীপসমূহ

নাম	আয়তন (বর্গমাইল)
১। গ্রীণল্যাণ্ড	৭৩৬৫১৮
২। নিউগিনী	৩১০০০০
৩। বোর্ণিও	৩০৬৯০৬
৪। ম্যাডাগাস্কার	২৪১০৯৪
৫। ফিলিপাইন	১১৪৪০০
৬। সুমাত্রা	১৬৪১৪৮
৭। যাভা	৪৮০০০
৮। সিংহল	২৫৩৩২

বিশ্ব-পরিচয়

অষ্ট্রিয়া ঃ চ্যান্সেলার—ডঃ জুলিয়াস রব (রক্ষণশীল)

রাজধানী ঃ ভিয়েনা ; আয়তন ঃ ৩২,৩৬৯ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা ঃ ৬৯,৭৪,০০০ (১৯৫৫) ; ভাষা ঃ জার্মান ; ধর্ম ঃ রোমান ক্যাথলিক ; মুদ্রা ঃ স্কিলিং। গত বিশ্বযুদ্ধের সময় মিত্রশক্তিবর্গ অষ্ট্রিয়া দখল করে। ১৯৫৫ সালে তাহারা দখলকার সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার করিয়া লয় ও অষ্ট্রিয়া পুনরায় স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে।

অষ্ট্রেলিয়া ঃ গভর্ণর জেনারেল—স্যার উইলিয়াম স্লীস ও প্রধানমন্ত্রী—রবার্ট জি. মেঞ্জিস। রাজধানী ঃ ক্যানবেরা ; আয়তন ঃ ২৯,৭৪,৫৮১ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা ঃ ৯৪,০০,০০০ (১৯৫৬) ; ভাষা ঃ ইংরাজী ; মুদ্রা ঃ পাউণ্ড। ব্রিটিশ কমনওয়েলথ্-এর অধীনে অন্যতম ডোমিনিয়ন স্টেটাস পর্যায়ের রাষ্ট্র।

আফগানিস্তান ঃ রাজা—মহম্মদ জহির শাহ্।

রাজধানী ঃ কাবুল ; আয়তন ঃ ২,৫০,০০০ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা ঃ ১,২০,০০,০০০ (১৯৪৯) ; ভাষা ঃ পুস্তু ও পারসী ; ধর্ম ঃ ইসলাম ; মুদ্রা ঃ আফগানী। নিয়মানুগ রাজতন্ত্রী রাষ্ট্র। বালকবালিকাদের শিক্ষা বাধ্যতামূলক।

আয়ার্ল্যাণ্ড ঃ প্রেসিডেণ্ট—সিয়ন ও. কেলী এবং প্রধানমন্ত্রী—ঈমন ডি. ভ্যালেরা।

রাজধানী ঃ ডাব্লিন ; আয়তন ঃ ২৭,১৩৭ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা ঃ ২৯,০৯,০০০ (১৯৫৫) ; ভাষা ঃ আইরিশ ; প্রধান ধর্ম ঃ রোমান ক্যাথলিক ; মুদ্রা ঃ আইরিশ পাউণ্ড। আয়ার্ল্যাণ্ড ১৯৪৯ সালে গ্রেটব্রিটেন-এর সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া স্বাধীন গণতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে।

আর্জেণ্টিনা ঃ [প্রেসিডেণ্ট—পেড্রো ই. এরামবুরো]

রাজধানী ঃ বুয়েনস এয়ার্স ; আয়তন ঃ ১০,৭৮,৭৬৯ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা ঃ ১,৯১,০৮,০০০ (১৯৫৫) ; ধর্ম ঃ রোমান ক্যাথলিক ; মুদ্রা ঃ পেসো। দক্ষিণ আমেরিকার অন্যতম রাষ্ট্র ; ফেডারেল রিপাবলিক।

আলবেনিয়া ঃ প্রেসিডেণ্ট—মেজর জেনারেল এইচ. লেচি।

রাজধানী ঃ তিরানা ; আয়তন ঃ ১০,৬২৯ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা ঃ ১৩,৯৪,৩১০ (১৯৫৫) ; প্রধান ধর্ম ঃ ইসলাম ; মুদ্রা ঃ লেক্। দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের অন্যতম ক্ষুদ্র রাষ্ট্র।

আরব রাষ্ট্রগোষ্ঠী ঃ পূর্বে একই শাসনব্যবস্থার অধীনে আরব একটি অখণ্ড রাষ্ট্র ছিল। কিন্তু বর্তমানে আরব অঞ্চল এই কয়টি স্বতন্ত্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে ঃ এডেন, বাহ্‌রিণ-দ্বীপপুঞ্জ, কুবায়েৎ, মস্কট ও ওমান, কুয়াতার, সৌদী আরব এবং ইয়েমেন। মোট আয়তন ১৩,৫০,০০০ বর্গমাইল এবং লোক-সংখ্যা প্রায় এক কোটি। অধিবাসীদের প্রায় সকলেই মুসলমান।

আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ঃ প্রেসিডেণ্ট ঃ ডিউইট্ আইসেনহাওয়ার (রিপাবলি-কান)। আয়তন ঃ ৩৭,৩৫,২২৩ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা ঃ ১,৭৭,৯০,০০০ রাজধানী ঃ ওয়াশিংটন ; (জানুয়ারী, ১৯৫৮)। ভাষা ঃ ইংরাজী ; মুদ্রা ঃ ডলার ; কলম্বাস কর্তৃক আবিষ্কৃত হইবার পর ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশ হইতে বহু লোক আসিয়া এখানে উপনিবেশ স্থাপন করিতে থাকে এবং ইহা বৃটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে আমেরিকা স্বাধীনতা ঘোষণা করে এবং স্বাধীন প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হয়। ৪৮টি রাজ্য লইয়া আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র গঠিত। জাতীয় পতাকায় এই রাষ্ট্রগুলির প্রতীক হিসাবে সেইজন্য ৪৮টি তারকা থাকে। আমেরিকার এই রাষ্ট্রগুলির নাম ঃ ১। আলবামা, ২। আরিজোনা, ৩। আরকানসাস্, ৪। কালি-ফোর্ণিয়া, ৫। কলোরেডো, ৬। কানেকটিকাট্, ৭। দেলাওয়ারা, ৮। কলম্বিয়া, ৯। ফ্লোরিডা, ১০। জর্জিয়া, ১১। ইডাহো, ১২। ইলিনয়স্, ১৩। ইন্দিয়ানা, ১৪। আইওয়া, ১৫। কান্‌সাস, ১৬। কেনটুক্কি, ১৭। লুসিয়ানা, ১৮। মেইন, ১৯। মেরিল্যাণ্ড, ২০। ম্যাসাচুসেট্স, ২১। মিচিগান, ২২। মিনেসোটা, ২৩। মিসিসিপি, ২৪। মিসৌরী, ২৫। মন্তানা, ২৬। নেব্রাস্কা, ২৭। নেভাডা, ২৮। নিউ-হ্যামিস্পায়ার, ২৯। নিউ জার্সি, ৩০। নিউ মেক্সিকো, ৩১। নিউইয়র্ক, ৩২। নর্থ-ক্যারোলিনা, ৩৩। নর্থ-ডাকোটা, ৩৪। ওহিও, ৩৫। ওকলাহামা, ৩৬। ওরেগাঁ, ৩৭। পেনসিলভেনিয়া, ৩৮। রোডেস দ্বীপ, ৩৯। দঃ ক্যারোলিনা, ৪০। দঃ ডাকোটা, ৪১। টেন্নেসী, ৪২। টেক্সাস, ৪৩। উটাহ্, ৪৪। ভারমণ্ট, ৪৫। ভার্জিনিয়া, ৪৬। ওয়াশিংটন, ৪৭। ওয়েস্ট ভার্জিনিয়া, ৪৮। উইনকন্‌সিন।

মার্কিণ সংবিধানে প্রতি ৪ বৎসর অন্তর নির্বাচিত প্রেসিডেণ্টের উপরই রাষ্ট্রের সার্বভৌম কর্তৃত্ব ন্যস্ত। রিপাবলিকান ও ডেমোক্রাট—এই দুইটি আমেরিকার রাজনৈতিক দল। বর্তমানে রিপাবলিকানরাই ক্ষমতাসীন।

ইথিওপিয়া ঃ সম্রাট—১ম হেইলি সেলাসি।

রাজধানী ঃ আদ্দিস আবাবা ; আয়তন ঃ ৩,৯৮,৩৫০ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা ঃ ১,৯৫,০০,০০০ (১৯৫৬) ; ধর্ম ঃ খৃষ্টান ; ভাষা ঃ আম্‌হারিক ও ইংরাজী ; মুদ্রা ঃ

ইথিওপিয়ার ডলার। ইথিওপিয়া বা আবিসিনিয়া আফ্রিকার উত্তর পূর্বদিকে অবস্থিত। ইহা পৃথিবীর প্রাচীনতম খৃষ্টান দেশসমূহের অন্যতম।

ইতালী ঃ প্রেসিডেন্ট—জিওবানী গ্রোচে ও প্রধানমন্ত্রী—এদানি জোলি।

রাজধানী ঃ রোম ; আয়তন ১,১৭,৪৭১ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা ঃ ৪,৮০,০১,০০০ (১৯৫৫) ; ভাষা ঃ ইতালীয় ; ধর্ম ঃ রোমান ক্যাথলিক ; মুদ্রা ঃ লীরা।

ইস্রাইল ঃ প্রেসিডেন্ট—ইজাক বেন ঝভি ও প্রধানমন্ত্রী—ডেভিড বেন্ গুরিয়ন।

রাজধানী ঃ টেল আবিভ্ ; আয়তন ঃ ৮০৪৮ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা ১৮,৫০,০০০ (১৯৫৬) ; ভাষা ঃ হিব্রু ; ধর্ম ঃ ইহুদীধর্ম ; মুদ্রা ঃ ইস্রাইলী পাউণ্ড। জগতের একমাত্র ইহুদীরাষ্ট্র ; ১৯৪৮ সালে আরবজগতের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও এই রাষ্ট্র পত্তন করা হইয়াছে। নাগরিকদের শিক্ষা বাধ্যতামূলক।

ইরাক ঃ রাজা—দ্বিতীয় ফয়জল ও প্রধানমন্ত্রী—আবতুল ওয়াহব মিরজান।

রাজধানী ঃ বাগদাদ ; আয়তন ঃ ১,৭১,৬০০ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা ৫২,০০,০০০ (১৯৫৫) ; ভাষা ঃ আরবী ঃ ধর্ম ঃ ইসলাম ঃ মুদ্রা ঃ ·দিনার। মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম মুসলিম রাষ্ট্র ; নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত।

ইরাণ (পারস্য) ঃ রাজা—মহম্মদ রেজা পহ্লেভি ; প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ হাসেন আলী খাঁ।

রাজধানী ঃ তেহরান ; আয়তন ঃ ৬,২৮,০৬০ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা ঃ ২,১১,৪৬,০০০ (১৯৫৫) ; ভাষা ঃ পারসী ; ধর্ম ঃ ইসলাম ; মুদ্রা ঃ রিয়ল। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ; শিক্ষা ঃ বাধ্যতামূলক।

ইন্দোনেশিয়া ঃ প্রেসিডেন্ট—ডাঃ স্থকর্ণ ও প্রধানমন্ত্রী—ডাঃ জুয়ান্দা কর্তাবিদজাত্তা।

রাজধানী ঃ জাকার্তা ; আয়তন ঃ ৯,০৫,৫০০ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা ঃ ৮,২৪,৫০,০০০ (১৯৫৫) ; ভাষা ঃ ইন্দোনেশীয় ; ধর্ম ঃ প্রধানতঃ মুসলীম ; মুদ্রা ঃ রুপিয়া। তিনহাজার দ্বীপ লইয়া এই রাষ্ট্র গঠিত। পূর্বে ইহা ওলন্দাজ শাসনের অধীনে ছিল ; ১৯৪৯ সালে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে।

কলম্বিয়া ঃ প্রেসিডেন্ট—লেঃ জেঃ গুস্তাভো পিজিলা।

রাজধানী ঃ বোগোটা ; আয়তন ঃ ৪,৩৯,৭১৪ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা ঃ ১,২৬,৫৭,০০০ ; ভাষা ঃ স্পেনীস ; রোমান ক্যাথলিক ; মুদ্রা ঃ পেসো। এই রাজ্যটি দক্ষিণ-আমেরিকার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে অবস্থিত। ইহা ১৮৮৬ সালে প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রে পরিণত হয়।

কাম্বোডিয়া ঃ রাজা—নরোদম সুরামারিৎ।

রাজধানী ঃ নম্ পেন, আয়তন ঃ ৮৮,৭৮০ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ঃ ৪০,৭৩,৯৬৭ (১৯৫৩), ভাষা ঃ ক্মের ও ফরাসী, ধর্ম ঃ বৌদ্ধ; মুদ্রা ঃ ফ্রাঁ। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অন্যতম প্রাচীন রাজতন্ত্রী রাষ্ট্র। ১৯৫৫ সালে ফরাসী অধীনতা হইতে মুক্ত হইয়াছে।

কানাডা ঃ গভর্ণর জেনারেল—সি. এইচ্. ভিনসেণ্ট ম্যাসী, প্রধানমন্ত্রী—জন জর্জ ডিফেনবেকার।

রাজধানী ঃ অটোয়া, আয়তন ঃ ৩৬,৯৫,১৮০ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ঃ ১,৫৮,৬১,০০০ (১৯৫৬), ভাষা ঃ ইংরাজী ও ফরাসী, ধর্ম ঃ প্রধানতঃ রোমান ক্যাথলিক, মুদ্রা ঃ ডলার। ব্রিটিশ ডোমিনিয়ন পর্যায়ভুক্ত কমনওয়েলথ-এর অন্যতম সদস্যরাষ্ট্র। দশটি প্রদেশ ও দুইটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লইয়া এই বৃহৎ রাষ্ট্রটি গঠিত। প্রদেশগুলির নাম ঃ—ভোস্কোসিয়া, নিউ ব্রান্সউইক, প্রিন্স এড্ওয়ার্ড দ্বীপ, কুইবেক, অন্টারিও, ম্যানিটোবা, স্কাচিওয়ান, আলবার্টা, ব্রিটিশ কলম্বিয়া ও নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড।

কোরিয়া ঃ ১৯৫০ সালের গৃহযুদ্ধের ফলে কোরিয়া দুইটি স্বতন্ত্ররাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে—উত্তর কোরিয়া ও দক্ষিণ কোরিয়া। **দক্ষিণ কোরিয়ার** আয়তন ৮৬,৭৬৮ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ঃ ২,১৫,২৬,০০০ (১৯৫০); রাজধানী ঃ সিওল। এই রাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট—ডঃ সিংম্যান রী।

উত্তর কোরিয়ার আয়তন ঃ ৪৮,৪৯৮ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ঃ ৮২,২৯,০০০ (১৯৫১); রাজধানী ঃ পিয়াংজিয়াং। প্রধানমন্ত্রীর নাম—কিম্ ইউল-সুং।

গ্রীস ঃ রাজা—প্রথম পল, প্রধানমন্ত্রী—কন্স্ট্যাণ্টিন ক্যারামনলিস্।

রাজধানী ঃ এথেন্স; আয়তন ঃ ৫১,২৪৬ বর্গমাইল; লোকসংখ্যা ঃ ৮০,৫০,০০০ (১৯৫৫), ভাষা ঃ গ্রীক্; ধর্ম ঃ গ্রীক অর্থডক্স চার্চ; মুদ্রা ঃ ড্রাচমা। প্রাচীন সভ্যতার অধিকারী এই রাষ্ট্রটি ভূমধ্যসাগরের তীরে অবস্থিত।

চীন ঃ চেয়ারম্যান—মাও সে-তুং; প্রধানমন্ত্রী—চৌ এন-লাই।

রাজধানী ঃ পিকিং, আয়তন ঃ ২২,৭৯,১৩৪ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ঃ ৬০,১৯,১২,৩৭১ (১৯৫৩), ভাষা ঃ চীনা, কনফ্যুসিয়াস, তাওপন্থী এবং বৌদ্ধ, এই তিনটিই চীনের প্রধান ধর্ম। খৃষ্টান ও মুসলমানদের সংখ্যাও নগণ্য নহে। চীনের সভ্যতা অতি প্রাচীন খৃঃ পূর্ব ২২০০ শত বৎসরের পুরাতন। ১৯১১ সালে ডঃ সানইয়েৎ সেনের নেতৃত্বে চীনে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর চিয়াং কাইশেক নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু মাও সে-তুং পরিচালিত

কম্যুনিষ্ট বাহিনীর আক্রমণে তিনি মূল চীন হইতে পলাইয়া ফরমোসা দ্বীপে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। ১৯৪৯ সালে চীনে কম্যুনিষ্ট প্রভাবিত "নয়াগণতন্ত্র" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

চেকোশ্লোভাকিয়া ঃ প্রেসিডেন্ট—এ্যান্টোনিন নভট্‌নিও; প্রধানমন্ত্রী—ভিলিয়াম সিরোকি।

রাজধানী ঃ প্রাগ ; আয়তন ঃ ৪৯,৩৮১ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা ঃ ১,৩০,৮৯,০০০ (১৯৫৫); ভাষা ঃ চেক; ধর্ম ঃ রোমান ক্যাথলিক; মুদ্রা ঃ কোরুনা। মধ্য-ইউরোপের অন্যতম কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র।

জার্মানী ঃ জার্মানী পূর্বে ইউরোপের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্র ছিল; কিন্তু এখন আর তাহার সেই গৌরব নাই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের ফলে নিষ্ঠুরভাবে তাহার অঙ্গচ্ছেদ করিয়া পোল্যাণ্ড, রাশিয়া, ফ্রান্স প্রভৃতি রাষ্ট্রের সহিত সংযুক্ত করা হইয়াছে। যাহা অবশিষ্ট ছিল তাহা বর্তমানে দুইটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়াছে। নিম্নে তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল :—

পশ্চিম জার্মানী ঃ পশ্চিম জার্মানীতে 'ফেডারেল রিপাবলিক' রাষ্ট্র ১৯৪৯ সালে গঠিত হইয়াছে; ডঃ কনরাড এ্যাডেনুর ইহার চ্যান্সেলার। আয়তন ঃ ৯৪,৭২৩ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা ঃ ৪,৯৯,৯৫,০০০ (১৯৫৫); রাজধানী ঃ বন ; ভাষা ঃ জার্মান ; মুদ্রা ঃ মার্ক। পশ্চিম জার্মানী পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গের প্রত্যক্ষ প্রভাবাধীন ও 'ন্যাটো'র সভ্য।

পূর্ব জার্মানী ঃ ১৯৪৯ সালে রাশিয়ার সমর্থনে 'জার্মান ডেমোক্রাটিক রিপাব্‌লিক' রাষ্ট্র গঠিত হইয়াছে, ইহার প্রেসিডেন্ট—উইলিয়ম পীক, প্রধানমন্ত্রী—ওটো গ্রোটওয়াল। রাজধানী ঃ বার্লিন ; আয়তন ঃ ৪২,১১২ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ঃ ১,৭৬,০০,০০০।

জর্ডান ঃ রাজা—১ম হুসেন।

রাজধানী ঃ আম্মান ; আয়তন ঃ ৩৭,৫০০ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা ঃ ১৫,০০,০০০ (১৯৫০); ভাষা ঃ আরবী ; ধর্ম ঃ ইসলাম। মধ্যপ্রাচ্যের অন্যতম আরবরাষ্ট্র ; ১৯৪৬ সালে স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে।

জাপান ঃ রাজা—সম্রাট হিরোহিতো ; প্রধানমন্ত্রী—নবুস্থকে কিসি।

রাজধানী ঃ টোকিও ; আয়তন ঃ ১,৪২,৬৪৪ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা ঃ ৮,৯২,৬৯,২৭৮ (১৯৫৫); ভাষা ঃ জাপানী ; ধর্ম ঃ বৌদ্ধ ও সিণ্টোধর্ম ; মুদ্রা ঃ ইয়েন। জাপান এশিয়ার একেবারে পূর্বসীমান্তে অবস্থিত ; এইজন্য ইহাকে

'প্রভাত সূর্যের দেশ' বলা হয়। হনসু, হোক্কাইডো, কিউসু, সিকোকু, অসামী ওসিমা—প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে এই কয়টি দ্বীপ লইয়া জাপান গঠিত।

ডেনমার্ক : রাজা—৯ম ফ্রেডারিক ; প্রধানমন্ত্রী—এইচ. হ্যানসেন।

রাজধানী : কোপেন হেগেন ; আয়তন : ১৬,৫৭৬ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা (গ্রীণল্যাণ্ডসহ) : ৪৪,৩৯,০০০ (১৯৫৫) ; ভাষা : ড্যানিশ ; মুদ্রা : ক্রোনার। পৃথিবীর বৃহত্তম দ্বীপ গ্রীণল্যাণ্ড (৮,২৭,০০০ বর্গমাইল) ডেনমার্কের অধীন।

তিব্বত : [শাসক : ১৪শ দালাইলামা ও পাঞ্চেনলামা]

রাজধানী : লাসা (পৃথিবীর উচ্চতম নগরী) ; আয়তন : ৪,৭৫,০০০ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা : ১০,০০,০০০ (১৯৪৮) ; ভাষা : তিব্বতী ; ধর্ম : বৌদ্ধ। শাসনতান্ত্রিকরূপে চীন সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইলেও ইতিপূর্বে তিব্বত আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রায় সার্বভৌম রাষ্ট্রের মতই আচরণ করিত। কিন্তু চীনে কম্যুনিষ্ট শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পর হইতে চীন সরকার তিব্বতের উপর কঠোরভাবে আপন অধিকার প্রয়োগ করিতেছেন। ১৯৫৩ সালের ডিসেম্বর মাসে তিব্বত ও চীনের মধ্যে রাষ্ট্রশাসন ব্যাপারে এক চুক্তি হইয়াছে।

তুরস্ক : [প্রেসিডেণ্ট : সেলাল বয়ার ; প্রধানমন্ত্রী : এডনান মেণ্ডারেস]

রাজধানী : আঙ্কারা ; আয়তন : ২,৯৬,১৮৫ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা : ২,৪১,১৯,৭৭ (১৯৫৫) ; ভাষা : তুর্কী (রোমান হরফে লিখিত হয়) ; মুদ্রা : লিরা। যদিও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র, কিন্তু অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ৯৮ জন মুসলমান। শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক। ১৯২৩ সালে মুসতাফা কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে তুরস্কে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়।

নরওয়ে : [রাজা হাকন সম্প্রতি লোকান্তরীত হইযাছেন। প্রধানমন্ত্রী : ইনার গারগাউসেন]

রাজধানী : অসলো ; আয়তন ১,২৫,০৬৪ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা : ৩৪,৫০,০০০ (১৯৫৫) ; ভাষা : নরউইজিয়ান ; ধর্ম : খৃষ্টান ; মুদ্রা : ক্রোনি। ১৪ বৎসর পর্যন্ত বালকবালিকার শিক্ষা বাধ্যতামূলক।

নেদারল্যাণ্ডস্ : [রাণী : জুলিয়ানা মেরী উইলহেলমিনা ; প্রধানমন্ত্রী : উইলেম ড্রিস]

রাজধানী : আমস্টার্ডাম ; আয়তন : ১২,৮৫০ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা : ১,০৮,০৮,৫৭৬ (১৯৫৫) ; ভাষা : ডাচ্ ; ধর্ম : খৃষ্টান ; মুদ্রা : গিল্ডার। পৃথিবীর সর্বাধিক ঘনবসতিপূর্ণ রাষ্ট্র। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই দেশ নিম্ন ; এইজন্য দীর্ঘ ও উচ্চ বাঁধ বাঁধিয়া সমুদ্রের প্লাবন হইতে দেশ রক্ষা করা হয়।

নেপাল : [রাজা : মহারাজা মহেন্দ্রবীর বিক্রম শাহ্] পৃথিবীর একমাত্র হিন্দুরাষ্ট্র।

রাজধানী : কাঠমণ্ড ; আয়তন : ৫৪,০০০ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা : ৮৪,৩১,৫৪৭ (১৯৫৫) ; ভাষা : নেপালী ; ধর্ম : হিন্দু ; মুদ্রা : নেপালী টাকা। মে, ১৯৫৮, প্রধানমন্ত্রী বিহীন মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হইয়াছে।

পর্তুগাল : [প্রেসিডেণ্ট : ফ্রান্সিসকো হিজিনো লোপেজ ; প্রধানমন্ত্রী : এণ্টনিও দ' অলিভিয়েরা সালাজার]

রাজধানী : লিসবন ; আয়তন : ৩৫,৪০৪ বর্গমাইল , লোকসংখ্যা : ৮৭,৬৫,০০০ (১৯৫৫) ; ভাষা : গর্তুগীজ ; ধর্ম : রোমান ক্যাথলিক।

পাকিস্তান : [প্রেসিডেণ্ট : ইস্কান্দার মির্জা ; প্রধানমন্ত্রী : ফিরোজ খাঁ নুন]

রাজধানী : করাচী ; আয়তন : ৩,৬৪,৭৩৭ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা : ৭,৫৮,৪২,১৬৫ (১৯৫১) ; ভাষা : বাংলা ও উর্দু প্রধান ভাষা , ধর্ম : ইসলাম রাষ্ট্রীয় ধর্ম বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে, যদিও বহু হিন্দু, বৌদ্ধ খৃষ্টান বাস করে , মুদ্রা : টাকা। পাকিস্তানের দুইটি শাখা, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তানের আয়তন ৫৪,৫০১ বর্গমাইল।

পোল্যাণ্ড : [প্রধানমন্ত্রী : জোসেফ সিরাঙ্কুইজ]

রাজধানী : ওয়ারশ ; আয়তন : ১,২০,৩৫৫ বর্গমাইল , লোকসংখ্যা : ২,৭৫,০০,০০০, ভাষা : পোলিশ ; ধর্ম : রোমান ক্যাথলিক ; মুদ্রা : ঝ্লোটি। শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক। পোল্যাণ্ড লইয়াই গত মহাযুদ্ধের সূচনা ; জার্মান-সৈন্য ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর সর্বপ্রথম পোল্যাণ্ড আক্রমণ করিয়াছিল।

ফিনল্যাণ্ড : প্রেসিডেণ্ট—ডঃ উরহো এক্কোনেন , প্রধানমন্ত্রী—কার্ল আগষ্ট ফ্যাগারহোলম।

রাজধানী : হেলসিঙ্কি , আয়তন : ১,৩০,১৬৫ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা : ৪২,৪০,০০০ ; ভাষা : ফিন , ধর্ম : খৃষ্টান ; মুদ্রা : মারকা। শতকরা ৯৯ জন শিক্ষিত।

ফ্রান্স : প্রেসিডেণ্ট—রেনে কোটি ; প্রধানমন্ত্রী—জেনারেল ডি. গলে।

রাজধানী : প্যারিস ; আয়তন : ২,১২,৬৫৯, লোকসংখ্যা : ৪,৩৩,০০,০০০ (১৯৫৫) ; ভাষা : ফরাসী ; ধর্ম : রোমান ক্যাথলিক ; মুদ্রা : ফ্রাঁ। বালক-বালিকাদের শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক।

ফরাসী বিপ্লবের (১৭৮৯-১৭৯৩) ফলে ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের অবসান ও প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। কিন্তু নেপোলিয়েনের অভ্যুদয় (১৮০৪-১৮১৪) হওয়ায় আবার রাজতন্ত্রের পত্তন হয় (১৮১৪-৪৮)। অতঃপর দ্বিতীয় রিপাবলিকের পত্তন হয়

(১৮৪৮-৫২) এবং তৃতীয় রিপাবলিকের প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৭০ সালে দ্বিতীয় সাম্রাজ্যের পতনের ফলে। গত বিশ্বযুদ্ধের সময় নাজী বাহিনী ফ্রান্স অধিকার করে। যুদ্ধান্তে ফ্রান্স পুনরায় স্বাধীনতা লাভ করিলে চতুর্থ রিপাবলিক-এর প্রতিষ্ঠা করিয়াছে। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ফ্রান্সের বহু প্রদেশ, উপনিবেশ এবং অধিকৃত অঞ্চল রহিয়াছে।

বেলজিয়াম : রাজা—প্রথম বোদ্যুইন : প্রধানমন্ত্রী—একিলি ভন একার।

রাজধানী : ব্রুসেলস , আয়তন : ১১,৭৭৫ বর্গ মাইল ; লোকসংখ্যা : ৮৮,৬৮,০০০ , ভাষা : ফরাসী ও ফ্লেমিশ , ধর্ম : রোমান ক্যাথলিক ; মুদ্রা : ফ্রাঁ। নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত।

বুলগেরিয়া : প্রধানমন্ত্রী—অস্টন যুগভ।

রাজধানী : সোফিয়া , আয়তন : ৪২,৭৯৬ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা : ৭১,৬০,০০০ (১৯৫০) , ভাষা : শ্লাভ : মুদ্রা : লেভ্। শিক্ষা : ১৪ বৎসর পর্যন্ত বালকবালিকাদের পক্ষে বাধ্যতামূলক। সোভিয়েট রাশিয়ার প্রভাবাধীন রাষ্ট্র।

ব্রহ্ম : প্রেসিডেণ্ট : ডঃ বা উ , প্রধানমন্ত্রী—উ-নু।

রাজধানী : রেঙ্গুন , আয়তন : ২,৬১,৭৮৯ বর্গ মাইল , লোকসংখ্যা : ১,৯৪,৩৪,০০০ (১৯৫৫) , ভাষা : বর্মা , ধর্ম : বৌদ্ধ ; মুদ্রা : কায়াৎ। ১৯৪৮ সালে ব্রিটিশ শাসন হইতে মুক্ত হইয়া কমনওয়েলথ-এর বাহিরে সম্পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছে।

ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য : ইংল্যাণ্ড, ওয়েলস্, স্কটল্যাণ্ড, উত্তর-আয়ার্ল্যাণ্ড, ম্যান দ্বীপ এবং চ্যানেল দ্বীপপুঞ্জ লইয়া ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য গঠিত। ইহা ইউরোপের মূল ভূখণ্ড হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ; ইউরোপের উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত। মোট আয়তন : ৯৪,২৭৯ বর্গ মাইল , লোকসংখ্যা : ৫,১২,২১,০০০ (১৯৫৫)। রাজধানী : লণ্ডন পৃথিবীর বৃহত্তম শহর। যুক্তরাজ্যের অধিবাসীদের ভাষা : ইংরাজী এবং ধর্ম : খৃষ্টান। মুদ্রা : ব্রিটিশ 'পাউণ্ড', আন্তর্জাতিক মুদ্রার ক্ষেত্রে বিশেষ সুপরিচিত।

ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রচলিত। বর্তমান রাণীর নাম দ্বিতীয় এলিজাবেথ—তিনি ৬ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২, সিংহাসনে আরোহণ করেন। বর্তমান প্রধানমন্ত্রীর নাম শ্রীহারল্ড ম্যাকমিলান। 'হাউস অব কমন্স' এবং 'হাউস অব লর্ডস' এই দুইটি সভা লইয়া ব্রিটিশ পার্লামেণ্ট গঠিত ; মোট আসন সংখ্যা ৬৩০।

একদা প্রবাদ ছিল যে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে কখনও সূর্য-অস্তামিত হয় না।

এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকার সর্বত্র ব্রিটিশসাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল—উহার আয়তন ছিল ১,২০,২১,৫২২ বর্গ মাইল। তথাপি এই বিশাল সাম্রাজ্য বর্তমানে ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হইতেছে। ভারত, সিংহল, ব্রহ্ম প্রমুখ কতিপয় দেশ স্বাধীন হইয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। তথাপি এখনও পৃথিবীর সর্বত্র যে-সকল ব্রিটিশ উপনিবেশ ও অধিকৃত অঞ্চল ছড়ান আছে, তাহার আয়তন বিশাল।

ব্রেজিল ঃ আয়তনে পৃথিবীর বৃহত্তম দেশ—৩২,৮৮,০০০ বর্গ মাইল। প্রেসিডেণ্ট-জাস্‌চেলিনো কুবিট্‌স্‌চেক।

রাজধানী ঃ রিও-ডি-জিনারিও ; লোকসংখ্যা ঃ ৫,৮৪,৫৬,০০০ (১৯৫৬), ভাষা ঃ পর্তুগীজ ; ধর্ম ঃ রোমান ক্যাথলিক ; মুদ্রা ঃ ক্রুজেইরো। শিক্ষাঃ বাধ্যতা-মূলক। ২৬টি স্বতন্ত্র রাজ্য ও অঞ্চল লইয়া ব্রেজিল যুক্তরাষ্ট্র গঠিত। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে পর্তুগীজ শাসন হইতে মুক্ত হইয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে।

ভিয়েৎনাম ঃ ভূতপূর্ব ফরাসী ইন্দোচীন বর্তমানে দুইটি রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়াছে। দক্ষিণ-অংশের নাম ভিয়েৎনাম এবং উত্তর অংশ ভিয়েৎমিন নামে পরিচিত। ১৯৫৫ সালে সম্রাট বাও দাই অপসারিত হন ও ভিয়েৎনাম প্রজাতন্ত্রী বলিয়া ঘোষিত হয়। ঐ সময় নো দিন এম রাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইয়াছেন। সায়গন ভিয়েৎনামের রাজধানী।

ভিয়েৎমিন ঃ ডঃ হো চি মিন এই রাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট। তিনি অন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে স্বনামধন্য পুরুষ। হানয় ইহার রাজধানী।

মিশর ঃ প্রেসিডেণ্ট ঃ গামেল আবদেল নাসের।

রাজধানী ঃ কায়রো ; আয়তন ঃ ৩,৮৬,১৯৮ বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা ঃ ২,৩২,৪০,০০০ (১৯৫৫) ; ভাষা ঃ আরবী ; ধর্ম ঃ ইসলাম। মিশর অতি প্রাচীন সভ্যতার অধিকারী। মানব সভ্যতার আদিকাল হইতে জগতের বহু জাতি মিশর অভিযানে আসিয়াছে। ১৯২২ সাল পর্যন্ত মিশর ব্রিটিশের রক্ষণাধীন রাষ্ট্র ছিল, তাহার পর হইতে পুরাপুরি রাজতন্ত্র চলিতে থাকে। ১৯৫২ সালে রাজা ফারুক সিংহাসন ত্যাগ করেন এবং জেনারেল নেগিব ও নাসেরের নেতৃত্বে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্প্রতি মিশর ও সিরিয়া মিলিত হইয়া 'সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা করিয়াছে।

যুগোশ্লাভিয়া ঃ [প্রেসিডেণ্ট ঃ মার্শাল টিটো]

রাজধানী ঃ বেলগ্রেড ; আয়তন ঃ ৯৮,৭৬৬ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা ঃ ১,৭৫,৫৫,০০০ ; ভাষা ঃ শ্লাভ ; মুদ্রা ঃ দিনার। যুগোশ্লাভিয়া একটি সংযুক্ত প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র। ইহার অঙ্গ রাষ্ট্রগুলির নাম ঃ—সার্বিয়া, ক্রোয়াসিয়া, শ্লোভাকিয়া,

বোসনিয়া-হাজাগিনা, ম্যাসিডোনিয়া এবং মন্টিনিগো। ১৪ বৎসর বয়স পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলক।

রুমানিয়া : [চেয়ারম্যান : ডঃ গ্রোজা , প্রধানমন্ত্রী : চিভু ষ্টোইকা]

রাজধানী : বুখারেষ্ট ; আয়তন : ৯১,৫৮৪ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা : ১,৭৩,০০,০০০ ; ভাষা : ল্যাটিন, গ্রীক, শ্লাভ ও তুর্কী বহুভাষা প্রচলিত ; মুদ্রা : লিউ। শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক। ইহা অন্যতম কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র।

সিরিয়া : সিরিয়া ও মিশর যুক্তরাষ্ট্র গঠনের পর নাসের উক্ত রাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইয়াছেন। ইতিপূর্বে সিরিয়ার প্রেসিডেণ্ট ছিলেন স্থকরি অল কুয়াৎলি।

রাজধানী : দামাস্কাস, আয়তন : ৭২,২৩৪ বর্গ মাইল, লোকসংখ্যা : ৩৯, ০৬,০০০ ভাষা : আরবী, ধর্ম : ইসলাম ; মুদ্রা : সিরীয় পাউণ্ড।

সিংহল : গভর্ণর জেনারেল : স্যার ও. গুণতিলক ; প্রধানমন্ত্রী : এস. ডব্লু. আর. ডি. বন্দরনায়েক। ১৯৪৮ সালে স্বায়ত্তশাসন সম্পন্ন ডোমিনিয়ন ষ্টেটাসের মর্যাদালাভ করিয়াছে। ইহা ভারত মহাসাগরে একটি দ্বীপ। আয়তন : ২৫,৩৩২ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা : ৮৩,৮৪.০০০ (১৯৫৪), ভাষা : সিংহলী ও তামিল ; ধর্ম : বৌদ্ধ, মুদ্রা : রুপি।

সুইজারল্যাণ্ড : [প্রেসিডেণ্ট : ডঃ মারকাস ফেল্ডম্যান]

রাজধানী : বার্ণ, আয়তন : ১৫,৯৪৭ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা : ৪৯,৭৮,০০০ ; ভাষা : সুইজ-জার্মান ভাষা ; ধর্ম : খৃষ্টান, মুদ্রা : ফ্রাঙ্ক। এই দেশের ঘড়ি শিল্প পৃথিবীবিখ্যাত।

সুইডেন : [রাজা : গুস্তাভ ৬ষ্ঠ এডলফ ; প্রধানমন্ত্রী : তাগি এরল্যাণ্ডার]

রাজধানী : স্টক্হলম্, আয়তন : ১,৭৩,৩৭৪ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা : ৭২,৯০,১১২, ভাষা : সুইডিশ, ধর্ম : খৃষ্টান ; মুদ্রা : ক্রোনা। শিক্ষা বাধ্যতামূলক। নিয়মানুগ রাজতন্ত্রী রাষ্ট্র।

স্পেন : [জেনারেল ফ্রান্সিস্কো ফ্র্যাঙ্কো]

রাজধানী : ম্যাড্রিড, আয়তন : ১,৯৫,৫০৪ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা : ২,৮৯,৭৬,০০০ ; ভাষা : স্পেনীশ ; ধর্ম : ক্যাথলিক, মুদ্রা : পেসেতা। প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক। ১৯৩৬ সালে স্পেনের গৃহযুদ্ধে জেনারেল ফ্র্যাঙ্কো ক্ষমতা করায়ত্ব করিয়া রাষ্ট্রের ডিক্টেটার হন।

সোভিয়েট ইউনিয়ন : প্রেসিডেণ্ট : কে. ই. ভরোশিলভ ; প্রধানমন্ত্রী : নকিতা ক্রুশ্চেভ। U. S. R. R. (Union of Soviet Socialist Republics)

পৃথিবীর বৃহত্তম রাষ্ট্র। মোট স্থলভাগের প্রায় এক ষষ্ঠাংশ লইয়া ইহা গঠিত। আয়তন: ৭৮,৭৭,৫৯৮ বর্গ মাইল; লোকসংখ্যা ২০,০২,০০,০০০ (১৯৫৬); রাজধানী: মস্কো; মুদ্রা: রুবল। সোভিয়েট ইউনিয়ন ১৫টি স্বতন্ত্র প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের সমবায়ে গঠিত। ঐ রাষ্ট্রগুলির নাম এবং বন্ধনী মধ্যে উহাদের রাজধানীর নাম নিম্নে দেওয়া হইল:—

১। রাশিয়ান সোভিয়েট ফেডারেল সোস্যালিস্টিক রিপাবলিক (মস্কো), ২। ইউক্রেন (কিয়েভ), ৩। বায়লো রাশিয়া (মিনস্ক), ৪। আরমেনিয়া (এরিভান), ৫। উজবেকিস্তান (তাসখণ্ড), ৬। কাজাকিস্তান (আলমা আটা), ৭। জর্জিয়া (টিফলিস), ৮। আজার বইজান (বাকু), ৯। লিথুয়ানিয়া (ভিলনা), ১০। মোল্ডাভিয়া (কিষিনেভ), ১১। ল্যাট্‌ভিয়া (রিগা), ১২। কিরঘিজ (ফ্রানজ), ১৩। তাজিকিস্তান (স্তালিনবাদ) ১৪। তুর্কমেনিস্তান (আসগা-বাদ), ১৫। এস্তোনিয়া (ট্যালিন)।

সোভিয়েট ইউনিয়নে প্রায় ৫৭টি স্বতন্ত্র জাতির বাস, উহাদের মধ্যে শ্লাভজাতীয় রুশদের সংখ্যা শতকরা ৫৮ জন।
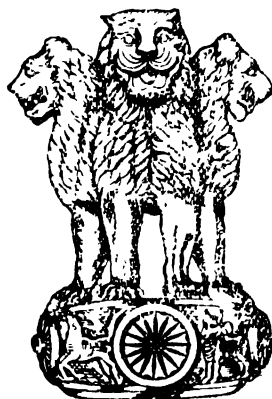
ভারতের রাষ্ট্রীয় প্রতীক

পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহে আমরা ভারতের বিভিন্ন বিষয়ের পরিচয় দান করার প্রয়াস পাইব। ভারতের শাসন-তন্ত্র ও ভারতের জাতীয় পতাকার বিচিত্র ইতিহাস এবং স্বাধীনতা লাভের পরে শিক্ষা স্বাস্থ্য কলা বিজ্ঞান আথিক-ক্ষেত্র কৃষি শিল্প বাণিজ্য ও অন্যান্য বহু বিষয়ে ভাবত যে উন্নতিলাভ করিয়াছে তাহার বিবরণ দেওয়া হইল।

ভারতের জাতীয় পতাকা

●

ভারতের জাতীয় সঙ্গীত

জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
পাঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ
বিন্ধ্য হিমাচল যমুনা গঙ্গা উচ্ছল জলধিতরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে, তব শুভ আশিস মাগে,
গাহে তব জয়গাথা।
জনগণমঙ্গলদায়ক জয় হে ভারত-ভাগ্যবিধাতা।
জয় হে, জয় হে, জয় হে, জয় জয় জয়, জয় হে॥

ভৌগোলিক পরিচয়

অবস্থান ঃ ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র বিষুবরেখার উত্তরে অবস্থিত। ইহা ৮°—৩৭° উত্তর অক্ষাংশের মধ্যে ও ৬৮°—৯৭° পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত। কর্কটক্রান্তি ইহাকে সমান দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে।

সীমা ঃ ভারতের উত্তরে নেপাল, তিব্বত, চীন ও সোভিয়েট ইউনিয়ন, পূর্বে ব্রহ্মদেশ ও বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণে ভারত মহাসাগর, পশ্চিমে আরব সাগর এবং উত্তর-পশ্চিম কোণে পাকিস্তান।

আয়তন ও জনসংখ্যা ঃ ভারতের বর্তমান আয়তন ১২,৬৯,৬৪০ বর্গ মাইল, উপকূল রেখার দৈর্ঘ্য ৩,৫৩৫ মাইল এবং ভূমিসীমান্তের দৈর্ঘ্য ৯,৩০৯ মাইল। ইহা উত্তর দক্ষিণে ২,০০০ মাইল ও পূর্ব পশ্চিমে প্রায় ১,৭০০ মাইল বিস্তৃত। ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের জনসংখ্যা ৩৫,৬৮,২৯,৪৮৫ (কাশ্মীর ও আসামের উপজাতীয় এলাকা বাদে)।

প্রাকৃতিক বিভাগ ঃ ভারতে তিনটি সুস্পষ্ট প্রাকৃতিক বিভাগ বর্তমান, যথা—(১) হিমালয়ের পার্বত্যভূমি, (২) সিন্ধু-গাঙ্গেয় প্রদেশের সমতলভূমি এবং (৩) দাক্ষিণাত্যের মালভূমি।

কাশ্মীরের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত পামির মালভূমি হইতে হিমালয় পর্বতশ্রেণী ভারতে প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ দক্ষিণ-পূর্বদিকে ও পরে সোজা পূর্বদিকে আসাম সীমান্ত পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে। পূর্ব সীমান্তে ইহার বিভিন্ন অংশ পাতকোই পাহাড়, নাগা পাহাড়, জয়ন্তিয়া, খাসি ও গারো পাহাড় প্রভৃতি বিভিন্ন নামে পরিচিত।

সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমতল প্রদেশ ভারতের মধ্যে সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধ অঞ্চল। হিমালয়ের পাদদেশ হইতে আরম্ভ করিয়া দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত উত্তর ভারতের সমগ্র অঞ্চল এবং আসামের সীমান্ত ও গঙ্গার মোহনা পর্যন্ত পূর্ব ভারতের সমস্ত ভূখণ্ড সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমতল প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত। সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র ভারতের এই তিনটি প্রধান নদী ও উহাদের উপনদীগুলি এই অঞ্চলের উপর দিয়া প্রবহমান। এই অঞ্চলের ভূমি খুব উর্বরা ও ইহা অত্যন্ত ঘনবসতিপূর্ণ।

দাক্ষিণাত্যের মালভূমি প্রায় সমগ্র দক্ষিণ ভারত লইয়া গঠিত। পূর্ব হইতে পশ্চিমে বিস্তৃত কতকগুলি গিরিশ্রেণীদ্বারা ইহা উত্তর ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন। উহাদের মধ্যে বিন্ধ্য, আরাবল্লী, সাতপুরা ও অজন্তা পর্বত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উহাদের উচ্চতা ১৫০০ হইতে ৪০০০ ফুট পর্যন্ত। ভূতাত্ত্বিকেরা এই অঞ্চলের পর্বতগুলি হিমালয় অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া মনে করেন।

নদনদী ঃ সিন্ধু, গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র এই তিনটি ভারতের প্রধান নদী। উহাদের দৈর্ঘ্য এইরূপ ঃ—সিন্ধু ঃ কিঞ্চিদধিক ১৭০০ মাইল (পাকিস্তানের অংশ সহ), গঙ্গা ঃ ১৫৪০ মাইল এবং ব্রহ্মপুত্র ঃ ১৬৮০ মাইল। এই তিনটিই উত্তর ভারতের নদী। শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা ও বিতস্তা এই পাঁচটি সিন্ধুর শাখানদী। গঙ্গার উপনদীগুলির মধ্যে যমুনা, শোন, রামগঙ্গা, গোমতী, ঘর্ঘরা, গণ্ডক ও কুশী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ব্রহ্মপুত্রের কোন উল্লেখযোগ্য শাখা বা উপনদী নাই। দক্ষিণ ভারতের নদীগুলির মধ্যে নর্মদা, তাপ্তী, মহানদী (৫২০ মাইল), গোদাবরী (৯০০ মাইল), কৃষ্ণা (৮০০ মাইল) ও কাবেরী (৪০২ মাইল) প্রধান।

জলবায়ু ঃ ভারতের জলবায়ু উষ্ণ হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ ইহা উষ্ম-মণ্ডলে (কর্কট ক্রান্তি) অবস্থিত। তথাপি ইহার জলবায়ুতে বৈচিত্র্যের অভাব নাই। সিন্ধু-গাঙ্গেয় সমতল প্রদেশের সকল অংশই গ্রীষ্মপ্রধান, কিন্তু উপকূল ভাগ ও মালভূমি অঞ্চলের জলবায়ু নাতিশীতোষ্ণ, আবার পার্বত্য অঞ্চলের আবহাওয়া গ্রীষ্মকালেও শীতল। পর্যায়ক্রমে গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত প্রভৃতি ৬টি ঋতুর আবির্ভাব ভারতের সকল অঞ্চলেই ঘটিযা থাকে।

বৃষ্টিপাত ঃ ভারতে সাধারণতঃ বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে। উক্ত বায়ু প্রবাহ আবার সাগর ও বঙ্গোপসাগর হইতে উত্থিত হয় ও জুন হইতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বহিয়া থাকে। আরব সাগর হইতে যে বায়ু প্রবাহ উত্থিত হয তাহা পশ্চিমঘাটে বাধাপ্রাপ্ত হয়, এই কারণে মালাবার উপকূলে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়।

আবার বঙ্গোপসাগরে যে বায়ু প্রবাহের সৃষ্টি হয় তাহা বঙ্গদেশ ও আসামে বারিবর্ষণ করিতে করিতে তির্যকভাবে সম্মুখে ছুটিয়া চলে। অবশেষে উহা আসামের পার্বত্য অঞ্চলে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া তথায় বিপুল বারিবর্ষণ করে। আসামের চেরাপুঞ্জীতে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক বৃষ্টিপাত হয়। উহার পরিমাণ বার্ষিক প্রায় ৫০০" ইঞ্চি।

রাজ্য পুনর্গঠনের পরে ভারতের বর্তমান মানচিত্র

ভারতের পতাকা

ক্রমবিকাশ ঃ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-আন্দোলনের একটি বিশেষ অধ্যায় রচিত হইয়াছে ভারতবর্ষের জাতীয় পতাকার ক্রম-পরিবর্তনের কাহিনী অবলম্বন করিয়া।

সঠিক দিন-ক্ষণ না জানা গেলেও, অনেকের মতে ১৯০৬ সালের ৭ই আগস্ট কলিকাতার পার্শীবাগান-পার্কে প্রথম জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয়। সেই পতাকায় সমান্তরালভাবে লাল, হলুদ ও সবুজ রঙের তিনটি সমান স্তর ছিল। লাল স্তরে ছিল পর পর আটটি শ্বেত পদ্ম, হলুদ স্তরে নীল রঙের দেবনাগরী হরফে লেখা ছিল 'বন্দেমাতরম্' সবুজ স্তরের বাম কোণে ছিল সাদা রঙের সূর্য আর দক্ষিণ কোণে সাদা রঙের একটি অর্ধচন্দ্র ও তারকা।

দ্বিতীয় জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হয় প্যারিসে—১৯০৭ সালে। মাদাম কামা ও তাঁর সঙ্গে একদল নির্বাসিত বিপ্লবী কর্মী প্রথম এই পতাকা তুলিয়াছিলেন। পূর্বেকার জাতীয়-পতাকার সঙ্গে এই পতাকার বিশেষ তফাত ছিল না, তবে লাল স্তরের আটটি পদ্মের পরিবর্তে ছিল একটি শ্বেত পদ্ম আর সাতটি তারকা। এই সাতটি তারকা ছিল সপ্তর্ষিমণ্ডলীর প্রতীক।

তৃতীয় জাতীয়-পতাকা রূপলাভ করে দশ বৎসর পরে -১৯১৭ সালে। হোমরুল আন্দোলনের সময় ডঃ অ্যানি বেশান্ত ও লোকমান্য তিলক এই নূতন পতাকাটি উত্তোলন করেন। ইহাতে আড়াআড়িভাবে পাঁচটি লাল ও চারটি সবুজ স্তর ছিল। একটি লাল স্তরের পর থাকিত একটি সবুজ স্তর। উপরের বাম কোণে পতাকার এক চতুর্থাংশ জুড়িয়া ছিল ইউনিয়ন জ্যাক, আর পতাকার বাকি অংশে ছিল সাতটি তারা। তাহা ছাড়া, উপরের দক্ষিণ কোণে ছিল একটি শ্বেত অর্ধচন্দ্র ও তারকা। সে সময়ে পতাকায় ইউনিয়ন জ্যাক-এর অবস্থিতিকে 'ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস্'-এর প্রতীক বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছিল। কিন্তু জাতীয় পতাকায় ব্রিটিশ পতাকার এই অবস্থান অনেকেরই মনঃপূত হয় নাই—কারণ, ইহার দ্বারা যে রাজনৈতিক আপসের মনোভাব সূচিত হইয়াছিল, অনেকেই তাহা মানিয়া লইতে নারাজ ছিলেন।

১৯২১ সালে গান্ধীজী যখন স্বাধীনতা-সংগ্রামের পুরোভাগে আসেন, সেই সময় এক অন্ধ্র-যুবক একটি দ্বিবর্ণ রঞ্জিত পতাকা গান্ধীজীর হাতে দেন। দেশের প্রধান দুইটি সম্প্রদায় অর্থাৎ, হিন্দু ও মুসলমানের প্রতীকস্বরূপ লাল

ও সবুজ এই দুইটি বর্ণ ছিল সেই পতাকায়। গান্ধীজী তাহাতে সাদা রঙের আর একটি স্তর যোগ করিলেন এবং সেই সঙ্গে সংযোজিত হইল চরকা। চরকা-লাঞ্ছিত এই ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত পতাকা ১৯৩০ সাল পর্যন্ত কংগ্রেসের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে উত্তোলিত হইত। কিন্তু পতাকার বর্ণ ব্যাখ্যায় যে সাম্প্রদায়িক গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছিল তাহা লইয়া বিস্তর মতভেদ ও গোলযোগের সূত্রপাত হওয়ায় কংগ্রেসের পতাকা-নির্বাচন-কমিটি ঠিক করেন যে, পতাকাটি হইবে শুধু জাফ্‌রানী রঙের এবং তাহার উপরের বাম কোণে থাকিবে লাল্‌চে বাদামী রঙের একটি চরকা। কিন্তু কমিটির এই রায় কংগ্রেস সেই সময় গ্রহণ করে নাই।

চূড়ান্ত রূপ ঃ অবশেষে, ১৯৩১ সালে নীল রঙের চরকা লাঞ্ছিত জাফ্‌রানী, সাদা ও সবুজ রঙের যে পতাকা গৃহীত হয়, স্বাধীনতা লাভের পূর্ব পর্যন্ত সেই পতাকাই ভারতীয় কংগ্রেসের তথা ভারতের জাতীয় পতাকা হিসাবে সম্মানলাভ করিয়া আসিয়াছে। বর্ণ-বিন্যাসের ব্যাখ্যা করিয়া গান্ধীজী বলিয়াছিলেন, জাফ্‌রানী রঙকে ধরিতে হইবে সাহস ও আত্মোৎসর্গের প্রতীক হিসাবে—আর, সেই ভাবেই সাদা রঙ্ হইবে সত্য ও শান্তিব প্রতীক, সবুজ রঙ্ হইবে শৌর্য ও বিশ্বাসের প্রতীক। চরকাকে বলা হইত দেশবাসীর আশা-আকাঙ্ক্ষার, শ্রম ও শিল্পের মূর্ত বিগ্রহ।

স্বাধীনতা লাভের পর এই পতাকাই ভারতের রাষ্ট্রীয় পতাকা হিসাবে মর্যাদা-লাভ করিয়াছে—কেবল চরকার বদলে তাহাতে বসিয়াছে সম্রাট অশোকের ধর্মচক্র। ১৯৪৭ সালের ২২শে জুলাই গণপরিষদে এই পতাকাটি গৃহীত হয়। চক্রের ব্যাখ্যা করিয়া বলা হয়—এইটি ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি ও শান্তিপূর্ণ গতিশীলতার প্রতীক।

আকার ও বর্ণ-বিন্যাসের সমতা ঃ জাতীয় পতাকার ব্যবহারে পৃথিবীর প্রত্যেকটি দেশই কতকগুলি সুনির্দিষ্ট নিয়মকানুন মানিয়া চলে। ভারতীয় পতাকার আকার, তাহার বর্ণ-বিন্যাসের সমতা ও ব্যবহার সম্পর্কে ভারত-সরকারের স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রক ও সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণদপ্তর কতকগুলি বিধিনিষেধ সুনির্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন।

Indian Standard Institute আমাদের জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় পতাকার যে পাঁচটি আদর্শ আকার নির্ধারিত করিয়াছেন, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে ও বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে সেই সব আকারের পতাকাই উত্তোলিত হয়। ছোট হউক, বড় হউক সকল সময়ই পতাকার আকার হইবে ৩×২। অর্থাৎ দৈর্ঘ্যে তিন, প্রস্থে দুই। পতাকার জন্য হাতে বোনা রেশমী কাপড়ই ব্যবহার করা নিয়ম—অন্য কোন

কাপড় নহে। যাহাতে পতাকার রঙ্, কাপড়ের মান এবং আকারের কোন পার্থক্য না ঘটে তজ্জন্য পতাকা সরবরাহের ভার দেওয়া হইয়াছে সাহ্জাহান-পুরের সামরিক পোশাক নির্মাণের কারখানার উপব।

ব্যবহার সম্পর্কে বিধিনিষেধ ঃ কোন ব্যক্তি বা বস্তুর উপরে জাতীয় পতাকার আচ্ছাদন দেওয়া চলিবে না। মলিন বা ছিন্ন পতাকা কোন কারণেই উত্তোলন করা চলিবে না, কারণ এইরূপ পতাকা রাষ্ট্রের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করে। জাতীয় পতাকার উপরে কিংবা উহার দক্ষিণ দিকে অন্য কোন পতাকা বা প্রতীক রাখা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এক সারিতে অনেকগুলি পতাকা রাখিতে হইলে, জাতীয় পতাকা থাকিবে সকলের দক্ষিণে, আর উড়াইতে হইলে থাকিবে সকলের উপরে। একই দেওয়ালের বিভিন্ন দণ্ড হইতে যদি বিভিন্ন পতাকা ঝুলাইয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে জাতীয় পতাকা ঝুলিবে সর্বদক্ষিণেব দণ্ড হইতে। অর্থাৎ পতাকাগুলির দিকে আপনি যদি মুখ করিয়া দাঁড়ান তবে আপনার বাম দিকের প্রথম পতাকাটি হইবে জাতীয় পতাকা। এক সঙ্গে বিভিন্ন পতাকা উড়াইতে হইলে পতাকাগুলি সব একই আকারের হওয়া উচিত এবং পতাকাদণ্ডগুলিও সব সমান হওয়া চাই। কোন অবস্থাতেই জাতীয় পতাকা হেলান বা শায়িতভাবে বহন করা চলিবে না। সব সময়ই উহা ঋজুভাবে থাকিবে। শোভাযাত্রায জাতীয় পতাকা বহন করিতে হইলে শোভাযাত্রার পুরোভাগে প্রধান পতাকাবাহী দক্ষিণ স্কন্ধে পতাকা বহন কবিয়া চলিবে। পতাকাবাহী অবশ্য বেল্টের সাহায্য লইতে পারে সভাসমিতিতে জাতীয পতাকা রাখার নিয়ম সভাপতিব আসনের পশ্চাতে এবং তাঁহার মাথা হইতে ঊর্ধ্বে। জাতীয় পতাকার উপরে আর কোন প্রতীকই রাখা চলিবে না। অন্য কোন পতাকার সহিত জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিতে হইলে সকলের আগে তুলিতে হইবে জাতীয় পতাকা এবং উহা নামাইতে হইবে সকলের শেষে। অবশ্য সেনাবাহিনীতে স্থল, নৌ ও বিমান বাহিনীর পতাকা একসঙ্গে তোলা হয় এবং একই সঙ্গে নামান হয়। জাতীয পতাকায় জাফরানী রঙ সর্বদা উপরের দিকে থাকিবে। বিজ্ঞাপন হিসাবে, শোভাবর্ধনের উদ্দেশ্যে বা সাজসজ্জার অঙ্গরূপে জাতীয় পতাকার ব্যবহার নিষিদ্ধ।

জাতীয় পতাকা কোথায় কোথায় উড়িবে ঃ স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস, মহাত্মা গান্ধীর জন্মদিবস প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ জাতীয় অনুষ্ঠানে জনসাধারণ নিজ নিজ বাসগৃহে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করিতে পারে। সাধারণতঃ কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের প্রধান প্রধান সরকারী ভবনে ও পৌর

প্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উড্ডীন রাখা হয়। সীমান্ত অঞ্চলের কয়েকটি নির্দিষ্ট স্থানেও উহা সর্বদা উড়ান হয়। রাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল ও রাজপ্রমুখগণ নিজেদের বাসভবনের উপর পতাকা উড়াইতে পারেন।

বিদেশে ভারতীয় প্রতিনিধিগণ, কেন্দ্রীয় সরকারের সকল মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রা, রাজ্যের মন্ত্রিগণ, উর্ধ্বতন আইন পরিষদের সভাপতিরা, সংসদ ও রাজ্য বিধান-সভার অধ্যক্ষগণ, চীফ্-কমিশনার, লেঃ গভর্ণর, বিভাগীয় কমিশনার, ডেপুটি কমিশনার ও জেলা শাসকগণও নিজেদের বাসগৃহে জাতীয় পতাকা উড্ডীন রাখার সম্মানের অধিকারী। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, রাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল ও রাজপ্রমুখগণ তাঁহদের নিজস্ব পতাকা উত্তোলন করেন—আর সকলেই তোলেন জাতীয় পতাকা। রাজ্যপাল ও রাজপ্রমুখগণের নিজস্ব পতাকায় রাজ্যের নাম ও রাজ্য-প্রতীক সূচীকার্যে খচিত থাকে। রাজ্যপাল ও রাজপ্রমুখগণ যখন নিজ রাজ্যের বাহিরে যান তখন তাঁহাদের অস্থায়ী বাসভবনে ও গাড়ীতে সাধারণ জাতীয় পতাকা ব্যবহার কর হয়।

গাড়ীতে পতাকা ব্যবহার ঃ যে কোন ব্যক্তি তাহার গাড়ীতে জাতীয় পতাকা ব্যবহার করিতে পারে না। কেবলমাত্র রাজ্যপালগণ, বিদেশে ভারতীয় দূতাবাসের প্রধান কর্মকর্তাগণ, ·কেন্দ্রীয় মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী ও উপমন্ত্রিগণ, রাজ্যের মন্ত্রিগণ, উর্ধ্বতন আইন পরিষদের সভাপতিরা, সংসদ ও রাজ্যবিধানসভার অধ্যক্ষগণ এবং চীফ্-কমিশনারগণ তাঁহাদের নিজ নিজ গাড়ীতে জাতীয় পতাকা ব্যবহার করিতে পারেন।

পতাকা উত্তোলন ও অবনমন ঃ সাধারণতঃ সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পতাকা উড্ডীন রাখার নিয়ম। তবে সামরিক বাহিনীতে ইহার কিছুটা ব্যতিক্রম আছে। কোন বিশেষ অনুষ্ঠানে পতাকা উত্তোলন করার সময় জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া বা বাজানো উচিত। পতাকা যখন উর্ধ্বে উঠিতে থাকিবে তখন তাহার প্রতি সসম্ভ্রমে অভিবাদন জানান কর্তব্য। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে পতাকা নামাইয়া রাখা সাধারণ রীতি।

অর্ধনমিত পতাকা ঃ কোন বিশিষ্টব্যক্তির মৃত্যুতে কিংবা জাতীয় শোক প্রকাশার্থ সামরিক বাহিনীর পতাকাসহ সকল জাতীয় পতাকাই অর্ধনমিত করা হয়। এইরূপ করিতে হইলে প্রথমে পতাকাটিকে দণ্ডের শীর্ষদেশে উড্ডীন করিতে হইবে; অতঃপর উহাকে ধীরে ধীরে দণ্ডের মধ্যস্থলে নামাইয়া আনিতে হইবে। বিশেষ স্মৃতি-পালন দিবসে সূর্যোদয় হইতে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত পতাকা অর্ধনমিত রাখা এবং দ্বিপ্রহর হইতে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পূর্ণ উড্ডীন রাখা নিয়ম।

ভারতের শাসনতন্ত্র

প্রথম ভাগ : রাজ্যসঙ্ঘ ও ইহার রাজ্যক্ষেত্র

*১। (১) ভারত একটি রাজ্যসঙ্ঘ হইবে, (২) প্রথম তপশীলের (Schedule) ক, খ ও গ ভাগে বর্ণিত রাজ্যসমূহ ও তাহাদের রাজ্যক্ষেত্রসমূহ উক্ত রাজ্যসঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত হইবে, † (৩) ভারতীয় রাজ্যসঙ্ঘ নিম্নলিখিত অঞ্চলসমূহ লইয়া গঠিত হইবে : (ক) বিভিন্ন রাজ্যের রাজ্যক্ষেত্রসমূহ, (খ) প্রথম তপশীলে 'খ' খণ্ডে বর্ণিত রাজ্যক্ষেত্রসমূহ ‡ এবং (গ) এইরূপ রাজ্য-ক্ষেত্রসমূহ, যাহা অর্জিত হইতে পারে।

২। সংসদ উপযুক্ত শর্তাদিতে আইনের দ্বারা নূতন রাজ্যসমূহ ভারতীয় রাজ্যসঙ্ঘে গ্রহণ অথবা প্রতিষ্ঠা করিতে পারিবে।

৩। সংসদ আইনের দ্বারা (ক) কোন রাজ্য হইতে রাজ্যক্ষেত্র বিচ্ছিন্ন করিয়া কিংবা দুই বা ততোধিক রাজ্যের রাজ্যক্ষেত্রসকল একত্রিত করিয়া, অথবা কোন রাজ্যের অংশবিশেষের সহিত কোন রাজ্যক্ষেত্র সংযোজিত করিয়া নূতন রাজ্য গঠন করিতে পারিবে ; (খ) কোন রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি করিতে পারিবে ; (গ) কোন রাজ্যের আয়তন হ্রাস করিতে পারিবে ; (ঘ) কোন রাজ্যের সীমানা পরিবর্তন কবিতে পারিবে ; (ঙ) কোন রাজ্যের নাম পরিবর্তন করিতে পারিবে।

এই সম্পর্কে এইরূপ ব্যবস্থা থাকে যে, উল্লিখিত উদ্দেশ্যসমূহে কোন বিল রাষ্ট্রপতির সুপারিশ ব্যতীত সংসদের কোন সভায় উত্থাপন করা যাইবে না। যদি বিলের প্রস্তাব প্রথম তপশীলের 'ক' বা 'খ' খণ্ডে বর্ণিত কোন রাজ্য বা রাজ্যসমূহের সীমানার বা নামের সহিত সংশ্লিষ্ট হয়, তবে উক্ত বিল সম্পর্কে

---

* প্রত্যেক অনুচ্ছেদের প্রারম্ভে এই সংখ্যাগুলি মূল শাসনতন্ত্রে ধারাসমূহের (Article) ক্রমিক সংখ্যা নির্দেশ করে।

† রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে ভারতীয় রাজ্যসমূহের ক, খ ও গ প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগ লোপ করিয়া ১৪টি সমশ্রেণীর রাজ্য ও ৬টি কেন্দ্রীয় অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। এই পরিবর্তনের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করার জন্য শাসনতন্ত্রের আলোচ্য ধারাটি এবং অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ধারাগুলির সংশোধন করা হইয়াছে। 'শাসনতন্ত্রের সংশোধন' নামক পরবর্তী অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

‡ খ খণ্ডে বর্ণিত রাজ্য কেন্দ্রীয় অঞ্চলে পরিণত হইয়াছে।

সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির বিধানমণ্ডলের মতামত রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারণের পূর্বে বিলটি উত্থাপন করা যাইবে না।

৪। ২ ও ৩নং ধারার উল্লিখিত কোন আইনে এইরূপ ব্যবস্থা থাকিবে, যদ্দ্বারা প্রয়োজন মত ১ম ও ৪র্থ তপশীলের সংশোধন করা যাইবে এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্য বা রাজ্যসমূহের বিধানমণ্ডলে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থাদিসহ এইরূপ অন্যান্য প্রাসঙ্গিক ব্যবস্থা থাকিবে, যাহা সংসদ কর্তৃক প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইবে।

দ্বিতীয় ভাগঃ নাগরিকতা

৫। এই শাসনতন্ত্র চালু হইবার সময় যাহারা ভারতীয় রাজ্যসঙ্ঘের অধিবাসী ছিল এবং (ক) যাহাদের ভারতে জন্ম হইয়াছে, (খ) যাহাদের পিতা বা মাতা কেহ ভারতে জন্মিয়াছে, (গ) এই শাসনতন্ত্র চালু হইবার অব্যবহিত পূর্বে যাহারা অন্যূন ৫ বৎসর যাবৎ ভারতে বাস করিয়াছে,—এইরূপ সকল ব্যক্তিই ভারতের নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে।

৬। ৫নং ধারায় যাহাই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তি বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল হইতে ভারতে চলিয়া আসিলে এই শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের সময় তাহাকে ভারতীয় নাগরিক বলিয়া গণ্য করা হইবে, যদি—(ক) সে নিজে, বা তাহার পিতামাতা, কিংবা তাহার পিতামহ ও পিতামহীর মধ্যে কেহ ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনে বর্ণিত ভারতে জন্মিয়া থাকে, (খ) (৵০) যে ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি ১৯৪৮ সালের ১৯শে জুলাই তারিখের পূর্বে ভারতে চলিয়া আসিয়াছে এবং তদবধি নিয়মিতরূপে ভারতেই বাস করিতেছে, অথবা (খ) (৵০) যে ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি ১৯৪৮ সালের ১৯শে জুলাই তারিখে বা তাহার পরে ভারতে আসিয়াছে, সে যদি এই শাসনতন্ত্র চালু হইবার পূর্বে ভারতসরকার কর্তৃক নিযুক্ত পদাধিকারীর বরাবর নির্ধারিত 'ফরমে' বিধিমতে দরখাস্ত করার ফলে তৎকর্তৃক ভারতীয় নাগরিকরূপে রেজেষ্টারীভুক্ত হইয়া থাকে।

এইরূপ ব্যবস্থা থাকে যে, যদি কোন ব্যক্তি দরখাস্ত করার ঠিক পূর্ববর্তী অন্যূন ৬ মাস ভারতীয় এলাকায় বসবাস না করিয়া থাকে, তবে সেই ব্যক্তিকে এইরূপভাবে রেজেষ্টারীভুক্ত করা যাইবে না।

৭। ৫ ও ৬নং ধারায় যাহাই থাকুক না কেন, যে ব্যক্তি ১৯৪৭ সালের ১লা মার্চ তারিখের পরে ভারত হইতে বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলে চলিয়া গিয়াছে, সে ভারতীয় নাগরিক বলিয়া গণ্য হইবে না।

এইরূপ ব্যবস্থা থাকে যে, যদি কোন ব্যক্তি বর্তমানে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলে চলিয়া গিয়া আবার পুনর্বসতি বা স্থায়িভাবে বসবাসের জন্য প্রদত্ত কোন পারমিট-বলে ভারতে চলিয়া আসিয়া থাকে, তবে সেই ব্যক্তির উপর এই ধারার কোন কিছুই প্রযুক্ত হইবে না। পক্ষান্তরে এইরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিই ৬নং ধারার 'খ' দফার উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সালের ১৯শে জুলাই-এর পরে ভারতে চলিয়া আসিয়াছে বলিয়া গণ্য করা হইবে।

৮। ৫নং ধারায় যাহাই থাকুক না কেন, এইরূপ ব্যক্তিবিশেষকে ভারতীয় নাগরিক বলিয়া গণ্য করা হইবে, যে ব্যক্তি স্বয়ং বা যাহার পিতামাতা কিংবা পিতামহ-পিতামহীর মধ্যে কেহ ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইনে বর্ণিত ভারতীয় এলাকায় জন্মিয়াছিল, অথচ উক্ত ব্যক্তি সাধারণতঃ ভারতের বাহিরে বাস করে, সে যথাযথরূপে আবেদন করার ফলে তথাকার কূটনৈতিক বা বাণিজ্যিক প্রতিনিধি যদি তাহাকে ভারতীয় নাগরিকরূপে রেজেষ্টারীভুক্ত করিয়া থাকেন।

৯। যদি কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রের নাগরিকত্ব অর্জন করিয়া থাকে, তবে সে ৫নং ধারার বলে ভারতীয় নাগরিক হইতে পারিবে না, কিংবা ৬নং বা ৮নং ধারা অনুযায়ী ভারতীয় নাগরিক হওয়ার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

তৃতীয় ভাগ ঃ মৌলিক অধিকারসমূহ

(১) সমতার অধিকার

১৪। রাষ্ট্র কাহাকেও আইনের কাছে সমতার অধিকার বা সমান সুবিধা-ভোগের অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবে না।

১৫। (১) ধর্ম, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ বা জন্মস্থানকে হেতু-রূপে ধরিয়া রাষ্ট্র কোন ব্যক্তির প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করিবে না। (২) কোন ব্যক্তি তাহার ধর্ম, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ বা জন্মস্থানের কারণবশতঃ নিম্নে বর্ণিত বিষয়গুলি সম্পর্কে কোনরূপ অক্ষমতা বা বাধার সম্মুখীন হইবে না : (ক) দোকান, সাধারণ ভোজনাগার ও সাধারণ আমোদ-প্রমোদের স্থানসমূহে প্রবেশের অধিকার ; অথবা (খ) সম্পূর্ণতঃ বা অংশতঃ রাষ্ট্রের অর্থে সংরক্ষিত এবং সর্বসাধারণের ব্যবহারে উৎসর্গিত কূপ, পুষ্করিণী, স্নানের ঘাট, রাস্তা ও সাধারণের আশ্রয়স্থলসমূহে প্রবেশের অধিকার। (৩) রাষ্ট্র কর্তৃক নারী বা শিশুদের কল্যাণে কোন বিশেষ ব্যবস্থা করার পক্ষে এই ধারা প্রতিবন্ধক হইবে না।

১৬। (১) সকল নাগরিকের পক্ষেই রাষ্ট্রের অধীনে কোন চাকুরি বা নিয়োগের ক্ষেত্রে সমান সুবিধা থাকিবে। (২) ধর্ম, জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, জন্ম, জন্মস্থান বা বাসস্থানের কারণবশতঃ রাষ্ট্রের অধীনে কোন চাকুরি বা নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন ব্যক্তি অনুপযুক্ত হইবে না বা তাহার প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করা হইবে না। (৩) প্রথম তপশীলে বর্ণিত কোন রাজ্যে বা তদন্তর্গত কোন স্থানীয় বা অপর কর্তৃপক্ষের অধীন কোন এক শ্রেণীর বা একাধিক শ্রেণীর চাকুরিতে ও নিয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট রাজ্যে বসবাসের আবশ্যকতা সম্পর্কে সংসদ কর্তৃক আইন-রচনায় এই ধারার কোন কিছু অন্তরায় হইবে না। (৪) রাষ্ট্র যদি মনে করে যে, কোন অনুন্নত শ্রেণীর নাগরিক রাষ্ট্রাধীন চাকুরিতে উপযুক্ত সংখ্যায় বহাল নাই, তবে তাহাদের জন্য রাষ্ট্র চাকুরি-সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিলে, সেই ক্ষেত্রে এই ধারার কোন কিছু তাহার অন্তরায় হইবে না। (৫) কোন আইনে যদি এইরূপ ব্যবস্থা থাকে যে, কোন ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী বা পরিচালক-সমিতির সভ্য বিশেষ কোন ধর্মাবলম্বী হইবে, তবে তাহা কার্যকরী করার পক্ষে এই ধারার কোন কিছু প্রতিবন্ধক হইবে না।

১৭। অস্পৃশ্যতার বিলোপ করা হইল এবং কোনভাবে ইহার প্রতিপালন নিষিদ্ধ। অস্পৃশ্যতা-হেতু কোন অযোগ্যতা বজায় রাখিলে, তাহা আইনতঃ দণ্ডনীয় অপরাধ হইবে।

১৮। (১) সামরিক বা বিদ্যাবত্তার সম্মানবোধক নহে—এরূপ কোন উপাধি রাষ্ট্র দান করিতে পারিবে না। (২) কোন ভারতীয় নাগরিক কোন বৈদেশিক রাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত উপাধি গ্রহণ করিবে না।

(২) স্বাধীনতার অধিকার

১৯। (১) প্রত্যেক নাগরিকের নিম্নোক্ত অধিকার থাকিবে: (ক) বাক্য ও ভাব প্রকাশের স্বাধীনতা, (খ) নিরস্ত্র ও শান্তিপূর্ণভাবে মিলিত হইবার অধিকার, (গ) কোন সমিতি বা মণ্ডল-গঠন, (ঘ) ভারতের সকল অঞ্চলে স্বাধীন-ভাবে চলাফেরা, (ঙ) ভারতের যে-কোন অংশে বাস করা, (চ) সম্পত্তি-অর্জন বা রক্ষণ বা বিক্রয়, (ছ) যে-কোন পেশা-গ্রহণ বা বৃত্তি ও ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালন। (২) মিথ্যা অপবাদ, মানহানি বা আদালত-অবমাননা, অথবা যাহা শালীনতা ও নীতিবোধের পরিপন্থী, কিংবা যাহা রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ক্ষুণ্ন করে—এইরূপ বিষয় সম্পর্কে চালু কোন আইনের প্রয়োগ বা নূতন আইন প্রণয়নে ১ম দফার 'ক' উপদফায় কোন কিছু প্রতিবন্ধক হইতে পারিবে না।

(৩) ১ম দফার 'খ' উপদফায় যে-সকল অধিকার প্রদত্ত হইয়াছে, জনস্বার্থের খাতিরে তাহার উপর যুক্তিসঙ্গত বাধানিষেধ আরোপ করিয়া কোন চালু আইন-প্রয়োগ করিলে বা নূতন আইন-প্রণয়ন করিলে উক্ত দফার উক্ত উপদফায় বর্ণিত কোন কিছু বাধা সৃষ্টি করিবে না। (৪) ১ম দফার 'গ' উপদফায় বর্ণিত অধিকার সাধারণের স্বার্থে যুক্তিসঙ্গতভাবে নিয়ন্ত্রণ করিয়া কোন চালু আইন প্রয়োগ করিতে বা নূতন আইন প্রণয়ন করিতে চাহিলে উক্ত দফার আলোচ্য উপদফায় বর্ণিত কোন কিছু অন্তরায় হইবে না। (৫) জনসাধারণের বা তপশীলভুক্ত কোন উপজাতির (Tribe) স্বার্থে ১ম দফার 'ঘ' 'ঙ' ও 'চ' উপদফায় প্রদত্ত অধিকার সঙ্গতভাবে নিয়ন্ত্রণ করিয়া কোন বর্তমান আইন প্রয়োগ বা নূতন আইন প্রণয়ন করিতে চাহিলে উক্ত উপদফাসমূহের কোন কিছু প্রতিবন্ধক হইতে পারিবে না। (৬) ১ম দফার 'ছ' উপদফায় প্রদত্ত অধিকার জনস্বার্থের জন্য সঙ্গতভাবে নিয়ন্ত্রণ করিয়া কোন বর্তমান আইন প্রয়োগে বা নূতন আইন প্রণয়নে উক্ত উপদফার কোন কিছু বাধা দিতে পারিবে না, বিশেষতঃ কোন পেশা, বৃত্তি ও ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনের জন্য বিশেষ ধরনের পেশাগত বা শিল্পগত গুণ নির্ধারণ করিয়া কোন বর্তমান আইনের প্রয়োগ বা নূতন আইন প্রণয়ন করিতে চাহিলে উক্ত উপদফার কোন কিছু বাধা সৃষ্টি করিতে পারিবে না।

২০। (১) প্রচলিত আইন লঙ্ঘন না করিলে কোন ব্যক্তিকেই অভিযুক্ত করা যাইবে না এবং কোন অপরাধ করার সময়ে প্রচলিত আইন-অনুমোদিত দণ্ড অপেক্ষা অধিক দণ্ড দেওয়া যাইবে না। (২) একই অপরাধের জন্য কোন ব্যক্তি একাধিকবার অভিযুক্ত ও দণ্ডপ্রাপ্ত হইবে না। (২) কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে তাহার নিজের বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদানে বাধ্য করা যাইবে না।

২১। আইনতঃ সিদ্ধ কোন ব্যবস্থা ব্যতীত কোন ব্যক্তির প্রাণ বা স্বাধীনতা হরণ করা যাইবে না।

২২। (১) যথাসম্ভব শীঘ্র আটকের কারণ না জানাইয়া কোন ধৃত ব্যক্তিকে আটক রাখা যাইবে না, অথবা তাহার ইচ্ছামত কোন আইনজ্ঞের পরামর্শ গ্রহণ বা তদ্দ্বারা আত্মপক্ষ-সমর্থনের অধিকার হইতে তাহাকে বঞ্চিত করা যাইবে না। (২) প্রত্যেক ধৃত ব্যক্তিকে ঘটনাস্থল হইতে ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত পর্যন্ত যাতায়াতের সময় বাদ দিয়া ২৪ ঘণ্টার মধ্যে নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে হাজির করিতে হইবে এবং উক্ত সময়ের পরে একমাত্র ম্যাজিস্ট্রেটের আদেশ ব্যতীত এইরূপ ব্যক্তিকে আটক রাখা যাইবে না। (৩) ১ ও ২নং দফার কোন কিছু নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের সম্পর্কে প্রযুক্ত হইবে না: (ক) যে বর্তমানে

শত্রু-রাষ্ট্রের লোক, (খ) যে আইনে অপরাধ-নিবারণকল্পে আটকের ব্যবস্থা আছে, এরূপ আইনবলে ধৃত অথবা আটক ব্যক্তি। (৪) কোন অপরাধ-নিবারক আইনের বলে নিম্নলিখিত শর্ত পালন না করিয়া কোন ব্যক্তিকে ৩ মাসের অধিক আটক রাখা যাইবে না: (ক) বর্তমানে হাইকোর্টের বিচারপতি আছেন বা একদা ছিলেন, কিংবা তাহা হইবার যোগ্যতাসম্পন্ন—এইরূপ ব্যক্তিদিগের দ্বারা গঠিত একটি উপদেষ্টামণ্ডলী (Advisory Board) উক্ত ৩ মাস সময় উত্তীর্ণ হইবার পূর্বেই এরূপ আটক অনুমোদন করিয়া রিপোর্ট দিবেন। ব্যবস্থা থাকে যে, সংসদ কর্তৃক ৭নং দফার 'খ' উপদফা অনুযায়ী রচিত আইন বলে নির্ধারিত দীর্ঘতম সময়ের পরে কোনও ব্যক্তিকে আটক রাখা যাইবে না; আলোচ্য উপদফা ঐরূপ আটক অনুমোদন করিবে না; অথবা (খ) কোন ব্যক্তিকে ৭নং দফার 'ক' ও 'খ' উপদফা অনুযায়ী সংসদ কর্তৃক রচিত আইনের ব্যবস্থা অনুসারে আটক করা হইয়া থাকে। (৫) যদি কোন ব্যক্তিকে অপরাধ-নিরোধক আটক আইন অনুযায়ী আদেশের বলে আটক রাখা হয়, তাহা হইলে যথাসম্ভব সত্বর, যে যুক্তিসমূহের বলে উক্ত আদেশ দান করা হইয়াছে, তাহা তাহাকে জানাইতে হইবে এবং উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে যত শীঘ্র সম্ভব তাহাকে আপত্তি জ্ঞাপন করিবার সুযোগ দিতে হইবে। (৬) ৫নং দফার কোন কিছু এমন কোন তথ্য প্রকাশের জন্য আদেশ দিতে কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করিবে না, যাহা জনস্বার্থের বিরোধী। (৭) সংসদ আইন করিয়া নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে আদেশ দিতে পারিবে: (ক) কোন কোন অবস্থায় ও ক্ষেত্রে উপদেষ্টামণ্ডলীর সুপারিশ ব্যতীতই ৩ মাসের জন্য কোন ব্যক্তিকে আটক রাখা যাইবে, (খ) অপরাধ-নিরোধক আটকের ব্যবস্থাযুক্ত কোন আইনবলে কোন ব্যক্তিকে আটকের দীর্ঘতম মেয়াদের নির্দেশ, (গ) উপদেষ্টামণ্ডলী ৪নং দফার 'ক' উপদফা অনুযায়ী কি পদ্ধতিতে অনুসন্ধান কার্য চালাইবেন।

(৩) শোষণ হইতে মুক্তি

২৩। (১) নরনারী ক্রয়বিক্রয়, বেগার-প্রথা ও অন্যান্য বাধ্যতামূলক শ্রম নিষিদ্ধ হইল এবং এই ব্যবস্থার লঙ্ঘন আইন অনুসারে দণ্ডনীয় হইবে। (২) রাষ্ট্র জনসাধারণের স্বার্থে ধর্ম, জাতি, বর্ণ ও শ্রেণীর কোন বিভেদ না করিয়া বাধ্যতামূলক শ্রম প্রবর্তন করিতে পারিবে।

২৪। ১৪ বৎসরের নিম্নবয়স্ক কোন কিশোর-কিশোরীকে কারখানা, খনি বা অন্যবিধ কোন বিপজ্জনক কার্যে নিয়োগ করা যাইবে না।

(৪) ধর্মগত স্বাধীনতার অধিকার

২৫। (১) সাধারণ শৃঙ্খলা, নৈতিক বোধ, স্বাস্থ্যবিধি এবং এই ভাগে বর্ণিত অন্যান্য ব্যবস্থা সাপেক্ষে সকলেরই বিবেকের স্বাধীনতা, ধর্মাচরণ ও প্রচারের অধিকার থাকিবে। (২) (ক ও খ) ইহা সত্ত্বেও আর্থিক, রাজনৈতিক বা অন্য কোন ধর্মনিরপেক্ষ বিষয় ধর্মাচরণের সহিত সংশ্লিষ্ট করিলে তাহা নিয়ন্ত্রণের এবং সমাজকল্যাণ ও সংস্কারমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তনের অথবা হিন্দুদের সাধারণ ধর্ম-মন্দিরগুলি সর্বশ্রেণীর হিন্দুর জন্য উন্মুক্ত করার অধিকার রাষ্ট্রের থাকিবে।

ব্যাখ্যা (১ ও ২)। কৃপাণধারণ ও বহন শিখধর্মের অঙ্গবিশেষ; 'হিন্দু' শব্দটির উল্লেখ দ্বারা শিখ, জৈন ও বৌদ্ধকেও বুঝাইবে এবং হিন্দুধর্ম প্রতিষ্ঠান বলিলে ঐ মর্মেই অর্থ করিতে হইবে।

২৬। (ক, খ ও গ)। সাধারণ শৃঙ্খলা, নৈতিক বোধ ও স্বাস্থ্যবিধি সাপেক্ষে প্রত্যেক ধর্মসম্প্রদায়ের ধর্মগত ও দাতব্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন ও রীতিনীতি পরিচালনার অধিকার থাকিবে। তাহার নিজ ধর্মসম্পর্কিত রীতিনীতি সম্পাদন, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির স্বত্ব-স্বামিত্ব অর্জন এবং আইনমতে তাহা পরিচালনার অধিকারও তাহার থাকিবে।

২৭। কোন বিশেষ ধর্ম প্রসারের ব্যয়নির্বাহার্থ সংগৃহীত হইয়া থাকে, এইরূপ চাঁদাদানে কোন ব্যক্তিকে বাধ্য করা চলিবে না।

২৮। (১) রাষ্ট্রের অর্থে পরিচালিত কোন শিক্ষালয়ে ধর্ম সম্পর্কে কোন উপদেশ দেওয়া চলিবে না। (২) ধর্মশিক্ষার জন্য কোন দান বা ট্রাস্টের ফলে প্রতিষ্ঠিত কোন শিক্ষালয় রাষ্ট্রপরিচালিত হইলেও তাহাতে ধর্মশিক্ষা দেওয়া চলিবে। (৩) অভিভাবক (নাবালকের ক্ষেত্রে) সম্মতি না দিলে, রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও রাষ্ট্রের সাহায্যপ্রাপ্ত কোন শিক্ষালয়ে কাহাকেও ধর্মাচরণে বাধ্য করা হইবে না।

(৫) সংস্কৃতি ও শিক্ষার অধিকার

২৯। (১) ভারতীয় নাগরিকদের মধ্যে যদি শ্রেণীবিশেষের কোন নিজস্ব বিশিষ্ট ভাষা, লিপি বা সংস্কৃতি থাকে, তবে তাহা রক্ষা করার অধিকার তাহাদের থাকিবে। (২) ধর্ম, জাতি, বর্ণ বা ভাষার হেতু কোন নাগরিক রাষ্ট্রপরিচালিত বা রাষ্ট্রের সাহায্যপ্রাপ্ত কোন শিক্ষালয়ে বিদ্যালাভে বঞ্চিত হইবে না।

৩০। (১) ধর্ম বা ভাষার ভিত্তিতে গঠিত সকল সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের তাহাদের ইচ্ছানুযায়ী শিক্ষালয় স্থাপন ও পরিচালনের অধিকার থাকিবে।

(২) ধর্মের ভিত্তিতেই হউক, অথবা ভাষার ভিত্তিতেই হউক, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় কর্তৃক পরিচালিত বলিয়াই, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি সাহায্য মঞ্জুর করার ব্যাপারে রাষ্ট্র কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করিবে না।

(৬) সম্পত্তির অধিকার

৩১। (১) আইনের ক্ষমতা ব্যতীত কাহাকেও তাহার সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করা হইবে না। (২) কোন আইনে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা, ক্ষতিপূরণেব পরিমাণ ও পদ্ধতি সম্বন্ধে নির্দেশ না থাকিলে উক্ত আইনের বলে কোন স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি বা কোন বাণিজ্য ও শিল্পপ্রতিষ্ঠান জনসাধারণের কার্যে অধিকার করা যাইবে না। (৩) কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডল কর্তৃক ২নং দফায় উল্লিখিত কোন আইন প্রণীত হইলে, তাহা রাষ্ট্রপতির বিবেচনার জন্য রাখা হইবে, তাঁহার অনুমোদন ব্যতীত কার্যকরী হইবে না।

(৭) শাসনতান্ত্রিক প্রতিবিধান লাভের অধিকার

৩২। (১) এই ভাগে প্রদত্ত অধিকারসমূহ কার্যকরী করার জন্য যথাবিহিত উপায়ে সর্বোচ্চ বিচারালয়ের (Supreme Court) শরণাপন্ন হওয়ার অধিকার সম্পর্কে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল। (২) এইভাগে যে-সমস্ত অধিকার প্রদত্ত হইল, তাহা কার্যকরী করার জন্য সর্বোচ্চ বিচারালয় যথাযোগ্যভাবে সকল আদেশ, নিষেধাজ্ঞা বা লেখ জারী করিতে পারিবে।

৩৩। সৈন্যবাহিনী বা শৃঙ্খলারক্ষার্থ নিযুক্ত বাহিনীর লোকেরা যাহাতে যথাযথভাবে কর্তব্য সম্পাদন বা শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে পারে, তদুদ্দেশ্যে এই ভাগে বর্ণিত অধিকারসমূহ তাহাদের সম্পর্কে কতদূর সঙ্কুচিত বা বাতিল করা হইবে, তাহা সংসদ আইন করিয়া স্থির করিবে।

৩৪। এই ভাগের পূর্ববর্তী ব্যবস্থাসমূহ যাহাই থাকুক না কেন, সংসদ আইন করিয়া কেন্দ্রের বা কোন রাজ্যের কর্মে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে, ভারতের কোন স্থানে সামরিক আইন বলবৎ থাকাকালে শৃঙ্খলা রক্ষার্থ তৎকর্তৃক অনুষ্ঠিত কোন কার্যের জন্য দণ্ড হইতে অব্যাহতি দিতে পারে বা অনুরূপ অঞ্চলে সামরিক বিধি অনুযায়ী প্রদত্ত কোন দণ্ডাদেশ, শাস্তি বাজেয়াপ্ত-করণের আদেশ বা অন্য কোন কার্য বৈধ বলিয়া অনুমোদন করিতে পারে।

(৮) রাষ্ট্রপরিচালনার মূলনীতি (চতুর্থভাগ)

৩৭। এই ভাগের অন্তর্ভুক্ত ব্যবস্থাবলী কোন বিচারালয় কর্তৃক

প্রযুক্ত হইবে না সত্য, কিন্তু উহাদের অন্তর্নিহিত নীতিগুলিকে দেশ শাসন ও আইন রচনার ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হইবে।

৩৮। রাষ্ট্র এমন একটি সমাজব্যবস্থা সৃষ্টি করিয়া জনসাধারণের কল্যাণ-সাধনের চেষ্টা করিবে, যাহাতে সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার জাতীয় জীবনের সকল প্রতিষ্ঠানকে অনুপ্রাণিত করে।

৩৯। রাষ্ট্র বিশেষভাবে নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যসমূহের জন্য তাহার নীতি পরিচালন করিবে: (ক) নারীপুরুষনির্বিশেষে সকল নাগরিকেরই জীবিকার্জনের অধিকার থাকিবে; (খ) জাতির বাস্তব সম্পদের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা এইরূপ ভাবে বণ্টিত হইবে, যাহাতে সাধারণের সর্বাধিক কল্যাণ সাধিত হয়; (গ) অর্থনৈতিক ব্যবস্থা-পরিচালনার ফলে যেন সাধারণের ক্ষতি করিয়া ধন ও উৎপাদন-পন্থা কোথাও কেন্দ্রীভূত না হয়; (ঘ) নারীপুরুষনির্বিশেষে সমান কাজের জন্য সমান মজুরী পাইবার অধিকার থাকিবে; (ঙ) নারী ও পুরুষ-শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও শক্তির এবং বালকবালিকাদের অপরিণত বয়সের অসদ্ব্যবহার করা চলিবে না এবং নাগরিকগণ যেন অভাবের তাড়নায় তাহাদের বয়স ও শক্তির প্রতিকূল কোন কার্য করিতে বাধ্য না হয়; (চ) কৈশোর ও যৌবনকে শোষণ এবং নৈতিক ও বাস্তব অধঃপতনের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইবে।

৪০। গ্রাম্য পঞ্চায়েতসমূহ গঠন করিয়া তাহাদিগকে এরূপ ক্ষমতা প্রদান করিতে হইবে, যেন তাহারা স্বায়ত্তশাসনের অঙ্গস্বরূপ কার্য করিতে পারে।

৪১। রাজ্য আপন আথিক সামর্থ্য অনুযায়ী এরূপ ব্যবস্থা করিবে, যাহাতে সকলেই কার্যের ও শিক্ষালাভের অধিকার লাভ করে একং কর্মহীনতা, বার্ধক্য, পীড়া, আসামর্থ্য ও অন্যান্য অবাঞ্ছিত অভাবের ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য দানের ব্যবস্থা করিবে।

৪২। কর্ম সম্পাদনের পরিবেশ যাহাতে ন্যায়সঙ্গত ও মানবোচিত হয় এবং প্রসূতিকে সাহায্য দান করা হয়, রাজ্যে তাহার ব্যবস্থা করিবে।

৪৩। শ্রমিকের কর্ম, মজুরি ও অন্যান্য সুখসুবিধা রক্ষার্থে ব্যবস্থা অবলম্বনের বিষয় এই ধারায় বর্ণিত হইয়াছে।

৪৪। ভারতে সর্বত্র নাগরিকগণ যাহাতে একই প্রকার শাসনবিধি লাভ করে, রাষ্ট্র তাহার জন্য চেষ্টা করিবে।

৪৫। এই শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের ১০ বৎসরের মধ্যে রাষ্ট্র ১৪ বৎসর বয়স্ক সকল বালকবালিকাকে অবৈতনিক শিক্ষাদানের চেষ্টা করিবে।

৪৬। রাষ্ট্র জনগণের অপেক্ষাকৃত তুর্বল শ্রেণীসমূহের, বিশেষতঃ তপশীলভুক্ত জাতি ও আদিবাসীসমূহের শিক্ষা ও অর্থনৈতিক স্বার্থ বিশেষ যত্নসহকারে রক্ষা করিবে এবং তাহাদিগকে সকল শোষণ ও সামাজিক অবিচার হইতে রক্ষা করিবে।

৪৭। রাষ্ট্র তাহার নাগরিকগণের পুষ্টি ও জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও জনস্বাস্থ্যের উন্নতিবিধানকে প্রাথমিক কর্তব্যরূপে জ্ঞান করিবে এবং বিশেষতঃ ক্ষতিকর মাদক পানীয়, চিকিৎসার ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য ক্ষেত্রে, নিষিদ্ধ করার চেষ্টা করিবে।

৪৮। রাষ্ট্র কৃষক ও পশুপালক শ্রেণীকে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রথায় সংগঠিত করিবার চেষ্টা করিবে এবং বিশেষতঃ উন্নত শ্রেণীর পশুশাবক সৃষ্টি ও সংরক্ষণ এবং গো, গোবৎস ও অন্যান্য তুগ্ধবতী ও শকটবাহী পশুহত্যা নিবারণে চেষ্টা করিবে।

৪৯। সংসদ শিল্পকুশলতার নিদর্শনস্বরূপ যে সকল বস্তুকে ও ইতিহাস প্রসিদ্ধ স্মৃতিস্তম্ভ, স্থান বা জিনিসকে আইনের দ্বারা জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া ঘোষণা করিবে, সেগুলিকে ক্ষতি, বিকৃতি ও ধ্বংসের হাত হইতে রক্ষা করা এবং উহাদের স্থানান্তর বা বিদেশে প্রেরণ বন্ধ করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব।

৫০। সরকারী চাকুরির ক্ষেত্রে রাষ্ট্র বিচার-বিভাগকে শাসন-বিভাগ হইতে পৃথক্ করার ব্যবস্থা করিবে।

৫১। রাষ্ট্র নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে যত্নবান হইবে: (ক) আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা; (খ) রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত ও সম্মানজনক সম্বন্ধ বজায় রাখা; (গ) সুসংহত জাতিসমূহের সঙ্গে পারস্পরিক ব্যবহারে আন্তর্জাতিক আইন এবং সন্ধি ও চুক্তির বাধ্যতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন; (ঘ) মধ্যস্থতার সাহায্যে আন্তর্জাতিক বিরোধ-মীমাংসায় উৎসাহদান।

রাজ্যসঙ্ঘ (পঞ্চম ভাগ)

১ম পরিচ্ছেদ—শাসন বিভাগ

৫২। ভারতের একজন রাষ্ট্রপতি (President) থাকিবেন।

৫৩। (১) রাজ্যসঙ্ঘের শাসনক্ষমতা রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং তিনি স্বয়ং বা তাঁহার অধীন পদাধিকারিগণের (Officers) মারফত এই শাসনতন্ত্র অনুযায়ী উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন। (২) পূর্ববর্তী ব্যবস্থার সাধারণ নীতি ক্ষুণ্ন না করিয়া দেশরক্ষা বাহিনীর সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব

(Supreme Command) রাষ্ট্রপতির উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং তাহার প্রয়োগ আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে। (৩) কোন রাজ্যের সরকারের উপর প্রদত্ত ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির নিকট হস্তান্তর করা বা বিধিদ্বারা রাষ্ট্রপতি ব্যতীত অপর কোন অধিকারীর (authority) হাতে ক্ষমতা অর্পণে সংসদকে বাধাদান করা এই অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য নহে।

৫৪। (ক) (খ) সংসদের উভয় সভার (House) নির্বাচিত সদস্যগণ ও বিভিন্ন রাজ্যের বিধান-সভার নির্বাচিত সদস্যদের লইয়া গঠিত নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইবেন।

৫৬। (১—ক, খ, গ) (২) কার্যারম্ভের তারিখ হইতে রাষ্ট্রপতি ৫ বৎসর কাল তাঁহার পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন। তিনি স্বীয় হস্তাক্ষরে লিখিতভাবে উপরাষ্ট্রপতিকে জানাইয়া তাঁহার পদ ত্যাগ করিতে পারেন; রাষ্ট্রপতিকে শাসনতন্ত্র অমান্য করার জন্য অভিযুক্ত করা যাইতে পারে এবং ৬১নং ধারায় বর্ণিত উপায়ে তাঁহাকে তাঁহার পদ হইতে অপসারিত করা যাইবে; রাষ্ট্রপতি তাঁহার কার্যকাল শেষ হইলেও তাঁহার স্থলাভিষিক্ত পরবর্তী রাষ্ট্রপতি কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত নিজ পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন। উপরাষ্ট্রপতির উদ্দেশ্যে লিখিত পদত্যাগপত্রের বিষয় অবিলম্বে তিনি লোক-সভার অধ্যক্ষের (Speaker) গোচরীভূত করিবেন।

৫৭। যে ব্যক্তি একবার রাষ্ট্রপতি হইয়াছেন, তিনি এই শাসনতন্ত্রের অন্যান্য শর্তসাপেক্ষে উক্ত পদে পুনরায় নির্বাচিত হইতে পারিবেন।

৫৮। (১—ক, খ, গ) (২) যে ব্যক্তি ভারতীয় নাগরিক নহেন, যাঁহার বয়স অন্যূন ৩৫ বৎসর নহে বা যিনি লোকসভার সদস্যরূপে নির্বাচনের যোগ্য নহেন, তিনি রাষ্ট্রপতিপদে নির্বাচনের অযোগ্য বলিয়া গণ্য হইবেন। যে ব্যক্তি ভারত সরকার বা কোন রাজ্যের সরকারের অধীনে কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত আছেন, তিনি রাষ্ট্রপতিপদে নির্বাচনের যোগ্য হইবেন না।

৫৯। (১) (২) (৩) রাষ্ট্রপতি সংসদের কোন সভার বা কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডলের কোন সভার সদস্য থাকিতে পারিবেন না। যদি অনুরূপ কোন সদস্যপদে রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন, তবে তিনি রাষ্ট্রপতির পদ গ্রহণের তারিখে উক্ত সদস্যপদ ত্যাগ করিয়াছেন বলিয়া বিবেচিত হইবে। তিনি কোন লাভজনক পদ গ্রহণ করিবেন না।

৬১। (১) রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে শাসনতন্ত্র লঙ্ঘনের অভিযোগ সংসদের যে-কোন সভায় উত্থাপন করা যাইবে। (২—ক, খ) এইরূপ অভিযোগ করিতে হইলে প্রস্তাব উত্থাপনের অন্ততঃ ১৪ দিন পূর্বে লিখিত নোটিশ দিতে হইবে

এবং উক্ত নোটিশে সভার অন্ততঃ এক-চতুর্থাংশ সদস্য প্রস্তাবের পক্ষে মত দিয়া স্বাক্ষর করিবেন। অনুরূপ প্রস্তাব সভার মোট সদস্য-সংখ্যার অন্ততঃ দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের ভোটে গৃহীত হওয়া চাই। (৩) যখন সংসদের কোন একটি সভায় উক্ত অভিযোগ উত্থাপিত হইবে, তখন অপর সভা তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবে এবং রাষ্ট্রপতি বা তাঁহার প্রতিনিধি ঐ অনুসন্ধানের সময় উপস্থিত থাকিতে পারিবেন। (৪) যদি অনুসন্ধানের ফলে সভার দুই-তৃতীয়াংশ সদস্য কর্তৃক অভিযোগ প্রমাণিত হইয়াছে বলিয়া সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তবে ঐ সিদ্ধান্ত গ্রহণের তারিখ হইতে রাষ্ট্রপতি অপসারিত হইলেন বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৬৩। ভারতের একজন উপরাষ্ট্রপতি থাকিবেন।

৬৪। উপরাষ্ট্রপতি পদাধিকারবলে রাজ্যসভার (Council of States) সভাপতি হইবেন এবং তিনি অপর কোন লাভজনক পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন না। যে সময়ে তিনি রাষ্ট্রপতির কার্য করিবেন, সে সময় তিনি রাজ্যসভার সভাপতি থাকিবেন না এবং উক্ত সভাপতির প্রাপ্য বেতন, ভাতা ইত্যাদি ভোগ করিতে পারিবেন না।

৬৬। (১) উপরাষ্ট্রপতি সংসদের উভয় সভার সদস্যগণের সম্মিলিত অধিবেশনে আনুপাতিক প্রতিনিধিত্ব-রীতি অনুসারে একক সংক্রমণীয় ভোটের সাহায্যে নির্বাচিত হইবেন। (২) উপরাষ্ট্রপতি সংসদের বা কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডলের কোন সভার সদস্য থাকিতে পারিবেন না। অনুরূপ সদস্য উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হইলে কার্যভার গ্রহণের সময় উক্ত সদস্যপদ পরিত্যক্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। (৩—ক, খ, গ) ভারতীয় নাগরিক ও অন্যূন ৩৫ বৎসর বয়স্ক না হইলে বা রাজ্যসভার সদস্য নির্বাচিত হইবার যোগ্যতাসম্পন্ন না হইলে, কোন ব্যক্তি উপরাষ্ট্রপতিপদে নির্বাচনের যোগ্য হইবেন না। (৪) যে ব্যক্তি ভারত সরকার বা কোন রাজ্যের সরকারের অধীনে কোন লাভজনক কার্যে নিযুক্ত আছেন, তিনি উপরাষ্ট্রপতিপদে নির্বাচনের অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবেন।

৬৭। (ক) (খ) (গ) উপরাষ্ট্রপতি ৫ বৎসর স্বপদে বহাল থাকিবেন। তিনি রাষ্ট্রপতিকে স্বহস্তে লিখিয়া পদত্যাগ করিতে পারিবেন। রাজ্যসভার তৎকালীন সকল সদস্যের বেশীর ভাগ সদস্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে এবং লোকসভা তাহা অনুমোদন করিলে, উপরাষ্ট্রপতিকে তাঁহার পদ হইতে অপসারিত করা যাইবে। কিন্তু এ সম্বন্ধে কোন প্রস্তাব উত্থাপন করিতে হইলে ১৪ দিনের নোটিশ দিতে হইবে।

৭১। (১) (২) (৩) রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের সম্পর্কে সকল সন্দেহ ও বিতর্ক সম্পর্কে সর্বোচ্চ বিচারালয় অনুসন্ধান ও মীমাংসা করিবে। উক্ত বিচারালয়ের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। যদি রাষ্ট্রপতি বা উপরাষ্ট্রপতিপদে কোন ব্যক্তির নির্বাচন নাকচ করা হয়, তবে নাকচ করিবার পূর্বে তাঁহার দ্বারা অনুষ্ঠিত কার্যাবলী বাতিল হইবে না।

মন্ত্রিপরিষদ

৭৪। (১) রাষ্ট্রপতিকে তাঁহার কর্তব্য সম্পাদনে সাহায্য করিবার জন্য একটি মন্ত্রিপরিষদ থাকিবে এবং প্রধানমন্ত্রী তাহার নেতা থাকিবেন। (২) মন্ত্রিগণ রাষ্ট্রপতিকে কোন পরামর্শ দিয়াছেন কিনা এবং কিরূপ পরামর্শ দিয়াছেন, তৎসম্পর্কে আদালতে কোন প্রশ্ন করা চলিবে না।

৭৫। (১) রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ করিবেন এবং প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শানুযায়ী অন্যান্য মন্ত্রীকে নিয়োগ করিবেন। (২) রাষ্ট্রপতির আস্থা বিদ্যমান থাকা পর্যন্ত মন্ত্রিগণ স্বপদে বহাল থাকিবেন। (৩) মন্ত্রিপরিষদ যৌথভাবে লোকসভার নিকট দায়ী থাকিবেন। (৪) কার্যভার গ্রহণের পূর্বে মন্ত্রিগণ রাষ্ট্রপতির পরিচালনায় নিজ নিজ কার্যের ও মন্ত্রগুপ্তির শপথ গ্রহণ করিবেন। শপথের খসড়া ৩য় তপশীলে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। (৫) কোন সময়ে কোন মন্ত্রী যদি একাদিক্রমে ৬ মাস সংসদের কোন সভারই সদস্য না থাকেন, তবে উক্ত ৬ মাস অতীত হইলে তিনি মন্ত্রী থাকিবেন না।

সরকারী কার্য পরিচালন

৭৭। (১) ভারত সরকারের শাসন বিভাগের সকল কার্য রাষ্ট্রপতির নামে সম্পাদিত হইবে। (২) রাষ্ট্রপতির নামে যে সমস্ত আদেশ ও নির্দেশনামা জারী ও কার্যকরী করা হয়, তাহা তৎকর্তৃক নির্ধারিত নিয়মে তাঁহার দ্বারা প্রামাণ্য করাইয়া লইতে হইবে এবং ঐরূপ কোন আদেশ বা নির্দেশনামা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রদত্ত নহে—এই যুক্তিতে তৎসম্বন্ধে বৈধতার প্রশ্ন উত্থাপন করা চলিবে না। (৩) ভারত সরকারের কার্য সুবিধাজনকভাবে সম্পাদনের জন্য এবং উক্ত কার্য মন্ত্রিগণের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবার জন্য রাষ্ট্রপতিকে নিয়মাবলী রচনা করিতে হইবে।

৭৮। প্রধানমন্ত্রীর কর্তব্য হইবে: (ক) রাজ্যসঙ্ঘের কার্য পরিচালনা ও আইন প্রণয়নের প্রস্তাব সম্পর্কে মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত রাষ্ট্রপতিকে জানান, (খ) কার্য পরিচালনা ও আইন প্রণয়নের প্রস্তাব সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি যে সকল তথ্য

তলব করিবেন, সেগুলি সরবরাহ করা; (গ) রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রয়োজনবোধে এরূপ কোন বিষয় মন্ত্রিপরিষদে উপস্থাপিত করা, সে সম্পর্কে জনৈক মন্ত্রী সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কিন্তু পরিষদে তাহা বিবেচিত হয় নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদঃ সংসদ (Parliament)

৭৯। ভারতীয় রাজ্যসঙ্ঘের একটি সংসদ থাকিবে; তাহা রাষ্ট্রপতি এবং লোকসভা (House of the People) ও রাজ্যসভা (Council of States) নামক দুইটি সভা লইয়া গঠিত হইবে।

৮০। (১) রাজ্যসভা এইভাবে গঠিত হইবেঃ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ১২ জন সদস্য মনোনীত হইবেন এবং বিভিন্ন রাজ্যের অনধিক ২৩৮ জন প্রতিনিধি থাকিবেন। রাষ্ট্রপতি-মনোনীত সদস্যগণের সাহিত্য, বিজ্ঞান, কলা ও সমাজ-সেবা বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান ও বাস্তব অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে।

৮১। লোকসভায় অনধিক ৫০০ সদস্য থাকিবেন এবং তাঁহারা রাজ্য-সমূহের ভোটদাতাদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হইবেন। এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রকে বিভিন্ন আঞ্চলিক নির্বাচন কেন্দ্রে বিভক্ত ও গঠিত করিতে হইবে এবং অনুরূপ প্রত্যেক কেন্দ্রের জন্য সদস্য সংখ্যা এমনভাবে বণ্টন করা হইবে, যেন প্রতি ৭½ লক্ষ জনসংখ্যা পিছু অন্যূন একজন এবং প্রতি ৫ লক্ষ জনসংখ্যা পিছু অনধিক একজন করিয়া সদস্য থাকেন।*

৮৩। (১) রাজ্যসভা ভাঙ্গিয়া দেওয়া যাইবে না, কিন্তু প্রতি দ্বিতীয় বর্ষান্তে সংসদ কর্তৃক আইন দ্বারা সম্পাদিত ব্যবস্থানুযায়ী এক-তৃতীয়াংশ বা উহার কাছাকাছি সংখ্যক সদস্য গ্রহণ করিবেন। (২) লোকসভা ইহার প্রথম অধিবেশনের তারিখ হইতে ৫ বৎসর চালু থাকিবে, যদি তৎপূর্বেই ইহা ভাঙ্গিয়া দেওয়া না হয়। উক্ত ৫ বৎসরের শেষে লোকসভার বিলুপ্তি হইয়াছে ধরিয়া লইতে হইবে। ব্যবস্থা থাকে যে, কোন জরুরী অবস্থা-জ্ঞাপক ঘোষণা বিদ্যমান থাকাকালে সংসদ আইন করিয়া লোকসভার আয়ুষ্কাল এককালে অনধিক এক বৎসর বৃদ্ধি করিতে পারে এবং উক্ত ঘোষণা রহিত হইবার পর কোনক্রমেই উক্ত আয়ুষ্কাল ৬ মাসের বেশী বৃদ্ধি করিতে পারিবে না।

* এই ধারাটি ১৯৫২ সালে সংশোধন করার ফলে "প্রতি ৭½ লক্ষ জনসংখ্যা পিছু অন্যূন একজন এবং" এই কথাটি তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ১৯৫১ সালের মে মাসে ভারতীয় জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধি নির্বাচনের হার রদবদলের জন্য ইহা করার আবশ্যক হইয়াছিল।

৮৪। সংসদের আসনলাভ করিতে হইলে সেই ব্যক্তি (ক) ভারতীয় নাগরিক হইবেন, (খ) রাজ্যসভায় প্রবেশের জন্য অন্যূন ৩৫ বৎসর এবং লোকসভায় প্রবেশের জন্য অন্যূন ২৫ বৎসর বয়স্ক হইবেন এবং (গ) সংসদ কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য গুণের অধিকারী হইবেন।

৮৫। (১) সংসদের উভয় গৃহের অধিবেশন বৎসরে অন্ততঃ দুইবার আহ্বান করিতে হইবে এবং পূর্ববর্তী অধিবেশন শেষ হইবার অনধিক ৬ মাসের মধ্যেই পরবর্তী অধিবেশন আরম্ভ হইবে। (২) ১নং ধারার ব্যবস্থাদি-সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি সময় সময় এরূপ স্থানে বা কালে উভয় সভার বা যে কোন সভার অধিবেশন আহ্বান করিতে পারিবেন, যাহা তিনি উচিত মনে করিবেন, সংসদের অধিবেশন বন্ধ করিয়া দিতে পারিবেন এবং লোকসভা ভাঙ্গিয়া দিতে পারিবেন।

৮৮। প্রত্যেক মন্ত্রী ও ভারতের মহান্যায়বাদী (Attorney-General) সংসদের যে কোন সভার কিংবা উভয় সভার সম্মিলিত অধিবেশনে, এবং তিনি সংসদের কোন কমিটির সভ্য মনোনীত হইলে উক্ত কমিটির বৈঠকে, বক্তৃতাদানের বা কার্যে অংশ গ্রহণের অধিকার পাইবেন, কিন্তু এই অনুচ্ছেদের বলে ভোটদানের অধিকারী হইবেন না।

৯৩। লোকসভা, যত শীঘ্র সম্ভব, গৃহের দুইজন সদস্যকে অধ্যক্ষ (Speaker) ও উপাধ্যক্ষ (Deputy Speaker) নির্বাচন করিবে এবং তাঁহাদের মধ্যে যখনই যাঁহার পদ শূন্য হইবে তখন লোকসভা পুনরায় নির্বাচন করিবে।

৯৪। লোকসভার অধ্যক্ষ বা উপাধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তি যদি লোকসভার সদস্য না থাকেন, তবে তাঁহাকে পদত্যাগ করিতে হইবে; অধ্যক্ষ উপাধ্যক্ষকে এবং উপাধ্যক্ষ অধ্যক্ষকে সম্বোধন করিয়া স্বহস্তে পত্র লিখিয়া যে কোন সময়ে পদত্যাগ করিতে পারিবেন। লোকসভার সদস্যদের অধিকাংশের গৃহীত প্রস্তাব দ্বারা তাঁহাকে অপসারণ করিতে পারা যাইবে। কিন্তু ব্যবস্থা থাকে যে, অন্যূন ১৪ দিনের নোটিশ না দিয়া এইরূপ প্রস্তাব উত্থাপন করা চলিবে না।

১০০। সংসদ অন্যরূপ ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত সংসদের যে-কোন সভার সদস্যসংখ্যার এক-দশমাংশ উপস্থিত থাকিলেই 'কোরাম' হইবে। সভার যদি কোনও সময়ে 'কোরাম' না হয়, তবে অধ্যক্ষ বা সভাপতি সভার অধিবেশন স্থগিত রাখিবেন বা 'কোরাম' না হওয়া পর্যন্ত সভা বন্ধ রাখিবেন।

১০১। (১) কোন ব্যক্তি সংসদের উভয় সভার সদস্য নির্বাচিত হইলে, তাঁহাকে যে কোন একটি সভার সদস্যপদ ত্যাগ করিতে হইবে। (২) কোন

ব্যক্তি একই কালে সংসদ ও রাজ্যের বিধানমণ্ডলের সদস্য হইতে পারিবেন না। (৩) যদি বিনা অনুমতিতে কোন সদস্য ৬০ দিনের সকল অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকেন, তবে সংসদ তাঁহার পদ শূন্য বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে।

১০৩। কোন সদস্য-সম্পর্কে অযোগ্যতার প্রশ্ন উঠিলে রাষ্ট্রপতির সিদ্ধান্তের জন্য তাহা উল্লিখিত হইবে; রাষ্ট্রপতি ইলেকশন কমিশনের মতামত আলোচনা করিয়া যে সিদ্ধান্ত করিবেন, তাহাই চূড়ান্ত হইবে।

১০৪। যদি কোন ব্যক্তি শপথ গ্রহণের পূর্বেই সংসদে আসন গ্রহণ করে বা ভোট দেয়, অথবা যদি সে জানে যে, উহার সদস্যপদের যোগ্যতা তাহার নাই, সংসদের কোন আইনের জন্য তাহার অনুরূপ আচরণ করার অধিকার নাই তবে প্রত্যেক দিন আসন গ্রহণের জন্য তাহাকে ৫০০৲ টাকা হিসাবে অর্থদণ্ড করা যাইবে এবং এই অর্থ রাষ্ট্রের নিকট ঋণ হিসাবে আদায়যোগ্য।

১০৫। এই শাসনতন্ত্রের ব্যবস্থাসাপেক্ষে সদস্যগণ সংসদে স্বাধীনভাবে নিজ নিজ বক্তব্য প্রকাশ করিতে পারিবেন। সংসদে কোন উক্তি করার জন্য বা ভোট প্রদানের জন্য কোন সদস্যকে আদালতে অভিযুক্ত করা যাইবেন।

১১১। কোন 'বিল' সংসদে গৃহীত হইলে তাহা রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত করা হইবে এবং তিনি ঐ 'বিল' অনুমোদন করিলেন বা অনুমোদন স্থগিত রাখিলেন তাহা ঘোষণা করিবেন।

১১২। (১) রাষ্ট্রপতি প্রত্যেক আথিক বৎসরের জন্য ভারত সরকারের অনুমিত আয়-ব্যয়ের বিবরণ সংসদের নিকট উপস্থাপিত করাইবার ব্যবস্থা করিবেন।

১২০। সংসদের কার্যপ্রণালী হিন্দী বা ইংরাজীতে পরিচালিত হইবে। ব্যবস্থা থাকে যে, রাজ্যসভার সভাপতি বা লোকসভার অধ্যক্ষ কোন সদস্য ইংরাজী বা হিন্দীতে সম্যক্‌ভাবে বক্তব্য প্রকাশ করিতে না পারিলে, তাঁহাকে তাঁহার মাতৃভাষায় কথা বলার স্বাধীনতা দিতে পারেন।

১২১। সর্বোচ্চ বিচারালয় (সুপ্রীম কোর্ট) বা হাইকোর্টের বিচারপতির কোন আচরণ সম্পর্কে সংসদে কোন আলোচনা হইবে না। কেবল বিচারপতি অপসারণ প্রার্থনা করিয়া রাষ্ট্রপতির নিকট আবেদন উত্থাপন করার সময়েই উহা করা চলিবে।

১২২। রীতিনীতির কোন ত্রুটির অজুহাতে সংসদের কোন কার্যক্রমের বৈধতা সম্পর্কে কোন আপত্তি করা চলিবে না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদঃ রাষ্ট্রপতির আইন প্রণয়ন ক্ষমতা

১২৩। কেবল যখন সংসদের উভয় সভার অধিবেশন চলিতেছে, সে সময় ছাড়া রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে, এমন অবস্থা বিদ্যমান যাহাতে অবিলম্বে ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন, তবে তিনি তাঁহার বিবেচনায় প্রয়োজনানুরূপ অর্ডিন্যান্স জারী করিতে পারিবেন। অত্র বর্ণিত অর্ডিন্যান্স সংসদকৃত আইনের মতই হইবে, কিন্তু সংসদের উভয় সভাতেই অর্ডিন্যান্সটি উপস্থাপিত করিতে হইবে এবং সংসদের পুনরধিবেশনের ৬ সপ্তাহ পরে উহার অবসান ঘটিবে। রাষ্ট্রপতি যে কোন সময়ে উহা প্রত্যাহার করিতে পারিবেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদঃ রাজ্যসঙ্ঘের বিচার বিভাগ

১২৪। ভারতে একটি সর্বোচ্চ বিচারালয় (সুপ্রীম কোর্ট) থাকিবে এবং তাহা একজন প্রধান বিচারপতি ও অনধিক ৭ জন বিচারপতি লইয়া গঠিত হইবে। প্রত্যেক বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন। কোন বিচারপতি স্বহস্তে রাষ্ট্রপতিকে লিখিয়া পদত্যাগ করিতে পারিবেন। ভারতের নাগরিক না হইলে এবং নিম্নলিখিত গুণাবলী না থাকিলে কোন ব্যক্তি সর্বোচ্চ বিচারালয়ে বিচারপতি হইতে পারিবেন নাঃ (ক) অন্যূন ৫ বৎসর কোন হাইকোর্টের কিংবা পরপর দুই বা ততোধিক অনুরূপ বিচারালয়ের বিচারপতি ছিলেন, (খ) কোন হাইকোর্টে অন্ততঃ ১০ বৎসর এড্‌ভোকেট ছিলেন এবং (গ) রাষ্ট্রপতির মতে একজন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ হওয়া চাই। সর্বোচ্চ বিচারালয়ের বিচারপতি ছিলেন এইরূপ কোন ব্যক্তি ভারতের কোন আদালতে বা কোন কর্তৃপক্ষের নিকট কাহারও পক্ষে ওকালতি কিংবা অন্য কোন কার্য করিতে পারিবেন না।

১৩১। এই শাসনতন্ত্রের ব্যবস্থা-সাপেক্ষে নিম্নবর্ণিত বিরোধের ক্ষেত্রসমূহে সর্বোচ্চ বিচারালয়ের বিচারের মৌলিক অধিকার থাকিবেঃ (ক) ভারত সরকার ও এক বা একাধিক রাজ্যের মধ্যে, অথবা (খ) এক পক্ষে ভারত সরকার ও এক বা একাধিক রাজ্য এবং অপর পক্ষে এক বা একাধিক রাজ্য অথবা (গ) দুই বা ততোধিক রাজ্যের মধ্যে।

১৩২। (১) যদি ভারতের কোন হাইকোর্ট কর্তৃক কোন মামলায় এই শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যা-ঘটিত আইনের কোন গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত আছে বলিয়া সার্টিফিকেট প্রদত্ত হয়, তবে সেই হাইকোর্ট কর্তৃক দেওয়ানী, ফৌজদারী বা অন্য কোন মামলায় প্রদত্ত রায়, ডিক্রী বা চূড়ান্ত আদেশের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ

বিচারালয়ে আপীল করা চলিবে। (২) হাইকোর্ট উক্ত সার্টিফিকেট দিতে অস্বীকার করিলে, সর্বোচ্চ বিচারালয় যদি মনে করে যে, সংশ্লিষ্ট মামলায় শাসনতন্ত্রের ব্যাখ্যাঘটিত আইনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত আছে, তবে ঐ মামলার রায়, ডিক্রী বা আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করার অনুমতি দান করিতে পারে।

১৩৩। ভারতে অবস্থিত কোন হাইকোর্ট নিম্নলিখিত মর্মে সার্টিফিকেট দিলে দেওয়ানী মামলায় তৎকর্তৃক প্রদত্ত কোন রায়, ডিক্রী বা চূড়ান্ত আদেশের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ বিচারালয়ে আপীল করা চলিবে: (ক) মামলার বিষয়-বস্তুর আর্থিক পরিমাণ বা মূল্য ২০ হাজার টাকা বা সংসদ কর্তৃক নির্ধারিত পরিমাণের অনুরূপ অথবা (খ) যে রায়, ডিক্রী বা চূড়ান্ত আদেশ সরাসরি বা পরোক্ষভাবে অনুরূপ মূল্যের সম্পত্তি-সম্পর্কিত দাবীর সহিত সংশ্লিষ্ট, অথবা (গ) বিষয়টি সর্বোচ্চ বিচারালয়ে আপীলযোগ্য।

১৩৪। কোন ফৌজদারী মামলায় কোন হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত রায়, চূড়ান্ত আদেশ বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বিচারালয়ে আপীল করা যাইতে পারে: (ক) যদি কোন হাইকোর্ট আপীলে অভিযুক্ত ব্যক্তির মুক্তির আদেশ নাকচ করিয়া তাহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে, অথবা (খ) যদি হাইকোর্ট নিম্ন আদালত হইতে কোন মামলা স্বয়ং বিচারার্থ তুলিয়া আনে এবং উক্ত মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে কিংবা (গ) যদি হাইকোর্ট মামলাটি আপীলযোগ্য বলিয়া সার্টিফিকেট দেয়।

১৩৬। এই পরিচ্ছেদে যাহাই থাকুক না কেন, সর্বোচ্চ বিচারালয় আপন বিবেচনায় যে-কোন রায়, ডিক্রী, আদেশ বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীলের অনুমতি দান করিতে পারিবে। কিন্তু এই ব্যবস্থা সশস্ত্র বাহিনী-সম্পর্কিত বিচারালয় বা ট্রাইবুন্যালের কোন রায়, আদেশ বা দণ্ডাদেশ সম্পর্কে প্রযোজ্য হইবে না।

১৪১। সর্বোচ্চ বিচারালয় কর্তৃক ঘোষিত আইন ভারতের অন্যান্য বিচারালয়ের উপর বাধ্যতামূলক হইবে।

রাজ্যসমূহ (ষষ্ঠ ভাগ)

[**দ্রষ্টব্য**: মূল শাসনতন্ত্রের ষষ্ঠভাগে 'ক' শ্রেণীভুক্ত ৯টি রাজ্যের শাসন-বিধি বর্ণিত হইয়াছিল এবং ৭ম ও ৮ম ভাগে যথাক্রমে 'খ' ও 'গ' শ্রেণীভুক্ত রাজ্যগুলির শাসন-বিধির ব্যাখ্যা ছিল। কিন্তু রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে 'ক'

'খ' ও 'গ' প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগ বিলোপ করায় বর্তমানে ১৪টি রাজ্যকে সমশ্রেণীভুক্ত বলিয়া গণ্য করা হয় এবং তাহাদের শাসনবিধিও একজাতীয়। 'শাসনতন্ত্রের সংশোধন' অধ্যায়ে এই পরিবর্তন লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। যাহা হোক উক্ত শাসনবিধির চুম্বক নিম্নে দেওয়া হইল—সঃ বঃ]

(১৫২-১৬২) রাজ্যপাল : প্রত্যেক রাজ্যের জন্য একজন রাজ্যপাল থাকিবেন। পাঁচ বৎসরের মেয়াদে রাষ্ট্রপতি তাঁহাকে নিয়োগ করিবেন। রাজ্যপাল ভারতের নাগরিক ও অন্যূন ৩৫ বৎসর বয়স্ক হওয়া চাই। তিনি বিধানসভা বা বিধানপরিষদের সদস্য থাকিতে পারিবেন না বা বেতনভুক কোন কার্য গ্রহণ করিতে পারিবেন না। রাজ্যের সমুদয় শাসনক্ষমতা তাঁহার উপর ন্যস্ত থাকিবে এবং তিনি তাহা শাসনতান্ত্রিক উপায়ে স্বয়ং বা অধীনস্থ পদাধিকারীর মারফত প্রয়োগ করিবেন। বিধানমণ্ডলের অধিবেশন বন্ধ থাকা কালে তিনি জরুরী অবস্থাবোধে অর্ডিন্যান্স জারী করিতে পারিবেন। কিন্তু বিধানমণ্ডলীর অধিবেশন পুনরায় আরম্ভ হওয়ামাত্র উক্ত অর্ডিন্যান্স উপস্থাপিত করিতে হইবে, অধিবেশন আরম্ভ হওয়ার ৬ সপ্তাহ পরে উহার অবসান ঘটিবে। রাজ্যপাল যে-কোন সময়ে উহা প্রত্যাহার করিতে পারেন।

(১৬৩-১৬৪) মন্ত্রিপরিষদ : রাজ্যপালকে তাঁহার কার্য সম্পাদনে সাহায্য করার জন্য এবং পরামর্শ দানের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে একটি মন্ত্রিপরিষদ থাকিবে। রাজ্যপাল মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়োগ করিবেন এবং তাঁহার পরামর্শ অনুযায়ী অন্যান্য মন্ত্রীকে নিয়োগ করিবেন। রাজ্যপালের আস্থা অক্ষুণ্ণ থাকা পর্যন্ত মন্ত্রিগণ স্ব স্ব পদে বহাল থাকিবেন। ব্যবস্থা থাকে যে, বিহার, মধ্যপ্রদেশ ও উড়িষ্যার উপজাতীয় অধিবাসীদের কল্যাণ সাধনের জন্য ঐ সকল রাজ্যে একজন করিয়া মন্ত্রী থাকিবেন।

(১৬৮-২১২) বিধানমণ্ডল : প্রতি রাজ্যে একটি বিধানমণ্ডল থাকিবে। বিহার, বোম্বাই, মাদ্রাজ, উত্তরপ্রদেশ ও পশ্চিমবঙ্গের বিধানমণ্ডলীর ২টি সভা থাকিবে, একটির নাম বিধানসভা ও অপরটির নাম বিধানপরিষদ। অবশিষ্ট রাজ্যসমূহে একমাত্র বিধানসভা থাকিবে। প্রত্যক্ষ নির্বাচনের দ্বারা বিধানসভার সদস্যগণ নির্বাচিত হইবেন। প্রতি ৭৫০০০ লোকপিছু একজন সদস্য থাকিবেন। বিধানসভার সদস্যসংখ্যা কোনক্রমেই ৫ শতের অধিক বা ৬০ জনের কম হইবে না। সাধারণতঃ, বিধানসভা উহার প্রথম অধিবেশনের তারিখ হইতে ৫ বৎসর চালু থাকিবে—যদি পূর্বেই উহার বিলোপ সাধন না করা হয়। জরুরী ঘোষণা বর্তমান থাকিলে বিধানসভার আয়ুষ্কাল সংসদ

আইন করিয়া এক দফায় একবৎসর বৃদ্ধি করিতে পারে। কিন্তু জরুরী অবস্থা অবসানের পর উক্ত মেয়াদ কোনক্রমেই ৬ মাসের অধিক বাড়ান যাইবে না। বিধানসভার সদস্যগণ নিজেদের মধ্য হইতে একজন অধ্যক্ষ ও একজন উপাধ্যক্ষ নির্বাচন করিবেন। বিধানপরিষদের সদস্যগণ তাঁহাদের মধ্য হইতে একজন সভাপতি ও একজন উপ-সভাপতি নির্বাচন করিবেন। কোন একটি রাজ্যের ক্ষেত্রে বিধানসভা ও বিধান-পরিষদের ক্ষমতা, অধিকার ও কার্যপদ্ধতি যথাক্রমে লোকসভা ও রাজ্যসভার প্রায় অনুরূপ।

(২১৪-২৩২) হাইকোর্ট : প্রত্যেক রাজ্যে একটি করিয়া হাইকোর্ট থাকিবে। উহার প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন। এই নিয়োগ সম্পর্কে রাষ্ট্রপতি সুপ্রীমকোর্টের প্রধান বিচারপতি ও সংশ্লিষ্ট রাজ্যের রাজ্যপালের সহিত পরামর্শ করিবেন। উক্ত বিচারপতিগণ ৬০ বৎসর বয়স পর্যন্ত স্বপদে বহাল থাকিবেন। প্রত্যেক হাইকোর্ট ইহার এলাকাভুক্ত সমস্ত নিম্ন-আদালতের কার্য-তত্ত্বাবধানে অধিকারী থাকিবেন।

কেন্দ্র ও রাজ্যের মধ্যে সম্পর্ক (একাদশ ভাগ)

(২৪৫-২৫৫) সংসদ ভারতের সকল বা বিশেষ কোন অঞ্চলের জন্য আইন রচনা করিতে পারিবে এবং কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডল সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সমগ্র বা বিশেষ কোন অঞ্চলের জন্য আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে। রাজ্যসঙ্ঘ ও রাজ্যসমূহ কোন্ কোন্ বিষয়ে আইন রচনা করার অধিকারী তাহা সুনির্দিষ্ট করিয়া দিবার জন্য শাসনতন্ত্রের ৭ম তপশীলে ৩টি বিষয়সূচী সন্নিবেশ করা হইয়াছে। 'সঙ্ঘসূচী'র (Union list) অন্তর্গত ৯৭টি বিষয়ে সংসদ আইন রচনা করিবে, 'রাজ্যসূচী'র (State list) অন্তর্গত ৬৬টি বিষয় সম্পর্কে রাজ্য বিধানমণ্ডলী আইন রচনা করিতে পারিবে এবং 'সংযুক্ত সূচী' (Concurrent list) বলিয়া বর্ণিত ৪৭টি বিষয়ে সংসদ ও রাজ্যবিধানমণ্ডলী উভয়েই আইন করিতে পারিবে। উল্লেখ থাকে যে, রাজ্যসূচী ও সংযুক্ত সূচীতে উল্লিখিত হয় নাই এরূপ বিষয়ে কেবলমাত্র সংসদ আইন করিতে পারিবে। রাজ্যসভার কোন অধিবেশনে উপস্থিত সদস্যগণ যদি দুই তৃতীয়াংশ ভোটে এইরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, জনস্বার্থের খাতিরে রাজ্যসূচীর কোন বিষয় সম্পর্কে সংসদের আইন করা প্রয়োজন, তবে উক্ত সিদ্ধান্ত বলবৎ থাকাকালে (ইহা এক বৎসর বলবৎ থাকিবে) সংসদ উক্ত বিষয়ে আইন রচনা করিতে পারিবে। উক্ত

সিদ্ধান্তের মেয়াদ শেষ হইলে আবার এক বৎসর বৃদ্ধি করা যাইতে পারে। কোন আপৎকালীন ঘোষণা বিদ্যমান থাকিলে সংসদ রাজ্যসূচীর যে-কোন বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারিবে।

(২৫৬-২৬৩) প্রশাসনিক সম্পর্ক ঃ সংসদ কর্তৃক রচিত আইনের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া এবং রাজ্যসঙ্ঘের ক্ষমতা যাহাতে ব্যাহত না হয় এই ভাবে প্রত্যেক রাজ্যের শাসনক্ষমতা প্রয়োগ করিতে হইবে। জাতীয় বা সামরিক গুরুত্বপূর্ণ কোন যোগাযোগ ব্যবস্থা নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে কোন রাজ্যকে নির্দেশদান করা রাজ্যসঙ্ঘের শাসনক্ষমতার অন্তর্ভুক্ত। রাষ্ট্রপতি রাজ্যসঙ্ঘের শাসনক্ষমতাভুক্ত কোন বিষয় কোন রাজ্যের উপর শর্তাধীনে বা বিনাশর্তে ছাড়িয়া দিতে পারেন। 'খ' শ্রেণীভুক্ত কোন রাজ্যের যদি এই শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের পূর্বে সেনাবাহিনী থাকিয়া থাকে, তবে সংসদ অন্য ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত ঐ সেনাবাহিনী রাখা চলিবে। কিন্তু উহা রাজ্যসঙ্ঘের সেনাবাহিনীর অঙ্গ হিসাবে গণ্য হইবে। ভারতের যে-কোন অঞ্চলের যে-কোন দেওয়ানী আদালতের রায় বা আদেশ ভারতের যে-কোন স্থানে কার্যকরী করা যাইবে। একাধিক রাজ্যের অন্তর্বর্তী কোন নদী বা নদীর উপত্যকার ব্যবহার, বণ্টন বা নিয়ন্ত্রণ লইয়া কোন বিরোধের নিষ্পত্তির জন্য সংসদ আইন করিয়া সালিশীর ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

নির্বাচন (পঞ্চদশ ভাগ)

(৩২৪-৩২৯) সংসদ বা রাজ্যবিধানসভার সমুদয় নির্বাচন, রাষ্ট্রপতি ও উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন, নির্বাচন সম্পর্কিত কোন সন্দেহ বা বিরোধের মীমাংসার জন্য 'ইলেকশন ট্রাইবুন্যাল' গঠন ইত্যাদি সকলকার্য পরিচালনার কার্য একটি 'ইলেকশন-কমিশনে'র উপর ন্যস্ত থাকিবে।

নির্বাচনের জন্য আঞ্চলিক ভোটদাতাগণের যে তালিকা প্রস্তুত করা হইবে উক্ত তালিকাভুক্ত হওয়ার পক্ষে কোন ব্যক্তির ধর্ম, জাতি, বর্ণ বা লিঙ্গকে অযোগ্যতার কারণ বলিয়া ধরা হইবে না। লোকসভা ও রাজ্য বিধানসভা-সমূহের নির্বাচনে ভোটদান করিতে হইলে এই সকল যোগ্যতা থাকা দরকার—ভারতীয় নাগরিক, অন্যূন ২১ বৎসর বয়স্ক, সুস্থমস্তিষ্ক এবং যাহার চরিত্র অপরাধ, দুর্নীতি বা অবৈধ কার্যকলাপহেতু কলঙ্কপূর্ণ নহে।

সরকারী ভাষা (সপ্তদশ ভাগ)

৩৪৩। (১) দেবনাগরী অক্ষরে লিখিত হিন্দী ভাষা ভারতীয় রাজ্য-

সঙ্ঘের সরকারী ভাষা হইবে। আন্তর্জাতিক অক্ষরে লিখিত ভারতীয় গাণিতিক সংখ্যাসমূহ রাজ্যসঙ্ঘের সরকারী কার্যে ব্যবহৃত হইবে। (২) ১নং দফায় যাহাই থাকুক না কেন, শাসনতন্ত্র প্রবর্তনের পর হইতে ১৫ বৎসর পর্যন্ত সরকারী কার্যে পূর্বের ন্যায় ইংরাজী ভাষা ব্যবহৃত হইবে। প্রকাশ থাকে যে, উক্ত সময়ের মধ্যেই রাষ্ট্রপতি আদেশ জারী করিয়া ইংরাজী ভাষা ছাড়াও সরকারী কার্যে হিন্দীভাষা ব্যবহারের ক্ষমতা দান করিতে পারিবেন। (৩) এই ধারায় যাহাই থাকুক না কেন, উক্ত ১৫ বৎসর কাল উত্তীর্ণ হইবার পরেও সংসদ আইন করিয়া কোন নির্দিষ্ট কার্যের (যাহা উক্ত আইনে উল্লিখিত হইবে) জন্য ইংরাজী ভাষা বা দেবনাগরী গাণিতিক সংখ্যা ব্যবহার করার ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

৩৪৫। কোন রাজ্যের বিধানমণ্ডল আইন করিয়া উক্ত রাজ্যে চালু আছে এইরূপ এক বা একাধিক ভাষা কিংবা হিন্দী ভাষাকে রাজ্যের সরকারী কার্যে ব্যবহারের জন্য গ্রহণ করিতে পারিবে। প্রকাশ থাকে যে রাজ্যের বিধানমণ্ডল আইন করিয়া অন্যরূপ ব্যবস্থা না করিলে পূর্বের মত ইংরাজী ভাষাই ব্যবহৃত হইবে।

৩৪৮। এই ভাগের পূর্ববর্তী ব্যবস্থাসমূহ যাহাই থাকুক না কেন, সংসদ আইন করিয়া অন্যরূপ ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত (ক) সুপ্রীমকোর্ট ও হাইকোর্ট সমূহের সকল কার্যাদি, (খ) সংসদে ও রাজ্যবিধানমণ্ডলে যে বিল উপস্থাপিত হইবে, কিংবা সংসদ ও বিধানমণ্ডল কর্তৃক যে সকল আইন প্রণীত হইবে, কিংবা রাষ্ট্রপতি, রাজ্যপাল ও রাজপ্রমুখগণ কর্তৃক যে সকল অর্ডিন্যান্স জারী করা হইবে, কিংবা এই শাসনতন্ত্রের অধীনে যে সকল আদেশ, নিয়ম, বিধান বা উপবিধি প্রচারিত হইবে তাহাদের মূল বয়ান ইংরাজী ভাষায় রচিত হইবে।

ভারতীয় শাসনতন্ত্রে যে ১৪টি ভাষাকে স্বীকৃতি দান করা হইয়াছে তাহার তালিকা শাসনতন্ত্রের ৮ম তপশীলে প্রদান করা হইয়াছে। উক্ত ভাষাগুলি হইতেছে—১। অসমীয়া ২। বাংলা ৩। গুজরাটি ৪। হিন্দী ৫। কানাড়া ৬। কাশ্মীর ৭। মালয়ালম ৮। মারাঠি ৯। উড়িয়া ১০। পাঞ্জাবী ১১। সংস্কৃত ১২। তামিল ১৩। তেলেগু ১৪। উর্দু।

বেতন, ভাতা ইত্যাদি (দ্বিতীয় তপশীল)

রাষ্ট্রপতি মাসিক ১০,০০০৲ টাকা ও প্রত্যেক রাজ্যপাল মাসিক ৫,৫০০৲ টাকা বেতন পাইবেন। ইহা ব্যতীত ভারত ডোমিনিয়ানের গভর্ণর

জেনারেল যে সকল ভাতা ও সুখ সুবিধা পাইয়া থাকিতেন রাষ্ট্রপতি তৎসমুদয় পাইবার অধিকারী হইবেন।

উক্ত ডোমিনিয়ানের প্রাদেশিক গভর্ণরগণ যে সকল ভাতা ও সুখ সুবিধা পাইতেন বর্তমান রাজ্যপালগণ তাহাও পাইবার অধিকারী হইবেন।

ভারতীয় ডোমিনিয়ানের প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রিগণকে যে হারে বেতন দেওয়া হইত, বর্তমানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রিগণও সেই হারেই বেতন পাইবেন। পূর্বে প্রাদেশিক মন্ত্রিগণ যে হারে বেতন পাইতেন বর্তমানে বিভিন্নরাজ্যের মন্ত্রিগণও সেই হারে বেতন পাইবেন।

সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি মাসিক ৫,০০০৲ টাকা এবং অন্যান্য বিচারপতিগণ প্রত্যেকে মাসিক ৪,০০০৲ টাকা বেতন পাইবেন। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতিকে মাসিক ৪,০০০৲ টাকা এবং অন্যান্য বিচারপতিকে মাসিক ৩,৫০০৲ টাকা বেতন দেওয়া হইবে।

শাসনতন্ত্রের সংশোধন

ভারতীয় সংবিধান প্রবর্তনের পর হইতে এ পর্যন্ত উহার কতিপয় সংশোধন সাধন করা হইয়াছে। নিম্নে উক্ত সংশোধনসমূহের চুম্বক দেওয়া হইল।

১। **সংবিধান (১ম সংশোধন) আইন, ১৯৫১ঃ** ইহা দ্বারা শাসনতন্ত্রের ১৯ ও ৩১ ধারা দুইটির গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন করা হয়। ১৯নং ধারায় ভারতীয় নাগরিককে যে 'বাক্যের স্বাধীনতা' দেওয়া হইয়াছে, তাহার অপব্যবহার বন্ধ করার জন্য উহার উপযুক্ত সংশোধন করা হয়। ৩১নং ধারায় প্রদত্ত 'সম্পত্তির অধিকার' সংশোধন করিয়া ৩১ক ও ৩১খ নামক দুইটি নূতন ধারা সন্নিবেশ করা হয়।

২। **সংবিধান (২য় সংশোধন) আইন, ১৯৫২ঃ** এতদ্বারা ৮১নং ধারার 'খ' দফাটির সংশোধন করা হয়। উহাতে বলা হইয়াছে যে, লোকসভায় "প্রতি ৭½ লক্ষ অধিবাসীর জন্য অন্যূন একজন এবং প্রতি ৫ লক্ষের জন্য অনধিক একজন জনপ্রতিনিধি থাকিবেন। কিন্তু ১৯৫১ সালের সেন্সাসে ভারতের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায়, উক্ত প্রতিনিধি নির্বাচনের আনুপাতিক হার পরিবর্তন করার আবশ্যক হয়। তদনুসারে "প্রতি ৭½ লক্ষ অধিবাসীর জন্য অন্যূন একজন এবং" এই কথাগুলি তুলিয়া দেওয়া হয়। ফলে প্রতিনিধি নির্বাচন কেন্দ্রের জনসংখ্যার সর্বোচ্চ সংখ্যা বিলুপ্ত হয়।

৩। **সংবিধান (৩য় সংশোধন) আইন, ১৯৫৪ঃ** এই সংশোধনের

দ্বারা কতিপয় অত্যাবশ্যকীয় দ্রব্যের নিয়ন্ত্রণের অধিকার সংযুক্ত সূচীতে সন্নিবেশ করা হয়।

৪। সংবিধান (৪র্থ সংশোধন) আইন, ১৯৫৫ঃ রাষ্ট্র কর্তৃক ব্যক্তিগত সম্পত্তি অধিকার করা সম্পর্কে যে সকল আইনগত আপত্তি উঠিয়াছে তাহা খণ্ডন করার জন্যই আলোচ্য সংশোধন করা হয়।

৫। সংবিধান (৫ম সংশোধন) আইন, ১৯৫৫ঃ ৩নং ধারার যে অংশে রাজ্যের সীমানা পরিবর্তনের বিষয় আলোচিত হইয়াছে এতদ্দ্বারা তাহার সংশোধন করা হইয়াছে।

৬। সংবিধান (৬ষ্ঠ সংশোধন) আইন, ১৯৫৬ঃ বিক্রয়কর সংগ্রহের আইন পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে আলোচ্য সংশোধন করা হয়। ইহা দ্বারা সঙ্ঘ-সূচীতে '৯২ক' নামক একটি নূতন বিষয় সন্নিবেশ এবং রাজ্যসূচীর ৫৪নং বিষয়টির সংশোধন করা হয়। এতদ্ব্যতীত ইহা দ্বারা সংবিধানের ২৮৬ নং ধারাটিরও সংশোধন করা হইয়াছে।

৭। সংবিধান (৭ম সংশোধন) আইন, ১৯৫৬ঃ ভারতীয় রাজ্যসমূহ যে ভাবে পুনর্গঠিত হইয়াছে, তাহার সহিত সঙ্গতি রক্ষার জন্যই আলোচ্য সংশোধন করা হইয়াছে। ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর হইতে ইহা কার্যকরী করা হইয়াছে। এতদ্দ্বারা 'ক' 'খ' ও 'গ' এই তিন শ্রেণীর রাজ্যের পার্থক্য লোপ করিয়া ১৪টি রাজ্য ও ৬টি কেন্দ্রীয় অঞ্চল গঠন কয়া হইয়াছে।

লোকসভার সদস্য সংখ্যা ৫০০ হইতে বৃদ্ধি করিয়া ৫২০ করা হইয়াছে। ইহার মধ্যে ৫০০ জন সদস্য বিভিন্ন রাজ্য হইতে এবং অবশিষ্ট ২০ জন কেন্দ্রীয় অঞ্চলগুলি হইতে আসিবেন। রাজ্য বিধানসভা সম্পর্কে নিয়ম করা হইয়াছে যে, অনধিক ৫০০ এবং অন্যূন ৬০ জন সদস্য (যাঁহারা প্রত্যক্ষ নির্বাচনের দ্বারা নির্বাচিত হইবেন) লইয়া বিধানসভা গঠিত হইবে কোন রাজ্যের বিধান পরিষদের সদস্যসংখ্যা উক্ত রাজ্যের বিধানসভার সদস্য সংখ্যার এক তৃতীয়াংশের অধিক হইতে পারিবে না। হাইকোর্টের বিচারপতিগণ কার্য হইতে অবসর গ্রহণের পর সুপ্রীম কোর্টে এবং যে হাইকোর্টে বিচারপতি ছিলেন সেই হাইকোর্ট ব্যতীত অন্যান্য হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় করিতে পারিবেন। দুই বা ততোধিক রাজ্যের জন্য একই ব্যক্তিকে রাজ্যপাল নিযুক্ত করা যাইবে।

আলোচ্য সংশোধনের ফলে সংবিধানের ১, ৮০, ৮১, ৮২, ১৩১, ১৫৩, ১৬৮, ১৭০, ১৭১, ২২২, ২৩০, ২৩১ এবং ২৩২নং ধারাসমূহের পরিবর্তন সাধন করা হইয়াছে।

আদমসুমারী

[সেন্সাস]

বৃটিশ আমলে ১৮৮১ সালে ভারতে সর্বপ্রথম আদমসুমারী প্রবর্তিত হয়। বৃটিশ কর্তৃত্বাধীনে প্রবর্তিত বলিয়া ভারতীয় আদমসুমারী বহুলাংশে বৃটিশ ধারানুসারী। এই ধারা অনুসারে আদমসুমারীকে একটা সাময়িক ব্যাপার বলিয়া গণ্য করা হয় এবং ইহার জন্য কোন স্বতন্ত্র সরকারী দপ্তর স্থায়িভাবে রাখা হয় না। যখন আদমসুমারী গ্রহণের প্রয়োজন হয় তখন বিশেষ আইনের দ্বারা একটি স্বতন্ত্র সাময়িক দপ্তরের সৃষ্টি করা হয় এবং সেই দপ্তরের উপর লোকগণনার সকল দায়িত্ব ছাড়িয়া দেওয়া হয়।

আমেরিকায় আদমসুমারীর ব্যবস্থা কিন্তু অনেকটা ভিন্ন। মার্কিণ শাসন-ব্যবস্থায় আদমসুমারীর একটি স্থায়ী দপ্তর সারা বৎসর ধরিয়াই তথ্যাদি সংগ্রহে ব্যস্ত থাকে। ১৯০২ খৃষ্টাব্দে 'ব্যুরো অব সেন্সাস' নামক এই স্থায়ী দপ্তরটি স্থাপিত হইয়াছে। বৃটিশ আমলে ভারতে যে কয়টি আদমসুমারী অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহার তারিখ ও তদনুযায়ী মোট লোকসংখ্যার তালিকা নীচে দেওয়া হইল :

বৎসর	লোকসংখ্যা	বৎসর	লোকসংখ্যা
১৮৮১	২৫ কোটি ৩৯ লক্ষ	১৯১১	৩১ কোটি ৫২ লক্ষ
১৮৯১	২৮ কোটি ৭৩ লক্ষ	১৯২১	৩১ কোটি ৮৯ লক্ষ
১৯০১	২৯ কোটি ৪৪ লক্ষ	১৯৩১	৩৫ কোটি ২৮ লক্ষ
	১৯৪১ ...	৩৮ কোটি ৯০ লক্ষ	

॥ ১৯৫১ সালের আদমসুমারী ॥

ভারতে গৃহীত ১৯৫১ সালের আদমসুমারী একাধিক কারণে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারতবর্ষে ইহাই সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক বিধিসম্মত বৈজ্ঞানিক আদমসুমারী।

১৯৫১-এর আদমসুমারী গ্রহণ আরম্ভ হয় ৯ই ফেব্রুয়ারী তারিখে এবং ইহা শেষ হয় ৩রা মার্চ তারিখে। সারা ভারতের জন্য আদমসুমারীর কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছিলেন শ্রী আর. এ. গোপালস্বামী। সুষ্ঠুভাবে গণনাকার্য সমাধাকল্পে সাময়িকভাবে সারা ভারতের জন্য ৬ লক্ষ গণনাকারী নিযুক্ত করিতে হইয়াছিল। ১৯৫১-এর আদমসুমারীতে লোকগণনাকারিগণকে হাতখরচ হিসাবে সামান্য অর্থ দেওয়া হইয়াছিল। ইতিপূর্বে তাহাও দেওয়া হইত না।

লোকগণনা ছিল সম্পূর্ণরূপে স্বেচ্ছাসেবকের কাজ। তাই ১৯৪১ সালে যে আদমসুমারীর ব্যয় ছিল মাত্র দুই লক্ষ টাকা, ১৯৫১ সালে তাহা বাড়িয়া ১১ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। এই হিসাবমতে প্রতি হাজার নরনারী গণনার পিছনে খরচ হইয়াছে মাত্র ৪৩ টাকা—এত কম খরচে পৃথিবীর আর কোন দেশে আদমসুমারীর কাজ অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া জানা যায় নাই। এই প্রসঙ্গে আমেরিকা ও বৃটেনের সাম্প্রতিক আদমসুমারীর ব্যয়ের সঙ্গে ভারতীয় আদমসুমারীর ব্যয় তুলনা করিলে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হইয়া উঠিবে। ১৯৫০-এর এপ্রিল মাসে আমেরিকায় যে আদমসুমারী হইয়া গিয়াছে তাহাতে ১৫ কোটি জনসংখ্যার জন্য ব্যয় হইযাছে ৯ কোটি ডলার। ইংল্যাণ্ডের ১৯৫১-এর এপ্রিল মাসে যে আদমসুমাবী হইয়াছে তাহাতে প্রায় ৫ কোটি জনসংখ্যার জন্য ব্যব হইয়াছে ১২ লক্ষ ৫০ হাজার পাউণ্ড। সেই অনুপাতে ভারতের প্রায ৩৬ কোটি জনসংখ্যা গণনাব জন্য মাত্র ১১ লক্ষ টাকা ব্যয় অকিঞ্চিৎকর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

॥ ১৯৫১ সালের আদমসুমারীর চুম্বক ॥

লোকসংখ্যা ঃ ভারতের জনসংখ্যা আলোচ্য আদমসুমারী হিসাবে ৩৫ কোটি ৬৮ লক্ষ ২৯ হাজার ৪৮৫ জন। এই জনসংখ্যার মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীর এবং আসামের উপজাতীয় এলাকা ধরা হয় নাই। এই হিসাবের সঙ্গে ১৯৪১ সালের হিসাব তুলনা করিয়া দেখিলে দেখা যায় যে, প্রায ৪ কোটি ২০ লক্ষ ৬০ হাজার লোক বৃদ্ধি পাইয়াছে। গড বৃদ্ধির হার শতকরা ১২˙৫ ভাগ ; কিন্তু ১৯৩১-৪১ সালে গড় বৃদ্ধির হার ইহা অপেক্ষা বেশী ছিল। ভারতের জনসংখ্যা প্রতিবৎসর ৪০ লক্ষ করিয়া বৃদ্ধি পাইতেছে। ভারতে অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন লোকের সংখ্যা শতকরা ১৬˙৬ ভাগ। জন বসতি প্রতি বর্গমাইলে ৩১২ জন।

সাম্প্রদায়িক হার ঃ ভারতের মোট জনসংখ্যার মধ্যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সংখ্যা নিম্নোক্তরূপ ঃ

সম্প্রদায়	মোট সংখ্যা	শতকরা আনুপাতিক হার
হিন্দু	৩০৩৪০৫৬৭৯	৮৪˙৯৯
শিখ	৬২১৯১৩৪	১˙৭৪
জৈন	১৬১৮৪৬	০˙৪৫
বৌদ্ধ	১৮০৭৬৭	০˙০৬
খৃষ্টান	৮১৫৭৭৬৫	২˙৩০

সম্প্রদায়	মোট সংখ্যা	শতকরা আনুপাতিক হার
জরথুস্ত্র	১১১৭৯১	০'০৩
মুসলমান	৩৫৪০০১১৭	৯'৯৩
ইহুদী	২৬৭৮১	—
খণ্ডজাতি	১৬৬১৮৯৭	০'৪৭
খণ্ডজাতি ভিন্ন অন্যান্য	৪৭১৪৮	০'০৩

পুরুষ ও নারী ঃ ভারতের মোট জনসংখ্যার মধ্যে পুরুষ ১৮৩৩০৫৬৬৪ জন এবং নারী ১৭৩৫২৩৮৩১ জন। আনুপাতিক হারে প্রতি ১০০০ জন পুরুষের স্থলে ৯৪৭ জন স্ত্রীলোক রহিয়াছে।

শহরবাসী ও পল্লীবাসী ঃ ভারতে ক্রমশঃ শহরমুখীনতা দেখা যাইতেছে। ১৯৫১ সালের আদমসুমারীর হিসাবে দেখা যায় যে, বর্তমান মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৭ ভাগ নরনারী অর্থাৎ ৬ কোটি ২০ লক্ষ লোক শহরে বাস করে। ১৯৪১ সালের হিসাবে শহরবাসীর সংখ্যা ছিল ৪ কোটি ৪০ লক্ষ অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৪ ভাগ। ভারতে মোট শহরের সংখ্যা ৩০১৮। উহাদের মধ্যে ৭৫টি বৃহৎ নগরী। এই ৭৫টি বড় শহরের মিলিত লোকসংখ্যা ১ কোটি ৪৬ লক্ষ হইতে ২ কোটি ৪০ লক্ষ হইয়াছে। পক্ষান্তরে ভারতে মোট পল্লীবাসীর সংখ্যা ২৯৫০০৬২৭১ জন, অর্থাৎ মোট জনসংখ্যাব শতকরা ৮৩ জন পল্লীতে বাস করে। ভারতে মোট পল্লীর সংখ্যা ৫,৫৮,০৮৯।

জীবিকা ঃ (১) প্রায় ২৪,৯১,২২,৪৪৯ জনের, অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭০ ভাগের জীবিকা কৃষির উপর নির্ভরশীল।

(ক) জমি আছে এমন চাষী—১৬,৭৩,৪৬,৫০১

(খ) জমি নাই এমন চাষী—৩,১৬,৩৯,৭১৯

(গ) কৃষি-মজুর—৪,৪৮,৮১,৯২৩

(ঘ) চাষ করে না এমন জমির মালিক—৫৩,২৪,৩০১

(২) অকৃষক লোকসংখ্যা হইতেছে—১০,৭৫,৭১,৯৪০

(ক) কৃষি ব্যতীত অন্য উৎপাদনে নিযুক্ত—৩,৭৬,৬০,১৯৭

(খ) ব্যবসা-বাণিজ্য—২,১৩,০৮,৮৭১

(গ) যানবাহন—৫৬,২০,১১৮

(ঘ) অন্যান্য কাজে ও বিবিধ ব্যাপারে নিযুক্ত—৪,২৯,৮২,৭৭৫

জন্ম মৃত্যু ঃ ১৯৪১-৫০ সালের মধ্যে ভারতে জন্মের হার গড়ে হাজার-করা ৪০ ও মৃত্যুর হার গড়ে হাজারকরা ২৭ জন ছিল।

॥ ভারতের ভূমি ॥

ভারতের মোট ভূমি এলাকার পরিমাণ ১২,৬৯,৬৪০ বর্গমাইল। তন্মধ্যে ৩৬ ভাগ চাষাবাদযোগ্য। উহাকে একর হিসাবে ধরিলে উহার পরিমাণ দাঁড়ায় ২৬,৮৪,২৮,৯৬৪ একর। ভারতে মাথাপিছু ০'৭৫ একর চাষের জমি আছে। মোট চাষের জমির শতকরা ২৬ ভাগে ধান ও ১১'৮ ভাগে গম উৎপন্ন হয়। ভারতে শতকরা ১১'৪ ভাগ বনভূমি।

রাজ্যসমূহের বিবিধ তথ্যাদি

১৯৫১ সালের সেন্সাস অনুষ্ঠিত হওয়ার পরে রাজ্য পুনর্গঠন করায় সেন্সাস-বর্ণিত রাজ্যসম্পর্কিত তথ্যাদি অচল হইয়া পড়িয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। কতিপয় পুরাতন রাজ্য লোপ পাইয়াছে, আবার কতকগুলি নূতন রাজ্য গঠিত হইয়াছে।

সুতরাং আমরা এখানে রাজ্যপুনর্গঠনের পরে ভারতের রাজ্যগুলির যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে সেই সম্পর্কে তথ্যাদি প্রদান করিতেছি—সঃ বঃ]

রাজ্যপুনর্গঠনের পরে রাজ্যসমূহের অবস্থা

	রাজ্য	আয়তন-বর্গমাইল	জনসংখ্যা	বসতির ঘনত্ব (প্রতি বর্গমাইলে)
১।	অন্ধ্র	১,০৫,৭০০	৩,১২,৬০,১৩৩	২৯৬
২।	বোম্বাই	১,৯০,৬৬৮	৪,৮২,৬৫,৩৩১	২৫৩
৩।	কেরালা	১৪,৯৩৭	১,৩৫,৪৯,১১৮	৯০৭
৪।	মধ্যপ্রদেশ	১,৭১,৩০০	২,৬০,৭১,৬৩৭	১৫২
৫।	মাদ্রাজ	৫০,১৭৪	২,৯৯,৭৪,৯৩৬	৫৯৭
৬।	মহীশূর	৭৪,৮৬১	১,৯৪,০১,১৯৩	২৫৯
৭।	পাঞ্জাব	৪৭,০৬২	১,৬১,৩৪,৮৯০	৩৪৩
৮।	পশ্চিমবঙ্গ	৩৩,৮৮৫	২,৬৩,০২,৩৮৬	৭৭৬
৯।	বিহার	৬৭,১১৩	৩,৮৭,৮৩,৭৭৮	৫৭৮
১০।	রাজস্থান	১,৩২,০৯৮	১,৫৯,৭০,৭৭৪	১২১
১১।	আসাম	৮৫,০৬২	৯০,৪৩,৭০৭	১৭১

	রাজ্য	আয়তন-বর্গমাইল	জনসংখ্যা	বসতির ঘনত্ব (প্রতি বর্গমাইলে)
১২।	উড়িষ্যা	৬০,২৫০	১,৪৬,৪৫,৯৪৬	২৪৩
১৩।	উত্তরপ্রদেশ	১,১৩,৪২০	৬,৩২,১৫,৭৪২	৫৫৭
১৪।	জম্মু ও কাশ্মীর	৮৫,৮৬১	৪৪,১০,০০০	৫১

কেন্দ্র শাসিত অঞ্চল

১।	দিল্লী	৫৭৩	১৭,৪৪,০৭২	৩,০৪৪
২।	হিমাচল প্রদেশ	১০,৯২২	১১,০৯,৪৬৬	১০২
৩।	মণিপুর	৮,৬২৯	৫,৭৭,৬৩৫	৬৭
৪।	ত্রিপুরা	৪,০২২	৬,৩৯,০২৯	১৫৯
৫।	আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	৩,২১৫	৩০,৯৭১	১০
৬।	লাক্ষাদ্বীপ, মিনিকয় ও আমিনদিবি	১২	২১,০৩৫	৫০১

মোট জনসংখ্যানুপাতে শিক্ষিতের হার, তন্মধ্যে পুরুষ ও স্ত্রীলোকের অংশ

	মোট শিক্ষিতের হার শতকরা	শিক্ষিত পুরুষের হার শতকরা	শিক্ষিত স্ত্রীলোকের হার শতকরা
ভারত	১৬.৬	২৪.৯	৭.৯
আসাম	১৮.১	২৭.১	৭.৮
মধ্যপ্রদেশ	১৩.৫	২১.৯	৫.০
উড়িষ্যা	১৫.৮	২৭.৩	৪.৫
মহীশূর	২০.৬	৩০.৪	১০.৩
বোম্বাই	২৪.১	৩৪.৯	১২.৬
পূঃ পাঞ্জাব	১৬.৫	২২.৫	৯.৫
মাদ্রাজ	১৯.৩	২৮.৫	১০.১
উত্তরপ্রদেশ	১০.৮	১৭.৪	৩.৬
বিহার	১১.৯	১৯.৯	৩.৮
পশ্চিমবঙ্গ	২৪.৫	৩৪.৭	১২.৭
ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন	৪৫.৮	৫৪.৮	৩৭.০
মণিপুর	১১.৪	২০.৮	২.৪
ত্রিপুরা	১৫.৫	২২.৩	৮.০

	মোট শিক্ষিতের হার শতকরা	শিক্ষিত পুরুষের হার শতকরা	শিক্ষিত স্ত্রীলোকের হার শতকরা
কুর্গ	২৭˙২	৩৪˙০	১৯˙০
সৌরাষ্ট্র	১৮˙৫	২৬˙৩	১০˙৫
কচ্ছ	১৭˙১	২৪˙৪	১০˙২
মধ্যপ্রদেশ	১৩˙৫	২১˙৯	৫˙০
হায়দরাবাদ	৯˙২	১৫˙১	৩˙০
মধ্যভারত	১০˙৮	১৭˙৪	৩˙৭
ভূপাল	৮˙২	১২˙৩	৩˙৯
বিন্ধ্যপ্রদেশ	৬˙১	১০˙৯	১˙১
রাজস্থান	৮˙৪	১৩˙৭	২˙৬
পেপসু	১২˙০	১৭˙৭	৫˙২
আজমীঢ়	২০˙১	২৯˙১	১০˙৩
দিল্লী	৩৮˙৪	৪৩˙০	৩২˙৩
হিমাচল প্রদেশ	৭˙৭	১২˙৬	২˙৪
আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ	২৫˙৮	৩৪˙২	১২˙৩

জীবিকানির্বাহের ধরণধারণ

		জীবিকানির্বাহের জন্য কৃষি ব্যতীত অন্যবিধ পন্থার উপর নির্ভরশীল	নগরে ও শহরে বসবাসকারী	নগরে ও শহরে বসবাসকারীদের মধ্যে কৃষি ব্যতীত অন্যবিধ জীবিকা অর্জনের পন্থার উপর নির্ভরশীল
আসাম	শতকরা	২৬˙৭	৪˙৬	৯৩˙৫
মধ্যপ্রদেশ	,,	২৪˙০	১৩˙৫	৮৪˙৩
উড়িষ্যা	,,	২০˙৭	৪˙১	৮৬˙০
মহীশূর	,,	৩০˙১	২৪˙০	৮৬˙৬
বোম্বাই	,,	৩৮˙৫	৩১˙১	৮৪˙৫
পূঃ পাঞ্জাব	,,	৩৫˙৫	১৯˙০	৯০˙০
মাদ্রাজ	,,	৩৫˙১	১৯˙৬	৮৩˙০
উত্তরপ্রদেশ	,,	২৫˙৮	১৩˙৬	৮৭˙৬
বিহার	,,	১৪˙০	৬˙৭	৭৭˙০
পশ্চিমবঙ্গ	,,	৪২˙৮	২৪˙৮	৯৫˙৮
ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন		৪৫˙২	১৬˙০	৭৫˙২

রাষ্ট্রীয় কর্ণধারগণ

রাষ্ট্রপতি : ডঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ
উপরাষ্ট্রপতি : ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ

ভারতের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা

শ্রীজওহরলাল নেহরু	প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র ও পরমাণবিক শক্তি
শ্রীগোবিন্দবল্লভ পন্থ	... ... স্বরাষ্ট্র
শ্রীমোরারজী রণছোড়জি দেশাই	... ...অর্থ
শ্রীজগজ্জীবন রাম	... ...রেলওয়ে
শ্রীগুলজারীলাল নন্দ	... ...শ্রম, নিয়োগ ও পরিকল্পনা
শ্রীলাল বাহাদুর শাস্ত্রী	... ...বাণিজ্য ও শিল্প
সর্দার শরণ সিং	... ...ইস্পাত, খনি ও ইন্ধন
শ্রী কে. সি. রেড্ডি	... ...পূর্ত, গৃহনির্মাণ ও সরবরাহ
শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন	... ...খাদ্য ও কৃষি
শ্রী ভি. কে. কৃষ্ণ মেনন	... ...দেশরক্ষা
শ্রী এস্. কে. পাতিল	... ...পরিবহন ও যোগাযোগ
শ্রীঅশোক সেন	... ...আইন
মহম্মদ ইব্রাহিম	... ...সেচ ও বিদ্যুৎ

(প্রতিমন্ত্রী)

শ্রীসত্যনারায়ণ সিংহ	... .. সংসদ
শ্রী বি. ভি. কেশকার	... ...তথ্য ও বেতার
শ্রী ডি. পি. কারমারকার	... ...স্বাস্থ্য
ডঃ পাঞ্জাব রাও এস্. দেশমুখ	... ...সমবায়
শ্রী কে. ডি. মালব্য	... ...খনি ও তৈল
শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না	.. ...পুনর্বাসন ও সংখ্যালঘু
শ্রীনিত্যানন্দ কানুনগো	... ...বাণিজ্য ও শিল্প
শ্রীরাজবাহাদুর	... ...যানবাহন ও যোগাযোগ
শ্রী বি. এন. দাতার	... ...স্বরাষ্ট্র
শ্রী এম. এম. শাহ্	... ...বাণিজ্য ও শিল্প
শ্রীসুরেন্দ্রকুমার দে	... ...সমষ্টি উন্নয়ন

(প্রতিমন্ত্রী)

ডঃ কে. এল. শ্রীমালী	...	...শিক্ষা
শ্রীহুমায়ুন কবির	...	...বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতি
শ্রী বি. গোপাল রেড্ডী	...	.. আর্থিক বিষয়

(উপমন্ত্রী)

সর্দার সুরজিৎ সিং মাজিথিয়া	...	...দেশরক্ষা
শ্রীআবিদ আলি	...	...শ্রম
শ্রীঅনিলকুমার চন্দ	...	...পূর্ত, গৃহনির্মাণ ও সরবরাহ
শ্রী এম. ভি. কৃষ্ণাপ্পা	...	.. খাদ্য
শ্রীজয়সুখলাল হাথী	...	...সেচ ও বিদ্যুৎ
শ্রীসতীশ চন্দ্র	...	...শিল্প ও বাণিজ্য
শ্রীশ্যামনন্দন মিশ্র	...	...পরিকল্পনা
শ্রীবলীরাম ভগৎ	...	...অর্থ
ডঃ মনোমোহন দাস	...	...শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা
শ্রীশাহ্‌নওয়াজ খান	...	...রেলওয়ে
শ্রীমতী লক্ষ্মী মেনন	...	...পররাষ্ট্র
শ্রীমতী ভায়োলেট আল্‌ভা	..	...স্বরাষ্ট্র
শ্রী কে. রঘুরামাইয়া	...	...দেশরক্ষা
শ্রী এ. এস. টমাস	...	...খাদ্য
শ্রী আর. এম. হাজারনবিস	...	...আইন
শ্রী এস. ভি. রামস্বামী	...	...রেলওয়ে
শ্রীআহ্‌মেদ মহিউদ্দীন	...	...অসামরিক বিমান-পরিবহন
শ্রীমতী তারকেশ্বরী সিংহ	...	...আর্থিক বিষয়
শ্রী পি. এস. নস্কর	...	...পুনর্বাসন

সামরিক বাহিনীর কর্ণধারগণ

স্থলবাহিনী ঃ

জেনারেল কে. এস. থিমায়া—প্রধান সেনাপতি

মেজর জেনারেল পি. এন. কৃপাল—দক্ষিণাঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত সেনাপতি

লেঃ জেনারেল এস. পি. পি. থোরাট—পূর্বাঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত সেনাপতি

লেঃ জেনারেল কল্বন্ত সিং—পশ্চিমাঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত সেনাপতি

নৌবাহিনী ঃ

রিয়ার এ্যাড্‌মিরাল আর. ডি. কাটারি—নৌবাহিনীর প্রধান অধ্যক্ষ
রিয়ার এ্যাড্‌মিরাল এ. চক্রবর্তী—ফ্ল্যাগ অফিসার
কম্যাণ্ডার এ. কে. চাটার্জি—নৌবাহিনীর উপ-প্রধান অধ্যক্ষ

বিমানবাহিনী ঃ

এয়ার মার্শাল সুব্রত মুখার্জি—বিমানবাহিনীর প্রধান অধ্যক্ষ
এয়ার ভাইস মার্শাল এ. এম. ইঞ্জিনীয়ার—বিমানবাহিনীর উপ-প্রধান অধ্যক্ষ
এয়ার কম্যাণ্ডার পি. সি. লাল—ট্রেনিং কম্যাণ্ডের ভারপ্রাপ্ত

লোকসভা

অধ্যক্ষ (স্পীকার) ঃ শ্রীঅনন্তশয়নম আয়েঙ্গার
উপাধ্যক্ষ (ডেঃ স্পীকার) ঃ সর্দার হুকুম সিং

রাজ্যসভা

সভাপতি ঃ ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ
উপ-সভাপতি ঃ শ্রী এস. ভি. কৃষ্ণমূর্তি রাও

সুপ্রীমকোর্ট ঃ

প্রধান বিচারপতি ঃ শ্রীসুধীরঞ্জন দাশ

বিচারপতিগণ ঃ (১) শ্রী এন. এইচ. ভগবতি, (২) শ্রী বি. জগন্নাথ দাস (৩) শ্রী টি. এল. ভেনকাটারামা আইয়ার, (৪) শ্রী বি. পি. সিনহা, (৫) শ্রী জে. ইমাম, (৬) শ্রী এস. কে. দাস, (৭) শ্রী জে. এল. কাপুর, (৮) শ্রী পি.বি. গজেন্দ্রগাদকর, (৯) শ্রী এ. কে. সরকার, (১০) শ্রী কে. সুব্বা রাও, (১১) শ্রী ভিভিয়ান বোস।

কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস কমিশন ঃ

চেয়ারম্যান ঃ শ্রী ভি. এস. হেজমাদি

সভ্যগণ ঃ (১) শ্রী এস. ভি. কানুনগো, (২) শ্রী জে. এস. পিল্লাই, (৩) শ্রী সি. ভি. মাহাজন, (৪) শ্রী জে. এন. মুখার্জি, (৫) শ্রী পি. এল. ভার্মা, (৬) শ্রী এস. এইচ. জহির ও (৭) শ্রী জি. এস. মহাজনি।

পরিকল্পনা কমিশন

চেয়ারম্যান ঃ শ্রীজওহরলাল নেহরু

ডেপুটি চেয়ারম্যান ঃ শ্রী ভি. টি. কৃষ্ণমাচারী

সভ্যগণ ঃ শ্রী গুলজারী লাল নন্দ, শ্রীমোরাজী দেশাই, শ্রী ভি. কে. কৃষ্ণমেনন, শ্রী কে. সি. নিয়োগী*, ডঃ জে. সি. ঘোষ ও শ্রী সি. এম. ত্রিবেদী।

*** সংবাদে প্রকাশ ১লা জুলাই, ১৯৫৮, শ্রীনিয়োগী পদত্যাগ করিবেন ও শ্রী শ্রীমন নারায়ণ পরিকল্পনা কমিশনে যোগদান করিবেন।**

ইলেক্‌সন কমিশন

চীফ্ ইলেক্‌শন কমিশনার : শ্রীসুকুমার সেন

ডেপুটি ইলেকসন কমিশনার : শ্রী বি. কে. ভট্টাচার্য, শ্রী পি. এস. সুব্রামনিয়াম ও শ্রী পি. কে. সুণ্ডলু।

আইন কমিশন

চেয়ারম্যান : শ্রী এম. সি. শীতলবাদ

সদস্যগণ : শ্রী এম. সি. চাগলা, শ্রী কে. এন. ওয়ানচু, শ্রী জি. এন. দাস, শ্রী পি. সত্যনারায়ণ রাও, শ্রী এন. সি. সেনগুপ্ত, শ্রী ভি. কে. টি. চারি, শ্রী ডি. নরসা রাজু, শ্রী এস. এম. সিক্রি, শ্রী জি. এস. পাঠক ও শ্রী জি. এন. যোশী।

গুরুত্বপুর্ণ পদাধিকারিগণ

সলিসিটর জেনারেল—শ্রী সি. কে. দপ্‌থরী

এ্যাটর্ণী জেনারেল—শ্রী এম. সি. শীতলবাদ

কন্‌ট্রোলার ও অডিটর জেনারেল—শ্রী এ. কে. চন্দ

ডাক ও তার বিভাগের ডাইরেক্‌টর জেনারেল—শ্রী এস. এম. ফিলিপ

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের গভর্ণর—শ্রী এইচ. ভি. আর. আয়েঙ্গার

একাউন্টেন্ট্ জেনারেল—শ্রী এস. ভেনকাটা রামানম

খাদ্য বিভাগের ডাইরেক্‌টর জেনারেল—শ্রী সি. এ. রামকৃষ্ণণ

স্বাস্থ্য বিভাগের ডাইরেক্‌টর জেনারেল—লেঃ কঃ সি. কে. লক্ষ্মণম

অল ইণ্ডিয়া রেডিওর ডাইরেক্‌টর জেনারেল—শ্রী জে. সি. মাথুর

সার্ভেয়র জেনারেল—কর্ণেল গম্ভীর সিং

সরবরাহ বিভাগের ডাইরেক্‌টর জেনারেল—শ্রী ভি. এন. রাজন

পুনর্বাসন বিভাগের ডাইরেক্‌টর জেনারেল—শ্রী এস. আবদুল কাদির

মানমন্দির সমূহের ডাইরেক্‌টর জেনারেল—শ্রী এস. বসু

পুরাতত্ত্ব বিভাগের ডাইরেক্‌টর জেনারেল—শ্রী এ. ঘোষ

নৃতত্ত্ব বিভাগের ডাইরেক্‌টর জেনারেল—ডঃ এন. দত্তমজুমদার

ডাইরেক্‌টর জেনারেল, শিপিং—শ্রীনগেন্দ্র সিং

ডাইরেক্‌টর জেনারেল, অসামরিক বিমান পরিবহন—শ্রী সি. এল. জৈন

স্টেট ব্যাঙ্কের চেয়ারম্যান—শ্রী পি. সি. ভট্টাচার্য

কাউন্সিল অব সাইন্টিফিক এণ্ড এগ্রিকালচারেল রিসার্চের ডাইরেক্‌টর—শ্রী এম. ই. থ্যাকার

বনবিভাগের ইন্সপেক্টার জেনারেল—শ্রী সি. আর. রঙ্গনাথন

বিদেশে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত ও কূটনৈতিক প্রতিনিধিগণ

রাষ্ট্র		দূতের নাম	পদের নাম
আফগানিস্তান	...	শ্রী এস. এন. হাসকর	রাষ্ট্রদূত
আর্জেন্টিনা ও চিলি	...	শ্রী এন. রাঘবন	,,
ব্রহ্মদেশ	...	শ্রী লালজি মেহোত্রা	,,
থাইল্যাণ্ড (শ্যাম)	...	শ্রী এ. এম. সহায়	,,
চীন	...	শ্রী জি. পার্থসারথি	,,
জাপান	...	শ্রী সি. এস. ঝা	,,
ইরাণ	...	শ্রী বি. এফ. এইচ. বি. তায়েবজী	,,
ইরাক ও জর্ডান	...	শ্রীরঙ্গিয়া স্বুব্রামনি	,,
মিশর ও লেবানন	...	শ্রী আর. কে. নেহরু	,,
সিরিয়া	...	শ্রী এস. কে. ব্যানার্জি	,,
ইটালী, আলবিনিয়া	...	শ্রী খুবচাঁদ	,,
যুগোস্লাভিয়া, বুলগেরিয়া ও রুমানিয়া	...	নবাব আলিজবরজঙ্গ বাহাদুর	,,
তুরস্ক	...		,,
ফ্রান্স ও নরওয়ে	...	সর্দার কে. এম. পানিক্কর	,,
সুইডেন ও ডেনমার্ক	...	শ্রী আই. এস্. চোপরা	,,
ফিনল্যাণ্ড, জার্মানী (পশ্চিম)	...	শ্রী এ. সি. এন. নামবিয়ার	,,
বেলজিয়াম ও লাক্সেমবুর্গ	...	শ্রী বি. এন. কাউল	,,
ব্রেজিল	...	শ্রী এম. কে. কৃপালনী	,,
চেকোশ্লোভাকিয়া ও রুমানিয়া	...	শ্রী জে. এন, খোসলা	,,
ইথিওপিয়া	...	শ্রী এন. এস. গিল	,,
নেদারল্যাণ্ডস্	...	শ্রী জন. এ. থিবি	,,
সোভিয়েট রাশিয়া পোল্যাণ্ড ও হাঙ্গারী	...	শ্রী কে. পি. এস. মেনন	,,

রাষ্ট্র		দূতের নাম	পদের নাম
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ও মেক্সিকো	...	শ্রী জি. এল. মেটা	রাষ্ট্রদূত
সুইটজারল্যাণ্ড, ভ্যাটিকান	..	ডঃ মোহন সিং মেহ্‌টা	,,
স্পেন	...	শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত	,,
নেপাল	...	শ্রীভগবান সহায়	,,
ইন্দোনেশিয়া	...	শ্রী এ. এস. লাল	,,
কানাডা	...	শ্রী কে. শেফাচার	হাই কমিশনার
গ্রেট বৃটেন ও আয়ার্ল্যাণ্ড	...	শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত	,,
অষ্ট্রেলিয়া	...	শ্রী পি. এ. মেনন	,,
সিংহল	...	শ্রী ওয়াই. ডি. গুণদেভিয়া	,,
ঘানা	...	শ্রী বি. কে. কাপুর	,,
মালয়	...	শ্রী ভি. এস. নায়ার	,,
নিউজীল্যাণ্ড	...	শ্রী পি. এ. মেনন	,,
পাকিস্তান	...	শ্রী এস. এন. মৈত্র *	,,
,, করাচী	...	শ্রী ডি. এন. চাটার্জি	ডেঃ হাই কমিশনার
,, ঢাকা †	...	শ্রী এ. কে. সেন	,,
সৌদী আরব	...	জনাব এম. কে. কিদোয়াই	কন্সাল জেনারেল
সানফ্রান্সিস্‌কো	...	জনাব এম. এ. হুসেন	,,
জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি	...	শ্রী আর. দয়াল	,,

ভারতে বৈদেশিক রাষ্ট্রদূত ও কূটনৈতিক প্রতিনিধিগণ

আফগানিস্তান	...	সর্দার এ. জি. এম. ওমর	রাষ্ট্রদূত
আর্জেন্টিনা	...	শ্রী ভি. ফেটোন	,,
চীন	...	শ্রী পান জু-লি	,,
জাপান	...	শ্রীশিরোসি নস্থ	,,
ব্রহ্মদেশ	...	শ্রী ইউ. থান আউঙ্গ	,,
সোভিয়েট রাশিয়া	...	শ্রী পি. কে. পোনোমারেঙ্কো	,,
বেলজিয়াম	...	কাউণ্ট জি. ডি. এস্প্রেমণ্ট লিণ্ডেন	,,

* অস্থায়ী, রাজেশ্বর দয়াল এই পদে নিযুক্ত হইয়াছেন, কিন্তু এখনও কার্যভার গ্রহণ করেন নাই।
† এস. এন. মৈত্রের স্থলে অস্থায়ীভাবে কার্য করিতেছেন।

ফ্রান্স	...	কাউন্ট ষ্ট্যানিস্লাস অষ্ট্রোরগ	রাষ্ট্রদূত
স্পেন	...	কাউন্ট ডি. আরতাজা	”
জার্মানী (পশ্চিম)	...	ডঃ উইলহেল মেলচাস	”
ইটালী	...	ডঃ পওলো কোর্টেসি	”
নেদারল্যাণ্ডস্	...	শ্রী এই. এ. হেল্ব্	”
যুগোস্লাভিয়া	...	শ্রী বি. সিরনবরনজা	”
তুরস্ক	...	শ্রীকাদ্রি রিজান	”
মিশর	...	ডঃ মোস্তাফা কামেল	”
ইরাক	...	মহম্মদ সেলিম আল-রাদি	”
ইরাণ	...	শ্রীমসফেজি কাজেমি	”
নেপাল	...	দমন শামসের জঙ্গ বাহাদুর রাণা	”
ইন্দোনেশিয়া	...	মেঃ জেঃ আবদুল কাদির	”
কাম্বোডিয়া	...	শ্রী ভার কামেল	”
থাইল্যাণ্ড	...	শ্রী বুন চারোয়েন চাই	”
চেকোশ্লোভাকিয়া	...	শ্রী ইঙ্গ নোসেক জিরি	”
নরওয়ে	...	শ্রী স্যুট লিক্কে	”
পোল্যাণ্ড	...	ডাঃ জুলিয়াস কাটস্থচি	”
রুমানিয়া	...	শ্রী নিকোলেই সিওরোইউ	”
মেক্সিকো	..	শ্রী লুই এফ. ম্যাক্‌গ্রেগর	”
মাকিণ যুক্তরাষ্ট্র	...	মিঃ এলস্‌ওয়ার্থ বাঙ্কার	”
সুইডেন	...	শ্রীমতী আলভা মীরডাল	”
ব্রাজিল	...	ডঃ জে. সি. ডি. আলেনকার	”
ইথিওপিয়া	...	রাস ইমরু হেইলি সেলাসি	”
থাইল্যাণ্ড	...	শ্রীবুন চারোয়েন চাই	”
সোদী আরব	...	শ্রীসেথ ইউসুফ আলফোজান	”
অষ্ট্রেলিয়া	...	শ্রী পি. আর. হেডন	হাই কমিশনার
কানাডা	...	শ্রী চেষ্টার এ. রেনিং	”
গ্রেট বৃটেন	...	মিঃ এম. ম্যাকডোনাল্ড	”
সিংহল	...	স্যার রিচাউ আলুইহেয়ার	”
পাকিস্তান	...	মিয়াঁ জিয়াউদ্দীন	”
ঘানা	...	শ্রী জন বোগোলো এরজুয়া	”
মালয়	...	শ্রী এস. সি. ম্যাসিনটায়ার	”

শিক্ষা

জাতির উন্নতি-অবনতি যাচাই করিবার প্রকৃষ্ট মাপকাঠি হইতেছে শিক্ষা। কিন্তু প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে সে শিক্ষাই আমাদের দেশে সম্পূর্ণ উপেক্ষিত ছিল। শিক্ষিতের হার ছিল অতি সামান্য। দেখা যায় ৬ হইতে ১১ বৎসরের বালকবালিকাদের মধ্যে শতকরা মাত্র ৪০ জন, ১১ হইতে ১৭ বৎসরের কিশোরকিশোরীদের মধ্যে শতকরা মাত্র ১০ জন এবং ১৭ হইতে ২৩ বৎসরের তরুণতরুণীদের মধ্যে মাত্র শতকরা ০'৯ জন শিক্ষা লাভের সুযোগ পাইত।

সরকার ও শিক্ষাব্যবস্থা: জনগণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের মুখ্য দায়িত্ব রাজ্য সরকারসমূহের। এজন্য প্রত্যেক রাজ্যেই একজন মন্ত্রীর অধীনে গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা দপ্তর আছে।

শিক্ষা রাজ্য সরকারের দায়িত্ব হইলেও শিক্ষাসম্পর্কিত সর্বভারতীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। তাহা ছাড়া, কারিগরি শিক্ষা, গবেষণা ইত্যাদি সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের অধিকার একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা দপ্তরের। কেন্দ্রীয় শিক্ষাদপ্তরের কাজ প্রধানতঃ ছয়টি ভাগে বিভক্ত—যথা, (১) পরিচালন ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা, (২) হিন্দী ও সাংস্কৃতিক যোগসাধন, (৩) কারিগরি ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা, (৪) বৃত্তিদান ও তথ্যাদি সরবরাহ, (৫) বুনিয়াদি ও সামাজিক শিক্ষা এবং (৬) মাধ্যমিক শিক্ষা।

ভারত সরকার শিক্ষা দপ্তরের মারফত বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়, আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় এবং আরও কয়েকটি উচ্চতর শিক্ষাদান প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করেন। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া, এনথ্রোপলিজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া, ন্যাশনাল আর্কাইভস্, কলিকাতার ন্যাশনাল লাইব্রেরী কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা দপ্তর কর্তৃক পরিচালিত হয়।

শিক্ষা প্রণালী: বর্তমানে ভারতে শিক্ষাদান পদ্ধতিকে যুগোপযোগী করার জন্য কয়েকটি স্তরে বিভক্ত করা হইয়াছে, যথা—(১) নার্সারী বা প্রাক্ প্রাথমিক শিক্ষা। এই বিভাগে ৩ হইতে ৬ বৎসর বয়স্ক বালকবালিকারা শিক্ষালাভ করে।

(২) প্রাথমিক বা নিম্নবুনিয়াদী শিক্ষা, (৩) মাধ্যমিক শিক্ষা, (৪) উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা, (৫) বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা।

এই বিভাগগুলি ছাড়াও কারিগরি, পেশাদারী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে।

বুনিয়াদী ও প্রাথমিক শিক্ষাঃ বুনিয়াদী প্রথায় ক্রমশঃ প্রাথমিক শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা হইতেছে। এই প্রথায় পুঁথিগত বিদ্যাভ্যাস করা ছাড়াও কাজের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করিতে হয়। শিক্ষার্থীকে এমন কাজ শিখান হয় যাহা তাহার সামাজিক ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। সুতা কাটা, কাপড় বোনা, বাগান করা, ছুতারবৃত্তি, চর্ম প্রযুক্তি, বই বাঁধাই, রান্না, সেলাই প্রভৃতি গৃহকর্ম ইত্যাদি কাজে তাহাদিগকে শিক্ষাদান করা হয়। যে সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বুনিয়াদী প্রথা চলিত নাই, ঐগুলিকে অতি শীঘ্র বুনিয়াদী বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার ব্যবস্থা করা হইতেছে। প্রত্যেক শিশুকে অন্ততঃ আটবৎসর বুনিয়াদী শিক্ষা ব্যবস্থার অধীনে রাখার নীতি গৃহীত হইয়াছে।

নিখিল ভারত প্রাথমিক শিক্ষা পরিষদঃ সকল রাজ্যসরকারের প্রতিনিধি ও অন্যান্য স্বাস্থ্য সংশ্লিষ্ট মহলের সদস্য লইয়া ১৯৫৭ সালের ১লা জুলাই এই পরিষদ গঠিত হইয়াছে। ১৪ বৎসর বয়স্ক বালক বালিকাদিগকে বাধ্যতামূলক অবৈতনিক শিক্ষাদানের পরিকল্পনা রূপায়িত করার জন্য ইহা ব্যবস্থা করিবে এবং প্রাথমিক শিক্ষাদান সম্পর্কে সকল বিষয়ে এই সংস্থা কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকার-গুলিকে পরামর্শ দান করিবে।

বুনিয়াদী ও অবুনিয়াদী প্রাথমিক শিক্ষার তথ্যাদি

	বিদ্যালয়		ছাত্র সংখ্যা (হাজার)		
বৎসর	প্রাথমিক	বুনিয়াদী	প্রাথমিক	বুনিয়াদী	মোটব্যয় (কোটি টাকা)
১৯৫১-৫২	২,১৫,৩৬৬	৩৩,৭৫১	১,৯০,২৩	৩০,৭০	৪৬,০২
১৯৫৩-৫৪	২,৩৯,৮০৮	৩৫,৮০৫	২,০৮,৪৩	৩২,০১	৫৩,১০
১৯৫৫-৫৬	২,৭৮,৭৬৮	৪৭,৮১৩	২,২৯,৬৬	৫০,৬০	৬৬,১৪

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষাঃ প্রাথমিক ও উচ্চ বুনিয়াদী শিক্ষার পর সুরু হয় মাধ্যমিক শিক্ষা। এই শিক্ষা ব্যবস্থার কিছু কিছু পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। কোন কোন রাজ্যে এই শিক্ষার সময় এক বৎসর বাড়াইয়া দিয়া ইণ্টার-মিডিয়েট বা কলেজী শিক্ষা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহাকে উচ্চ

মাধ্যমিক শিক্ষা বলা হয়। উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা পাস করিলে ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী ক্লাসে ভর্তি হইতে পারে। এই ব্যবস্থায় ডিগ্রী পরীক্ষার পাস কোর্সে তিন বৎসর পড়িতে হয়। অন্যান্য রাজ্যে ম্যাট্রিকুলেশন পর্যন্ত মাধ্যমিক শিক্ষা। উহা পাস করিলে দুই বৎসর ইণ্টারমিডিয়েট পড়িতে হয়।

মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশনঃ ভারত সরকার ১৯৫২ সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়রকে চেয়ারম্যান করিয়া মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। এই কমিশন যে সুপারিশ করেন তাহার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি হইতেছে এই ঃ—(১) চার বা পাঁচ বৎসর প্রাথমিক কিম্বা প্রাক্‌-বুনিয়াদী শিক্ষালাভের পর মধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিত এবং পাঠ্য বিষয়ে ভাষা, সমাজবিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান ও হস্তশিল্প প্রভৃতি থাকা উচিত। (২) আঞ্চলিক ভাষাই শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিত, তবে জাতীয় ভাষা এবং একটি বিদেশী ভাষাও মাধ্যমিক স্কুল স্তরে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা দরকার। (৩) প্রথম স্তরেই ছাত্ররা যাহাতে কারিগরি জ্ঞানার্জনে উৎসাহ পায় সেজন্য বহুউদ্দেশ্যসাধক বিদ্যালয় খোলা প্রয়োজন। (৪) সেকেণ্ডারী স্কুলের শিক্ষক ও গ্রাজুয়েট শিক্ষকদের ট্রেনিং নিবার পৃথক বন্দোবস্ত থাকা প্রয়োজন। (৫) স্কুলগুলিতে বৎসরে অন্তত ২০০ দিন ক্লাস করিতে হইবে এবং সপ্তাহে প্রতি ৪৫ মিনিটে অন্তত ৩৫টি পিরিয়ড করিতে হইবে। (৬) প্রতিটি বিদ্যালয়ের জন্য কোম্পানী আইনানুযায়ী রেজিষ্ট্রিকৃত একটি পরিচালক বোর্ড থাকিবে, পদাধিকারবলে বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক এই বোর্ডের সদস্য থাকিবেন। ইহা ভিন্ন কমিশন পাঠ্যপুস্তক, পরীক্ষা পদ্ধতি, শিক্ষক-শিক্ষণ প্রভৃতি সম্বন্ধেও বহু গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেন।

ভারত সরকার কমিশনের অনেকগুলি সুপারিশ গ্রহণ করিয়া উহা কার্যকরী করার জন্য কয়েকটি পরিকল্পনা করেন যেমন ঃ—(১) পাঁচ শত বহু-উদ্দেশ্যসাধক স্কুল স্থাপন ; (২) বিজ্ঞান শিক্ষাদানের জন্য অতিরিক্ত তিন শত স্কুলকে সাহায্য দান ; (৩) ২০০০ স্কুল লাইব্রেরীর উন্নতি সাধন ; (৪) ২০০০ মধ্যস্কুলে হাতের কাজের ব্যবস্থা প্রবর্তন ; (৫) শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থা ; (৬) প্রধান শিক্ষকদের সেমিনার গঠন।

মাধ্যমিক শিক্ষা সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় ও রাজ্যসরকারসমূহকে পরামর্শ দানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার একটি সর্বভারতীয় 'মাধ্যমিক শিক্ষা পরিষদ' গঠন করিয়াছেন। ১৯৫৫ সালে পরিষদ গঠিত হয়। ইহার সদস্য সংখ্যা ২২জন। মাধ্যমিক শিক্ষা উন্নয়নের জন্য ভারত সরকারকে পরামর্শ দানই ইহার প্রধান কাজ।

সার্জেণ্ট পরিকল্পনা : এই প্রসঙ্গে ১৯৪৪ সালে কেন্দ্রীয় শিক্ষা-বোর্ড কর্তৃক রচিত শিক্ষার জাতীয় পরিকল্পনা, যাহা সাধারণত সার্জেণ্ট পরিকল্পনা নামে পরিচিত, তাহার কথা উল্লেখযোগ্য। এই পরিকল্পনায় অনেকগুলি যুগান্তকারী ব্যবস্থা ছিল। যেমন :—৬ হইতে ১৪ বৎসরের বালকবালিকাদিগকে প্রাথমিক ও উচ্চ বিদ্যালয়ে (নিম্ন ও উচ্চ বুনিয়াদি স্কুল) বাধ্যতামূলক ও অবৈতনিক শিক্ষাদান ; ১১ হইতে ১৭ বৎসর বয়সের ছাত্রছাত্রীদের ছয় বৎসরের শিক্ষাদান কোর্স প্রবর্তন ; ইণ্টারমিডিয়েট শিক্ষাব্যবস্থা বিলোপ করিয়া হাইস্কুল ও কলেজে এক বৎসর করিয়া অতিরিক্ত শিক্ষাব্যবস্থা যুক্তকরণ। ইহার প্রধান সুপারিশগুলি ভারত সরকার গ্রহণ করেন।

মাধ্যমিক শিক্ষাসম্পর্কে তথ্যাদি

বৎসর	বিদ্যালয়ের সংখ্যা	ছাত্রসংখ্যা (হাজার)	মোট ব্যয় (কোটি টাকা)
১৯৫১-৫২	২২,৬৩৯	৫৬,৮০	৩৪·৮৬
১৯৫৩-৫৪	২৫,৭৬৭	৬৪,১০	৪২·১৭
১৯৫৫-৫৬	৩২,৫৬৮	৮৫,২৭	৫৩·০২

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা : স্কুল ফাইন্যাল বা ম্যাট্রিকুলেশন এবং ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর আরম্ভ হয় বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা। কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, পূর্ত, ভেষজ প্রভৃতি বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় ডিগ্রি প্রদান করিয়া থাকে।

বিশ্ববিদ্যালয় তিন প্রকার।—(ক) অনুমোদনকারী (Affiliating) ; এই শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয় কেবলমাত্র পাঠ্যতালিকা নির্ধারণ, পরীক্ষা গ্রহণ ও ডিগ্রি প্রদান করে। (খ) অনুমোদনকারী ও শিক্ষাদানকারী (Affiliating & Teaching) ; এই শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয় পাঠ্যতালিকা নির্ধারণ, পরীক্ষা গ্রহণ এবং ডিগ্রিদান করা ব্যতীত প্রত্যক্ষভাবে ছাত্রছাত্রীগণকে শিক্ষাদানের দায়িত্বও গ্রহণ করে। (গ) আবাসিক ও শিক্ষাদানকারী (Residential & Teaching) ; এই শ্রেণীর বিশ্ববিদ্যালয় তাহাদের অধীন কলেজগুলি সর্বরকমে পরিচালনা করিয়া থাকে এবং শিক্ষাদান করে।

বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন : ভারত সরকার ১৯৪৮ সালে একটি বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন গঠন করেন। ডঃ এস. রাধাকৃষ্ণ ইহার চেয়ারম্যান হন।

১৯৪৯ সালে কমিশন তাঁহাদের যে রিপোর্ট পেশ করেন তাহাতে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে নিম্নলিখিত সুপারিশগুলি করেন, যথা :—(১) বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে উচ্চতর শিক্ষাদানের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করিতে হইবে। (২) গ্রামের পরিবেশের সঙ্গে ছাত্র ও ছাত্রিগণ যাহাতে পরিচিত হইতে পারে সেজন্য যেখানে সম্ভব সেখানেই গ্রামাঞ্চলে কৃষিকলেজ খুলিতে হইবে। (৩) শিক্ষাদান পদ্ধতির উন্নতি সাধন করিতে হইবে। পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থার বৈপ্লবিক পরিবর্তন করিতে হইবে। ভারত সরকার কমিশনের অনেকগুলি পরামর্শ গ্রহণ করেন এবং তাঁহাদেরই পরামর্শ মত বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন গঠন করেন।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনঃ ১৯৫৩ সালের নভেম্বর মাসে এই কমিশন গঠিত হয়। শ্রী সি. ডি. দেশমুখ এই কমিশনের চেয়ারম্যান নিযুক্ত হইয়াছেন। কমিশনের অন্যান্য সদস্যগণের নাম—ডঃ জাকীর হোসেন, ডঃ এইচ. এন. কুঞ্জরু, ডঃ এম. এস. থাকর, ডঃ জন মাথাই, ডঃ এন. কে. সিদ্ধান্ত, শ্রী কে. জি. সাইদীন এবং শ্রী পি. সি. ভট্টাচার্য।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের প্রধান কাজ হইতেছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ মান রক্ষা এবং সমন্বয় সাধন সম্পর্কিত বিষয়ে এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে অনুসন্ধান ও তাহাদের সাহায্য দান করা সম্পর্কে সরকারকে পরমর্শ দান, নূতন বিশ্ববিদ্যালয় গঠন ও পুরাতন বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রসারণ সম্বন্ধে পরামর্শ দান, বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সংস্কার ও উন্নতি সাধনের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে উপদেশ দান। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে সাহায্য দানের জন্য কমিশনের হাতে কিছু অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ডঃ ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে যোগাযোগ রক্ষার জন্য এই বোর্ড ১৯২৫ সালে স্থাপিত হয়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমতা রক্ষা, ডিগ্রি ডিপ্লোমা প্রভৃতির অনুমোদন, ইহার কাজ। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাসংক্রান্ত সমস্যাও ইহার বিবেচ্য বিষয়।

বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ বর্তমানে ভারতে ৩৭টি বিশ্ববিদ্যালয় রহিয়াছে। পরবর্তী পৃষ্ঠায় উহাদের পূর্ণ তালিকা দেওয়া হইল। উক্ত অনুমোদিত বিশ্ব-বিদ্যালয়গুলি ছাড়াও বহু প্রতিষ্ঠান ভারতে উচ্চ শিক্ষা বিস্তারে রত আছে। দিল্লীর জামিয়া মিলিয়া এবং হরিদ্বারের গুরুকুল এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান। ইহারা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমান মর্যাদা ভোগ করিয়া থাকে ; তফাৎ এই যে ইহারা কেন্দ্রীয় বা রাজ্যসরকারের আইন অনুসারে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়

নাম	স্থাপিত	শ্রেণী	অধীনে কলেজসংখ্যা	ছাত্রসংখ্যা (১৯৫৫-৫৬)	বর্তমান ভাইসচ্যান্সেলার
অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়, ওয়ালটেয়ার	১৯২৬	খ	৪৭	৩৫,৭২৬	শ্রী ভি. এস. কৃষ্ণ
আগ্রা বিশ্ববিদ্যালয়, আগ্রা	১৯২৭	ক	৭৯	৪১,১৫৯	শ্রী কে. পি. ভাটনগর
আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়, আলিগড়	১৯২১	গ	১	৩,৯০৫	কর্ণেল বি. এইচ. জাইডি
আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়, আন্নামালাইনগর	১৯২৯	গ	—	২,৪৮৩	শ্রী টি. টি. এন. পিল্লাই
উৎকল বিশ্ববিদ্যালয়, কটক	১৯৪৩	খ	১৯	৬,৪০৩	ডাঃ পি. কে. পারিজা
এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়, এলাহাবাদ	১৮৮৭	খ	৪	৭,৭৩৬	ডাঃ শ্রীরঞ্জন
ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, হায়দরাবাদ	১৯১৮	গ	৩৫	১৫,১৩২	শ্রী ডি. এস. রেড্ডি
কর্ণাটক বিশ্ববিদ্যালয়, ধারওয়ার	১৯৫০	খ	১৭	৭,৬৭৫	শ্রী ডি. সি. পভাতে
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা	১৮৫৭	খ	১৩৬	১,০০,১৩৬	শ্রী এন. কে. সিদ্ধান্ত
কুরুক্ষেত্র বিশ্ববিদ্যালয়, কুরুক্ষেত্র	১৯৫৬	গ	—	—	ডঃ এ. সি. যোশী
কেরালা বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিবান্দ্রাম	১৯৩৭	খ	৪৬	২৯,৮৭৮	ডঃ জন মাথাই
গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়, আহ্মেদাবাদ	১৯৫০	খ	৪১	২০,৯২৪	শ্রী এম. বি. পি. দেশাই
গোরক্ষপুর বিশ্ববিদ্যালয়, গোরক্ষপুর	১৯৫৭	ক	—	—	শ্রী বি. এন. ঝা
গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়, গৌহাটি	১৯৪৮	খ	২৩	১৪,৫৭১	শ্রী এস. কে. ভূয়ান
জব্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়, জব্বলপুর	১৯৫৭	ক	১৭	—	শ্রী কে. এল. দুবে
জম্মু ও কাশ্মীর বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রীনগর	১৯৪৮	খ	২৫	৫,৬৭০	শ্রী এ. এ. এ. ফৈজি
দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লী	১৯২২	খ	২২	১১,৬১৫	শ্রী ভি. কে. আর. ভি. রাও
নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়, নাগপুর	১৯২৩	খ	২৮	১৩,১৫৩	শ্রী কে. টি. মঙ্গলমূর্তি

ক = অনুমোদনকারী ; খ = অনুমোদনকারী ও শিক্ষাদানকারী ; গ = আবাসিক ও শিক্ষাদানকারী ।

ভারতের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়

নাম	স্থাপিত	শ্রেণী	অধীনে কলেজসংখ্যা	ছাত্রসংখ্যা (১৯৫৫-৫৬)	বর্তমান ভাইসচ্যান্সেলার
পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, চণ্ডীগড়	১৯৪৭	খ	১১২	৪৮,১২৫	ডঃ এ. সি. যোশী
পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়, পাটনা	১৯১৭	খ	১৩	৮,৪১৭	শ্রীবলভদ্র প্রসাদ
পুণা বিশ্ববিদ্যালয়, পুণা	১৯৪৮	খ	৩৩	১৮,১৮৮	শ্রী আর. পি. পরাঞ্জপে
বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়, বরোদা	১৯৪৯	গ	৪	৪,৮০৩	শ্রীমতী হংস মেহ্তা
বানারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, বানারস	১৯১৬	গ	১৯	৯,৫৫৯	ডঃ ভি. এস. ঝা
বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন	১৯৫১	গ	৬	৫৭৯	ডঃ সত্যেন্দ্রনাথ বসু
বিক্রম বিশ্ববিদ্যালয়, উজ্জয়িনী	১৯৫৭	ক	—	—	ডঃ মাতা প্রসাদ
বিহার বিশ্ববিদ্যালয়, পাটনা	১৯৫২	খ	৬১	৩৯,৯৯৬	শ্রীদুখন রাম
বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়, বোম্বাই	১৮৫৭	খ	৪২	৩৬,৩০৪	শ্রী টি. এম. এডাভানি
মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়, মহীশূর	১৯১৬	খ	৪২	২৪'৩৪৭	শ্রী কে. ভি. পুট্টাপ্পা
মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়, মাদ্রাজ	১৮৫৯	খ	১২৬	৫৩১৭৭	ডঃ এ. লক্ষ্মণস্বামী মুদালিয়র
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, যাদবপুর	১৯৫৫	গ	২	১,৩৯৬	ডঃ ত্রিগুণা সেন
রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়, জয়পুর	১৯৪৭	খ	৫৩	১৭,৭২৪	শ্রী জি. সি. চাটার্জি
রুড়কি বিশ্ববিদ্যালয়, রুড়কি	১৯৪৮	গ	—	৬৬৭	শ্রী এ. এন. খোসলা
লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়, লক্ষ্ণৌ	১৯২১	গ	১৪	১০,১১৩	শ্রী কে. এ. এস. আয়ার
শ্রীভেঙ্কটেশ্বর বিশ্ববিদ্যালয়, তিরুপাটি	১৯৫৪	খ	১২	৪২৮	ডঃ জি. আর. নাইডু
এস. এন. ডি. টি. মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, বোম্বাই	১৯৫১	খ	৬	১,৬১৩	শ্রীমতী পি. ভি. থ্যাকারসি
সর্দার বল্লভভাই বিদ্যাপীঠ, বল্লভভাইনগর, আনন্দ	১৯৫৫	ক	৪	—	শ্রীভাইলাল প্যাটেল
সাগর বিশ্ববিদ্যালয়, সাগর	১৯৪৬	খ	১৯	৬,৯২৫	ডঃ ডি. পি. মিশ্র

ক=অনুমোদনকারী; খ=অনুমোদনকারী ও শিক্ষাদানকারী; খ=আবাসিক ও শিক্ষাদানকারী।

কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাঃ ভারতে কারিগরি শিক্ষার উন্নয়নের জন্য ভারত সরকারকে পরামর্শ দিবার জন্য ১৯৪৫ সালে সর্ব-ভারতীয় 'কারিগরি শিক্ষা পরিষদ' গঠিত হইয়াছে। তাছাড়া আছে কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও বৃত্তিশিক্ষা পরিচালনা ব্যুরো। পরিষদের সুপারিশ ক্রমে পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, আসাম ও উড়িষ্যায় একটি করিয়া কারিগরিশিক্ষা বোর্ড গঠিত হইয়াছে।

সমাজ শিক্ষাঃ ভারতের অগণিত অজ্ঞ জনসাধারণ যাহাতে লেখাপড়া শিখিতে পারে, স্বাস্থ্যরক্ষার প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করিতে পারে এবং সুনাগরিক হইতে পারে, সমাজ শিক্ষার আসল উদ্দেশ্য হইল তাহাই। সমাজ শিক্ষা প্রচারের দায়িত্ব রাজ্যসরকারসমূহের। কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ ও উপদেশ দিয়া ঐ শিক্ষা প্রচারে সাহায্য করেন। এজন্য একটি কেন্দ্রীয় ওয়েলফেয়ার বোর্ড আছে।

শিক্ষা সম্পর্কিত কতিপয় সরকারী সংস্থা

কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডঃ ১৯২৩ সালে এই বোর্ডটি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু পরে ১৯৩৫ সালে আবার তাহা পুনর্গঠিত হয়। বোর্ডে রাজ্যসরকারসমূহের শিক্ষামন্ত্রিগণ বা তাঁহাদের শিক্ষাবিভাগের প্রধান কর্ম-কর্তাগণ, আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় বোর্ডের প্রতিনিধিগণ এবং ভারত সরকার কর্তৃক নির্বাচিত সংসদ সদস্যগণ থাকেন। ইহার প্রধান কাজ হইতেছে ভাব বিনিময় এবং ভারতে শিক্ষা সম্বন্ধে তথ্যাদি প্রচার।

কেন্দ্রীয় শিক্ষা ব্যুরোঃ ১৯১৫ সালে ইহা গঠিত হয়। ভারতে এবং ভারতের বাহিরে শিক্ষা সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগ্রহ করা এবং রিপোর্ট ইত্যাদি প্রকাশ করা।

শারীরিক শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডঃ ভারতে বিভিন্ন স্কুলে শরীর চর্চা শিক্ষা কি ভাবে পরিচালিত হওয়া উচিত সে সম্বন্ধে ভারত সরকারকে পরামর্শ দিবার জন্য এই বোর্ড গঠিত হইয়াছে। বর্তমানে বোর্ড খেলাধূলা শিবির সংগঠনের দিকেই মন দিয়াছেন এবং সেজন্য সমস্ত ভারতকে পাঁচটি অঞ্চলে বিভক্ত করিয়া তিন সপ্তাহ ধরিয়া ঐ প্রকার শিবির পরিচালনা করিতেছেন।

ভারতীয় জাতীয় কমিশনঃ 'ইউনেস্কো'র সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য ১৯৫০ সালে এই সংস্থাটি গঠিত হয়। কমিশনের কাজ হইতেছে 'ইউনেস্কো'র ব্যাপারে ভারত সরকারকে পরামর্শ দান।

জাতীয় পুস্তক ট্রাষ্টঃ ন্যায্য দরে সুসাহিত্য প্রকাশে উৎসাহ দান করাই ট্রাষ্ট গঠনের কারণ। ট্রাষ্টের বর্তমান চেয়ারম্যান হইতেছেন ডঃ জন মাথাই।

সঙ্গীত নাটক আকাদমী, সাহিত্য আকাদমী ও ললিত কলা আকাদমীঃ ভারতে সঙ্গীত, সাহিত্য, নৃত্য, অঙ্কন প্রভৃতি শিল্প কলা ও বিদ্যাকে উৎসাহ দানের উদ্দেশ্যে উপরিউক্ত সংস্থা তিনটি ১৯৫৩-৫৪ সালের মধ্যে স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠান তিনটি কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা বিভাগ পরিচালনা করেন। এই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে প্রতি বৎসর গুণী ব্যক্তিকে পুরস্কৃত করিবারও ব্যবস্থা রহিয়াছে।

বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও উহাদের মোট ছাত্রসংখ্যা

প্রতিষ্ঠান	১৯৫৩-৫৪	১৯৫৪-৫৫	১৯৫৫-৫৬
নিম্ন প্রাইমারা বিদ্যালয়	৪২৬	৫১৩	৬৩০
প্রাইমারী বিদ্যালয়	২,৩৯,৩৮২	২,৩৩,৬২৫	২,৭৮,১৩৮
মাধ্যমিক বিদ্যালয়	২৫,৭৬৭	২৭,৫১৮	৩২,৫৬৮
বৃত্তিমূলক বিদ্যালয়	২,৫৯৯	২,৭৫২	৩,০৬৭
বিশেষ শিক্ষামূলক বিদ্যালয়	৪৪,১৪২	৪৭,৫৩৪	৫০,৯৮৭
কলা ও বিজ্ঞান কলেজ	৬১৩	৬৫৭	৭১২
পেশামূলক কলেজ	২৫৩	২৯১	৩৪৬
বিশেষ শিক্ষার কলেজ	৮৭	১০৬	১১২
গবেষণা প্রতিষ্ঠান	৩৫	৩৩	৩৪
শিক্ষা বোর্ড	১০	১০	১১
বিশ্ববিদ্যালয়	৩০	৩১	৩২
মোট	৩,১৩,৩৪৪	৩,৪৩,০৭১	৩,৬৬,৬৩৭
মোট ছাত্রসংখ্যা (লক্ষ সমষ্টিতে)	২৯১'৩৯	৩১২'৬৭	৩৩৯'২৪
মোট ব্যয় (কোটি টাকা)	১৪৭'৭৪	১৬৫'০১	১৮৯'৬৬

আয় ব্যয়

১৯৫৫-৫৬ সালে ভারতে শিক্ষার জন্য মোট ১৮৯'৬৬ কোটি টাকা প্রত্যক্ষভাবে ব্যয় করা হইয়াছে। এই অর্থের কত অংশ কোন্ সূত্র হইতে সংগৃহীত হইয়াছে তাহা নিম্নে দেখান হইল। এই সঙ্গে পূর্ববর্তী তিন বৎসরের খতিয়ানও উল্লেখ করা যাইতেছে।

আয়ের উৎস	১৯৫৫-৫৬	১৯৫৪-৫৫	১৯৫৩-৫৪	১৯৫২-৫৩
সরকারী তহবিল	৬১'৮	৫৯'৯	৫৭'৮	৫৮'৩

জেলাবোর্ড তহবিল	৫'২	৫'৫	৫'৯	৫'৮
মিউনিসিপ্যাল তহবিল	৩'৪	৩'৭	৩'৯	৪'০
ফী	২০'০	২১'৪	২২'৩	২১'৬
ভাতা	৩'০	৩'০	৩'১	৩'২
অন্যান্য সূত্র	৬'৬	৬'৫	৭'০	৭'১

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষা

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় শিক্ষার প্রসারের জন্য মোট ১৬৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া ৩০৭ কোটি টাকা করা হইয়াছে। কোন্ পর্যায়ের জন্য কত অর্থ বরাদ্দ হইয়াছে তাহার হিসাব এইরূপ :—

	প্রথম পরিকল্পনা	দ্বিতীয় পরিকল্পনা
প্রাথমিক শিক্ষা	৯৩ কোটি টাকা	৮৯ কোটি টাকা
মাধ্যমিক শিক্ষা	২২ " "	৫১ " "
বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা	১৫ " "	৫৭ " "
কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা	২৩ " "	৪৮ " "
সমাজ শিক্ষা	৫ " "	৫ " "
প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও বিবিধ	১১ " "	৫৭ " "
মোট	১৬৯ কোটি টাকা	৩০৭ কোটি টাকা

জনস্বাস্থ্য

জনস্বাস্থ্য বিভাগের সূত্রপাত ও ক্রমবিকাশঃ ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে সৈন্যগণের স্বাস্থ্যসম্বন্ধে তদন্ত করিবার জন্য যে রাজকীয় কমিশন বসে তাহা অসামরিক জনসাধারণের স্বাস্থ্যরক্ষার বিধিব্যবস্থা সম্বন্ধেও সরকারকে অবহিত হইতে অনুরোধ করেন। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ, বোম্বাই ও বাংলায় 'কমিশনস্ অব পাবলিক হেলথ' গঠিত হয় এবং কেন্দ্রে ও প্রদেশসমূহে কতিপয় 'স্যানিটারী কমিশনার'-এর পদ সৃষ্টি হয়। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে প্লেগ কমিশনের সুপারিশক্রমে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে মেডিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট স্থাপিত হয় ও ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ফণ্ডের সৃষ্টি হয় এবং প্রদেশগুলিকে বাৎসরিক অর্থ সাহায্য দানের ব্যবস্থা হয়। ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে ভারত শাসন আইন অনুযায়ী গবেষণার কার্য ব্যতীত জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত সকল দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকারসমূহের নিকট হস্তান্তরিত করা হয়। ১৯৩৭ সালে ভারত সরকার একটি কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য পরামর্শদাতা বোর্ড গঠন করেন। স্বাস্থ্যবিষয়ক ব্যাপারে আলোচনা ও পরামর্শদান এই বোর্ডের উদ্দেশ্য। ইহা ভিন্ন জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত আরও কতকগুলি সর্বভারতীয় বোর্ড গঠিত হয়।

বর্তমানে জনস্বাস্থ্য প্রধানত রাজ্যেরই বিষয়। এজন্য প্রতিরাজ্যে একজন করিয়া 'ডিরেক্টর অব পাবলিক হেলথ' নামক অফিসার রোগ ও মহামারী নিবারণের কার্যে নিযুক্ত আছেন। বোম্বাই ও মাদ্রাজ—এই দুইটি প্রধান শহরের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছেন এক একজন 'সার্জন জেনারেল' এবং অন্যান্য বিভাগের জন্য একজন 'ইন্সপেক্টর জেনারেল' আছেন। পশ্চিমবঙ্গে এই সমস্ত দায়িত্বই ডিরেক্টর অব হেলথ সার্ভিসের অধীনে আনা হইয়াছে। ভারতের জন্য একজন 'ডিরেক্টর জেনারেল' এবং একজন 'পাবলিক হেলথ কমিশনার' আছেন।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য-দপ্তরঃ স্বাধীনতা লাভের পর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় একটি পৃথক স্বাস্থ্য-দপ্তর সৃষ্ট হইয়াছে। রাজকুমারী অমৃত কাউর স্বাধীন ভারতের প্রথম স্বাস্থ্যমন্ত্রী।

চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য ব্যাপারে রাজ্যগুলি কেন্দ্রনিরপেক্ষ। তবে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য-দপ্তর রাজ্যসমূহের স্বাস্থ্যবিভাগীয় দপ্তরের মধ্যে সংযোগ সাধন এবং

তাহাদিগকে সময় সময় স্বাস্থ্য ব্যবস্থা সম্বন্ধে উপদেশ ও নির্দেশ দান করিয়া থাকেন। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের দায়িত্ব কেন্দ্রের।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য-দপ্তর মোটামুটি নিম্নলিখিত কার্যসমূহ সম্পাদন করিয়া থাকেন।

(১) অল ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট অব হাইজিন এণ্ড পাবলিক হেলথ, ম্যালেরিয়া ইনষ্টিটিউট, সেণ্ট্রাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট, সেরলজিস্ট লেবরেটরী, সেণ্ট্রাল ড্রাগ লেবরেটরী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের পরিচালনা,

(২) বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ভেষজবিজ্ঞানের গবেষণার উন্নয়ন,

(৩) চিকিৎসা, নার্সিং ও ভেষজ প্রস্তুতের বৃত্তিসমূহের উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ,

(৪) বন্দরসমূহ ও বিমানঘাঁটি সমূহের স্বাস্থ্যসম্পর্কিত বিষয় সকল পরিচালনা ও নাবিকদের মঙ্গলসাধন,

(৫) আমদানী করা ঔষধের গুণ ও অন্যান্য ঔষধের নাম নিয়ন্ত্রণ,

(৬) চিকিৎসাবিদ্যা, নার্সিং ও সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের শিক্ষার মান নির্দিষ্ট করা ও তাহা কার্যকরী করা,

(৭) চিকিৎসাবিজ্ঞানের আধুনিক তথ্যাদি সংগ্রহ করা ও রাজ্যসরকার-গুলিকে তাহা সরবরাহ করা,

(৮) স্বাস্থ্যবিষয়ক বিশেষ কোন সমস্যা সম্পর্কে অনুষ্ঠান প্রচেষ্টার সমন্বয় সাধন,

(৯) বৈদেশিক স্বাস্থ্যসম্পর্কিত সংস্থাগুলির সহিত সংযোগ সাধন এবং তাহাদের সহিত যুক্তভাবে কাজ করা,

(১০) অজ্ঞ জনসাধারণের শিক্ষার উদ্দেশ্যে স্বাস্থ্যঘটিত বিবিধ তথ্যাদির প্রচার,

(১১) বিভিন্ন রাজ্যে স্বাস্থ্যবিষয়ক যে সব কর্মনীতি অবলম্বিত হইতেছে তাহাতে সমন্বয় সাধন ও তৎসম্পর্কে উপদেশ প্রদান।

চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষাঃ ভারতে চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষা দানের জন্য প্রথম মেডিক্যাল কলেজ খোলা হয় ১৮৩৫ সালে—কলিকাতা ও মাদ্রাজে। ১৮৪৫ সালে রয়েল কলেজ অব সার্জন ঐ কলেজ দুটি অনুমোদন করেন। তারপর হইতে ভারতে মেডিক্যাল শিক্ষার প্রসার লাভ হইতে থাকে। এখন চিকিৎসা শাস্ত্র সম্পর্কে উচ্চ শিক্ষা লাভের সুযোগ ভারতেই পাওয়া যায়। বর্তমানে ভারতে ৩৬টি মেডিক্যাল কলেজ আছে।

ভারত ও বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ঃ যে সব স্বাস্থ্য সংস্থা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কাজ করিয়া আসিতেছে যেমন—বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা (W.H.O.), সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ শিশু জরুরী ভাণ্ডার (UNICEF) ও আন্তর্জাতিক রেড ক্রস প্রভৃতি—উহাদের সহিত ভারত সরকারের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রহিয়াছে। ১৯৪৮ সাল হইতে ভারত বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার সদস্য। উক্ত সংস্থা ভারতে সংক্রামক ও মারাত্মক রোগ নিবারক পরিকল্পনাসমূহ কার্যকরী করিতে সাহায্য করিয়া থাকে। ডি. ডি. টি. এবং এন্টি-বায়োটিক ঔষধাদি উৎপাদনের যন্ত্রাদিও এই সংস্থার সাহায্য ও সহযোগিতায় পাওয়া গিয়াছে।

প্রসূতি ও শিশু মঙ্গলের জন্য সাহায্য করিবার উদ্দেশ্য নিয়াই সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ আন্তর্জাতিক শিশু ভাণ্ডার গঠিত হইয়াছে। ভারত এপর্যন্ত ঐ ভাণ্ডারে ৬৬ লক্ষ টাকা দান করিয়াছে এবং ঐ ভাণ্ডার হইতে যথেষ্ট সাহায্য ও সেবা পাইয়াছে।

ভারতীয় জনস্বাস্থ্যের বিবিধ তথ্য

মৃত্যুর খতিয়ান

	১৯৪৭	১৯৫৪	১৯৫৫
প্রতি হাজার লোকে মৃত্যুর হার	১৯.৭	১২.৫	১১.৭
শিশু মৃত্যু (হাজার করা)	১৪৬	১১৩	—
কোন্ রোগে কত মৃত্যু হইযাছে ঃ			
(প্রতি হাজার লোকে)			
(ক) জ্বর	১০.৮	৬.৪	৪.৮
(খ) বসন্ত	০.১	০.১	০.১
(গ) প্লেগ	০.৩	০.০	০.০
(ঘ) কলেরা	০.৪	০.০৭	০.০৩
(ঙ) আমাশয় ও উদরাময়	০.৮	০.৬	০.৬
(চ) শ্বাসযন্ত্র ঘটিত রোগ	১.৫	১.১	১.৩
ভারতবাসীর গড় আয়ু (বৎসর)	২৬	৩২	—

চিকিৎসক, নার্স, ধাত্রী প্রভৃতির সংখ্যা—১৯৫৬ সাল

রেজিষ্টার্ড চিকিৎসক	৭০,১৫২
বৈদ্য, হাকিম ও অন্যান্য (রেজিষ্টার্ড নহে)	৮১,৮৫৭

কম্পাউণ্ডার	৩০,৫৩৬
নার্স	২২,৩৮৬
ধাত্রী	২৬,৮২৩
টিকাদার	৪,৩০০
দন্তচিকিৎসক	৩,২৮৩

হাসপাতাল ও রোগীর সংখ্যা

বৎসর	হাসপাতাল ও ডিসপেনসারীর সংখ্যা	চিকিৎসিত রোগীর সংখ্যা	মোট ব্যয় (টাকা)
১৯৪৭	৩,৮২৫	৪,৩০,১৯,৭৭২	৪,৬৩,৮৪,০৮৩
১৯৫০	৪,৩১৯	৬,৬৬,৭১,৫৪৯	১০,৮৫,৩৯,৫০৬
১৯৫৩	৯,৬০০	১১,৬৮,৬৯,৫৩৫	২১,৫৯,০৭,৫৯৫
১৯৫৪	৯,৮০৬	১১,৩৪,৭০,৪৯৪	২২,৭৫,৮৭,৫৩৫
১৯৫৫	৯,৮৩৩	১২,৬৭,৬০,৩০২	৩০,৬৩,৪৫,৫৩৩

॥ বিভিন্ন রোগ নিবারণ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ॥

যক্ষ্মারোগ : অনুসন্ধানে জানা গিয়াছে যে, ভারতে যক্ষ্মারোগীর সংখ্যা প্রায় ২৫ লক্ষ এবং প্রতি বৎসর ইহাতে পাঁচ লক্ষ লোক মারা যায়। এই রোগ নিবারণের জন্য যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছে নিম্নে তাহা উল্লেখ করা যাইতেছে।

১৯৪৮ সালে আন্তর্জাতিক যক্ষ্মা নিবারণী প্রচার সংস্থার (International Tuberculosis Compaign) সহযোগিতায় বি. সি. জি. টিকা দেওয়া সুরু করা হয়। অতঃপর জাতিসঙ্ঘের স্বাস্থ্যসংস্থা (W.H.O.) এই বিষয়ে সাহায্য করে। ১৭ কোটি লোককে, বিশেষতঃ ২৫ বৎসরের নিম্ন বয়স্ক সকল লোককে, বি. সি. জি. টিকা দেওয়া হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে। ১৯৫৭ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ১০ কোটির অধিক লোককে পরীক্ষা করা হইয়াছে এবং তাহাদের মধ্যে ৩ কোটি ৫০ লক্ষ ব্যক্তিকে টিকা দেওয়া হইয়াছে। টিকা দেওয়ার সঙ্গে ১৯৫৪ সাল হইতে উহার কার্যকারিতাও পর্যবেক্ষণ করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

কি করিয়া এই রোগ প্রতিরোধ করিতে হয় তাহা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে নয়াদিল্লী, পাটনা, ত্রিবেন্দ্রাম ও মাদ্রাজে ৪টি কেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে। নাগপুর কেন্দ্রেও শীঘ্রই কার্য আরম্ভ হইবে। ইহা ছাড়া ১৯৫৮-৫৯ সালে আরও তিনটি অনুরূপ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হইবে।

যক্ষ্মা-হাসপাতাল, স্বাস্থ্যনিবাস ও ক্লিনিকের সংখ্যা

	১৯৫০	১৯৫৬
স্বাস্থ্যনিবাস	৪৯	৬৯
যক্ষ্মা হাসপাতাল	৩৫	৭১
ক্লিনিক	১১০	১৭৪
যক্ষ্মা ওয়ার্ড	১১৬	১৪৬
বেড	১০,৩৭১	২২,১৩৮

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাকালে আরও ৪০০০ অতিরিক্ত 'বেড' স্থাপন করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। ভারতে মোট ১৫টি আরোগ্যোত্তর উপনিবেশ (Aftercare Colony) স্থাপন করা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে আরও ৮টি উপনিবেশ স্থাপন করা হইবে। যক্ষ্মারোগীসমূহ আরোগ্যলাভের পরে এই সকল উপনিবেশে অবস্থান করিতে পারে।

'ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ'-এর তত্ত্বাবধানে ১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যক্ষ্মারোগ সম্পর্কে দেশব্যাপী এক জরীপের কার্য স্বরু করা হইয়াছিল। উহাতে নয়াদিল্লী টিউবারকিউলোসিস্ সেণ্টার (নয়াদিল্লী), অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব হাইজিন এণ্ড পাবলিক হেলথ (কলিকাতা), টিউবারকিউলোসিস সেণ্টার (পাটনা), টিউবারকিউলোসিস সেণ্টার (ত্রিবেন্দ্রাম), ইউ. এম. টি. স্যানাটোরিয়াম, আরোগ্যভরম (মদনাপল্লী) এবং টিউবারকিউলোসিস ক্লিনিক (হায়দরাবাদ) এই কয়টি সংস্থা অংশ গ্রহণ করিয়াছিল।

ম্যালেরিয়াঃ ম্যালেরিয়াকে ভারতীয় জনস্বাস্থ্যের প্রথম নম্বর শত্রু বলা হইত। এই রোগের আক্রমণে প্রতিবৎসর অন্ততঃ ৩ লক্ষ লোক মারা যাইত। এই রোগ নিবারণের জন্য ১৯৫৩ সালে 'ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী' প্রবর্তন করা হইয়াছে। বিভিন্ন রাজ্য সরকারের সক্রিয় সহযোগিতায় উক্ত কর্মসূচী রূপায়িত করা হইতেছে এবং যুক্তরাষ্ট্র কারিগরি সহযোগিতা মিশনও উহাতে সাহায্য করিতেছেন। 'ম্যালেরিয়া ইনস্টিটিউট্ অব ইণ্ডিয়া' ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে সকল প্রকার গবেষণা পরিচালনা ও শিক্ষাদান করিয়া থাকে। ১৯৫৭-৫৮ সালের প্রারম্ভ পর্যন্ত প্রায় ১৩'৫ কোটি লোককে ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ ব্যবস্থার আওতায় আনা হইয়াছে এবং প্রস্তাবিত মোট ২ শত ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণকারী ইউনিটের মধ্যে ১৭৪টি ইউনিট গঠন করা হইয়াছে।

(৩) **কুষ্ঠ নিবারণঃ** ১৯৫৩ সালে অনুসন্ধানের ফলে জানা যায় যে ভারতে প্রায় ২০লক্ষ কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত ব্যক্তি আছে। ইহাদের নিরাময় করা এবং কুষ্ঠ ব্যাধি নিয়ন্ত্রণের জন্য ভারতসরকার একটি পাইলট স্কীম রচনা করিয়াছেন।

ঐ পরিকল্পনা অনুসারে মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরপ্রদেশ—এই ৪টি রাজ্যে ৪টি কুষ্ঠ চিকিৎসা পরীক্ষাকেন্দ্র এবং ১২টি বিভিন্ন রাজ্যে ৫২টি ক্ষুদ্রাকার কেন্দ্র খোলা হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে রাজ্যসমূহে অতিরিক্ত ১০০টি কেন্দ্র খোলা হইবে। কুষ্ঠ নিবারণের জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ৪০৯'৪৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

মিশন অব্ লেপার্স নামে একটি সুবৃহৎ স্বেচ্ছামূলক সংস্থা ভারতে কুষ্ঠ নিবারক কাজে নিযুক্ত আছে। প্রতিষ্ঠানটি ১৮৭৫ সালে কাজ আরম্ভ করে। ইহার সহিত ৯৫টি প্রতিষ্ঠান সংযুক্ত আছে। হিন্দ্ কুষ্ঠ নিবারক সঙ্ঘ (ভূতপূর্ব ব্রিটিশ এম্পায়ার লেপ্রসি রিলিফ এসোসিয়েশন) এবং গান্ধী মেমোরিয়াল ট্রাষ্টও কুষ্ঠ ব্যাধি নিবারণে চমৎকার কাজ করিতেছে। মাদ্রাজে কুষ্ঠ ব্যাধি সম্পর্কে গবেষণার জন্য সেন্ট্রাল লেপ্রসি এণ্ড টিচিং এণ্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউট স্থাপিত হইয়াছে।

(৪) **ফাইলেরিয়া, ক্যান্সার ইত্যাদি রোগ নিবারণঃ** ফাইলেরিয়া অন্যতম দুষ্ট ব্যাধি। মশার কামড়ে লোকে এই রোগে আক্রান্ত হয়। ১৫টি রাজ্যে অল্পবিস্তর এই রোগ দেখা যায়। ফাইলেরিয়াসিস উপদেষ্টা কমিটির সুপারিশে ভারতসরকার ফাইলেরিয়া নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনাকে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যুক্ত করেন। ঐ পরিকল্পনা অনুসারে কাজ আরম্ভ হয় ১৯৫৪-৫৫ সালে। ১৩টি ফাইলেরিয়া নিয়ন্ত্রণ ও ২২টি সার্ভে ইউনিট গঠিত হইয়াছে।

ক্যান্সার অপর একটি দুষ্ট ও যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি। ভারতে বৎসরে প্রায় দুই লক্ষাধিক লোক ক্যান্সারে মারা যায়। বোম্বাই-এর টাটা মেমোরিয়াল হাসপাতাল ও কলিকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল—মাত্র এই দুইটি হাসপাতালে ক্যান্সার রোগের চিকিৎসা হয়। বোম্বাইতে ১৯৫২ সালে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় ক্যান্সার গবেষণা কেন্দ্রে বর্তমানে ক্যান্সার সম্বন্ধে গবেষণা হয়। এই কেন্দ্রটিকে কেন্দ্রীয় সরকার অর্থ সাহায্য করেন।

অন্যান্য সংক্রামক ব্যাধিঃ উপরিউক্ত সংক্রামক ব্যাধিগুলির প্রতিরোধ ব্যবস্থা ছাড়া ইনফ্লুয়েঞ্জা এবং গলগণ্ডও ভারতে বেশ ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এই দুইটি রোগ সম্পর্কে গবেষণার জন্য এবং রোগ দুইটি নিবারণের জন্য প্রতিরোধ ইউনিট গঠিত হইয়াছে। ইনফ্লুয়েঞ্জা গবেষণা কেন্দ্র ১৯৫০ সালে কুন্নুরে স্থাপিত হয় এবং ঐ স্থানেই ১৯৫৪ সাল হইতে ইনফ্লুয়েঞ্জার টিকা প্রস্তুত হইতেছে। গলগণ্ড রোগ সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহ করা হইতেছে।

কলেরা, আমাশয়, প্লেগ প্রভৃতি সংক্রামক রোগ সম্বন্ধে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ গবেষণা করিতেছেন।

কয়েকটি বিখ্যাত গবেষণাকেন্দ্র : বিভিন্ন রোগ সম্বন্ধে যে কয়টি গবেষণা কেন্দ্রের কথা বলা হইয়াছে তাহা ভিন্ন আরও কয়েকটির বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল :

(ক) কেন্দ্রীয় গবেষণা ইনস্টিটিউট, কসৌলি—১৯০৬ সালে প্রতিষ্ঠিত। এখানে বিভিন্ন ধরনের টিকা, টি. এ. বি. সিরাম ইত্যাদি প্রস্তুত হয়।

(খ) ভাইরাস গবেষণা কেন্দ্র, পুণা—এই প্রতিষ্ঠানটিকে ভারতসরকার, ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ, রকফেলার ফাউণ্ডেশন ও বোম্বাই রাজ্য সরকার যুক্তভাবে সাহায্য করেন। এখানে বিভিন্ন ভাইরাস সম্পর্কে গবেষণা করা হয়।

(গ) হফকিন্স ইনস্টিটিউট, বোম্বাই—১৯০০ সালে প্রতিষ্ঠিত। এই প্রতিষ্ঠানটি সারা ভারতের জন্য প্লেগ এবং কলেরার টিকা প্রস্তুত করে এবং বোম্বাই-এর জন্য এ্যাণ্টি-র‍্যাবিস টিকা প্রস্তুত করে। এখানে সালফা জাতীয় ঔষধাদিও প্রস্তুত হয়।

॥ বিবিধ স্বাস্থ্য সংস্থার পরিচয় ॥

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য পরিষদ : ১৯৫২ সালে গঠিত। জনস্বাস্থ্যের ব্যাপারে কেন্দ্র ও রাজ্যসরকারগুলির মধ্যে সমন্বয় ও সহযোগিতার অবস্থা সৃষ্টি করাই এই পরিষদের উদ্দেশ্য। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী (চেয়ারম্যান) ও রাজ্য স্বাস্থ্য-মন্ত্রীদের লইয়া এই পরিষদ গঠিত। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিষয়, পরিবেশিক হাইজিন, পুষ্টিকর খাদ্য, স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় শিক্ষা ট্রেনিং ও গবেষণার সুবিধার ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয় বিবেচনা করিয়া নীতি সুপারিশ করাই পরিষদের উদ্দেশ্য।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য উপদেষ্টা বোর্ড : ১৯৩৭ সালে গঠিত। এই বোর্ডের সঙ্গে সমস্ত রাজ্যসরকারও যুক্ত। বোর্ডে জনস্বাস্থ্য বিষয়ে কেন্দ্র ও রাজ্য-সরকারগুলির মধ্যে এবং রাজ্যসরকারগুলির পরস্পরের মধ্যে সহযোগিতা কি করিয়া বৃদ্ধি করা যায় বোর্ডে তাহা আলোচিত হইয়া থাকে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য শিক্ষা ব্যুরো : 'ভোর কমিটি'র সুপারিশ অনুযায়ী গঠিত। স্বাস্থ্য রক্ষা সম্বন্ধীয় কর্মীদের শিক্ষাদান এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জন-সাধারণ যাহাতে সচেতন হয় সেজন্য পুস্তিকা, পোষ্টার, বেতার, সিনেমা মারফত প্রচারকার্য করাই এই ব্যুরোর উদ্দেশ্য।

কেন্দ্রীয় ঔষধ নিয়ন্ত্রণ সংস্থা : ১৯৪০ সালের ঔষধ নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে ঔষধের মান ইত্যাদি নিয়ন্ত্রিত করা হয়। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে যে সব ঔষধাদি প্রস্তুত হয় তাহার প্রস্তুতকরণ, বণ্টন ও বিক্রয়ের উপর

নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব রাজ্যসরকার সমূহের; কিন্তু বিদেশ হইতে যে সব নূতন ও পুরাতন ঔষধ আনীত হয় তাহার গুণাগুণ পরীক্ষা করেন কেন্দ্রীয় সরকার। এজন্য একজন ড্রাগস কণ্ট্রোলার (ভারত) নিযুক্ত আছেন।

ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিল: ১৯৩৩ সালের ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল কাউন্সিল আইন অনুসারে এই পরিষদটি গঠিত হইয়াছে। এই পরিষদের গঠন অনেকটা ব্রিটেনের জেনারেল মেডিক্যাল কাউন্সিলের মত। ভারতের সমস্ত রাজ্যে যাহাতে উচ্চতর মেডিক্যাল শিক্ষায় সমান নিম্নতম মান বজায় রাখা যায় তাহার প্রতি লক্ষ্য রাখাই ইহার প্রধান কাজ। শাস্তিদান করিবার কোন ক্ষমতা ইহার নাই।

ফার্মাসী কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়া: ১৯৪৮ সালের ফার্মাসী আইন অনুসারে ১৯৪৯ সালে নয়াদিল্লীতে গঠিত। যাহাতে ঔষধের দোকান হইতে খাঁটি ঔষধাদি বিক্রীত হয় সে দিকে লক্ষ্য রাখা এবং সে জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা ইহার উদ্দেশ্য।

ডেণ্টাল কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়া: ১৯৪৮ সালের আইন অনুসারে ১৯৪৯ সালের ১৪ই মে ইহা গঠিত হইয়াছে। দন্ত চিকিৎসার উন্নয়ন এবং গ্রামে ও শহরে চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করাই ইহার লক্ষ্য।

ইণ্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল: ১৯৪৭ সালের ইণ্ডিয়ান নার্সিং কাউন্সিল আইন অনুসারে ১৯৪৯ সালে ইহা গঠিত হইয়াছে। নার্সিং ট্রেনিং প্রতিষ্ঠান-গুলি এবং নার্সিং পরীক্ষা পরিদর্শন করিবার ক্ষমতা এই কাউন্সিলকে দেওয়া হইয়াছে। নার্স, ধাত্রী ও স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের শিক্ষার মান উন্নয়ন করাই এই পরিষদের কাজ;

ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ: স্বাধীনতার পূর্বে চিকিৎসা গবেষণার কাজ সাধারণত কতিপয় বিশেষজ্ঞ প্রতিষ্ঠান এবং ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ফণ্ড এসোসিয়েশনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। জাতীয় সরকার এই এসোসিয়েশনটিকে নবভাবে রূপায়িত করিয়া উহার নাম দেন ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব মেডিক্যাল রিসার্চ। গবেষণামূলক কাজের জন্যই এই পরিষদ গঠিত। পরিষদ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কয়েকটি বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে ৯টি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছেন। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় চিকিৎসা গবেষণার জন্য ৪ কোটি টাকারও অধিক বরাদ্দ করা হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান ফার্মাকোপিয়া কমিটি: ভারতীয় ফার্মাকোপিয়া প্রস্তুত করার জন্য এবং উহা যাহাতে আধুনিক অবস্থায় থাকে সেজন্য ১৯৪৮ সালে

প্রথম ইণ্ডিয়ান ফার্মাকোপিয়া কমিটি গঠিত হয়। ১৯৪৮ সালে উহার মেয়াদ শেষ হইয়া গেলে আবার এক বৎসরের জন্য উহার মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়, পরে আবার উহার মেয়াদ পাঁচ বৎসরের জন্য বৃদ্ধি করা হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল এসোসিয়েশন: ডাক্তারদের উদ্যোগে এই সর্বভারতীয় সংস্থাটি ১৯২৮-২৯ সালে গঠিত হইয়াছে। ইহার উদ্দেশ্য হইতেছে ডাক্তারী শিক্ষা, জনস্বাস্থ্য এবং চিকিৎসকদের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখা।

মানসিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র: ১৯৫৪ সালের ৬ই আগষ্ট বাঙ্গালোরে নিখিল ভারত মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট খোলা হয়। উক্ত ইনস্টিটিউটে মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে স্নাতকোত্তর ও বিশেষ শিক্ষা প্রদানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। তাহা ছাড়া ভারত ও রাজ্যসরকারসমূহকে মানসিক স্বাস্থ্যসম্পর্কিত চিকিৎসার উন্নয়নের জন্য এই ইনস্টিটিউট পরামর্শ দান করিয়া থাকে। ইনস্টিটিউটটি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক মানসিক স্বাস্থ্য সংস্থার সহযোগিতায় কাজ করিয়া থাকে। ১৯৫৫ সাল হইতে ইনস্টিটিউটে সাইকোলজিক্যাল মেডিসিনে ডিপ্লোমা কোর্স এবং ক্লিনিকাল লেবরেটরীতে ট্রেনিং কোর্স খোলা হইয়াছে। ভারত-সরকার এই ইনস্টিটিউটটিকে প্রচুর অর্থ সাহায্য করিয়া থাকেন। ভারতে বর্তমানে প্রায় ৩২টি মানসিক হাসপাতাল আছে।

প্রসূতি ও শিশুমঙ্গল কেন্দ্র: ভারতের সর্বত্র, বিশেষ করিয়া অনুন্নত অঞ্চলে, যাহাতে প্রসূতি ও শিশুমঙ্গল কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয় সেজন্য ভারতসরকার রাজ্যসরকারসমূহকে সাহায্য করার দিকে বিশেষভাবে নজর দিয়াছেন। যে সকল স্থানে প্রায় ৬০ হাজার লোকের বসবাস তথায় উক্ত কেন্দ্র খোলা হইবে। এই সকল কেন্দ্রে প্রসূতিদিগকে প্রসবের পূর্বে ও পরে চিকিৎসা করার ব্যবস্থা থাকিবে। বর্তমানে এইরূপ ২০১টি কেন্দ্র আছে।

কেন্দ্রীয় জনস্বাস্থ্য ইঞ্জিনীয়ারিং বোর্ড: ১৯৫৪ সালে ভারতসরকার এই বোর্ড গঠন করেন। ১৯৫৬-৫৭ সালে বিভিন্ন শিক্ষাকেন্দ্রে ৩৩০ জন ইঞ্জিনীয়ারকে শিক্ষিত করার ব্যবস্থা করিয়াছেন। বিভিন্ন রাজ্যে জনস্বাস্থ্য ইঞ্জিনীয়ারিং সংস্থা গড়িয়া তোলার চেষ্টা হইতেছে।

আয়ুর্বেদ, ইউনানী ও হোমিওপ্যাথি: ভারতে আয়ুর্বেদ, ইউনানী প্রভৃতি চিকিৎসাশাস্ত্র সরকার কর্তৃক অনুমোদিত ছিল না। স্বাধীনতার পর জাতীয় সরকার উহাদিগকে অনুমোদন করেন। প্রথম পরিকল্পনায় প্রায় ৩ কোটি ৭৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয় আয়ুর্বেদ, ইউনানী ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নয়নের জন্য। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এজন্য ৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের সিদ্ধান্ত হইয়াছে। ভারতসরকার ভারতীয় আয়ুর্বেদ ফ্যাকাল্টিকে

স্বীকার করিয়া নিয়াছেন। রাজ্যসরকারসমূহ হোমিওপ্যাথিকে স্বীকৃতি দিয়াছেন। ভারতসরকার আয়ুর্বেদীয়, ইউনানী প্রভৃতি চিকিৎসাশাস্ত্রের গবেষণার জন্য জামনগরে একটি কেন্দ্রীয় ইনস্টিটিউশন স্থাপন করিয়াছেন। সম্প্রতি ভারতসরকার হোমিওপ্যাথিক পাঁচ বৎসরের ডিগ্রী কোর্স অনুমোদন করিয়াছেন। দ্বিতীয় পরিকল্পনাকাল মধ্যে ৫টি আয়ুর্বেদ কলেজ স্থাপন করা হইবে।

অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্স, নয়াদিল্লী ঃ আলোচ্য বর্ষে অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিক্যাল সায়েন্স স্থাপিত হয়। এই ইনস্টিটিউটের সঙ্গে যুক্ত থাকিবে একটি মেডিক্যাল কলেজ, একটি ডেণ্টাল কলেজ, একটি নার্সিং কলেজ, একটি পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট শিক্ষণ কেন্দ্র, ৬৫০টি শয্যাযুক্ত একটি হাসপাতাল। এককালীন ব্যয় ধরা হইয়াছে ৫৭৯'৯৩ লক্ষ টাকা। এ ব্যাপারে কলম্বো চুক্তি অনুযায়ী নিউজীল্যাণ্ড ১০ লক্ষ পাউণ্ড সাহায্য দিতে স্বীকৃত হইয়াছে।

অল ইণ্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব হাইজিন এণ্ড পাবলিক হেলথ, কলিকাতা ঃ রক্‌ফেলার ফাউণ্ডেশনের সাহায্যে ১৯৩২ সালে স্থাপিত। ভারত-সরকার প্রতি বৎসর ৩ লক্ষ টাকা করিয়া অর্থ সাহায্য করেন। জনস্বাস্থ্যের কর্মীদের শিক্ষিত করা, ছাত্রদের পরীক্ষান্তে জনস্বাস্থ্য ডিপ্লোমা দান, জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে ও ম্যালেরিয়া রোগ সম্বন্ধে গবেষণা করা ইহার কাজ।

উপরিউক্ত সংস্থা কয়টি ছাড়া অন্য যে সব সংস্থা আছে তাহার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে—(১) অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল অব পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিক্যাল এডুকেশন, (২) আয়ুর্বেদ এডভাইসরী কমিটি, (৩) প্রভিন্সিয়াল মেডিক্যাল কাউন্সিল, (৪) মেডিক্যাল স্টোর ডিপো এণ্ড ফ্যাক্টরী ইত্যাদি।

যে সব বেসরকারী প্রতিষ্ঠান জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত সেবাকার্যে ব্যাপৃত আছে, তাহার মধ্যে নাম করা যায়, (১) ভারতীয় রেডক্রশ সোসাইটি, (২) সেণ্ট জোন্স এ্যাম্বুলেন্স এসোসিয়েশন, (৩) ব্রিটিশ এম্পায়ার লেপ্রসি রিলিফ এসোসিয়েশন, (৪) মিশন অব লেপার্স, (৫) এসোসিয়েশন ফর দি প্রিভেনশন অব ব্লাইণ্ডনেস, (৬) টিউবারকিউলোসিস এসোসিয়েশন অব ইণ্ডিয়া, (৭) ইণ্টারন্যাশনাল হেলথ ডিভিসন অব দি রক্‌ফেলার ফাউণ্ডেশন ইন ইণ্ডিয়া, (৮) রিলিফ এণ্ড ওয়েলফেয়ার এ্যাম্বুলেন্স কোর ইত্যাদি।

বিকলাঙ্গের চিকিৎসা ঃ ভারতে অন্ধ, বধির, মূক, বিকলাঙ্গের সংখ্যা কম নয়। জানা যায়, ভারতে একমাত্র অন্ধের সংখ্যাই ১৮ লক্ষ, আর বধিরের সংখ্যা ৬ লক্ষ। উহাদের উন্নতি করা এবং পরিচর্যা করিবার জন্য ভারতে চেষ্টা

করা হইতেছে। ভারতে অন্ধদের জন্য প্রায় ৫০টি এবং বধিরদের জন্য প্রায় ৪৩টি প্রতিষ্ঠান আছে। বয়স্ক অন্ধদের শিক্ষাদানের জন্য দেরাদুনে একটি ট্রেনিং সেণ্টার আছে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের জন্ম ও মৃত্যুহার

	প্রতি হাজারে জন্মহার			প্রতি হাজারে মৃত্যুহার		
দেশ	১৯৫১	১৯৫৩	১৯৫৫	১৯৫১	১৯৫৩	১৯৫৫
অষ্ট্রেলিয়া	২৩˙০	২২˙৯	২২˙৬	৯˙৭	৯˙১	৮˙৯
অষ্ট্রিয়া	১৪˙৮	১৪˙৮	১৫˙৫	১১˙৭	১২˙০	১২˙১
বেলজিয়াম	১৬˙৪	১৬˙৬	১৬˙৮	১২˙৬	১২˙১	১২˙৭
কানাডা	২৭˙২	২৮˙২	২৮˙৩	৯˙০	৮˙৬	৮˙১
সিংহল	৪০˙৫	৩৯˙৪	৩৭˙৯	১২˙৯	১০˙৯	১১˙০
চাইল	৩৩˙৯	৩৪˙৬	—	১৫˙০	১২˙৪	—
চীন	৪৯˙৯	৪৫˙৩	৪৫˙৩	১১˙৬	৯˙৫	৮˙১
ফ্রান্স	১৯˙৬	১৮˙৮	১৮˙৪	১৩˙৪	১৩˙০	১২˙০
পশ্চিম জার্মানী	১৫˙৮	১৫˙৫	১৫˙৭	১০˙৫	১১˙০	১০˙৮
ভারত	২৪˙৯	২৬˙৭	৩০˙৫	১৪˙৪	১৫˙০	১২˙৭
ইরাণ	১৭˙৪	১৯˙৫	৪০˙৯	৭˙৫	৬˙৯	৯˙৭
ইস্রাইল	৩২˙৭	৩০˙২	২৭˙২	৬˙৪	৬˙৩	৫˙৮
ইটালী	১৮˙৪	১৭˙৭	১৭˙৭	১০˙৩	১০˙০	৯˙২
জাপান	২৫˙৪	২১˙৫	১৯˙৪	১০˙০	৮˙৯	৭˙৮
মালয়	৪৩˙৬	৪৩˙৭	—	১৫˙৩	১২˙৪	—
মেক্সিকো	৪৪˙৬	৪৫˙০	—	১৭˙৩	১৫˙৯	—
নেদারল্যাণ্ডস্	২২˙৩	২১˙৮	২১˙৪	৭˙৫	৭˙৭	৭˙৬
নিউজীল্যাণ্ড	২৪˙৪	২৪˙১	২৪˙০	৯˙৬	৮˙৮	৯˙০
নরওয়ে	১৮˙৪	১৮˙৭	১৮˙৭	৮˙৪	৮˙৫	৮˙৩
স্পেন	২০˙১	২০˙৬	২০˙৬	১১˙৬	৯˙৭	৯˙৩
সুইডেন	১৫˙৬	১৫˙৪	১৪˙৮	৯˙৯	৯˙৭	৯˙৪
সুইজারল্যাণ্ড	১৭˙২	১৭˙০	১৭˙১	১০˙৫	১০˙২	১০˙১
বৃটেন	১৫˙৮	১৫˙৯	১৫˙৪	১২˙৬	১১˙৪	১১˙৭
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র	২৪˙৫	২৪˙৬	২৪˙৬	৯˙৭	৯˙৬	৯˙৩

ভারতের জাতীয় আয়

১৯৪৮-৪৯ সালের স্থির মূল্য অনুযায়ী ১৯৫৬-৫৭ সালে ভারতের জাতীয় আয়ের মোট পরিমাণ ছিল ১১,০১০ কোটি টাকা। চলতি মূল্য অনুযায়ী উহার পরিমাণ ছিল ১১,৪১০ কোটি টাকা। স্থির মূল্য অনুযায়ী মাথাপিছু বার্ষিক আয় ছিল ২৮৪ টাকা ও চলতি মূল্য অনুযায়ী ২৯৪.৩ টাকা। পূর্ব বৎসর মাথা পিছু আয় যথাক্রমে ২৭৩.৬ টাকা ও ২৬০.৮ টাকা ছিল। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সমকালে ভারতের সামগ্রিক জাতীয় আয় ১৮.৪ শতাংশ ও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রথম বৎসর ৫.১ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে। উক্ত দুই সময়ে মাথা পিছু জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি-পরিমাণ যথাক্রমে ১১.১ শতাংশ ও ৩.৮ শতাংশ। ১৯৪৮-৪৯ হইতে ১৯৫৬-৫৭ পর্যন্ত ভারতের জাতীয় আয়ের হিসাব তালিকা নীচে প্রদত্ত হইল :—

সাল	১৯৪৮-৪৯ সালের মূল্য অনুসারে		চলতি মূল্য অনুসারে	
	মোট আয় (কোটি টাকা)	মাথা পিছু আয় (টাকা)	মোট আয় (কোটি টাকা)	মাথা পিছু আয় (টাকা)
১৯৪৮-৪৯	৮,৬৫০	২৪৬.১	৮,৬৫০	২৪৬.৯
১৯৪৯-৫০	৮,৮২০	২৪৮.৬	৯,০১০	২৫৩.৯
১৯৫০-৫১	৮,৮৫০	২৪৬.৩	৯,৫৩০	২৬৫.২
১৯৫১-৫২	৯,১০০	২৫০.১	৯,৯৭০	২৭৪.০
১৯৫২-৫৩	৯,৪৬০	২৫৬.৬	৯,৮২০	২৬৬.৪
১৯৫৩-৫৪	১০,০৪০	২৬৯.০	১০,৪৯০	২৮১.০
১৯৫৪-৫৫	১০,২৮০	২৫১.৯	৯,৬১০	২৫৪.২
১৯৫৫-৫৬	১০,৪৮০	২৭৩.৬	৯,৯৯০	২৬০.৮
১৯৫৬-৫৭	১১,০১০	২৮৪.০	১১,৪১০	২৯৪.৩

বিভিন্ন দেশের জাতীয় আয়

দেশ	বৎসর	জনসংখ্যা (কোটি)	জাতীয় আয় (কোটি টাকা)	মাথা পিছু আয় (টাকা)
ভারত	(১৯৫৬-৫৭)	৩৮.৩১	১১,৪১০	২৯৪.৩
পাকিস্তান	(১৯৫৪-৫৫)	৭.৯৭	১,৮৯০	২৩৭.০
ব্রহ্ম	(১৯৫৫)	১.৯৪	৪০৯	২১০.০
সিংহল	(১৯৫৫)	০.৮৪	৪৭৫	৫৬৭.০
জাপান	(১৯৫৬)	৯,০০	৯,২৮৩	১,০৩১.০

দেশ	বৎসর	জনসংখ্যা (কোটি)	জাতীয় আয় (কোটি টাকা)	মাথা পিছু আয় (টাকা)
ফিলিপাইন	(১৯৫৫)	২,১৯	১,৮৭৩	৮৫৭.০
নিউজীল্যাণ্ড	(১৯৫৬)	০.২২	১,১৭৮	৫,৪২৮
অষ্ট্রেলিয়া	(১৯৫৬).	০.৯৪	৪,৬২৩	৪,৯১৮
যুক্তরাজ্য	(১৯৫৬)	৫.১২	২১,৯৫৩	৪,২৮৭
যুক্তরাষ্ট্র	(১৯৫৬)	১৬.৮১	১৬৩,৫৫৪	৯,৭৩১
কানাডা	(১৯৫৬)	১.৬০	১০,৭৮৭	৬,৭৪২
ফ্রান্স	(১৯৫৬)	৪.৩৬	১৭,৬৪০	৪,০৪৬
পঃ জার্মানী	(১৯৫৬)	৫.১৫	১৬,৮৮৯	৩,২৭৯
ইটালী	(১৯৫৬)	৪.৮১	৪,৭৬০	১,৮২১
নরওয়ে	(১৯৫৬)	০.৩৫	১,৪০৮	৪,৩৫৮
সুইডেন	(১৯৫৬)	০.৭৩	৪,১২৭	৫,৬৫৩
নেদারল্যাণ্ডস্	(১৯৫৬)	১.০৮	৩,২১৫	২,৯৭৭
ডেনমার্ক	(১৯৫৬)	০.৪৫	১,৬৯০	৩,৭৮৯
সুইজারল্যাণ্ড	(১৯৫৬)	০.৫০	২,৭১৪	৫,৪২৮

জাতীয় আয়ের উৎস

ভারতের জাতীয় আয় কোন্ কোন্ উৎস হইতে অর্জিত হয়, নিম্নে তাহার বিশ্লেষণ করা হইল :—

কোটি টাকার সমষ্টিতে লিখিত

উৎস	১৯৫০-৫১	১৯৫৪-৫৫	১৯৫৫-৫৬	১৯৫৬-৫৭
কৃষি	৪,৮৯০	৪,৩৫০	৪,৫৩০	৫,৬৯০
বৃহৎ শিল্প ও খনি·	৬২০	৮৫০	৮৮০	১,০০০
ক্ষুদ্র শিল্প	৯১০	৯৮০	৯৬০	৯৭০
রেল ও যোগাযোগ	২২০	২৬০	৩০০	৩৩০
ব্যাঙ্কিং ও বীমা	৭০	৮০	৯০	১০০
বাণিজ্য ও পরিবহন	১,৪০০	১,৪৭০	১,৪৯০	১,৫০০
পেশা ও বৃত্তি	৪৭০	৫৪০	৫৬০	৫৮০
সরকারী চাকুরী	৪৩০	৫২০	৫৭০	৬০০
পারিবারিক কাজ	১৩০	১৪০	১৪০	১৫০
গৃহ সম্পত্তি	৪১০	৪৫০	৪৬০	৪৮০
মোট জাতীয় আয়	**৯,৫৩০**	**৯,৬১০**	**৯,৯৯০**	**১১,৪১০**

কৃষি

ভারতীয় অর্থনীতিতে কৃষি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে। কর্মনিযুক্ততার দিক হইতে কৃষি সমগ্র জনসংখ্যার শতকরা ৭০ জনের কর্ম যোগায়। ভারতের সমগ্র জাতীয় আয়ের প্রায় অর্ধেক (৪৮'৬ শতাংশ) কৃষি হইতে উৎপন্ন হয়। বিপুল জনতার খাদ্যের সংস্থান ব্যতীত কৃষি ভারতের বৃহৎ শিল্পগুলিকে কাঁচামালও সরবরাহ করে। বহির্বাণিজ্যে এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেও কৃষির ভূমিকা অসামান্য।

ভারতীয় কৃষির সমস্যা তাহার ত্রুটি ও অভাব। ভারতের কৃষক অশিক্ষিত, ব্যাধিগ্রস্ত ও অপটু। মামুলি অবৈজ্ঞানিক কৃষিপ্রণালীর উপর এখনও সে নির্ভরশীল। এই নিমিত্ত জগতের অন্যান্য দেশের তুলনায়, ভারতে কৃষিজাত পণ্যের একর প্রতি উৎপাদন অনেক কম। মিশরে একর প্রতি যে পরিমাণ গম (মিশরে ১,৯১৮ পাউণ্ড, ভারতে ৬০০ পাউণ্ড) বা জাপানে যে পরিমাণ চাউল (জাপানে ৩,৪৪৪ পাউণ্ড, ভারতে ৬৬০ পাউণ্ড) উৎপন্ন হয়, ভারতে উৎপন্ন হইলে, ভারত খাদ্য সমস্যার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইত। ভারতীয় কৃষির উৎপাদন উৎকর্ষতার অন্তরায় বহু। তন্মধ্যে প্রধান :—
(১) জমির খণ্ডন ও অসংলগ্নতা। (২) জমির অপচয় ও ক্ষরণ। (৩) জমিতে সারবস্তুর অভাব। (৪) বহু ক্ষেত্রে কৃষির মালিকানার অভাব। (৫) কৃষকের দরিদ্রতা ও ব্যয়বাহুল্য হেতু ঋণ। (৬) মূলধনের অভাব। (৭) বহু ক্ষেত্রে যানবাহন ও মালবিক্রয়ের নিমিত্ত সংগঠনের অভাব। (৮) সেচের নিমিত্ত জলের অভাব। (৯) উন্নত ধরণের বীজের অভাব। (১০) শিক্ষার অভাব। (১১) চাষের জন্য গবাদি পশুর অভাব।

ভারতে চাষের জমি ও চাষী : ভারতে মোট ২৬,৮৪,২৮,৯১৪ একর পরিমাণ কৃষিযোগ্য ভূমি আছে। ইহা দেশের মোট আয়তনের ৩৬ শতাংশ। জনসংখ্যার দিক হইতে ভারতে মাথা পিছু মাত্র পৌনে এক একর চাষের জমি আছে।

উপরোক্ত ২৬,৮৪,২৮,৯১৪ একর পরিমাণ আবাদী জমির মধ্যে ৩,৫৯,৯৫,০০০ একর পরিমাণ জমিতে বৎসরে একাধিক বার চাষ হইয়া থাকে। তাহার ফলে ভারতে মোট আবাদী জমির পরিমাণ দাঁড়ায় ৩০,৪৩,৭৯,০০০ একর। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পূর্বে সমগ্র আবাদী জমির মধ্যে মাত্র

১৮ শতাংশে জলসেচের সুব্যবস্থা ছিল। পরিকল্পনা রূপায়িত হইবার ফলে, ইহা দাঁড়াইয়াছে ২৩ শতাংশে।

১৯৫১ সালের আদমসুমারী হইতে দেখা যায় যে ভারতে মোট ২৪,৯১,২২,৪৪৯ জন জীবিকার জন্য কৃষির উপর নির্ভর করে। ইহারা মোট জনসংখ্যার ৬৯৮ শতাংশ। ভূমির মালিক এরূপ চাষীর সংখ্যা ভারতে ১৬,৭৩,৪৬,৫০১ জন। ভূমিহীন চাষীর সংখ্যা ৩,১৬,৩৯,৭১৯, কৃষি মজুরের সংখ্যা ৪,৪৮,৮১,৯২৩ ও নিজে চাষ করে না অথচ জমির মালিক এরূপ লোকের সংখ্যা ৫৩,২৪,৩০১।

নীচে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যসমূহের কৃষিভূমি সংক্রান্ত পরিসংখ্যান প্রদত্ত হইল :—

রাজ্যের নাম		কৃষিতে নিযুক্ত জন সংখ্যা হাজার জন	আবাদীভূমির পরিমাণ হাজার একর	জনপ্রতি ভূমি একর	জনপ্রতি আবাদী ভূমি একর
অন্ধ্রপ্রদেশ	...	২১,০৫০	২৫,৩৩২	২˙১৬	১˙২০
আসাম	...	৬,৬৩৩	৫,০৮১	৬˙০২	০˙৭৭
বিহার	...	৩২,৯২০	২০,৫১৯	১˙১০	০˙৬২
বোম্বাই	...	২৯,৮৬৭	৫৮,২৯৪	২˙৫৪	১˙৯৫
কেরালা	...	৭,২৬৬	৪,২৭৪	০˙৬৯	০˙৫৯
মধ্যপ্রদেশ	...	২০,৩৫০	৩৫,৩৩৯	৪˙১৯	১˙৭৪
মাদ্রাজ	...	১৮,৮১৪	১৩,২৭৩	১০˙৭	০˙৭:
মহীশূর	...	১৩,৮২০	২৩,২৭৩	২˙৪৪	১˙৭২
উড়িষ্যা	...	১১,৬১২	১৩,৯৯৬	২˙৬৩	১˙২১
পাঞ্জাব	...	১০,৬০৪	১৫,৮৬৮	১˙৮৮	১˙৫০
রাজস্থান	...	১১,১০৮	২৩,০১০	৫˙৩২	২˙০৭
উত্তরপ্রদেশ	...	৪৬,৮৯৭	৪০,৬০১	১˙১৫	০˙৮৭
পশ্চিমবঙ্গ	...	১৫,৮৮৬	১২,৬৩৭	০˙৮৪	০˙৮০
জম্মু ও কাশ্মীর	...	...	:,৫৩২	১৩˙৪৬	...
দল্লী	...	১৭২	২২৪	০˙২১	১˙৩০
হিমাচল প্রদেশ	...	১,০২৮	৬৬১	৬˙৩০	০˙৬৪
মণিপুর	...	৪৮২	২০৩	৯˙৫৫	০˙৪২
ত্রিপুরা	...	৪৮১	৪২৯	৪˙০৪	০˙৮৯
আন্দামান ও নিকোবর	.	৪	১০	৬৬˙৩৭	২˙৫০
লাক্ষা দ্বীপ প্রভৃতি	...	২	...	১১˙৭০	...

ভারতের কৃষিজ সম্পদ ঃ

ভারতের কৃষিজ ফসলগুলিকে ঋতু অনুসারে প্রধানত দুইভাগে ভাগ করা হয়—(ক) খারিফ্ বা গ্রীষ্মকালীন ফসল ও (খ) রবি বা শীতকালীন ফসল। খারিফ্ ফসলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ধান, জোয়ার, ভুট্টা ও তুলা, এবং রবি ফসলের অন্তর্ভুক্ত গম, যব, ছোলা, কলাই, তিসি, তিল, সরিষা প্রভৃতি।

ভারতের কৃষিজ সম্পদকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে—(১) খাদ্যশস্য, (২) পণ্যশস্য, ও (৩) ফলমূল ও শাকসব্জি। মোট কৃষিজ উৎপাদনের শতকরা ৮৫ ভাগ খাদ্যশস্য। খাদ্যশস্য সমূহের মধ্যে প্রধান ধান, গম, যব, জোয়ার, ভুট্টা, ছোলা, মুগ, কলাই, মটর ও ইক্ষু। চা, কফি ইত্যাদি বাগান ফসলও ইহার অন্তর্ভুক্ত। পণ্যশস্যের মধ্যে পাট ও তুলা প্রধান। তামাক এবং রবারও পণ্যশস্যের অন্তর্ভুক্ত। ইহা ব্যতীত ভারতে সিনকোনা, আফিম ও রেশম তুঁতের চাষও যথেষ্ট হইয়া থাকে। শাকসব্জির মধ্যে আলু, পটল, পিঁয়াজ, কুমড়া, বেগুন, কপি প্রভৃতি প্রধান ও ফলমূলের মধ্যে আম, কাঁটাল, কমলা লেবু, আপেল, নাসপাতি প্রভৃতি।

ভারতে কৃষিপণ্যের উৎপাদন (১৯৫৬-৫৭)

শস্যের নাম	আবাদী জমি	উৎপাদন	পূর্বেকার সর্বোচ্চ উৎপাদন
	হাজার একর	হাজার টন	হাজার টন
চাউল	৭৮,১৭৪	২৮,২৮২	২৭,৭৬৯ (গ)
গম	৩২,৮৯১	৯,০৬৮	৮,৫৩৯ (ঘ)
যোয়ার	২৫,৭৭৬	৭,৪২৭	৯,০৯২ (ঘ)
বাজরা	২৩,৩৫৭	২,৮৮৫	৪,৪৭৫ (গ)
ভুট্টা	৯,২৪৪	৩,০০৯	২,৯৯১ (গ)
যব	৮,৫৯৪	২,৭৪৪	২,৯০৫ (গ)
রাগি	৫,৬৭৪	১,৭১৫	১,৮৪৬ (গ)
ছোলা	২৩,৯৯০	৫,৯৩০	৫,৪০০ (ঘ)
ডাল-কলাই	২৮,০৪৬	৫,৩৫৬	৫,৫০০ (ঘ)
চীনাবাদাম	১২,৫১৮	৪,২০০	৩,৮২৩ (ঘ)
তিল	৩,৯৫৫	৪৫১	৫৯২ (ঘ)
সরিষা	৬,২১১	১,০১৭	৯৬২ (ঘ)

শস্যের নাম	আবাদী জমি হাজার একর	উৎপাদন হাজার টন	পূর্বেকার সর্বোচ্চ উৎপাদন হাজার টন
তিসি	৩,৭৫৮	৩৪৯	৩৮৮ (ঘ)
রেড়ি	১,৪০৩	১২৪	১২৬ (ঙ)
তুলা	১৬,২১১	৪,৭২৩*	৪,২২৭ (ঘ)
পাট	১,৪৭৩	৪,২৮৮*	৪,৬৭৮ (ক)
পেস্তা	২২৫	১,৪৭৮*	১,২০১ (ঙ)
চা (১৯৫৬)	৭২৭	৬৬৭০০০+	৬৭৫,২৭০ (ক)
কফি (১৯৫৪-৫৫)	২৩৪	৫৮,৬৫৩+	৫৮,৬৫৩ (খ)
রবার (১৯৫৫)	১৭৪	৪৯,৫৪০+	৪৯,৫৪০ (খ)
গোলআলু	৬৯১	১,৫৯৯	১,৮৩৯ (ঙ)
ইক্ষু	৫,০২২	৬,৭৪৫	৬,০৬৬ (ক)
আদা (শুষ্ক)	৪০	১৫	১৫ (ঙ)
তামাক,	১,০২২	৩০৬	২৬৮ (গ)
মরিচ	২৩৪	৩২	২৭ (গ)
লঙ্কা	১,৪৫০	৩৫৫	—

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কৃষি ঃ

ভারতের দুইটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেই কৃষি উন্নয়নের উপর যথেষ্ট জোর দেওয়া হইয়াছে। তবে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতেই জোর বেশী পরিমাণে দেওয়া হইয়াছিল। প্রথম পরিকল্পনায় বরাদ্দ—কৃষি, সমাজ উন্নয়ন, সেচ ও বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য ব্যয় একত্রীভূত করিলে, দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, মোট ২০৬৯ কোটি টাকার মধ্যে প্রায় অর্ধেক পরিমাণ (৯২১ কোটি) টাকাই কৃষি ও কৃষির উন্নতিমূলক কাজে ব্যয় করিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। এই বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা 'পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পন' শীর্ষক স্বতন্ত্র অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

কৃষি ও সমাজ উন্নয়ন বাবদ খরচ প্রথম পরিকল্পনা অপেক্ষা দ্বিতীয় পরিকল্পনায় বেশী দেখান হইলেও নিছক কৃষি বাবদ খরচ অনেক কম ধরা হইয়াছে। কৃষি উন্নয়নের নিমিত্ত আনুসঙ্গিক ব্যয়ের পরিমাণই বেশী

* হাজার গাঁট। + হাজার পাউণ্ড।

(ক) ১৯৫১-৫২ সাল। (খ) ১৯৫২-৫৩ সাল। (গ) ১৯৫৩-৫৪ সাল। (ঘ) ১৯৫৪-৫৫ সাল। (ঙ) ১৯৫৫-৫৬ সাল।

ধরা হইয়াছে। নিম্নে প্রদত্ত কৃষি উন্নয়ন নিমিত্ত সামগ্রিক ব্যয়ের তালিকা হইতে উহা উপলব্ধি করা যাইবে।

কৃষি	১৯৫	কোটি টাকা	১৬৪	কোটি টাকা
উদ্যান-কৃষি	১	”	৯	”
গবাদি পশু উন্নয়ন	২২	”	৬১	”
বন ও ভূমি সংরক্ষণ	১২	”	৪৮	”
সমবায়	৭	”	৪৭	”
মৎস্যের চাষ	৫	”	১১	”
অন্যান্য	১	”	১০	”
মোট	২৪৩	”	৩৫০	”

দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে মাথা পিছু খাদ্য শস্যের যোগান ১৭'২ আউন্স হইতে ১৮'৩ আউন্সে, ও চিনির (গুড়ের হিসাবে) ১'৪ আউন্স হইতে ১'৭৫ আউন্সে দাঁড়াইবে। মোট খাদ্যশস্যের উৎপাদন ১০০ লক্ষ টন বৃদ্ধি পাইবে।

সেচ ব্যবস্থা

কৃষিভূমিতে জল সেচনের নিমিত্ত ভারতে যে সকল ব্যবস্থা আছে, তাহাদের মধ্যে এইগুলি প্রধান :—(১) কূপ, (২) নলকূপ, (৩) পুষ্করিণী ও (৪) খাল। খালগুলি আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত—(ক) প্লাবন খাল, (খ) নিত্যবহ খাল ও (গ) সঞ্চিত জলের খাল। সেচিত চাষভূমির প্রায় ২৫ শতাংশ জলের জন্য কূপের উপর নির্ভর করে। নলকূপের সাহায্যে সেচের জন্য জল সরবরাহ সাধারণতঃ উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পাঞ্জাব, পেপসু ও বোম্বাইতে হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার পূর্বে ভারতে সেচের জন্য মোট ২,৫০০ নলকূপ ছিল (ইহার মধ্যে একমাত্র উত্তরপ্রদেশেই ২,৩০০ ছিল)। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় ৫,৮৩০ নলকূপ স্থাপনের ব্যবস্থা হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় আরও ৩,৫৮১ নলকূপ স্থাপনের ব্যবস্থা হইয়াছে। পুষ্করিণীর সাহায্যে জলসেচনের ব্যবস্থা মাদ্রাজ ও মহীশূরেই সর্বাপেক্ষা বেশী প্রচলন। একমাত্র মাদ্রাজেই ৩৫,০০০ পুষ্করিণী আছে। জলসেচনের বিভিন্ন ব্যবস্থার মধ্যে খালই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা। বিভিন্ন পরিকল্পনাসমূহের দ্বারা ভারতের নানা অঞ্চলে খালের সাহায্যে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইতেছে।

পরিকল্পনাসমূহের পরিচয় : জলস্রোত হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সংলগ্ন অঞ্চলসমূহের কৃষিভূমিতে সেচের জন্য জল সরবরাহ, বন্যা ও নদী নিয়ন্ত্রণ—ইত্যাদি উদ্দেশ্য লইয়া ভারতের পরিকল্পনাসমূহ রচিত হইয়াছে। পরিকল্পনাগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে—(১) বৃহৎ ও (২) নাতিবৃহৎ। বৃহৎ পরিকল্পনাসমূহ সংখ্যায় ৪টি। এগুলি যথাক্রমে—(১) ভাক্‌রা নাংগল পরিকল্পনা, (২) দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা, (৩) হীরাকুণ্ড পরিকল্পনা ও (৪) হারিকে পরিকল্পনা।

বৃহৎ পরিকল্পনাসমূহ

(১) **ভাক্‌রা নাংগল পরিকল্পনা :** ভারতের পরিকল্পনাসমূহের মধ্যে ইহাই সর্বাপেক্ষা বৃহদাকার। ইহা দ্বারা পাঞ্জাবের শতদ্রু নদীর উপর ভাক্‌রা ও নাংগলে দুইটি বড় বাঁধ নির্মাণ, কয়েকটি বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন ও নদীর নিয়ন্ত্রিত জলস্রোত কৃষিভূমিতে সঞ্চালনের নিমিত্ত কতকগুলি খাল খনন করা হইবে। নাংগলের বাঁধ, নাংগলের জলাধার, ভাক্‌রা হইতে সেচের জন্য জল সঞ্চালনের খালসমূহ এবং একটি বড় বিদ্যুৎ কেন্দ্র ইতিমধ্যে নির্মিত হইয়াছে। সমগ্র পরিকল্পনাটি ১৯৫৯-৬০ সালের মধ্যে সম্পূর্ণ হইবার কথা।

সমাপ্ত হইলে উহা দ্বারা পাঞ্জাবে প্রায় ৬০ লক্ষ একর কৃষিভূমিতে নিয়মিত সেচের জল সঞ্চালনের সুবিধা হইবে। তাহা ছাড়া, বিস্তীর্ণ এলাকায় বিদ্যুৎ সরবরাহও সম্ভবপর হইবে। সমগ্র পরিকল্পনাটির জন্য মোট ব্যয় বরাদ্দ ধরা হইয়াছে ১৫৯ কোটি টাকা।

(২) **দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা**ঃ দামোদর নদের বন্যা নিয়ন্ত্রণ, জলস্রোত হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং নিয়ন্ত্রিত ও সংরক্ষিত জলধারা সেচের জন্য নিয়মিতভাবে সমীপবর্তী অঞ্চলের চাষভূমিতে সঞ্চালন—ইত্যাদি উদ্দেশ্য লইয়া এই পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। এই পরিকল্পনায় জল সংরক্ষণের জন্য তিলাইয়া, কোনার, মাইথন ও পাঞ্চেট পাহাড়—এই চারিটি স্থানে ৪টি বড় বাঁধ ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা, সেচের জল নিয়ন্ত্রণের জন্য দুর্গাপুরে একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রায়তন বাঁধ ও চাষভূমিতে ঐ জল সঞ্চালনের জন্য উপযুক্ত সংখ্যক খাল খনন করা হইবে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী বাঁধ নির্মাণের কার্য প্রায় সমাপ্ত হইয়া আসিয়াছে। ইহা ব্যতীত বোকারো-তে কয়লা পোড়াইয়া তড়িৎ শক্তি উৎপাদনের নিমিত্ত একটি কারখানাও স্থাপন করা হইয়াছে। দামোদর পরিকল্পনা সমাপ্ত হইলে, নিম্ন দামোদর উপত্যকার ১০ লক্ষ ২৫ হাজার পরিমিত কৃষিভূমিতে নিয়মিতভাবে সেচের জন্য জল সঞ্চালন করা সম্ভবপর হইবে। সেচের এই জল ব্যবহারের জন্য প্রতি একর জমি পিছু ৯ টাকা হারে কর আদায় করা হইবে। সমগ্র পরিকল্পনাটি কার্যকরী করিতে ১০০ কোটি টাকা খরচ হইবে। ইহার পরিচালনা ভার দামোদর ভ্যালী করপোরেশনের উপর ন্যস্ত হইয়াছে।

(৩) **হীরাকুণ্ড পরিকল্পনা**ঃ ইহা উড়িষ্যায় মহানদীর বন্যা নিয়ন্ত্রণ, উহার জলস্রোত হইতে বিদ্যুৎ উৎপাদন এবং সমীপবর্তী অঞ্চলের কৃষিভূমিতে সেচের জল সরবরাহ—এই সকল উদ্দেশ্য লইয়া গঠিত হইয়াছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী হীরাকুণ্ড, টিকারাপাড়া ও নারাজ নামক স্থানত্রয়ে তিনটি বাঁধ নির্মাণ করা হইবে। তন্মধ্যে হীরাকুণ্ডের বাঁধই বৃহৎ ও ৩ মাইল দীর্ঘ। সমগ্র পরিকল্পনা সমাপ্ত হইলে ২৭০,০০০ কিলোওয়াট পরিমাণ তড়িৎ শক্তি ও ১০ লক্ষ ৭ হাজার একর ভূমিতে সেচের জন্য জল সরবরাহের ব্যবস্থা হইবে। পরিকল্পনার জন্য ১০০ কোটি টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে।

(৪) **হারিকে পরিকল্পনা**ঃ এই পরিকল্পনা অনুযায়ী পাঞ্জাবের শতদ্রু ও বিপাসা নদীর জল নিয়ন্ত্রণের জন্য হারিকে নামক স্থানে একটি বড় বাঁধ নির্মাণ করা হইয়াছে।

নাতিবৃহৎ পরিকল্পনাসমূহ

এই ৪টি বৃহৎ পরিকল্পনা ছাড়া বিভিন্ন রাজ্যের জন্য বহু নাতিবৃহৎ পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। রাজ্য অনুযায়ী সেগুলির পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল।

অন্ধ্র রাজ্যঃ (১) কৃষ্ণা পরিকল্পনা—কৃষ্ণা নদীর উপর বিজয়ওয়াড়া নামক স্থানে জল নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা ও একটি সেতু নির্মাণ করিয়া এক লক্ষ একর ভূমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হইবে। (২) মাচকুণ্ড পরিকল্পনা—বিশাখাপট্টনম জিলায় জলপুত নামক স্থানে মাচকুণ্ড নদীর উপর একটি বাঁধ নির্মাণ করিয়া ১০২,০০০ কিলোওয়াট পরিমাণ তড়িৎ শক্তি উৎপাদন করা হইবে। (৩) নাগার্জুন সাগর পরিকল্পনা—কৃষ্ণা নদীর উপর নাগার্জুন কোণ্ড নামক স্থানে ৩৮৭ ফুট উচ্চ একটি বাঁধ নির্মাণ করিয়া ৯৩ লক্ষ একর ফুট জল সংরক্ষণ করা হইবে। ইহা দ্বারা ৩২ লক্ষ একর চাষভূমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হইবে। ইহা ব্যতীত ৭৫,০০০ কিলোওয়াট তড়িৎ শক্তিও উৎপাদন করা হইবে। (৪) তুঙ্গভদ্রা পরিকল্পনা—বেলারী জিলায় মল্লপুরম নামক স্থানে তুঙ্গভদ্রা নদীর উপর ৫,৯৪২ ফুট দীর্ঘ ও ১৬০ ফুট উচ্চ একটি বাঁধ নির্মাণ করিয়া ৭০ লক্ষ একর চাষভূমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হইবে। ইহা ব্যতীত ১৬,৫০০ কিলোওয়াট তড়িৎশক্তিও উৎপাদন করা হইবে।

বিহারঃ (১) গণ্ডক পরিকল্পনা—গণ্ডক নদীর উপর একটি বাঁধ নির্মাণ করিয়া ২৬ লক্ষ একর জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করা হইবে। ইহা ব্যতীত নদীর দক্ষিণ তীরের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের জন্য বাঁধের উপর একটি সেতুও নির্মাণ করা হইবে। (২) কোশী পরিকল্পনা—হনুমান নগরের নিকট কোশী নদীর উপর একটি বাঁধ নির্মাণ করিয়া ১৪ লক্ষ একর ভূমিতে জলসেচের ব্যবস্থা ও ২৩,৩১০ কিলোওয়াট তড়িৎ শক্তি উৎপাদন করা হইবে। ইহা ব্যতীত সেচের জন্য উক্ত জল সঞ্চালনের নিমিত্ত বহু খাল খনন করা হইবে। (৩) পারদই নদী পরিকল্পনা—পারদই নদীর জল হইতে ৩,০০০ কিলোওয়াট তড়িৎ শক্তি উৎপাদন করা হইবে। বিহারে সেচের জলের জন্য নলকূপ খনন ব্যবস্থার সহিত এই পরিকল্পনা সংশ্লিষ্ট। (৪) সকরী খাল পরিকল্পনা—গয়া জিলায় ৫,০০০ একর ভূমিতে সেচের জন্য জল সরবরাহ নিমিত্ত এই পরিকল্পনা রচিত। (৫) শোন খাল পরিকল্পনা—শোন নদীর উপর বর্তমানে যে বাঁধ আছে, সেখান হইতে ৩২ মাইল উত্তরে নূতন একটি বাঁধ নির্মাণ করিয়া খালের সাহায্যে ৪ লক্ষ একর ভূমিতে সেচের জন্য জল সরবরাহ করা

হইবে। ইহা সমাপ্ত হইলে, শোন নদী পরিকল্পনার জল দ্বারা সিক্ত চাষভূমির পরিমাণ ১০ লক্ষ একরে পৌঁছাইবে।

বোম্বাই ঃ (১) বনগঙ্গা পরিকল্পনা—বনগঙ্গা নদীর উপর কুরবলী গ্রামের নিকট একটি বাঁধ নির্মাণ ও দুইটি খাল খনন করিয়া উত্তর সাতারা জিলার ২,৫০০ একর চাষভূমির জন্য জল সরবরাহ করা হইবে। (২) গঙ্গাপুর পরিকল্পনা —গোদাবরী নদীর উপর গঙ্গাপুর (নাসিকের সন্নিকটে) নামক স্থানে ১২,৫০০ ফুট দীর্ঘ ও ১২০ ফুট উচ্চ একটি বাঁধ নির্মাণ করিয়া জল সংরক্ষণ দ্বারা নাসিক ও আহমেদনগর জিলায় ৪৫,০০০ একর চাষভূমিতে সেচের জন্য জল সরবরাহ করা হইবে। (৩) ঘটপ্রভা পরিকল্পনা—এই পরিকল্পনা সমাপ্ত হইলে বেলগাম ও বিজাপুর জিলায় এক লক্ষ একর চাষভূমিতে সেচের জন্য জল সরবরাহ হইবে। (৪) কাকরাপুর পরিকল্পনা—তাপ্তী নদীর উপর কাকরাপুর নামক স্থানে বাঁধ নির্মাণ ও খাল খনন দ্বারা ৯২০,০০০ একর চাষভূমিতে জল সরবরাহ করা হইবে। (৫) কয়না পরিকল্পনা—কৃষ্ণা নদীর উপশাখা কয়না নদীর জল নিয়ন্ত্রণ দ্বারা বোম্বাই, মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকের ৪০০,০০০ একর চাষভূমিতে জল সরবরাহ করা হইবে ও ৫০০,০০০ কিলোওয়াট পরিমাণ তড়িত শক্তি, উৎপাদন করা হইবে। (৬) মহী নদী পরিকল্পনা—মহী নদীর উপশাখা পানস্ নদীর জল নিয়ন্ত্রণ দ্বারা কয়রা জিলায় ১৫০,০০০ একর চাষভূমিতে জল সরবরাহ করা হইবে। (৭) বাধানগরী পরিকল্পনা—ভোগবতী নদীর উপর ১৪০ ফুট উচ্চ একটি বাঁধ নির্মাণ করিয়া কৃষির জন্য জল সরবরাহ ও তড়িৎ শক্তি উৎপাদন করা হইবে।

হায়দরাবাদ ঃ রাজ্য পুনর্বিন্যাসের পর হায়দরাবাদের পরিকল্পনাসমূহ অন্ধ্র, বোম্বাই ও মহীশূর রাজ্যসমূহের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। এই সকল পরিকল্পনার অন্যতম—(১) বেন সুন্দরা পরিকল্পনা—বেন সুন্দরা নদীর (পালি গ্রামের নিকট) জল সংরক্ষণ দ্বারা ৯,৩০০ একর চাষভূমিতে জল সরবরাহ করা হইবে। (২) গোদাবরী পরিকল্পনা—গোদাবরী নদীর উপর কয়বালীগুদম্, কুষ্ঠপুরম্, কদ্দম্ ও মনেয়ার নামক চারিটি স্থানে চারিটি বাঁধ নির্মাণ দ্বারা ২০ লক্ষ একর চাষভূমিতে জল সরবরাহ ও ১৭৫,০০০ কিলোওয়াট পরিমাণ তড়িৎ শক্তি উৎপাদন করা হইবে। (৩) নিজামসাগর পরিকল্পনা—গোদাবরী নদীর উপশাখা মঞ্জিরা নদীর উপর একটি কারখানা স্থাপিত করিয়া তড়িৎ শক্তি উৎপাদন করা হইতেছে।

মধ্যভারত ঃ চম্বাল উপত্যকা পরিকল্পনা—চম্বাল নদীর উপর কয়েকটি বাঁধ নির্মাণ দ্বারা মধ্যভারত ও রাজস্থানের উপকারার্থে ২০০,০০০ কিলোওয়াট

তড়িৎ শক্তি উৎপাদন করা হইবে। ইহা ব্যতীত ১৪ লক্ষ একর চাষভূমিতে জল সরবরাহ করা হইবে।

মধ্যপ্রদেশঃ (১) বল্লারপুর পরিকল্পনা—তিনটি কারখানা স্থাপন দ্বারা ৭,৫০০ কিলোওয়াট পরিমাণ তড়িৎ শক্তি উৎপাদন করা হইবে। (২) চণ্ডী পরিকল্পনা—খাণ্ডয়া নামক স্থানে কারখানা স্থাপন দ্বারা ১৭,০০০ কিলোওয়াট পরিমাণ তড়িৎ শক্তি উৎপাদন করা হইবে। (৩) সেণ্ট্রাল থারমাল ষ্টেশন—খপেরখাড়া নামক স্থানে কেন্দ্রীয় তাপ-বিদ্যুৎ কারখানা স্থাপন করিয়া ৩০,০০০ কিলোওয়াট তড়িৎ শক্তি উৎপাদন করা হইবে। (৪) ইহা ব্যতীত রাজ্যের বিভিন্ন জিলায় প্রায় ৬০০,০০০ একর চাষভূমিতে সেচের জন্য জল সরবরাহের নিমিত্ত একটি বৃহৎ ও ব্যাপক পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। তাহার অন্তর্ভুক্ত দুধওয়া পরিকল্পনা, দুখরিখেরা পরিকল্পনা, গান্ধুলপাড়া পরিকল্পনা ইত্যাদি।

মাদ্রাজঃ (১) অমরাবতী পরিকল্পনা—অমরাবতী নদীর উপর (উড়মালপেট শহরের ১৪ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে) ৩,৬০০ ফুট দীর্ঘ একটি বাঁধ নির্মাণ ও সংশ্লিষ্ট খাল খনন করিরা ১৫,০০০ একর চাষভূমিতে জল সরবরাহ করা হইবে। (২) অরনীয়ার পরিকল্পনা—চিংঙ্গলপুট জিলায় অরনীয়ার নদীর জল সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া ২,৫৩০ একর নূতন চাষভূমিতে জল সরবরাহ করা হইবে। (৩) নিম্ন ভবানী পরিকল্পনা—কোয়েমবটুর জিলায় ভবানীসাগর নামক স্থানে ভবানী নদীর উপর ২৮,৮৬২ ফুট দীর্ঘ পাকা ও কাঁচা বাঁধ নির্মাণ ও ১২৪ মাইল দীর্ঘ একটি খাল খনন করিরা ২০৭,০০০ একর চাষভূমিতে জলসেচনের ব্যবস্থা করা হইবে। (৪) কৃষ্ণগিরি পরিকল্পনা—সালেম জিলায় পন্নিয়ার নদীর উপর ৩,৬০০ ফুট দীর্ঘ বাঁধ নির্মাণ করিয়া ৭,৫০০ একর ভূমিতে সেচের জন্য জল সরবরাহ করা হইবে। (৫) মলমপুঝা পরিকল্পনা—মলমপুঝা নদীর উপর ৬,০০০ ফুট দীর্ঘ একটি বাঁধ নির্মাণ করিয়া ৪০,০০০ একর কৃষিভূমিতে জল সরবরাহ করা হইবে। (৬) মঙ্গলম্ পরিকল্পনা—মঙ্গলম্ নদীর উপশাখা চেরুকুন্নুপুঝা নদীর জল সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া ৩,৭৩৫ একর কৃষিভূমিতে সেচের জন্য জল সরবরাহ করা হইবে। (৭) মনিমুথর পরিকল্পনা—তিরুনেলভেলি জিলায় তাম্রপর্নী নদীর উপশাখা মনিমুথর নদীর উপর ৯,২৭০ ফুট দীর্ঘ একটি বাঁধ নির্মাণ করিয়া ১০৩,০০০ একর কৃষিভূমিতে সেচের জন্য জল সরবরাহ করা হইবে। (৮) শতানুর পরিকল্পনা—উত্তর আর্কট জিলায় শতানুর গ্রামের নিকট পন্নিয়ার নদীতে একটি জলভাণ্ডার সৃষ্টি করিয়া ২০,০০০ একর কৃষিভিূমতে জল সরবরাহ করা

হইবে। (৯) ওয়ালায়ার পরিকল্পনা—ইহা দ্বারা ৬,৫০০ একর চাষভূমিতে জল সরবরাহ করা হইবে।

মহীশূর ঃ (১) অম্বলীগোলা পরিকল্পনা—তুঙ্গভদ্রা নদীর উপশাখা শালুর নদীর উপর ৫৭ ফুট উচ্চ একটি কাঁচা বাঁধ নির্মাণ করিয়া ৭,০০০ একর কৃষি-ভূমিতে জল সরবরাহ করা হইবে। (২) ভদ্রা পরিকল্পনা—ভদ্রা নদীর উপর ১৮৭ ফুট উচ্চ বাঁধ নির্মাণ করিয়া শিমোগা ও চিতলদুর্গ অঞ্চলে ২২৪,০০০ একর চাষভূমিতে জল সরবরাহ করা হইবে ও ১২,৬৮০ কিলোওয়াট তড়িৎ শক্তি উৎপাদন করা হইবে। (৩) কোপিনী পরিকল্পনা—কোপিনী নদীর উপর ৭৩ ফুট উচ্চ বাঁধ নির্মাণ করিয়া জল সংরক্ষণ দ্বারা বর্ষাকালে ৬,০০০ একর কৃষিভূমিতে ও গ্রীষ্মকালে শিবসমুদ্রম্ ও শিমসার তড়িৎ-শক্তি উৎপাদনের কারখানায় জল সরবরাহ করা হইবে। (৪) তুগু পরিকল্পনা—কোপিনী নদীর উপশাখা তুগু নদীর উপর ১১৪ ফুট জল ও ৬০০ ফুট দীর্ঘ বাঁধ নির্মাণ করিয়া ২০,০০০ একর চাষভূমিতে জল সরবরাহ করা হইবে।

উড়িষ্যা ঃ (১) হীরাকুণ্ড পরিকল্পনা—ইহার পরিচয় পূর্বে দেওয়া হইয়াছে (২) মহানদী পরিকল্পনা—ইহা দ্বারা সম্বলপুর ও বোলানগিরপত্না জিলায় ১,০৭,৭০,০০০ একর চাষভূমিতে সেচনের জল সরবরাহ ও ১২৩,০০০ কিলোওয়াট তড়িৎ শক্তি উৎপাদন করা হইবে।

পেপসু ঃ (১) ভাকরা নাংগল পরিকল্পনা—ইহার বিবরণ পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। (২) বেন নদী পরিকল্পনা—ইহাদ্বারা কপুরতলার নিকট ৪০,০০০ একর কৃষিভূমিতে জল সরবরাহ করা হইবে। (৩) নারনাউল পরিকল্পনা—৪৮ ফুট উচ্চ একটি কাঁচা বাঁধ নির্মাণ করিয়া ৬,৭০০ একর জমিতে সেচনের জন্য জল সরবরাহ করা হইবে।

পাঞ্জাব ঃ ভাকরা নাংগল পরিকল্পনা। পূর্বে দেখুন।

রাজস্থান ঃ (১) যবাই নদী পরিকল্পনা—যবাই নদীর উপর জল সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া ১১০,০০০ একর জমিতে জলসেচন ও ১৫৭০ কিলোওয়াট তড়িৎ শক্তি উৎপাদন করা হইবে। (২) মোরেল পরিকল্পনা—এই পরিকল্পনা অনুযায়ী ৫৩ ফুট উচ্চ একটি কাঁচা বাঁধ নির্মাণ করিয়া জয়পুর অঞ্চলে মোট ৩৪,০০০ একর কৃষিভূমিতে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইবে।

সৌরাষ্ট্র ঃ (৫) অজি পরিকল্পনা—রাজকোটের নিকট অজি নদীর উপর ৭২ ফুট উচ্চ বাঁধ নির্মাণ করিয়া ৬,৪০০ একর কৃষিভূমিতে সেচের জল ও

রাজকোট শহরে পানীয় জল সরবরাহ করা হইবে। (২) ভীমদাদ পরিকল্পনা—ইহা দ্বারা ৩,০০০ একর ভূমিতে সেচের জল সরবরাহ করার ব্যবস্থা হইয়াছে। (৩) ব্রাহ্মণী পরিকল্পনা—৮,৭০০ ফুট দীর্ঘ ও ৬১ ফুট উচ্চ একটি কাঁচা বাঁধ নির্মাণ করিয়া জলওয়ার জিলায় গোলাসান গ্রামের নিকট ব্রাহ্মণী নদীর জল সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া ২৭,০০০ একর কৃষিভূমিতে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। (৪) মাঙ্কু পরিকল্পনা—মধ্য সৌরাষ্ট্রে মাঙ্কু নদীর উপর ৩,২০০ ফুট দীর্ঘ ও ৮৪ ফুট উচ্চ একটি বাঁধ নির্মাণ করিয়া ২২,০০০ একর কৃষিভূমিতে জল সরবরাহ করা হইবে। (৫) মোজ পরিকল্পনা—মোজ নদীর উপর ১,১০০ ফুট দীর্ঘ ও ৭২ ফুট উচ্চ বাঁধ নির্মাণ করিয়া ১৫,০০০ একর কৃষিভূমিতে জল সরবরাহ করা হইবে। (৬) শলোই পরিকল্পনা—শলোই নদীর উপর ১,০০০ ফুট দীর্ঘ পাকা ও ১১,৩০০ ফুট দীর্ঘ কাঁচা বাঁধ নির্মাণ করিয়া ১০,৬০০ একর কৃষিভূমিতে জল সরবরাহ করা হইবে।

ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন ঃ (১) চলকুদী পরিকল্পনা—চলকুদী নদীর জল খালদ্বারা সঞ্চালিত করিয়া ৫০,০০০ একর কৃষিভূমিতে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইবে। (২) কোডায়ার পরিকল্পনা—কোডায়ার নদীর উপর পুথেন নামক বাঁধ নির্মাণ করিযা ১০,০০০ একর কৃষিভূমিতে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। (৩) নেয়ার পরিকল্পনা—দক্ষিণ ত্রিবাঙ্কুরে নেয়ার নদীর উপর বাঁধ নির্মাণ করিয়া ৩০,০০০ একর কৃষিভূমিতে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। (৪) পল্লীবাসল পরিকল্পনা—মুদীরপুঝা নদীর জল সংরক্ষণ দ্বারা তড়িৎ শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। (৫) জীবি পরিকল্পনা—মনালী নদীর উপর বাঁধ ও জলভাণ্ডার নির্মাণ করিয়া ৪৭,৮০০ একর কৃষিভূমিতে সেচনের জল ও ত্রিচুর শহরে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। (৬) পরিঙ্গালকুথু পবিকল্পনা—চলকুদী নদীতে বাঁধ, জলভাণ্ডার ও তড়িৎ শক্তি উৎপাদনের কারখানা নির্মাণ দ্বারা ৮,০০০ কিলোওয়াট তড়িৎ শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। (৭) সেতুলম্ পরিকল্পনা—পল্লীবাসল তড়িৎ শক্তি উৎপাদন কারখানার উদ্বৃত্ত জল হইতে ৪৮,০০০ কিলোওয়াট পরিমাণ অতিরিক্ত তড়িৎ শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা হইয়াছে।

উত্তরপ্রদেশ ঃ (১) অহরাউরা ও অর্জুন পরিকল্পনা—হামিরপুর জিলায় ৪৭,০০০ একর কৃষিভূমিতে জল সরবরাহ করা হইতেছে। (২) বলগন্ধা খাল পরিকল্পনা—৩৪,০০০ একর কৃষিভূমিতে জলসরবরাহ করা হইতেছে। (৩) বেলন খাল পরিকল্পনা—১০০,০০০ একর কৃষিভূমিতে জল সরবরাহ করা

হইতেছে। (৪) চন্দ্রপ্রভা পরিকল্পনা—বারানসী জিলায় ৪০,০০০ একর কৃষি-ভূমিতে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইবে। (৫) ললিতপুর পরিকল্পনা—৬০,০০০ একর কৃষিভূমিতে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। (৬) মাতাতিলা পরিকল্পনা—বেতয়া নদীর উপর ২,২০০ ফুট দীর্ঘ ও ১২০ ফুট উচ্চ পাকা বাঁধ নির্মাণ দ্বারা ৪০০,০০০ একর কৃষিভূমিতে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। (৭) নাগওয়া পরিকল্পনা—৭০,০০০ একর কৃষিভূমিতে জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হইতেছে। (৮) চন্দৌলী খাল পরিকল্পনা—৮০,০০০ একর কৃষিভূমিতে জল সরবরাহ করা হইবে। (৯) পাথরী পরিকল্পনা—গঙ্গা খালের জল হইতে ৬,৮০০ কিলোওয়াট পরিমাণ তড়িৎ শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা হইতেছে। (১০) রিহান্দ পরিকল্পনা—মির্জাপুর জিলায় রিহান্দ নদীর উপর ২৭৭ ফুট বিস্তৃত ও ২৭০ ফুট উচ্চ বাঁধ নির্মাণ দ্বারা উত্তরপ্রদেশে ১৬ লক্ষ একর ও বিহারে ৫ লক্ষ একর কৃষিভূমিতে জল সরবরাহ ও ২৪০,০০০ কিলোওয়াট পরিমাণ তড়িৎ শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হইতেছে। (১১) সরদা পরিকল্পনা—এই পরিকল্পনা দ্বারা সরদা খাল প্রণালীর জল বৃদ্ধির ব্যবস্থা হইয়াছে ও নৈনীতাল জিলায় খাটিমা নামক স্থানে কারখানা স্থাপন দ্বারা ৪১,৪০০ কিলোওয়াট পরিমাণ তড়িৎ শক্তি উৎপাদন করা হইতেছে।

পশ্চিমবঙ্গঃ (১) দামোদর উপত্যকা পরিকল্পনা—পূর্বে দেখুন। (২) জলঢাকা পরিকল্পনা—দার্জিলিং জেলায় ১০,০০০ কিলোওয়াট তড়িৎ শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা করা হইতেছে। (৩) গঙ্গা বাঁধ পরিকল্পনা—এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত—(ক) ভাগীরথী নদীকে বৎসরের সবসময় নৌকা চলাচলের যোগ্য করা। (খ) উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন করা, (গ) ভাগীরথী ও জলাঙ্গীর অন্তর্বর্তী ৩২০ বর্গমাইল অঞ্চল বন্যা-মুক্ত করিয়া কৃষির নিমিত্ত জল সরবরাহ করা ও (ঘ) কলিকাতা বন্দরের উন্নতি সাধন করা। (৪) ময়ূরাক্ষী পরিকল্পনা—এই পরিকল্পনা অনুসারে ময়ূরাক্ষী নদীর উপর সিউড়ীর নিকট তিলপাড়া নামক স্থানে একটি ও বিহারে মেসাংজোর নামক স্থানে একটি বাঁধ নির্মিত হইয়াছে। সমগ্র পরিকল্পনা দ্বারা ৭৫০,০০০ একর কৃষিভূমিতে সেচের জন্য জল সঞ্চালন ও ২,০০০ কিলাওয়াট পরিমাণ তড়িৎ শক্তি উৎপাদন করার ব্যবস্থা হইয়াছে।

ভারতের পশু-সম্পদ

ভারতের পশু-সম্পদ বিপুল। সমগ্র জগতের গাভী সংখ্যার মধ্যে ২৫ শতাংশ ভারতে দৃষ্ট হয়। ১৯৫৬ সালের পশুগণনা অনুযায়ী ভারতে ১৫ কোটি ৮৯ লক্ষ গরু, ৪ কোটি ৪৮ লক্ষ মহিষ, ৩ কোটি ৮৭ লক্ষ মেষ ও ৫ কোটি ৬৬ লক্ষ ছাগল ছিল। হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে পশু হইতে প্রতি বৎসর ভারতের ১০০০ কোটি টাকার শ্রম ও ১০০০ কোটি টাকার সার লাভ হয়। ইহা ব্যতীত বহু কোটি টাকা পরিমাণ দুগ্ধ, ঘি, মাখন, ছানা, মাংস, চামড়া, পশম ইত্যাদি পশু হইতে পাওয়া যায়। ১৯৫২-৫৩ সালে ভারতে বিভিন্ন রাজ্যে পশু হইতে লব্ধ পণ্যের হিসাব তালিকা নীচে দেওয়া হইল—

রাজ্য	দুগ্ধ	ঘি মাখন	মাংস	চামড়া	পশম
	লক্ষ মন	লক্ষ মন	হাজার টন	লক্ষ সংখ্যা	হাজার পাউণ্ড
আসাম	৩২'২৭	০'৫০	৪'৫২	৬'২৬	—
বিহার	৪৬৯'৫৮	১০'০৯	৩২'৩২	৩৯'৯৫	৫৬২
বোম্বাই	৩৩৮'৫৬	১০'৫৯	৭০'৩৭	৭১'১০	৪,৭৮৫
মধ্যপ্রদেশ	১৫২'০৭	৫'৩৮	১৪'৫১	৩৫'৬৪	৪০২
মাদ্রাজ	৫৮৮'৯৫	১২'৯১	১২৪'৪৫	১৫৮'৭৫	৪,১৯১
উড়িষ্যা	৯৬'৫৮	১'৮১	৪'০৭	১৪'৬৫	১
পাঞ্জাব	৬১০'৯২	২২'৯১	৬'৯৯	১৩'৫৮	২,১৫৪
উত্তর প্রদেশ	১,২২৬'৩৬	২৪'৫২	৭২'৯৮	৬৭'৪৪	৪,১৬৪
পশ্চিমবঙ্গ	১৬৬'৮৪	২'১৪	৩৫'১৬	৩২'০০	৮৯২
মধ্যভারত	১৫৫'৯৪	৩'৬৮	৫'৩৭	১১'৯৬	৫৭৪
রাজস্থান	৫২১'৭৩	১৯'৫৩	২২'৯৩	৩৬'৫১	২১,০৫৭

গাভীপ্রতি ভারতের দুগ্ধ উৎপাদন যে কত কম তাহা নিম্নে প্রদত্ত তালিকাদৃষ্টে বোঝা যাইবে—

গাভীপ্রতি বাৎসরিক দুগ্ধ উৎপাদন

ভারত	৩০ গ্যালন	বেলজিয়াম	৩৬২ গ্যালন
ডেনমার্ক	৩৮৭ „	ফিনল্যাণ্ড	৩৪৪ „
সুইটজারল্যাণ্ড	৩৮০ „	সুইডেন	৩২৬ „
নেদারল্যাণ্ডস্	৩৭৩ „.		

মোরগ ও হংস ঃ ভারতে ৬৭ লক্ষ মোরগ ও ৬৩ লক্ষ হাঁস আছে। ইহার মধ্যে ২৫.২ শতাংশ মাদ্রাজে, ১২.৬ শতাংশ পশ্চিমবঙ্গে, ১১.২ শতাংশ বিহারে, ৮.৯ শতাংশ আসামে, ৮.৫ শতাংশ বোম্বাইয়ে ও ৬ শতাংশ মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত। ১৯৫২-৫৩ সালে মোরগ ও হংস হইতে যে পরিমাণ ডিম ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে পাওয়া গিয়াছিল তাহার হিসাব—আসাম ৭ কোটি ৩৫ লক্ষ, বিহার ১৫ কোটি ১১ লক্ষ, বোম্বাই ২০ কোটি ২৪ লক্ষ, মধ্যপ্রদেশ ৭ কোটি ৫ লক্ষ, মাদ্রাজ ২৬ কোটি ২৯ লক্ষ, উড়িষ্যা ৬ কোটি ৩০ লক্ষ, পাঞ্জাব ১ কোটি ৫৯ লক্ষ, উত্তরপ্রদেশ ৫ কোটি ৩০ লক্ষ, পশ্চিমবঙ্গ ১৯ কোটি ৪৪ লক্ষ, মধ্যভারত ১ কোটি ৬৮ লক্ষ ও রাজস্থান ২৭ লক্ষ।

মৎস্য ঃ ভারতের নদী, পুষ্করিণী ও সমুদ্র উপকূলে প্রায় ১৮০০ বিভিন্ন জাতির মাছ দেখিতে পাওয়া যায়। নদী ও পুষ্করিণী-লব্ধ মৎস্যের শতকরা ৭২ ভাগ পশ্চিমবঙ্গ, বিহার ও আসাম হইতে পাওয়া যায়। কলিকাতা শহরে মাছ আমদানীর পরিমাণ নীচের তালিকায় দেখান হইল ঃ—

বৎসর	প্রতি মাসের গড	প্রতি দিনের গড
১৯৫২	৫৮,১৭০ মন	১,৯৪০ মন
১৯৫৩	৫৮,৪৪০ মন	১,৯৫০ মন
১৯৫৪	৮০,৭৯০ মন	২,৬৯০ মন

মৎস্যের উৎপাদন ও সরবরাহ বৃদ্ধির উপর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে। প্রথম পরিকল্পনায় সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের জন্য কোচিনে একটি ফিশিং ষ্টেশন স্থাপন করা হইয়াছে। বিশাখাপট্টনম ও পোর্টব্লেয়ারে অনুরূপ দুইটি ষ্টেশন স্থাপন করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে।
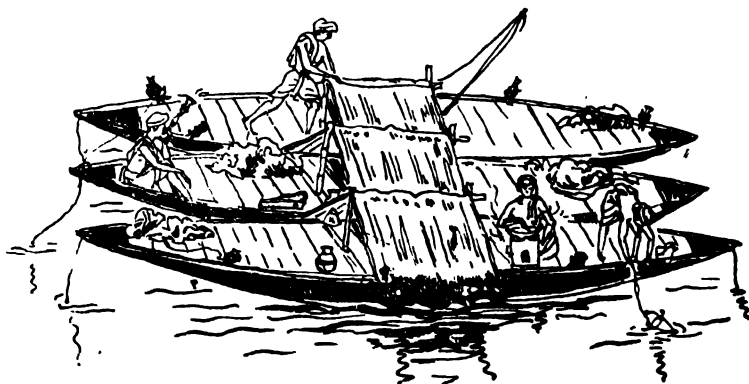
ভারতের খনিজ সম্পদ

খনিজ সম্পদের দিক দিয়া ভারতবর্ষ একটি সমৃদ্ধ দেশ। এদেশে লোহা, কয়লা, বক্সাইট, কায়ানাইট, ম্যাঙ্গানীজ, ইলমেনাইট, ম্যাগনেসাইট প্রভৃতির সঞ্চিত ভাণ্ডার বিপুল। ক্রোমাইট, জিপসম্, চীনামাটি, অভ্র, লবণ, পাইরাইট প্রভৃতির যোগান যথোপযুক্ত বলা চলে। তবে তামা, দস্তা, সীসা, গন্ধক, খনিজ তৈল প্রভৃতি পাওয়া যায় স্বল্প মাত্রায়। ভারত স্বাধীন হইবার পর বিপুল উদ্যমে নূতন খনি সন্ধান ও দুষ্প্রাপ্য খনিজ দ্রব্য অনুসন্ধানের কাজ সুরু করা হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান ব্যুরো অব্ মাইনস্ সেজন্য জরীপ ও খননকার্য পরিচালনা করিতেছেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমলে ঐ উদ্দেশ্যে ২ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হইয়াছে। নিম্নে কতিপয় অত্যাবশ্যকীয় খনিজ দ্রব্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল।

লোহা ঃ ভারতে অশোধিত লোহার মোট সঞ্চিত ভাণ্ডার ৫০০ কোটি টনের উপর বলিয়া বিশেষজ্ঞরা অনুমান করেন। বিহারের সিংভূম অঞ্চল উৎকৃষ্ট লৌহ সম্পদে সমৃদ্ধ। তাহা ছাড়া উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, মাদ্রাজ, অন্ধ্র ও মহীশূরেও লৌহখনি রহিয়াছে। উড়িষ্যার রাউরকেল্লা জেলায় ১৭ কোটি টন ও সুবিন্দা জেলায় ৪ কোটি টন লোহা সঞ্চিত রহিয়াছে বলিয়া সম্প্রতি বরাদ্দ করা হইয়াছে। মধ্যপ্রদেশে ৬৭ কোটি টন লোহা সঞ্চিত আছে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে। পুরাতন ও নূতন ইস্পাত কারখানাসমূহের জন্য ক্রমেই বেশী পরিমাণে লোহা আহরণের উপর জোর দেওয়া হইতেছে। ১৯৫৫ সালে ভারতে ৩ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা মূল্যের মোট ৪৬ লক্ষ ৫৩ হাজার টন অশোধিত লোহা এদেশের বিভিন্ন খনি হইতে সংগ্রহ করা হইয়াছিল।

ম্যাঙ্গানীজ ঃ বিদেশী মুদ্রা অর্জনের দিক দিয়া ম্যাঙ্গানীজ ভারতের একটি মূল্যবান ধাতুসম্পদ। ইস্পাত শিল্প, কাঁচ শিল্প ও রসায়ন শিল্পে উহা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ম্যাঙ্গানীজ উৎপাদনের দিক দিয়া ভারত জগতে অগ্রগণ্য স্থান অধিকার করিয়া আছে। মধ্যপ্রদেশ, বিহার, উড়িষ্যা, অন্ধ্র ও বোম্বাইযে ঐ ধাতু পাওয়া যায়। ম্যাঙ্গানীজের মোট ভাণ্ডার ১১ কোটি টনের উপর বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে।

স্বর্ণ ঃ মহীশূর রাজ্যের কোলারে ও হায়দরাবাদের মাটিতে স্বর্ণের খনি রহিয়াছে। অন্য পদার্থের সহিত স্বর্ণ মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া যায়। কোলার খনি হইতে উত্তোলিত পদার্থ সমূহের মধ্যে প্রতি টনে ৭ হন্দর পরিমাণ স্বর্ণ পাওয়া যায়। ভারতের দুই খনি অঞ্চলে ১৯৫৫ সালে ৫ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা মূল্যের ২ লক্ষ ১১ হাজার আউন্স স্বর্ণ উত্তোলিত হয়।

কয়লা ঃ ভারতে কয়লা খনির সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে বর্তমানে ৮৩৬টি।

তন্মধ্যে ২১৫টি পশ্চিমবঙ্গে ও ৫২৪টি বিহারে অবস্থিত। এদেশে কয়লার সঞ্চিত ভাণ্ডার ২ হাজার কোটি টন বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। ১৯৫৭ সালে ভারতে কয়লা উত্তোলিত হয় ৪ কোটি ৩৫ লক্ষ টন।

অভ্রঃ অভ্র উৎপাদনের দিক দিয়া ভারতের স্থান জগতে সর্বাগ্রগণ্য। বিহার, রাজস্থান ও মাদ্রাজে অভ্রের খনি রহিয়াছে। বিহার রাজ্যেই উৎকৃষ্ট অভ্র বেশী পরিমাণে উৎপাদিত হইয়া থাকে। ঐ রাজ্যে ১৫০০ বর্গমাইলব্যাপী বিস্তীর্ণ অঞ্চলে অভ্রের স্তর বর্তমান। রাজস্থানে অভ্র অঞ্চলের ব্যাপ্তি ১২০০ বর্গমাইল। ১৯৫৭ সালের জানুয়ারী হইতে জুন পর্যন্ত ছয় মাসে ভারতে মোট ৩ লক্ষ ৫ হাজার ৮১১ হন্দর পরিমিত অভ্র উৎপন্ন হয়। উহার মধ্যে ১ লক্ষ ৬৯ হাজার ৮০১ হন্দর বিহারে ও ৭৯ হাজার ৩৩৫ হন্দর রাজস্থানে উৎপন্ন হয়।

ক্রোমাইটঃ বিহার, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ, মহীশূর ও কাশ্মীরে ক্রোমাইটের মজুত ভাণ্ডার রহিয়াছে। সঞ্চিত মোট ক্রোমাইটের পরিমাণ ১৩ লক্ষ ২০ হাজার টন বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। ১৯৫৫ সালে এদেশে ২৭ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা মূল্যের মোট ৮৯ হাজার টন ক্রোমাইট উৎপন্ন হয়।

তামাঃ ভারতে তামার যোগান মোটেই যথোপযুক্ত নয়। বিহারের সিংভূম জেলায় একটি তাম্র খনি রহিয়াছে। সঞ্চিত তামার পরিমাণ ৩৩ লক্ষ ৭০ হাজার টন। ১৯৫৫ সালে ৩ লক্ষ ৫৩ হাজার টন পরিমিত অশোধিত তামা উৎপন্ন হয়। ১৯৫৬ সালে অশোধিত তামা উৎপন্ন হয় ৩ লক্ষ ৮৬ হাজার টন।

খনিজ তৈলঃ চাহিদার অনুপাতে ভারতে খনিজ তৈলের যোগান নিতান্ত কম। আসামের ডিগবয়ে যে খনি রহিয়াছে তাহা হইতে খনিজ তৈল উৎপন্ন হয় বৎসরে গড়ে ৮॥ কোটি গ্যালন। উহা দ্বারা দেশের প্রয়োজনের শতকরা ৭ ভাগই শুধু পরিপূরিত হইয়া থাকে। খনিজ তৈলের অভাব পূরণের জন্য দেশের কয়েকটি অঞ্চলে তৈল খনির সন্ধান করা হইতেছে। আসাম অয়েল কোম্পানীর উদ্যোগে যে অনুসন্ধান কার্য পরিচালিত হয় তাহার ফলে নাহারকাটিয়া, মোরণ ও লুগ্রিয়ান নামক স্থানে খনিজ তৈলের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। জালামুখীতে যে খননকার্য চলিতেছে তাহার ফলে আলোচ্য বর্ষে তথায় প্রাকৃতিক গ্যাস আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঐস্থানে তৈলও পাওয়া যাইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

জিপসম্ঃ রাসায়নিক সার প্রস্তুতে জিপসম্ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রাজস্থানের যোধপুর ও বিকানীর অঞ্চলে জিপসমের যোগান রহিয়াছে। ঐসব অঞ্চলে ৩০ ফুট নিম্ন পর্যন্ত ১২ কোটি টন পরিমিত জিপসম্ মজুত রহিয়াছে। কচ্ছ ও সৌরাষ্ট্র অঞ্চলেও জিপসমের যোগান রহিয়াছে। ভারতে ১৯৫৫ সালে ৪৪ লক্ষ ৮১ হাজার টাকা মূল্যের ৬ লক্ষ ৯০ হাজার টন জিপসম্ উৎপন্ন হয়।

ভারতে খনিজ দ্রব্যের উৎপাদন
১৯৫৫ সাল

খনিজ দ্রব্যের নাম	উৎপাদন			মোট মূল্য		
কয়লা	৩,৮২	হাজার	টন	৫৬,০৩,৩৩	হাজার	টাকা
ম্যাঙ্গানীজ	১৫,৮৩	„	„	১৮,৩২,৬০	„	„
অভ্র	৪,১৯	„	হন্দর	৭,৯২,১৭	„	„
সোনা	২,১১	„	আউন্স	৫,৩০,১৪	„	„
লোহা	৪৬,৫৩	„	টন	৩,২৪,৫৫	„	„
লবণ	২,৮২	„	„	৪,৮৭,০০	„	„
তামা	৩,৫৩	„	„	২,৫৭,৫৯	„	„
ইলমেনাইট	২,৫১	„	„	১,৩১,৯০	„	„
ক্রোমাইট	৮৯	„	„	২৭,৩০	„	„
জিপসম্	৬,৯০	„	„	৪৪,৮১	„	„
চীনামাটি	১,১৭	„	„	২,১০	„	„
কায়ানাইট	১১	„	„	১৬,৭১	„	„
সিলিমেনাইট	২	„	„	১,২৩	„	„
ম্যাগনেসাইট	৫৭	„	„	১২,৫৬	„	„
বক্সাইট	৮১	„	„	৪,০১	„	„
রূপা	১,৫৪	„	আউন্স	৫,৭৩	„	„
ষ্টিয়াটাইট	৪২	„	টন	১৫,০৪	„	„
বরাইটস্	৭	„	„	১,৩৪	„	„
ফলস্পার	৫	„	„	৫৭	„	„
গ্রাফাইট	১,৬১৩	„	„	১,১২	„	„
সীসা	২,৫৩৪	„	„	৩১,১৭	„	„
দস্তা	৪,৮৬৫	„	„	১৬,৯৫	„	„
এস্বেষ্টস্	১,৩৯৭	„	„	৬,৫৮	„	„
এপাটাইট	৫,৫৬২	„	„	৮৩	„	„
পাইরাইট	৮০০	„	„	৪	„	„
কেল্নাইট	২,৬০০	„	„	১৪	„	„
টিন	৬		হন্দর	১	„	„
হীরা	১,৭৪৭		ক্যারেট	৪,০৫	„	„

শিল্প

প্রাকৃতিক শিল্প সম্পদের দিক দিয়া ভারত ঐশ্বর্যশালী দেশ। এদেশে লোহা কয়লা প্রভৃতি অত্যাবশ্যকীয় খনিজ দ্রব্যের ভাণ্ডার বিপুল। শিল্পোপযোগী মৌলিক কাঁচামালের যোগান প্রচুর। কর্মনিয়োগের উপযোগী জনশক্তিও পর্যাপ্ত। উপযুক্ত পরিকল্পনা লইয়া সেইসব সম্পদ যথোচিতভাবে কাজে লাগাইবার ব্যবস্থা হইলে এদেশে শিল্প ব্যবসায়ের সম্যক অগ্রগতির পথ অবশ্যই প্রশস্ত হইতে পারে। ভরসার কথা ভারতবর্ষ স্বাধীন হইবার পর এদেশের জাতীয় সরকার শিল্পপ্রগতি সম্পর্কে মনোযোগী হইয়াছেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এদেশের শিল্পোন্নতির জন্য পাঁচ বৎসরে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারসমূহের হাত দিয়া প্রায় ৮৮০ কোটি টাকা অর্থ ব্যয়ের (সংশোধিত বরাদ্দ) প্রস্তাব হইয়াছে। শিল্প-প্রগতির জন্য কাঁচামালের যোগান বৃদ্ধি, মূলধন সরবরাহ, যন্ত্রপাতি নিয়োগ সব কিছুর কার্যসূচীই ঐ পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। গত কয় বৎসরে এদেশে ভোগ্য সামগ্রী ও মৌলিক শিল্প দ্রব্যের উৎপাদন দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে। পূর্বে দেশে বস্ত্র, চিনি, লবণ, কাগজ প্রভৃতির যোগান ছিল প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম। বর্তমানে ঐসব দিক দিয়া দেশ স্বয়ং সম্পূর্ণতা লাভে সমর্থ হইয়াছে। কয়লা, ইস্পাত, যন্ত্রপাতি, ভারী রসায়ন দ্রব্য প্রভৃতি মৌলিক শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধির উপর অনেক বড় ছোট ও মাঝারি শিল্পের উন্নতির প্রশ্ন নির্ভর করিতেছে। পূর্বে দেশে এ সমস্তর যোগান ছিল স্বল্প। যন্ত্রপাতি ও সাজ সরঞ্জাম আমদানী করিয়া নূতন নূতন কারখানা স্থাপন করিয়া দেশে সুপরিকল্পিতভাবে ঐসব মৌলিক শিল্প গড়িয়া তোলার ব্যবস্থা হইয়াছে ও হইতেছে।

১৯৫০-৫১ সালে ভারতে মাত্র ২৩ লক্ষ কিলোওয়াট পরিমিত বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা ছিল। বর্তমানে সেস্থলে বার্ষিক ৩৬ লক্ষ কিলোওয়াট পরিমিত বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবস্থা হইয়াছে। রেলের ইঞ্জিন, মালগাড়ী, মোটরযান, জাহাজ, এরোপ্লেন প্রভৃতি যানবাহন-উপকরণ নির্মাণের দিক দিয়া দেশ দ্রুত উন্নতির পথে আগাইয়া চলিয়াছে।

নিম্নে উৎপাদনের যে খতিয়ান দেওয়া হইল তাহা হইতে ইহার সত্যতা প্রমাণিত হইবে। উহাতে কতিপয় শিল্পের উৎপাদন ১৯৪৭ সালের তুলনায় ১৯৫৭ সালে কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাও দেখান হইয়াছে।

ভারতে শিল্পপণ্যের উৎপাদন

শিল্পদ্রব্যের নাম	১৯৪৭	১৯৫৭
কয়লা	৩০০ লক্ষ টন	৪,৩৫ লক্ষ টন
ইস্পাত	৮৫০ হাজার টন	১৩,৪৪ হাজার টন
কার্পাস স্থতা		১৭৮ কোটি পাউণ্ড
কার্পাস বস্ত্র	৩৭৬ কোটি গজ	৫৩১ কোটি গজ
সিমেণ্ট	১৪ লক্ষ টন	৫৬ লক্ষ টন
চট		১০ লক্ষ টন
কাগজ ও বোর্ড		২,১০ হাজার টন
চিনি	১০,৭৫ হাজার টন	২০,৬৮ হাজার টন
দিয়াশলাই		৫,৭৭ হাজার বাক্স
লবণ	৫১৩ লক্ষ মণ	৯,৮৭ লক্ষ টন
কষ্টিক সোডা	৩ হাজার টন	৪২ হাজার টন
সোডা এস	১৪ হাজার টন	৯১ হাজার টন
সালফিউরিক এসিড্		১,৯১ হাজার টন
স্থপার ফস্‌ফেট্	৫ হাজার টন	১,৪১ হাজার টন
ক্লোরাইন		১৫,৬৯৬ টন
ব্লিচিং পাউডার		৫,৩৪০ টন
বাইক্রোমেটস্		৩,২৬৪ টন
এলুমিনিয়াম		৭,৭৭১ টন
এণ্টিমনি		৫০২ টন
তামা (অশোধিত)		৭,৮৪৮ টন
সীসা („)		৩,১৭৪ টন
স্বর্ণ		২,০৯ হাজার আউন্স
পশম স্থতা		২,৭৮ লক্ষ পাউণ্ড
পশম বস্ত্র		১,৫৭ লক্ষ গজ
জুতা (ইউরোপীয় ধরনের)		৩৬ লক্ষ জোড়া
জুতা (দেশীয় ধরনের)		৩০ লক্ষ জোড়া
কাঁচ		৪,৭৬ লক্ষ বর্গফুট
সেলাইয়ের কল	৬ হাজারটি	১,৬৬ হাজারটি
বাইসিকেল	৪৯ হাজারটি	৮ লক্ষটি

শিল্পদ্রব্যের নাম	১৯৪৭	১৯৫৭
মোটরযান		৩২ হাজারটি
সাইকেল টায়ার		১,৪২ লক্ষটি
মোটর টায়ার		১৯ লক্ষটি
সিগারেট		২,৮০ লক্ষটি
প্লাইউড		১২,৫০ লক্ষ বর্গফুট
মেসিন টুল (মূল্য)		২,৫০ লক্ষ টাকা
বৈদ্যুতিক বাতি		৩,৩১ লক্ষটি
বৈদ্যুতিক মোটর	৩৮ হাজার অশ্বশক্তি	৪,৬৯ হাজার অশ্বশক্তি
বৈদ্যুতিক পাখা	১৬০ হাজারটি	৩,৩৮ হাজারটি
ডিজেল ইঞ্জিন	৭০০ টি	১৬ হাজারটি
ষ্টোরেজ্ ব্যাটারি		৩,২৪ হাজারটি
বেতার গ্রাহক যন্ত্র		১,৯০ হাজারটি

শিল্পপণ্য উৎপাদনের সূচক সংখ্যা ঃ ১৯৫১ সালে শিল্পপণ্য উৎপাদনের সূচক সংখ্যা ১০০ ধরিয়া পরবর্তী সময়ে তাহার বাড়তির হিসাব নিলে দেখা যায় ১৯৫৫ সালে সূচক সংখ্যা ১২২, ১৯৫৬ সালে ১৩৩ এবং ১৯৫৭ সালে তাহা ১৪৭এর উপর দাঁড়াইয়াছে।

শিল্প দ্বারা জাতীয় আয়ের সংস্থান ঃ দেশের ছোট বড় শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বারা ১৯৫০-৫১ সালে ১৫৩০ কোটি টাকার মত জাতীয় আয়ের সংস্থান হইয়াছিল। ১৯৫৫-৫৬ সালে শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ হইতে জাতীয় আয়ের সংস্থান হয় ১৮৭০ কোটি টাকা।

শিল্পপ্রতিষ্ঠা ও শিল্প সম্প্রসারণ সম্পর্কে লাইসেন্স ঃ শিল্প উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে ১৯৫৭-৫৮ সালে সরকারী লাইসেন্স লইয়া ভারতে ১০১টি নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। ঐ সালে ১৬১টি পুরানো শিল্প প্রতিষ্ঠানকে উহাদের কারখানা সম্প্রসারণ সম্পর্কে অনুমতি দেওয়া হয়। ১৯৫৭-৫৮ সালে ভারতে ১৩টি নূতন চিনির কল, ৪টি নূতন ময়দার কল, ২টি নূতন ভারী রসায়ন দ্রব্য প্রস্তুতের কারখানা ১টি নূতন রাসায়নিক সার কারখানা, ৪টি নূতন কাঁচ তৈয়ারির কারখানা, ৪টি নূতন মোটর কারখানা, ২টি নূতন বাইসিকেল কারখানা এবং ৩১টি নূতন সূতীবস্ত্র প্রস্তুতের কারখানা স্থাপিত হয়।

শিল্পের জন্য ঋণ সরবরাহ ঃ দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রয়োজন মত ঋণ দিয়া সাহায্য করিবার জন্য ভারত সরকার ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ফিনান্স

করপোরেশন, ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ক্রেডিট এণ্ড ইনভেস্টমেণ্ট করপোরেশন, ন্যাশনাল ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ডেভেলপ্‌মেণ্ট করপোরেশন প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছেন। ১৯৫৬-৫৭ সালে ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ফিনান্স করপোরেশনের নিকট মোট ২১ কোটি টাকা ঋণের জন্য দেশের বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের তরফ হইতে আবেদন পেশ করা হয়। করপোরেশন উহার মধ্যে ১১ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা ঋণ মঞ্জুর করেন। ১৯৫৬-৫৭ সালে শেষ পর্যন্ত ৯ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হয়। ঐ সাল পর্যন্ত করপোরেশন প্রদত্ত মোট ঋণের পরিমাণ দাঁড়ায় ২১ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ক্রেডিট এণ্ড্ ইনভেষ্টমেণ্ট করপোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিঃ ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত ৩১টি শিল্প সম্প্রসারণমূলক স্কীম কার্যকরী করা সম্পর্কে মোট ৯ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা ঋণ ও সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন। চটকল ও কাপড়ের কলে স্বয়ংক্রিয় তাঁত বসানর জন্য ন্যাশনাল ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ডেভলপমেণ্ট করপোরেশন ঋণ প্রদান করিয়া থাকেন। ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত উক্ত করপোরেশন ১২টি চটকলকে ২ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা ও ৭টি কাপড়ের কলকে ১ কোটি ৬৬ হাজার টাকা ঋণ মঞ্জুর করিয়াছেন।

শিল্প-বাণিজ্যে বৈদেশিক দাদন: ভারতে শিল্প-বানিজ্যের ক্ষেত্রে বৈদেশিক দাদনের পরিমাণ এবং ১৯৪৮ সালের (জুন মাস) তুলনায় ১৯৫৬ সালে (জানুয়ারী) তাহা কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে নিম্নে তাহার পরিসংখ্যান দেওয়া হইল:—

	১৯৪৮	১৯৫৬
উৎপাদন শিল্প	২২.০ কোটি টাকা	১৬৩.৩ কোটি টাকা
ব্যবসা-বাণিজ্য	৬৪.৪ " "	১০২.৩ " "
যানবাহন	৩১.২ " "	৫৩.১ " "
খনি শিল্প	১১.৫ " "	৯.৬ " "
ব্যাঙ্কিং	৩৮.৬ " "	৩৯.৩ " "
চা, কফি ও রবার শিল্প	৫৩.৩ " "	৮৭.২ " "
বিবিধ	১৭.৬ " "	২৫.৯ " "
মোট	২৮৭.৭ কোটি টাকা	৪৮০.৭ কোটি টাকা

॥ ভারত সরকারের নূতন শিল্পনীতি ॥

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু ১৯৫৬ সালের ৩০শে এপ্রিল পার্লামেণ্টে ভারতসরকারের নূতন শিল্পনীতি ঘোষণা করেন। উহাতে শিল্প স্থাপন ও পরিচালনার ব্যাপারে

সরকারী কর্তৃত্ব ও মালিকানার মূল লক্ষ্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করা হয়। বেসরকারী উদ্যোগের সুযোগ ও সীমারেখাও নির্দেশ করিয়া দেওয়া হয়। সরকারী ও বেসরকারী প্রচেষ্টার পরিকল্পিত ধারা অনুযায়ী শিল্পকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়।

প্রথম শ্রেণীর শিল্প : এই শ্রেণীতে ১৭টি শিল্পের নাম নির্দেশিত হইয়াছে। এইসব শিল্পের ক্ষেত্রে নূতন উদ্যোগ ও নূতন প্রচেষ্টার একচেটিয়া অধিকার থাকিবে গভর্ণমেন্টের। এই শ্রেণীতে অন্তর্ভুক্ত শিল্পগুলির নাম :—অস্ত্র ও গোলাবারুদ, আণবিক শক্তি, লোহা ও ইস্পাত, ঢালাই ও পিটানো লোহা, গুরুভার যন্ত্রপাতি, গুরুভার বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম, কয়লা ও লিগ্‌নাইট, খনিজ তৈল, কতিপয় ধরনের খনিজ (লৌহ, ম্যাঙ্গানীজ, জিপসম, গন্ধক, স্বর্ণ ও হীরা), দুষ্প্রাপ্য খনিজ (তামা, সীসা, দস্তা, টিন প্রভৃতি), আণবিক শক্তির উপাদান, বিমানপোত, বিমান পরিবহন, রেলওয়ে পরিবহন, জাহাজ নির্মাণ, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের শিল্প সরঞ্জাম এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন ও বণ্টনের কাজ।

দ্বিতীয় শ্রেণীর শিল্প : দ্বিতীয় শ্রেণীর শিল্পের তালিকায় ১২টি শিল্পের নাম রহিয়াছে। ঐসব শিল্পের ক্ষেত্রে নূতন কলকারখানা স্থাপন ও সম্প্রসারণ-মূলক ব্যবস্থা অবলম্বনে প্রধানতঃ রাষ্ট্রই অগ্রণী হইবেন। রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টার পরিপূরক হিসাবে ও সরকারী অনুমোদন সাপেক্ষে বেসরকারী উদ্যোক্তারাও নূতন প্রচেষ্টার সুযোগ পাইবেন। এই শ্রেণীর শিল্পের নাম :—খনিজ পদার্থ (প্রথম শ্রেণীতে উল্লিখিত খনিজ দ্রব্যাদি ছাড়া), এলুমিনিয়াম, মেসিন টুল, খাদমিশ্রিত লৌহ, রসায়ন শিল্পের প্রয়োজনীয় মৌলিক দ্রব্যাদি, এ্যান্টি-বাইওটিকস্ ও অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় ঔষধপত্র, রাসায়নিক সার, কৃত্রিম রবার কোক্ কয়লা, রাসায়নিক মণ্ড, রাস্তা পরিবহন এবং সামুদ্রিক পরিবহন।

তৃতীয় শ্রেণীর শিল্প ও বেসরকারী উদ্যোগ : উপরে উল্লিখিত (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে) শিল্পগুলি ছাড়া বাকী সমস্ত শিল্পকেই তৃতীয় শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত করা হইয়াছে। এক্ষেত্রে বেসরকারী উদ্যোগ ও বেসরকারী পরিচালনার রীতি বজায় রাখা হইবে। তবে বেসরকারী প্রতিষ্ঠানসমূহের মালিক ও উদ্যোক্তাদের কার্যধারা যাহাতে ভারতের সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য ও পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনার মূলগত নীতির পরিপন্থী না হয়, সে বিষয়ে সরকার সতর্ক নজর রাখিবেন। শিল্প নিয়ন্ত্রণ আইনের বিধান অনুযায়ী দরকারমত বেসরকারী শিল্প ব্যবসায়ের কার্যধারা তাঁহারা নিয়ন্ত্রণ করিবেন। বিশেষ প্রয়োজনবোধে যে কোন ক্ষেত্রে যে কোন শিল্প স্থাপনের অধিকারও গভর্ণমেন্টের থাকিবে।

॥ শিল্প নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশোধন ॥

দেশের স্বার্থে শিল্প ব্যবসায়ের কার্যধারা নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য ভারত-সরকার ১৯৫১ সালে একটি আইন—ইণ্ডাষ্ট্রীজ্ (ডেভলপ্‌মেণ্ট এণ্ড রেগুলেসন) এ্যাক্ট প্রবর্তন করেন। এই আইনে নিয়ন্ত্রণযোগ্য শিল্প হিসাবে ৪২টি শিল্পের নাম উল্লেখ করা হইয়াছে। অতঃপর আইনটিকে সংশোধন করিয়া নিয়ন্ত্রণ-যোগ্য শিল্পের তালিকায় আরও কতকগুলি শিল্পের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। অন্তর্ভুক্ত নূতন শিল্পগুলির নাম :—লিগ্‌নাইট, বিশেষ শ্রেণীর ইস্পাত, এমপ্লিফায়িং সরঞ্জাম, টেলিভিসন, বৈদ্যুতিক চুল্লী, এক্স-রে সরঞ্জাম, এব্রাসিব, রেজর ব্লেড, আফিস ও গৃহস্থালী সরঞ্জাম, এয়ার কন্‌ডিসনার রেফ্রিজারেটরস্, সার্জিকেল ইনস্ট্রুমেণ্টস্, প্লাস্টিকস্, শিল্পের যন্ত্রপাতি, ফাইন কেমিকেলস্, রং, এনামেল, কৃত্রিম রবার, সেলুলোজ, কৃত্রিম রেশম, বিস্ফোরক দ্রব্য, ইনসেকটিসাইডস্, বস্ত্র শিল্পের সরঞ্জাম, কাগজের মণ্ড, ফল সংরক্ষণ শিল্প, এসবেষ্টস্, সিমেণ্ট, দিয়াশলাই, সিগারেট প্রভৃতি।

লৌহ ও ইস্পাত শিল্প

১৯০৭ সালে টাটা আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে ভারতে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের সূচনা হইয়াছিল। লৌহ ও ইস্পাতকে আধুনিক জগতের সবচেয়ে বড় মৌলিক শিল্প বলা হইয়া থাকে। আজ ভারতের জাতীয় সরকার সর্ব্বপ্রযত্নে ঐ শিল্পকে প্রসারিত ও সুদৃঢ় করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শিল্পসংগঠন কর্মসূচীর প্রধান লক্ষ্যই হইল ইস্পাত শিল্পের সম্প্রসারণ।

১৯৫৪ সালে ভারতে রেজেষ্ট্রীকৃত লৌহ ও ইস্পাত কারখানার সংখ্যা ছিল ১৬২টি ; ঐ শিল্পে নিয়োজিত স্থায়ী ও কার্যকরী মূলধনের মোট পরিমাণ ছিল ৭০ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা। কারখানাগুলিতে কার্যরত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৬৯,৫৬৬ জন। তাহাছাড়া অন্যান্য ধরনের কর্মচারীর সংখ্যাও ছিল ১৬ হাজার জন।

ইস্পাতের চাহিদা ও উৎপাদন ঃ এদেশে ইস্পাতের বর্তমান বাৎসরিক চাহিদা ৪০ লক্ষ টন বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। সেই চাহিদা অনুপাতে দেশের উৎপাদন খুব কম বলিয়া প্রতিবৎসরই বিদেশ হইতে বিস্তর পরিমাণ ইস্পাত আমদানী করিতে হইতেছে। ১৯৫৬ সালে ভারতে ১৩ লক্ষ ৩৭ হাজার টন ইস্পাত উৎপন্ন হয়। অপরদিকে বিদেশ হইতে ইস্পাত আমদানী করা হয় ১৫ লক্ষ ৪৭ হাজার টন। ১৯৫৭ সালে ভারতে ১৩ লক্ষ ৪৪ হাজর টন

ইস্পাত উৎপন্ন হইয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে চলতি কারখানা সম্প্রসারণের ও নূতন তিনটি বড় ইস্পাত কারখানা স্থাপনের যে কাজ সুরু হইয়াছে তাহাতে ১৯৬০-৬১ সাল পর্যন্ত এদেশে ইস্পাতের বাৎসরিক উৎপাদন ৪৩ লক্ষ টনের মত দাঁড়াইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

টাটা কোম্পানীর উৎপাদন: ১৯১১-১২ সালে জামসেদপুরের কারখানায় প্রথম উৎপাদন আরম্ভ হয়। প্রথম বৎসর ৩৬ হাজার টন ঢালাই লোহা, ৩ হাজার টন টুকরা ইস্পাত ও ১ হাজার টন ইস্পাত উৎপন্ন হয়। ১৯৫৬-৫৭ সালে ঐ কোম্পানীর কারখানায় ১১ লক্ষ ৫১ হাজার টন ঢালাই লোহা, ১০ লক্ষ ৭১ হাজার টন ইস্পাতের টুকরা এবং ৭ লক্ষ ৯৯ হাজার টন ইস্পাত উৎপন্ন হইয়াছে।

ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোম্পানীর উৎপাদন: ১৯৫৭-৫৮ সালে ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোপানীর কারখানাসমূহে ৭ লক্ষ ৩৪ হাজার টন ঢালাই লোহা, ৫ লক্ষ ৭ হাজার টন টুকরা ইস্পাত এবং ৪ লক্ষ ১০ হাজার টনের উপর ইস্পাত উৎপন্ন হইয়াছে।

নূতন ইস্পাত কারখানা: চলতি ইস্পাত কারখানাসমূহের সম্প্রসারণ ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে তিনটি নূতন ইস্পাত কারখানার নির্মাণকার্য চলিতেছে। ঐ তিনটি নূতন কারখানার স্থান হইতেছে রাউরকেল্লা, (উড়িষ্যা)। ভিলাই (মধ্য-প্রদেশ) এবং দুর্গাপুর (পশ্চিমবঙ্গ)। ঐ তিনটি কারখানা প্রতিষ্ঠায় ৫০০ কোটি টাকার উপর অর্থব্যয় হইবে। প্রত্যেক কারখানায় বাৎসরিক ১০ লক্ষ টন ইস্পাত উৎপাদনের ব্যবস্থা হইবে। তাহাছাড়া অশোধিত লৌহধাতু হইতে ঢালাই লোহাও প্রস্তুত করা হইবে। ১৯৫৮ সালে ঐ সব কারখানায় ঢালাই লোহা উৎপাদন ও ১৯৫৯ সালে ইস্পাত উৎপাদনের কাজ সুরু হইবার কথা।

ভারতে ইস্পাত উৎপাদন ও আমদানী

সাল	উৎপাদন (হাজার টন)	আমদানী (হাজার টন)
১৯৫১	১০,৭৬	১,৭৮
১৯৫২	১১,০২	১,৯৭
১৯৫৩	১০,১৭	২,৪৮
১৯৫৪	১২,৪৩	৩,৮৭

সাল	উৎপাদন (হাজার টন)	আমদানী (হাজার টন)
১৯৫৫	১২,৪০	৯,০১
১৯৫৬	১৩,৩৭	১৫,৪৭
১৯৫৭	১৩,৪৪	১৬,১০

কয়লা শিল্প

খনি অঞ্চল ও মজুত কয়লার পরিমাণঃ ভারতে চালু কয়লা খনির সংখ্যা ৮৩৬টি। তন্মধ্যে ২১৫টি পশ্চিমবঙ্গে, ৫২৪টি বিহারে, ৫১টি মধ্যপ্রদেশে, ১৬টি আসামে, ১২টি অন্ধ্রে, ১০টি বোম্বাইয়ে, ৬টি উড়িষ্যায়, ১টি রাজস্থানে ও ১টি মাদ্রাজে অবস্থিত। ভারতের বিভিন্ন খনি অঞ্চলে মোট ২ হাজার কোটি টন অবস্থিত কয়লা সঞ্চিত রহিয়াছে বলিয়া বিশেষজ্ঞরা অনুমান করিয়া থাকেন। রাণীগঞ্জে খনি গর্ভের ১ হাজার ফুটের ভিতর ৮ কোটি ২০ লক্ষ টন পরিমিত ধাতু নিষ্কাষণোপযোগী কয়লা মজুত রহিয়াছে। তাহা ছাড়া গৃহস্থ ঘরের জ্বালানী হিসাবে ব্যবহারযোগ্য কয়লাও রহিয়াছে ২৫০ কোটি টনের উপর।

কয়লার উৎপাদনঃ ভারতে ১৯৫৭ সালে মোট ৪ কোটি ৩৫ লক্ষ টন কয়লা উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ কয়লার মধ্যে ৪ কোটি ১লক্ষ টন বেসরকারী কর্তৃত্বে পরিচালিত খনিগুলি হইতে ও ৩৪ লক্ষ টন সরকারী পরিচালনাধীন খনিগুলি হইতে উত্তোলিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৬০-৬১ সাল মধ্যে এদেশে কয়লার উৎপাদন ৫ কোটি ৯৭ লক্ষ টন পর্যন্ত বৃদ্ধি করার প্রস্তাব হইয়াছে।

কয়লা রপ্তানীঃ ১৯৫৬ সালে ভারত হইতে বিদেশে ১৭ লক্ষ ৩০ হাজার টন কয়লা রপ্তানী হইয়াছিল। সে স্থানে ১৯৫৭ সালে কয়লা রপ্তানী হইয়াছে ১৭ লক্ষ ৫০ হাজার টন।

কয়লা খনির যন্ত্রপাতিঃ কয়লার খনিতে ব্যবহৃত আধুনিক যন্ত্রপাতি বর্তমানে বিদেশ হইতে আমদানী করিতে হইতেছে। ভারত গভর্ণমেণ্ট ঐ সব যন্ত্রপাতি নির্মাণের জন্য একটি বড় কারখানা প্রতিষ্ঠা করিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরে ঐ কারখানাটি স্থাপিত হওয়ার কথা।

কয়লার চলাচল ব্যবস্থাঃ বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের খনি অঞ্চল হইতে কয়লা চালান দিবার জন্য ১৯৫৬ সালে গড়ে দৈনিক ৩,৪০৫টি মালগাড়ীর সংস্থান করা হইয়াছিল। ১৯৫৭ সালে সে স্থলে মালগাড়ীর সংস্থান করা হয় গড়ে দৈনিক ৩,৬৬৯টি।

কয়লার উৎপাদন ও চালান

সাল	উৎপাদন (লক্ষ টন)	খনি অঞ্চল হইতে চালান (লক্ষ টন)
১৯৫১	৩,৪৪	২,৯২
১৯৫২	৩,৬৩	৩,১১
১৯৫৩	৩,৫৯	৩,০৭
১৯৫৪	৩,৬৮	৩,১৯
১৯৫৫	৩,৮২	৩,২৯
১৯৫৬	৩,৯০	৩,৫০
১৯৫৭	৪,৩৫	৩,৭৬

সিমেণ্ট শিল্প

১৯৫১ সালে ভারতে সিমেণ্ট কারখানার সংখ্যা ছিল ২১টি। উহাদের বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৩২ লক্ষ টন। ১৯৫৬ সালে সিমেণ্ট কারখানার সংখ্যা বাড়িয়া ২৭টি হইয়াছে। উহাদের মিলিত বাৎসরিক উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৪৯ লক্ষ ৩১ হাজার টন। ১৯৫৭ সালে বিদেশ হইতে আমদানীকৃত সিমেণ্টের পরিমাণ ৪ লক্ষ ২৯ হাজার টন।

সিমেণ্ট শিল্পে নিয়োজিত মূলধন ও শ্রমিক সংখ্যা ঃ ১৯৫৪ সালে সিমেণ্ট শিল্পে নিয়োজিত স্থায়ী ও কার্য্যকরী মূলধনের পরিমাণ ছিল ২৫ কোটি ১২ লক্ষ টাকা। কর্ম্মরত শ্রমিক সংখ্যা ছিল ১৫ হাজার ১৪৩ জন।

ভারতে সিমেণ্ট উৎপাদন

সাল	উৎপাদন	সাল	উৎপাদন
১৯৫১	৩১ লক্ষ ৯৫ হাজার টন	১৯৫৫	৪৪ লক্ষ ৮৭ হাজার টন
১৯৫২	৩৫ „ ৩৭ „ „	১৯৫৬	৪৯ „ ৩০ „
১৯৫৩	৩৭ „ ৮০ „ „	১৯৫৭	৫৬ লক্ষ টন
১৯৫৪	৪৩ „ ৯৮ „ „		

বস্ত্র শিল্প

বস্ত্র শিল্প ভারতের সর্বপ্রধান শিল্প। ১৮৫৪ সালে ভারতে প্রথম কাপড়ের কল প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর শতাধিক বৎসরে এদেশে বস্ত্র শিল্পের

সমূহ অগ্রগতি সাধিত হইয়াছে। কাপড়ের উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশের চাহিদা মিটাইয়া প্রতি বৎসর বিদেশে কাপড় রপ্তানী করা সম্ভবপর হইতেছে। তবে বাড়তি উৎপাদন-ব্যয়, অত্যধিক উৎপাদন-শুল্ক প্রভৃতির ফলে ভারতের বস্ত্র শিল্প বর্তমানে বেশী পরিমাণে ভারাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। বস্ত্রের চড়া দর হেতু জনসাধারণ উপযুক্ত পরিমাণে তাহা ক্রয় করিতে পারিতেছে না। ফলে মিলের গুদামে অবিক্রীত বস্ত্র জমিয়া যাওয়ায় সেদিক দিয়া এক জটিল সঙ্কটের সূচনা হইয়াছে।

কলের সংখ্যা, নিয়োজিত মূলধন ও শ্রমিক শক্তি : ১৯৫৭ সালে ভারতে কাপড়ের কলের মোট সংখ্যা ছিল ৪৯৯টি। উহাদের মধ্যে ২০টি কলে কাপড় উৎপাদনের কাজ নানাকারণে বন্ধ ছিল। কাপড়ের কলসমূহের মোট আদায়ীকৃত মূলধনের পরিমাণ ছিল ১২১ কোটি টাকা। ১৯৫৭ সালে কলসমূহের কাজে দৈনিক গড়ে ৭ লক্ষ ৯৮ হাজার জন লোক নিয়োজিত ছিল। কলসমূহে টাকু ও তাঁতের সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ১ কোটি ২৯ লক্ষ ও ২ লক্ষ ৬ হাজার।

সূতা ও বস্ত্রের উৎপাদন : ভারতের কাপড়ের কলগুলিতে ১৯৫৬•সালে ১৬৭ কোটি পাউণ্ড সূতা ও ৫৩০ কোটি গজ বস্ত্র উৎপন্ন হয়, ১৯৫৭ সালে সেস্থলে ১৭৮ কোটি পাউণ্ড সূতা ও ৫৩১ কোটি গজ বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে।

বিভিন্ন শ্রেণীর কাপড় : ১৯৫৭ সালে ভারতের কাপড়ের কলগুলিতে গড়ে প্রতি মাসে ৯ কোটি ৬৯ লক্ষ গজ মোটা কাপড়, ২৯ কোটি ১৯ লক্ষ গজ মাঝারি কাপড়, ৩.কোটি ১৯ লক্ষ গজ মিহি কাপড় (ফাইন ক্লথ) ও ২ কোটি ২৩ লক্ষ গজের উপর অতি মিহি শ্রেণীর কাপড় (সুপারফাইন ক্লথ) উৎপন্ন হইয়াছে।

মাথাপিছু বস্ত্রের যোগান : ১৯৫৬ সালে ভারতে কাপড়ের কলগুলিতে ৫৩০ কোটি গজ হস্তচালিত তাঁত সমূহে ১৫১ কোটি গজ এবং বিদ্যুৎ চালিত তাঁত-সমূহে ২৮ কোটি গজ বস্ত্র উৎপন্ন হয়। রপ্তানীকৃত কাপড় ও অন্যদিকে নিয়োজিত বস্ত্র বাদ দিয়া সাধারণের জন্য বণ্টনযোগ্য কাপড়ের মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ৬২৭ কোটি গজ। ঐ হিসাবে গড়ে প্রতি জন পিছু বছরে কাপড়ের যোগান ছিল ১৬.৫ গজ।

সম্প্রসারণ পরিকল্পনা : ভারত সরকার ১৯৬০-৬১ সাল মধ্যে মাথাপিছু বস্ত্রের বাৎসরিক যোগান কম পক্ষে ২২ গজ পর্যন্ত বৃদ্ধি করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন। ১৯৬০-৬১ সালে ভারতের লোকসংখ্যা ৪০ কোটির মত দাঁড়াইবে বলিয়া অনুমিত হইতেছে। ঐ জনসংখ্যার মাথাপিছু ২২ গজ বস্ত্র যোগাইতে হইলে দেশে বস্ত্রের উৎপাদন ৮৮০ কোটি গজ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা দরকার।

বৎসরে ১২০ কোটি গজ পরিমিত বস্ত্র বাহিরে রপ্তানী করিবার আবশ্যকতা রহিয়াছে। সেকথা বিবেচনা করিয়া ভারত সরকার দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে ১৯৬০-৬১ সাল মধ্যে দেশে বস্ত্রের উৎপাদন বার্ষিক মোট এক হাজার কোটি গজ পর্যন্ত বাড়ানোর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। বাড়তি বস্ত্রের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ হস্তচালিত তাঁত দ্বারা উৎপাদন করিবার ব্যবস্থা হইবে।

উৎপাদন ও রপ্তানীর খতিয়ান

সাল	সূতা উৎপাদন (কোটি পাউণ্ড)	বস্ত্র উৎপাদন (কোটি গজ)	বস্ত্র রপ্তানী (কোটি গজ)
১৯৫১	১৩০	৪০৭	৭৭
১৯৫২	১৪৫	১৫৯	৫৫
১৯৫৩	১৫০	৪৮৮	৬৫
১৯৫৪	১৫৬	৪৯৯	৮৯
১৯৫৫	১৬৩	৫০৯	৮৭
১৯৫৬	১৬৭	৫৩০	৮০
১৯৫৭	১৭৮	৫৩১	৯১

চা শিল্প

চা ভারতের মূল্যবান অর্থকরী সম্পদ। উহা রপ্তানী করিয়া প্রতিবৎসর সব চেয়ে বেশী পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হইতেছে। গত চারি বৎসরে ভারত হইতে বিদেশে ৪৯৯ কোটি টাকার চা রপ্তানী হইয়াছে; ঐ চারি বৎসরে গভর্ণমেণ্ট চা শিল্প হইতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর বাবদ প্রায় ২০০ কোটি টাকা আদায় করিয়াছেন। চা কোম্পানীসমূহের প্রদত্ত গড় লভ্যাংশের কর অন্যান্য ধরনের শিল্প কোম্পানীসমূহের প্রদত্ত লভ্যাংশের তুলনায় বেশী।

বাগিচার সংখ্যা ও চায়ের জমি: ১৮৪১ সালে ২,৫০০ একর জমি লইয়া আসামে চায়ের চাষ আরম্ভ হয়। বর্তমানে সারা ভারতে চা বাগিচার সংখ্যা ছয় হাজারের উপর। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বর্তমানে প্রায় ৭লক্ষ একর জমিতে চায়ের চাষ হইতেছে। উহার মধ্যে ৫ লক্ষ ১৭ হাজার একর উত্তর ভারতে ও ৮৩ হাজার একর দক্ষিণ ভারতে অবস্থিত।

নিয়োজিত মূলধন ও শ্রমিক: ভারতীয় চা শিল্পে লগ্নিকৃত স্থায়ী মূলধনের পরিমাণ ৬৩ কোটি টাকা; এই শিল্পে বর্তমানে ১০ লক্ষের উপর শ্রমিক নিয়োজিত রহিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের চা শিল্পঃ পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলায় মোট ২৮৪টি চা বাগিচা রহিয়াছে, তন্মধ্যে ১৪৬টি চা বাগিচার মালিকানা ও পরিচালনা ইউরোপীয়দের হাতে ন্যস্ত। পশ্চিমবঙ্গে চা চাষে নিয়োজিত জমির পরিমাণ ১ লক্ষ ৯৬ হাজার একর। এই রাজ্যে প্রতি বৎসর গড়ে চা উৎপন্ন হইয়া থাকে ১৬ কোটি ৮৫ লক্ষ পাউণ্ড, অর্থাৎ সারা ভারতের মোট উৎপাদনের প্রায় শতকরা ২৫ ভাগ।

চায়ের উৎপাদন ও ব্যবহারঃ ১৯৫৭ সালে সারা ভারতে মোট ৬৬ কোটি ৬৩ লক্ষ পাউণ্ড চা উৎপন্ন হইয়াছে। উহার মধ্যে ৫২ কোটি ১৪ লক্ষ পাউণ্ড উত্তর ভারতের এবং ১৪ কোটি ৪৯ লক্ষ পাউণ্ড দক্ষিণ ভারতের চা বাগিচা সমুহে উৎপন্ন হইয়াছে। ভারতে উৎপন্ন চায়ের মধ্যে মাত্র ১৮ কোটি পাউণ্ড পরিমিত চা এদেশের লোকেরা ব্যবহার করিয়া থাকে। বাকী সমস্ত চা কাটতির জন্য রপ্তানী বাণিজ্যের উপর নির্ভর করিতে হয়।

চায়ের উৎপাদন ও রপ্তানী

	উৎপাদন (লক্ষ পাউণ্ড)	রপ্তানী (লক্ষ পাউণ্ড)
১৯৫২	৬২,৩০	৫১,৬১
১৯৫৩	৬০,৮০	৫৪,৩১
১৯৫৪	৬৪,২০	৮৪,০৫
১৯৫৫	৬৬,৩২	৪৭,৪৯
১৯৫৬	৬৬,৭০	৫২,৩০
১৯৫৭	৬৬,৬৩	৪৪,৭০

১৯৫৬ ও ১৯৫৭ সালে ভারত হইতে বিদেশে রপ্তানীকৃত চায়ের আথিক মূল্য যথাক্রমে ১৪৩ কোটি ও ১০৭ কোটি টাকা।

কাগজ শিল্প

দেশকে কাগজ সম্পর্কে স্বাবলম্বী করিয়া তোলার ব্যবস্থা হইয়াছে। সংবাদ-পত্রের ব্যবহার্য কাগজ ও উৎকৃষ্ট বোর্ড কাগজ—পূর্বে যাহা দেশে একেবারেই প্রস্তুত হইত না বর্তমানে তাহা এদেশে প্রস্তুত করা হইতেছে। ১৯৫৫-৫৬ সালে বিদেশ হইতে ভারতে ৩৮ হাজার টন কাগজ ও বোর্ড আমদানী করা হইয়াছিল। বর্তমানে আমদানী প্রায় বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

১৯৫৪ সালে ভারতে রেজেষ্ট্রীকৃত কাগজের কলের সংখ্যা ছিল ৪৯টি। ঐ

সমস্তে নিয়োজিত স্থায়ী ও কার্যকরী মূলধনের পরিমাণ ছিল মোট ২০ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা। ২১ হাজার ৮২২ জন শ্রমিক ও ৩ হাজার ৫১৭ জন কর্মচারী এই শিল্পে নিযুক্ত ছিল।

বিভিন্ন শ্রেণীর কাগজ উৎপাদনের পরিমাণঃ ভারতে ১৯৫৬ সালে ১ লক্ষ ৯৩ হাজার টন পরিমিত কাগজ ও বোর্ড উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৫৭ সালে উৎপাদন দাঁড়াইয়াছে ২ লক্ষ ১০ হাজার টন। ১৯৫৬ সালে বিভিন্ন শ্রেণীর কাগজ ও বোর্ডের উৎপাদন দাঁড়াইয়াছিল নিম্নরূপঃ লিখিবার কাগজ ১ লক্ষ ২২ হাজার ৯৮৮ টন, মোড়কের কাগজ ৩০ হাজার ৯২৪ টন, বিশেষ শ্রেণীর কাগজ ৫ হাজার ৭৭২ টন ও বোর্ড ৩৩ হাজার ৭২০ টন।

সম্প্রসারণ পরিকল্পনাঃ বর্তমানে ভারতে জনপিছু গড়ে বৎসরে মাত্র ২ পাউণ্ড পরিমিত কাগজ ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ১৯৬০-৬১ সালে মধ্যে ভারতে কাগজের উৎপাদন অন্ততঃ ৩॥০ লক্ষ টন পর্যন্ত বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

নূতন কাগজের কলঃ ভারতে ২২টি নূতন কাগজের কল স্থাপনের লাইসেন্স দেওয়া হইয়াছে। উহাদের মিলিত উৎপাদন ক্ষমতা হইবে বাৎসরিক ৬ লক্ষ টন। রোটাস্ ইণ্ডাষ্ট্রীজ্ লিমিটেডের উদ্যোগে ডালমিয়ানগরে পুরু কাগজ, টিস্যু কাগজ প্রভৃতি প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইয়াছে।

সংবাদপত্রের ব্যবহার্য কাগজঃ এদেশে সংবাদপত্র ছাপাইবার জন্য বিদেশ হইতে বছরে ৮০ হাজার টন পরিমিত নিউজ্প্রিণ্ট আমদানী করিতে হয়। ঐ কাগজ দেশে তৈয়ারির ব্যবস্থা সম্পর্কে ভারত গভর্ণমেণ্ট বিশেষভাবে উদ্যোগী হইয়াছেন। মধ্যপ্রদেশে নেপানগরে সংবাদপত্রের কাগজ তৈয়ারির জন্য একটি কল স্থাপন করা হইয়াছে। ঐ কলে বর্তমানে দৈনিক ৬০ টন হইতে ৬৫ টন পরিমিত সংবাদপত্রের কাগজ প্রস্তুত হইতেছে। ঐ কলেব দৈনিক উৎপাদন ক্ষমতা হইল ১০০ টন। ভারত গভর্ণমেণ্ট ৬ কোটি টাকা ব্যয়ে আর একটি সংবাদপত্রের কাগজ তৈয়ারির কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছেন। ঐ কলটি স্থাপিত হইবে নিজামনগর চিনির কলের সন্নিকটে।

কাগজ ও বোর্ডের উৎপাদন

১৯৫২	১ লক্ষ ৩৭ হাজার টন	১৯৫৫	১ লক্ষ ৮৫ হাজার টন
১৯৫৩	১ " ৪০ " "	১৯৫৬	১ " ৯৩ " "
১৯৫৪	১ " ৫৫ " "	১৯৫৭	২ " ১০ " "

শর্করা শিল্প

১৯৩০-৩১ সালে ভারতে সাদা চিনি উৎপাদনের কারখানার সংখ্যা ছিল মাত্র ৩২টি। ১৯৩২ সালে বিদেশী চিনির উপর রক্ষণ শুল্ক প্রবর্তিত হইবার পর ক্রমে কারখানার সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পরিকল্পিত অর্থনীতির আমলে বর্তমানে শর্করা শিল্প সম্প্রসারণের উপর নূতন করিয়া জোর দেওয়া হইয়াছে। তাহাতে উৎপাদন প্রতি বৎসরই বাড়িয়া চলিয়াছে। দেশের প্রয়োজন মিটাইয়া বর্তমানে এদেশ হইতে বিদেশেও সাদা চিনি রপ্তানী করা সম্ভব হইতেছে। শর্করা শিল্প গড়িয়া উঠার ফলে দেশে আখ চাষের দ্রুত প্রসার ঘটিতেছে। বর্তমানে দেশে ৪০ লক্ষ একর জমিতে আখের চাষ হয়। ২ কোটি লোক ইক্ষু ফসল দ্বারা জীবিকার সংস্থান করিয়া থাকে।

কারখানার সংখ্যা, নিয়োজিত মূলধন ও শ্রমিক শক্তি ঃ ১৯৫৬-৫৭ সালের শেষে ভারতে চিনির কলের সংখ্যা ছিল ১৬৬টি। ঐ সমস্তে নিয়োজিত স্থায়ী মূলধনের পরিমাণ ছিল ৭০ কোটি টাকা। শ্রমিক ও কর্মচারী হিসাবে ১ লক্ষ ৪০ হাজার জন লোক ঐ শিল্পে কর্মরত ছিল।

সম্প্রসারণ পরিকল্পনা ঃ ১৯৫৫-৫৬ সালে এদেশের কলসমূহে সাদা চিনির উৎপাদন দাঁড়াইয়াছিল ১৬ লক্ষ ৭০ হাজার টন। ১৯৬০-৬১ সাল মধ্যে ২২ লক্ষ ৫০ হাজার টন পর্যন্ত উৎপাদন বাড়াইবার প্রস্তাব হইয়াছে। ঐ প্রস্তাব কার্যে রূপায়িত করিবার জন্য একদিকে নূতন কল স্থাপনের লাইসেন্স ও অপরদিকে পুরানো কলে নূতন যন্ত্রপাতি বসাইবার অনুমতি দেওয়া হইতেছে। ইতিমধ্যে ৫৬টি নূতন চিনির কল স্থাপনের ও ৬৬টি চলতি কলের কার্য সম্প্রসারণের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গে চিনির কল ঃ পশ্চিমবঙ্গে একটি চিনির কল চালু আছে। উহাতে বৎসরে দশ হাজার টন পরিমিত চিনি উৎপাদিত হইতে পারে। সম্প্রতি ন্যাশনাল সুগার মিলস্ লিঃ নামে পশ্চিমবঙ্গে একটি নূতন কোম্পানী গঠিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঐ কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করিয়াছেন। বীরভূম জেলার আহম্মদপুরে ঐ কল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ আয়োজন দ্রুত অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

উৎপাদন ও রপ্তানী ঃ ১৯৫৬ সালে ভারতের চিনির কলগুলিতে ১৯ লক্ষ ৩১ হাজার টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছিল। সে স্থলে ১৯৫৭ সালে ২০ লক্ষ ৬৮ হাজার টন চিনি উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৫৭ সালে ভারত হইতে বিদেশে ১২ কোটি টাকা মূল্যের ১ লক্ষ ৫৩ হাজার টন চিনি রপ্তানী

হইয়াছে। চীন দেশে ও মালয়ে যথাক্রমে ৩৩ হাজার ও ২০ হাজার টন ভারতীয় চিনি রপ্তানী হইয়াছে।

চিনির উৎপাদন

সাল	উৎপাদন	সাল	উৎপাদন
১৯৫২	১৪ লক্ষ ৮৩ হাজার টন	১৯৫৫	১৬ লক্ষ ১৫ হাজার টন
১৯৫৩	১২ ,, ৯৭ ,, ,,	১৯৫৬	১৯ ,, ৫১ ,, ,,
১৯৫৪	১০ ,, ০৮ ,, ,,	১৯৫৭	২০ ,, ৬৮ ,, ,,

চট শিল্প

চট শিল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য উহা দ্বারা প্রতি বৎসর বিস্তর পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হইতেছে। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র ভারতীয় চটের প্রধান খরিদ্দার। কাজেই দুষ্প্রাপ্য ডলার মুদ্রা অর্জনের পক্ষে চট ভারতের একটা বড় **অবলম্বন**। ১৯৫৫ সালে চটের রপ্তানী ৮ লক্ষ ৯৫ হাজার টনে পৌছিয়াছিল। ১৯৫৭ সালে রপ্তানী হ্রাস পাইয়া ৮ লক্ষ ৪০ হাজার টন দাঁড়াইয়াছে

চটকলের সংখ্যাঃ জগতের চটকলসমূহের মোট ১ লক্ষ ২২ হাজার ৫১০টি তাঁতের শতকরা ৬০ ভাগই ভারতে অবস্থিত। ভারতে চটকলের বর্তমান সংখ্যা হইতেছে ১০৮টি। তন্মধ্যে ৯৭টি পশ্চিমবঙ্গে, ৪টি অন্ধ্রে, ৩টি উত্তরপ্রদেশে এবং অপর ৪টি বিহার ও মধ্যপ্রদেশে প্রতিষ্ঠিত।

নিয়োজিত মূলধন, শ্রমিক শক্তি ও উৎপন্ন পণ্যের মূল্যঃ ১৯৩৪ সালে ভারতে ১০৮টি চটকলে নিয়োজিত স্থায়ী ও কার্যকরী মূলধনের মোট পরিমাণ ছিল ৬৫ কোটি ২৬ লক্ষ টাকা। কলসমূহে ৩ লক্ষ ৫৫ হাজার শ্রমিক ও ১৬ হাজার কর্মচারী নিযুক্ত ছিল। কলসমূহে উৎপন্ন পণ্যসামগ্রীর মোট মূল্য দাঁড়াইয়াছিল ১২৩ কোটি ৩৫ লক্ষ টাকা।

রপ্তানী বাণিজ্য বজায় রাখার সমস্যাঃ ডাণ্ডি, পাকিস্তান ও অন্য কয়েকটি দেশের চটকলসমূহ সস্তাদরে বেশী চট যোগাইয়া বিদেশের হাটে ভারতীয় চটের সহিত তীব্র প্রতিযোগিতা সুরু করিয়াছে। সেই প্রতিযোগিতার সমক্ষে ভারতীয় চটের কাটতি অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে উহার উৎপাদন ব্যয় হ্রাস করা দরকার। ভারতীয় চটকল সমিতি ও ভারত গভর্ণমেণ্ট সে বিষয়ে পরিকল্পিত বিধিব্যবস্থা অবলম্বনে সচেষ্ট হইয়াছেন। পাকিস্তানী পাটের আমদানী অনিশ্চিত ও দর বেশী বলিয়া ভারতে যথাসম্ভব বেশী পরিমাণে পাট চাষের ব্যবস্থা হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ চটের উৎপাদন ব্যয় হ্রাসের জন্য চটকলসমূহে উন্নত স্বয়ংক্রিয় তাঁত বসাইবার কার্যনীতি অবলম্বিত হইয়াছে।

পাটের যোগান: ১৯৫৭-৫৮ সালে ভারতে ৪০ লক্ষ ৮০ হাজার গাঁইট পরিমিত পাট উৎপন্ন হইয়াছে। ১৯৫৬-৫৭ সালে ভারতের চটকলগুলি পাকিস্তান হইতে ৬ লক্ষ গাঁইট পাট ক্রয় করিয়াছিল।

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে চট কাটতির পরিমাণ: মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৫৭ সালে বাহির হইতে মোট ২ লক্ষ ২০ হাজার ৫০০ গাঁইট চট আমদানী হইয়াছিল। উহার মধ্যে ১ লক্ষ ৮৭ হাজার ২০০ গাঁইট ভারত হইতে, ১৫ হাজার ৭০০ গাঁইট পাকিস্তান হইতে এবং ৩ হাজার ৯০০ গাঁইট ইংলণ্ড হইতে আমদানী হয়।

চটের উৎপাদন ও রপ্তানী

সাল	উৎপাদন (হাজার টন)	রপ্তানী (হাজার টন)
১৯৫২	৯,৫২	৭,৩৪
১৯৫৩	৮,৪৯	৭,৪৭
১৯৫৪	৯,৪৯	৮,৪২
১৯৫৫	১০,৯৭	৮,৯৫
১৯৫৬	১০,৯৩	৮,৬৩
১৯৫৭	১০,৩০	৮,৪০

রাসায়নিক শিল্প

রাসায়নিক শিল্প আধুনিক যুগে একটি অত্যাবশ্যকীয় মৌলিক শিল্পের স্থান অধিকার করিয়াছে। অন্য অনেক শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিতে এসিড, কষ্টিক সোডা, সাজিমাটি, ক্লোরাইন প্রভৃতি ধরনের রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োজন হয়। বর্তমানে আমাদের জাতীয় সরকারের শিল্প সম্প্রসারণ কার্যসূচীতে রাসায়নিক শিল্প ও ঔষধ শিল্প একটা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। দেশে রাসায়নিক দ্রব্যাদির উৎপাদন দ্রুত বৃদ্ধি পাইতেছে। তবে রাসায়নিক দ্রব্য ও ঔষধপত্র সম্পর্কে ভারতের পরনির্ভরশীলতা এখনও খুব বেশী। ১৯৫৬ সালে বাহির হইতে ভারতে ৪১ কোটি ৯৬ লক্ষ টাকা মূল্যের ঐসব সামগ্রী আমদানী হয়। ১৯৫৭ সালের প্রথম ছয় মাসেও ৩১ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকার ঐসব দ্রব্য আমদানী হয়।

কারখানার সংখ্যা, নিয়োজিত মূলধন ও শ্রমিক শক্তি: ১৯৫০ সালে ভারতের রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদনের জন্য স্থাপিত রেজেষ্ট্রীকৃত কলকারখানার

সংখ্যা ছিল ২৪৩টি। ১৯৫৪ সালে সেই সংখ্যা বাড়িয়া ৩১৯টি দাঁড়ায়। ১৯৫৪ সালে কারখানাসমূহের কাজে নিয়োজিত স্থায়ী ও কার্যকরী মূলধনের মোট পরিমাণ ছিল ৬৫ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা। ঐ সময়ে নিযুক্ত শ্রমিক ও কর্মচারীর সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৩৪,৯৫৫ এবং ১০,৮৬২ জন।

সালফিউরিক এসিড : দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে ভারতে সালফিউরিক এসিড উৎপাদনের মাত্র ২৩টি কারখানা ছিল। আর তাহাতে সালফিউরিক এসিড উৎপন্ন হইত বৎসরে ৩০ হাজার টনেরও কম। বর্তমানে সেস্থলে কারখানার সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৪৫টি। ১৯৫৬ সালে সালফিউরিক এসিড উৎপন্ন হয় ১ লক্ষ ৬৫ হাজার টন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ১৯৬০-৬১ সাল মধ্যে এদেশে সালফিউরিক এসিডের উৎপাদন ৪ লক্ষ ৭০ হাজার টন পর্যন্ত বাড়ানোর প্রস্তাব হইয়াছে, গন্ধকের অভাবে এদেশে প্রাপ্য পাইরাইট, জিপসম প্রভৃতির সাহায্যে সালফিউরিক এসিড প্রস্তুতের ব্যবস্থা হইতেছে।

কষ্টিক সোডা : এই মৌলিক রসায়ন দ্রব্য সাবান, কাগজ, বস্ত্র, এলুমিনিয়ম, রং, বনস্পতি শিল্পে ব্যবহৃত হয়। কষ্টিক সোডা উৎপাদনের জন্য ১৯৩৬ সালে রিসড়ায় ইম্পিরিয়াল কেমিকেল ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিমিটেডের উদ্যোগে একটি কারখানা স্থাপিত হয়। ঐ সময়ে মেটুর কেমিকেলস্ লিমিটেডও কষ্টিক সোডা প্রস্তুতে উদ্যোগী হয়। ১৯৩৯ সালে টাটা কেমিকেল কোম্পানী মিঠাপুরে আর একটি কারখানা স্থাপন করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সুরু হইবার পর ঐসব কারখানায় কষ্টিক সোডার উৎপাদন আরম্ভ হয়। ১৯৫৫-৫৬ সাল পর্যন্ত ভারতে কষ্টিক সোডা উৎপাদনের কারখানার সংখ্যা দাঁড়ায় ১২টি। উহাদের মোট উৎপাদন ক্ষমতা ছিল ৪৪,৩০০ টন। ১৯৫৭ সালে ভারতে কষ্টিক সোডা উৎপন্ন হইয়াছে ৪২ হাজার ৩৮৬ টন। কষ্টিক সোডা উৎপাদনের জন্য তুতিকোরিনে একটি কারখানা স্থাপনের ব্যবস্থা হইতেছে। ১৯৬০-৬১ সাল মধ্যে দেশে কষ্টিক সোডার উৎপাদন ১ লক্ষ ৩৫ হাজার টন পর্যন্ত বাড়ানোর প্রস্তাব হইয়াছে।

সোডা এস বা সাজিমাটি : সাজিমাটি, সাবান, কাঁচ, কষ্টিক সোডা, কাগজ প্রভৃতি প্রস্তুতে প্রয়োজন হয়। ভারতে সাজিমাটি তৈয়ারের জন্য প্রথমে বিহারের ধ্রাঙ্গাধ্রায় ও পরে সৌরাষ্ট্রের মিঠাপুর নামক স্থানে দুইটি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৭ সালে কারখানা দুইটিতে মাত্র ১৩,৬০০ টন সাজিমাটি উৎপন্ন হয়। কারখানা দুইটি সম্প্রসারণ করার ফলে বর্তমানে বৎসরে ৯১ হাজার টন পরিমিত সাজিমাটি উৎপন্ন হইতেছে। ১৯৬০-৬১ সাল মধ্যে সাজিমাটির উৎপাদন ২ লক্ষ ৩০ হাজার টন পর্যন্ত বৃদ্ধি করার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

ঔষধপত্র : অত্যাবশ্যকীয় ঔষধপত্র সম্পর্কে ভারতবর্ষ এখনও অনেক

পরিমাণে বিদেশের উপর নির্ভরশীল। সম্প্রতি এদিক দিয়া দেশের অভাব পূরণের জন্য ভারত সরকার উদ্যোগী হইয়াছেন। পুণার নিকট পিমপ্রি নামক স্থানে একটি বিরাট ঔষধ কারখানা স্থাপন করা হইয়াছে। সেখানে পেনিসিলিন ও অন্য কতিপয় ধরনের মূল্যবান ঔষধপত্র উৎপন্ন হইতেছে। ১৯৫৬-৫৭ সালে পিমপ্রি কারখানায় উৎপন্ন ৫৪ লক্ষ টাকা মূল্যের পেনিসিলিন বিক্রয় হয়। ১৯৫৭-৫৮ সালে সেস্থলে ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার পেনিসিলিন বিক্রয় হয়। মার্কিণ যুক্ত-রাষ্ট্রের সাহায্য নিয়া অদূর ভবিষ্যতে পিমপ্রিতে ষ্ট্রেপটোমাইসিন তৈয়ারের ব্যবস্থা করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। নয়াদিল্লীর নিকটে হিন্দুস্থান ইনসেকটিসাইডস্ লিমিটেডের কারখানায় বর্তমানে ডি. ডি. টি. পাউডার প্রস্তুত হইতেছে।

রাসায়নিক সারঃ ১৯০৭ সালে মহীশূর কেমিকেল ফার্টিলাইজার্স কোম্পানীর কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইবার ফলে এদেশে সামান্য আকারে রাসায়নিক সার শিল্পের সূচনা হয়। পরে সিন্ধ্রীতে সরকারী সার কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। ১৯৫৫ সালে ভারতে এমোনিয়াম সালফেট উৎপাদনের ৮টি কারখানা ও সুপারফসফেট তৈয়ারীর ১৪টি কারখানা ছিল। ১৯৫১-৫২ সালে সিন্ধ্রী কারখানায় ৯৫ হাজার টন এমোনিয়াম সালফেট্ প্রস্তুত হয়। ১৯৫৫-৫৬ সালে উহা উৎপন্ন হয় ৩ লক্ষ ৮০ হাজার টন। নানগল, রাউরকেল্লা, ভিলাই ও দুর্গাপুরে রাসায়নিক সার প্রস্তুতের নূতন কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনা গৃহীত হইয়াছে।

কতিপয় রাসায়নিক দ্রব্যের উৎপাদন

	১৯৫৬ সালের উৎপাদন
এমোনিয়াম সাল্‌ফেট্	৩ লক্ষ ৮৯ হাজার টন
সুপারফসফেটস্	৮১ " "
সোডা এস্	৮৪ " "
কষ্টিক সোডা	৩৯ " পাউণ্ড
ক্লোরাইন	১৫ " "
ব্লিচিং পাউডার	৪ " "
বাইক্রোমেটস্	৩ " "
কপার সালফেট	২ " "
গ্লিসারিণ	২ " "
রং ও বার্ণিস	৪২ " টন
সাবান	১ লক্ষ ১০ " "
সালফিউরিক এসিড	১ " ৬৫ " "
লবণ	৮ কোটি ৮৮ লক্ষ মন

কাঁচ শিল্প

পূর্বে এদেশে কাঁচ দ্রব্য বলিতে চুড়ি, শিশি-বোতল প্রভৃতিই শুধু উৎপন্ন হইত। এক্ষণে কাঁচের চাদর, বাতিদান, উৎকৃষ্ট লেবরেটরীর সরঞ্জাম প্রভৃতিও এদেশে প্রস্তুত হইতেছে। চশমার কাঁচ নির্মাণের জন্য ভারত গভর্ণমেণ্ট একটি কারখানা স্থাপনের সঙ্কল্প করিয়াছেন।

কারখানার সংখ্যা, মূলধন ও শ্রমিক শক্তি—১৯৫৬ সালে ভারতে কাঁচ ও কাঁচদ্রব্য প্রস্তুতের জন্য স্থাপিত রেজেষ্ট্রীকৃত কলকারখানার সংখ্যা ছিল ১৩১টি। ঐ সমস্তে ৬ কোটি টাকার উপর মূলধন নিয়োজিত ছিল। শ্রমিক ও কর্মচারীর মোট সংখ্যা ছিল প্রায় ২৫ হাজার।

কাঁচ ও কাঁচদ্রব্যের উৎপাদন—ভারতে যে সব কারখানা রহিয়াছে তাহাতে বাৎসরিক ৩ লক্ষ ১৩ হাজার টন পরিমিত কাঁচ ও কাঁচদ্রব্য উৎপাদন সম্ভবপর। কিন্তু ১৯৫৭ সালে চলতি কারখানাগুলিতে মোট ১ লক্ষ ৫৬ হাজার ৯৭৬ টন কাঁচ ও কাঁচদ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ সালে সিট গ্লাস বা কাঁচের চাদর উৎপন্ন হইয়াছে ২৮,২৯৬ টন (৫ কোটি ৪২ লক্ষ বর্গফুট)।

কাঁচ শিল্প সম্পর্কে গবেষণা—কাঁচ শিল্পের উপকরণ ও কাঁচদ্রব্য নির্মাণের পদ্ধতি সম্পর্কে গবেষণা পরিচালনার জন্য যাদবপুরে সেণ্ট্রাল গ্লাস এ্যাণ্ড্ সেরামিক রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে।

ভারতে কাঁচ ও কাঁচদ্রব্যের উৎপাদন

	১৯৫০	১৯৫৭
শিশি-বোতল	৫১,৮৫০ টন	৭০,২৩৫ টন
সিট গ্লাস (কাঁচের চাদর)	৫,১০০ „	২৮,২৯৬ „
বাতিদান	১৩,১৫০ „	১৭,৮৯০ „
বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম	২,১৪০ „	৩,১১৫ „
থার্মো ফ্লাস্ক	৩৩০ „	৩৬৪ „
বাতির আবরণ	৬২০ „	১,৬৯০ „
টেবিলের সাজসরঞ্জাম	১২,৯৫০ „	৩১,৭৪৯ „
বিবিধ আসবাব	১,৯৯০ „	৩,৬৩৭ „
মোট	৮৭,১৩০ টন	১,৫৬,৯৭৬ টন

সাবান শিল্প

ভারতে সাবান প্রস্তুতের জন্য ৬২টি রেজেষ্ট্রীকৃত কারখানা রহিয়াছে। উহাদের মধ্যে চারিটি বড় কারখানা বিদেশী মূলধনে ও বিদেশীয়দের কর্তৃত্বে পরিচালিত হইয়া থাকে। ঐ চারিটি কারখানার বার্ষিক উৎপাদন ক্ষমতা ৭৮ হাজার ৭২৫ টন। ভারতীয়দের পরিচালনাধীন রেজেষ্ট্রীকৃত সাবান কারখানার সংখ্যা ৫৮টি। ঐ সমস্তে বৎসরে ১ লক্ষ ৩৭ হাজার টন সাবান উৎপাদনের ব্যবস্থা রহিয়াছে। ভারতীয় পরিচালনাধীন কারখানা সমূহে ১৯৫৬-৫৭ সালে মোট ৪১ হাজার ৫০০ টন সাবান প্রস্তুত হয়। ১৯৫৪ সালে রেজেষ্ট্রীকৃত সাবান কারখানাসমূহে নিয়োজিত স্থায়ী ও কার্যকরী মূলধনের মোট পরিমাণ দাঁড়াইয়াছিল ৮ কোটি ৯১ লক্ষ টাকা।

রেজেষ্ট্রীকৃত কারখানা ছাড়া ভারতে সাবান প্রস্তুতের কাজে নিয়োজিত ছোট প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে প্রায় তিন হাজার। ঐ সমস্তে বৎসরে ১ লক্ষ টনের উপর সাবান উৎপন্ন হয় বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে।

ভারতে সাবানের উৎপাদন
(রেজেষ্ট্রীকৃত কারখানা সমূহ)

১৯৫২	৮৬ হাজার টন	১৯৫৫	৯৯ হাজার টন
১৯৫৩	৮২ „ „	১৯৫৬	১ লক্ষ ১০ „ „
১৯৫৪	৮৮ „ „		

মৃৎ শিল্প

ভারতে মৃৎশিল্পজাত রুচিসম্মত দ্রব্যাদির ব্যবহার ও যোগান দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। ১৯৪৯ সালে ভারতে মৃৎদ্রব্য উৎপাদনে নিয়োজিত রেজেষ্ট্রীকৃত কারখানার সংখ্যা ছিল ৪৩টি। বর্তমানে উহাদের সংখ্যা বাড়িয়া ৭৬টি দাঁড়াইয়াছে। ঐ সমস্তে মোট ৬ কোটি টাকা মূলধন খাটিতেছে। শ্রমিক ও কর্মচারী হিসাবে ২১ হাজার লোক ঐ সমস্তে নিযুক্ত রহিয়াছে। ১৯৪৯ সালে মৃৎশিল্প কারখানাসমূহ ২৪ হাজার টন পরিমিত মালপত্র উৎপন্ন হয়। ১৯৫৬ সালে উৎপাদন বাড়িয়া ৭৫ হাজার টন দাঁড়ায়।

প্লাষ্টিক শিল্প

প্লাষ্টিক মণ্ড ও সিট (চাদর) হইতে বিচিত্র আসবাব, খেলনা ও দ্রব্যসম্ভার প্রস্তুতের শিল্প ভারতে ক্রমেই প্রসার লাভ করিতেছে। বর্তমানে ভারতে প্রায় ১২০টি ছোট ও মাঝারি কারখানা রহিয়াছে। তাছাড়া কুটির শিল্প হিসাবে ঐ

শিল্প বিস্তৃতি লাভ করিতেছে। কলিকাতা ও বোম্বাই অঞ্চলে ঐ শিল্প বর্তমানে প্রসারলাভ করিয়াছে। অমৃৎসর, কানপুর, কোয়েম্বাটুর, হায়দরাবাদ, বাঙ্গালোর প্রভৃতি অঞ্চলেও প্লাষ্টিক শিল্প দ্রুত গড়িয়া উঠিতেছে। ১৯৪৮ সাল ভারত ১ কোটি টাকা মূল্যের প্লাষ্টিক দ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৫৭ সালে সেস্থলে ১২ কোটি টাকা মূল্যের প্লাষ্টিক দ্রব্য উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

লবণ শিল্প

দেশে লবণের উৎপাদন দ্রুত বাড়িয়া চলিয়াছে। আমদানী একবারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। দেশের প্রয়োজন মিটাইয়া এক্ষণে কিছু পরিমাণ লবণ বাহিরে রপ্তানী করাও সম্ভব হইতেছে।

খাদ্য হিসাবে লবণের দৈনন্দিন প্রয়োজন রহিয়াছে। তাছাড়া সোডা এস ও কষ্টিক সোডা প্রস্তুত, চামড়া শোধন, মাছ শুকানো প্রভৃতি শিল্প কার্যে লবণ আবশ্যক হইয়া থাকে। ১৯৫৭ সালে শিল্পের প্রয়োজনে ৩ লক্ষ টন লবণ ব্যবহৃত হইয়াছে। ১৯৫৬ সালে ভারত হইতে বিদেশে ৮৪ লক্ষ মন লবণ রপ্তানী হইযাছে।

লবণ উৎপাদন কেন্দ্রঃ সমুদ্র জল হইতে লবণ তৈয়ারির জন্য বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কচ্ছ উপকূলে অনেকগুলি বড় কারখানা রহিয়াছে। সম্বর হ্রদের জল হইতেও বেশী পরিমাণ লবণ উৎপন্ন হইয়া থাকে। হিমাচল প্রদেশের মাণ্ডিতে সৈন্ধব লবণের খনি রহিয়াছে।

লবণ কারখানা পরিচালনার সুব্যবস্থাঃ ভারত সরকার বোম্বাই ও রাজস্থানের সরকারী লবণ কারখানাসমূহ পরিচালনার জন্য হিন্দুস্থান সল্ট কোম্পানী নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করিয়াছেন। লবণ শিল্পের বর্তমান অবস্থা তদন্ত করিয়া উন্নতি মূলক বিধিব্যবস্থা সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়ার জন্য ভারত সরকার একটি কমিটি গঠন করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গে লবণ উৎপাদনঃ পশ্চিমবঙ্গে কারখানাজাত লবণের বার্ষিক পরিমাণ বর্তমানে মাত্র ১ লক্ষ ২০ হাজার মন।

লবণের উৎপাদন

১৯৫১	৭ কোটি ৪৪ লক্ষ মন
১৯৫২	৭ " ৬৯ " "
১৯৫৩	৮ " ৬৩ " "
১৯৫৪	৭ " ৩৯ " "

১৯৫৫	৮ কোটি ১০ লক্ষ মন
১৯৫৬	৮ " ৮৮ " "
১৯৫৭	৯ " ৮৭ " "

কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প

বর্তমান বৃহৎ শিল্পের যুগেও কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্রায়তন শিল্প প্রায় প্রতি দেশের জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রেই একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। অধিক লোকের কর্মনিয়োগ, আঞ্চলিক স্বয়ং-সম্পূর্ণতা বিধান এবং দরিদ্র জনসাধারণের মাথা পিছু আয় বাড়ানোর পক্ষে হস্তশিল্প ও ছোট শিল্প বিশেষ উপযোগী। এ-সব শিল্প স্থাপন ও পরিচালনায় মূলধন প্রয়োজন হয় অপেক্ষাকৃত কম।

ভারতবর্ষ জনবহুল দেশ। এদেশে দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা জটিল—জনগণের জীবনযাত্রার মান এখনও খুব নিম্ন। সেদিক দিয়া দেখিতে গেলে এদেশে কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্প প্রসারের বিশেষ সার্থকতা আছে। ১৯৫৫-৫৬ সালে ভারতের মোট জাতীয় আয়ের পরিমাণ ৯,৯৯০ কোটি টাকা। উহার মধ্যে ৯৬০ কোটি টাকা ক্ষুদ্র শিল্প হইতে অর্জিত হইয়াছিল। ইহা হইতেই জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের গুরুত্ব বোঝা যায়। এদেশের জাতীয় পরিকল্পনায় তাই ঐসব শিল্প সংগঠনের উপর অনেকটা জোর দেওয়া হইয়াছে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্পের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য ২০০ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দ ধরা হইয়াছে। উক্ত ২০০ কোটি টাকা এইভাবে নিয়োজিত হইবে :—

ক্ষুদ্রায়তন শিল্প	৬১·০ কোটি টাকা
তাঁত শিল্প	৫৯·৫ " "
খাদি ও গ্রাম শিল্প	৫৫·৫ " "
কারু শিল্প	৯·০ " "
রেশম শিল্প	৫·০ " "
অন্যান্য শিল্প	১০·০ " "
মোট	২০০·০ কোটি টাকা

কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়নের ব্যবস্থা

দেশের কুটির শিল্প ও ক্ষুদ্র শিল্প উন্নয়নে নানাভাবে সাহায্য ও উৎসাহ প্রদানের জন্য ভারত সরকার কতকগুলি সংস্থা গঠন করিয়াছেন। সেই সংস্থাগুলির মধ্যে প্রধান কয়েকটি হইতেছে এই :—

(১) স্মল্ স্কেল্ ইণ্ডাস্ট্রীজ্ বোর্ড (২) ন্যাশনাল স্মল ইণ্ডাস্ট্রিজ্ করপোরেশন (৩) স্মল ইণ্ডাস্ট্রিজ্ সার্ভিস্ ইনস্টিটিউট (৪) ইণ্ডাস্ট্রীয়াল এস্টেটস্ (৫) অল্ ইণ্ডিয়া খাদি এ্যাণ্ড ভিলেজ্ ইণ্ডাস্ট্রীজ্ কমিশন (৬) অল্ ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডলুম্ বোর্ড (৭) সেন্ট্রাল সিল্ক বোর্ড (৮) অল্ ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডিক্র্যাফ্‌ট্‌স্ বোর্ড।

উন্নত যন্ত্রপাতি সরবরাহঃ ন্যাশনাল স্মল ইণ্ডাস্ট্রীজ করপোরেশন কিস্তিবন্দী হারে মূল্য আদায়ের শর্তে ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোক্তাদের নূতন যন্ত্রপাতি দিয়া সাহায্য করিতেছেন। ভারত সরকার ঐ করপোরেশনকে মূলধন যোগাইয়া থাকেন। ১৯৫৮ সালের মার্চ মাস পর্যন্ত করপোরেশন ৬৩ লক্ষ টাকা মূল্যের ৭৭০টি যন্ত্রপাতি সরবরাহ করিযাছেন।

ঋণ সরবরাহঃ কুটির শিল্প ও ছোট শিল্পকে সময়োচিত ঋণ ও ধার দিয়া সাহায্য করিবার জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার সমূহ ব্যাপক বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করিযাছেন। রাজ্যসমূহে পূর্ব হইতে যে স্টেট এইড্ টু ইণ্ডাস্ট্রিজ্ এ্যাক্ট চালু ছিল বর্তমানে তাহা সংশোধন করিয়া অনেক কড়া ব্যবস্থা লোপ ও উদার ব্যবস্থা সংযোজন করা হইয়াছে। ব্যক্তিগত জামিনে শিল্পোদ্যোগীদের ১ হাজার টাকা হইতে ২ হাজার টাকা পর্যন্ত ঋণ প্রদানের ব্যবস্থা হইয়াছে। উহার উর্ধ্বে ঋণের জন্য সম্পত্তি বন্ধক রাখিতে হইবে। সম্পত্তি মূল্যের শতকরা ৭৫ ভাগ পর্যন্ত ঋণ প্রদান করা যাইবে। প্রদত্ত ঋণের উপর আদায়ী সুদের সর্বনিম্নহার ধার্য হইয়াছে শতকরা বার্ষিক তিন টাকা। রাজ্য সরকারসমূহের শিল্প বিভাগ হইতে ঐ ঋণ মঞ্জুর করা হইয়া থাকে। তা ছাড়া প্রায় সমস্ত রাজ্যেই বর্তমানে স্টেট ফিনান্স করপোরেশন স্থাপিত হইয়াছে। ঐ সব করপোরেশন ইতিমধ্যে ৩০০ শিল্প প্রতিষ্ঠানকে ২ কোটি টাকা পরিমিত ঋণ প্রদান করিয়াছে। ছোট শিল্পকে ঋণ প্রদানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলিকে ১৯৫৭-৫৮ সালে ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ধার দিয়াছেন।

পণ্য বিক্রয়ে সহায়তাঃ কুটির শিল্প ও ছোট শিল্পের উৎপন্ন পণ্য বিক্রয় সম্পর্কে ন্যাশনাল স্মল ইণ্ডাস্ট্রীজ করপোরেশন নানারূপ সুব্যবস্থা অবলম্বন করিতেছে। সরকারী দপ্তরসমূহের সহিত যোগ রাখিয়া তাহাদের প্রয়োজনীয় মালপত্র যথাসম্ভব কুটির শিল্প ও ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট হইতে সংগ্রহ করা হইতেছে। সেজন্য দেশের কুটির শিল্প ও ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের নাম ও উহাদের উৎপাদিত মালের তালিকা প্রস্তুত করা হইয়াছে। বিদেশী গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে অর্ডার সংগ্রহ করিয়া বাহিরেও এদেশের ছোট শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপন্ন মাল প্রেরণ করার ব্যবস্থা হইতেছে।

কারিগরি শিক্ষার প্রসারঃ কুটির শিল্প ও ছোট শিল্প পরিচালনার

উন্নত রীতিপদ্ধতি শিক্ষা দিবার জন্য দেশে অনেকগুলি কারিগরি শিক্ষায়তন শিক্ষণ ও উৎপাদন কেন্দ্র প্রভৃতি স্থাপন করা হইয়াছে। গ্রামাঞ্চলে প্রদর্শক দল পাঠাইয়া লোকের সমক্ষে বিভিন্ন শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন পদ্ধতি প্রদর্শন করা হইতেছে। ১৯৫২ সালের অক্টোবর হইতে ১৯৫৭ সালের জুন পর্যন্ত সময়ে ভারতের সমাজ উন্নয়ন ব্লকসমূহে মোট ৩,৩৭৮টি শিল্প শিক্ষা কেন্দ্রে মোট ১ লক্ষ ৩০ হাজার লোক শিল্প শিক্ষা পাইয়াছে।

ফোর্ড ফাউণ্ডেসন কমিটির সাহায্য: মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রের ফোর্ড ফাউণ্ডেসন ফাণ্ড্ কমিটি ভারতে ছোট শিল্প ও গ্রাম শিল্পের উন্নতির জন্য ২১ লক্ষ ৬৩ হাজার ডলার সাহায্য মঞ্জুর করিয়াছেন।

ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল এষ্টেট্ বা আঞ্চলিক শিল্প সংগঠন কেন্দ্র

ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল এষ্টেট প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য হইল ছোট শহর ও গ্রাম কেন্দ্রে নিদিষ্ট সংখ্যক ছোট শিল্পী কারিগরদের এক জায়গায় অবস্থানের এবং উন্নত পদ্ধতিতে সুষ্ঠুভাবে কার্য পরিচালনার সুযোগ দেওয়া। এইসব কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার জন্য প্রথমতঃ গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত পরিমাণ জমি সংগ্রহ করিয়া থাকেন, দ্বিতীয়তঃ সরকারী খরচে সেখানে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের উপযোগী বাড়ীঘর, রাস্তাঘাট ও বিদ্যুৎ সরবরাহ ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা হয়। তৃতীয়তঃ ছোট শিল্পী কারিগরেরা সেখানে আসিয়া কাজ সুরু করিলে গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে প্রয়োজনমত মূলধন, উন্নত যন্ত্রপাতি প্রভৃতি দিয়া সাহায্য করিয়া থাকেন। শিল্পী কারিগরদের উৎপন্ন পণ্য বিক্রয় সম্পর্কেও সরকারী উদ্যোগে সুব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়।

ভারত গবর্ণমেণ্ট এদেশে ১০০টি ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল এষ্টেট স্থাপনের কার্যসূচী গ্রহণ করিয়াছেন। ইতিমধ্যে ৫১টি এষ্টেট গড়িয়া তোলার কাজে হাত দেওয়া ·হইয়াছে। ঐজন্য আপাততঃ ২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। ন্যাশনাল স্মল ইণ্ডাষ্ট্রীজ্ করপোরেশন ওখলা ও নাইনিতে দুইটি বড় ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল এষ্টেট স্থাপনের ভার লইয়াছেন। বাকী ৪৯টি এষ্টেট ভারত গবর্ণমেণ্টের সাহায্যে বিভিন্ন রাজ্যসরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইতিমধ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে ১২টি ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল এষ্টেট, গড়িয়া উঠিয়াছে ও কাজ সুরু করিয়াছে।

তাঁত শিল্প

ভারতের প্রাচীনতম ও প্রধানতম কুটির শিল্প হইতেছে হস্তচালিত তাঁত শিল্প। নিখিল ভারত তাঁত শিল্পবোর্ড গঠন করিয়া গবর্ণমেণ্ট তাহার মাধ্যমে নানা উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা কার্যকরী করিতেছেন।

তাঁতের উৎপাদন ক্ষমতা তথা তন্তুবায়দের আয় যাহাতে বৃদ্ধি পায় সেজন্য পূর্বেকার থ্রো সাটল্ লুমের বদলে ক্রমেই বেশী সংখ্যায় ফ্লাই সাটল্ লুম প্রবর্তন করা হইতেছে। অর্ধ-স্বয়ংক্রিয় তাঁত প্রভৃতিও ধীরে ধীরে প্রচলন করা হইতেছে।

তাঁতের সংখ্যা ঃ ভারত সরকার এদেশে হস্তচালিত চালু তাঁত রেজেষ্ট্রী করা সম্পর্কে যে আদেশ জারী করিয়াছেন তদনুসারে ১৯৫৭ সালের শেষভাগ পর্যন্ত মোট ১৫ লক্ষ ৬২ হাজার ৫৫৩টি তাঁত রেজেষ্ট্রীকৃত হইয়াছে। ঐ সব তাঁতের মধ্যে ৪ লক্ষ ৬৩ হাজার মাদ্রাজ রাজ্যে, ২ লক্ষ ৫৩ হাজারটি উত্তর প্রদেশে ও ২ লক্ষ ২৪ হাজারটি আসাম রাজ্যে অবস্থিত। প্রতি তাঁতে গড়ে দুইজন করিয়া লোক নিয়োজিত আছে ধরিলে সারা ভারতে তাঁতশিল্পে নিয়োজিত লোকের সংখ্যা দাঁড়ায় ৩১ লক্ষ ২৫ হাজার জন।

তাঁত শিল্পের সংরক্ষণ ঃ তাঁত শিল্প যাহাতে মিল বস্ত্রের প্রতিযোগিতায় বিপযস্ত না হয় সেজন্য কতকগুলি সংরক্ষণমূলক ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়াছে। কাপড়ের কলসমূহে কতিপয় ধরনের ধুতী, সাড়ী প্রভৃতির উৎপাদন নিষিদ্ধ করিয়া সেই সমস্ত একান্তভাবে তাঁত শিল্পের এলাকাধীন করা হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ গবর্ণমেণ্ট মিল বস্ত্রের উপর সেস্ বসাইয়া উক্ত সেস্ হইতে আদায়ীকৃত অর্থ তাত শিল্পের উন্নতিতে ব্যয় করিতেছেন। তৃতীয়তঃ তাঁত বস্ত্র কাটৃতির জন্য গবর্ণমেণ্ট খরিদ্দারদের রিবেট দিয়া আসিতেছেন।

তাঁত বস্ত্রের উৎপাদন

১৯৫১	৮৪ কোটি গজ	১৯৫৫	১৪৪ কোটি গজ
১৯৫২	১১০ ,, ,,	১৯৫৬	১৪৭ ,, ,,
১৯৫৩	১২০ ,, ,,	১৯৫৭	১৬০ ,, ,,
১৯৫৪	১৩১ ,, ,,		

পশ্চিমবঙ্গের তাঁত শিল্প

পশ্চিমবঙ্গে ১লক্ষ ৩০ হাজার তাঁত রহিয়াছে। উহাদের মধ্যে ১৪,০০০ তাঁত, তন্তুবায় সমবায় সমিতির অন্তর্ভুক্ত। ১৯৫৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে ৮ কোটি গজ তাঁত বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৫৭ সালে উক্ত উৎপাদন ১৭ কোটি গজে পৌছিয়াছে বলিয়া প্রকাশ। ভারতের অন্যান্য রাজ্য হইতে প্রতি বৎসর প্রায় ২৫ কোটি গজ তাঁত বস্ত্র পশ্চিমবঙ্গে আমদানী হইয়া থাকে। পশ্চিমবঙ্গের কাপড়ের কলসমূহে গড়ে বাৎসরিক বস্ত্র উৎপন্ন হয় ২৬ কোটি গজ।

অম্বর চরকা প্রচলন ঃ—কম ব্যয়ে ও অল্প সময়ে বেশী সূতা কাটিবার জন্য পূর্বেকার সাধারণ চরকার স্থলে দেশে নব উদ্ভাবিত অম্বর চরকা চালু করিবার

ব্যবস্থা হইয়াছে। ১৯৫৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত সরকারী উদ্যোগে ভারতে ১ লক্ষ ৫০ হাজারটি অম্বর চরকা নির্মিত হইয়াছে ও ঐ সময় মধ্যে ১ লক্ষ ৭ হাজার চরকা কাটুনীদের ভিতর বণ্টিত হইয়াছে। ১৯৫৭ সাল মধ্যে অম্বর চরকা দ্বারা ১ লক্ষ ২০ হাজার লোকের কর্ম সংস্থান হইয়াছে। অম্বর চরকা হইতে বর্তমানে বাৎসরিক ২৯ লক্ষ পাউণ্ড সূতা উৎপন্ন হইতেছে।

খাদি উৎপাদনঃ ভারতে ১৯৫৬-৫৭ সালে ৯ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা মূল্যের ২ কোটি ৪০ লক্ষ গজ খাদি বস্ত্র উৎপন্ন হয়। উক্ত সালে খাদি বস্ত্র প্রস্তুতে নিয়োজিত লোকের সংখ্যা ছিল ১৩ লক্ষ ৮৩ হাজার জন।

পশ্চিমবঙ্গে খাদি উৎপাদনঃ ১৯৫৭ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৫৮ সালের জানুয়ারী পর্যন্ত ১০ মাসে পশ্চিমবঙ্গে ১ লক্ষ ৭ হাজার বর্গ গজ কার্পাস খাদি ও ৩ লক্ষ ৩৩ হাজার বর্গ গজ পরিমিত রেশম খাদি উৎপন্ন হইয়াছিল। ঐ সময়ে এই রাজ্যে মোট ৮ লক্ষ ৮ হাজার টাকা মূল্যের খাদি বিক্রীত হইয়াছিল।

কতিপয় কুটির শিল্প ও ছোট শিল্প

রেশম শিল্পঃ রেশম শিল্প ভারতের একটি প্রধান কুটির শিল্প। এ দেশে তুঁতের চাষ, রেশম কীট বা পশু পালন এবং উৎপন্ন রেশম হইতে সূতা ও বস্ত্র বয়ন করিয়া বহুলোক জীবনোপায় সংস্থান করিয়া থাকে। ভারতে বৎসরে কাঁচা রেশম উৎপন্ন হয় প্রায় ২০ লক্ষ পাউণ্ড। রেশম সূতা ও কৃত্রিম রেশম সূতা হইতে বস্ত্র বয়নের জন্য দেশে ২ লক্ষ তাঁত রহিয়াছে। ভারতে রেশম শিল্প উন্নয়নের জন্য দেশে ২ লক্ষ তাঁত রহিযাছে। ভারতে রেশম শিল্প উন্নযনের জন্য একটি কেন্দ্রীয় রেশম বোর্ড গঠন করা হইবাছে। রেশম শিল্পের উন্নতি সম্পর্কে নানা বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমলে ৬ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

পশম বস্ত্রঃ ভারতে পশম বস্ত্র উৎপাদনে নিয়োজিত তাঁত সমূহে বৎসরে ৭৫ লক্ষ গজ পরিমিত পশম বস্ত্র উৎপন্ন হইয়া থাকে। পশম বস্ত্র বয়নে নিয়োজিত কলসমূহে (কলের সংখ্যা ৬২) ১৯৫৭ সালে পশম বস্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে ১ কোটি ৪৭ লক্ষ গজ।

গুড় ও চিনিঃ ১৯৫৬-৫৬ সালে ভারতে ৩২ লক্ষ ৫৭ হাজার টন পরিমিত আখের গুড় ও ২০ লক্ষ ২৯ হাজার টন পরিমিত চিনি উৎপন্ন হয়। ভারতে জনপিছু বৎসরে গড়ে ১৮.৫ পাউণ্ড গুড় ও ১১.৩ পাউণ্ড চিনি ব্যবহৃত হয়।

তালগুড়ঃ ভারতে নিখিল ভারত খাদি ও গ্রাম শিল্প কমিশনের উদ্যোগে বিভিন্ন কেন্দ্রে ১৯৫৫-৫৬ সালে মোট ১৫ লক্ষ ৩০ হাজার মন তালের গুড় উৎপন্ন

হয়। পশ্চিমবঙ্গে আনুমানিক ৩২ লক্ষ তাল ও খেজুর গাছ রহিয়াছে। ১৯৫০ সালে গুড় উৎপন্ন হইত ২ লক্ষ ৭০ হাজার মন। বার্ষিক উৎপাদন বৃদ্ধি পাইয়া এক্ষণে ৪৷৷০ লক্ষ মন দাঁড়াইয়াছে।

ঘৃত ও মাখনঃ ভারতে প্রতি বৎসর গড়ে ১৮৫ কোটি টাকা মূল্যের ১ কোটি ৩ লক্ষ মন ঘৃত উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহাছাড়া ১৯ কোটি ৩৭ লক্ষ মন পরিমিত মাখনও উৎপন্ন হইয়া থাকে।

লাক্ষাঃ ভারতে ১৯৫৫-৫৬ সালে ১২ লক্ষ ৪৮ হাজার মন লাক্ষা উৎপন্ন হয়। ১৯৫৬-৫৭ সালে উৎপাদন বাড়িয়া ১৩ লক্ষ ১৫ হাজার মন দাঁড়াইয়াছে। ১৯৫৬-৫৭ সালের উৎপন্ন লাক্ষার শতকরা ৪৫ ভাগ বিহারে, শতকরা ২৯ মধ্য-প্রদেশে ও শতকরা ১৬ ভাগ পশ্চিমবঙ্গে উৎপন্ন হয়।

বিস্কুটঃ ভারতে ১৯৫৭ সালে ১৭ হাজার ৩২৮ টন পরিমিত বিস্কুট উৎপন্ন হইয়াছে।

দিয়াশলাইঃ নিখিল ভারত খাদি ও গ্রাম শিল্প কমিশন পরিচালিত দিয়াশলাই উৎপাদনের বিভিন্ন কুটির শিল্পকেন্দ্রে ১৮৫৭ সালে মোট ৭৬ হাজার ৯৩১ গ্রোস বাক্স দিয়াশলাই উৎপন্ন হইয়াছে।

মৎস্য উৎপাদনঃ ১৯৫৬ সালে ভারতে ১০ লক্ষ ১২ হাজার মেট্রিক টন পরিমিত মৎস্য ধৃত হয়। উহার মধ্যে ৭ লক্ষ ১৮ হাজার মেট্রিক টন মাছ সাগরে ও বাকী মাছ দেশের অভ্যন্তরে ধৃত হয়।

কুইনাইন উৎপাদনঃ ১৯৫৬-৫৭ সালে ভারতে ৮৮ হাজার ২৯০ পাউণ্ড কুইনাইন উৎপন্ন হইয়াছিল। ১৯৫৭-৫৮ সালে এপ্রিল হইতে অক্টোবর পর্যন্ত কুইনাইন উৎপন্ন হইয়াছে ৪১ হাজার ৮৫৩ পাউণ্ড।

সরকারী শিল্প-মহলের পরিচয়

সরকারী উদ্যোগে যে-সকল শিল্প স্থাপিত হইয়াছে, সেগুলিকে চারি শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। যথা, (ক) যেগুলির পরিচালনা কেন্দ্রীয় সরকারের বিভাগ বিশেষের উপর ন্যস্ত আছে, (খ) যেগুলি এক বা একাধিক রাজ্যসরকারের কর্তৃত্বাধীনে আছে, (গ) যেগুলি বিশেষ আইন প্রণয়নদ্বারা স্থাপন করা হইয়াছে ও (ঘ) যেগুলি কোম্পানী আইন অনুসারে গঠিত হইয়াছে।

প্রথম বা "ক" শ্রেণীর সংস্থাগুলি সাধারণতঃ চারিটি মন্ত্রী-দপ্তর কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়। সেগুলি যোগাযোগ, দেশরক্ষা, উৎপাদন ও রেলওয়ে মন্ত্রী-দপ্তর।

যোগাযোগ মন্ত্রী-দপ্তর নিয়ন্ত্রণ করে ডাক ও তার বিভাগ। উৎপাদন মন্ত্রী-দপ্তর নিয়ন্ত্রণ করে রেলবিভাগের কয়লাখনিসমূহ, ন্যাশনাল ইনষ্ট্রুমেণ্টস্ ফ্যাক্টরী, মাণ্ডীর লবণখনি এবং রাজস্থান ও খরগোদার লবণ প্রস্তুত কারখানাসমূহ। দেশরক্ষা মন্ত্রী-দপ্তর কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত শিল্পসমূহের মধ্যে কতিপয় উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান কানপুর, দেরাদুন, মুরাদনগর, অম্বরনাথ, কাটনি, খামারিয়া, কিরকি, ভুষয়াল ও ওয়াদালার অর্ডিন্যান্স্ ফ্যাক্টরীসমূহ, ইছাপুরের রাইফেল ও মেটাল এ্যাণ্ড ষ্টীল ফ্যাক্টরীদ্বয়, কাশীপুরের গান এ্যাণ্ড শেল ফ্যাক্টরী, কানপুরের হার্নেস্ এ্যাণ্ড স্যাড্‌লারী ফ্যাক্টরী ও অর্ডন্যান্স প্যারাস্যুট ফ্যাক্টরী, শাজাহানপুরের অর্ডান্যান্স ক্লদিং ফ্যাক্টরী, জব্বলপুরের গান এ্যাণ্ড ক্যারেজ ফ্যাক্টরী, কিরকির হাই এক্সপ্লসিভ ফ্যাক্টরী, অরবানগড়ুর কর্ডাইট ফ্যাক্টরী, অম্বরনাথের মেশিন টুল প্রটোটাইপ ফ্যাক্টরী, জলহল্লীর ভারত ইলেকট্রনিকস্ ও কানপুরের স্মল আর্মস্ ফ্যাক্টরী। রেলওয়ে মন্ত্রী-দপ্তরের অধীনস্থ কারখানাগুলির মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য চিত্তরঞ্জনের ইঞ্জিন নির্মাণের কারখানা, পেরাম্বুরের ইন্‌টিগ্রাল কোচ ফ্যাক্টরী ও কাঁচড়াপাড়া, খড়্গপুর, জামালপুর, লক্ষ্ণৌ, প্যারেল, মাতুংগা, লল্লগুদা, পেরাম্বুর, গোল্ডেন রক্, গোরক্ষপুর এবং দোহাত ও আজমীঢ়ের রেলওয়ে কারখানাসমূহ।

দ্বিতীয় বা "খ" শ্রেণীর সংস্থাসমূহের অন্তর্ভুক্ত পাঞ্জাব ও বিলাস-পুরের ভাখরা নাংগল জলসেচন পরিকল্পনা, উড়িষ্যার হীরাকুণ্ড বাঁধ, হায়দরাবাদ ও অন্ধ্রের তুঙ্গভদ্রা পরিকল্পনা এবং মধ্যভারত ও রাজস্থানের চম্বল পরিকল্পনা।

বিশেষ আইনদ্বারা তৃতীয় বা "গ" শ্রেণীর যে সমস্ত সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে কতিপয়—(১) দামোদর ভ্যালী করপোরেশন, (২) এয়ার ইণ্ডিয়া ইণ্টার ন্যাশনাল করপোরেশন, (৩) ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনস্ করপোরেশন ও (৪) ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ফিনান্স করপোরেশন।

কোম্পানী আইন অনুসারে "প্রাইভেট" কোম্পানী হিসাবে যে সকল সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান গঠিত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে কতিপয়—(১) সিন্ধ্রী ফার্টিলাইজারস্ এ্যাণ্ড কেমিকেলস্ লিমিটেড্, (২) হিন্দুস্থান ষ্টীল লিমিটেড্, (৩) ইণ্ডিয়ান্ টেলিফোন ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিমিটেড্, (৪) হিন্দুস্থান এয়ার ক্র্যাফ্‌ট্‌স লিমিটেড্, (৫) ইণ্ডিয়ান রেয়ার আর্থস্ লিমিটেড, (৬) হিন্দুস্থান কেব্‌ল্‌স্ লিমিটেড্, (৭) নাহান ফাউণ্ড্রী লিমিটেড্, (৮) ইণ্ডিয়ান মাইনিং এ্যাণ্ড কনষ্ট্রাকশন্ লিমিটেড্, (৯) হিন্দুস্থান শিপইয়ার্ড লিমিটেড্, (১০) হিন্দুস্থান ইনসেকটিসাইডস্ লিমিটেড্, (১১) হিন্দুস্থান এ্যাণ্টিবাওটিক্স্ লিমিটেড্, (১২) হিন্দুস্থান মেসিন টুলস্ লিমিটেড্, (১৩) হিন্দুস্থান হাউসিং ফ্যাক্টরী

লিমিটেড্, (১৪) ইষ্টার্ণ শিপিং করপোরেশন লিমিটেড্, (১৫) ভারত ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড্ এবং (১৬) নাংগল ফার্টিলাইজারস্ এ্যাণ্ড কেমিকেলস্ লিমিটেড।

এই সকল প্রতিষ্ঠানের মধ্যে হিন্দুস্থান এয়ার ক্রাফ্ট্ লিমিটেড্ই সর্বাপেক্ষা প্রাচীন। ইহা ১৯৪০ সালে স্থাপিত হইয়াছে। ইহা বাঙ্গালোর শহরের নিকট অবস্থিত ও ইহাতে ৪ কোটি টাকা মূলধন বিনিযুক্ত আছে। বিমান নির্মাণ, বিমান মেরামত ইত্যাদি কার্য এখানে সম্পন্ন হয়। ভারত ইলেক্ট্রনিকস্ লিমিটেডও বাঙ্গালোর শহরের নিকট অবস্থিত। ভারতকে এই বিষয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে এখানে বেতার ও রাডার সংক্রান্ত যাবতীয় যন্ত্র, সরঞ্জাম ইত্যাদি নির্মাণ করা হইবে। কোম্পানীর অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ৯ কোটি ৫ লক্ষ টাকা। ইহা ১৯৫৪ সালে স্থাপিত হইয়াছে। হিন্দুস্থান এ্যান্টিবাওটিক্স্ লিমিটেডও ১৯৫৪ সালে স্থাপিত হইয়াছে। ইহা পুণার নিকট পিম্প্রি নামক স্থানে অবস্থিত ও ইহাতে বিনিযুক্ত মূলধনের পরিমাণ ২ কোটি টাকা। ইহার উদ্দেশ্য এ্যান্টিবাওটিক্স্ জাতীয় ঔষধাদি প্রস্তুত করা। ১৯৫২ সালে স্থাপিত হইয়াছে হিন্দুস্থান কেব্লস্ লিমিটেড্। ইহার উদ্দেশ্য টেলিফোনের তার তৈযারী করা। ইহার কারখানা বর্দমান জেলার অন্তর্গত রূপনারায়ণপুরে অবস্থিত ও ইহার গৃহীত মূলধনের পরিমাণ ৫৯ লক্ষ ৩০ হাজার টাকা। হিন্দুস্থান হাউসিং ফ্যাক্টরী লিমিটেড ১৯৫৩ সালে স্থাপিত হইয়াছে। ইহার কারখানা নয়াদিল্লার জঙ্গপুরা নামক স্থানে অবস্থিত। ইহার উদ্দেশ্য সস্তায় প্রাক-নির্মিত কুটির নির্মাণ করা। ইহার গৃহীত মূলধনের পরিমাণ ১ লক্ষ টাকা, কিন্তু প্রথম বৎসরের লোকসানের পরিমাণ ৭ লক্ষ ৬৩ হাজার টাকা। হিন্দুস্থান ইনসেক্টিসাইডস্ লিমিটেড্ পূর্বে ডি. ডি. টি. ফ্যাক্টরী নামে পরিচিত ছিল। ইহাও নয়াদিল্লীতে অবস্থিত এবং ইহার অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ১ কোটি টাকা। হিন্দুস্থান মেসিন টুলস্ লিমিটেড্ বাঙ্গালোরের নিকট জলহল্লীতে অবস্থিত। ইহার গৃহীত মূলধন ৩ কোটি টাকা এবং ইহার উদ্দেশ্য লেদ্ জাতীয় যন্ত্রাদি নির্মাণ করা। প্রথম বৎসরে ইহার লোকসানের পরিমাণ ১৮ লক্ষ ১৯ হাজার টাকা। হিন্দুস্থান শিপ ইয়ার্ড স্থাপিত হইয়াছে ১৯৫৩ সালে। ইহা বিশাখাপত্তনমের নিকটবর্তী গান্ধীগ্রামে অবস্থিত। ইহার গৃহীত মূলধনের পরিমাণ ৩ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা এবং উদ্দেশ্য ভারতে জাহাজ নির্মাণ করা। প্রথম বৎসরে ইহার লোকসানের পরিমাণ ৮ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা। হিন্দুস্থান ষ্টীল লিমিটেড্ স্থাপিত হইয়াছে ১৯৫৩ সালে, উদ্দেশ্য উড়িষ্যার অন্তর্গত রাউরকেল্লায় ইস্পাত কারখানা

স্থাপন করা। ইহার অনুমোদিত মূলধনের পরিমাণ ১০০ কোটি টাকা। ইণ্ডিয়ান রেয়ার আর্থস্ লিমিটেডের কারখানা দক্ষিণ ভারতে ইলুরে। ভারতীয় আণবিক শক্তি কমিশনের উদ্যোগে ইহা স্থাপিত হইয়াছে ১৯৫০ সালে। ইহার উদ্দেশ্য মোনাজাইট, ইলমোনাইট ইত্যাদি খনিজ পদার্থ উত্তোলন করা। মোট ৮০ লক্ষ টাকা ইহাতে বিনিয়োগ করা হইয়াছে। ইণ্ডিয়ান টেলিফোন ইণ্ডাষ্ট্রীজ লিমিটেডে বিনিযুক্ত হইয়াছে ৪ কোটি টাকা মূলধন। ইহা ১৯৫০ সালে বাঙ্গালোরের নিকটে দুরাইবাণীনগরে স্থাপিত হয়। ইহার উদ্দেশ্য টেলিফোন যন্ত্র নির্মাণ করা। এই কোম্পানী ১৯৫৩ সালে ৪,৫৭,৭৬৩ টাকা ও ১৯৫৪ সালে ২,৩৬,৮৩৩ টাকা মুনাফা অর্জন করিয়াছে। নাহান ফাউণ্ড্রী স্থাপিত হইয়াছে ১৯৫২ সালে, হিমাচল প্রদেশের নাহান নামক স্থানে। ইহাতে বিনিযুক্ত হইয়াছে ৪০ লক্ষ টাকা মূলধন এবং ইহার উদ্দেশ্য সেণ্ট্রিফ্যুগাল পাম্প ও কলের ঢেঁকি নির্মাণ করা। সিন্ধ্রী ফার্টিলাইজারস্ এ্যাণ্ড কেমিকেলস্ লিমিটেড ১৯৫১ সালে বিহারের অন্তর্গত সিন্ধ্রী নামক স্থানে স্থাপিত হয়। ইহার গৃহীত মূলধনের পরিমাণ ১৭ কোটি টাকা ও উদ্দেশ্য এমোনিয়াম সালফেট্ নামক জমির রাসায়নিক সার প্রস্তুত করা। এই কারখানায় ১৯৫৩ সালে ২৭,৩২,৪২৯ টাকা ও ১৯৫৪ সালে ৪৭,৫২,১৪০ টাকা মুনাফা হইয়াছে। নাংগল ফার্টিলাইজারস্ এ্যাণ্ড কেমিকেলস্ গঠিত হইয়াছে ১৯৫৬ সালে। ইহার অনুমোদিত মূলধন ৩০ কোটি টাকা। এখানে বৎসরে ৭০,০০০ টন এমোনিয়াম নাইট্রেট উৎপাদন করা হইবে।

ইহা ব্যতীত প্রাক্তন মহীশূর সরকার কর্তৃক পরিচালিত শিল্প প্রতিষ্ঠান-গুলিও বর্তমানে সরকারী মহলের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। উহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য—ভদ্রবাটীতে অবস্থিত লৌহ ও ইস্পাত কারখানা, বাঙ্গালোরে অবস্থিত কেন্দ্রীয় শিল্পিক কারখানা ও সাবানের কারখানা, মনোনথোডি রোডে অবস্থিত রেশমবস্ত্র বুনন কারখানা, মল্লেশ্বরমে অবস্থিত চীনামাটির কারখানা, হাসানে অবস্থিত কৃষিযন্ত্রাদি নির্মাণ কারখানা, বেলগুলায় অবস্থিত বাইক্রোমেট্ ফ্যাক্টরী শিমোগায় অবস্থিত চন্দন তৈল প্রস্তুত কারখানা ও বাঙ্গালোরে অবস্থিত বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম নির্মাণ কারখানা।

এই সকল সরকারী প্রতিষ্ঠান ব্যতীত সরকারী সহযোগিতায় তিনটি তৈল শোধনাগার স্থাপিত হইয়াছে। তাহাদের অন্যতম বোম্বাই-এর নিকটবর্তী ত্রোম্বেতে স্থাপিত ষ্ট্যাণ্ডার্ড ভ্যাকুয়ম কোম্পানী ও বার্মা শেল কোম্পানীর শোধনাগারদ্বয় ও বিশাখাপত্তনমে স্থাপিত ক্যালটেক্স্ কোম্পানীর শোধনাগার।

ইহা ব্যতীত সরকারী প্রচেষ্টায় মধ্যপ্রদেশের ভিলাইয়ে ও পশ্চিম বাংলার

দুর্গাপুরে আরও দুইটি ইস্পাত প্রস্তুত কারখানা নির্মিত হইতেছে। দুর্গাপুরে আরও স্থাপিত হইয়াছে বা স্থাপিত হইতে চলিয়াছে কয়লা পোড়াইবার নিমিত্ত চুল্লী, বিকল্প-তৈল প্রস্তুত কারখানা, ভারী বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি নির্মাণের কারখানা এবং চশমার কাঁচ নির্মাণের কারখানা।

শিল্পক্ষেত্রে সরকারী উদ্যোগের অবসান এখানেই নহে। সমাজতান্ত্রিক ভিত্তিতে জাতীয় অর্থনীতিকে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াসে সরকার দ্বিতীয় পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনায় অতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। কিভাবে সরকারী উদ্যোগ শিল্পক্ষেত্রে প্রকাশ পাইবে তাহা সরকারের শিল্পনীতিতে * উল্লিখিত হইয়াছে।

এক কথায় আগামী কালের অর্থ-নৈতিক ক্ষেত্রে সরকারী মহলের পরিধি ক্রমশঃ বর্ধিত হইয়াই চলিবে।

* ৩২৪ পৃষ্ঠায় ভারত সরকারের শিল্পনীতি দ্রষ্টব্য।

বাণিজ্য

১৯৫৭ সালে ভারতের বহির্বাণিজ্যের ঘাটতি ভয়াবহভাবে বৃদ্ধি পায়। ইহার ফলে যে উৎকট পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তাহা নিম্নে প্রদত্ত বৎসরের প্রথম নয়মাসের (জানুয়ারী হইতে সেপ্টেম্বর ১৯৫৭) বহির্বাণিজ্যের খতিয়ান হইতে উপলব্ধি করা যাইবে।

(কোটি টাকায় লিখিত)

জানুয়ারী হইতে সেপ্টেম্বর	আমদানী	রপ্তানী	ঘাটতি
১৯৫৪	৪৪৪	৩৮৯	— ৫৫
১৯৫৫	৪৭০	৪৪৭	— ২৩
১৯৫৬	৫৯৭	৪২৮	—১৬৯
১৯৫৭	৭৩৬	৪৮৭	—২৪৯

ইহার প্রতিঘাত সাংঘাতিকভাবে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা ভাণ্ডারের উপর গিয়া পড়িয়াছে। ১৯৫৫ সালে আমাদের সঞ্চিত বৈদেশিক মুদ্রা-ভাণ্ডারের পরিমাণ ছিল ৭৭২'৭২ কোটি টাকা। কিন্তু বহির্বাণিজ্যের ঘাটতি পূরণের নিমিত্ত বৈদেশিক মুদ্রা অপসৃত হওয়ায় ১৯৫৬ সালে ইহা হ্রাস পাইয়া ৬৪৪'৪৮ কোটি টাকায় পৌছায়। ১৯৫৭ সালে ইহা আরও হ্রাস পাইয়া ৩০০'৩৩ কোটি টাকায় পরিণত হইয়াছে। ইহার পরিমাণ আরও হ্রাস পাইত, যদি না আমরা ১৯৫৭ সালে আন্তর্জাতিক মুদ্রাভাণ্ডার ও অন্যান্য বৈদেশিক সূত্র হইতে প্রভূত পরিমাণ সাহায্য পাইতাম।

দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির উপর সঞ্চিত বৈদেশিক মুদ্রাভাণ্ডারের এইরূপ শোচনীয় অবনতির প্রতিক্রিয়া যে কতদূর পৌঁছাইয়াছে, তাহা তখনই উপলব্ধি হইবে যখন আমরা স্মরণ করিব যে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সার্থক রূপায়ণের নিমিত্ত আমাদের বিদেশ হইতে কলকব্জা, যন্ত্রপাতি, ইস্পাত প্রভৃতি আমদানীর নিমিত্ত ১৪০০ কোটি পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন বরাদ্দ করা হইয়াছিল। সরকার সেইজন্য প্রথম হইতেই এই পরিমাণ মুদ্রা সংগ্রহের নিমিত্ত আমাদের রপ্তানি বাণিজ্য সম্প্রসারণের প্রতি সচেষ্ট ছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় নানা কারণে আশানুরূপ সম্প্রসারণ ঘটে নাই। অধিকন্তু অনেক পণ্যের ক্ষেত্রে রপ্তানী বাণিজ্যের অবনতি ঘটিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যশস্য ও শিল্পের জন্য কাঁচামাল সংগ্রহের নিমিত্ত আমদানী বাণিজ্যের পরিমাণ অধিক পরিমাণে বাড়িয়া গিয়াছে।

বহির্বাণিজ্যের এই অবনতি রোধের নিমিত্ত সরকারী প্রচেষ্টার অন্ত নাই। বিভিন্ন দেশের সহিত বাণিজ্য চুক্তি সম্পন্ন করিয়া, বিভিন্ন পণ্যের উপর ধার্য রপ্তানী শুল্ক হ্রাস করিয়া, কতকগুলি শিল্পের জন্য এক্সপোর্ট প্রমোশন কাউন্সিল গঠন করিয়া, ও বিভিন্ন দেশের শিল্প প্রদর্শনীসমূহে ষ্টল্ স্থাপন দ্বারা প্রচার-কার্য করিয়া, রপ্তানী বাণিজ্যের উন্নয়ন সাধনের চেষ্টা করিতেছেন। ইহা ব্যতীত ষ্টেট্ ট্রেডিং করপোরেশনও এ বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে অপ্রয়োজনীয়, এমন কি অনেক প্রয়োজনীয় পণ্যেরও আমদানী রহিত করিয়া, আমদানী বাণিজ্যের সঙ্কোচসাধন করিয়াছেন।

কিন্তু এইরূপ চেষ্টা সত্ত্বেও ১৯৫৭ সালে বৈদেশিক বাণিজ্য ক্ষেত্রে কি কারণে চরম অবনতি ঘটিল? ইহার কারণ ১৯৫৬ সালের শেষে আমদানীকারকগণের হাতে পূর্বে বিলিকৃত বহু অব্যবহৃত লাইসেন্স রহিয়া গিয়াছিল। এই সকল লাইসেন্স ১৯৫৭ সালের জানুয়ারী হইতে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এই নয় মাসে ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং ১৯৫৭ সালে আমদানী রহিতের নিমিত্ত যে কঠোর নীতি অবলম্বিত হইয়াছে তাহার ফলাফল পরে বোঝা যাইবে।

এখানে বলা প্রয়োজন যে সঞ্চিত বৈদেশিক মুদ্রাভাণ্ডারের ভয়াবহ অবনতি লক্ষ্য করিয়া প্রাক্তন অর্থসচিব শ্রীকৃষ্ণমাচারী ১৯৫৭ সালের শরৎকালে বৈদেশিক মুদ্রা সাহায্য প্রার্থনার নিমিত্ত আমেরিকা, ইংলণ্ড ও ইউরোপ সফরে গিয়াছিলেন। তাহাতে কিছু বৈদেশিক সাহায্য পাওয়া গিয়াছে।

ভারতের বহির্বাণিজ্যের খতিয়ান

(কোটি টাকার সমষ্টিতে বিবৃত)

বৎসর	আমদানী	রপ্তানী	ঘাটতি
১৯৫২-৫৩	৬৭০·০৭	৫৭৮·০৭	৯২·০০
১৯৫৩-৫৪	৫৭২·০২	৫৩০·৬৬	৪১·৩৯
১৯৫৪-৫৫	৬৫৬·৪৪	৫৯৩·৯৮	৬২·৪৬
১৯৫৫-৫৬	৬৭৮·৯৯	৫৯৭·৪৩	৮১·৫৬
১৯৫৬-৫৭	৮৩৩·৪৩	৬০২·০৯	২২১·৩৩
১৯৫৭ এপ্রিল	৮৯·৪১	৪৭·৮৫	৪১·৫৬
,, মে	৮৫·৪১	৫২·৮৩	৩২·৫৯
,, জুন	৮৬·২৪	৪৮·৩৪	৩৭·৯০
,, জুলাই	৮১·১৫	৫৫·৮৪	২৫·৩১
,, আগষ্ট	৮১·০১	৬০·২৬	২০·৭৪
,, সেপ্টেম্বর	৮৩·৩২	৬১·৫৫	২১·৭৮

বিভিন্ন পণ্যের আমদানী ও রপ্তানী

[দ্রষ্টব্য : বর্ষপঞ্জী প্রকাশের সময় পর্যন্ত ১৯৫৭ সালের বহির্বাণিজ্যের মাত্র জানুয়ারী হইতে নভেম্বর পর্যন্ত খতিয়ান পাওয়া গিয়াছে। তাহাই নীচে দেওয়া হইল—সঃ বঃ]

(লক্ষ টাকায় প্রদর্শিত)

পণ্যের নাম	রপ্তানী	আমদানী
মাংস	৬১	৮
ডেয়ারীজাত পদার্থ	২২	১০,৩৩
মাছ	৪,০০	২,০৬
খাদ্য শস্য ও কলাই	৯	৩৮,৮৭
ফল ও তরকারী	১৭,৩২	১৮,৯৮
চিনি	১৪,৭৫	৮৯,০৩
চা, কফি ও মসলা	১৮৩,৩২	৩,০২
জন্তুর আহার	২,০৩	২
বিবিধ খাদ্যদ্রব্য	৬	৬৪
মদ	...	৮৬
চামড়া	৬,৭৭	১,১১
তৈলবীজ	১৭	১১,৩৬
কাঁচা রবার	২	৪,০২
কাঠ	১,৫৭	২,৮০
কাগজের মণ্ড	...	৪,০২
রেশম	৩২	৫৫
পশম	১২,৬৬	১২,১০
তুলা	১৮,০২	৪৬,৪০
পাট	৯	৬,৩৯
জমির সার	১০,৮১	৮,২২
লৌহ আকরিক	১১,২৭	৪
লৌহ ও ইস্পাত স্ক্র্যাপ্	২,৬০	৫৮
লৌহেতর আকরিক	৩২,৭২	১৯
কয়লা	৫,১৯	৬
পেট্রোলিয়াম	৬,১৮	৬৯,৫৯
উদ্ভিজ্জ ও জান্তব তৈল	১২,৪৯	৫,৫৪
রসায়ন দ্রব্য	৬০	২৭,৩৭

পণ্যের নাম	রপ্তানী	আমদানী
রং	৩৬	১৩,০৭
ঔষধ	৯৯	১৫,৪৩
নির্যাস-তৈল	২,৭০	১,২৬
চামড়ার জিনিস	২০,৫৫	৮৪
রবারের জিনিস	১৩,৪০	২৯৩
কাগজ	৮০	১২,১৬
সুতা	৮,৬৫	১৮,১৫
কার্পাস বস্ত্র	৬২,৬৩	২,২৮
কাঁচ	...	৯৫
কাঁচের জিনিস	২১	৬৪
লৌহ ও ইস্পাত	১৪	১৫৬,৬২
তামা	৩	১৭,০৫
নিকেল	...	৬২
এলুমিনিয়াম	২	৭,৫০
সীসা	২	২,০০
দস্তা	২	৬,৬৫
টিন	১	৪,৫৬
যন্ত্রপাতি	৯০	১৫৫,৪০
মোটর গাড়ী	১৫	৩৫,১৩
রেল গাড়ী	...	২৩,০৮
জুতা	২,৬৬	১
বৈজ্ঞানিক যন্ত্র	৭	৫,৫৯
ফটোগ্রাফির জিনিস	১	৩,৫১

বিভিন্ন দেশের সহিত ভারতের বাণিজ্য—১৯৫৭ সালের জানুয়ারী হইতে নভেম্বর পর্যন্ত ১১ মাসের হিসাব।

(লক্ষ টাকায় প্রদর্শিত)

দেশের নাম	রপ্তানী	আমদানী
যুক্তরাজ্য	১৪৯,৩১	২১১,৮৬
পশ্চিম পাকিস্তান	৩,২৭	১৮৯
পূর্ব পাকিস্তান	২,৮৭	৯,৭৮

দেশের নাম	রপ্তানী	আমদানী
সিংহল	১৪,৩৮	৫,১৫
সিঙ্গাপুর	৮,৮৮	১১৯২
মালয়	৩,৯৯	১৩,৩৯
কানাডা	১৩,০৬	১২,০৬
অষ্ট্রেলিয়া	২৩,১৭	১৫,৫৭
নিউজীল্যাণ্ড	৬,২৬	২,২৯
সোভিয়েট্ রাশিয়া	১৭,০৮	২১,২২
সুইডেন	১,৪৬	১১,১৫
নরওয়ে	৬২	৪,৩৮
আয়রল্যাণ্ড	৫,২৪	৯
পোল্যাণ্ড	১,১৫	৪,৬৯
ডেনমার্ক	১,৭৮	৪০৯
পশ্চিম জার্মানী	১৫,১৫	১১১,৬৬
পূর্ব জার্মানী	৯৩	৬৭
নেদারল্যাণ্ডস্	৮,২৩	১২,২৫
বেলজিয়াম	৫,৮১	২০,১০
ফ্রান্স্	৯,৯৫	১৯,৬৫
ইটালী	৬,৬০	২৭,৩০
অষ্ট্রিয়া	২৭	৪,৫০
চেকোশ্লোভাকিয়া	৩,৮৮	৫,৪৮
তুরস্ক	২,৮০	৫
সৌদি আরেবিয়া	৫,০৫	১২,৫৫
ইরাণ	৫,৭৬	৫০,১৪
ব্রহ্ম	১৩,৪০	১১,৮৮
ইন্দোনেশিয়া	৫,৪৩	৩,৩৪
থাইল্যাণ্ড	৩,১৯	৫৪
জাপান	২৬,১৮	৪৯,৫০
চীন	৪,৬২	৪,০২
মিশর	৯,৯৭	১০,১৪
সুদান	৭,৭৪	৭,৩৮
যুক্তরাষ্ট্র	১১৫,৭৫	১৪৫,০৫

দেশের অর্থনীতি

অর্থনীতির দিক দিয়া ১৩৬৪ সাল ভারতের পক্ষে অতি সংকটপূর্ণ বৎসর গিয়াছে। অর্থনীতির উপর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার যে চাপ ১৩৬৩ সালে প্রকাশ পাইয়াছিল, তাহা ১৩৬৪ সালে গুরুতর আকার ধারণ করে। উন্নয়ন প্রচেষ্টাকে রূপায়িত করিবার জন্য বিদেশ হইতে বহু যন্ত্রপাতি ও কাঁচামাল আমদানী করিতে হয়। ইহা ব্যতীত ১৩৬৪ সালে অনাবৃষ্টির জন্য দেশের মধ্যে খাদ্যশস্যের অনটন দেখা দেয়। তজ্জন্য বিদেশ হইতে বহুল পরিমাণে খাদ্যশস্য আমদানী করিতে হয়। আমদানী বাণিজ্যের পরিমাণ এইভাবে বৃদ্ধি পায়, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রপ্তানী বাণিজ্য আনুপাতিকভাবে বৃদ্ধি না পাওয়ায়, বহির্বাণিজ্য-ক্ষেত্রে অসাধারণ ঘাটতি প্রকাশ পায়। ইহার প্রতিক্রিয়া আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার মজুত ভাণ্ডারের উপর প্রতিফলিত হয়। বস্তুতঃ ১৩৬৪ সালে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার মজুত ভাণ্ডার দ্রুত হ্রাস পাইয়া ক্রমশঃ অত্যন্ত সংকীর্ণ হইয়া আসে। আমাদের এই দুর্দিনে আমরা আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার ও বিশ্বব্যাঙ্কের নিকট হইতে কিছু পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ধার পাইলাম বটে, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও আমাদের বৈদেশিক মুদ্রার মজুত ভাণ্ডার প্রায় ৩০০ কোটি টাকা কমিয়া যায়। ইহার সমাধানকল্পে তদানীন্তন অর্থসচীব শ্রীকৃষ্ণমাচারী বৈদেশিক মুদ্রা আহরণের জন্য বিদেশে সফর করেন। এই সফরের ফলে যদিও আমরা কিছু পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্য পাইয়াছি, তথাপি আমাদের সামগ্রিক প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে ইহার সম্পর্ক আকাশ-পাতাল। এদিকে বৈদেশিক মুদ্রা সংরক্ষণের জন্য সরকার নিত্য ব্যবহার্য ভোগ্য সামগ্রীর আমদানী নিয়ন্ত্রণ ও কোন কোন ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ রহিত করেন। ইহার প্রতিক্রিয়ায় এই সকল দ্রব্যের মূল্য অসাধারণ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

এদিকে পরিকল্পনার খরচ যোগাইবার জন্য সরকার ১৩৬৪ সালে প্রায় ৯০ কোটি টাকার নূতন কর ধার্য করেন। ইহা দেশের শিল্প, বাণিজ্য ও জনসাধারণকে বিশেষভাবে প্রপীড়িত করে। কর-শৃঙ্খলিত পণ্যসমূহের মূল্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পায়, এবং ইহার ফলে ইহাদের চাহিদা কমিয়া যায়। চাহিদা কমিয়া যাওয়া হেতু অবিক্রীত মালের পরিমাণ বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়। প্রস্তুত মাল বিক্রীত না হওয়ায়, শিল্পসমূহের কর্মবাহক পুঁজির অভাব ঘটে। এদিকে ব্যাঙ্ক রেট বৃদ্ধি পাওয়ায় সুদের হার বাড়িয়া যায়। তাহার ফলে শিল্পসমূহকে

অধিক সুদহারে কর্মবাহক পুঁজির জন্য টাকা ধার করিতে হয়। ইহার প্রতিঘাত গিয়া পড়ে শিল্পসমূহের মুনাফার উপর। প্রায় অধিকাংশ শিল্পেরই মুনাফা বিশেষভাবে হ্রাস পায়।

এই পরিস্থিতির প্রতিক্রিয়ায় ভারতে শিল্পজাতদ্রব্য সামগ্রীর উৎপাদন গতি ব্যাহত হয়। ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বর মাসে শিল্পজাত দ্রব্যসামগ্রী উৎপাদনের সূচক-সংখ্যা (১৯৫১=১০০) ১৩৬ ছিল। ১৯৫৭ সালে উহা ক্রমাগত বৃদ্ধি পাইয়া জুন মাসে ১৬৮.৫-এ পৌছায়। কিন্তু পরবর্তী মাসসমূহে উহা ক্রমাগত হ্রাস পাইতে-পাইতে সম্পূর্ণ বৎসরের সূচক-সংখ্যা মাত্র ১৩৬.৯-এ দাঁড়ায়। ১৯৫৭ সালে ভারতীয় শিল্পসমূহের গতিপ্রকৃতি এই সূচকসংখ্যার মধ্যেই প্রতিফলিত হইতেছে।

উন্নয়নমূলক ব্যয়ের নিমিত্ত টাকা সংগ্রহের জন্য সরকার যে কেবল করই বসাইলেন, তাহা নহে। ঘাটতি ব্যয়নীতি অবলম্বনহেতু মুদ্রাস্ফীতিও ঘটাইলেন। ১৯৫৭ সালের জানুয়ারী মাসে প্রচলিত নোটের মোট পরিমাণ ছিল ১৫০৩.৭৭ কোটি টাকা। ১৯৫৮ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে ইহা গিয়া পৌছায় ১৫৬৯.৯০ কোটি টাকায়। একদিকে সরকারী ব্যয় বৃদ্ধির ফলে মুদ্রাস্ফীতি ও অপরদিকে নিত্য ব্যবহার্য ভোগ্যসামগ্রীর অভাব—এই অসঙ্গতিজনক অবস্থার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাহাতে দ্রব্যমূল্য স্বভাবতই উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়। চাউল, কাপড়, তৈল, চিনি প্রভৃতি সকল পণ্যেরই দাম বাড়িয়া যায়। ইহার ফলে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালী ১৩৬৪ সালে উৎকট হইয়া উঠে। গত কয়েক বৎসর দ্রব্যমূল্যের হার কি পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহা নিম্নে প্রদত্ত তালিকা হইতে পরিষ্কারভাবে বোঝা যাইবে।

১৯৫২-৫৩ সালের মূল্যমানকে '১০০' ধরিয়া

	জুন ১৯৫৫	এপ্রিল ১৯৫৬	ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭	ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮
খাদ্যদ্রব্য	৮৩.৭	৯৫.৩	১০৩.১	১০১.৪
মদ ও তামাক	৮২.৩	৭৮.৫	৮৬.৩	৯৬.৭
কয়লা	১০০.০	১০১.০	১২১.০	১৩০.০
খনিজ তৈল	৯৭.০	৯৭.০	৯৮.৭	১০৮.০
রেড়ীর তৈল	৫০.০	৮৩.০	১০৯.০	৯৮.০
কাঁচা মাল	৯৩.৩	১১০.৪	১১৭.২	১১০.৮
প্রস্তুত মাল	৯৮.২	১০২.৭	১০৬.৭	১০৭.৫
সামগ্রিক সূচক সংখ্যা	৮৯.৭	৯৯.৫	১০৬.১	১০৪.৯

বৈদেশিক মুদ্রার ঘাটতি ও পরিকল্পনা

সঞ্চিত বৈদেশিক মুদ্রা ভাণ্ডারের পরিমাণ আশঙ্কাজনকভাবে হ্রাস পাওয়ার ফলে উন্নয়নমূলক কার্যের সম্প্রসারণ ব্যাহত হইবার উপক্রম হইয়াছে। কারণ, মূল্যবৃদ্ধি হেতু দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বৈদেশিক মুদ্রার প্রয়োজন পূর্বে অনুমিত পরিমাণ অপেক্ষা অনেক বেশী হইবে। ইস্পাত কারখানাগুলির সাজ-সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি আমদানীর জন্য আমাদিগকে অনেক বেশী পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত প্রতিরক্ষা খাতে অপরিহার্য কারণে বর্ধিত ব্যয়ের দরুণ বেশ কিছু পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা খরচ হইবে। পূর্বে মোট ১১০০ কোটি টাকার মত বৈদেশিক মুদ্রা ঘাটতি পড়িবে বলিয়া অনুমান করা গিয়াছিল; প্রকৃত ঘাটতি তদপেক্ষা অনেক বেশী হইবে। অধিক পরিমাণ বৈদেশিক সাহায্যের উপর বর্তমানে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সাফল্য নির্ভর করিতেছে। ইহা ব্যতীত কঠোরভাবে আমদানী হ্রাস করিয়াও বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চয়ের বিশেষ চেষ্টা চলিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে রপ্তানী বৃদ্ধি করিয়া অধিক পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের অভিযানও সরকার অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু আমদানী হ্রাসের প্রতিক্রিয়ায়, ও দেশীয় বিবিধ দ্রব্যের উপর যে শুল্ক ধার্য করা হইয়াছে তাহার দরুণ পণ্যদ্রব্যের যে মূল্য বৃদ্ধি ঘটিতেছে, তাহাতে বিদেশের হাটে প্রতিযোগিতায় আমাদের পণ্যদ্রব্যের চাহিদা ক্রমশঃ হ্রাস পাইতেছে।

বে-সরকারী উদ্যোগ ঃ বে-সরকারী উদ্যোগের পক্ষে ১৯৫৭ সাল ত্রাসের বৎসর গিয়াছে। এক দিকে সম্পত্তি কর, ব্যয়কর, মূলধনী-মুনাফা কর ও অতিরিক্ত আয়কর প্রভৃতি বে-সরকারী মহলকে বিব্রত করে, ও অপরদিকে উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি ও চাহিদা হ্রাস বে-সরকারী মহলে এক নৈরাশ্যজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। ভারতের প্রধান প্রধান শিল্পের পক্ষে ১৯৫৭ সাল অত্যন্ত উদ্বেগপূর্ণ বৎসর গিয়াছে। পূর্ব বৎসরে চায়ের রপ্তানী ১৪৩৩০ কোটি টাকা হইতে ১০৭.০০ কোটি টাকায় হ্রাস পায়। চটকল সমূহের পক্ষে ইহা লোকসানের বৎসর গিয়াছে। এমন কি যে সকল চটকল গত ৫০ বৎসরের মধ্যে অংশীদারগণকে কখনও ডিভিডেণ্ড হইতে বঞ্চিত করে নাই, সেই সকল চটকলও অংশীদারগণকে ডিভিডেণ্ড দিতে সক্ষম হয় নাই। শ্রমিককে অতিরিক্ত মজুরী প্রদান হেতু কয়লাখনিগুলির আর্থিক অবস্থারও অবনতি ঘটে। অতিরিক্ত উৎপাদনকর স্থাপন হেতু, কাপড়ের চাহিদা কমিয়া যায়, ও কাপড় কলগুলিতে অবিক্রীত মজুত কাপড়ের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ দাঁড়ায়। কেবলমাত্র শর্করা শিল্প এবৎসর ১৩ কোটি টাকা পরিমাণ চিনি রপ্তানী করিতে সক্ষম হইয়াছে।

ও.আর.সি.এল এর

কুমারেশ

ও.আর.সি.এল.লিমিটেড, সালকিয়া, হাওড়া।

রাষ্ট্রীয় আয়-ব্যয়

কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ঃ প্রধানতঃ যেসকল সূত্র হইতে কেন্দ্রীয়, সরকারের আয় সংগৃহীত হয় সেগুলি—(১) আমদানী ও রপ্তানী শুল্ক (২) কৃষি ব্যতীত অন্য আয়ের উপর আয়কর, (৩) করপোরেশন ট্যাক্স, (৪) উৎপাদন শুল্ক, (৫) মৃত্যুকর, (৬) অতিরিক্ত ডিভিডেণ্ড কর, (৭) বোনাস-শেয়ার কর, (৮) মূলধন সম্ভূত কর, (৯) ব্যয় কর, (১০) সম্পত্তি কর ও (১১) দান কর। এই সকল আয়ের সূত্র সংবিধান সম্মত। ইহা ব্যতীত আয়ের সূত্র হিসাবে সংবিধানে অন্যান্য যে সকল বিষয়ের উল্লেখ আছে সেগুলি—পরিবাহিত দ্রব্য সামগ্রী ও যাত্রীদের উপর প্রান্তীয় কর; রেলপথের ভাড়া ও যাত্রীদের উপর কর; ষ্টক্ এক্সচেঞ্জ ও ফিউচার মার্কেটের লেনদেনের উপর ষ্ট্যাম্প ডিউটি ব্যতীত কর; বিল অব্ এক্সচেঞ্জ, চেক্, প্রমিসরি নোট, বিল অব্ লেডিং, লেটার্স অব্ ক্রেডিট, বীমাপত্র, শেয়ার হস্তান্তর, ডিবেঞ্চার, প্রক্সি ও রসিদের উপর কর; সংবাদপত্র ক্রয়-বিক্রয় ও উহাতে প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের উপর কর।

প্রধান সূত্রগুলি হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের আয়ের হিসাবের তালিকা নীচে দেওয়া হইল—

(কোটি টাকায় লিখিত)

খাত	১৯৫১-৫২	১৯৫৫-৫৬	১৯৫৬-৫৭	১৯৫৭-৫৮*	১৯৫৮-৫৯*
আয় কর	১৪৬·১৯	১৩১·৩৫	১৫১·৭৫	১৫৫·৯০	১৬১·৫০
করপোরেশন কর	৪১·৪১	৩৭·০৪	৫১·১৮	৫০·৫০	৫৫·৫০
ব্যয় কর	...	...	...	...	৩·০০
বহির্বাণিজ্য শুল্ক	২৩১ ৬৯	১৬৬·৭০	১৭৩ ২৩	১৮৩·০০	১৭০·০০
উৎপাদন শুল্ক	৮৫·৭৮	১৪৫·২৬	১৯০·৪৩	২৬৪·৫৫	৩০৪·৭৬
রেলভাড়ার উপর শুল্ক	...	...	...	৪·৮৪	৯·২২
সম্পত্তি কর	...	...	...	৯·০০	১২·৫০
মৃত্যু কর	...	১·৮১	২·১১	২·৫২	৩·০০
দান কর	...	...	...	...	৩·০০
ষ্ট্যাম্প ও রেজিষ্ট্রেশন	১·৯৩	১·৭২	২·১৭	২·৯০	৩·০২

* ১৯৫৭-৫৮ সংশোধিত হিসাব ও ১৯৫৮-৫৯ বাজেট হিসাব।

ভূমি রাজস্ব	২'৮৮	০'৮৮	০'৫৪	০'৫২	০'৫২
অন্যান্য খাতে আয়*	৪৯'৫০	৬৯'৭২	৬৯'৪৭	১১৪'০৬	১০২'৬৮
বিবিধ	২'৯৭	০'৩১	১'৭৪	৪'৭৩	৪'২৯
মোট আয়	৫০৯'৪৯	৪৮১'১৯	৫৬৩'২৩	৬৭১'৬৬	৬৮৫'০২

কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয়ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় মোটামুটি নিম্নলিখিত খাতে হইয়া থাকে। যথা, আয়ের উপর প্রত্যক্ষ দাবী, বেসামরিক শাসনকার্য, দেশরক্ষা (সামরিক), সেচকার্য, পূর্ত, জাতিগঠন ও উন্নয়নমূলক কার্য, কারেন্সী ও মুদ্রানির্মাণ, ঋণ পরিশোধ ও সুদ প্রদান, রাজ্য সরকারগণকে অর্থ সাহায্য ইত্যাদি। গত কয় বৎসর বিভিন্ন খাতে কিরূপ ব্যয় হইয়াছে, তাহার হিসাব নীচে দেওয়া হইল—

(কোটি টাকায় লিখিত)

খাত	১৯৫১-৫২	১৯৫৫-৫৬	১৯৫৬-৫৭	১৯৫৭-৫৮†	১৯৫৮-৫৯†
প্রত্যক্ষ দাবী	১২'৮৭	১২'৫১	১৪'৪৫	১৭'৩৫	১৮'৯৯
বেসামরিক শাসন	২৪'১০	৩৩'৫৭	৩৮'০৬	৪২'৮৪	৪৯'৩৩
দেশরক্ষা	১৭০'৯৬	১৭২'২৩	১৯২'১৫	২৬৬'০৫	২৭৮'১৪
ঋণ সম্পর্কিত	৩৯'০০	৪৩'১৪	৩৯'০৬	৩৭'৪৪	৪০'০০
পেন্সন	৮'৫৫	৮'৯৭	৮'৯৬	৯'৩৬	৯'৪০
বিশেষ ব্যয়	৬ ৭৮	...	...	...	১৪'০০
বিবিধ	৫৪'৭৮	৪৮'৮২	৪২'৩৪	৬২'৪২	৬৮'২৪
উন্নয়নমূলক	৪২'৪৯	৮২'৪১	১০৮'০৯	১৮০'৪২	১৮৩'৯৭
রাজ্য সরকার খাতে	১৭'৩১	৩৫'৮৭	২৮'২৬	৪৭'২৬	৪৭'০৩
অন্যান্য খাতে	৪'৫৬	৩'২২	২'৪৬	৩'৪৭	২'৯৪
মোট ব্যয়	৩৮১'৪০	৪৪০'৭৫	৪৭৩'৮৩	৬৬৬'৬১	৭১২'০৪

কেন্দ্রীয় সরকারের আয়-ব্যয়ের ফলাফলঃ কেন্দ্রীয় সরকারের আয়-ব্যয়ের গত কয় বৎসরের ফলাফল নীচে প্রদর্শিত হইল—

(কোটি টাকায় লিখিত)

	১৯৫১-৫২	১৯৫৫-৫৬	১৯৫৬-৫৭	১৯৫৭-৫৮	১৯৫৮-৫৯
আয় ...	৫০৯'৪৯	৪৮১'১৯	৫৬৩'২৩	৬৭১'৬৬	৬৮৫'০২
ব্যয় ...	৩৮১'৪০	৪৪০'৭৪	৪৭৩'৮৩	৬৬৬'৬১	৭১২'০৪
বাড়তি বা ঘাটতি	+১২৮'০৯	+৪০'৪৫	+৮৯'৪০	+৫'০৫	−২৭'০২

* রেলওয়ে, পোষ্ট, টেলিগ্রাফ, কারেন্সী, ও টাঁকসাল।

† ১৯৫৭-৫৮ সংশোধিত হিসাব ও ১৯৫৮-৫৯ বাজেট হিসাব।

কেন্দ্রীয় সরকারের ঋণ ; পূর্বে আয়-ব্যয়ের মধ্যে সমতা রক্ষা করার উপরই অর্থসচিবগণের একমাত্র লক্ষ্য থাকিত। বর্তমানে কিন্তু নানারূপ উন্নয়নমূলক ব্যয়ের বিপুলতার নিমিত্ত এই নীতি পরিত্যক্ত হইয়াছে। এখন নূতনকর স্থাপন দ্বারা রাজস্ব খাতেরই সমতা রক্ষা করার চেষ্টা হয়। মূলধনী খাতে ব্যয়ের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট ট্রেজারী বিল বিক্রয় দ্বারা নূতন টাকার সৃষ্টি করা হয়। ইহা ব্যতীত বাজারে ঋণপত্র বিক্রয় দ্বারাও টাকা তোলা হয়। কিছু টাকা বৈদেশিক ঋণসূত্র হইতেও আসে। ট্রেজারী বিল বিক্রয় দ্বারা নূতন টাকার সৃষ্টি করিয়া ও ঋণপত্র বিক্রয়ের সাহায্যে মূলধনী খাতে ব্যয় করার পদ্ধতিকে "ঘাটতি ব্যয়" (Deficit financing) বলা হয়।

গত কয় বৎসর কেন্দ্রীয় সরকারের ঋণ কি পরিমাণ বাড়িয়াছে, তাহা নীচে প্রদত্ত সামগ্রিক ঋণের হিসাব হইতে বোঝা যাইবে—

(কোটি টাকায় লিখিত)

	১৯৫১-৫২	১৯৫৫-৫৬	১৯৫৬-৫৭	১৯৫৭-৫৮	১৯৫৮-৫৯
ভারতে :					
ঋণপত্র	১৪০২˙১০	১৫০৯˙৬১	১৫৮৮˙৪৫	১৭০১˙২৫	১৮২৬˙৭৯
ট্রেজারী বিল	৩৩৫˙০১	৭১১˙৮৭	৮৬৫˙২৫	১২১৫˙৭০	১৪২০˙৭০
স্বল্প সঞ্চয়	৩৭২˙৫৭	৫৭৪˙৪১	৬৩৮˙২০	৬৯২ ৯৫	৭৯১˙৪৫
অবচয় ও সংরক্ষিত ভাণ্ডার	১৭১˙৪৭	১৮৬˙৭৬	২১৫˙৪১	১৬৬˙৬৮	১৩৮˙০৪
অন্যান্য	৯৩˙০২	১৮৮˙১৭	২০৬˙৭৯	২২৮˙০৮	২৫৪˙৪১
মোট	২৪৭৪˙১৭	৩১৭০˙৮২	৩৫১৪˙১০	৪০০৪˙৬৬	৪৪৩১˙৩৯
বিদেশে :					
ইংলণ্ডে	৩৩˙৪৮	২৩˙২০	২২˙২৫	২২˙৩২	২১˙৪৪
ডলার ঋণ	১১২˙০৪	১১৭˙৫৭	১৩২˙৯৫	১৫৯˙৮৫	৩৬১˙৬৮
সোভিয়েট ঋণ	...	...	৬˙৮৩	১৫˙৩০	৪৫˙৯৮
জার্মান ঋণ	...	...	...	১৪˙০০	৪৪˙০০
অন্যান্য দেশ হইতে	...	...	..	...	১৫˙১৩
মোট ঋণ	২৬১৯˙৬৯	৩৩১১˙৫৯	৩৬৭৬˙১৩	৪২১৬˙১৩	৪৯১৯˙৬২

রাজ্য সরকারসমূহের ঋণ :—কেন্দ্রীয় সরকারের ন্যায় রাজ্য সরকারসমূহও

বাজারে ঋণপত্র বেচিয়া প্রয়োজনমত টাকা তুলিয়া থাকেন। নীচে রাজ্য সরকার-সমূহের বকেয়া ঋণের হিসাব দেওয়া হইল :—

রাজ্য	পরিমাণ	রাজ্য	পরিমাণ
অন্ধ্র	১১,৫৬,৩১,০০০	উত্তরপ্রদেশ	৮৩,৭৪,৬৩,০০০
বিহার	৪,৯৮,৪৬,০০০	মাদ্রাজ	৫৬,২৬,৪২,০০০
বোম্বাই	৫১,৬৭,৭৯,০০০	পশ্চিম বঙ্গ	২২,০৫,৪১,০০০
মধ্যপ্রদেশ	১১,০৭,৩৯,০০০	মহীশূর	২৫,০৯,৪৫,০০০
পাঞ্জাব	২,০৩,৮৬,০০০	রাজস্থান	৩,১৫,০৩,০০০
উড়িষ্যা	৩,০৫,৯৯,০০০	কেরল	৫,৫০,৩৪,০০০

সমস্ত রাজ্যসমূহের মোট ঋণ—২,৮০,২১,৮৩,০০০ টাকা।

১৯৫৭-৫৮ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটের সংশোধিত হিসাব : ১৯৫৭ সালের মে মাসে তদানীন্তন অর্থসচিব শ্রীকৃষ্ণমাচারী কেন্দ্রীয় সরকারের ১৯৫৭-৫৮ সালের যে বাজেট পেশ করিয়াছিলেন, তাহাতে চলতি ট্যাক্স অনুযায়ী আয়ের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় সরকারের ৩৩·১০ কোটি টাকা ঘাটতি হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছিল। এই ঘাটতি পূরণের জন্য প্রায় ৮৮·৫ কোটি টাকার (তন্মধ্যে ১৫ কোটি টাকা রাজ্য সরকারসমূহকে দিবার বিধায় ছিল) মত নূতন করস্থাপন করা হয়। বাজেটে মোট আয়ের পরিমাণ ধরা হইয়াছিল ৭০০ কোটি ৪ লক্ষ টাকা, ও ব্যয়ের পরিমাণ ৬৫৫ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। ১৯৫৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারী তারিখে অর্থসচিব হিসাবে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু যে সংশোধিত হিসাব পেশ করেন তাহা হইতে প্রকাশ পায় ১৯৫৭-৫৮ সালের আয় ২৪ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা বৃদ্ধি পাইয়া ৭২৪ কোটি ৬০ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইবে। কিন্তু আয় বৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও বরাদ্দকৃত উদ্বৃত্তের পরিমাণ হ্রাস পাইয়া মাত্র ৫ কোটি ২ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। ইহার কারণ, বরাদ্দকৃত ব্যয় ৬৫৫ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা হইতে বৃদ্ধি পাইয়া ৭২৯ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকায় দাঁড়াইয়াছে। ব্যয় বৃদ্ধির কারণ হিসাবে বলা হইয়াছে যে ফিনান্স কমিশনের নির্দেশ মত রাজ্য সরকার সমূহকে কেন্দ্রীয় সরকারের ৩৪ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা অধিক দিতে হইয়াছে, ও বরাদ্দকৃত ব্যয় অপেক্ষা সামরিক ব্যয় ১৩ কোটি ৩৪ লক্ষ টাকা, এবং অসামরিক বিভাগসমূহের ব্যয় ৩৩ কোটি ৯৫ লক্ষ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের ১৯৫৮-৫৯ সালের বাজেট : অর্থসচিব হিসাবে প্রধানমন্ত্রী ১৯৫৮-৫৯ সালের যে বাজেট পেশ করেন তাহাতে চলতি ট্যাক্স অনুযায়ী আয়ের পরিমাণ ৬৭৯ কোটি টাকা ও ব্যয়ের পরিমাণ ৭১২ কোটি টাকা

ধরিয়া ৩৩ কোটি টাকা ঘাটতি বরাদ্দ করেন। এই ঘাটতির কতকাংশ পূরণের জন্য তিনি কতকগুলি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর স্থাপনের প্রস্তাব করেন। উহার ফলে ১৯৫৮-৫৯ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের ঘাটতি ৬ কোটি টাকা হ্রাস পাইয়া ২৭ কোটি টাকা দাঁড়াইবে এইরূপ মনে করা হইয়াছে। (বিশেষ বিশেষ খাতে আয়-ব্যয়ের হিসাব পরিমাণের জন্য ৩৬১ ও ৩৬২ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত তালিকা দেখুন)।

১৯৫৮-৫৯ সালে প্রত্যক্ষ কর হিসাবে দান-কর বসান হইয়াছে। কোন এক বৎসরে ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত দান করা হইলে, তাহা এই করের আওতা হইতে রেহাই পাইবে। দান কর হইতে তিন কোটি টাকা আমদানী হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে। এতদিন পর্যন্ত একলক্ষ টাকা মূল্য পরিমাণ সম্পত্তি মৃত্যুকর হইতে রেহাই দিবার ব্যবস্থা ছিল। ১৯৫৮-৫৯ সাল হইতে উহার পরিমাণ হ্রাস করিয়া ৫০ হাজার টাকা করা হইয়াছে।

পরোক্ষ কর হিসাবে ১৯৫৮-৫৯ সালে সিমেণ্টের উপর উৎপাদন শুল্ক টন প্রতি ২০ টাকা হইতে বৃদ্ধি করিয়া ২৪ টাকা করা হইয়াছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে সিমেণ্টের উপর ষ্টেট্ ট্রেডিং করপোরেশন কর্তৃক ধার্য "অতিরিক্ত শুল্ক" বা সারচার্জ প্রত্যাহার করা হইয়াছে। সুতরাং উৎপাদন শুল্ক বৃদ্ধি হেতু সিমেণ্টের মূল্য বৃদ্ধি পাইবে না। ইহা ব্যতীত কারখানা হইতে যে বনস্পতি বাজারে ছাড়া হইবে, তাহার প্রথম ৩০০ টনের উপর উৎপাদন শুল্ক হ্রাস করা হইয়াছে। ইহার ফলে বনস্পতির উপর মোট উৎপাদন শুল্ক ২৪ লক্ষ টাকা হ্রাস পাইবে।

মূলধনী বাজেট ঃ ভারত সরকারে বাজেটের এই যে বিবরণ দেওয়া হইল তাহা উহার নিত্যনৈমিত্তিক বাজেট। কিন্তু পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য এই বাজেটে বরাদ্দকৃত টাকা ব্যতীতও বহুল পরিমাণ টাকা প্রতি বৎসর সরকারকে ব্যয় করিতে হয়। সরকার পূর্বে যে সকল ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন তাহা পরিশোধের জন্যও প্রায় প্রতি বৎসর উহার অনেক টাকা দরকার হয়; ১৯৫৮-৫৯ সালের বাজেট অনুসারে এইসব কাজে ৭৭৩ কোটি টাকা ব্যয়িত হইবে। পূর্ব বৎসর (১৯৫৭-৫৮) সালে ব্যয়ের পরিমাণ ছিল ৮৩৯ কোটি টাকা। ১৯৫৮-৫৯ সালে মূলধনী বাজেটে আমদানীর পরিমাণ ধরা হইয়াছে ৬৩১ কোটি টাকা। তন্মধ্যে ১৪৫ কোটি টাকা বাজার হইতে ঋণপত্র বিলি করিয়া তোলা হইবে। ৩২৫ কোটি টাকাবৈদেশিক সাহায্য হইতে আমদানী হইবে বলিয়া আশা করা হইয়াছে। বৈদেশিক সাহায্যের মধ্যে ১৩ কোটি ৫৬ লক্ষ টাকা রেলপথ পরিকল্পনা খাতে দ্বিতীয় দফা ঋণ হিসাবে বিশ্বব্যাঙ্ক দিবে, ৩৫ কোটি টাকা ভিলাই ইস্পাত কারখানা নির্মাণের জন্য সোভিয়েট সরকার দিবে, ও ১৯০ কোটি ৮৫ লক্ষ টাকা যুক্তরাষ্ট্র দিবে।

বিভিন্ন রাজ্যসরকারের আয়-ব্যয়ের খতিয়ান

রাজ্য	মোট রাজস্ব আদায় (কোটি টাকা)		মোট ব্যয় (কোটি টাকা)	
	১৯৫৭-৫৮	১৯৫৮-৫৯	১৯৫৭-৫৮	১৯৫৮-৫৯
অন্ধ্র	৫৯·৯৮	৬২·৪৬	৫৬·৮৬	৬১·৬৭
আসাম	২৭·৬৫	২৮·৪৫	২৮·৮৭	২৭·৫৭
বিহার	৪৯·৯০	৬১·১৩	৬০·৭১	৫৫·৬৫
বোম্বাই	১১৫·৪৭	১১৮·০২	১০৯·৯০	১২০·০৩
কেরালা	২৮·৭৯	৩২·৫৬	২৮·৯৯	৩৩·১১
মধ্যপ্রদেশ	৪৮·৯৭	৫৩·৭৯	৪৮·৭৩	৫২·৬৯
মহীশূর	৪২·০৬	৪৯·১২	৪৩·৭৭	৪৮·৯৮
উড়িষ্যা	২৩·৪৩	২৬·৭১	২২·৭৭	২৬·১৫
পাঞ্জাব	৪০·৪৩	৪৫·৮৩	৩৭·৮৫	৪৭·৯১
রাজস্থান	৩০·০১	৩৩·২৪	৩১·৫৭	৩৩·০৪
উত্তরপ্রদেশ	৯৫·৮০	৯৯·৪১	৯৫·৮০	১০৩·৯৫
পশ্চিমবঙ্গ	৬৯·০০	৬৭·৯৭	৭১·৬৬	৭১·৭৯
মাদ্রাজ	৫৯·৮১	৬৩·৩৪	৫৯·৭৬	৬৩·১৯
মোট	৬৯১·৩০	৭৪২·০৫	৬৯৭·২৪	৭৪৫·৭৫
জম্মু ও কাশ্মীর	৮·৬৪	১০·৯৮	৮·৩৮	৯·০৪
সর্বমোট	৬৯৯·৯৪	৭৫৩·০৩	৭০৫·৬২	৭৫৪·৭৯

যেখানে গুণের বিচার
সেখানে সকলেই
পছন্দ করেন
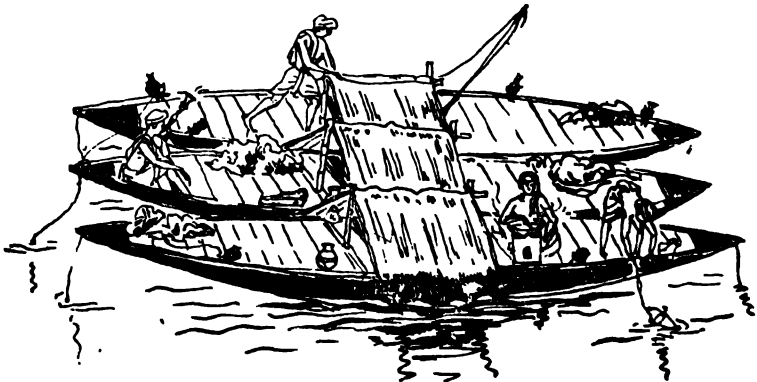
ব্যাঙ্কিং ও কারেন্সী ক্রেডিট

নানাদিক দিয়া ১৯৫৭ সাল ভারতীয় অর্থনীতির পক্ষে উদ্বেগপূর্ণ বৎসর হইলেও, ভারতের ব্যাঙ্কসমূহ এই বৎসর মোটামুটি সন্তোষজনক ভাবে ব্যবসা পরিচালনা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ব্যাঙ্কিং জগতের পরিস্থিতি আলোচনা প্রসঙ্গে গতবৎসর "বর্ষপঞ্জী"তে লেখা হইয়াছিল—"মরসুমের সময় অন্যান্য বৎসরের তুলনায় ১৯৫৬ সালে ব্যাঙ্কসমূহকে অনেক অধিক পরিমাণ টাকার চাহিদা মিটাইতে হয়। যদিও ব্যাঙ্কসমূহ এই চাহিদা সুষ্ঠুভাবে মিটাইতে সক্ষম হয়, তথাপি ইহা ব্যাঙ্কসমূহের পক্ষে খুব সহজসাধ্য ব্যাপার হয় নাই। তাহার কারণ ব্যাঙ্কসমূহ সাধারণতঃ একের নিকট হইতে যাহা আমানতরূপে গ্রহণ করে, অপরকে তাহা কর্জহিসাবে প্রদান করে। কিন্তু ১৯৫৬ সালে চাহিদার উর্ধ্বগতির সঙ্গে ব্যাঙ্কসমূহের আমানতমূল সরবরাহ বিশেষ বৃদ্ধি পায় নাই। ১৮৩ কোটি টাকা কর্জ-দাদন বৃদ্ধির বিপক্ষে আমানত বৃদ্ধি পাইয়াছিল মাত্র ৩৯ কোটি টাকা। আনুপাতিক ভাবে আমানত বৃদ্ধি না পাওয়ায় ব্যাঙ্কসমূহকে বিনিযুক্ত তহবিল ভাঙিয়া ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে কর্জ গ্রহণ করিয়া উক্ত চাহিদা মিটাইতে হইয়াছিল।" ১৯৫৭ সালে ইহার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। অভূতপূর্ব ভাবে ব্যাঙ্ক-সমূহের সঙ্গতির যথেষ্ট উন্নতি ঘটে। ইহা তপশীলভূক্ত ব্যাঙ্কসমূহের নিম্নলিখিত হিসাব হইতে প্রকাশ পাইতেছে—

	মার্চ শেষ ১৯৫৮	মার্চ শেষ ১৯৫৭	বৃদ্ধি (+) বা হ্রাস (−)
আমানত—			
চলতি ...	৭২৯·৯৯	৭০০·১৩	+ ২৯·৮৬
মেয়াদী ...	৭১৯·৬৪	৪৭১·১৯	+২৪৮·৪৫
মোট—	১৪৪৯·৬৩	১১৭১·৩২	+২৭৮·৩১
রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে গৃহীত ঋণ ...	৪২·০০	১০৩·১৬	— ৬১·১৬
রোক ও রিজার্ভ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত ...	১০৫·০৯	৮৮·৮২	+ ১৬·২৭
বিনিযুক্ত তহবিল ...	৪৪০·৩৬	৩৪৭·৪১	+ ৯২·৯৫
দাদন ...	৮০৫·৮৯	৭২১·৭৭	+ ৮৪·১২
ক্রীত বিল ...	১৫৬·৪৩	১৭৫·৯৯	— ১৯·৫৬

উপরোক্ত হিসাব তালিকা হইতে দেখা যাইবে যে এ বৎসর তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক-সমূহের কর্জ-দাদন বৃদ্ধি পাইয়াছিল মাত্র ৮৪·১২ কোটি টাকা, কিন্তু তাহার বিপক্ষে আমানত বৃদ্ধি পাইয়াছিল ২৭৮·৩১ কোটি টাকা। ব্যাঙ্কসমূহের স্বচ্ছলতা এই ভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায়, এই বৎসর ব্যাঙ্কসমূহ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিকট হইতে গৃহীত ঋণ ৬১·১৬ কোটি টাকা প্রত্যর্পণ করিতে সক্ষম হয়। কিন্তু ব্যাঙ্কসমূহের আমানতের এ বৎসর এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। পূর্ব বৎসরে চলতি আমানত মোট আমানতের ৬০ শতাংশ ছিল। এ বৎসর কিন্তু মেয়াদী আমানতের পরিমাণ অভূতপূর্বভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায়, চলতি আমানতের অনুপাত ৫০ শতাংশে হ্রাস পায়। মেয়াদী আমানতের উপর ব্যাঙ্কসমূহকে সব সময় অধিকতর সুদ হার দিতে হয়। সুতরাং এ বৎসর যদিও আমানত বৃদ্ধি হেতু ব্যাঙ্কসমূহের স্বচ্ছলতা আসিয়াছে, তথাপি ব্যাঙ্কসমূহকে এ বৎসর আনুপাতিকভাবে অধিকতর সুদ প্রদান করিতে হইয়াছে। কর্জ-দাদনের দিক হইতেও এ বৎসর পরিবর্তন ঘটিয়াছে। পূর্ব বৎসর মোট কর্জ-দাদন মোট আমানতের ৬১ শতাংশ ছিল, আলোচ্য বর্ষে ইহা দাঁড়াইয়াছিল ৫৫ শতাংশ। ব্যাঙ্কসমূহের আয় উৎপাদনের উৎস হিসাবে কর্জ-দাদনের পর বিনিযুক্ত তহবিল। মোট আমানতের শতাংশ হিসাবে বিনিযুক্ত তহবিলের পরিমাণও এ বৎসর ২৯ হইতে ৩০-এ দাঁড়ায়।

সাধারণতঃ মরসুমের সময় উত্তীর্ণ হইলে ব্যাঙ্কসমূহের উপর চাহিদার চাপ হ্রাস পায়। ১৯৫৬ সালে কিন্তু ভাঁটার সময় চাহিদার চাপ হ্রাসের বিশেষ লক্ষণ প্রকাশ পায় নাই মরসুমের সময়ের তুলনায় উক্ত বৎসর ভাঁটার সময় চাহিদার পরিমাণ মাত্র ৮ কোটি হ্রাস পাইয়াছিল। ১৯৫৭ সালে কিন্তু ব্যাঙ্কসমূহের কর্জ-দাদনের পরিমাণ মরসুমের সময়ের তুলনায় ভাঁটার সময় ৯৮ কোটি টাকা হ্রাস পায়। ১৯৫৬ সালের পূর্বের তিন বৎসরে ইহা যথাক্রমে ৮০ কোটি, ৪৩ কোটি ও ৩৫ কোটি টাকা হ্রাস পাইয়াছিল।

যোগানের স্বচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও ১৯৫৭ সালে টাকার বাজারে সুদের হারের কোন অবনতি ঘটে নাই। বরং ১৯৫৭ সালে সুদ হার পূর্ব বৎসর অপেক্ষা বৃদ্ধিই পাইয়াছিল। ১৬ই মে হইতে ব্যাঙ্ক রেট শতকরা ৩৷৷০ হইতে ৪৲ টাকায় বর্ধিত করা হয়। কলিকাতায় কল মনির হার নভেম্বর মাসের এক সময় ৫৵০ পর্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। বৎসরের অধিকাংশ সময়েই ইহার হার ৩৷৷০ হইতে ৪৷০ ছিল—যদিও কোন কোন সময় সাময়িকভাবে ২৸০ পর্যন্ত নামিয়াছিল। বোম্বাই-এ কল মনির সর্বোচ্চ হার ছিল ৪৸০ ও সর্বনিম্ন হার ২৷০। বৎসরের শেষের দিকে মেয়াদী আমানতের উপর ব্যাঙ্কসমূহের সর্বোচ্চ সুদ হার কলিকাতায় ৪৷৷০ হইতে ৪৸০, বোম্বাইয়ে ৪৷৷৴০ হইতে ৪৸৴০ ও মাদ্রাজে ৪৷৷০ হইতে ৫৲

টাকা ছিল। বাজারে হুণ্ডীর বাট্টা হার কলিকাতায় শতকরা ১২৲, বোম্বাই-এ ৯৸০ হইতে ১১।০ ও মাদ্রাজে ১২৸৵০ ছিল।

গত কয়েক বৎসরের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৭ সালে জনসাধারণের মধ্যে কি পরিমাণ টাকা প্রচারিত ছিল, তাহা নীচে দেখান হইল—

(কোটি টাকার লিখিত)

বৎসর	কারেন্সী	আমানত	মোট অর্থের যোগান	প্রতি সালে বৃদ্ধি বা হ্রাস
১৯৫০-৫১	১৩৩৯'১৯	৬৪০'৩০	১৯৭৯'৪৯	+১১৮'৮৪
১৯৫১-৫২	১২১৬'৫৭	৫৮৭'২২	১৮০৩'৭৯	−১৭৪'৯২
১৯৫২-৫৩	১১৯৯'২৫	৫৬৫'৪৬	১৭৬৪'৭১	− ৩৯'০৮
১৯৫৩-৫৪	১২২৯'৪৩	৫৬৪'৫৪	১৭৯৩'৯৭	+ ২৯'২৬
১৯৫৪-৫৫	১৩৯১'৭৭	৬০৮'৮৬	১৯২০'৬৩	+১২৬'৬৫
১৯৫৫-৫৬	১৫০৫'০৯	৬৭৯'২২	২১৮৪'৩১	+২৬৩'৬৮
১৯৫৬-৫৭	১৫৫০'৪৭	৭৫১'৩৭	২৩০১'৮৪	+১১৭'৫২
১৯৫৭-৫৮	১৫৭৯'১৩	১৪৪৯'৬৩	৩০২৮'৭৬	+৭২৬'৯২

কারেন্সী প্রচলন ও ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণ

দেশের অর্থনীতি যাহাতে বাঁধা অবস্থায় থাকে, তাহার জন্য দেশের টাকার বাজারকে সব সময় সুশৃঙ্খলিত ও সুস্থিত অবস্থায় রাখিতে হয়। এই দায়িত্ব রিজার্ভ ব্যাঙ্কের উপর ন্যস্ত আছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সাধারণতঃ কারেন্সী প্রচলন ও ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণ—এই উভয়বিধ উপায়ের দ্বারা ইহা সাধন করে। ১৯৫৬ সালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কিভাবে এই কাজ সাধন করিয়াছে তাহা বুঝিতে হইলে নীচের হিসাব তালিকার প্রতি তাকাইতে হইবে—

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার হিসাব

প্রচলন বিভাগ

(কোটি টাকার সমষ্টিতে)

	মার্চ ১৯৫৬	মার্চ ১৯৫৭	মার্চ ১৯৫৮
দায় ঃ			
প্রচলিত নোট	১৪৬৬'৬৪	১৫২৬'০৯	১৫৭৯'১৩
ব্যাঙ্কিং বিভাগে রক্ষিত নোট	১১'৭৭	১১'৭৭	১০'২১
মোট নোটের পরিমাণ	১৪৭৮'৪১	১৫৩৭'৮৬	১৫৮৯'৩৪

সম্পত্তি ঃ

(কোটি টাকার সমষ্টিতে)

	মার্চ ১৯৫৬	মার্চ ১৯৫৭	মার্চ ১৯৫৮
স্বর্ণমুদ্রা ও স্বর্ণপিণ্ড	৪০'০২	১১৭'৭৬	১১৭'৭৬
বৈদেশিক সম্পত্তি	৬৫৬'৪২	৪১২'৫২	১৭১'১৯
রৌপ্য মুদ্রা	১০৩'১৫	১২২'৬১	১২৯'২৯
সরকারী ঋণপত্র	৬৭৮'৮২	৮৮৪'৯৭	১১৭১'১০
মোট সম্পত্তি	১৪৭৮'৪১	১৫৩৭'৮৬	১৫৮৯'৩৪

ব্যাঙ্কিং বিভাগ

(কোটি টাকার সমষ্টিতে)

	মার্চ ১৯৫৬	মার্চ ১৯৫৭	মার্চ ১৯৫৮
দায় ঃ			
গৃহীত মূলধন	৫'০০	৫'০০	৫'০০
সংরক্ষিত ভাণ্ডার	৫'০০	৫'০০	৮০'০০
আমানত ঃ কেন্দ্রীয় সরকারের	৬৭'৩৪	৬৪'৫৭	৪৮'৩৩
„ অন্যান্য সরকারের	৬২'০৩	৩১'৯৫	৫৪'৮৫
„ ব্যাঙ্কসমূহের	৫৩'২৪	৫৭'৭৭	৬৭'৮৩
„ অপরের .	১৬'৬৮	৭৪'২৮	১১৭'৫২
অন্যান্য দায়	৩৯'৪৬	১৬১'০২	৯১'৪৬
মোট দায়	২৫৮'৭৭	৩৯৯'৫৯	৪৬৫'৯৯
সম্পত্তি ঃ			
নোট ও মুদ্রা	১১'৯২	১১'৮৫	১০'২১
বৈদেশিক সম্পত্তি	৮৯'৭২	১১৪'৩১	৯৫'৮১
সরকারকে দাদন	...	৭'৬২	২১'২৩
অপরকে দাদন	৭৯'৯৪	১২৭'৮৭	৭৮'৪০
বিনিযুক্ত তহবিল	৪৭'১৯	১২১'২২	২৩৮'৪৪
ক্রীত বিল	১২'২৩	২'৯৮	৭'৬৮
অন্যান্য সম্পত্তি	১৭'৭৭	১৩'৬১	১৪'০৮
মোট সম্পত্তি	২৫৮'৭৭	৩৯৯'৫৯	৪৬৫'৯৯

উপরে প্রদত্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রচলন বিভাগের হিসাব তালিকা হইতে দেখিতে

পাওয়া যাইবে যে, ১৯৫৭ সালের মার্চ হইতে ১৯৫৮ সালের মার্চ মাসের অন্তর্বর্তীকালে (মোটামুটি ১৩৬৪ সালে) নোট প্রচারের পরিমাণ ৫৩'০৪ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। সম্পত্তির দিকে তাকাইলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, উক্ত সময়ের মধ্যে বৈদেশিক সম্পত্তির (মোটামুটি ষ্টার্লিং সিকিউরিটি) পরিমাণ বৃদ্ধি না পাইয়া হ্রাসই পাইয়াছে। সুতরাং ইহা হইতে বোঝা যাইতেছে যে, এই অতিরিক্ত নোট প্রচারের জন্য অন্য সম্পত্তি বৃদ্ধি করিতে হইয়াছে। রৌপ্য মুদ্রা ৬'৬৮ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং প্রায় সমস্ত নোট প্রচার করা হইয়াছে কোম্পানীর কাগজ ও ট্রেজারী বিল বৃদ্ধি করিয়া। নোট প্রচারের জন্য গত কয়েক বৎসর কেন্দ্রীয় সরকার কি পরিমাণ ট্রেজারী বিল রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে বিক্রয় করিয়াছেন, তাহার হিসাব নীচে দেওয়া হইল—

সাল	রিজার্ভ ব্যাঙ্ককে বিক্রীত বিল	বকেয়া বিলের পরিমাণ
	(কোটি টাকার সমষ্টিতে)	
১৯৫০-৫১	১৩৯৪'৩৫	৩৫৮'০২
১৯৫১-৫২	১৩৩৫'৫০	৩১৪'৩৪
১৯৫২-৫৩	১১৩৩'০৯	৩১৫'২৯
১৯৫৩-৫৪	১৩০৯'০৬	৩৩৪'৯৫
১৯৫৪-৫৫	১৫২৩'৮১	৪৭১'৮৭
১৯৫৫-৫৬	১৯৯৪'০৯	৫৯৫'২৫
১৯৫৬-৫৭	২৭৩৭'৫৮	৮৩৫'৭০

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক শুধু কারেন্সী প্রচলন করে না। ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণও করে। ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্য—মরশুমের সময় যখন দেশের মধ্যে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন থাকে, তখন তাহা সরবরাহ করা ও তাহার উত্তরকালে উহার সঙ্কোচ সাধন করা। ভারতের ব্যাঙ্কিং প্রণালীর শীর্ষস্থানে থাকিয়া রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই উদ্দেশ্য সাধারণতঃ দেশের বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহের মাধ্যমে সাধন করিয়া থাকে। বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসমূহকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে—তপশীলভুক্ত ও অ-তপশীলভুক্ত। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের রোক টাকার সঙ্কোচ ও প্রসার সাধন দ্বারা তাহাদের ক্রেডিট-নীতির উপর প্রভাব বিস্তার করে; যখন তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের হাতে অধিক পরিমাণ রোক টাকা থাকার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তখন "খোলা বাজার" হইতে কোম্পানীর কাগজ ও হুণ্ডী কিনিতে থাকে এবং যখন মনে করে যে, উপস্থিত তাহাদের হাতে অধিক

পরিমাণ রোক টাকা থাকিবার কোন প্রয়োজন নাই, তখন "খোলা বাজার"-এ কোম্পানীর কাগজ ও হুণ্ডী বেচে। (বর্তমানে "খোলা বাজারে" কেনা-বেচা দ্বারা ক্রেডিট নিয়ন্ত্রণ রিজার্ভ ব্যাঙ্ক একরূপ বন্ধই রাখিয়াছে)। বর্তমানে এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য রিজার্ভ ব্যাঙ্ক "বিল মার্কেট" স্থাপন দ্বারা ব্যাঙ্কসমূহ কর্তৃক গৃহীত বিল বাট্টা করিয়া ব্যাঙ্কসমূহকে প্রয়োজনের সময় টাকা দাদন দিয়া সাহায্য করিতেছে। এইরূপ দাদনের উপর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক শতকরা ৩৲ হারে সুদ গ্রহণ করিত। কিন্তু ১৯৫৬ সালের ১লা মার্চ হইতে এই সুদের হার বর্ধিত করিয়া ৩।০ করা হইয়াছিল। পরে আবার ১৯৫৬ সালের ২১ নভেম্বর হইতে ইহা বর্ধিত করিয়া ৩৸০ করা হইয়াছিল। শেষে ১৯৫৭ সালের ১ ফেব্রুয়ারী হইতে ইহা ৪৲ করা হইয়াছে। তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহকে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ১৯৫১-৫২ সালে ৫৪·১৩ কোটি, ১৯৫২-৫৩ সালে ১৮·৮৭ কোটি, ১৯৫৩-৫৪ সালে ৩১·০০ কোটি, ১৯৫৪-৫৫ সালে ৩৭·০৭ কোটি, ১৯৫৫-৫৬ সালে ৬৫·০৮ কোটি, ১৯৫৬-৫৭ সালে ১০৩·১৬ কোটি ও ১৯৫৭-৫৮ সালে ৪২·০০ কোটি টাকা দাদন দিয়াছিল।

ইহা ব্যতীত সাম্প্রতিক কালে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহকে ফাটকা-জনিত দাদন দিতে নিবারণ করিয়াও ক্রেডিট সঙ্কোচ সাধন করিতেছে।

বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কিং

গত বৎসর ভারতে মোট ৯২টি তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্ক ছিল—৭৮টি ভারতীয় ও ১৪টি বৈদেশিক। গত বৎসর বৈদেশিক ব্যাঙ্কসমূহের সংখ্যা ৪টি বাড়ে। গত বৎসর অ-তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কের সংখ্যা ছিল ৩০৯। এক বৎসরের পূর্বে সংখ্যা ছিল ৩৩৭। সুতরাং অ-তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের সংখ্যা ২৮টি কমিয়া গিয়াছে।

কারেন্সী সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে ১৩৬৪ সালে তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের কারবারের যথেষ্ট সম্প্রসারণ ঘটিয়াছে। ইহা পূর্বে প্রদত্ত তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের হিসাব তালিকা হইতে পরিষ্কার বোঝা যাইবে।

প্রধান প্রধান পণ্যের বিপক্ষে তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের দাদনের ১৩৬৪ সালে যে পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, তাহা নীচে দেখান হইল :—

(কোটি টাকার সমষ্টিতে)

	জানুয়ারী ১৯৫৭	ডিসেম্বর ১৯৫৭	ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮
ধান্য ও চাউল	১৬·১৩	৬·১৮	১০·২০
গম, ছোলা ইত্যাদি	৮·১২	৮·৫৫	৬·৬৩

(কোটি টাকার সমষ্টিতে)

	জানুয়ারী ১৯৫৭	ডিসেম্বর ১৯৫৭	ফেব্রুয়ারী ১৯৫৮
চীনা বাদাম	১০'৭৭	৮'৫১	১১'৩০
তৈল বীজ	৮'৭৩	৯'৮৯	৯'৭৩
পাট	১৭'৯৬	১৬'১৩	১৮'৮৭
তুলা ও কার্পাস	৫৪'০৭	৫২'৮৬	৭১'০৯
চামড়া	৫'১১	৫'০৩	৫'৮০
লঙ্কা	১'০২	১'৭০	২'৭৮
কাজু বাদাম	১'০০	২'১০	২'৩৩
চা, কফি প্রভৃতি	২৬'৪৮	২৮'১২	২৯'৯১
বস্ত্র ও সূতা	৮৪'৮২	৯৯'০৮	১০৭'৩০
চট ও থলিয়া	২০'৩৯	১৬'৭৮	১৫'৯৫
রেশমী ও পশমী বস্ত্র	১৩'০৭	১৩'৪৫	১৪'৩১
চিনি ও গুড়	৩৫'৩৯	২৬'৪০	৪৪'৮৫
রাসায়নিক দ্রব্য ও ঔষধ	১৩'৩৪	১৭'২৯	১৬'৭৫
লৌহ ও ইস্পাত	৮০'৭০	৯০'৯১	৯০'৪৭
অন্যান্য ধাতব পদার্থ	১৫'০৬	১১'৫৫	১০'৪৮
কয়লা ও খনিজ পদার্থ	১০'২৮	১০'২৪	৯'১৬
সরকারী ঋণপত্র	৫৫'০৬	৪০'৩৪	৪৪'২৬
যৌথ কোম্পানীর শেয়ার	৬৯'৯১	৭৩'২৫	৭৪'৩০
সোনা ও রূপা	২'১৪	২'৮৭	১'৯১
শিল্প প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি	৩১'১৭	৩২'৮৯	৩৩'৪২
বিবিধ	২৮'১৮	৫৮'০০	৬২'৩৪
মোট	৬০৮'৮৬	৬৯৪'৭৩	৭৬১'৯২

১৯৫৭ সালের বিভিন্ন মাসে কারেন্সী ও তপশীলভুক্ত ব্যাঙ্কসমূহের আমানত ও ক্রেডিট বা দাদনের যে পরিবর্তন ঘটিয়াছিল, তাহা নীচে দেখান হইল :—

(কোটি টাকার সমষ্টিতে)

১৯৫৭ সাল	প্রচলিত কারেন্সী	ব্যাঙ্কসমূহের আমানত	ব্যাঙ্কসমূহের দাদন
জানুয়ারী	১৪৮৮'২৯	১১২৩'৩৬	৬৫৭'৫৯

১৯৫৭ সাল	প্রচলিত কারেন্সী	ব্যাঙ্কসমূহের আমানত	ব্যাঙ্কসমূহের দাদন
ফেব্রুয়ারী	১৫০৮·৮৯	১১৫১·৯৪	৬৯৬·৭৭
মার্চ	১৫২১·০৯	১১৭৫·৩০	৭২৩·৬০
এপ্রিল	১৫৬৭·২৫	১২২০·৫২	৭২৫·৪৮
মে	১৫৮২·২২	১২৩৮·৭১	৭৪৩·১৯
জুন	১৫৬৭·৪৮	১২৬২·৩১	৭৩৫·৩৫
জুলাই	১৫২৭·৭৯	১২৮৮·০৮	৭০৯·০৬
আগষ্ট	১৪৯৫·৬৫	১২৮৮·০৪	৬৮২·৩০
সেপ্টেম্বর	১৪৭৭·৬৬	১৩১০·০২	৬৮২·২৯
অক্টোবর	১৪৮৭·৭৪	১৩৬৩·৫৫	৬৯৪·১০
নভেম্বর	১৪৮১·৬১	১৩৬৬·৯৩	৬৮৫·৬২
ডিসেম্বর	১৫০৮·৩২	১৩৬৭·৫১	৭১২·২৪

ভারতের বিভিন্নস্থানে অবস্থিত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক পরিচালিত নিকাশ-ঘর (ক্লিয়ারিং হাউস) সমূহের মাধ্যমে ১৯৫৬-৫৭ সালে কি পরিমাণ চেক ভাঙ্গানো হইয়াছে, পূর্ববর্তী তিন বৎসরের পরিপ্রেক্ষিতে তাহা নীচে দেখান হইল—

স্থান	১৯৫৪-৫৫	১৯৫৫-৫৬	১৯৫৬-৫৭
বোম্বাই	২৮১১·৬১	৩০৭১·২৩	৩৩১২·৭২
কলিকাতা	২৮৫৪·০৪	৩০১৪·০৫	৩১৯৭·৫১
নয়াদিল্লী	৮৩·৩৮	১৩১·১৩	২৪৭·২২
কানপুর	১৪৩·৩০	১৪৯·২৪	১৬৬·৬২
মাদ্রাজ	৩৬৭·৯১	৪২৬·৫৮	৫১৩·৭৪
বাঙ্গালোর	৯৯·৬৯	১০৫·৮৭	১২৩·৬৭
নাগপুর	৩৮·২৫	৪৮·৬০	৬১·৯০
আগরা	১৩·৮৯	১৫·০৪	১৪·৭৮
আহমেদাবাদ	২৭৯·৮৬	৩২৭·৮৮	৩৫০·৩৪
অমৃতসর	৪০·৩৬	৪৩·১৬	৫০·৮১
কোচিন	৩৭·৬৮	৪০·৬২	৩৯·৩৯
কোয়েম্বাটুর	৪২·৮৮	৪৭·১৯	৫০·৭০
দিল্লী	২০৭·৮৮	২৫৫·৫২	২৭৩·৮৭
হায়দরাবাদ	৪২·১২	৪০·১৬	৩০·১৮
জয়পুর	১২·৭৪	২০·৬৯	২০·৯৭

স্থান	১৯৫৪-৫৫	১৯৫৫-৫৬	১৯৫৬-৫৭
কোঝিকোড্	১৩·৭০	১৪·৮৯	১৮·০৬
লক্ষ্ণৌ	২৪·৯২	৩০·৫৩	৩৩·১৫
মাত্বরাই	১৯·৬৭	২১·০৪	২২·০১
পাটনা	১২·৪৯	১৬·০৭	১৮·৮০
পুণা	২৭·৩৮	৩১·৯১	৩৫·৬২
রাজকোট	২৪·৮২	৩২·৪৪	৪৬·১৩
অপর ১২টি স্থান	৫১·১৪	৭২·৩৯	৮৬·৭৩
মোট	৭২৪৯·৪১	৭৯৫৬·২১	৮৭২৩·৯৩

ভারতে টাকার বাজারে গত তিন বৎসরের স্থদের হার নীচে দেখান হইল :—

স্থান	১৯৫৫-৫৬	১৯৫৬-৫৭	১৯৫৭-৫৮
	%	%	%
কল মনি—কলিকাতা	৪ ১/৮	৩ ১/২ — ৪ ৭/৮	২ ৩/৪ — ৫ ১/৮
„ বোম্বাই	৩ ৫/১৬	৩ ১/৪ — ৪ ৫/১৬	২ ১/৪ — ৪ ৭/১৬
„ মাদ্রাজ	৩ ১/৪	৩ ১/২ — ৪ ৩/৮	৩ — ৪ ৩/১৬
আমানত—৩ মাসের মেয়াদী			
„ বোম্বাই	৩ ৩/৮	২ — ৪ ৭/১৬	২ ১/২ — ৪ ১১/১৬
„ কলিকাতা	২ ১/২	১ ১/২ — ৪ ৩/৮	১ ১/২ — ৪ ৫/৮
„ মাদ্রাজ		১ ১/২ — ৪ ১/৪	১ ১/২ — ৫
আমানত—৬ মাসের মেয়াদী			
„ বোম্বাই	৩ ৩/৮	১ — ৪ ৫/১৬	২ — ৪ ১১/১৬
„ কলিকাতা	২ ১/২	১ — ৪	২ — ৪ ৩/৪
„ মাদ্রাজ	২ ১/২	২ — ৫	২ — ৫
বাজারে হুণ্ডী ভাঙাইবার দর			
„ কলিকাতা	১০ — ১২	১০ — ১২	১০ — ১২
„ বোম্বাই	৯ ৩/৪	১০ ১/২ — ১১ ১/৪	৯ ৩/৪ — ১১ ১/৪
„ মাদ্রাজ	১২	১২ — ১২ ৩/৪	১২ — ১২ ২৭/৩২
ব্যাঙ্ক রেট	৩ ১/২	৩ ১/২	৪*

* ১৯৫৭ সালের ১৬ই মে হইতে।

বিনিময়ের সমতা রক্ষার নিমিত্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্ক গত তিন বৎসর যে পরিমাণ ষ্টার্লিং ক্রয়-বিক্রয় করিয়াছে, তাহা নীচে দেখান হইল ঃ—

(হাজার পাউণ্ডে লিখিত)

	১৯৫৪-৫৫	১৯৫৫-৫৬	১৯৫৬-৫৭
ফরওয়ার্ড			
ক্রয়	১০৩,২৯৫	৯৮,১৫০	৯১,৪২০
বিক্রয়	১,৩০০	৪,৯৮৫	১১,১৩০
নীট ক্রয়—ডেলিভারী যুক্ত	১০১,৯৯৫	৯৩,১৬৫	৮০,২৯০
স্পট্ ক্রয়	৭,০৬৪	১০,০১৫	৪,৩৬০
স্পট্ বিক্রয়	২৬,৬৯৭	৬৮,৪০৪	২১৩,০০৩
ফরওয়ার্ড চুক্তির বিপক্ষে			
ক্রয়	৯৩,০৯৫	৯৭,২৩০	৬৫,১৪০
বিক্রয়	২,১০০	...	৮০০

বৈদেশিক মুদ্রার সহিত ভারতীয় টাকার বিনিময় মূল্য গত বৎসর কিরূপ ছিল, তাহা নীচে দেখান হইল—

দেশ	মুদ্রা	জানুয়ারী ১৯৫৬	জানুয়ারী ১৯৫৭	জানুয়ারী ১৯৫৮
		(প্রতি ১০০ বৈদেশিক মুদ্রার মূল্য টাকায় লিখিত)		
কানাডা	ডলার	৪৭৮/০	৫০১৶০	৪৮৪।/৫
হংকং	„	৮৩৲	৮৩৲	৮২৸৵১০
মালয়	„	১৫৬৸০	১৫৬।/৹	১৫৫৸৵১০
ফিলিপাইন	পেশো	২৩৵।০	২৪০।/১০	২৩৮॥০
যুক্তরাষ্ট্র	ডলার	৪৭৭৶/১০	৪৮০॥/০	৪৭৫৸/১০
ব্রহ্ম	কায়াট	১০০।৵০	১০০।৵০	১০০।/০
সিংহল	রুপি	১০০।৵০	১০০।৵০	১০০।৶/১০
পূর্ব আফ্রিকা	শিলিং	৩৭৵০	৬৭৵০	৬৭৵০
মিশর	প্রতি পাউণ্ড	১৩৸/০	১৩৸/০	১৩৸/১০
ইরাক	দীনার	১৩৩৮৲	১৩৩৮৲	১৩৩৮৲
পাকিস্তান	রুপি	৯৯৸৶/০	৯৯৸৶/০	৯৯৸৶/০

দেশ	মুদ্রা	জানুয়ারী ১৯৫৬	জানুয়ারী ১৯৫৭	জানুয়ারী ১৯৫৮
		(প্রতি ১০০ ভারতীয় টাকার মূল্য বৈদেশিক মুদ্রায়)		
বেলজিয়াম	ফ্রাঙ্ক	১০৩৯ ৯/১৬	১০৪২	১০৩৯ ৭/৩২
ডেনমার্ক	ক্রোনার	১৪৪ ৩/১৬	১৪৪ ৯/১৬	১৪৪ ৭/১৬
ফ্রান্স	ফ্রাঙ্ক	৭৩৩৪ ১৯/৩২	৭৩২৩ ১১/৩২	৮৩৫৬ ৩/১৬
ইটালী	লীর	১৩০৭১ ১৩/১৬	১৩০৭১ ৭/৩২	১৩০৫৪ ১৩/১৬
নেদারল্যাণ্ডস্	গিলডার্	৭৯ ১/৪	৭৯ ১১/৩২	৭৯
নরওয়ে	ক্রোনার	১৪১ ৩/৮	১৪৮ ১৫/৩২	১৪৯ ৩/৮
সুইডেন	ক্রোনার	১০৮ ১/২	১০৭ ১৫/১৬	১০৮ ৩/১৬
সুইট্জারল্যাণ্ড	ফ্রাঙ্ক	৯১ ৩/৮	৯১ ১১/৩২	৯১ ১/২
পশ্চিম জার্মানী	মার্ক	৮৭ ১৭/৩২	৮৭ ১৩/৩২	৮৭ ১৭/৩২
যুক্তরাজ্য	প্রতি পাউণ্ড	১৩।/৫	১৩।/৫	১৩।/৫

মূলধনের বাজার : টাকার বাজারে টাকার স্বচ্ছলতা থাকা সত্ত্বেও ১৯৫৭ সালে মূলধনের বাজারে বিশেষ কর্মিষ্ঠতা প্রকাশ পায় নাই। ইহার মূল কারণ শেয়ার বাজারে মূল্যের অসাধারণ অবনতি ও যৌথ কোম্পানী সমূহের উপর নানারূপ নূতন কর ধার্য হেতু বে-সরকারী শিল্পপতিগণের ও দাদনকারীদের নৈরাশ্যজনক মনোভাব। বে-সরকারী মহল এ বৎসর নূতন শেয়ার বিলি করিয়া বাজার হইতে ১৫ হইতে ২০ কোটি টাকা মূলধন তোলেন। পূর্ব বৎসর ইহার পরিমাণ ছিল ৪০ হইতে ৪৫ কোটি টাকা। ১৯৫৭ সালে যে সকল কোম্পানীর শেয়ার বিলি করিয়া বাজার হইতে টাকা তোলা হইয়াছে, তাহাদের অন্যতম ইণ্ডিয়ান আয়রন এ্যাণ্ড ষ্টীল কোম্পানী ৬.৯৯ কোটি টাকা, ইণ্ডিয়ান এলুমিনিয়ম কোম্পানী ২.৬৮ কোটি টাকা, ডানলপ্ রবার কোম্পানী ২.১০ কোটি টাকা, ও অশোক লেল্যাণ্ড ১.-১ কোটি টাকা। ইহা ব্যতীত শ্রীগোপাল পেপার, ফিলিপ্স্ ইণ্ডিয়া, ন্যাশনাল রবার, গ্রেট্ ইষ্টার্ণ শিপিং কোম্পানী, গোকক্ মিল, এলুমিনিয়াম ইণ্ডাষ্ট্রীজ্, অমর-ডাই কেমিকেলস্ ও ইণ্ডিয়ান অক্সিজেন প্রভৃতি কোম্পানী প্রত্যেকে ৩০ হইতে ৭৫ লক্ষ টাকা তোলেন।

সরকারী মহলও এ বৎসর বাজার হইতে বেশী টাকা উত্তোলন করিতে সমর্থ হন নাই। ১৯৫৭ সালের আগষ্ট মাসে কেন্দ্রীয় সরকার বাজার হইতে মাত্র ১০০ কোটি টাকা (ইহার মধ্যে ৪৪.৭৯ কোটি টাকা পুরাতন ঋণের পরিবর্তে) ঋণ তোলেন। পূর্ব বৎসর ইহার পরিমাণ ছিল ১৫০ কোটি টাকা। বৎসরের শেষের দিকে (ডিসেম্বর মাস) কেন্দ্রীয় সরকার পুনরায় ৩০ কোটি টাকা তোলেন।

কিন্তু উভয় ঋণ হইতে নীট ৮৫ কোটি টাকার অধিক উঠান সম্ভবপর হয় নাই। উল্লেখযোগ্য যে এ সম্পর্কে এ বৎসরের লক্ষ্য ছিল ১০০ কোটি টাকা। রাজ্য সরকারসমূহের মধ্যে বোম্বাই ও মহীশূর সাহস করিয়া বাজার হইতে যৎসামান্য কিছু ঋণ উত্তোলন করিয়া ছিলেন।

স্বল্প সঞ্চয় অভিযান

স্বল্প সঞ্চয় অভিযানের গত তিন বৎসরের ফলাফল নীচে দেখান হইল ঃ

(কোটি টাকায় লিখিত)

	১৯৫৫	১৯৫৬	১৯৫৭
পোঃ আঃ সেভিংস্ ব্যাঙ্ক	+২৮·০৪	+৩২·৩৯	+১৫·২২
ন্যাশনাল সেভিংস সার্টিফিকেট	+১৬·২৬	+১৫·৪৫	− ১·৬৪
ট্রেজারী সেভিংস্ ডিপজিট্	− ৩·৩০	+ ২·৬৬	+ ২·৯৫
ন্যাশনাল প্লান সার্টিফিকেট	+ ৬·০১	+ ৭·৩৬	+ ১·৮২
„ (১২ বৎসরের মেয়াদী)	...	...	+২০·১৭
পোঃ আঃ ক্যাশ সার্টিফিকেট	− ১·২৮	− ০·৪৮	− ০·৭৯
মোট	+৫২·৩৫	+৫৭·৩৮	+৩৭·৭৩

সোনা রূপার দাম

সোনা রূপার গত কয়েক বৎসরের উচ্চতম ও নিম্নতম দাম নীচে দেখান হইল ঃ—

বৎসর	(সোনা ভরি প্রতি)		(রূপা ১০০ ভরি)	
	উচ্চতম	নিম্নতম	উচ্চতম	নিম্নতম
১৯৫২-৫৩	৯৫৸৵০	৭৭।৴০	১৭৪৸০	১৪১৸০
১৯৫৩-৫৪	৯৩।৵০	৭৯॥০	১৬৭৸৵০	১৪৮৸৵০
১৯৫৪-৫৫	৯৫।৵০	৮৩৲	১৭৩৸৵০	১৪৭৸৶০
১৯৫৫-৫৬	১০৭৴০	৮৯।৵০	১৮৩৸৴০	১৫৪৸০
১৯৫৬-৫৭	১০৯॥৵০	৯৮৸৶০	১৮০।৶০	১৬৮॥৶০
১৯৫৭-৫৮	১১৪।৵০	১০৪॥০	১৯৩৸০	১৭৭৶০

সমবায় (কো-অপারেটিভ)

গত শতাব্দীর শেষভাগে কৃষকদের ঋণগ্রস্ততা লাঘব করিবার উপায় নির্ধারণ সম্পর্কে অনুসন্ধান করিবার জন্য মাদ্রাজ সরকার ফ্রেডারিক নিকলসনকে নিযুক্ত করেন। কৃষকদের সুলভে ঋণ সরবরাহের জন্য নিকলসন সমবায় প্রথা প্রচলন কবিবার সুপারিশ করেন। ১৯০১ সালে লর্ড কার্জন ভারতে সমবায় প্রথা

প্রচলনের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে তদন্ত করিবার ভার এডওয়ার্ড ল-এর নেতৃত্বে একটি কমিটির উপর দেন। এই কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী ১৯০৪ সালে কো-অপারেটিভ ক্রেডিট সোসাইটিস এ্যাক্ট বিধিবদ্ধ হয়। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই সমবায় প্রথা যথেষ্ট প্রসার লাভ করে। ১৯১১-১২ সালের মধ্যে ৮,১৭৭টি সমবায় সমিতি গঠিত হয়। উহার সদস্য সংখ্যা ছিল ৪০৩,৩১৮ ও কর্মবাহক পুঁজি ছিল ৩,৩৫,৭৪,১৬২ টাকা। ১৯০৪ সালের আইন অনুযায়ী মাত্র ঋণদান সমবায় সমিতিই গঠিত হইতে পারিত। কিন্তু ১৯১২ সালের সংশোধিত আইনে অঋণদান সমবায় সমিতিগুলিকেও স্বীকার করিয়া লওয়া হয়। ইহার পর সমবায় আন্দোলন আরও শক্তিশালী হইয়া উঠে ও গ্রামে এবং শহরে এই উভয় অঞ্চলেই প্রসার লাভ করে। কিন্তু অঋণদান সমিতি অপেক্ষা ঋণদান সমিতিই বেশী প্রভাবশালী হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনার সময় (১৯৩৯) ভারতে কৃষি ঋণদান সমিতির সংখ্যা ছিল শতকরা ৭৭'৭ ও অঋণদান সমিতির সংখ্যা ছিল শতকরা ৯'৫। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতে কিন্তু অঋণদান সমিতিগুলিও খুব জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। এগুলি কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি ক্রয়, উৎপাদিত মাল বিক্রয়, উৎপাদন বণ্টন, বীমা, গৃহনির্মাণ ও বহু উদ্দেশ্যসাধক—প্রভৃতি নানা বিষয় সম্পর্কে গঠিত হইয়াছে। বর্তমানে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সম্পর্কেও এগুলি গঠিত হইতেছে। সমবায় প্রথার বর্তমান অবস্থা নিম্নলিখিত তালিকা হইতে বোঝা যাইবে—

বৎসর	সমিতির সংখ্যা	সদস্য সংখ্যা (লক্ষ)	কর্মবাহক পুঁজি (কোটি টাকা)
১৯৫১-৫২	১৮৫,৬৫০	, ১৫৬'৮৪	৩০৬'৩৪
১৯৫২-৫৩	১৮৯,৪৩৬	১৬৩'৭৮	৩২৭'১০
১৯৫৩-৫৪	১৯৮,৫৯৮	১৭৩'২৫	৩৫১'৭৯
১৯৫৪-৫৫	২১৯,২৮৮	১৮২'৯৯	৩৯০'৫২
১৯৫৫-৫৬	২৪০,৩৯৫	১৭৬'২২	৪৬৮'৮২

শেষোক্ত বৎসরে কৃষি সমবায় সমিতির সংখ্যা ছিল ১৯৮,৬৭৮ ও উহাদের সদস্যসংখ্যা ও কর্মবাহক পুঁজি যথাক্রমে ছিল ১,১২,২৬,৯৩১ ও ১২১'২৮ কোটি টাকা। উক্ত সমিতিসমূহের মোট ঋণদানের পরিমাণ ছিল ৬৪'৬৯ কোটি টাকা। উক্ত বৎসর অকৃষি সমবায় সমিতিসমূহের সংখ্যা ছিল ৩৭,৭৪৮ ও উহাদের সদস্য সংখ্যা ও কর্মবাহক পুঁজির পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ৬৩,৯৫,০৪৭ ও ১৪৩'৮৬ কোটি টাকা। এই সকল সমিতির ঋণদানের পরিমাণ ছিল ৭৬'১০ কোটি টাকা।

গ্রামের অর্থ সংস্থায় সমবায় সমিতিগুলির স্থান অতি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু গ্রাম্য প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলির সঙ্গতি খুবই সীমাবদ্ধ। তাহা ছাড়া, প্রতি বৎসরই অনাদায়ের পরিমাণ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। ইহা প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলির হিসাব-তালিকা হইতে বোঝা যাইবে :—

(কোটি টাকায় লিখিত)

	১৯৫০-৫১	১৯৫১-৫২	১৯৫২-৫৩	১৯৫৩-৫৪
বৎসরের মধ্যে প্রদত্ত ঋণ	৮৬·৫৭	৯৭·৯৫	৯৫·৮৬	১০৩·৯৫
,, ,, আদায়	৭২·৬৬	৮৪·৫৭	৮৬·৩৭	৯২·৫১
বৎসরের শেষে অনাদায়	৮৩·৮৬	৯৭·২৯	১০৬·০৯	১১৭·৬৫

সাম্প্রতিক কালে প্রাদেশিক সমবায় ব্যাঙ্কসমূহের মাধ্যমে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কৃষির জন্য অর্থ সাহায্য করিতেছে। গত কয়েক বৎসর কি পরিমাণ অর্থ সাহায্য করিয়াছে তাহার হিসাব নীচে দেওয়া হইল :—

(কোটি টাকায় লিখিত)

বৎসর	নূতন ঋণ	অনাদায়ী ঋণ
১৯৫২-৫৩	১০·৪৮	৬·৮৩
১৯৫৩-৫৪	১৪·৩২	৮·৫২
১৯৫৪-৫৫	১৭·৬৯	৯·৪০
১৯৫৫-৫৬	২৩·৮০	১২·৯৮
১৯৫৬-৫৭	৩৩·৯৫	২২·২৮
১৯৫৭-৫৮	৫৭·১২	৩৫·১১

কিন্তু কৃষির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের তুলনায় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রদত্ত ঋণ নগণ্য মাত্র। এইজন্য ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ককে রাষ্ট্রীয়করণ করিয়া তাহার শাখা প্রশাখা গ্রামে স্থাপনপূর্বক, প্রাথমিক সমবায় সমিতিগুলির মাধ্যমে কৃষি ঋণ প্রদানের জন্য "রুরাল ক্রেডিট সারভে কমিটি" সুপারিশ করিয়াছিলেন। সেই সুপারিশ অনুযায়ী ১৯৫৫ সালের ১লা জুলাই হইতে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ককে ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া নামে অভিহিত করিয়া রাষ্ট্রায়ত্তে আনা হইয়াছে। রাষ্ট্রায়ত্তে আসিবার পর হইতে ষ্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়া বহু শহরে নূতন শাখা স্থাপন করিয়াছে। ইহা ব্যতীত সরকারী ট্রেজারীগুলিকে ষ্টেট্ ব্যাঙ্ক অফ ইণ্ডিয়ার শাখায় পরিণত করিবার চেষ্টা হইয়াছে। এই সকল শাখা কিন্তু এখনও গ্রাম পর্যন্ত পৌছায় নাই।

ভারতে সমবায় প্রথা তিন স্তরের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভিত্তিস্বরূপ গ্রামে বা অঞ্চল বিশেষে যে সমিতিগুলি আছে সেগুলিকে "প্রাথমিক সমিতি" বলা হয়। প্রাথমিক সমিতিগুলির উপরে "কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক"। কয়েকটি গ্রামের

প্রাথমিক সমিতিগুলি ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কসমূহের প্রধান কাজ প্রাথমিক সমিতিগুলিকে অর্থ সাহায্য করা, কিন্তু ইহা ব্যতীত ইহারা অন্যান্য ব্যাঙ্কিং কাজও করে। যেমন—ইহারা আমানত গ্রহণ করে, চেক্, বিল, হুণ্ডী ইত্যাদি ভাঙায়, ড্রাফ্‌ট্‌ ও হুণ্ডী বেচে, মূল্যবান সম্পত্তি গচ্ছিত রাখে ও সিকিউরিটি বিক্রয় করে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কগুলির উপরে প্রতি রাজ্যে একটি করিয়া প্রাদেশিক বা "রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক" আছে। ইহাদের প্রধানতম কাজ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কসমূহকে অর্থ সাহায্য করা ও তাহাদের ক্লিয়ারিং ব্যাঙ্ক হিসাবে কাজ করা। ইহা ব্যতীত রাজ্য ব্যাঙ্কসমূহ অন্যান্য সকল প্রকার ব্যাঙ্কিং কাজও করে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক "রাজ্য সমবায় ব্যাঙ্ক"গুলির মাধ্যমেই সমবায় সমিতিগুলিকে কৃষিঋণ সরবরাহ করিয়া থাকে। গত কয়েক বৎসর রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কি পরিমাণ ঋণ দান করিয়াছে তাহার হিসাব নীচে দেওয়া হইল :—

বৎসর		ঋণদান	বকেয়া ঋণ
		(কোটি টাকায় লিখিত)	
১৯৫২-৫৩	...	১০'৪৮	৬'৮৩
১৯৫৩-৫৪	..	১৪'৩২	৮'৫২
১৯৫৪-৫৫	...	১৭'৬৯	৯'৪০
১৯৫৫-৫৬	...	২৩'৮০	১২'৯৮
১৯৫৬-৫৭	...	৩৩'৯৫	২২'২৮
১৯৫৭-৫৮	...	৫৭'১২	৩৫'১১

ভারতের সমবায় ব্যাঙ্কিং প্রণালীর সাম্প্রতিক (১৯৫৩-৫৪) অবস্থা নিম্নে প্রদত্ত হিসাব তালিকায় প্রকাশ পাইতেছে :—

	রাজ্য ব্যাঙ্ক	কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক	কৃষি ঋণদান প্রাথমিক সমিতি
সংখ্যা	২২	৪৯৯	১২৬,৯৫৪
সদস্য	৩২,৮৮৩	২৪৭,৬৫০	৫৮,৪৯,৩৮০
		(কোটি টাকায় লিখিত)	
প্রদত্ত ঋণ	৫১'৮	৬৪'৭	২৯'৬
আদায়ীকৃত ঋণ	৪৮'৯	৬১'৬	২৬'৫
অনাদায়ী ঋণ	২২'৭	৩৮'৪	৪১'৬
বিনিযুক্ত তহবিল	১৩'১	১৮'৮	১'৭
নিজস্ব ভাণ্ডার	৫'৬	১১'৮	২১'৫
আমানত	২৪'৯	৪১'২	৪'৭
গৃহীত কর্জ	১০'৩	১৩'১	২৮'২
কর্মবাহক পুঁজি	৪০'৮	৬৬'১	৫৪'৪

কিরণ ল্যাম্প
KIRON
পঞ্চবার্ষিকী
পরিকল্পনার
সেবায়

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

ভূমিকা

ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ইতিহাস, উহার কোন্ দিকে কিরূপ সাফল্য ঘটিয়াছে এবং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বিবরণ ১৩৬৩ সালের বর্ষপঞ্জীতে বিস্তৃত ভাবে প্রকাশ করা হইয়াছিল। কিন্তু পরে উক্ত বিবরণে কিছু রদবদল প্রকাশিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনারও কিছু কিছু রদবদল হইয়াছে। প্রথমতঃ এই পরিকল্পনায় কৃষির মারফতে যে সব উৎপাদন-লক্ষ্য স্থির করা হইয়াছিল তাহা বর্ধিত করা হইয়াছে। নিম্নে কোন্ শ্রেণীর কৃষিপণ্যের উৎপাদন-লক্ষ্য কি পরিমাণে স্থিরীকৃত হইয়াছিল তাহা এবং পরে এই লক্ষ্যের কতটা প্রসার করা হইয়াছে তাহা দেখান হইল :—

	পরিকল্পনার লক্ষ্য	প্রসারিত লক্ষ্য
খাদ্য শস্য (১০ লক্ষ টন)	৭৫·০	৮০·৫
তৈলবীজ ঐ	৭·০	৭·৬
ইক্ষুগুড় ঐ	৭·১	৭·৮
তূলা (১০ লক্ষ বেল)	৫·৫	৬·৫
পাট ঐ	৫·০	৫·৫

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়ায় ১৯৫৫-৫৬ সালের তুলনায় ১৯৬০-৬১ সালে খাদ্যদ্রব্যের উৎপাদন শতকরা ১৬ ভাগ, তৈলবীজের উৎপাদন শতকরা ২৭ ভাগ, ইক্ষুগুড়ের উৎপাদন শতকরা ২২ ভাগ, তূলার উৎপাদন শতকরা ৩১ ভাগ এবং পাটের উৎপাদন শতকরা ৪৩ ভাগ বর্ধিত করার সঙ্কল্প হইয়াছিল। অতঃপর এই সকল পণ্যের উৎপাদন যথাক্রমে শতকরা ২৪·৬ ভাগ, ৩৭ ভাগ, ৩৩·৯ ভাগ, ৫৫·৬ ভাগ ও ৫৮·১ ভাগ বর্ধিত করা হইবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। পরিকল্পনার অন্যান্য শ্রেণীর ফসলের উৎপাদন শতকরা ৯ ভাগ বর্ধিত করা হইবে বলিয়া স্থির হয়। এক্ষণে উহা শতকরা ২২·৪ ভাগে বর্ধিত করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। এই সমস্তের ফলে পরিকল্পনায় যে স্থলে সকল শ্রেণীর কৃষিপণ্যের উৎপাদন শতকরা ১৭ ভাগ বর্ধিত করিবার কথা ছিল সেই স্থলে উহা এক্ষণে শতকরা ২৭·৮ ভাগে বর্ধিত করা হইবে স্থির হইয়াছে।

দ্বিতীয়তঃ সরকারী হাত দিয়া পরিকল্পনার ব্যয় প্রথমে ৪৮০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল। পরে স্থির হয় যে পণ্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য এই ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়াইবে ৫২০০ কোটি টাকা। এক্ষণে কর্তৃপক্ষ মহল হইতে এরূপ প্রকাশ করা হইয়াছে যে, পণ্যমূল্য বৃদ্ধিসত্ত্বেও পরিকল্পনার ব্যয় ৪৮০০ কোটি টাকাতেই সীমাবদ্ধ থাকিবে। উহার ফলে পরিকল্পনার অঙ্গীভূত কোন কোন উন্নয়নমূলক কাজের যে কাটছাঁট হইবে তাহা বুঝা যায়।

তৃতীয়তঃ পরিকল্পনার মোট ৪৮০০ কোটি টাকা ব্যয়ের মধ্যে ১২০০ কোটি টাকা ঘাটতি ব্যয়ের সাহায্যে—অর্থাৎ রিজার্ভ ব্যাঙ্কের মারফতে নোট ছাপাইয়া সংগ্রহ করা হইবে বলিয়া জানান হইয়াছিল। কিন্তু দেশে পণ্যমূল্য বৃদ্ধির গতি দেখিয়া তদানীন্তন অর্থমন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণমাচারী পরে এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, এইভাবে ৮০০ কোটি টাকার বেশী সংগ্রহ করা তাঁহার অভিপ্রেত নহে। এই কারণে তিনি দেশবাসীর উপর অনেক নূতন ট্যাক্স ধার্য করিয়াছিলেন।

এস্থলে পরিকল্পনার অগ্রগতি সম্পর্কে কিঞ্চিৎ বলা যাইতেছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার প্রথম দুই বৎসরে ১৪৯৬ কোটি টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। তৃতীয় বৎসরের (১৯৫৮-৫৯) জন্য ৯৬০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই মোট ২৪৫৬ কোটি টাকার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের হাত দিয়া ১৩৯৪ কোটি টাকা, রাজ্য সরকারসমূহের হাত দিয়া ১০৩২ কোটি টাকা ও কেন্দ্রাধীন অঞ্চল সমূহের হাত দিয়া ৩৭ কোটি টাকা ব্যয় হইবে। পরিকল্পনার শেষের দুই বৎসরে ২৩৪৪ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। তবে শেষ পর্যন্ত এই বৎসর পরিকল্পনার জন্য এত টাকা ব্যয় করা যাইবে কিনা সন্দেহ। কারণ বিদেশী মুদ্রার অভাবের জন্য বিদেশ হইতে পরিকল্পনার জন্য সাজসরঞ্জাম প্রয়োজনানুরূপভাবে আমদানী করা সম্ভবপর হইতেছে না। এদিকে পণ্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য কেন্দ্রীয় ও রাজ্য গভর্ণমেণ্টসমূহের পরিকল্পনা বহির্ভূত বিভাগগুলির জন্য ব্যয় বৃদ্ধি এবং সামরিক ব্যয় বৃদ্ধি হেতু দেশের অভ্যন্তরে পরিকল্পনার জন্য টাকার হিসাবে অর্থসম্পত্তিরও অভাব দেখা দিয়াছে।

পরিকল্পনার সূচনা

ভারতে একটা সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা লইয়া জনসাধারণের কল্যাণমূলক কাজে অবতীর্ণ হওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা গত ১৯৩৪ সালে স্বনামখ্যাত স্যার এম. বিশ্বেশ্বরায়া তাঁহার Planned Economy For India নামক গ্রন্থে সর্বপ্রথম উল্লেখ করেন। তদানীন্তনকালের বিদেশী শাসকগণ এই সম্পর্কে কোন আগ্রহ

না দেখাইলেও কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান স্যার বিশ্বেশ্বরায়ার এই আহ্বান উপেক্ষা করে নাই। ১৯৩৮ সালে জাতীয় কংগ্রেস 'ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি' নামে একটি কমিটি গঠন করে; শ্রীজওহরলাল নেহরু উহার সভাপতি নির্বাচিত হন। কিন্তু উহার অব্যবহিত পরেই বিশ্বব্যাপী যুদ্ধ, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিভিন্ন প্রদেশের শাসনকার্যের দায়িত্ব পরিহার, জাতীয় নেতাদের কারাবাস, সাম্প্রদায়িক বিরোধ ইত্যাদি ঘটনা পরম্পরার ফলে এই কমিটি দেশের জাতীয় জীবনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে অনেকগুলি তথ্যবহুল রিপোর্ট প্রণয়ন করা ছাড়া আর কোন কাজ করিতে সমর্থ হয় নাই। স্বাধীনতা লাভের পরেও প্রায় ৩ বৎসরকাল পর্যন্ত ভারতের জাতীয় সরকার এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই। অবশেষে ১৯৫০ সালের মার্চ মাসে পুনরায় শ্রীজওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে ভারতীয় 'প্ল্যানিং কমিশন' গঠিত হয়।

কমিশন ১৯৫১ সালের জুলাইমাসে ভারতের জন্য একটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়া রিপোর্ট প্রকাশ করেন। এই রিপোর্টে ১৯৫১ সালের এপ্রিল হইতে ১৯৫৬ সালের মার্চ পর্যন্ত ৫ বৎসরে ভারতে কৃষির উন্নতি, পল্লীউন্নয়ন, সেচকার্য, বিদ্যুৎসরবরাহ, যানবাহন ও সংবাদ আদান প্রদানের ব্যাপারে উন্নতি, শিল্পের প্রসার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদির উন্নতি প্রভৃতি কাজের জন্য ১৪৯২ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয় এবং জানান হয় যে, বিদেশ হইতে যদি উপযুক্ত সাহায্য পাওয়া যায়, তবে উপরোক্ত উন্নয়নমূলক কাজের জন্য আরও ৩০০ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে। উক্ত রিপোর্ট সম্পর্কে ভারতীয় সংসদের বিভিন্ন রাজনীতিক দল, বিভিন্ন সংবাদপত্র ও বেসরকারী মহল হইতে যে সমস্ত মন্তব্য প্রকাশিত হয়, তাহা বিচার-বিবেচনা করিয়া ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশ করা হয় এবং এই মাসেই উহা সংসদে গৃহীত হয়।

কলম্বো পরিকল্পনাঃ এই প্রসঙ্গে কলম্বো পরিকল্পনা সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে পর্যালোচনা এবং বিশেষভাবে বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির উন্নয়নমূলক ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনার জন্য ১৯৫০ সালের জানুয়ারী মাসে সিংহলের কলম্বো শহরে ভারতসহ বৃটিশ কমনওয়েলথের ৮টি দেশের পররাষ্ট্র সচিবদের একটি বৈঠক হয়। বৈঠকে স্থির হয় যে, উপরোক্ত দেশগুলির খাদ্যাভাব এবং দারিদ্র্য-সমস্যার প্রতিকারকল্পে সমবেত ভাবে চেষ্টা করিতে হইবে এবং এই উদ্দেশ্যে উক্ত বৈঠকে একটি পরামর্শ পরিষদ (Consultative Committee) গঠিত হয়।

ঐ বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে লণ্ডনে উক্ত কমিটির অধিবেশনে ভারত, পাকিস্তান, সিংহল, মালয়, সিঙ্গাপুর, উত্তর বোর্ণিও ও সারাবক এই কয়টি দেশের জন্য

১৯৫১ সালের ১লা জুলাই হইতে ১৯৫৭ সালের ৩০শে জুন পর্যন্ত ৬ বৎসরের একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা গৃহীত হয়। উহাই 'কলম্বো পরিকল্পনা' নামে খ্যাত। ভারত সম্পর্কে স্থির হয় যে, আলোচ্য পরিকল্পনা অনুসারে সে উক্ত ৬ বৎসরে ১৩৭ কোটি ৯০ লক্ষ পাউণ্ড (১৮৩৯ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা) ব্যয় করিবে এবং উহার মধ্যে সে তাহার নিজের অর্থসঙ্গতি হইতে ৭৭ কোটি ২০ লক্ষ পাউণ্ড সংগ্রহ করিবে ও বাকি ৬০ কোটি ৭০ লক্ষ পাউণ্ড বাহির হইতে সংগ্রহ করা হইবে। তদনুসারে গত ১৯৫১ সালের ১লা জুলাই হইতে ভারতে ষষ্ঠবার্ষিক 'কলম্বো পরিকল্পনা' চালু হয়। অতঃপর ১৯৫২ সালের মার্চ মাসে করাচীতে কলম্বো পরিকল্পনার পরামর্শ পরিষদের যে বৈঠক হয়, তাহাতে বিভিন্ন দেশের ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধি করিয়া দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণও ১৮৩৯ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা হইতে ২৩৩৩ কোটি ৭০ লক্ষ টাকাতে বর্ধিত করা হয়। এই বিবরণ হইতে বুঝা যায় যে, ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ষষ্ঠবার্ষিক কলম্বো পরিকল্পনারই একটি অপেক্ষাকৃত স্বল্পমেয়াদী কিন্তু অধিকতর ব্যাপক সংস্করণ এবং যদি ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা ১৯৫১ সালের ১লা এপ্রিল হইতে আরম্ভ হইয়াছে বলিয়া ধরা হয়, তথাপি উহা ১৯৫১ সালের জুলাই মাসে অর্থাৎ ভারতে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়া রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার ১ মাস পূর্বে এবং উক্ত পরিকল্পনার চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রকাশিত হইবার ১৮ মাস পূর্বে চালু হয়। এই প্রসঙ্গে আরও উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৫২ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রকাশিত ভারতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার জন্য যে ২০৬৮ কোটি ৭৮ লক্ষ ১০ হাজার টাকা ব্যয়ের বরাদ্দ করা হয়, তাহার মধ্যে পরিকল্পনার জন্য ১৯৫১ সালের জুলাই হইতে উক্ত সময়ের মধ্যে যে ব্যয় হইয়া গিয়াছিল, তাহাও অন্তর্ভুক্ত ছিল।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

যাহা হউক, পরিকল্পনার জন্য ১৯৫১ সালের এপ্রিল হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৫৬ সালের মার্চ পর্যন্ত ৫ বৎসরে যে টাকা ব্যয় করিবার বরাদ্দ হইয়াছিল, তাহার মধ্যে কত টাকা কি উদ্দেশ্যে ব্যয় করার জন্য বরাদ্দ হইয়াছিল, তাহা এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে।

কৃষি ও পল্লী-উন্নয়ন ঃ

কৃষি	...	১৮৪,২২,২০,০০০	টাকা
পশু চিকিৎসা, পশুপক্ষী পালন	...	২২,২৮,৫০,০০০	"
বনবিভাগ	...	১১,৬৯,৫০,০০০	"

সমবায়	...	৭,১১,২০,০০০	টাকা
মাছের চাষ	...	৪,৬৪,১০,০০০	„
পল্লী-উন্নয়ন	...	১০,৪৭,১০,০০০	„
সমাজ উন্নয়ন	...	৯০,০০,০০,০০০	„
কৃষির আঞ্চলিক কাজ	...	১৫,০০,০০,০০০	„
খাদ্যাভাবক্লিষ্ট অঞ্চলের সাহায্য	..	১৫,০০,০০,০০০	„
		৩৬০,৪২,৬০,০০০	টাকা

সমাজ উন্নয়নমূলক কাজঃ

শিক্ষা	...	১৫৫,৪৫,২০,০০০	টাকা
স্বাস্থ্য	...	৯৯.৫৪,৬০,০০০	„
গৃহনির্মাণ	...	৪৮.৮১,৬০,০০০	„
শ্রমিক কল্যাণ	...	৭,১২,৮০,০০০	„
পুনর্বাসন	...	৮৫,০০,০০,০০০	„
সরকারী বাড়ীঘর নির্মাণ	...	১১,০২,৩০,০০০	„
অর্থসচিবের দপ্তরের পরিকল্পনা	...	৪,৩৯,৬০,০০০	„
উত্তরপূর্ব সীমান্ত এজেন্সী	...	৩,০০,০০,০০০	„
অনুন্নত শ্রেণী, তপশীলী সম্প্রদায় ও উপজাতি কল্যাণ	...	২৮,৮৭,২০,০০০	„
আন্দামান দ্বীপ	...	৩,৮২,৮০,০০০	„
করপোরেশনসমূহকে ধার	...	১২,০০,০০,০০০	„
বিবিধ দফা	...	১৭,৭৪,৪০,০০০	„
		৪৭৬,৮০,৩০,০০০	টাকা

সেচকার্য ও বিদ্যুৎসরবরাহঃ

বহু উদ্দেশ্যমূলক সেচ পরিকল্পনা	...	২৬৫,৯০,০০,০০০	টাকা
অন্যান্য সেচ পরিকল্পনা	...	১৬৭,৯৬,৫০,০০০	„
বিদ্যুৎসরবরাহ	...	১৪৭,৫৪,০০,০০০	„
		৫৬১,৪০.৫০,০০০	টাকা

পরিবহন ও যোগাযোগঃ

রেলপথ	...	২৫০,০০,০০,০০০	টাকা
রাস্তা নির্মাণ	...	১০৮,৮৭,৮০,০০০	„
রাস্তায় যানবাহন চলাচল	...	৮,৯৬,৯০,০০০	„
জাহাজ নির্মাণ ও জাহাজ চলাচল	...	১৮,০৫,৮০,০০০	„

বিমান চলাচল	...	২২,৮৭,০০,০০০	টাকা
বন্দরসমূহের উন্নতি	...	৩৩,০৮,৮০.০০০	,,
নদীপথে চলাচল	...	১০,০০,০০০	,
ডাক ও তার	...	৫০,০০,০০,০০০	,,
বেতার বার্তা	...	৩,৫২,০০,০০০	,,
বিদেশের সহিত সংবাদ বিনিময়	...	১,০০,০০,০০০	,,
আবহ বিভাগ	...	৬২,০০,০০০	,,
		৪৯৭,১০,৩০,০০০	টাকা

শিল্প উন্নয়ন ঃ

বৃহৎ শিল্প	..	১৪০,৩৩,০০,০০০	টাকা
কুটির ও ক্ষুদ্র শিল্প	.	২৭,০৪,১০,০০০	,,
বৈজ্ঞানিক শিল্পকার্যে গবেষণা	...	৪,৬১,০০,০০০	,,
খনির উন্নতি	...	১,০৬,১০,০০০	,,
		১৭৩,০৪.৪০,০০০	টাকা
	মোট	২০৬৮,৭৮,১০,০০০	টাকা

কিন্তু প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা চালু হইবার পর অল্প সময়ের মধ্যেই উহার ব্যয়ের পরিমাণ নানাদিকে বর্ধিত করিবার প্রয়োজন দেখা দেয়। ফলে পরিকল্পনার ব্যয় কিঞ্চিন্ন্যূন ২০৬৯ কোটি টাকা হইতে ২৩৮৬ কোটি টাকায় বর্ধিত হয়। উহাতে বিভিন্ন দফায় ব্যয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় এইরূপ—

	কোটি টাকা		কোটি টাকা
কৃষি	২৪৯	ডাক ও তারবিভাগ	৬০
সমাজ উন্নয়ন কাজ	৯০	শিক্ষা	১৭০
স্থানীয় উন্নয়ন কাজ	১৫	স্বাস্থ্য	১৩৬
সেচকার্য	৬৪৫	বাসগৃহ	৪৯
পল্লী ও ক্ষুদ্রশিল্প	৪৯	শ্রমিক ও অনুন্নতদের কল্যাণ	৩৯
বৃহৎ শিল্প, খনিজ উত্তোলন ও শিল্প গবেষণা	১৩৯	পুনর্বাসন	১৩৬
রেলওয়ে	২৬৭	বিবিধ	৮৬
রাস্তা ও পরিবহন	১৪৭		
বন্দর ও জাহাজ	১০৯	মোট	২৩৮৬

১৯৫৫-৫৬ সালের ব্যয় বরাদ্দের সংশোধিত হিসাব অনুসারে জানা গিয়াছে যে এই ২৩৮৬ কোটি টাকার মধ্যে পরিকল্পনার ৫ বৎসরে মোট ২০১৩ কোটি টাকা ব্যয়িত হইয়াছে। কিন্তু চূড়ান্ত হিসাবে প্রথম পরিকল্পনার জন্য মোট ১৯৬০ কোটি টাকার বেশী ব্যয় না হইবারই সম্ভাবনা।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ব্যয়ের এই তালিকা হইতে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যাইতেছে যে, মোট ব্যয়ের মধ্যে প্রায় অর্ধেক পরিমাণ টাকাই কৃষি ও কৃষির উন্নতিমূলক কাজে ব্যয়িত হইয়াছে। কৃষির জন্য এত অধিক অর্থ ব্যয় বরাদ্দ করার একটি বিশেষ হেতু ছিল। বর্তমান শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতের জনসংখ্যা শতকরা ৫২ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কিন্তু এই সময়ের মধ্যে দেশে সেচকার্যের একপ্রকার কিছুই প্রসার হয় নাই; জমির উর্বরতাশক্তি বৃদ্ধির জন্যও এই সময়ের মধ্যে কিছু করা হয় নাই। ফলে, এদেশে প্রতি একর জমির পিছু উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ পূর্বের তুলনায় হ্রাস পাইয়াছে। একদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং অন্যদিকে জমিতে উৎপাদন হ্রাস এই উভয় কারণে এদেশে জনসাধারণের চূড়ান্ত খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছিল এবং দেশে শিল্পের কাঁচামালের অভাব ঘটিয়াছিল। শস্যাভাব হেতু খাদ্যদ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধি ঘটায় দেশবাসীর জীবিকানির্বাহের ব্যয় বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং তদ্ধেতু মজুরীর হার বৃদ্ধি পাওয়ার জন্য দেশে শিল্পের প্রসারের পক্ষেও এক অন্তরায় সৃষ্টি হইয়াছিল। এদিকে দেশে জনসংখ্যা যেভাবে বাড়িতেছে তাহাতে পরিকল্পনার ৫ বৎসর অন্তে আরও অতিরিক্ত ২ কোটি ৬০ লক্ষ লোক বৃদ্ধি পাইবে। এই সব দিক চিন্তা করিয়া পরিকল্পনার রচয়িতাগণ ১৯৫১ সালের এপ্রিলের পূর্বে আরব্ধ উন্নয়নমূলক কার্যসমূহ সম্পূর্ণ করা এবং দেশের উদ্বাস্তু অধিবাসিগণের পুনর্বাসনের পরেই কৃষির উন্নতি বিধানের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব (Priority) প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহারা আশা করিয়াছিলেন যে, কৃষি ও উহার আনুষঙ্গিক বিষয়সমূহ উন্নয়নের ফলে ৫ বৎসরের মধ্যে সেচের সুবিধাপ্রাপ্ত জমির পরিমাণ ৫ কোটি একর হইতে ৬ কোটি ৯৭ লক্ষ একরে বর্ধিত হইবে; ফলে খাদ্যশস্যের উৎপাদন ৫ কোটি ২৭ লক্ষ টন হইতে ৬ কোটি ১৬ লক্ষ টনে, তুলার উৎপাদন ২৯ লক্ষ ৭০ হাজার বেল হইতে ৪২ লক্ষ ২০ হাজার বেলে, পাটের উৎপাদন ৩৩ লক্ষ বেল হইতে ৫৩ লক্ষ ৯০ হাজার বেলে, ইক্ষুর উৎপাদন ৫৬ লক্ষ টন হইতে ৬৩ লক্ষ টনে এবং তৈলবীজের উৎপাদন ৫১ লক্ষ টন হইতে ৫৫ লক্ষ টনে বর্ধিত হইবে। উহার ফলে দেশের প্রত্যেক অধিবাসী পর্যাপ্তরূপ খাদ্যশস্য পাইবে এবং দেশের শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিরও কাঁচামালের অভাব বিদূরিত হইবে।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সম্পর্কে বিচার-বিবেচনা করিতে হইলে একটা কথা

স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, উহা আরম্ভ মাত্র—শেষ নহে। এজন্য আলোচ্য পরিকল্পনাকে ভারতের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বলিয়া অভিহিত করা হয়। ইহার মেয়াদ শেষ হইলে একটি দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, অতঃপর তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ইত্যাদি পরিকল্পনার কাজ চলিবে, ইহাই ছিল পরিকল্পনা কমিশনের অভিপ্রায়। কাজেই প্রথম পরিকল্পনা একটা উদ্যোগপর্ব মাত্র। এই উদ্যোগপর্বে দেশবাসী যাহাতে উপযুক্ত খাদ্যশস্য পায় এবং শিল্পের দিক দিয়া কাঁচা মালের চাহিদামত যোগান হয়, তজ্জন্য কৃষির উপরই সমধিক জোর দেওয়া হয়। এই নীতি যে সর্বথা যুক্তিযুক্ত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কারণ, প্রথমে প্রয়োজন মানুষকে বাঁচাইয়া রাখা। দুর্ভিক্ষ অনশনের ফলে মানুষ যদি মরিয়াই যায়, তবে দীর্ঘকালের উন্নয়ন পরিকল্পনার কোনই মূল্য নাই। বিশেষতঃ, দেশে যদি খাদ্যাভাব ঘটে, তবে অন্যান্য শ্রেণীর পণ্যদ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধি, মজুরীর হার বৃদ্ধি, দেশবাসীর সঞ্চয়ের পরিমাণ হ্রাস, কারখানার পণ্যদ্রব্য উপাদনের ব্যয় বৃদ্ধি, মূলধন গঠনে অসুবিধা, নাগরিক জীবনে গভীর অসন্তোষ ইত্যাদি বহুপ্রকার বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়।

কৃষির উপর জোর দিলেও কমিশন অন্যান্য বিষয়গুলিকেও উপেক্ষা করেন নাই; বিদ্যুৎ উৎপাদন, রেল ব্যবস্থার উন্নতি, রাস্তাঘাট নির্মাণ, জাহাজ ও বিমান চলাচল, বন্দরসমূহের উন্নতি, সংবাদ আদানপ্রদান ও গৃহনির্মাণ ইত্যাদির জন্যও প্রভূত পরিমাণ অর্থব্যয়ের বরাদ্দ করা হইয়াছিল। কমিশন মনে করিয়াছিলেন যে, উক্ত বিষয়সমূহের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির ফলে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমলে দেশে উন্নয়নমূলক কাজ অধিকতর দ্রুত-গতিতে সম্প্রসারিত করা যাইবে।

বলাবাহুল্য যে, দেশবাসী যাহাতে পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য-বস্ত্র পায়, রোগে ঔষধ ও চিকিৎসার সুবিধা পায়, ছেলেমেয়ের যাহাতে উপযুক্ত শিক্ষা ও চাকুরীর বন্দোবস্ত হইতে পারে তজ্জন্যই—অর্থাৎ এককথায় দেশের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান উন্নত করার জন্যই প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা রচিত ও চালু হইয়াছিল। উক্ত পরিকল্পনার সূচী কার্যে পরিণত করার ফলে জীবন-যাত্রার মান যে কিছু উন্নত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু মানুষের প্রয়োজন অফুরন্ত; মাত্র পর্যাপ্ত পরিমাণ চাউল বা গম পাইলেই তাহার খাদ্যের অভাব দূরীভূত হয় না। খাদ্য হিসাবে তাহার মাছ, মাংস, ডিম, দুধ, ফল, স্নেহ-পদার্থ, চিনি ইত্যাদি পর্যাপ্ত পরিমাণ পাওয়া প্রয়োজন। প্রথম পরিকল্পনায় খাদ্যশস্যের উৎপাদনবৃদ্ধি ছাড়া আর কোন খাদ্যদ্রব্য উৎপাদনের উপর তেমন জোর দেওয়া হয় নাই। এদিকে, শিল্পের জন্যও মাত্র

১৮৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। দেশবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য অগণিত শিল্পপণ্যের প্রয়োজন। লৌহ, ইস্পাত, সিমেণ্ট, কাগজ, রবার, পশমজাত দ্রব্য, ঔষধ, এলুমিনিয়মজাত দ্রব্য, মোটর গাড়ী, বাইসিকেল, কার্পাস বস্ত্র, লবণ, চিনি, সাবান, দিয়াশলাই, কাঁচের জিনিস ইত্যাদি কত অগণিতপ্রকার শিল্পদ্রব্য যে আমরা নিত্যনূতন ব্যবহার করি, তাহার ইয়ত্তা নাই। বর্তমানে দেশে এই সকল দ্রব্যের উৎপাদনহার উচ্চশ্রেণীর জীবনযাত্রার পক্ষে পর্যাপ্ত নহে।

প্রথম পরিকল্পনায় এইসকল জিনিসের উৎপাদনের দিকে বিশেষ জোর দেওয়া হয় নাই, তাহা এই বাবদ ব্যয় বরাদ্দের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেই উপলব্ধি করা যায়। অথচ পরিকল্পনায় শিল্পের জন্য যে ব্যয়ের বরাদ্দ করা হয়, তাহার শতকরা ২৬ ভাগ লৌহ, ইস্পাত, তামা, পারদ, টিন ইত্যাদি ধাতব দ্রব্যের যোগান বৃদ্ধি, ২০ ভাগ তৈল শোধন, ১৬ ভাগ ইঞ্জিনীয়ারিং শিল্পের প্রসার এবং ৮ ভাগ ভারী রাসায়নিক দ্রব্য, সার ও ঔষধাদি প্রস্তুতে ব্যয়িত হইবে স্থির হয়। বাকি ৩০ ভাগ জনসাধারণের ভোগ্য পণ্য (consumer goods) যথা, কাপড়, চিনি, দিয়াশলাই, কাগজ, কাঁচ, লবণ ইত্যাদি জিনিসের উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য নিয়োজিত হইবে স্থির হয়। সুতরাং প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমলে দেশবাসী যে এই সকল নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের পর্যাপ্তরূপ যোগান পাইয়া তাহাদের জীবনযাত্রার মান বিশেষভাবে উন্নীত করিতে পারিবে, সেই আশা ছিল না। বিশেষতঃ, এই সব জিনিসের উৎপাদন বৃদ্ধির দায়িত্ব প্রধানতঃ বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির উপর অর্পিত হইয়াছিল। এইজন্য উহাদিগকে মোটমাট ৫৩৩ কোটি টাকা সংগ্রহ করিতে হইবে। কিন্তু তাহারা যে ৫ বৎসর কালের মধ্যে এতটাকা সংগ্রহ করিতে পারিবে তাহার সম্ভাবনা ছিল কম। পরিকল্পনার রচয়িতাগণ যে উহা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই, তাহাও মনে হয় না। কিন্তু প্রথম পরিকল্পনার প্রারম্ভে খাদ্যশস্যের অতিরিক্ত যোগান দেওয়া, খাদ্যশস্যের উৎপাদনবৃদ্ধি, আশ্রয়প্রার্থীর পুনর্বাসন ইত্যাদি জরুরী সমস্যার সমাধানের তাগিদ ছিল খুব বেশী। অথচ সেই তুলনায় গভর্ণমেণ্টের হাতে অর্থসঙ্গতির পরিমাণ ছিল কম। এজন্য দেশে শিল্প প্রসারের বিশেষ প্রয়োজন থাকা সত্ত্বেও পরিকল্পনার রচয়িতাগণ এই বাবদ উপযুক্ত পরিমাণ অর্থের বরাদ্দ করিতে পারেন নাই।

প্রথম পরিকল্পনার ফলাফল সম্পর্কে সর্বশেষ যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে পরিকল্পনার ৫ বৎসরে বিভিন্ন শ্রেণীর পণ্যের উৎপাদন নিম্নলিখিতরূপভাবে বর্ধিত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে—

	(১৯৫০-৫১)	(১৯৫৫-৫৬)
খাদ্যশস্য (১০ লক্ষ টন হিসাবে)	৫০	৬৪'৯
তুলা (লক্ষ বেল)	২৯'১	৪০'০
পাট (লক্ষ বেল)	৩২'৮	৪২'০
গুড় (লক্ষ টন)	৫৬'২	৫৯'০
তৈলবীজ (লক্ষ টন)	৫১'০	৫৬'৬
তামাক (লক্ষ টন)	২'৫৭	২'৫৯
চা (দশ লক্ষ পাউণ্ড)	৬০৭	৬৬৮
গোল আলু (হাজার টন)	১৬৩৪	১৮৩৯
ইস্পাত (হাজার টন)	৯৭৬	১২৭৪
কাঁচা লোহা (ঐ)	১৫৭২	১৭৮৭
সিমেণ্ট (ঐ)	২৬৯২	৪৫৯১
এমোনিয়াম সালফেট (ঐ)	৪৬	৩৯৪
সুপার ফসপেট (ঐ)	৫৫	৭১
ইঞ্জিন (সংখ্যা)	৩	১৭৯
মেসিন টুল (লক্ষ টাকা)	৩২	৭৮
ডিজেল ইঞ্জিন (সংখ্যা)	৫৫৪০	১০৩৬৯
মোটর যান (সংখ্যা)	১৬৫১৯	২৫২৭২
কেবল ও তার (টন)	১৩৪৯	৮৭৩০
এলুমিনিয়ম (টন)	৩৬৭৭	৭৩৩৩
কার্পাস সূতা (১০ লক্ষ পাউণ্ড)	১১৭৯	১৬৩৩
মিল বস্ত্র (১০ লক্ষ গজ)	৩৭১৮	৫১০২
তাঁত বস্ত্র (ঐ)	১৪৪৯	২৬০০
পাটজাত দ্রব্য (হাজার টন)	৮২৪	১০৫৪
বাইসিকেল (হাজার)	৯৭	৫১৩
সেলাইয়ের কল (হাজার)	৩৩	১১১
বৈদ্যুতিক ল্যাম্প (হাজার)	১৫০০০	২৪২২৮
সুরাসার (১০ লক্ষ গ্যালন)	৫	১০'৪
চিনি (হাজার টন)	১১০০	১৮৬০
বনস্পতি (হাজার টন)	১৫৩	২৭৬
কাগজ ও বোর্ড (হাজার টন)	১১৪	১৮৭
চামড়ার জুতা (হাজার জোড়া)	৫১৯৫	৫৬৭৫

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ৫ বৎসরের মধ্যে দেশের প্রাইমারি স্কুলসমূহে ছাত্র সংখ্যা ১ কোটি ৮৭ লক্ষ হইতে ২ কোটি ৪৮ লক্ষে বর্ধিত হইয়াছে। এই ৫ বৎসরে দেশের জাতীয় আয় শতকরা ১৭.৫ ভাগে এবং দেশবাসী কর্তৃক পণ্যদ্রব্যের ভোগের পরিমাণ শতকরা ৮ ভাগে বর্ধিত হইয়াছে বলিয়াও পরিকল্পনা কমিশন অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার ফলে দেশের অর্থনৈতিক বনিয়াদ সুদৃঢ় হইয়াছে দেখিয়া ভারতসরকার বৃহত্তর কর্মসূচী লইয়া দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কার্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই পরিকল্পনায় স্থির হইয়াছে যে, সরকারীভাবে ৪৮০০ কোটি টাকা এবং বেসরকারী হাত দিয়া ২৪০০ কোটি টাকা ব্যয়িত হইবে।

সরকারী তরফের এই ৪৮০০ কোটি টাকা কিভাবে ব্যয়িত হইবে তাহা এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে।

	কোটি টাকা	মোট ব্যয়ের শতকরা অংশ		কোটি টাকা	মোট ব্যয়ের শতকরা অংশ
কৃষির উন্নতি	১৭০	৩.৫	রাস্তায় চলাচল ব্যবস্থা	১৭	০.৪
পশুপক্ষী পালন	৫৬	১.১	বন্দরসমূহের উন্নতি	৪৫	০.৯
বন উন্নয়ন	৪৭	১.০	জাহাজ চলাচল ও নির্মাণ	৪৮	১.০
মাছের চাষ	১২	০.৩	নদীপথে চলাচল ব্যবস্থা	৩	০.১
সমবায়ের উন্নতি	৪৭	১.০	বিমান চলাচল	৪৩	০.৯
বিবিধ	৯	০.২	অন্যান্য শ্রেণীর পরিবহন	৭	০.১
জাতীয় সম্প্রসারণ ও সমাজ উন্নয়ন	২০০	৪.১	ডাক ও তারবিভাগ	৬৩	১.৩
			অন্যান্য সংবাদ আদান প্রদান	৪	০.১
গ্রাম পঞ্চায়েৎ	১২	০.৩	বেতার	৯	০.২
স্থানীয় উন্নয়নমূলক কার্য	১৫	০.৩	শিক্ষা	৩০৭	৬.৪
সেচকার্য	৩৮১	৭.৯	স্বাস্থ্য	২৭৪	৫.৭
বিদ্যুৎ উৎপাদন	৪২৭	৮.৯	বাসগৃহের সংস্থান	১২০	২.৫
বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও এতজ্জাতীয় কার্য	১০৫	২.২	অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতি	৯১	১.৯
			সামাজিক উন্নতি	২৯	০.৬
বৃহৎ ও মাঝারি শিল্প	৬১৭	১২.৯	শ্রমিক উন্নয়ন	২৯	০.৬

	কোটি টাকা	মোট ব্যয়ের শতকরা অংশ		কোটি টাকা	মোট ব্যয়ের শতকরা অংশ
খনিসমূহের উন্নতি	৭৩	১'৫	উদ্বাস্তু পুনর্বাসন	৯০	১'৯
পল্লী ও ক্ষুদ্র শিল্প	২০০	৪'১	শিক্ষিত বেকারের কর্মসংস্থান	৫	০'১
রেলপথের উন্নতি	৯০০	১৮'৮			
রাস্তার উন্নতি	২৪৬	৫'১	বিবিধ ব্যয়	৯৯	২'১
			মোট—	৪৮০০	১০০

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই ৪৮০০ কোটি টাকার মধ্যে ২২১৪ কোটি টাকা ভারতের বিভিন্ন রাজ্য সরকারের হাত দিয়া এবং অবশিষ্ট ২৫৮৬ কোটি টাকা কেন্দ্রীয় সরকারের হাত দিয়া ব্যয়িত হইবে। পরিকল্পনা কমিশন আশা প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই ভাবে সরকারের হাত দিয়া ৪৮০০ কোটি টাকা ব্যয়েব ফলে ১৯৫৫-৫৬ সালের তুলনায় বিবিধ শিল্প ও পণ্যের উৎপাদন নিম্নলিখিত ভাবে বৃদ্ধি পাইবে:—খাদ্যশস্য শতকরা—১৫ ভাগ, তুলা—৩১ ভাগ, ইক্ষু—২২ ভাগ, তৈলবীজ—২৭ ভাগ, পাট—২৫ ভাগ, বিদ্যুৎ উৎপাদন—১০৩ ভাগ, অপরিশোধিত লৌহ—১৯১ ভাগ, কয়লা—৫৮ ভাগ, ইস্পাত—২৩১ ভাগ, কাঁচা লোহা—৯৭ ভাগ, এলুমিনিয়ম—২৩৩ ভাগ, মেসিন টুল—৩০০ ভাগ, সিমেণ্ট প্রস্তুতের কলকব্জা—২৫৭ ভাগ, চিনি কলের যন্ত্রপাতি—৭৫৭ ভাগ, কাপড় ও চটকলের যন্ত্রপাতি—৩৭৩ ভাগ, পাম্প—১১৫ ভাগ, ডিজেল ইঞ্জিন—১০৫ ভাগ, মোটর গাড়ী—১২৮ ভাগ, রেলের ইঞ্জিন—১২৯ ভাগ, সিমেণ্ট—২০২ ভাগ, সার (এমোনিয়াম সালফেট)—২৮২ ভাগ, সার (সুপার ফসপেট)—৫০০ ভাগ, সালফিউরিক এসিড—১৭৬ ভাগ, সাজীমাটি—১৮৮ ভাগ, বৈদ্যুতিক ট্রান্স্‌ফরমার্—১৫১ ভাগ, বৈদ্যুতিক তার—১০০ ভাগ, বৈদ্যুতিক মোটর—১৫০ ভাগ, চিনি—৩৫ ভাগ, কাগজ—৭৫ ভাগ, বাইসিকেল—৮২ ভাগ, সেলাইয়ের কল—১০০ ভাগ এবং বৈদ্যুতিক পাখার উৎপাদন—১১৮ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে সেচপ্রাপ্ত জমির পরিমাণ ৩১ ভাগ এবং সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনার সুবিধাপ্রাপ্ত ব্যক্তির পরিমাণ ৩০৬ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে। এই পরিকল্পনার ফলে ন্যাশনাল হাইওয়েজের আয়তন—৭ ভাগ, পাকা রাস্তার দৈর্ঘ্য—১৭ ভাগ, উপকূল বাণিজ্যের জাহাজ—৩৪ ভাগ, বৈদেশিক বাণিজ্যের জাহাজ—৬৮ ভাগ এবং বন্দরসমূহের মাল গ্রহণের ক্ষমতা—৩০ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে।

পোষ্ট অফিসের সংখ্যা—৩৬ ভাগ, টেলিগ্রাফ অফিসের সংখ্যা—২৮ ভাগ,

টেলিফোনের সংখ্যা—৬৭ ভাগ, হাসপাতালের সংখ্যা—২৬ ভাগ এবং হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা—২৪ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমলে দেশবাসী যাহাতে সর্বাঙ্গীণ উন্নতি লাভ করিতে পারে তজ্জন্য পরিবহন, যোগাযোগ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল ইত্যাদির উন্নয়নের জন্যও সংকল্প জ্ঞাপন করা হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, দেশের লোকের কর্মসংস্থানের দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া এই পরিকল্পনা রচিত হইয়াছে। পরিকল্পনার রচয়িতাগণ আশা করেন যে, পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কার্য যথাযথভাবে রূপায়িত হইলে কৃষিবহির্ভূত কাজে ৮০ লক্ষ এবং কৃষির মাধ্যমে ২০ লক্ষ—একুনে ১ কোটি নূতন ব্যক্তির কর্মসংস্থান হইবে। পরিকল্পনা কমিশনের মতে বর্তমানে দেশের শহরাঞ্চলে ২৫ লক্ষ ও পল্লীঅঞ্চলে ২৮ লক্ষ—মোট ৫৩ লক্ষ ব্যক্তি বেকার রহিয়াছে। ইহার উপর দ্বিতীয় পরিকল্পনার ৫ বৎসরে দেশে নূতনভাবে শহরাঞ্চলে ৩৮ লক্ষ ও পল্লী অঞ্চলে ৬২ লক্ষ—একুনে ১ কোটি নূতন কর্মপ্রার্থী সৃষ্টি হইবে, ফলে দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে মোট কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা দাঁড়াইবে ১ কোটি ৫৩ লক্ষ। উহার মধ্যে যদি দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে এককোটি লোকের কর্মসংস্থান হয়, তথাপি ৫৩ লক্ষ বেকার লোক থাকিবে। কমিশন আশা করেন যে, তৃতীয় পরিকল্পনার কালে বেকার সমস্যার সম্যক্ সমাধান সম্ভবপর হইবে।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ৪টি বিশেষ উদ্দেশ্য ব্যক্ত করা হইয়াছে। উহা হইতেছে—(১) জাতীয় আয় এরূপভাবে বৃদ্ধি করা যাহার ফলে দেশবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নীত হইতে পারে, (২) মৌলিক ও ভারী ধরনের শিল্পের উপর জোর দিয়া দেশে শিল্পের দ্রুত প্রসার, (৩) ব্যাপক ভাবে জনসাধারণের কার্যের সংস্থান করা এবং (৪) দেশে ধনসম্পদ ও আয়ের যে পার্থক্য রহিয়াছে তাহার সঙ্কোচ এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকতর সমভাবে বণ্টন। জাতীয় আয় সম্পর্কে কমিশন এরূপ প্রকাশ করিয়াছেন যে, প্রথম পরিকল্পনার আমলে উহা শতকরা ১১ ভাগ বৃদ্ধির সংকল্প করা হইলেও কার্যতঃ উহা ১৮ ভাগ বর্ধিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে উহা শতকরা ২৫ ভাগ পরিমাণে বাড়াইবার সংকল্প করা হইয়াছে। এইভাবে যদি জাতীয় আয় বৃদ্ধি পায় তবে, দ্বিতীয় পরিকল্পনার ৫ বৎসরে ভারতের জাতীয় আয় ১০৮০০ কোটি টাকা হইতে ১৩৪০০ কোটি টাকায় বৃদ্ধি পাইবে এবং মাথাপিছু গড়পড়তা আয় ২৮০ টাকা হইতে ৩৩০ টাকায় পরিণত হইবে। এই সংকল্প সিদ্ধ হইলে আলোচ্য পরিকল্পনার প্রথম উদ্দেশ্য অর্থাৎ দেশবাসীর জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের উদ্দেশ্য

যে বহুলাংশে সফল হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় যেভাবে শিল্পের—বিশেষভাবে মৌলিক ও ভারী ধরনের শিল্পের প্রসারের উদ্যোগ করা হইতেছে, তাহা সফল হইলে তৃতীয় পরিকল্পনার আমলে অধিকতর ব্যাপকভাবে শিল্পের উন্নয়ন কার্যের পথ সুগম হইবে। দেশবাসীর কাজের সংস্থানের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। পরিকল্পনার চতুর্থ উদ্দেশ্য—অর্থাৎ দেশবাসীর আয় ও ধনসম্পদের অধিকারের তারতম্য সঙ্কোচের জন্য গভর্ণমেণ্ট দেশের ট্যাক্স-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে প্রথম পরিকল্পনার আমলেই উচ্চ আয়ের উপর অধিকতর হারে আয়কর ধার্য হইয়াছে এবং দেশে উত্তরাধিকার কর প্রবর্তিত হইয়াছে। বর্তমানে দেশবাসীর হস্তস্থিত সঙ্গতির উপরও একটা কর ধার্য হইয়াছে। উল্লেখযোগ্য যে, ভারত সরকার সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে দেশগঠনের যে সংকল্প স্থির করিয়াছেন, দেশবাসীর আয় ও ধনসম্পদের অধিকারের তারতম্য নিবারণের চেষ্টা তাহারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় সরকারীভাবে ব্যয়যোগ্য ৪৮০০ কোটি টাকা কিভাবে সংগ্রহ হইবে তৎসম্পর্কে পরিকল্পনার খসড়ার নিম্নলিখিতরূপ হিসাব দেওয়া হইয়াছিল :—

		কোটি টাকা
প্রচলিত আয় হইতে উদ্বৃত্ত	...	৩৫০
অতিরিক্ত ট্যাক্স ধার্য বাবদ	...	৪৫০
বাজার হইতে স্থায়ী ঋণ	...	৭০০
ক্ষুদ্র সঞ্চয়	...	৫০০
রেল বিভাগের উদ্বৃত্ত	...	১৫০
প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড ও অন্যান্য আমানত	...	২৫০
বিদেশ হইতে সাহায্য	...	৮০০
ঘাটতি ব্যয়	...	১২০০
বরাদ্দের ঘাটতি	...	৪০০
মোট		৪৮০০

১৯৫৮ সালের প্রারম্ভে যে নূতন সংশোধিত বরাদ্দ করা হইয়াছে, তাহার হিসাব নীচে দেওয়া হইল :—

		কোটি টাকা
প্রচলিত ট্যাক্স হইতে উদ্বৃত্ত	...	৭৫৯
রেল বিভাগের উদ্বৃত্ত	...	২৫০

		কোটি টাকা
বাজার হইতে ঋণ ও ক্ষুদ্র সঞ্চয়	...	৯৮৪
অস্থায়ী ঋণ	...	২৯
বিদেশ হইতে সাহায্য	...	১০৩৮
ঘাটতি ব্যয়	...	১২০০
বরাদ্দের ঘাটতি	...	৫৪০
	মোট	৪৮০০

বরাদ্দের ঘাটতি ৫৪০ কোটি টাকার মধ্যে ২৪০ কোটি টাকা নিম্নলিখিতভাবে সংগ্রহ করা হইবে বলিয়া ইঙ্গিত করা হইয়াছে :—

		কোটি টাকা
অতিরিক্ত ট্যাক্স ধার্য বাবদ	...	১০০
বাজার হইতে ঋণ ও ক্ষুদ্র সঞ্চয়	...	৬০
সরকারী ব্যয় নিয়ন্ত্রণ	...	৮০
মোট		২৪০

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার বেসরকারী শাখা সম্পর্কে ২।১ কথা বলিয়া বর্তমান প্রসঙ্গের উপসংহার করা যাইতেছে। এই পরিকল্পনার পাঁচ বৎসরে দেশের বেসরকারী শিল্প-পরিচালকগণ যে মোট ২৪০০ কোটি টাকা ব্যয় করিবেন, তাহা পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। উহার কত অংশ কোন্ শিল্পে ব্যয় হইবে তাহার হিসাব এইরূপ : শিল্প ও খনিজ শিল্পের প্রসার ও পত্তন—৬০০ কোটি টাকা; চা কফি ইত্যাদি বাগিচা-শিল্প, পরিবহন ও বিদ্যুতের প্রসার—১০০ কোটি টাকা; কৃষির উন্নতি ও ক্ষুদ্রশিল্পের প্রসার—৩০০ কোটি টাকা; বাড়ী-ঘর নির্মাণ—১০০০ কোটি টাকা; পণ্যদ্রব্য মজুদের কাজ—৪০০ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে সমস্ত উৎপাদন-লক্ষ্য স্থির করা হইয়াছে, তাহা সরকারী ও বেসরকারী চেষ্টার সমবেত প্রচেষ্টার ফলেই হইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে

গিরি-দরী, মরু-নির্ঝর পেরিয়ে
চলে জরিপের কাজ
এই দেশের বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ডের উপর কত দ্রুত ও কি বিচিত্র পরিবর্ত্তন ঘটিয়ে তুলছেন আমাদের ইঞ্জিনিয়ার, স্থপতি ও নির্ম্মাতারা। কিছুদিন আগেও যা ছিল 'অসম্ভব' এখন তা অনায়াসে 'সম্ভব' হচ্ছে। আমাদের দেশের এই কুশলী কর্ম্মীদের কাজ দেখে আমরা সত্যিই অভিভূত হই।
গত এক শতাব্দীরও অধিককাল আমরা এই সব সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ারদের জরিপ ও নক্সার নানারকম যন্ত্রপাতি সরবরাহ করে পরিতুষ্ট করে এসেছি।
SURVEYING AND DRAWING INSTRUMENTS
জে, সুর এণ্ড কোং
প্রাইভেট লিঃ
১০, ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-১
AND ALSO OFFICE STATIONERY
এবং ৩, ডালহাউসী স্কোয়ার ইস্ট,
কলিকাতা-১
যন্ত্রপাতির সুদক্ষ সারাইয়ের কাজই আমাদের বৈশিষ্ট্য
JS-3-58 Ben.
১৮৪০ সাল থেকে সুপরিচিত ও সুবিখ্যাত

রাস্তাঘাট

ভারতের বিশাল আয়তনের তুলনায় দেশে পথঘাট অত্যন্ত কম। ১৯৫৬ সালের মার্চ মাসের শেষে মিউনিসিপ্যাল সড়ক ব্যতীত ভারতে মোট রাস্তার দৈর্ঘ্য ছিল ৩১৬,৬৬৮ মাইল—তন্মধ্যে ১২১,৬১৭ মাইল পাকা সড়ক ও ১৯৫,০৫১ মাইল কাঁচা সড়ক। ইদানীংকালে ভারতে রাস্তার দৈর্ঘ্য কি পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহা নীচের তালিকায় দেখান হইল—

সাল	পাকা রাস্তা মাইল	কাঁচা রাস্তা মাইল	মোট রাস্তা মাইল
১৯৪৮	৯০,১০৮	১,৫৮,৮০৬	২,৮৪,৯১৪
১৯৫৬	১,২১,৬১৭	১,৯৫,০৫১	৩,১৬,৬৬৮

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রায় তিন হাজার মাইল পাকা রাস্তা ও ১৭ হাজার মাইল অন্যান্য রাস্তা তৈয়ারি করা হইবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছে।

রাস্তাঘাটের শ্রেণীবিভাগ ঃ ভারতের পথঘাটগুলি তিন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ঃ—(১) জাতীয় সড়ক, (২) রাজ্য সড়ক, ও (৩) অন্যান্য সড়ক। "অন্যান্য সড়কে"র মধ্যে পড়ে জিলা সড়ক, মিউনিসিপাল সড়ক ও গ্রাম্য সড়কগুলি।

ভারতে জাতীয় সড়কগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ—(১) গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড—ইহা কলিকাতা হইতে বারাণসী, কানপুর, আগ্রা, দিল্লী হইয়া অমৃতসর পর্যন্ত গিয়াছে, (২) বোম্বাই—বাঙ্গালোর—মাদ্রাজ সড়ক, (৩) মাদ্রাজ—কলিকাতা সড়ক, (৪) কলিকাতা—নাগপুর—বোম্বাই সড়ক, (৫) বারাণসী—নাগপুর—হায়দরাবাদ—কুর্নুল—বাঙ্গালোর—কেপ কমোরিন সড়ক, (৬) দিল্লী—আহমেদাবাদ—বোম্বাই সড়ক, (৭) আহমেদাবাদ—কাণ্ডালা সড়ক, (৮) আম্বালা—সিমলা—তিব্বত সীমান্ত সড়ক, (৯) দিল্লী—লক্ষ্ণৌ সড়ক, (১০) আসাম একসেস্ সড়ক, (১১) ব্রহ্মপুত্রের দক্ষিণ তীরে আসাম ট্রাঙ্ক সড়ক, ও (১২) আসাম মণিপুর—ব্রহ্ম সীমান্ত সড়ক।

রাস্তাঘাটের দায়িত্ব ঃ ১৯১৯ সালের ভারত আইন অনুযায়ী পথঘাট তৈয়ারী ও রক্ষণাবেক্ষণের ভার ছিল প্রদেশ সরকারের উপর। ১৯২৯ সালে সেন্ট্রাল রোড ফাণ্ড গঠিত হয়। এই তহবিলে পেট্রোলের উপর "সারচার্জ"

শুল্ক বসাইয়া আয়ের পথ করা হয়, এবং এই তহবিল হইতে মধ্যে মধ্যে বিভিন্ন প্রদেশকে পথঘাট নির্মাণের উদ্দেশ্যে টাকা দেওয়া হইত। ১৯৪৭ সালে কেন্দ্রীয় সরকার দেশের পথঘাট তৈয়ারীর দায়িত্ব নিজ হস্তে তুলিয়া নেন। নূতন সংবিধান অনুযায়ী বর্তমানে জাতীয় সড়কের দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের এবং রাজ্য সড়ক, জিলা সড়ক, গ্রাম্য সড়ক ইত্যাদির দায়িত্ব রাজ্য সরকারের। দেশের পথঘাটের ব্যবস্থা ও সেই সম্বন্ধে নীতি স্থির করিবার জন্য ১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় পরিবহন বোর্ড গঠিত হয়।

প্রথম পরিকল্পনার কাজঃ এ যাবৎ ভারতে একাধিক রাস্তার অস্তিত্ব থাকিলেও মধ্যে মধ্যে যোগাযোগের অভাব থাকায় কিছুটা বিচ্ছিন্ন অবস্থা বর্তমান ছিল। প্রথম পরিকল্পনার আমলে প্রায় ৬৩০ মাইল এইরূপ বিচ্ছিন্ন রাস্তাঘাট তৈয়ারী হইয়াছে, এবং আরও ৬৫০ মাইল রাস্তার কাজ চলিতেছে। প্রায় ৩০টি সেতুর কার্য সমাধা হইয়াছে এবং ৩৫টির কার্য চলিতেছে।

মোটরযানঃ ইদানীং কালে ভারতে মোটর যানের সংখ্যা কি পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে, তাহার হিসাব তালিকা নীচে দেওয়া হইল ঃ—

সাল	মোটর সাইকেল	প্রাইভেট গাড়ী	যাত্রীবাহী গাড়ী*	মালবাহী গাড়ী	মোট
১৯৪৭-৪৮	১৪,৯২০	৮৭,৯১৯	৭,০০৯	৪৬,৩৩১	১৭৮,২৯৯
১৯৪৮-৪৯	২২,৮১০	১৩৩,৩৯৯	৩৭,৮৮২	৭২,৯২৬	২৬৯,৬৬৯
১৯৪৯-৫০	২৭,১৬০	১৪৩,৬৫৩	৪০,৭৩৬	৭৮,৫৩৭	২৯৪,৭২৭
১৯৫০-৫১	২৬,৮৬০	১৪৬,৭১২	৪৫,৯৬২	৮১,৮৮৮	৩০৬,৩১৩
১৯৫১-৫২	২৬,৮৪১	১৪৯,৩৪০	৪৬,৯০০	৮৪,০১৩	৩০৯,৭৪৬
১৯৫২-৫৩	২৯,২১১	১৫৫,২৩৪	৫১,৯৪১	৯১,৪২৫	৩৩৪,২৪১
১৯৫৩-৫৪	২৯,৮৮৬	১৫৫,০৮২	৫৩,৪৮১	৯২,৫১৩	৩৩৮,৮২০
১৯৫৪-৫৫	২৯,৫০৬	১২৭,৩৮৭	৩৯,৩৩৯	৬৪,১১৬	**২৬৫,৭৬৭

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে ১৯৫৫-৫৬ সালে কি পরিমাণ প্রাইভেট গাড়ী, ট্যাক্সী বাস ও মালবাহী গাড়ী ছিল নিম্নোক্ত তালিকা হইতে তাহা জানা যাইবে।

* বাস ও ট্যাক্সী। ** ১৯৫৪-৫৫ সালের হিসাবের মধ্যে আসাম, পশ্চিম বাংলা, পেপসু ও আজমীঢ়ের সংখ্যা ধরা হয় নাই। এই সকল রাজ্যে মোটরযানের সংখ্যা ১৯৫৪-৫৫ সালে ২৬ শতাংশ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

রাজ্য	প্রাইভেট গাড়ী	ট্যাক্সী	বাস	মালবাহী গাড়ী
বিহার	৭,৪২১	৪০৭	১,৫৭৩	৪,৭৪৯
বোম্বাই	৩৯,৩৮০	৪,১৪৩	৪,৫৮৯	১৬,০৪১
মধ্যপ্রদেশ	৫,২৩৮	২৬৪	১,৬২৭	৩,৩৯৮
মাদ্রাজ	১০,০৫০	১,০৪২	৪,৬৭১	৭,১৫৯
উড়িষ্যা	২,৪৫৮	২	৭,১২	২,৮০৮
পাঞ্জাব	২,৯৭৬	১০৬	১,৬৮২	২,৭২৭
উত্তরপ্রদেশ	১২,৩২৩	৩৪২	৪,৪০৫	৭,৬৭৯
হায়দরাবাদ	৬,১১১	২৬৬	১,৩৩৭	৩,৭৬৭
মধ্যভারত	২,০৫২	৫২	৬১০	১,২১০
মহীশূর	৫,৫৫০	১৭০	১,৫৪১	২,১৭৪
রাজস্থান	৫,৪৬১	১০২	২,২৭৫	৩,২২২
সৌরাষ্ট্র	১,৯৪৫	৩১৮	৫৫৫	১,৯৭২
কেরালা	৩,৭৬৩	৩৩৭	...	১,৬৪৫
দিল্লী	৮,৩৩৯	১,১১৫	৭১৩	১,৯৬৮
পশ্চিম বাংলা	*৩৪,৩৬৪	...	*১০,৬০৫	*৩২,৮৫৭

গরুর গাড়ীর সংখ্যা—১৯৫২-৫৩ সালে এদেশে গরুর গাড়ীর সংখ্যা ছিল ৯৮,৬৩,১১১ এবং প্রায় ২৬১ কোটি টাকা মূলধন ইহাতে নিয়োজিত ছিল।

বিদেশের সংখ্যা তুলনা : বিদেশের তুলনায় ভারতে রাস্তাঘাটের পরিমাণ যেরূপ কম, মোটর যানের সংখ্যাও তদ্রূপ কম। মাকিণ যুক্তরাষ্ট্রে মোটর যানের সংখ্যা ৫,১৯,০০,০০০, কানাডায় ২৮,০০,০০০ ফ্রান্সে ১৬,০০,০০০, বৃটেনে ৩৩,০০,০০০ আর ভারতে মাত্র চার লক্ষ। মাথা পিছু মোটর গাড়ীর সংখ্যার হিসাবে দেখা যায় যে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি ১০০০ হাজার লোক পিছু মোটর গাড়ীর সংখ্যা ৩৯৪, কানাডায় ২৩৬, বৃটেনে ৬৮, ফ্রান্সে ৩৯ ও ভারতে মাত্র ০'৯২ অর্থাৎ একখানা পুরা গাড়ীও নয়।

---

* ১৯৫৪-৫৫ সালের সংখ্যা।

রেলওয়ে

ভারতীয় রেলপথের জন্ম ১৮৫৩ সালের ১৬ই এপ্রিল। ঐ দিবস বোম্বাই হইতে কল্যাণ পর্যন্ত রেলপথটিতে গাড়ী চলাচল সুরু হয়। প্রায় একবৎসর পরে ১৮৫৪ সালে ১৫ই আগষ্ট বাংলায় হাওড়া হইতে হুগলী পর্যন্ত একটি রেলপথে যাত্রী চলাচল আরম্ভ হয়। ভারতের তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল লর্ড ডালহৌসীর পরিকল্পনা অনুসারে ক্রমশঃ ভারতের বিভিন্ন বড় বড় শহরগুলি রেলপথ দ্বারা সংযুক্ত করার আয়োজন করা হয়। ভারত সরকার মূলধনের ক্ষতিপূরণ ও লভ্যাংশ সম্পর্কে নিশ্চয়তা দিয়া এবং রেলপথের জমি খাস করিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়া ইংলণ্ড হইতে ভারতীয় রেলপথের জন্য মূলধন সংগ্রহ করেন। কতকগুলি বৃটিশ প্রতিষ্ঠানের সহিত ভারত সরকারের চুক্তি হয় এই শর্তে যে নির্দিষ্ট সময়ের পরে নির্দিষ্ট হারে মূল্য দিয়া ভারত সরকার এই সকল রেলপথ ক্রয় করিয়া লইবেন। এই শর্তানুসারে পরবর্তী কালে ভারতের বড় বড় রেলপথসমূহের মালিকানা ও পরিচালনার ভার ভারতসরকারের করায়ত্ত হয়। ভারত স্বাধীনতা লাভ করিলে দেশীয় রাজ্য-সমূহের রেলপথগুলিও জাতীয় সরকারের কর্তৃত্বাধীনে আসে।

রেলপথের দৈর্ঘ্য ঃ ভারতে ১৮৫৩ সালে রেলপথের দৈর্ঘ্য ছিল মাত্র ২০ মাইল। ১৯৩৬-৩৭ সালে এই দৈর্ঘ্যের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪৩ হাজার ১২৮ মাইল। কিন্তু এই বৎসর ব্রহ্মদেশ ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ায় ভারতীয় রেলপথের দৈর্ঘ্য কিছুটা কমিয়া ১৯৩৭-৩৮ সালে দাঁড়ায় ৪১ হাজার ৭৬ মাইল। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের ফলে পুনরায় ভারতের রেলপথের দৈর্ঘ্য কমিয়া যায়। ১৯৪৬-৪৭ সালে রেলপথের দৈর্ঘ্য ছিল ৪০ হাজার ৫২৪ মাইল, ১৯৪৭-৪৮ সালে এই সংখ্যা কমিয়া দাঁড়ায় ৩৩ হাজার ৯৮৫ মাইল।

অদ্যাবধি ভারতীয় রেলপথসমূহের মোট দৈর্ঘ্য, নিয়োজিত মূলধন, আয় ও ব্যয় কিরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে নিম্নে তাহার তালিকা দেওয়া হইল।

বৎসর	দৈর্ঘ্য মাইল	নিয়োজিত মূলধন লক্ষ টাকা	মোট আয় লক্ষ টাকা	মোট ব্যয় লক্ষ টাকা	আয় (নিট) লক্ষ টাকা
১৮৫৩	২০	৩৮	০.৯০	০.৪১	০.৪৯
১৮৬৩	২,৫০৭	৫,৩০০	২২০	১৩৩	৮৭

বৎসর	দৈর্ঘ্য মাইল	নিয়োজিত মূলধন লক্ষ টাকা	মোট আয় লক্ষ টাকা	মোট ব্যয় লক্ষ টাকা	আয় (নিট) লক্ষ টাকা
১৮৭৩	৫,৬৯৭	৯,১৭৩	৭২৩	৩৭৮	৩৪৫
১৮৮৩	১০,৪৪৭	১৪,৮৩১	১,৬৩৯	৭৯৭	৮৪২
১৮৯৩	১৮,৪৫৯	২৩,৩১৮	২,৪০৮	১,১৩৫	১,২৭৩
১৯০৩	২৬,৯৫৬	৩৪,১১১	৩,৬০১	১,৭১১	১,৮৯০
১৯১৩-১৪	৩৪,৬৫৬	৪৯,৫০৯	৬,৩৫৯	৩,২৯৩	৩,০৬৬
১৯২৩-২৪	৩৮,০৩৯	৭১,৭৯৩	১০,৭৮০	৬,৮৪৫	৩,৯৩৫
১৯৩৩-৩৪	৪২,৯৫৩	৮৮,৪৪১	৯,৯৫৮	৬,৯৫৪	৩,০০৪
১৯৪৩-৪৪	৪০,৫১২	৮৫,৮৫৪	১৯,৯৩২	১১,৪১১	৮,৫২১
১৯৪৭-৪৮	৩৩,৯৮৫	৭৪,২২০	১৮,৩৬৯	১৬,৩৯৪	১,৯৭৫
১৯৫২-৫৩	৩৪,২৭৫	৮৬,৮৫৫	২৭,২২৮	২১,৯৯৯	৫,২২৯
১৯৫৩-৫৪	৩৪,৪০৬	৮৭,৮৪৫	২৭,২৮১	২[illegible],১৯৯	৪,০৮২
১৯৫৪-৫৫	৩৪,৭০৫	৯১,০৯১	২৮,৮৫৯	২৩,৫৯৯	৫,২৬১
১৯৫৫-৫৬	৩৪,৭৩৬	৯৭,৫৫০	৩১,৭৫১	২৬,১০৭	৫,৭৩৪
১৯৫৬-৫৭	৩৪,৭৪৪	১,০৭,৮২৩	৩৫,০৫৫	২৮,০১৩	৭,০৪২

অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতের রেলপথ—১৯৫৩ সালের হিসাব

দেশ	মোট আয়তন বর্গমাইল	মোট রেলপথের দৈর্ঘ্য : মাইল	প্রতি মাইলের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চল বর্গমাইল
রাশিয়া	৬৫,৩২,৯৩৯	৫৭,৪৮৭	১১৩
কানাডা	৩৬,২১,৬১৬	৪২,৩৩৬	৮৫
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র	২৯,৭৭,১২৮	২,২৭,২৪৪	১৩
ভারত	১২,৬৯,৬৪০	৩৪,৭০০	৩৬
জাপান	১,৪৪,৫৫০	১২,৫৭২	১২
বৃটেন	৯৪,২৭৯	১৯,৮৬৩	৫

যাত্রী ও মাল চলাচল : বর্তমানে ভারতের রেলপথ এশিয়ার মধ্যে দীর্ঘতম এবং সমগ্র পৃথিবীতে ভারতের স্থান চতুর্থ। ভারতের বিভিন্ন পরিবহন ব্যবস্থার মধ্যে রেলপথই প্রধান ও বৃহত্তম। সমগ্র দেশের শতকরা

৮০ ভাগ মাল ও ৭০ ভাগ যাত্রী এই বেলপথেই চলাচল করে। ভারতের বিভিন্ন রেলপথসমূহে যাত্রী ও মাল চলাচলের কিরূপ উন্নতি হইয়াছে নিম্নলিখিত ছক হইতে তাহার আভাষ পাওয়া যাইবে।

বৎসর	যাত্রীসংখ্যা হাজার	যাত্রীবহনের আয় লক্ষ টাকা	বাহিত মাল হাজার টন	মালবহনের আয় লক্ষ টাকা
১৮৭১	১৯,২৮৩	২০২	৩,৫২৪	৪২০
১৯০১	১,৯৪,৭৪৯	১,০০৭	৪৩,৩৯২	২,১২৪
১৯৩১-৩২	৫,০৫,৮৩৬	৩,১৩৫	৭৪,৫৭৫	৫,৮৭৩
১৯৫১-৫২	১২,৩২,০৭৩	১১,১৪২	৯৮,০২৫	১৫,৩৯৫
১৯৫৩-৫৪	১২,২০,৪০০	১০,১৩৫	৯৯,৩৬০	১৪,৫৩৯
১৯৫৪-৫৫	১২,৬০,৮৯০	১০,৩৭৪	১,০৬,৯৭	১৫,৬৪৫
১৯৫৫-৫৬	১২,৯৭,৪৩১	১০,৮৭৫	১,১৫,২৮	১৭,৭৯২
১৯৫৬-৫৭	১৩,৮২,৫৪০	১১,৭৩৯	১,২৫,৩৮০	২০,১০৯

রেলপথের পুনর্বিন্যাস : দেশ বিভাগের পর ভারতে বিভিন্ন রেলপথের সংখ্যা ছিল ৪২। তন্মধ্যে প্রথম শ্রেণীর রেলপথ ছিল ১৩টি, দ্বিতীয় শ্রেণীর ১০টি এবং তৃতীয় শ্রেণীর ১৯টি। ইহার মধ্যে ৩২টি ছিল দেশীয় রাজ্যের রেলপথ, যাহার মোট দৈর্ঘ্য ছিল ৭ হাজার ৫৫৯ মাইল। বর্তমানে ভারতে রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য ৩৪ হাজার ৭৪৪ মাইল, তন্মধ্যে একক রেলপথের দৈর্ঘ্য ৩১ হাজার ৮৩ মাইল।

ভারতসরকার দেশের সমস্ত রেলপথসমূহের মালিকানা ও পরিচালনা নিজহস্তে গ্রহণ করিয়া রেলপথগুলিকে পুনর্গঠন করিবার নীতি অবলম্বন করেন। তদনুসারে রেলপথগুলিকে ৮টি আঞ্চলিক বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। নিম্নে তাহাদের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হইল।

দক্ষিণ রেলপথ : পুনর্বিন্যাস পরিকল্পনায় এই রেলপথটিই প্রথম কার্যকরী করা হয়। ১৯৫১ সালের ১৪ই এপ্রিল ইহার উদ্বোধন হয়। এই আঞ্চলিক রেলপথের মধ্যে আছে (ক) মাদ্রাজ এণ্ড সাউথ মারাঠা রেলওয়ে, (খ) সাউথ ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ও (গ) মহীশূর রেলওয়ে। দক্ষিণ রেলপথের সদর কার্যালয় মাদ্রাজে অবস্থিত। ৬,০৫৮.৬৩ মাইল রেলপথ এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত; তন্মধ্যে ১,৭৮৩.৮১ মাইল ব্রড গেজ; ৪,১৭৯.১২ মাইল মিটার গেজ ও ৯৫.৮০ মাইল ন্যারো গেজ। জেনারেল ম্যানেজার : **টি. এ. জোসেপ।**

কেন্দ্রীয় রেলপথ : এই আঞ্চলিক রেল পথের উদ্বোধন হয় ৫ই নভেম্বর

মধুর অবকাশ...
চলচ্চিত্র বা সঙ্গীত সম্মেলন, নৃত্য বা শিল্প
প্রদর্শনী—এসবই দৈনন্দিন একঘেয়ে জীবনের
অবকাশ মুহূর্তগুলিকে আনন্দে ভরে
তোলে। অতীতের ভাস্করদের অমর কীর্তি কোনারকের
'সুরসুন্দরীদের' অপরূপ পাথরের মূর্তিগুলো
এক অতুলনীয় সৌন্দর্যের প্রতীক। এরকম আরও
অনেক মহৎ কীর্তি ভারতবর্ষে ছড়িয়ে আছে।
অতীতের যে সৌন্দর্যধারায় আজকের ভারতীয় শিল্প
সঞ্জীবিত, তারই নিদর্শন স্বরূপ এইসব
মহৎ কীর্তি দেখে আসুন—আপনার অবকাশ মুহূর্তগুলো
মধুর হয়ে উঠবে।
দক্ষিণ
পূর্ব
রেলওয়ে
SERC-J

১৯৫১। (ক) গ্রেট ইণ্ডিয়ান পেনিনস্থলার রেলওয়ে, (খ) নিজাম রাজ্যের, রেলপথ, (গ) সিন্ধিয়া রাজ্যের রেলপথ ও (ঘ) ঢোলপুর রাজ্যের রেলপথের সমন্বয়ে ইহা গঠিত। সদর কার্যালয় বোম্বাই। মোট রেলপথের পরিমাণ ৫,৬২৩.১১ মাইল এবং তন্মধ্যে ৪,০৯৩.০৮ মাইল ব্রড গেজ; ৭৭২.৪৯ মাইল মিটার গেজ ও ৭৬৬.৫৫ মাইল ন্যারো গেজ। জেনারেল ম্যানেজার: **এম. এন. চক্রবর্তী।**

পশ্চিম রেলপথ: এই অঞ্চলের উদ্বোধন হয় ৫ই নভেম্বর ১৯৫১ সালে। যে সকল রেলপথ লইয়া ইহা গঠিত তন্মধ্যে আছে (ক) বোম্বাই বরোদা এণ্ড সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলওয়ে, (খ) সৌরাষ্ট্র রেলপথ, (গ) কচ্ছ রেলপথ, (ঘ) রাজস্থান রেলপথ এবং (ঙ) জয়পুর রেলপথ। সদর কার্যালয় বোম্বাই। মোট রেলপথের দৈর্ঘ্য ৫,৬২১.৪২ মাইল। তাহার মধ্যে ১,৩৮৯.০৫ ব্রড গেজ; ৩,৫৫৭.৯৭ মাইল মিটার গেজ ও ৭৭৪.৪০ মাইল ন্যারো গেজ। জেনারেল ম্যানেজার: **এ. গণপতি।**

উত্তর রেলপথ: ইহার উদ্বোধন হয় ১৪ই এপ্রিল ১৯৫২ সালে। (ক) যোধপুর রেলপথ, (খ) বিকানীর রেলপথ, (গ) পূর্ব পাঞ্জাব রেলপথ এবং (ঘ) ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ ও মোরাদাবাদ এই তিনটি ডিভিশন লইয়া এই অঞ্চল গঠিত। সদর কার্যালয় নতুন দিল্লী। মোট রেলপথের দৈর্ঘ্য ৬,০৫১.৬৪ মাইল। তন্মধ্যে ৩,৯১৭.৩৬ মাইল ব্রড গেজ; ২,০০৬.৩৫ মাইল মিটার গেজ এবং ১২৭.৯৩ মাইল ন্যারো গেজ। জেনারেল ম্যানেজার: **এম. কে. কাউল।**

উত্তর-পূর্ব রেলপথ: উদ্বোধন দিবস ১৪ই এপ্রিল, ১৯৫২ সাল। (ক) অযোধ্যা ও ত্রিহুত রেলপথ, (খ) আসাম রেলওয়ে এবং (গ) পুরাতন বোম্বাই বরোদা এণ্ড সেণ্ট্রাল ইণ্ডিয়া রেলপথের ফতেগড় জিলার অংশ লইয়া ইহা গঠিত। সদর কার্যালয় গোরক্ষপুর। মোট রেলপথের দৈর্ঘ্য ৪,৭৯৯.৯২ মাইল তন্মধ্যে ২.১৫ মাইল ব্রড গেজ; ৪,৭৪৩.৫৯ মাইল মিটার গেজ ও ৫৪.১৮ মাইল ন্যারো গেজ। জেনারেল ম্যানেজার: **বি. অরোরা।**

পূর্ব রেলপথ: ইহার উদ্বোধন হয় ১লা আগষ্ট ১৯৫৫, সাল। (ক) পুরাতন ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে (এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ ও মোরাদাবাদ ডিভিশন ব্যতীত) লইয়া ইহা গঠিত। মোট রেলপথের দৈর্ঘ্য ২,৩২১ মাইল এবং তন্মধ্যে ২,৩০৪ মাইল ব্রড গেজ ও ১৭ মাইল ন্যারো গেজ। সদর কার্যালয় কলিকাতা। জেনারেল ম্যানেজার: **কৃপাল সিং।**

দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথ: উদ্বোধন দিবস ১লা আগষ্ট, ১৯৫৫ সাল। (ক) ভূতপূর্ব বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ে লইয়া ইহা গঠিত। মোট রেলপথের

দৈর্ঘ্য ৩,৩৯৯ মাইল, তন্মধ্যে ২,৪৭৪ মাইল ব্রড গেজ; ও ৯২৫ মাইল ন্যারো গেজ সদর কার্যালয় কলিকাতা। জেনারেল ম্যানেজার: **এ. কে. বসু।**

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলপথ: ভারতের এই অষ্টম রেলপথটি ১৯৫৮ সালের ১৫ই জানুয়ারী প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সম্পূর্ণ আসাম, উত্তরবঙ্গ এবং বিহার ও উত্তর প্রদেশের অংশ বিশেষ লইয়া ইহা গঠিত হইয়াছে। আসামের পাণ্ডুতে ইহার সদর দপ্তর স্থাপিত হইয়াছে। ইহার মোট দৈর্ঘ্য ১,৭৩৮ মাইল। ব্রড গেজ ২'২৫ মাইল, মিটার গেজ ১'৬৮৬ মাইল এবং ন্যারো গেজ ৪৯'৭৫ মাইল। জেনারেল ম্যানেজার: **ডি. সি. বৈজল।**

পরিচালন ব্যবস্থা: রেলপথের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ দায়িত্ব 'রেলওয়ে বোর্ডে'র উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। ১৯০৫ সালে উক্ত বোর্ড স্থাপিত হইয়াছে।

রেলওয়ে বোর্ড: একজন চেয়ারম্যান, তিন জন সদস্য ও ফাইন্যানসিয়াল কমিশনারকে লইয়া রেলওয়ে বোর্ড গঠিত। কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থ দপ্তরের সেক্রেটারী পদাধিকার বলে বোর্ডের চেয়ারম্যান হইয়া থাকেন। বর্তমান পদাধিকারীদের নাম:—চেয়ারম্যান: পি. সি. মুখার্জি; সদস্যগণ: (১) কর্ণাইল সিং, (২) কে. পি. মুসরান, (৩) কে. বি. মাথুর; ফাইন্যানসিয়াল কমিশনার: জে. দয়াল।

বে-সরকারী রেলপথ: ভারত সরকার পরিচালিত এই সকল রেলপথ ব্যতীত এদেশে বর্তমানে আরও ১১টি ছোট রেলপথ আছে যাহাদের মালিকানা ও পরিচালনা সাধারণ যৌথ প্রতিষ্ঠানের হস্তে রহিয়াছে। এই সকল প্রতিষ্ঠানের কোন কোনটি সরকারী প্রতিশ্রুতিতে কাজ করে বা জিলা বোর্ডের সাহায্য পায়। এই শ্রেণীর রেলপথের মধ্যে আছে (১) আমেদপুর-কাটওয়া রেলওয়ে, (৩২ মাইল), (২) আরা-সাসারাম লাইট রেলওয়ে (৬৫ মাইল), (৩) বাঁকুড়া-দামোদর রেলওয়ে (৬০ মাইল), (৪) দশঘরা-জামালপুরগঞ্জ রেলওয়ে (৮ মাইল), (৫) বক্তিয়ারপুর-বিহার লাইট রেলওয়ে (৩৩ মাইল) (৬) বর্ধমান-কাটওয়া লাইট রেলওয়ে (৩২ মাইল), (৭) ডেহরী-রোটাস্ লাইট রেলওয়ে (২৪ মাইল), (৮) ফতোয়া-ইসলামপুর লাইট রেলওয়ে (২৭ মাইল), (৯) হাওড়া-আমতা লাইট রেলওয়ে (৪৪ মাইল), (১০) হাওড়া-শিয়াখালা লাইট রেলওয়ে (২০ মাইল), এবং (১১) জগদ্ধাত্রী-লাইট রেলওয়ে (৩ মাইল)।

॥ রেলের আর্থিক অবস্থা ॥

১৯৫৮-৫৯ সালের বাজেট অনুযায়ী রেলপথ সমূহের মোট আয় হইবে ৪০৭'৪৮ কোটি টাকা। মোট ব্যয়ের পরিমাণ অনুমান করা হইয়াছে ৩৩০'৫৬

কোটি টাকা। ইহার ফলে চলতি বৎসরে রেল বিভাগের নীট লাভের পরিমাণ দাঁড়াইবে ৭৯'৯২ কোটি টাকা। এ বৎসর রেলের ভাড়া বা মাশুল কোনরূপভাবে বর্ধিত করা হয় নাই।

১৯৫৭-৫৮ সালের বাজেট অনুসারে উক্ত বৎসরের ১লা জুলাই তারিখ হইতে রেলের মাশুল শতকরা ৬।০ আনা হইতে শতকরা ১২॥০ হারে বধিত করা হইয়াছিল। ইহার ফলে আশা করা হইয়াছিল যে রেল বিভাগের নিট আয়ের পরিমাণ দাঁড়াইবে ৭৪'৬২ কোটি টাকা। সংশোধিত হিসাব অনুসারে ইহা দাঁড়াইয়াছে ৬৫'৯০ কোটি টাকা। ১৯৫৬-৫৭ সালের সংশোধিত হিসাব অনুযায়ী সে বৎসরের নিট আয় ৬৪'৬৪ কোটি টাকা হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছিল। কিন্তু এ ক্ষেত্রেও ইহা কমিয়া চূড়ান্ত হিসাবে মাত্র ৫৮'৩৮ কোটি টাকায় দাঁড়াইয়াছে। নিম্নে রেলবিভাগের গত কয়েক বৎসরের আয় ও ব্যয়ের পরিমাণ উল্লেখ করা হইতেছে :—

(কোটি টাকায় লিখিত)

বৎসর	আয়	ব্যয়
১৯৫৩-৫৪	২৭৪'২৯	২০১'৪৭
১৯৫৪-৫৫	২৮৬'৭৭	২০৫'৮৭
১৯৫৫-৫৬	৩১৬'২৯	২১২'৯৫
১৯৫৬-৫৭	৩৪৭'৫৭	২৮৯'১৯
১৯৫৭-৫৮ (সংশোধিত)	৩৮৪'৪০	৩১৮'৫০
১৯৫৮-৫৯ (বাজেট)	৪০৭'৪৮	৩৩০'৫৬

রেল বিভাগের আয়ের মধ্যে যাত্রী ভাড়া ও মালের উপর মাশুলই প্রধান। গত কযেক বৎসর যাত্রীভাড়া ও মালের উপর মাশুল হইতে রেল বিভাগের কিরূপ আয় হইয়াছে তাহার হিসাব নীচে দেওয়া হইল :—

(কোটি টাকায় লিখিত

বৎসর	যাত্রী ভাড়া	মালের উপর মাশুল
১৯৫৩-৫৪	১১৮'০০	১৪৭'১৮
১৯৫৪-৫৫	১২১'৮৫	১৫৮'৬৮
১৯৫৫-৫৬	১২৮'৫৭	১৮০'২৮
১৯৫৬-৫৭	১৩৭'৪৯	২০৩'৯৬
১৯৫৭-৫৮	১৪৬'১৫	২৩১'০০
১৯৫৮-৫৯	১৪৯'৪৮	২৫০'৫০

পূর্বেই লিখিত হইয়াছে যে বাজেট অনুসারে ১৯৫৮-৫৯ সালে রেল বিভাগের নিট আয় ৭৬'৯২ কোটি টাকা হইবে বলিয়া অনুমান করা হইয়াছে। ইহা হইতে ভারত সরকারকে দেয় টাকা ৪৯'৫৮ কোটি টাকা। সুতরাং রেল বিভাগের ১৯৫৮-৫৯ সালে নিট উদ্বৃত্ত হইবে ২৭'৩৪ কোটি টাকা। ইহার পূর্ববর্তী পাঁচ বৎসরে রেলের উদ্বৃত্ত হইতে কত টাকা লাভ হইয়াছিল, তাহার হিসাব নীচে দেওয়া হইল :—

(কোটি টাকায় লিখিত

	১৯৫৩-৫৪	১৯৫৪-৫৫	১৯৫৫-৫৬	১৯৫৬-৫৭	১৯৫৭-৫৮
উদ্বৃত্ত	৩৬'৯১	৪৪'০৬	৫০'৩৩	৫৮'৩৮	৬৫'৯০
ভারত সরকারকে দেয়	৩৪'৩৫	৩৪'৯৬	৩৬'১১	৩৮'১৬	৪৪'২৪
নিট উদ্বৃত্ত	২'৫৬	৯'১০	১৪'২২	২০'২২	২১'৬৬

নিট আয় প্রদর্শনের পূর্বে প্রতি বৎসর রেল বিভাগকে মূল্যাপকর্ষ তহবিলে ৪৫ কোটি টাকা স্থাপন করিতে হয়। ১৯৫৫-৫৬ সালের পূর্ব পর্যন্ত ইহা ৩০ কোটি টাকা ছিল। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে বর্তমানে মূল্যাপকর্ষ ভাণ্ডারে ১৫ কোটি বেশী স্থাপন করা সত্ত্বেও রেল বিভাগের নিট আয় ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়াছে। আরও উল্লেখযোগ্য যে রেলবিভাগকে প্রতি বৎসর ভারত সরকার কর্তৃক উক্ত বিভাগে নিয়োজিত মূলধনের উপর শতকরা ৪৲ টাকা হারে লভ্যাংশ ভারত সরকারকে দিতে হয়। এক্ষণে প্রতি বৎসরই রেলে নিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতেছে এবং সেই সঙ্গে রেল বিভাগ কর্তৃক ভারত সরকারকে এই বাবদ দেয় টাকার পরিমাণও দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে। সাম্প্রতিক কয়েক বৎসর রেলে নূতন নিয়োজিত মূলধনের পরিমাণ কিভাবে বর্ধিত হইয়াছে তাহার হিসাব দেওয়া হইল—১৯৫১-৫২ সালে ৭০ কোটি ৮৬ লক্ষ টাকা; ১৯৫২-৫৩ সালে ৬০ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা; ১৯৫৩-৫৪ সালে ৬৪ কোটি ২১ লক্ষ টাকা; ১৯৫৪-৫৫ সালে ৯৬ কোটি ২১ লক্ষ টাকা; ১৯৫৫-৫৬ সালে ১৩২ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা; ১৯৫৬-৫৭ সালে ১৭৮ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা; ১৯৫৭-৫৮ সালে ২৩৪ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা ও ১৯৫৮-৫৯ সালে ২৬০ কোটি টাকা। ইহার মধ্যে সাধারণ রাজস্ব হইতে ভারত সরকার কর্তৃক নিয়োজিত মূলধন—১৯৫১-৫২ সালে ২৩ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা; ১৯৫২-৫৩ সালে ৭ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা; ১৯৫৩-৫৪ সালে ১২ কোটি টাকা; ১৯৫৪-৫৫ সালে ৩২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা; ১৯৫৫-৫৬ সালে ৬৮ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা; ১৯৫৬-৫৭ সালে ১০৭ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা; ১৯৫৭-৫৮ সালে ১৩৮ কোটি ৪৬ লক্ষ টাকা; ও ১৯৫৮-৫৯ সালে

১৩৮ কোটি ৮৪ লক্ষ টাকা। নিয়োজিত অর্থের বাকী টাকা আসিয়াছে রেল-বিভাগের নিজস্ব মূল্যাপকর্ষ ভাণ্ডার ও উন্নয়নমূলক তহবিল হইতে।

॥ পরিকল্পনা ও রেলপথ ॥

প্রথম পরিকল্পনা : ভারতের প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় এদেশের রেলপথসমূহের উন্নতির জন্য ৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। কিন্তু ১৯৫১-৫২ সাল হইতে ১৯৫৫-৫৬ সালের মধ্যে রেলপথ খাতে ব্যয়ের মাত্রা আরও কিছু অধিক হইয়া উহা দাঁড়াইয়াছে ৪২৩ কোটি ৫৫ লক্ষ। প্রথম পরিকল্পনায় যে সকল কার্য সমাধা হইয়াছে তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উল্লেখযোগ্য।

(১) ৩৮০ মাইল নূতন রেলপথ খোলা হইয়াছে; তন্মধ্যে ১১১ মাইল ব্রড গেজ, ২৬৫ মাইল মিটার গেজ ও ৪ মাইল ন্যারো গেজ।

(২) প্রথম পরিকল্পনার শেষে দেখা যায় যে ৪৫৪ মাইল নূতন রেলপথ নির্মাণের কার্য আরম্ভ হইয়া চলিতেছে কিন্তু সম্পূর্ণ হয় নাই।

(৩) যুদ্ধের সময় যে সকল রেলপথ তুলিয়া ফেলা হইয়াছিল, উহার মধ্যে ৪৩০ মাইল রেলপথ পুনর্গঠিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৩৩৯ মাইল ব্রড গেজ ৫৬ মাইল মিটার গেজ ও ৩৫ মাইল ন্যারো গেজ।

(৪) ব্রড গেজ ও মিটার গেজ রেলপথসমূহে যাত্রী ও মাল চলাচলের পরিমাণ ১৯৫১-৫২ সালের তুলনায় ১৯৫৫-৫৬ সালে শতকরা ১৯·৪ ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে।

(৫) ১৯৫১-৫২ সালে চিত্তরঞ্জন কারখানায় ব্রড গেজ ইঞ্জিনের উৎপাদন হইয়াছিল ১৭টি; ১৯৫৫-৫৬ সালে উহা বৃদ্ধি পাইয়া হয় ১২৯টি। টেলকো কারখানায় অনুরূপ ভাবে মিটার গেজ ইঞ্জিন তৈরী বৃদ্ধি পায় ১০টি হইতে ৫০টি।

(৬) যাত্রী গাড়ী তৈয়ারী হইয়াছে মোট ৯৪১টি; ১৯৫১-৫২ সালে ছিল ৬৭৩।

(৭) মালগাড়ী তৈয়ারী হইয়াছে মোট ১৫,৫৪৫টি; ১৯৫১-৫২ সালে ছিল ৩,৭০৭।

(৮) মাদ্রাজ রাজ্যের পেরাম্বুরে ১৯৫৫ সালের ২রা অক্টোবর রেলের কামরা তৈয়ারী করিবার জন্য একটি কারখানা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; ঐ কারখানার লক্ষ্য প্রতি বৎসর ৩৫০টি কামরা বা বগী তৈরী করা। আশা করা যায় ১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব হইবে।

(৯) রেলপথ ও রাস্তার উপযোগী করিয়া মোকামাঘাটে গঙ্গানদীর উপর একটি ৬'০৭৪ ফুট লম্বা সেতু নির্মাণ করা হইতেছে। মালচলাচলের সুবিধাই ইহার প্রধান উদ্দেশ্য। ১৯৫৬ সালের ২৬শে ফ্রেব্রুয়ারী ভারতের রাষ্ট্রপতি এই সেতুর ভিত্তি স্থাপন করেন। সেতুটি নির্মাণে ব্যয় হইবে প্রায় ১৬ কোটি টাকা। তন্মধ্যে রেলবিভাগ দিবেন ১২ কোটি ও রাস্তাঘাটের পরিচালক দপ্তর দিবেন বাকী ৪ কোটি টাকা। সেতুটি ১৯৬০ সালে সম্পূর্ণ হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

(১০) কলিকাতার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে রেলপথের বৈদ্যুতিকরণ। ইতিমধ্যে ইহার কাজ আংশিক সমাপ্ত হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাঃ রেলপথসমূহের জন্য রেলওয়ে বোর্ড যে দ্বিতীয পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার খসড়া রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে ব্যয়ের মাত্রা দাঁড়াইয়াছিল ১ হাজার ৪৮০ কোটি টাকা। বোর্ডের উদ্দেশ্য ছিল রেলপথ-সমূহের যাত্রী পরিবহন ক্ষমতা শতকরা ৩০ ভাগ বৃদ্ধি করা এবং অতিরিক্ত ৬ কেটি ৮ লক্ষ টন মাল বহন বৃদ্ধি করা। কিন্তু পরিকল্পনা কমিশন এত অর্থ মঞ্জুর না করিয়া মোট ১ হাজার ১২৫ কোটি টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। ফলে রেলপথসমূহের যাত্রী পরিবহন ক্ষমতা শতকরা ৩০ ভাগ বৃদ্ধি না হইয়া হইবে শতকরা ২৫ ভাগ এবং মাল বহন ক্ষমতা অতিরিক্ত ৬ কোটি ৮ লক্ষ টন না হইয়া হইবে ৪ কোটি ২০ লক্ষ টন।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় রেলপথ সম্বন্ধে কি কি কার্যক্রম স্থির হইয়াছে নিম্নে তাহা বর্ণিত হইল।

(১) ১৬০৭ মাইল একক রেলপথকে পাশাপাশি ২টি রেলপথে পরিণত করা হইবে।

(২) ২৬৫ মাইল মিটার গেজ লাইনকে ব্রড গেজ লাইনে পরিণত করা হইবে।

(৩) বিভিন্ন অঞ্চলে মোট ৮২৬ মাইল রেলপথের বৈদ্যুতিকরণ সম্পন্ন হইবে।

(৪) প্রায় ১২৯৩ মাইল রেলপথে ডিজেল ইঞ্জিন চালানো হইবে।

(৫) ৮৪২ মাইল নূতন রেলপথ নির্মিত হইবে।

(৬) রেলপথ পূর্বে ছিল এখন নাই এইরূপ ৮০০০ মাইল রেলপথ পুন-নির্মিত হইবে।

(৭) ২,২৫৮টি ইঞ্জিন, ১,০৭,২৪৭টি মালগাড়ী এবং ১১,৩৬৪টি কামরা (বগী) ভারতীয় রেলপথসমূহের জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনার মেয়াদের মধ্যে সংগৃহীত হইবে।

(৮) দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার জন্য বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার গাড়ী বাবদ (ইঞ্জিন, মালগাড়ী, যাত্রীগাড়ী) ৩৮০ কোটি, ওয়ার্ক সপ ও যন্ত্রপাতি বাবদ ৬৫ কোটি, রেল লাইনের মেরামত বাবদ ১০০ কোটি, সেতু মেরামত বাবদ ১৮ কোটি, গঙ্গাসেতু (মোকামা) বাবদ ৯ কোটি, নূতন সেতু বাবদ ৬ কোটি, রেললাইনের পরিবহন ক্ষমতা ও গুদামের সম্প্রসারণ বাবদ ১৮৬ কোটি, সিগন্যাল ও বিপদ প্রতিরোধ ব্যবস্থা বাবদ ২৫ কোটি, বৈদ্যুতিকরণ বাবদ ৮০ কোটি, নূতন গৃহ নির্মাণ বাবদ ৬৬ কোটি, কর্মচারীদের গৃহ ও উন্নতি বাবদ ৫০ কোটি, ষ্টোর ডিপো ববাদ ৭ কোটি, বিদ্যালয় বাবদ ৩ কোটি, বিশাখাপত্তম্ বন্দর ও অন্যান্য পরিকল্পনা বাবদ ১৫ কোটি, রাস্তাঘাট সম্পর্কে রেলবিভাগের অংশ বাবদ ১০ কোটি, আমদানী ইস্পাত বাবদ ৪০ কোটি এবং অন্যান্য বাবদ ৬৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হইবে।

যাত্রীদের সুবিধা : ১৯৫১-৫২ সাল হইতে প্রতিবৎসর রেলযাত্রীদের সুখসুবিধার জন্য প্রায় তিন কোটি টাকা ব্যয় নির্দিষ্ট হইয়াছে—এই সুখসুবিধার মধ্যে আছে নূতন ধরনের আরামপ্রদ রেলকামরা, নূতন ষ্টেশন, বিশ্রামগৃহ, নূতন টিকিট ঘর, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নতি, ষ্টেশন বৈদ্যুতিকরণ, প্লাটফর্ম উঁচু করা ইত্যাদি। ট্রেনে যাত্রীদের ভীড় কমাইবার জন্য এযাবৎ প্রায় ৮৬৬টি নূতন ট্রেন চালু করা হইয়াছে এবং ৬০৭টি চালু ট্রেনের দূরত্ব বাড়ানো হইয়াছে। ১৯৫৫ সালের নভেম্বর মাস হইতে কেবলমাত্র তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের জন্য ভারতের বিভিন্ন শহরের মধ্যে "জনতা একস্প্রেস্" গাড়ী চালু করা হইয়াছে। মোট "জনতা" গাড়ীর মধ্যে ১২টি দৈনিক, ২টি সপ্তাহে ২ বার এবং ২টি সপ্তাহে ৩ বার যাতায়াত করে। ১৯৫৫ সালের ২রা আক্টোবর হইতে দিল্লী-হাওড়ার মধ্যে "করিডর জনতা" গাড়ী যাতায়াত করিতেছে। ইহা ব্যতীত অন্যান্য ব্যবস্থাগুলির মধ্যে আছে (ক) ৩০০ মাইলের অধিক ভ্রমণকারিগণের জন্য ১½ ভাড়ায় রিটার্ণ টিকিট দেওয়া (খ) কলিকাতা শহরতলী অঞ্চলের পূর্ব-রেলপথে ও দক্ষিণপূর্ব রেলপথ, উত্তর রেলপথে ও পূর্ব-উত্তর রেলপথের ও. টি. শাখায় ২৷৷০ মাসের ভাড়া লইয়া ত্রৈমাসিক টিকিট দেওয়া (গ) ৪ জন ছাত্র একত্রে ভ্রমণ করিলে যে কমতি ভাড়ার সুবিধা থাকে তাহা একক ভ্রমণ করিলেও পাওয়া যাইবার সুবিধা (ঘ) ছুটি বা পূজা-পার্বণের সময় মধ্যবর্তী ষ্টেশনে যাত্রা ভঙ্গের সুবিধা ইত্যাদি।

অসামরিক বিমান পরিবহন

১৯২০ সালে প্রথম ভারতসরকার এদেশে অসামরিক বিমান চলাচলের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এবং কলিকাতা-বোম্বাই ও কলিকাতা-রেঙ্গুনের মধ্যে বিমান চলাচলের বিষয় বিবেচনা ও তদুপযোগী ব্যবস্থা অবলম্বনের বিষয় বিবেচনা করিতে থাকেন। কিন্তু কার্যতঃ ১৯২৪-২৫ সালে এদেশে বিমান চলাচলের সূত্রপাত হয়। তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত এবিষয়ে তেমন উল্লেখযোগ্য কোন উন্নতি সাধিত হয় নাই।

প্রথম পর্যায়ঃ ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ভারতে বিভিন্ন বেসরকারী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান অসামরিক বিমান পরিবহন পরিচালনা করিতে থাকে। মোট ৯টি প্রতিষ্ঠান ভারতের মধ্যে ও বাহিরে বিমান চলাচলের কার্যে ব্যাপৃত থাকে।

জাতীয়করণঃ বিমান পরিবহনে ব্যাপৃত ভারতীয় প্রতিষ্ঠানসমূহের লোকসান হইতে থাকিলে ১৯৫৩ সালে ভারতসরকার এদেশে অসামরিক বিমান পরিবহন ব্যবস্থা ক্ষতিপূরণের ভিত্তিতে জাতীয়করণ করিতে মনস্থ করেন এবং তদনুযায়ী ১৯৫৩ সালে এয়ার করপোরেশন আইন গৃহীত হয়। এই আইনের বলে ভারত সরকার দুটি করপোরেশন গঠন করিয়া তাহাদের মারফত ভারতে অসামরিক বিমান চলাচল ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিতে আরম্ভ করেন। ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস্ করপোরেশনের উপর ভারতের অভ্যন্তরে ও ভারতের নিকটবর্তী অঞ্চলে এবং এয়ার ইণ্ডিয়া ইণ্টারন্যাশানালের উপর দূরবর্তী দেশ-সমূহের সহিত বিমান চলাচলের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। উক্ত আইন অনুসারে অসামরিক বিমান চলাচলের উন্নতি বিধানের জন্য ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসে এয়ার ট্রান্সপোর্ট কাউন্সিল গঠিত হইয়াছে।

বিমানচালনা শিক্ষা কেন্দ্রঃ পাইলট, ইঞ্জিনীয়ার, বিমান বন্দরের অফিসার, কণ্ট্রোল অপারেটর, রেডিও অপারেটার, এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যক্তিদের অসামরিক বিমান চলাচল দপ্তরের শিক্ষাকেন্দ্র এলাহাবাদে শিক্ষা দেওয়া হয়। ১৯৫৫ সালে এই কেন্দ্র হইতে ২৮৬ জন শিক্ষার্থী বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়।

বিমান চালনা শিক্ষা দিবার উদ্দেশ্যে দিল্লী, বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাটনা বারাকপুর, ভুবনেশ্বর, লক্ষ্ণৌ, জলন্ধর, নাগপুর, জয়পুর, ইন্দোর ও বাঙ্গালোর মোট ১২টি জায়গায় সরকারী সাহায্যপ্রাপ্ত বিমানচালনার সঙ্ঘ আছে।

ইহা ব্যতীত পুনা ও দিল্লীতে দুটি গ্লাইডিং ক্লাবও আছে। ১৯৫৫ সালে ভারতের ১২টি বিমানচালনা সঙ্ঘ হইতে মোট ১৭২ জন বিমানচালনা সম্পর্কে লাইসেন্স প্রাপ্ত হন।

বিমান বন্দরঃ বর্তমানে ভারতে বিমান বন্দরের মোট সংখ্যা ৮১টি এবং এইগুলি ভারতসরকারের অধীনস্থ অসামরিক বিমানচলাচল দপ্তরের পরিচালনাধীন। এদেশের বিমানবন্দরগুলিকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়ঃ—

(ক) আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর—সান্তাক্রুজ* (বোম্বাই), দমদম* (কলিকাতা) ও পালাম* (দিল্লী)।

(খ) প্রথম শ্রেণীর বিমান বন্দর—আগরতলা* (ত্রিপুরা), আমেদাবাদ*, বেগমপেট (হায়দরাবাদ), সফদারগঞ্জ* (দিল্লী), গৌহাটী, মাদ্রাজ*, নাগপুর।

(গ) দ্বিতীয় শ্রেণীর বিমানবন্দর—এলাহাবাদ, অমৃতসর*, ঔরঙ্গাবাদ, বাগডোগরা, বালুরঘাট, বেনারস, বরোদা, বারাকপুর, ভবনগর, ভূপাল, ভুজ*, জুহু, কোইমবাটুর, কটক, গয়া, ইন্দোর, জয়পুর, জুনাগড়, লক্ষ্ণৌ, মাদুরা, ম্যাঙ্গালোর, মোহনবাড়ী, পাটনা*, পোরবন্দর, রাজকোট, তেজপুর, ত্রিবান্দ্রম, বেজওয়াদা ও বিশাখাপত্তনম্।

(ঘ) তৃতীয় শ্রেণীর বিমান বন্দর—আকোলা, আসানসোল, বেরিলী, বেলোনিয়া, বিলাসপুর, চাকুলিয়া, কুদ্দাপা, ডোলকোণ্ডা, গোরক্ষপুর ঝান্সী, ঝারসুগুদা, জব্বলপুর, কৈলাশহর, কমলাপুর, কানপুর, কাণ্ডলা, কোহাইট, কোলাপুর, কোটা, ললিতপুর, মনিপুর, রোড, মহীশূর, উত্তর লক্ষ্মীপুর, পালানপুর, পাশিঘাট, রায়পুর, রাজমুন্দ্রী, রামনাথপুরম্, রাঁচী, সাহারানপুর, শেলা, শোলাপুর, তাঞ্জোর, ত্রিচিনপল্লী*, উদয়পুর, ভেলোর, ওয়ারাঙ্গল।

পাঞ্জাবের রাজধানী চণ্ডীগড়ে ১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে নূতন বিমান বন্দর খোলা হইয়াছে। ইহা দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত।

কাণ্ডলাতে বিমান বন্দর নির্মাণ শীঘ্রই সমাপ্ত হইবে এবং তুলিহাল, কুর্ণল, রক্সৌল, যোগবানী, হলদিনীতে বিমান বন্দর নির্মাণের প্রস্তাব মঞ্জুর করা হইয়াছে। শিলং, আজমীড়, রত্নগিরি, গোপালপুর, বুবলী ও নওগাঁতেও বিমান বন্দর নির্মিত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

---

* এই সকল বিমান বন্দর শুল্ক তল্লাসীর ঘাঁটি।

পরিবহন পরিসংখ্যান

(ক) ভারতীয় অসামরিক বিমানসমূহ গত কয় বৎসর কি পরিমাণ যাত্রী, মাল ও ডাক বহন করিয়াছে এবং কত মাইল ভ্রমণ করিয়াছে, তৎসম্বন্ধীয় হিসাব নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বৎসর	ভ্রমণ (হাজার মাইল)	যাত্রী (হাজার)	মাল (হাজার পাউণ্ড)	ডাক (হাজার পাউণ্ড)
১৯৪৭	৯,৩৬২	২৫৫	৫,৬৪৮	১,৪০৫
১৯৪৮	১২,৬৪৯	৩৪১	১১,৯৪৮	১,৫৮৩
১৯৪৯	১৫,০৯৮	৩৫৭	২২,৫০০	৫,০৩২
১৯৫০	১৮,৮৯৬	৪৫৩	৮০,০০৭	৮,৩৫৬
১৯৫১	১৯,৪৯৮	৪৪৯	৮৭,৬৬৫	৭,১৮২
১৯৫২	১৯,৫৬২	৪৩৪	৮৬,০৬৮	৮,৩৭৭
১৯৫৩	১৯,২০২	৪০৪	৮৬,৮২০	৮,৮৪৬
১৯৫৪	১৯,৭৯৮	৪৩২	৮৬,৪০০	১০,৬৭৪
১৯৫৫	২০,৭৪০	৪৫২	৯৮,১৯৯	১১,৪৭৮
১৯৫৬	২৩,৪৮১	৫৫৮	৯৭,৫৫৮	১২,৭৬৮

(খ) ১৯৫৬ সালে ভারতে মোট অসামরিক বিমানপোতের সংখ্যা ৮৩

(গ) " " " " " চলতি বিমানপোতের সংখ্যা ২০৫

(ঘ) " " " " " বিমানপোত ইঞ্জিনীয়ারের সংখ্যা ৮৭০

(ঙ) " " " " " বিমান চালকের সংখ্যা :—

প্রথম শ্রেণী ৫২৩

দ্বিতীয় শ্রেণী ৫৮৬

ভারতের আভ্যন্তরীণ জলপথ

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতের আভ্যন্তরীণ জলপথসমূহ পরিবহনক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা সুলভ ও সহজ উপায় বলিয়া গণ্য হইত। তৎপরে এদেশে ১৮৫৫ সালে রেলপথের প্রবর্তন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জলপথসমূহ অবহেলিত হইতে থাকে সংস্কারের অভাবে নদী-নালা ক্রমশঃ ভরাট হইয়া যাওয়ায় নৌ-চলাচলের অবনতি ঘটে।

জলপথের প্রকৃত অবস্থা : সেণ্ট্রাল ওয়াটার ওয়েজ, ইরিগেশন এণ্ড ন্যাভিগেশন কমিশনের মতে ভারতে স্থায়ী জলধারাসমন্বিত জলপথের মোট দৈর্ঘ্য ২৫,০০০ মাইল। ইহার মধ্যে ১০,০০০ মাইল নদীপথ ও ১৫,০০০ মাইল খাল। নদীপথের ৬০০০ মাইল নৌচলাচলের উপযোগী এবং ইহার মধ্যে ৫০০০ মাইলই বাংলা ও আসামে অবস্থিত। যদিও খালগুলির প্রধান উদ্দেশ্য সেচকার্যের সহায়তা করা তবুও ইহার মধ্যে ৪০০০ মাইল ষ্টীমার চলাচলের উপযোগী এবং বাকী ১১,০০০ মাইল দেশী নৌকা চলাচলের উপযোগী।

ভারতের ন্যায় বিরাট দেশের মধ্যে মাত্র ৭টি রাজ্যে নৌচলাচলের উপযোগী আভ্যন্তরীণ জলপথ রহিয়াছে। এই জলপথের মোট দৈর্ঘ্য ৫,৩৬৩ মাইল। তন্মধ্যে ১,৭৬২ মাইলে ষ্টীমার চলাচল, ১,৪৩২ মাইলে বড় বজরা চলাচল ও ২,১৬৯ মাইলে ছোট দেশী নৌকা চলাচল সম্ভব। পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র, আসামে ব্রহ্মপুত্র, বিহারে গঙ্গা, উড়িষ্যার মহানদীর খালসমূহ, মাদ্রাজ ও অন্ধ্রে বাকিংহাম খাল ও পশ্চিম উপকূলের খালসমূহ, কেরালায় ধরা জলের খালসমূহ এবং বোম্বাইতে নর্মদা ও তাপ্তির খালসমূহই ভারতের আভ্যন্তরীণ জলপথসমূহের মধ্যে প্রধান।

বর্তমানে আভ্যন্তরীণ জলপথের দৈর্ঘ্য আসামে ৯২০ মাইল, পশ্চিমবঙ্গে ৭৭৭ মাইল, বিহারে ৭১৫ মাইল, উত্তরপ্রদেশে ৭৫৪ মাইল, উড়িষ্যার ২৮৭ মাইল, মাদ্রাজে ও অন্ধ্রে ১৭০০ মাইল।

জীবিকা : ভারতে আভ্যন্তরীণ জলপথে নৌচলাচলের কার্য করিবা প্রায় ২ লক্ষ লোক জীবিকা নির্বাহ করে। তন্মধ্যে বিভিন্ন সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুপরিচালিত প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত রহিয়াছে প্রায় ৩২,০০০ হাজার লোক। ইহার মধ্যে ১২,০০০ লোক নৌকা বা ষ্টীমার চালাইবার কাজ করে ও বাকী ২০,০০০ লোক নদীতীরে বিভিন্ন কাজ করে। দেশী নৌকা বা বজরা চালাইবার কাজে নিয়োজিত আছে পশ্চিমবঙ্গের হুগলী নদীতে প্রায় ৬০,০০০, মাদ্রাজের বাকিংহাম খালে ১৫,০০০, উড়িষ্যার নদী ও খালসমূহে ৫,০০০ ও কেরালা ও পশ্চিম উপকূলেয় বিভিন্ন খালে প্রায় ৫৫,০০০ লোক।

ষ্টীমার চলাচলযোগ্য জলপথ : ভারতের আভ্যন্তরীণ জলপথের কোন্ কোন্ অংশে ষ্টীমার চলাচল সম্ভব নিম্নে তাহার একটি তালিকা দেওয়া হইল।

(ক) গঙ্গানদী—পাটনা হইতে লালগোলা— ৩১৫ মাইল
(খ) ঐ পাটনা হইতে বক্সার— ১০০ ,,
(গ) ঘর্ঘরা নদী—গঙ্গা ঘর্ঘরার সংযোগ স্থল হইতে বারাজ— ৯৭ ,,

(ঘ)	হুগলী নদী—কলিকাতা হইতে সুন্দরবন—	১৫০ মাইল
(ঙ)	ব্রহ্মপুত্র নদ—ডিব্রুগড় হইতে ধুবড়ী—	৪০০ ,,
(চ)	ঐ বিভিন্ন শাখায়—	৩৭৫ ,,
(ছ)	ঐ সুরমা উপত্যকার বিভিন্ন শাখায়	৮৫ ,,
(জ)	ভাগিরথী নদী—কলিকাতা হইতে গঙ্গা (বর্ষাকালে)—	১৮০ ,,
(ঝ)	ব্রহ্মপুত্র নদ—ডিব্রুগড় হইতে সদিয়া (বর্ষাকালে)—	৬০ ,,
	মোট	১,৭৬২ মাইল

মাল চলাচলের পরিমাণঃ ভারতের বিভিন্ন আভ্যন্তরীণ জলপথে বৎসরে কি পরিমাণ মাল চলাচল করে তাহার সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না ; তথাপি মোট পরিমাণ নগণ্য নহে। এই বিষয়ে একটি মোটামুটি ধারণা করিবার জন্য ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে খাল বা নদী মারফত কোন্ বৎসর কিরূপ মাল চলাচল করিয়াছে সেই বিষয়ক কতকগুলি পরিসংখ্যান দেওয়া হইল।

উত্তরপ্রদেশ—২৪,৪০০ টন (১৯৪৫-৪৬), বিহার—৬৯,৮০০ টন (১৯৩৯-৪০), পশ্চিম বাংলা—১২,৭৯,০০০ টন (১৯৩৮-৩৯), কলিকাতার সন্নিকটস্থ সার্কুলার খাল ও টালির নালা—৫,৪৮,০০০ টন (১৯৪৮-৪৯), উড়িষ্যা—১,৮৬,০০০ টন (১৯৪৮-৪৯) এবং মাদ্রাজ ও অন্ধ্র—১৪,৯৪,০০০ টন (১৯৪৭-৪৮)।

জলপথ পরিচালনার দায়িত্বঃ কিছুদিন আগে পর্যন্ত ভারতের আভ্যন্তরীণ জলপথসমূহ উহাদের অবস্থিতি অনুসারে রাজ্যসরকারের আওতাধীন ছিল। কিন্তু ভারতীয় সংবিধানে বর্তমানে জাতীয় জলপথসমূহ কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে আনা হইয়াছে। ১৯৫১ সালে ইণ্ডিয়ান ষ্টীম ভেসিলস্ এ্যাক্ট, ১৯১৭, আইনটি সংশোধিত করা হয় এবং বাষ্পচালিত নৌকা বা ষ্টীমারগুলির রেজিষ্ট্রীকরণ বাধ্যতামূলক করা হয়। ১৯৫২ সালে গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র ট্রান্সপোর্ট বোর্ড রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সহযোগিতায় গঠন করা হয়। ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র এবং উহাদের শাখা-প্রশাখায় নৌ-চলাচলের উন্নতি বিধান।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনাঃ ভারতের আভ্যন্তরীণ জলপথসমূহের উন্নতি বিধানের জন্য দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে। তন্মধ্যে ১ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা বাকিংহাম খাল, ৪৩ লক্ষ টাকা পশ্চিম উপকূলের খালসমূহের উন্নতির জন্য ব্যয়িত হইবে। বাকী টাকা এবং বিভিন্ন রাজ্যসরকারের দান সমেত সমুদয় টাকা গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র বোর্ড এই দুই নদীতে নৌচলাচলের উন্নতির জন্য ব্যয় করিবেন বলিয়া স্থির হইয়াছে।

ভারতীয় জাহাজী ব্যবসায়

পরিবহন ব্যবস্থায় জলপথ ও জাহাজের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে সমুদ্রপথে লোক চলাচলের অপেক্ষা মাল চলাচলের ব্যাপারেই জাহাজের ভূমিকা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ।

এককালে ভারতে তৈয়ারী ও ভারতীয়গণের পরিচালনায় সমগ্র পৃথিবীতে ভারতীয় জাহাজের গতিবিধি ছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে নানাকারণে ভারতের জাহাজী ব্যবসায়ে অবনতি ঘটে। ইংরাজ শাসন কায়েম হইবার পর ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্যে, এমন কি উপকূল বাণিজ্যেও ভারতীয় জাহাজের অংশ নগণ্য হইয়া দাঁড়ায়। তৎস্থলে বিদেশীয় বিশেষতঃ বৃটিশ জাহাজী প্রতিষ্ঠানের আধিপত্য স্থাপিত হয়।

সরকারী নীতিঃ ভারতীয় জাহাজী ব্যবসায়ের উন্নতি কল্পে ১৯৪৭ সালে 'শিপিং পলিসি কমিটি' গঠিত হয়। এই কমিটি কতকগুলি সুপারিশ করেন, নিম্নে তাহাদের চুম্বক দেওয়া হইল ঃ—

(১) ১৯৫৪ সালের মধ্যে ভারতীয় জাহাজের পরিমাণ ২০ লক্ষ টন নির্দিষ্ট করা হয়। (২) ভারতীয় জাহাজের জন্য উপকূল বাণিজ্যের সবটুকুই সংরক্ষিত করা হয়। (৩) মাত্র ২টি বৃটিশ জাহাজী প্রতিষ্ঠানকে "ইণ্ডিয়ান কোষ্টাল কনফারেন্স" নামক কমিটির সহযোগী সদস্য থাকিবার অনুমতি দেওয়া হয়। (৪) ভারত—ব্রহ্ম, ভারত—সিংহল এবং ভারত—ও অন্যান্য উপকূলবর্তী দেশসমূহের সহিত সামুদ্রিক বাণিজ্যের শতকরা ৭৫ ভাগ ভারতীয় জাহাজগুলি করিবে। (৫) অন্যান্য দূর দেশের সহিত সামুদ্রিক বাণিজ্যের শতকরা ৫০ ভাগ ভারতীয় জাহাজসমূহ বহন করিবে। (৬) প্রাচ্য দেশসমূহের সহিত সামুদ্রিক বাণিজ্যে ইতিপূর্বে জাপান, জার্মানী ও ইতালীর যে সকল জাহাজ ব্যবহৃত হইত তাহার শতকরা ৩০ ভাগ ভারতীয় জাহাজ করিবে।

অতঃপর ১৯৫০ সালে ভারতসরকার ভারতীয় উপকূল বাণিজ্য ভারতীয় জাহাজসমূহের জন্য সংরক্ষিত করেন। তদনুসারে ১৯৫১ সালে "ইণ্ডিয়ান কোষ্টাল কনফারেন্স" নামক সংস্থাটি গঠিত হয়।

ভারতীয় জাহাজের সংখ্যাঃ মোটামুটিভাবে দেখিলে বুঝা যায় যে ভারতীয় জাহাজী ব্যবসায়ের ক্রমশঃ উন্নতি হইতেছে। নিম্নে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে ও পরে ভারতীয় জাহাজী ব্যবসায়ের কিরূপ প্রসার লাভ হইতেছে তাহা দেখান হইল ঃ—

বৎসর	বাণিজ্য জাহাজের মোট সংখ্যা	মোট ওজন (গ্রস্ টন)
১৯৩৯	৫৩	১২৬,৭০৯
১৯৪৬	৪২	৯৮,২৮৬
১৯৪৭	৬০	১৮৯,২২৬
১৯৪৮	৭২	২৪৯,২৬১
১৯৪৯	৮৪	৩৩২,৪৯০
১৯৫০	৯০	৩৬৪,৬৩২
১৯৫১	৯২	৩৬৬,৬৪৬
১৯৫২	১০০	৪৮৫,৮১৭
১৯৫৩	১১১	৪২২,৪৫২
১৯৫৪	১২৪	৭৩৫,৩০০
১৯৫৫	১২৬	৪৬৫,২৬৪
১৯৫৬	১২৬	৪৭৯,৮০০
১৯৫৭	১৩৩	৫২১,৬০০

জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্র : ভারতে প্রথম আধুনিক জাহাজ নির্মাণের কৃতিত্ব সিন্ধিয়া ষ্টীম ন্যাভিগেশন কোম্পানীর। এই প্রতিষ্ঠান ১৯৪১ সালে বিশাখাপত্তনমে জাহাজ নির্মাণের কেন্দ্র স্থাপন করেন। ১৯৪৭ সালের মধ্যে দুটি এবং ১৯৫৩ সালে একটি, মোট তিনটি বার্থ এই কেন্দ্রে নির্মিত হয়।

১৯৫২ সালে ২১শে জানুয়ারী বিশাখাপত্তনমের এই জাহাজ তৈয়ারীর কেন্দ্রটি হিন্দুস্থান শিপ ইয়ার্ডে রূপান্তরিত হয়। নূতন সংস্থায় সরকারের অংশ থাকে দুই তৃতীয়াংশ এবং সিন্ধিয়ার অংশ থাকে এক তৃতীয়াংশ। এই কেন্দ্রের উন্নতিকল্পে ১৯৫২-৫৩ হইতে ১৯৫৬-৫৭ সাল পর্যন্ত প্রায় ১৫ কোটি ৮২ লক্ষ টাকার একটি পাঁচ বছরের পরিকল্পনা গৃহীত হয়।

অর্জিত আয় : ১৯৫৩-৫৪ সালে ভারতের উপকূল বাণিজ্যের ক্ষেত্রে যাত্রী ও মাল বহন বাবদ ভারতীয় জাহাজসমূহের মোট আয় হয় প্রায় ১১ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকা। বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ১৯৫৩-৫৪ সালে ভারতীয় জাহাজসমূহের মোট আয় হয় ৮ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা। ১৯৫৪-৫৫ সালে এই আয়ের অঙ্ক আরও বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়ায় ১০ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা।

প্রথম পরিকল্পনা : ভারতীয় জাহাজী ব্যবসায়ের উন্নতির জন্য প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনায় প্রথমে প্রায় ১৯ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল।

পরে এই ব্যয়ের অঙ্ক বৃদ্ধি করিয়া করা হয় ২৬ কোটি '৩০ লক্ষ। বৈদেশিক ও উপকূল বাণিজ্যে ব্যবহৃত ভারতীয় জাহাজসমূহের বহন ক্ষমতা সর্বসাকুল্যে প্রথম পরিকল্পনার মেয়াদের মধ্যে প্রায় ২ লক্ষ ১৫ হাজার টন বৃদ্ধি করা উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু কার্যতঃ এই মেয়াদের মধ্যে ৯৫ হাজার টন বৃদ্ধি করা সম্ভবপর হইয়াছে। ভারতীয় জাহাজসমূহের মধ্যে ৮ হাজার ২০৮ টনের একটি তৈলবাহী জাহাজও প্রথম পরিকল্পনার মেয়াদের মধ্যে ক্রয় করা হইয়াছে। বিশাখাপত্তনম জাহাজ নির্মাণ কেন্দ্রটি হিন্দুস্থান শিপ ইয়ার্ড লিঃ-এ রূপান্তরিত ও উন্নতি সাধনের জন্য প্রথম পরিকল্পনায় ১২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল। এই পরিকল্পনার মেয়াদের মধ্যে এই কেন্দ্র হইতে মোট ৬৩ হাজার টনের জাহাজ নির্মিত হইয়াছে এবং আরও ১০টি জাহাজ নির্মাণের কার্য চলিতেছে। ১৯৫৫-৫৬ সালে হিন্দুস্থান শিপ ইয়ার্ডে ২টি ডিজেল চালিত জাহাজ (প্রত্যেকটি ৭৬৬৪ টন ওজনের) নির্মিত হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনাঃ ভারতের দ্বিতীয় পাঁচশালা পরিকল্পনায় জাহাজী ব্যবসায়ের বিভিন্ন প্রকার উন্নতির জন্য মোট ৫৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে এবং তন্মধ্যে সরকারী অংশ ৪৫ কোটি ও বেসরকারী অংশ ১০ কোটি। দ্বিতীয় পরিকল্পনার মেয়াদের মধ্যে ভারতীয় বাণিজ্যতরী আরও ৩ লক্ষ ১ হাজার টনের মত বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া আশা করা যায়। ইহা ব্যতীত আরও ২টি বা ৩টি তৈলবাহী জাহাজও ক্রয় করা হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে।

আনুমানিক উন্নতিঃ প্রথম পরিকল্পনার পূর্বে ও পরে ভারতীয় বাণিজ্য জাহাজের কি অবস্থা ছিল এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে উহার কি অবস্থা দাঁড়াইবে তৎসম্পর্কে পর পৃষ্ঠায় একটি খতিয়ান দেওয়া হইল ঃ—

বিভিন্ন শ্রেণীর জাহাজ	পরিকল্পনার পূর্বে	প্রথম পরিকল্পনার শেষে	দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে
	(গ্রস টন হিসাব)		
উপকূল বাণিজ্য	২,১৭,২০২	৩,১২,২০২	৪,১২,২০০
বৈদেশিক বাণিজ্য	১,৭৩,৫০৫	২,৮৩.৫০৫	৪,০৫,৫০৫
তৈলবাহী বাণিজ্য	—	৮,২০২	২৩,০০০
মেরামতী জাহাজ	—	—	১,০০০
অন্যান্য	—	—	৬০,০০০

ভারতীয় বন্দর

বন্দরগুলিকে মোটামুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে, যথা—বৃহৎ, মাঝারী ও ছোট। যে বন্দর ৪০০০ টনের বা বেশী ওজনের জাহাজকে আশ্রয় দিতে সক্ষম, তাহা প্রথম বা বৃহৎ বন্দর-শ্রেণীভুক্ত। যে বন্দরে বৎসরে এক লক্ষ টনের বেশী মাল ওঠানামা করে, উহা দ্বিতীয় বা মাঝারী বন্দর-শ্রেণীভুক্ত। যে বন্দরে বৎসরে এক লক্ষ টনের কম মাল ওঠানামা করে উহা তৃতীয় বা ছোট বন্দর শ্রেণীভুক্ত। ইহা ব্যতীত তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত আর এক প্রকার ছোট বন্দর আছে—যেগুলি অতি অল্প মাল ওঠানামা বা যাত্রী চলাচলের জন্য ব্যবহৃত হয়।

চালু বন্দরের সংখ্যা ঃ ১৯৩৮ সালের ভারতীয় বন্দর আইন অনুযায়ী বর্তমানে এদেশে ২২৭টি বন্দয আইনতঃ উন্মুক্ত আছে, তন্মধ্যে ১৫৭টি বর্তমানে চালু। কোন্ রাজ্যে কোন শ্রেণীর কত বন্দর আইনানুযায়ী উন্মুক্ত আছে ও কার্যতঃ চালু আছে, তাহার একটি হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল ঃ—

প্রদেশ	আইনানুযায়ী মোট উন্মুক্ত	মোট কার্যতঃ চালু	বৃহৎ	মাঝারী	ছোট
বোম্বাই	১৫৪	১১৬	২	১০	৫০
কেরালা	৯	৭	১	৫	১
মাদ্রাজ ও অন্ধ্র	৫৪	৩০	২	৭	১৩
উড়িষ্যা	৯	৩	×	×	৩
পশ্চিম বাংলা	১	১	১	×	×
মোট	২২৭	১৫৭	৬	২২	৬৭

ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের বন্দরগুলির নাম নিম্নে উল্লেখ করা হইল ঃ—

প্রথম বা বৃহৎ শ্রেণী ঃ বোম্বাই—২টি (বোম্বাই ও কাণ্ডলা), কেরালা—১টি (কোচিন), মাদ্রাজ—১টি (মাদ্রাজ), অন্ধ্র—১টি (বিশাখাপত্তনম্), পশ্চিম বাংলা—১টি (কলিকাতা)। সর্ব মোট—৬টি।

দ্বিতীয় বা মাঝারী শ্রেণী ঃ কেরালা—১টি (আলেপ্পে); বোম্বাই—১০টি (ভেদি, ভবনগর, ব্রোচ, কারওয়ার, মাণ্ডভি, নবলক্ষী, ওখা, পোরবন্দর, রত্নগিরি, ভেরাওয়াল); মাদ্রাজ—৭টি (কালিকট, কুদ্দালোর, কাফিনাদা, ম্যাঙ্গালোর, নেগাপট্টম, ভেলিচেরী, টুটিকোরিন); অন্ধ্র—১টি (মসলিপট্টম)।

তৃতীয় বা ছোট শ্রেণী ঃ ভারতের উপকূলবর্তী রাজ্য ও অঞ্চলসমূহে

তৃতীয় বা ছোট শ্রেণীর বহু বন্দর আছে। তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে: বোম্বাইতে—৮২টি; মাদ্রাজে—২৯টি; অন্ধ্রে—২টি; উড়িষ্যাতে—৫টি; কেরালায়—৮টি; বঙ্গোপসাগরের দ্বীপপুঞ্জে—১২টি এবং লাক্কা দ্বীপপুঞ্জে—১টি। ইহা ছাড়া এই সকল রাজ্যে ছোট ছোট আরও বহু বন্দর আছে।

ভারতীয় বন্দরের বৈশিষ্ট্য: ভারতে ছোট বড় বহু বন্দর থাকিলেও স্বাভাবিক পোতাশ্রয়ের সংখ্যা মাত্র দুইটি এবং তাহাদের নাম বোম্বাই ও কোচিন। ইহা ব্যতীত অন্যান্য সব বন্দরগুলি কৃত্রিম। দক্ষ ইঞ্জিনীয়ারদের কৃতিত্বেই সেগুলি গড়িয়া উঠিয়াছে এবং কোন কোনটি প্রথম শ্রেণীর বন্দরের গৌরব লাভ করিতেও সক্ষম হইয়াছে।

বন্দরের পরিচালন ব্যবস্থা: ভারতের প্রথম শ্রেণীর বন্দরগুলির পরিচালন ব্যবস্থার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের উপর ন্যস্ত রহিয়াছে। কলিকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজ বন্দর পৃথক পৃথক পোর্ট ট্রাষ্ট দ্বারা বহুদিন হইতে পরিচালিত হইয়া আসিতেছে, তথাপি এই তিনটি বন্দরের পরিচালন ব্যবস্থা সামগ্রিকভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের আজ্ঞাধীন। কোচিন ও বিশাখাপত্তনম বন্দর কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সরাসরিভাবে একজন সরকার মনোনীত ব্যক্তি মারফত পরিচালিত হইয়া থাকে। মধ্যম বা দ্বিতীয় শ্রেণী এবং তৃতীয় বা ছোট বন্দরসমূহ রাজ্য সরকারের পরিচালনাধীন। ১৯৫১ সালে কেন্দ্রীয় সরকার পোর্ট ট্রাষ্টস্ (সংশোধিত) আইন প্রণয়ন করেন। ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য পোর্ট ট্রাষ্ট পরিচালিত বন্দরসমূহের পরিচালন ব্যবস্থায় একটি সামঞ্জস্য আনয়ন করা।

বন্দর উন্নয়নে প্রথম পরিকল্পনা: প্রথম পরিকল্পনার প্রারম্ভে ভারতের প্রথম শ্রেণীর পাঁচটি বন্দরের (কাণ্ডলা ব্যতীত) মাল খালাস করার ক্ষমতা বৎসরে মোট ২ কোটি টনের অধিক ছিল না। সুতরাং ভারতীয় বন্দরসমূহের আধুনিকীকরণ ও সম্প্রসারণের নিমিত্ত প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় একটি কার্যক্রম স্থির করা হয় এবং উহার ব্যয় আনুমানিক ৪৫ কোটি টাকা ধার্য করা হয়। তন্মধ্যে কলিকাতা বন্দরের উন্নয়নের জন্য প্রায় ১১ কোটি, মাদ্রাজের জন্য ৪ কোটি. কোচিনের জন্য ১ কোটি ৪৮ লক্ষ, বোম্বাইয়ের জন্য প্রায় ৮ কোটি ৫০ লক্ষ, বোম্বাইয়ের তৈল শোধনাগারসমূহের বন্দরের উন্নয়নের জন্য ৭ কোটি, কাণ্ডলা বন্দরের জন্য ১২ কোটি টাকা নির্দিষ্ট করা হয়। বাকী টাকা অন্যান্য ছোট বন্দরসমূহের উন্নয়নের জন্য ব্যয়িত হইবে বলিয়া স্থির হয়। এই ৪৫ কোটি টাকার মধ্যে এযাবৎ ৩১ কোটি টাকা খরচ হইয়াছে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনা: প্রথম পরিকল্পনার উন্নয়নমূলক কার্যসমূহ এখনও

সম্পূর্ণ হয় নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রথম পরিকল্পনার অসমাপ্ত কার্য সকল শেষ হইবে ও আরও নূতন কার্য সুরু হইবে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় প্রায় ৪০ কোটি টাকা বন্দর উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছে। পূর্ব অসমাপ্ত কাজ ও নূতন কার্য লইয়া দ্বিতীয় পরিকল্পনার মেয়াদের মধ্যে বন্দর উন্নয়ন বাবদ প্রায় মোট ৭৬ কোটি টাকা খরচ হইবে বলিয়া অনুমিত হয়। এই অঙ্কের মধ্যে কলিকাতা বন্দরের জন্য ব্যয় হইবে প্রায় ১৯ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা, বোম্বাইয়ের জন্য ২৯ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা, মাদ্রাজের জন্য ৯ কোটি ২০ লক্ষ টাকা, কোচিনের জন্য ৪ কোটি টাকা এবং কাণ্ডলার জন্য ১৪ কোটি টাকা। ইহা ব্যতীত ভারতের অন্যান্য ছোট বন্দরসমূহের উন্নতির জন্য দ্বিতীয় পরিকল্পনার মেয়াদের মধ্যে খরচ হইবে প্রায় ৫ কোটি টাকা।

ভারতের বিভিন্ন বন্দরে কত সংখ্যক জাহাজ প্রবেশ করিয়াছে এবং উক্ত জাহাজসমূহের মোট ওজন

বন্দর	বৎসর	মোট সংখ্যা	ওজন (হাজার টন)
কলিকাতা—	১৯৫৩-৫৪	২,৯৭০	১০,২৬০
	১৯৫৪-৫৫	২,৭৫৬	৯,৪৬৯
	১৯৫৫-৫৬	২,৫৭৩	৯,৪১৪
বোম্বাই—	১৯৫৩-৫৪	৯,০৫১	১৫,৮৫৯
	১৯৫৪-৫৫	৭,৭৮৫	১৫,৪১৮
	১৯৫৫-৫৬	৬,৪৩৪	১৬,০১৬
মাদ্রাজ—	১৯৫৩-৫৪	১,৯৫৭	৭,৩৭৮
	১৯৫৪-৫৫	১,৭৫১	৬,৮,২০
	১৯৫৫-৫৬	১,৭৩৯	৬,৬৪৮
টুটিকোরিন—	১৯৫৩-৫৪	৭৩৩	৩,৩৪০
	১৯৫৪-৫৫	৫২৬	১,২৩৪
	১৯৫৫-৫৬	৫৫০	১,০৮১
কোচিন—	১৯৫৩-৫৪	২,১৬৮	৬,৪৫৬
	১৯৫৪-৫৫	২,৩১৮	৭,২৭৪
	১৯৫৫-৫৬	১,৭৮৭	৫,৪৯২

ভারতের প্রধান বন্দরসমূহের আয়-ব্যয়

(লক্ষ টাকা)

বন্দর	১৯৫৪-৫৫		১৯৫৫-৫৬	
	আয়	ব্যয়	আয়	ব্যয়
কলিকাতা—	৮৮৩	৯২১	৯৯৬	৯৩৪
বোম্বাই—	৬৯৬	৬১৩	...	...
মাদ্রাজ—	১৩৫	১২৩	১৭৮	১৩৫

কলিকাতা বন্দর ঃ কলিকাতা বন্দর ভারতের অন্যতম প্রাচীন বন্দর। এটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বৃহত্তম বন্দরও বটে। পূর্ব ও উত্তর ভারতের রাজ্যসমূহের নিকটবর্তী বৃহত্তম বন্দর বিধায় কলিকাতা বন্দরের গুরুত্ব সমধিক। যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা ও আসাম রাজ্যের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ পণ্যদ্রব্যই এই বন্দর-পথে বিদেশে প্রেরিত হয় এবং বিদেশ হইতে আনীত হয়।

বৎসরে প্রায় ১ কোটি টন ওজনের পণ্যদ্রব্য এই বন্দর-পথে আমদানী-রপ্তানী হয়। সমুদ্রপথে যত মাল বিদেশে প্রেরিত হয় তাহার অর্ধেক মালই যায় কলিকাতা বন্দরের ভিতর দিয়া। কলিকাতা বন্দরের ভিতর দিয়া প্রধানতঃ পাটজাত দ্রব্য, কয়লা, চা, হাড় ও হাড়চূর্ণ, লৌহপিণ্ড, লৌহ ও ইস্পাত-নির্মিত দ্রব্য, লাক্ষা, পেট্রোলিয়ম ভিন্ন অন্য তৈল, চামড়া, শন, ইত্যাদি রপ্তানী হয়। আর লবণ, খাদ্যশস্য, যন্ত্রপাতি, কাঁচের বাসন, পেট্রোলিয়ম, আসফাল্ট, বিটুমেন, ধাতুনির্মিত দ্রব্যাদি এই বন্দর-পথে আমদানী হয়।

বঙ্গোপসাগর হইতে প্রায় ৯০ মাইল ভিতরে হুগলী নদীর মোহনায় কলিকাতা বন্দর অবস্থিত। এই নদীতে যে জোয়ার-ভাঁটা হয় তাহার ফলে বন্দরে বহু অসুবিধা দেখা যায়। তাহা ছাড়া, অন্যান্য অসুবিধাও অনেক। তবু ১৫,০০০ টনের জাহাজ বন্দরে প্রবেশ করিয়া জেটিতে নোঙর করিতে পারে। নদীপথে ৬০টি সমুদ্রগামী জাহাজ যাহাতে নোঙর করিয়া থাকিতে পারে তেমন ব্যবস্থা আছে। খিদিরপুর ডকে ৩০টি ও কিং জর্জেস ডকে ১৪টি জাহাজ নোঙর করিতে পারে।

কলিকাতা বন্দরের উন্নয়নের জন্য প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় যে লক্ষ্য স্থির করা হইয়াছিল, তাহা হইতেছে গার্ডেনরীচ জেটি নির্মাণ, দুইটি গুদাম নির্মাণ, মালগাড়ী ও ইঞ্জিন ক্রয়, ভারী কলকব্জা ও সরঞ্জাম উঠাইবার জন্য কপিকল ক্রয় ইত্যাদি। প্রায় প্রত্যেকটি কাজই সাফল্যের সহিত অগ্রসর হইতেছে। ১৯৫৫ সালের ৩১শে মার্চ পর্যন্ত উন্নয়ন পরিকল্পনায় ২ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। কলিকাতা বন্দরের বর্তমান চেয়ারম্যান ঃ **শ্রী আর. কে. মিত্র।**

বোম্বাই বন্দর ঃ বোম্বাই বন্দর পশ্চিম ভারতের সর্বাপেক্ষা বড় বন্দর। বোম্বাইয়ের মত প্রাকৃতিক সুবিধাযুক্ত বন্দর আর নাই। ইহার আয়তন প্রায় ৭০ বর্গ মাইল। সকল ঋতুতেই এই বন্দরে সুষ্ঠুভাবে কাজ চলে। ইহার পোতাশ্রয়টি অত্যন্ত নিরাপদ। এখানে সারা বৎসরই ৫০টি

সমুদ্রগামী জাহাজ নোঙর করিয়া থাকিতে পারে। এখানে তিনটি প্রধান ডক আছে। প্রধান ডকটির নাম প্রিন্সেস ডক ; ইহা নির্মিত হয় ১৮৮০ সালে। অন্য প্রধান দুইটি ডকের নাম ভিক্টোরিয়া ডক ও আলেকজাণ্ডার ডক। ইহা ভিন্ন জাহাজ নোঙর করিবার জন্য ব্যবস্থাও আছে।

এই বন্দরের মধ্য দিয়া তূলা, চাউল, ম্যাঙ্গানিজ পিণ্ড, অন্যান্য ধাতুপিণ্ড, উদ্ভিজ্জ তৈল, তামাক প্রভৃতি বিদেশে রপ্তানী হয় ; আর আমদানী করা হয় কয়লা, খাদ্যশস্য, লৌহ ও ইস্পাত, কেরোসিন তৈল ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। এই বন্দর-পথে ৭০ হইতে ৭০ লক্ষ টন পণ্যদ্রব্য আমদানী ও রপ্তানী হয়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় প্রিন্সেস ও ভিক্টোরিয়া ডক দুইটিকে কালোপযোগী করা, গুদামগুলির পুনর্নির্মাণ, আলেকজাণ্ডার ডকে বৈদ্যুতিক কপিকল প্রতিষ্ঠা করার কথা ছিল। এই সব কাজ বেশ সুষ্ঠুভাবেই অগ্রসর হইতেছে। বোম্বাই বন্দরের বর্তমান চেয়ারম্যান : **শ্রী এল. টি. খোলাপ**।

মাদ্রাজ বন্দর : মাদ্রাজ বন্দরটি ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম বন্দর। পূবে ইহার স্থান নগণ্য ছিল, পরে ইঞ্জিনীয়ারগণের বিপুল প্রচেষ্টায় ইহা একটি প্রথম শ্রেণীর কৃত্রিম বন্দরে পরিণত হইয়াছে। ১৮৭৫ সালে এই বন্দরটির পত্তন করা হয়।

ইহার মাধ্যমে বৎসরে প্রায় ২০ লক্ষ টন পণ্যদ্রব্য আমদানী ও রপ্তানী হয়। রপ্তানীর চেয়ে আমদানী বাণিজ্যই এই বন্দর দিয়া বেশী হয়। এখনও এই বন্দরের বহু অসুবিধা আছে। প্রথম ও প্রধান অসুবিধা হইতেছে কাদা ও বালু—যাহা দ্বারা জাহাজ চলাচলের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। তাই অবিরত উহা পরিষ্কার করাইতে হয়। বন্দরে একসঙ্গে ৯টি মালবাহী ও কয়লাবাহী জাহাজ আশ্রয় লইতে পারে।

এই বন্দরপথে প্রধানতঃ তৈল, কয়লা, খাদ্যশস্য, ধাতু, কাঠ, সূতীবস্ত্র, রাসায়নিক সার, যন্ত্রপাতি, ইস্পাত, কাঁচের বাসনপত্র ইত্যাদি আমদানী হয় এবং চামড়া, তৈল, সূতীবস্ত্র, ধাতুপিণ্ড, তামাক ইত্যাদি রপ্তানী হয়।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ২ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি ডকের নব্যবস্থা ও সারা বৎসর ব্যবহার করা যায় তদুপযুক্ত পেট্রোল রাখিবার দুইটি গুদামের ব্যবস্থা করার কার্যসূচী গ্রহণ করা হয়। মাদ্রাজ বন্দরের বর্তমান চেয়ারম্যান : **শ্রী জি. ভেঙ্কটেশ্বর আয়ার**।

কোচিন : কোচিন ভারতের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত একটি চমৎকার স্বাভাবিক বন্দর। ১৯২০ সাল হইতে উহার উন্নতি সাধন করা হইতে থাকে।

উন্নয়নের ফলেই উহা একটি প্রথম শ্রেণীর বন্দরে পরিণত হইয়াছে। কোচিন বন্দরকে 'আরব উপসাগরের রাজ্ঞী' বলা হয়।

এই বন্দরটি কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবহন দপ্তরের অধীন। এই দপ্তর একজন এ্যাডমিনিষ্ট্রেটিভ অফিসারের মারফত বন্দরের কার্য পরিচালনা করেন। ভারত সরকারের প্রতিনিধি, কেরালা রাজ্যসরকারের প্রতিনিধি এবং স্থানীয় বণিকসঙ্ঘ ও পৌরসভার প্রতিনিধিদের নিয়া গঠিত উপদেষ্টা কমিটি বন্দর পরিচালন ব্যাপারে তাঁহাকে সাহায্য করেন।

কোচিন বন্দরের মধ্য দিয়া বৎসরে প্রায় ১০ লক্ষ টন মাল-পত্র আমদানী ও রপ্তানী হয়। আমদানীকৃত পণ্যদ্রব্যের মধ্যে প্রধান হইতেছে কয়লা, রসায়ন, শস্য, বাসনপত্র, কাগজ, পেট্রোলিয়ম, পেট্রোলিয়মজাত দ্রব্য, নারিকেলের শাঁস, ধাতু প্রভৃতি। এই বন্দরের মধ্য দিয়া বিদেশে রপ্তানী হয় নারিকেলের ছোবড়ার দড়ি, ছোবড়াজাত অন্যান্য দ্রব্যাদি, কাজুবাদাম ও কাজুবাদাম জাত দ্রব্যাদি, মসলা, বিভিন্ন ধরনের তৈল, তুলা, হস্তচালিত তাঁতের কাপড়, সূতা, সাবান, হাইড্রোজেনেটেড তৈল, গ্লিসারিন ইত্যাদি।

প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় জাহাজ নোঙর করিবার মত কতকগুলি আশ্রয়স্থল ও মাল রাখিবার গুদাম নির্মাণের জন্য অর্থ বরাদ্দ হয়।

বিশাখাপত্তনম্ঃ অন্ধ্র জেলায় অবস্থিত বিশাখাপত্তনম্ বন্দরটি আয়তনে খুব বড না হইলেও ইহার গুরুত্ব কম নহে। এই বন্দরটির উপকূল বরাবর পাহাড়-শ্রেণী থাকায় সমুদ্র হইতে ইহাকে দেখা যায় না। ১৯৩৩ সাল হইতে এই বন্দরে সমুদ্রগামী জাহাজ ভিড়িতে পারে। এই বন্দরের নিকটেই সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর জাহাজ নির্মাণ কারখানা রহিয়াছে। ১৯৫২ সালে ভারত সরকার উহার পরিচালনভার গ্রহণ করিয়াছেন। ও উহার নাম পরিবর্তন করিয়া হিন্দুস্থান শিপ ইয়ার্ড লিঃ রাখিয়াছেন। এই বন্দর পথে বাৎসরিক তিন হইতে চার লক্ষ টন পণ্যদ্রব্য বিদেশের সহিত আমদানী-রপ্তানী হয়। ধাতুপিণ্ডই রপ্তানীকৃত দ্রব্যের মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহা ভিন্ন, তামাক, কয়লা, তৈলবীজও রপ্তানী হয়। প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই বন্দরটির উন্নয়নের জন্য একটি ড্রাই ডক ও গুদামাদি নির্মাণের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হইয়াছে।

কাণ্ডলাঃ করাচী অবিভক্ত ভারতের অন্যতম প্রধান বন্দর ছিল। ভারত বিভাগের পর করাচী পাকিস্তানের অংশে পড়ায় রাজস্থান, পাঞ্জাব ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের প্রয়োজন মিটাইবার জন্য ১৯৪৮ সালে কচ্ছ উপসাগরের

কাণ্ডলাতে একটি প্রথম শ্রেণীর বন্দর প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত করা হয়। এই জন্য ১৩ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হয়। শ্রীজওহরলাল নেহরু ১৯৫২ সালের ১০ই জানুয়ারী কাণ্ডলা বন্দরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ১৯৫৫ সালের ৮ই এপ্রিল কাণ্ডলা প্রথমশ্রেণীর বন্দর বলিয়া ঘোষিত হয় এবং ঐ বৎসরের ২৯শে জুন ইহা উন্মুক্ত করা হয়।

প্রথম দফায় এখানে জাহাজ নোঙর করিয়া আশ্রয় নিবার উপযুক্ত ৪টি আশ্রয়স্থল, গুদাম, সেতু, একটি তৈল সঞ্চিত রাখিবার স্থান প্রভৃতি নির্মাণের সিদ্ধান্ত হয়। সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ অগ্রসর হইতেছে।

আলোক ঘর (লাইটহাউস)

নৌ-চলাচলের পক্ষে আলোক ঘরের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ সমেত ভারতের উপকূল রেখার দৈর্ঘ্য প্রায় ৪ হাজার ৩৪০ মাইল। এই সমগ্র উপকূল-রেখার জন্য প্রায় ১২০টি আলোক ঘর আছে এবং উহার পরিচালনার ভার রহিয়াছে কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে। ইহা ব্যতীত বন্দর পরিচালক কর্তৃপক্ষ এবং রাজ্য সরকারের পরিচালনাধীনে আছে আরও ১ হাজার ৭০০টি স্থানীয় আলোক ঘর।

ভারতীয় আলোক ঘরসমূহের বিভিন্ন প্রকার উন্নতির জন্য (নূতন নির্মাণ বা সংস্কার ইত্যাদি) প্রায় ৭ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইবে। তন্মধ্যে প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার আমলে ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ব্যয় হইবে প্রায় ৪ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা। বাকী দেড় কোটি টাকা দ্বিতীয় পরিকল্পনা মেয়াদের পর ব্যয় হইবে।

১৯৫৪ সালে কোইণ্টইট্টম ও চান্‌ক্ দ্বীপে দুটি নূতন আলোক ঘর নির্মিত হইয়াছে। ডলফিন্ নেজ্ ও রস্ দ্বীপে দুটি আলোক বর্ত্তিকা স্থাপিত হইয়াছে। ১৯৫৬ সালে ওখা ও পুরীতে দুটি নূতন আলোক ঘর নির্মিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত ভাথ্‌কাল, কোরলাই ফোর্ট, পেরোটান, পেনটাকোট্টায় নূতন আলোক ঘর নির্মাণের কার্য চলিতেছে। আলোক ঘর সংক্রান্ত প্রাথমিক কাজ চলিতেছে আরও উট্টান, ফলশ্ পয়েণ্ট, ম্যানগ্রোল, টলকেশ্বর ঝাকাউ, নাভিনাল, যেচি, মানভি, দ্বারকা, দিউহেড, ডেগেরী, গোলহা, রাজপুরী পয়েণ্ট, রাজপুর বে এবং তারাপুরে।

যোগাযোগ

ভারতে যোগাযোগ ব্যবস্থা বলিতে বুঝায় ডাক, তার, টেলিফোন ও বৈদেশিক সংযোগ ব্যবস্থার সমন্বয়। কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন ডাক ও তার বিভাগের উপর এই গুলির পরিচালনার দায়িত্ব ন্যস্ত রহিয়াছে। রেলপথের পরেই দ্বিতীয় বৃহত্তম সরকারী প্রতিষ্ঠান এই ডাক ও তার বিভাগ। বহু বিবর্তনের মধ্য দিয়া আজিকার ডাক ও তার বিভাগ উহার বর্তমান উন্নত অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে। বর্তমানে ডাক, তার ও টেলিফোন একটি ঐক্যবদ্ধ বিভাগ।

একজন ডিরেক্টার জেনালের এই বিভাগের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা। তাঁহাকে কায-পরিচালনা ব্যাপারে সাহায্য করিবার জন্য একটি "পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফ বোর্ড" আছে। ডিরেক্টার জেনারেল নিজেই পদাধিকার বলে ঐ বোর্ডের সভাপতি।

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রায় ৭২ কোটি টাকা ডাক ও তার বিভাগে নিযোজিত রহিয়াছে। প্রায় ২লক্ষ ৬৩ হাজার লোক এই বিভাগে কাজ করে।

প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায ডাক ও তার বিভাগের বিবিধ উন্নতির জন্য ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছিল। উহার মধ্যে প্রায় ৪১ কোটি টাকা ১৯৫৫-৫৬ সাল পর্যন্ত খরচ হইয়াছে বলিয়া জানা যায। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় ডাক ও তার বিভাগের উন্নতির জন্য ৬৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইয়াছে।

॥ ডাক বিভাগ ॥

ভারতে ডাক বিভাগের কার্য স্বরু হয় ১৮৫৫ সালের অক্টোবর মাসে। প্রশাসনিক স্ববিধাত জন্য সমস্ত ভারতকে ১৩টি ডাক ও তার অঞ্চলে বিভক্ত করা হইয়াছে। উহাদের নাম ও এলাকা নিম্নে উল্লেখ করা হইল :—

পোষ্ট মাষ্টার জেনারেলের অধীন: (১) পশ্চিমবঙ্গ অঞ্চল (পশ্চিমবঙ্গ, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং সিকিম); (২) বিহার অঞ্চল (বিহার); (৩) উত্তরপ্রদেশ অঞ্চল (উত্তরপ্রদেশ); পাঞ্জাব অঞ্চল (পাঞ্জাব, হিমাচল প্রদেশ, বিলাসপুর, জম্মু ও কাশ্মীর এবং দিল্লী*); (৫) বোম্বাই অঞ্চল (বোম্বাই,

* দিল্লীর কেবলমাত্র তার-ব্যবস্থা পাঞ্জাব অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত।

সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছ); (৬) মাদ্রাজ অঞ্চল (মাদ্রাজ, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন, কুর্গ ও হায়দরাবাদ। হায়দরাবাদ ডিরেক্টরের অধীনে একটি উপঅঞ্চল।) (৭) কেন্দ্রীয় অঞ্চল (মধ্য প্রদেশ ও বিন্ধ্য প্রদেশ)।

ডিরেক্টর অব পোষ্ট এণ্ড টেলিগ্রাফের অধীন ঃ (৮) রাজস্থান অঞ্চল (রাজস্থান, মধ্যভারত, ভূপাল ও আজমীড়); (৯) অন্ধ্র অঞ্চল (অন্ধ্র); (১০) আসাম অঞ্চল (আসাম, মণিপুর ও ত্রিপুরা); (১১) উড়িষ্যা অঞ্চল (উড়িষ্যা)।

ডিরেক্টর অব পোষ্ট্যাল সার্ভিসের অধীন ঃ (১২) দিল্লী অঞ্চল (দিল্লীর কেবলমাত্র ডাক ব্যবস্থা); (১৩) হায়দরাবাদ অঞ্চল (হায়দরাবাদ-উপঅঞ্চল)।

ডাকঘরের ক্রমোন্নতি ঃ (ক) স্বাধীনতা লাভের সময় ভারতে স্থায়ী ডাকঘরের সংখ্যা ছিল মাত্র ২২,১১৬। ১৯৫৫-৫৬ সালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়ায় ৩৮,১৪২। ইহা ব্যতীত ১৬,৯০০ অস্থায়ী ডাকঘর ছিল। মোট ৫৫,০৪২টি (স্থায়ী ও অস্থায়ী) ডাকঘরের মধ্যে ৬,৫৪৪টি শহরে ও ৪৮,৪৯৮টি গ্রামাঞ্চলে ছিল।

(খ) ভারতীয় ডাক ব্যবস্থার ক্রমোন্নতি-বিষয়ক পরিসংখ্যান

	১৯৫৪-৫৫	১৯৫৫-৫৬
স্থায়ী ডাকঘরের সংখ্যা	৩৫,৬৪৪	৩৮,১৪২
স্থলপথে ডাকপথ (মাইল)	২১৮,২২৬	২৪৩,৪৮২
ডাকঘর মারফত চিঠি, পার্শেল ইত্যাদি প্রেরণ (কোটি)	২৭৬·৫৮	২৯৯·৭১
ডাকঘর মারফত রেজিষ্ট্রীকৃত চিঠি (কোটি)	৬·৪৬	৬·৯৮
ডাকঘর মারফত রেজেষ্ট্রীকৃত পার্শেল (লক্ষ)	৮৯·০২	৯৯·৩৭
ডাকঘর মারফত বীমাকৃত মাল (লক্ষ)	৩৯·৭৩	৩৯·৭১
মনি অর্ডার (কোটি)	৬·১৮	৬·৫৪
ডাকশুল্ক বাবদ আয় (কোটি টাকা)	২৭·৯৩	২৯·৪৩
ডাকঘর বাবদ ব্যয় (কোটি টাকা)	২৮·১৬	২৯·৪২

(গ) ভারতে বর্তমানে দুই প্রকার ডাকঘর আছে—স্থায়ী এবং অস্থায়ী। ইহা ব্যতীত মফঃস্বলে চিঠি ফেলিবার জন্য স্বতন্ত্র বাক্সের ব্যবস্থা আছে, বিশেষতঃ যেখানে কোন ডাকঘর বর্তমান নাই। এই বিষয়ে নিম্নে একটি ছক দেওয়া হইল।

	৩১ মার্চ ১৯৫৩		৩১ মার্চ ১৯৫৪	
	শহরাঞ্চলে	গ্রামাঞ্চলে	শহরাঞ্চলে	গ্রামাঞ্চলে
স্থায়ী ডাকঘর	৫,০৮৬	২৬,৫৬৩	৫,৩০৩	২৮,৬৫১
অস্থায়ী ডাকঘর	৬৮৩	১০,৮৭১	৮৭৬	১১,০৭৭
ডাক বাক্স	২৫,৭৬৭	৭১,৬৪১	২৯,৮৯৮	৭৪,০০৮

নৈশ ডাক ব্যবস্থা ঃ ১৯৪৮ সালে ভারতের ছয়টি শহরের মধ্যে ডাক চলাচলের জন্য বিমান মারফত নৈশ ডাক চলাচলের ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। বোম্বাই, কলিকাতা, মাদ্রাজ, দিল্লী, নাগপুর ও ভুবনেশ্বরের মধ্যে এইরূপ ডাক চলাচল ব্যবস্থার প্রবর্তন করা হয়। ১৯৪৯ সালে নৈশ ডাক চলাচল ব্যবস্থার আরও উন্নতি সাধন করা হয়। ভারতের যে সকল শহর অসামরিক বিমান চলাচল পথের অন্তর্গত, সেই সকল স্থানেই সাধারণ ডাকও বিমান দ্বারা বাহিত হইতে সুরু করে। ইহার জন্য কোন অতিরিক্ত মাশুল লাগে না। খামের চিঠি ও পোষ্ট কার্ডের ক্ষেত্রে মাত্র এই ব্যবস্থা চালু করা হয়।

১৯৫১ সালের ১লা মে হইতে ১৯৪৯ সালে প্রবর্তিত ব্যবস্থার পরিধি আরও কিছু প্রসারিত করা হয়। এই ব্যবস্থার দ্বারা সামান্য কিছু অতিরিক্ত মাশুলের বিনিময়ে দেশের অভ্যন্তরে বীমাকৃত চিঠি, পার্শেল, খবরের কাগজ ইত্যাদি বিমানে বহন করা আরম্ভ হয়।

১৯৫৩ সালের ২রা জানুয়ারী হইতে সরাসরি ভারত ও অষ্ট্রেলিয়া, মিশর, ফ্রান্স, সুইটজারল্যাণ্ড, বৃটেন ও আমেরিকার মধ্যে বিমানে পার্শেল পাঠানোর ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। সেই সঙ্গে সিংহলেও চিঠি পত্র বিমানে পাঠাইবার ব্যবস্থা চালু করা হয়।

চলন্ত ডাকঘর ব্যবস্থা ঃ পরীক্ষামূলক ভাবে নাগপুরে সর্বপ্রথম চলন্ত ডাকঘর ব্যবস্থা চালু করা হয়। তৎপরে মাদ্রাজ, দিল্লী, বোম্বাই, কলিকাতা এবং কানপুরেও এই ব্যবস্থা চালু করা হয়। দিনের নির্দিষ্ট সময়ের পরে ডাকঘরগুলি বন্ধ হইলে চলন্ত ডাকঘরগুলি শহরের বড় বড় রাস্তায় চলে। বৎসরের সকল দিন এমন কি পোষ্ট্যাল ছুটি ও রবিবার দিনও এইগুলি শহরের বিভিন্ন পথ ভ্রমণ করে। মনি অর্ডার ও সেভিংস্-ব্যাঙ্কের কার্য ব্যতীত চলন্ত ডাকঘরগুলি ডাকের অন্যান্য কাজ করে।

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনা ঃ প্রথম পরিকল্পনায় গ্রামাঞ্চলে ও যে সকল স্থানে যোগাযোগ ব্যবস্থার অভাব ছিল তথায় ও অনুন্নত অঞ্চলে ডাক ব্যবস্থার

উন্নতির উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। ২০০০ অধিবাসীপূর্ণ প্রতি গ্রামে যাহাতে ডাকঘর স্থাপিত হয় তাহার উপর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় এবং ১৯৫৩ সালে তদনুসারে কার্য সম্পন্ন হয়।

দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় স্থির করা হইয়াছে যে ১০০০ অধিবাসীপূর্ণ প্রতি গ্রামে ডাকঘর স্থাপন করা হইবে। ইহার ফলে দ্বিতীয় পরিকল্পনার মেয়াদ শেষ হইলে (১৯৬১ সালে) ভারতে ডাকঘরের সংখ্যা দাঁড়াইবে প্রায় ৮০,০০০। অর্থাৎ দ্বিতীয় পরিকল্পনার মেয়াদের মধ্যে ভারতে আরও প্রায় ২০,০০০ নূতন ডাকঘর স্থাপন করা হইবে।

॥ তার বিভাগ ॥

১৮৩৯ সালে ভারতে প্রথম কলিকাতা ও ডায়মণ্ডহারবারের মধ্যে তারবার্তা বা টেলিগ্রাফ প্রেরণ করা হয়। তবে উহা অনেকটা সরকারী পরীক্ষামূলক উদ্যম। কার্যতঃ ভারতে সাধারণের ব্যবহারোপযোগী টেলিগ্রাফ লাইনের পত্তন হয় ১৮৫৩ সালে—কলিকাতা ও আগ্রার মধ্যে। ১৮৫৫ সালের ২৪শে মার্চ ঐ লাইনে প্রথম তার বার্তা প্রেরণ করা হয়। এই কারণেই বিগত ১৯৫৩ সালে ভারতীয় টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার শতবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। বর্তমানে ভারতে টেলিগ্রাফ অফিসের সংখ্যা ১১,১৮১। প্রতি বৎসর দেশের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক তারবার্তা সমেত প্রায় ৩ কোটি তারবার্তা এই সকল টেলিগ্রাফ অফিস হইতে প্রেরিত হয়।

ভারতীয় তার বিভাগের বিবিধ তথ্য

	১৯৫৪-৫৫	১৯৫৫-৫৬
টেলিগ্রাফ অফিসের সংখ্যা	১০,৭৮৬	১১,১৮১
তারবার্তার সংখ্যা (কোটি)	৩'০৫	৩'৩৫
তারে মনিঅর্ডার প্রেরণ—		
" " সংখ্যা (লক্ষ)	১৪'৫৪	১৫'৩৭
" " টাকা (কোটি)	১১'৪৩	১২'১৫
রেডিও টেলিগ্রাম	৫৭'২৭৯	৫১'৫৬৪
টেলিগ্রাফ তারের দৈর্ঘ্য (মাইল)	৩০২'৮৪৯	৩১১'৩৬৫
তার বিভাগের নীট আয় (কোটি টাকা)	২৮'৩০	৩৩'৪৬

১৯৫৩-৫৪ সালে যে ২ কোটি ৯৩ লক্ষ তারবার্তা ভারতীয় তার বিভাগ হইতে প্রেরিত হয় উহার মধ্যে আভ্যন্তরীণ তারের পরিমাণ ২ কোটি ৫২ লক্ষ এবং বৈদেশিক তারের পরিমাণ ·৪১ লক্ষ। ঐ আভ্যন্তরীণ তারবার্তার

মধ্যে ২ কোটি ২৩ লক্ষ বেসরকারী তারবার্তা, বাকী সরকারী ও সংবাদ পত্রের তারবার্তা। ১৯৫৩-৫৪ সালে সংবাদপত্রের তারবার্তার মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ২ লক্ষ ১১ হাজার।

ভারতীয় ভাষায় টেলিগ্রাফ প্রেরণ: ১৯৪৯ সালের ১লা জুনের পূর্ব পর্যন্ত এদেশে ইংরাজী ভাষায় তারবার্তা প্রেরণ করিতে হইত। ঐ সময় হইতে দেবনাগরী অক্ষরে হিন্দী ভাষায়ও তারবার্তা প্রেরণ-ব্যবস্থা চালু করা হয়। হিন্দী ভাষায় তারবার্তা প্রেরণ সম্পর্কে বিশেষ শিক্ষা দিবার জন্য আগ্রা, কলিকাতা, জব্বলপুর, পাটনা ও পুণাতে শিক্ষাকেন্দ্র খোলা হইয়াছে। ১৯৫৫ সালের জানুয়ারী হইতে অক্টোবর মাসের মধ্যে হিন্দী ভাষায় প্রায় ৪২,৫১৪টি তারবার্তা প্রেরিত হইয়াছিল।

স্থানীয় টেলিগ্রাফ: ভারতের প্রত্যেক তার অফিসে স্থানীয় টেলিগ্রাফ লওয়া হয়।. ইহার জন্য ন্যূনতম প্রতি ৮টি শব্দের জন্য ছয় আনা মাশুল লওয়া হয়। ৮টির অধিক প্রতি শব্দের জন্য লওয়া হয় দুই পয়সা।

ফ্ল্যাস টেলিগ্রাফ: ১৯৪৭ সালে ১৫ই এপ্রিল ভারতীয় সংবাদপত্র গুলির জন্য এক বিশেষ ধরনের তারবার্তা প্রেরণ ব্যবস্থা চালু হয়। উহার নাম 'ফ্ল্যাস্ টেলিগ্রাফ'। এইগুলির মাশুল জরুরী তারবার্তার অনুরূপ হইলেও এইগুলি প্রেরণ সম্বন্ধে অগ্রাধিকার (Priority) ব্যবস্থার অনুসরণ করা হয়। টেলিফোন মারফতও এই তার প্রেরণ করা চলে।

মানবিকতার টেলিগ্রাফ: দুর্ঘটনা, গুরুতর পীড়া, মৃত্যু ইত্যাদি বিষয়ক তারবার্তাগুলির মাশুল আভ্যন্তরীণ জরুরী তারবার্তার অনুরূপ এবং এই প্রকার তারবার্তা অন্যান্য যে কোন প্রকার তারবার্তার অগ্রে প্রেরিত হয়।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা: প্রথম পঞ্চবাষিক পরিকল্পনার প্রারম্ভে দেশের আয়তনের তুলনায় ভারতে টেলিগ্রাফ-ব্যবস্থা পর্যাপ্ত ছিল না। সুতরাং তারপ্রেরণ-ব্যবস্থাব সম্প্রসারণ প্রথম পরিকল্পনার মুখ্য উদ্দেশ্য হিসাবে পরিগণিত হয় এবং স্থির করা হয় যে ৫০০০ অধিবাসীপূর্ণ প্রত্যেক শহরে এবং প্রত্যেক থানা বা পুলিশ ফাঁড়িতে তার প্রেরণের ব্যবস্থা করা হইবে। ঐ নীতি অনুসৃত হওয়ায় প্রথম পরিকল্পনার মেয়াদের মধ্যে ভারতে প্রায় ১,৩২০টি নূতন টেলিগ্রাফ অফিস স্থাপিত হইয়াছে। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার উন্নতির জন্য প্রায় ২ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে। ইহার মেয়াদের মধ্যে প্রায় আরও ১৪০০ নূতন টেলিগ্রাফ অফিস খোলা হইবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছে।

॥ টেলিফোন বিভাগ ॥

টেলিফোন আবিষ্কারের মাত্র ৫ বৎসর পরেই ১৮৮১ সালে কলিকাতায় টেলিফোন চালু করা হয়। ভারতের মধ্যে কলিকাতাতেই সর্বপ্রথম টেলিফোন প্রবর্তিত হয় এবং বর্তমানে এই শহরেই টেলিফোনের সংখ্যা ভারতের যে কোন শহর অপেক্ষা অধিক। ১৯১৩ সালে সিমলাতে ভারতের মধ্যে সর্বপ্রথম স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন প্রবর্তন করা হয়।

১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের সময় ভারতে টেলিফোনের সংখ্যা ছিল ১,১৪,৯২২টি। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রারম্ভে অর্থাৎ ১৯৫১ সালে এই সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়ায় ১,৬৮,০০০। ১৯৫৫ সালে ৩১শে ডিসেম্বর দেখা যায় যে ভারতে টেলিফোনের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ২,৬৫,০০০।

ভারতীয় টেলিফোন সংক্রান্ত বিভিন্ন পরিসংখ্যান

	১৯৫৪-৫৫	১৯৫৫-৫৬
টেলিফোনের সংখ্যা	২৩৪,০১২	২৬৬,৫১৬
টেলিফোন এক্সচেঞ্জের সংখ্যা	৫,০৩৯	৫,৮১৭
টেলিফোনের আয় (কোটি টাকা)	১২·১৪	১৪·০৭

ট্রাঙ্ক কল : ১৯৪৮-৪৯ সালে ভারতে মোট ট্রাঙ্ক কলের পরিমাণ ছিল ৪৪ লক্ষ। ঐ সংখ্যা ১৯৫৫-৫৬ সালে বৃদ্ধি পাইয়া দাঁড়ায় ১ কোটি ৮৬ লক্ষ। ১৯৫১ সালে ১লা সেপ্টেম্বর ৩৬২ মাইল দূরত্বের অধিক ট্রাঙ্ক কল সম্বন্ধে শুল্ক হারের যে সুবিধা দেওয়া হয় উহাই ট্রাঙ্ক কলের এরূপ বৃদ্ধির মূল কারণ।

টেলিফোন শিল্প : ১৯৪৮ সালে বাঙ্গালোরে ইণ্ডিয়ান টেলিফোন ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিমিটেড নামে একটি যৌথ প্রতিষ্ঠান টেলিফোনের যন্ত্রপাতি তৈয়ারীর জন্য গঠিত হয়। ভারতসরকার, মহীশূর রাজ্যসরকার এবং লিভারপুলের অটোম্যাটিক টেলিফোন ইলেকট্রিক কোম্পানী লিঃ সমবেত ভাবে এই প্রতিষ্ঠানের অংশীদার হন। ইহার মূলধন চার কোটি টাকা। ১৯৪৯ সালে এই প্রতিষ্ঠানে উৎপাদন শুরু হয় এবং টেলিফোনের ৫৩৯টি অংশের মধ্যে ৫২০টি এই কারখানাতেই উৎপাদিত হয়। স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন উৎপাদনের কাজ আরম্ভ হয় ১৯৫২ সালে। ১৯৫৪-৫৫ সালে এই প্রতিষ্ঠান ৫০,০০০ টেলিফোন যন্ত্র তৈয়ারী এবং ৩০,০০০ স্বয়ংক্রিয় টেলিফোনের লাইনের কাজ করে।

প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনা : প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনা চালু হইবার প্রাক্কালে ভারতে টেলিফোনের সংখ্যা ছিল ১,৬৮,০০০। পরিকল্পনার মেয়াদের মধ্যে আরও ১,০০,০০০ নূতন টেলিফোন চালু করা হয়। প্রথম পরিকল্পনায়

টেলিফোন সম্বন্ধে তিনটি কার্যক্রম স্থির হয়, যথা—(ক) প্রত্যেক জিলা সদরে এবং ৩০,০০০ অধিবাসীপূর্ণ প্রত্যেক শহরে টেলিফোন-ব্যবস্থা চালু করা হইবে (খ) প্রত্যেক মহকুমা সদরে এবং ২০,০০০ অধিবাসীপূর্ণ প্রত্যেক শহরে ট্রাঙ্ক টেলিফোনের সুবিধা প্রবর্তন করা হইবে (গ) সর্বসাধারণ টেলিফোন করিতে পারে এইরূপ বহু অফিস বা কেন্দ্র স্থাপন করা হইবে। প্রথম পরিকল্পনায় টেলিফোনের উন্নতিবিধায়ক যে সকল কাজ হইয়াছে তাহার মধ্যে কলিকাতায় স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন ব্যবস্থা চালু করা সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই ব্যবস্থায় ১৪ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রায় ৫৫,০০০ স্বয়ংক্রিয় টেলিফোন এই শহরে চালু করা হইয়াছে। দেশের মধ্যে বর্তমানে আরও ১,০০,০০০ টেলিফোনের চাহিদা রহিয়াছে এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে, দেশের আরও উন্নতি হইলে টেলিফোনের চাহিদা আরও বৃদ্ধি পাইবে। এই উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় পরিকল্পনার মেয়াদের মধ্যে ভারতে ১,৮০,০০০ নূতন টেলিফোন চালু করা হইবে বলিয়া স্থির করা হইয়াছে এবং টেলিফোনের উন্নতির জন্যে ৪২ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছে।

বৈদেশিক সংযোগ ব্যবস্থাঃ ভারতের সহিত বিদেশের সংযোগ ব্যবস্থা প্রথম চালু হয় ১৯২৭ সালে। ঐ বৎসর ২৩শে জুলাই লণ্ডনের সহিত ভারতের রেডিও টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার পত্তন হয়। বর্তমানে রেডিও টেলিফোন মারফত ভারতের সহিত এডেন, বাহারিন, বর্মা, চীন, পূর্ব-আফ্রিকা, মিশর, হংকং, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, জাপান, মালয়, পোল্যাণ্ড, সাইগন, সুইটজারল্যাণ্ড, যুক্তরাজ্য ও রাশিয়ার সহিত সরাসরি সংযোগ আছে। এতদ্ব্যতীত ভারতের সহিত লণ্ডন মারফত রেডিও টেলিফোনের যোগাযোগ আছে এই সব দেশের :—অষ্ট্রিয়া, আর্জেণ্টিনা, বেলজিয়াম, বারমুডা, ব্রেজিল, কানাডা, কিউবা, চেকোশ্লোভাকিয়া, ডেনমার্ক, পূর্ব-জার্মানী, ফিনল্যাণ্ড, ফ্রান্স, জিব্রাল্টার, গ্রীস্, ইজরেল, হাঙ্গারী, আইসল্যাণ্ড, ইতালী, কেনিয়া, লাক্সেমবুর্গ, মেক্সিকো, নেদারল্যাণ্ড, উত্তর রোডেশিয়া, দক্ষিণ-পশ্চিম আফ্রিকা, নরওয়ে, সার, স্পেন, দক্ষিণ-আফ্রিকা, দক্ষিণ আয়ারল্যাণ্ড, দক্ষিণ রোডেশিয়া, সুইডেন, আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র, ভ্যাটিক্যান সিটি, ও পশ্চিম জার্মানী।

ভারতের সহিত বৃটেন, অষ্ট্রেলিয়া, চীন, আমেরিকা, আফগানিস্তান, জাপান, ইন্দোনেশিয়া, রাশিয়া, ইরান শ্যাম ইত্যাদি ১৩টি দেশের রেডিও টেলিগ্রাফ সংযোগ বর্তমান।

ইহা ব্যতীত ভারতের সহিত আমেরিকা, রাশিয়া, বৃটেন এবং চীনের রেডিও ফটো সংযোগ ব্যবস্থাও বর্তমানে সম্পাদিত হইয়াছে।

বেতার

ভারতে বেতার-ইতিহাসের স্থচনা প্রকৃতপক্ষে ১৯২৭ সাল হইতে। অবশ্য ইহার পূর্বে ১৯২৪ সালে মাদ্রাজে 'রেডিও ক্লাব' নামক একটি ক্ষুদ্র বেসরকারী প্রতিষ্ঠান বেতার-অনুষ্ঠান প্রচার করিতে আরম্ভ করে এবং ভারতের অন্যান্য স্থানে আরও কয়েকটি ক্ষুদ্র বেতার-প্রতিষ্ঠান তাহাদের স্বল্প শক্তি লইয়া কাজ করিতে থাকে, কিন্তু নিয়মিত অনুষ্ঠানস্থচী ও ব্যাপক বার্তা-প্রেরণ-ক্ষমতার অভাবে ইহাদের প্রচেষ্টা বিশেষ কার্যকরী হয় না।

ইণ্ডিয়ান ব্রডকাষ্টিং কোম্পানী লিঃ ঃ ১৯২৬ সালে 'ইণ্ডিয়ান ব্রডকাষ্টিং কোম্পানী লিঃ' নামে অপর একটি বেসরকারী বেতার-প্রতিষ্ঠান সংগঠিত হয় এবং ভারতসরকারের সহিত সম্পাদিত চুক্তির বলে বোম্বাই ও কলিকাতায় দুইটি বেতার-কেন্দ্র স্থাপনের অনুমতি লাভ করে। ১৯২৭ সালের ২৩শে জুলাই বোম্বাই বেতার-কেন্দ্র এবং এই বৎসরের ২৬শে আগস্ট কলিকাতা বেতার-কেন্দ্র খোলা হয় এবং নিয়মিত অনুষ্ঠানস্থচী অনুযায়ী কার্য আরম্ভ করে। তৎকালে এই দুইটি কেন্দ্রের শক্তি ছিল ১৫ কিলোসাইক্‌ল এবং পরিধি ছিল মাত্র ৩০ মাইল। এই ২টি কেন্দ্রের মাসিক ব্যয় ছিল ৩৩ হাজার টাকা।

ভারতসরকারের সহিত ইণ্ডিয়ান ব্রডকাষ্টিং কোম্পানী লিঃ-এর যে চুক্তি হইয়াছিল, তাহাতে স্থির হইয়াছিল যে,—

(১) রেডিও-সেট রাখিবার জন্য লাইসেন্স-প্রতি ১০৲ হিসাবে যত লাইসেন্স ফি সরকার আদায় করিবেন, তাহার শতকরা ৮০৲ ইণ্ডিয়ান ব্রডকাষ্টিং লিঃ পাইবে এবং (২) বিদেশ হইতে ভারতে যত রেডিও-সেট আমদানী করা হইবে, তাহার 'চালানে' উল্লিখিত মূল্যের শতকরা ১০৲ 'ট্রিবিউট' কোম্পানীর প্রাপ্য হইবে; কিন্তু লাইসেন্স-ফি ও 'ট্রিবিউট' খাতে কোম্পানীর আয় প্রয়োজনানুরূপ না হওয়ায় প্রতি মাসে ঘাটতি পড়িতে থাকে। কোম্পানী সরকারী অর্থসাহায্যের জন্য আবেদন করে, কিন্তু সরকার ১৯৩০ সালের জানুয়ারী মাসে ইহাতে অসামর্থ্য জানান। অবশেষে কোম্পানীর ডিরেক্টরবর্গ ১৯৩০ সালের ১লা মার্চ হইতে কারবার উঠাইয়া দিবার সিদ্ধান্ত করেন। কিন্তু বেতার-প্রতিষ্ঠান বন্ধ করার বিরুদ্ধে প্রবল

আন্দোলন সুরু হয়; ইহাতে সরকার পরীক্ষামূলকভাবে দুই বৎসরের জন্য কয়েকটি শর্তে বেতার-কেন্দ্র পরিচালনার ভার গ্রহণ করিতে সম্মত হন।

দি ইণ্ডিয়ান স্টেট ব্রডকাষ্টিং সার্ভিস: বেতার-কেন্দ্র পরিকল্পনা সম্পর্কে সরকারের প্রস্তাব ১৯৩০ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী স্ট্যাণ্ডিং ফাইন্যান্স কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং এই বৎসরের মার্চ মাসে সরকার দেউলিয়া ইণ্ডিয়ান ব্রডকাষ্টিং কোম্পানীর বেতার-কেন্দ্র দুইটির পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। ১লা এপ্রিল (১৯৩০) হইতে 'দি ইণ্ডিয়ান স্টেট ব্রডকাষ্টিং সার্ভিস' এই নূতন নামে ভারতসরকারের শিল্প ও শ্রম-বিভাগের সরাসরি পরিচালনাধীনে বেতার-কেন্দ্র দুইটি আসে।

বোম্বাই ও কলিকাতা বেতার-কেন্দ্রদ্বয়ের মাসিক খরচ সরকার ২২,০০০ৎ টাকায় কমাইয়া আনিলেন। তাহার ফলে উন্নত ধরণের বেতার-সূচী অনুসারে কার্য করা বেতার বিভাগের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ১৯৩১ ও ১৯৩২ সালের লাইসেন্সের সংখ্যাও বিশেষ বৃদ্ধি পাইল না। আযের তুলনায ব্যয় অতিরিক্ত হওয়ায় ব্যয়-সঙ্কোচের জন্য ১৯৩১ সালের ৯ই অক্টোবর এক বিবৃতিতে সরকার বেতার-কেন্দ্র দুইটির কাজ বন্ধ করিয়া দিবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করিলে, সংবাদপত্রে ও আইনসভায় উহার বিরুদ্ধে আন্দোলন চলিতে থাকে। তাহার ফলে সরকার রেডিও-সেট ও তাহার সাজসরঞ্জামাদির উপর আমদানী শুল্ক বর্ধিত করিয়া আয়-বৃদ্ধির দ্বারা বেতারকেন্দ্র পরিচালনা অব্যাহত রাখিতে প্রয়াস পান এবং ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের ২৩শে নভেম্বর বোম্বাই ও কলিকাতার স্টেশন ডিরেক্টরদ্বয়কে পুনরাদেশ না দেওয়া পর্যন্ত বেতার-কেন্দ্র পরিচালনার নির্দেশ দেওয়া হয়।

১৯৩২-৩৩ সালে ভারতীয় বেতার-জগতে সহসা উন্নতির লক্ষণ দেখা যায়। এই সময়ে লণ্ডনের ব্রিটিশ বেতার প্রতিষ্ঠান (B.B.C.) ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত দেশগুলির উদ্দেশ্যে বিশেষ অনুষ্ঠান-সূচী অনুসারে বেতার বার্তা প্রচার করিতে থাকে। এই সময়ে ভারতের বেতারের প্রতি যে আগ্রহ বৃদ্ধি পায়, বি. বি. সি. প্রচারিত অনুষ্ঠান-সূচীও তাহার অন্যতম কারণ; ভারতে অবস্থানকারী ইউরোপীয়গণের অনেকে বি. বি. সি.-র সাম্রাজ্যিক অনুষ্ঠান-সূচীর জন্য নূতন রেডিও সেট ক্রয় করেন।

এই উন্নতির সূচনায় ভারতসরকার উৎসাহিত হইয়া দেশে বেতার-ব্যবস্থা সম্প্রসারণের নানাবিধ পরিকল্পনা ও উদ্যোগ-আয়োজন করিতে থাকেন। দিল্লীতে একটি শক্তিশালী বেতারকেন্দ্র স্থাপিত হয়—১৯৩৬ সালের ১লা জানুয়ারী ইহার উদ্বোধন করা হয়। অতঃপর দেশের নানাস্থানে আরও কয়েকটি কেন্দ্র

প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের ফলে ঢাকা, লাহোর ও পেশোয়ার এই ৩টি বেতার-কেন্দ্র পাকিস্তানের অন্তর্গত হওয়ায় ভারতে বেতার কেন্দ্রের সংখ্যা দাঁড়ায় মাত্র ৭টি। কিন্তু স্বাধীনতালাভের পর হইতে দেশে বহু নূতন নূতন কেন্দ্র স্থাপিত হইয়াছে। বর্তমানে ভারতে ২৮টি বেতারকেন্দ্র আছে। ইহা ছাড়া শ্রীনগর ও জম্মুতে রেডিও কাশ্মীরের দুইটি কেন্দ্র আছে। ভারতকে নিম্নলিখিত ৪টি স্বতন্ত্র বেতার অঞ্চলে বিভক্ত করা হইয়াছে :—

উত্তর অঞ্চল—দিল্লী, লক্ষ্মৌ, এলাহাবাদ, পাটনা জলন্ধর, জয়পুর-আজমীড়, সিমলা, ভূপাল, ইন্দোর ও রাঁচী।

পশ্চিম অঞ্চল—বোম্বাই, নাগপুর, আহ্‌মেদাবাদ-বরোদা, পুণা, রাজকোট ও ধারোয়ার।

দক্ষিণ অঞ্চল—মাদ্রাজ, তিরুচিনাপল্লী, বিজয়ওয়াড়া, ত্রিবান্দ্রাম, কোসিরোড, হায়দরাবাদ ও বাঙ্গালোর।

পূর্ব অঞ্চল—কলিকাতা, কটক ও গৌহাটি।

অল ইণ্ডিয়া রেডিও : ১৯৩৬ সালের ৮ই জুন ভারতীয় বেতারের নাম পরিবর্তন করিয়া 'অল ইণ্ডিয়া রেডিও' (AIR) রাখা হয়। বর্তমানে ইহা ভারতসরকারের 'Department of Information and Broadcasting'-এর অন্তর্গত। এই প্রতিষ্ঠানের সর্বোচ্চ পরিচালকের পদবী হইল ডিরেক্টর জেন্যারেল, এ. আই. আর.। ৪ জন ডেপুটি ডিরেক্টর জেনারেল তাঁহার সহায়তা করেন। ডিরেক্টর জেনারেল 'তথ্য ও বেতার' দপ্তরের সেক্রেটারীর অধীন। উক্ত সেক্রেটারী আপন বিভাগীয় মন্ত্রীর নিকট দায়ী।

অল ইণ্ডিয়া রেডিওর আয়ের সূত্র : বেতার যন্ত্রাদির উপর আমদানী শুল্ক, বেতার সাময়িক পত্রিকাগুলিতে বিজ্ঞাপনের মূল্য ও পত্রিকাগুলির গ্রাহকগণের চাঁদা এবং রেডিওর বার্ষিক লাইসেন্স ফি প্রভৃতি এই প্রতিষ্ঠানের আয়ের প্রধান সূত্র।

বেতার সাময়িক পত্রিকা : অল ইণ্ডিয়া রেডিও এই সাতখানা সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া থাকেন, যথা—ইণ্ডিয়ান লিসেনার (ইংরাজী), আওয়াজ (উর্দু), সারং (হিন্দী), বেতার জগৎ (বাংলা), ভানলি (তামিল), নববাণী (গুজরাটি) এবং বাণী (তেলেগু)।

বেতার সংবাদ পরিবেশন : অল ইণ্ডিয়া রেডিওর সংবাদ পরিবেশন বিভাগ নয়াদিল্লীতে অবস্থিত। নয়াদিল্লী কেন্দ্র হইতে সকল সংবাদ প্রচার

করা হয় এবং অল ইণ্ডিয়া রেডিওর সমস্ত আঞ্চলিক কেন্দ্রগুলি উহা 'রিলে' করিয়া থাকে। অল ইণ্ডিয়া রেডিও বর্তমানে দৈনিক ৭৩ বার সংবাদ প্রচার করে, উহার মধ্যে ৪৪ বার ভারতের অভ্যন্তরস্থ শ্রোতাদের জন্য এবং ২৯ বার বিদেশী শ্রোতাদের জন্য করা হয়। এই সকল সংবাদ প্রচারের জন্য প্রত্যহ মোট ১৪ ঘণ্টা ব্যয়িত হয়।

রেডিও লাইসেন্সের খতিয়ান

বৎসর	লাইসেন্স-সংখ্যা	বৎসর	লাইসেন্স-সংখ্যা
১৯২৭ (আরম্ভকালে)	১,০০০	১৯৪৭	২,৩০,০৯৫
১৯২৭ (বৎসর শেষে)	৩,৫৯৪	১৯৫০	৫,০৭,৩২৪
১৯৩০	৭,৭১৯	১৯৫১	৬,৩৫,০২৬
১৯৩১	৮,০৫৬	১৯৫২	৬,৯৪,৫৬০
১৯৩২	৮,৫৫৭	১৯৫৩	৭,৬৯,৫০৫
১৯৩৩	১০,৮৭২	১৯৫৪	৮,৩৫,২৪৬
১৯৩৭	৬০,৬৮০	১৯৫৫	৯,৪৭,৩৫৩
১৯৪০	১,১৯,৪১৭	১৯৫৬	১০,৭৫,৯০০
১৯৪৫	২,০২,৮২৯	১৯৫৭ (অক্টোবর পর্যন্ত)	১১,৭৩,১২৫

বিদেশ হইতে আমদানীকৃত রেডিও সেট

বৎসর	সংখ্যা	মূল্য—লক্ষ টাকা	শুল্ক বাবদ আয় লক্ষ টাকা
১৯৪৭-৪৮	১,৯২,১৭২	২৮৮.৪০	১৮১.১৮
১৯৪৮-৪৯	৪২,২০২	৭৬ ৫৯	৫২.৩৯
১৯৪৯-৫০	৪৩,৩৫৫	৭১.৬৬	৬৩.০৯
১৯৫০-৫১	১৬,০১২	২৫.৪৪	৫০.৫৬
১৯৫১-৫২	২৯,১২১	৫২.৬৪	৯২.৯০
১৯৫২-৫৩	১৯,২৮৬	৩৬.০৯	৬৮.৮৫
১৯৫৩-৫৪	১৩,০৪২	২৩.৪৫	৪৫.৪২
১৯৫৪-৫৫	৪,৫১৫	১১.২০	৫৮.৭৩
১৯৫৫-৫৬	৬,২৫৮	১৭.৬৭	৭৬.৩৫
১৯৫৬-৫৭	৪,৩৯৩*	১২.০১*	৮০.৯৬

* ১৯৫৭ সালের জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারী ও মার্চ ধরা হয় নাই।

ভারতে রেডিও তৈয়ারীর সংখ্যা

বৎসর	সংখ্যা	বৎসর	সংখ্যা
১৯৪৭	৩,০৩৬	১৯৫৩	৫৬,৩০০
১৯৪৮	২৪,৯৯৬		
১৯৪৯	১৬,৮৩৬	১৯৫৪	৫৮,২০৩
১৯৫০	৪৪,৩৪০	১৯৫৫	৮১,২০০
১৯৫১	৬১,৮০০	১৯৫৬	১,৫০,৫৯৬
১৯৫২	৭১,৮০০	১৯৫৭ (সেপ্টেম্বর)	১,৩৮,৭৮৯

ভারতের বেতার-কেন্দ্রসমূহ

বেতার-কেন্দ্র	কার্যারম্ভের তারিখ		বেতার-কেন্দ্র	কার্যারম্ভের তারিখ	
বোম্বাই	২৩শে জুলাই,	১৯২৭	বিজয়ওয়াড়া	১লা ডিসেম্বর,	১৯৪৮
কলিকাতা	২৬শে আগস্ট,	১৯২৭	বরোদা	১৬ই ডিসেম্বর,	১৯৪৮
দিল্লী	১লা জানুয়ারী,	১৯৩৬	এলাহাবাদ	১লা ফেব্রুয়ারী,	১৯৪৯
লক্ষ্ণৌ	২রা এপ্রিল,	১৯৩৮	আহ্মেদাবাদ	১৬ই মে,	১৯৪৯
মাদ্রাজ	১৬ই জুন,	১৯৩৮	ধারোয়ার	৮ই জানুয়ারী,	১৯৫০
তিরুচি	১৬ই মে,	১৯৪৯	হায়দরাবাদ	২রা এপ্রিল,	১৯৫০
জলন্ধর	১৬ই মে,	১৯৪৯	মহীশূর	১লা জুলাই,	১৯৩৮
পাটনা	২৬শে জানুয়ারী,	১৯৪৮	ত্রিবান্দ্রম্	ঐ	ঐ
কটক	২৮শে জানুয়ারী,	১৯৪৮	পুনা	২রা অক্টোবর,	১৯৫৩
গৌহাটী	১লা জুলাই,	১৯৪৮	রাজকোট	৪ঠা জানুয়ারী,	১৯৫৫
জয়পুর	৯ই মে,	১৯৫৫	কালিকট	১৪ই মে,	১৯৫০
অমৃতসর	১৬ই ফেব্রুয়ারী,	১৯৪৮	জম্মু	১লা ডিসেম্বর,	১৯৪৭
ভূপাল	৩১শে অক্টোবর,	১৯৫৬	শ্রীনগর	১লা জুলাই,	১৯৪৮
নাগপুর	১৬ই জুলাই,	১৯৪৮			

বৈদেশিক প্রচার ব্যবস্থা: বিদেশের উদ্দেশ্যে ভারতীয় বেতার প্রচার সুরু করে ১৯৩৯ সালে। ঐ বৎসর সর্বপ্রথম আফগানিস্তানের শ্রোতাদের উদ্দেশ্যে বেতার-সূচী প্রচারিত হয়। বর্তমানে ইংরাজী ও ভারতীয় ভাষা ব্যতীত আফ্গান, বার্মিজ, ক্যান্টনিজ ইন্দোনেশীয়. পস্তু, পার্শিয়ান, আরবিক, সাহিলী, ফ্রেঞ্চ ইত্যাদি ১৮টি ভাষায় অল ইণ্ডিয়া রেডিও বৈদেশিক বেতার-সূচী প্রচার করিয়া থাকে।

ভারতের রাজ্যসমূহ

বর্তমানে ভারতে ১৪টি রাজ্য ও ৬টি কেন্দ্রীয় অঞ্চল আছে। রাজ্যগুলির নাম :—১। অন্ধ্র, ২। আসাম, ৩। উড়িষ্যা, ৪। উত্তর প্রদেশ, ৫। কেরালা, ৬। জম্মু ও কাশ্মীর, ৭। পশ্চিমবঙ্গ, ৮। পাঞ্জাব, ৯। বিহার, ১০। বোম্বাই, ১১। মধ্যপ্রদেশ, ১২। মহীশূর, ১৩। মাদ্রাজ ও ১৪। রাজস্থান।

কেন্দ্রীয় অঞ্চল :—১। দিল্লী, ২। হিমাচল প্রদেশ, ৩। মণিপুর, ৪। ত্রিপুরা, ৫। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং ৬। লাক্ষাদ্বীপ, মিনিকয় ও আমিনদিবি।

পরবর্তী পৃষ্ঠাসমূহে ভারতীয় রাজ্যগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করা হইল।

অন্ধ্র প্রদেশ

রাজ্যপাল : ভীমসেন সাচার

রাজধানী : হায়দরাবাদ আয়তন : ১,০৫,৭০০ বর্গমাইল ; জনসংখ্যা : ৩,১২,৬০,১৩৩ ; জনবসতির ঘনত্ব : ২৯৬ (প্রতি মাইলে) ; ভাষা : তেলেগু ; *শিক্ষিতের হার : ১৯.৬৭%।

মন্ত্রিসভা : ১। এন. সঞ্জীব রেড্ডি—(মুখ্যমন্ত্রী), সাধারণ শাসন (চাকুরী, কেন্দ্রীয় সরকারেরর চাকুরী, হাইকোর্ট) ; যানবাহন, শিল্প ও বাণিজ্য এবং স্বাস্থ্য ; ২। কে. ভি. রঙ্গ রেড্ডি—স্বরাষ্ট্র (পুলিশ ও মাদক দ্রব্য নিবারণ) ; ৩। বি. গোপাল রেড্ডি—অর্থ ও বিক্রয় কর ; ৪। কালা ভেঙ্কটা রাও—রাজস্ব (ভূমি সংস্কারসহ), নিবন্ধন (রেজিষ্ট্রেশন) ও আবগারী ; ৫। ভি. বি. রাজু—পরিকল্পনা, উন্নয়ন ও তথ্য ; জে. ভি. নরসিং রাও—সেচ ও বিদ্যুৎ ; ৭। ডি. সঞ্জীবিয়া—শ্রম ও সমাজ কল্যাণ ; ৮। পি. থিম্মা রেড্ডি—কৃষি ও বন ; ৯। এস. বি. পি. পট্টভিরামারাও—শিক্ষা ; ১০। কে. ব্রহ্মানন্দ রেড্ডি—স্থানীয় শাসন ; ১১। গ্রান্ধী ভেঙ্কাটা রেড্ডি নাইডু—আইন, আদালত ও কারা ; ১২। নবাব মেহ্‌দি নওয়াজ জুং—সমবায় ও গৃহনির্মাণ ; ১৩। এম. নরসিং রাও—গৃহনির্মাণ, পথ, ত্রাণ ও পুনর্বাসন এবং ১৪। এ. ভগবন্ত রাও—শিল্প।

বিধানসভার স্পীকার : এ. কালেশ্বর রাও।

হাইকোর্টের প্রধানবিচারপতি : পি. চন্দ্র রেড্ডি (অস্থায়ী)।

---

* এই অধ্যায়ে উল্লিখিত 'শিক্ষিতের হার' রাজ্য পুনর্গঠনের পরের হিসাব। এই কারণেই 'আদম সুমারী' অধ্যায়ের হিসাবের সহিত ইহার কিছু অনৈক্য দেখা যাইবে।

আসাম

রাজ্যপাল : সৈয়দ ফজল আলি

রাজধানী : শিলং ; আয়তন : ৮৫,০৬২ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা : ৯০,৪৩৭০৭ বসতির ঘনত্ব : ১৭১ (প্রতি বর্গমাইলে) ; শিক্ষিতের হার : ১৮'০৭% শতাংশ ; ভাষা : অসমীয়া ও বাংলা এই দুইটি রাজ্যের প্রধান ভাষা।

আসাম ভারতের একেবারে উত্তর-পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত। ইহার পূর্বদিকে ব্রহ্মদেশ, উত্তরে তিব্বত ও ভূটান এবং পশ্চিমে ও দক্ষিণে পূর্ব পাকিস্তান। ইহার অবস্থান হইতেই বোঝা যায় যে, ভারতের প্রতিরক্ষার দিক হইতে ইহার গুরুত্ব কত অধিক। ভারত বিভাগের ফলে দেশের অন্যান্য অংশের সহিত আসামের যোগাযোগ-ব্যবস্থা প্রায় বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। স্বাধীনতা লাভের পরববর্তী কয়েক বৎসর একমাত্র পূর্ব-পাকিস্তানের ভিতর দিয়াই আসামের সহিত মালপত্র আদানপ্রদান করিতে হইত। পরবর্তীকালে 'আসাম লিঙ্ক' নামক রেলপথ নির্মাণ করায় আসামের সহিত অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু এই রেলপথের মাল ও যাত্রী বহনের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ বিধায় আসামের আমদানী-রপ্তানী ক্ষেত্রের অন্তরায় এখনও সম্পূর্ণ দূরীভূত হয় নাই।

জলবায়ু : আসামের জলবায়ু আর্দ্র ও নাতিশীতোষ্ণ। এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এই রাজ্যের চেরাপুঞ্জীতে জগতের মধ্যে সর্বাধিক বারিপাত হইয়া থাকে। চেরাপুঞ্জীতে বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণ প্রায় ৫০০" ইঞ্চ।

কৃষিপণ্য : আসামের প্রধান সম্পদ উহার চা। ভারতের মোট চা-এর প্রায় অর্ধাংশ আসামে উৎপন্ন হয়। ভারত বিভাগের পরে এই রাজ্যে পাটের উৎপাদনও বহুলাংশে বৃদ্ধি করা হইয়াছে। আসামের অন্যান্য কৃষিপণ্যের মধ্যে ধান, ডাল, সরিষা ও তামাক উল্লেখযোগ্য। আসামে প্রভূত কমলা লেবু জন্মায়।

শিল্প : আসামের তৈলশিল্প উহার অন্যতম গর্বের বিষয়, কারণ ভারতের মধ্যে এ পর্যন্ত একমাত্র এই রাজ্যেই তৈল আবিষ্কৃত হইয়াছে। ডিগবয়ের খনিসমূহ ভারতের মোট চাহিদার ৭% শতাংশ তৈল সরবরাহ করিয়া আসিতেছে। সম্প্রতি নাহরকাটিয়া অঞ্চলে আরও তৈলের খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে। উক্ত খনিসমূহ হইতে তৈল আহরণ ও পরিশোধন করার জন্য ভারত সরকার একটি যৌথ কোম্পানী গঠন করিয়াছেন। শীঘ্রই আসামে একটি তৈল শোধনাগার (Refinary) স্থাপন করা হইবে।

বন : বিবিধ বনসম্পদের দিক হইতেও আসাম খুব সমৃদ্ধ। আসামের বনে প্রচুর কাঠ, বাঁশ ও বেত জন্মায়। বস্তুতঃ আসামেই ভারতের মধ্যে সর্বাধিক বেত জন্মিয়া থাকে। আসামের বনভূমি হস্তী, গণ্ডার, হরিণ, ব্যাঘ্র প্রভৃতি বিবিধ বন্যপশুর বাসভূমি। এইজন্য আসামের বনকে শিকারীর স্বর্গ বলা হয়। আসামের গণ্ডার তাহার বিপুল আয়তন ও স্বকীয়তার জন্য পৃথিবীবিখ্যাত। আসামের হাতিও বিশেষ প্রসিদ্ধ।

কুটির শিল্প : মুগা ও এণ্ডি নামক বিশেষ ধরনের রেশম উৎপাদন আসামের প্রধান কুটির শিল্প। ইহা ছাড়া হাতির দাঁত, বাঁশ ও বেতের বিবিধ হাতের কাজ আসামের উল্লেখযোগ্য কুটির শিল্প।

জেলা : আসাম রাজ্য ১২টি জেলায় বিভক্ত। জেলাগুলির নাম :—গোয়ালপাড়া, কামরূপ, ডেরাং, নওগাঁও, শিবসাগর, লখীমপুর, কাছাড়, গারো-পাহাড়, খাসী-জৈন্তীয়া পাহাড়, উত্তর কাছাড় ও মিকির পাহাড়, লুসাই পাহাড় ও নাগাপাহাড়।

বৃহৎ শহর : বন্ধনীর মধ্যে লোকসংখ্যাসহ আসামের বৃহৎ শহরগুলির নাম নীচে উল্লেখ করা হইল :—শিলং (৫৩,৭৫৬), গৌহাটি (৪৩,৬১৫), ডিব্রুগড় (৩৭,৯৯১), শিলচর (৩৪,০৫৯), নওগাঁও (২৮,২৫৭)।

বৃহৎ পরিকল্পনা : উমত্রু জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনা আসামের বৃহত্তম পরিকল্পনা। ১৯৫৭ সালে ইহার উদ্বোধন করা হইয়াছে। কলম্বো পরিকল্পনার আওতায় প্রধানতঃ কানাডার অর্থ সাহায্যে এই পরিকল্পনা কার্যকরী করা হইয়াছে। ইহা দ্বারা গৌহাটি শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ করার জন্য ৭,৫০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হইবে।

বিশ্ববিদ্যালয় : গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয় আসামের একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়; উহা ১৯৪৮ সালে স্থাপিত হইয়াছে। বর্তমানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২৩টি কলেজ আছে এবং ১৯৫৫-৫৬ সালে উক্ত কলেজগুলিতে অধ্যয়নরত ছাত্রসংখ্যা ছিল ১৪৫৭১। বর্তমান ভাইস্ চ্যান্সেলারের নাম শ্রী এস. কে. ভূইঞা এবং রেজিষ্ট্রারের নাম শ্রী পি. দত্ত।

আসামের মন্ত্রিসভা

মন্ত্রী : ১। বিমলাপ্রসাদ চালিহা—(মুখ্যমন্ত্রী), নিয়োগ, রাজনৈতিক বিষয় স্বরাষ্ট্র, সাধারণ শাসন, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, পরিবহন, সংখ্যালঘু কমিশন ও সংযোগ; ২। দেবেশ্বর শর্মা—সড়ক ও ইমারৎ (পূর্ত বিভাগের অধীনে), কারা ও শিক্ষা;

৩। রূপনাথ ব্রহ্ম—চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য, মুদ্রণ ও ষ্টেশনারী, রেজিষ্ট্রেশন ও ষ্ট্যাম্প ; ৪। কামাক্ষ্যাপ্রসাদ ত্রিপাঠী—পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, পরিসংখ্যান, শ্রম, শহর ও গ্রাম পরিকল্পনা, শিল্প ও বিদ্যুৎ, ব্যবসা ও বাণিজ্য ; ৫। হরেশ্বর দাশ—রাজস্ব, বন ও আবগারী ; ৬। মহেন্দ্রনাথ হাজারিকা—গ্রাম উন্নয়ন (পঞ্চায়েৎ), কুটির শিল্প, খাদি ও গ্রাম শিল্প বোর্ড ; ৭। মৈনুল হক চৌধুরী—কৃষি, মৎস্য চাষ, পশু চিকিৎসা ও পশু সম্পদ, সরবরাহ, আইন সভা সম্বন্ধীয় বিষয়, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ ; ৮। উইলিয়ামসন সাংমা—উপজাতী সম্বন্ধীয় বিষয়. তথ্য ও প্রচার ; ৯। ফকরুদ্দীন আলিআহ্‌মেদ—অর্থ, সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা ও জাতীয় সম্প্রসারণ ব্লক, স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন, বিচার ও আইন।

উপমন্ত্রী ঃ ১। বিশ্বদেব শর্মা, ২। গিরীন্দ্রনাথ গোগোই।

॥ আসাম হাইকোর্ট ॥

প্রধান বিচারপতি ঃ সরযূপ্রসাদ

বিচারপতি ঃ ১। এইচ. আর. দেকা ; ২। গোপালজী মেহ্‌রোত্রা।

এ্যাড্‌ভোকেট জেনারেল ঃ এস. এম. লাহিড়ী।

॥ আসাম বিধানসভা ॥

স্পীকার ঃ দেবকান্ত বড়ুয়া ; **ডেপুটি স্পীকার ঃ** রাজেন্দ্রনাথ বড়ুয়া

॥ আসাম পাবলিক সার্ভিস কমিশন ॥

চেয়ারম্যান ঃ অঘোরনাথ ভট্টাচার্য ; সদস্য ঃ শ্রীমতী বোনিলি খোঙ্‌মেন।

॥ আসাম সরকারের বাজেট ॥

লক্ষ টাকার সমষ্টিতে

রাজস্ব আদায় ঃ		১৯৫৭-৫৮ সংশোধিত	১৯৫৮-৫৯ বাজেট বরাদ্দ
কেন্দ্রীয় আবগারী শুল্ক	...	১২৯.০৬	২০৪.৭৩
আয়কর (করপোরেশন কর ব্যতীত)	...	৩৭৮.৩৫	৩৩২.২১
মৃত্যুকর	...	৪.১৫	৪.০৯
রেলভাড়ার উপর কর	...	১৩.০০	২৪.৭৩
ভূমি রাজস্ব	...	২৩৭.১৮	২৩৬.৭৯
রাজ্য আবগারী শুল্ক	...	১৮০.৩৬	১৮০.১৫
স্ট্যাম্প		৩৬.৮৫	৩৮.০৫
বন	...	৯৪.৬৬	৯৩.৯৪
রেজিষ্ট্রেশন	...	৭.০২	৭.১২

যানবাহনের উপর কর	...	৫৬.১৭	৫৭.০৩
অন্যান্য কর ও শুল্ক	...	৪২৭.৯৫	৩৮৭.৫০
সেচ, জলপথ, বাঁধ ও জল নিকাশ বিভাগ		.৩০	১.৩২
ঋণের সুদ	...	৮.১৫	৯.৫৬
অসামরিক শাসন ব্যবস্থা	...	১০৮.৮০	১০৫.৩৬
অসামরিক কার্য ও বিবিধ জন উন্নয়ন		১৫৯.৫৩	১৭৯.৫৯
বিবিধ (নীট)	...	৪৮.৯৫	১০৮.৪১
কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের মধ্যে বিবিধ	...		
আদান প্রদান হেতু	...	৮২০ ৯০	৮৬২.৯৩
সমষ্টি উন্নয়ন, জাতীয় সম্প্রসারণ ও	...		
স্থানীয় উন্নয়ন কার্য	...	৯১.৯১	৭৮.০৭
সাধারণ হিসাবের বহির্ভূত	...	৩৩ ৫৭	১৫.০০
মোট রাজস্ব আদায়	...	২,৮৩৬.৮৬	২৯২৬.৫৮

রাজস্ব খাতে ব্যয়ঃ

রাজস্বের উপর প্রত্যক্ষ ব্যয়	...	২২৯.৯৬	২৪৯.০৪
সেচ, জলযান চলাচল, বাঁধ ও			
জল নিকাশ বিভাগের ব্যয়	...	৬৯.৯৩	৭১.৬৮
ঋণের সুদ	...	১০৫.৩৪	৭৪.৯৬
সাধারণ শাসন ব্যবস্থা	...	১৩৫.৪৮	১৩২.০৩
বিচার বিভাগ	...	২১.৯৭	২৩.৬৯
কারা ও অপরাধীদের বিলিব্যবস্থা		১৯.৯৬	২১.৪৬
পুলিশ	...	৩৯৮.৪০	২৩৪.০৬
বন্দর ও নাবিক	...	২.০০	২.০০
বৈজ্ঞানিক বিভাগ	...	.৩০	.৩৬
শিক্ষা	...	৪২০.০২	৪৭৮.১৬
চিকিৎসা	...	৯৬.০৬	১১১.৪৮
জনস্বাস্থ্য	...	৬৭.০৯	১০৯.৬৪
কৃষি	...	১৬০.৫৮	১৭৩.৩৪
পশু চিকিৎসা	...	৩২.৪১	৪৭.৮৫
সমবায়	...	৯৩.১৩	৫৪.৫৮
শিল্প ও সরবরাহ	...	৬৫.৬৯	৭৭.৪৬

বিবিধ বিভাগ	...	৮.০৬	১১.৮০
অসামরিক কাজ ও বিবিধ গণউন্নয়ন	...	৬৭৯.১৫	৬৩৫.৯২
বিদ্যুৎ পরিকল্পনা	...	২.১৬	২.৫০
বিবিধ	...	২২৬.০২	১৮৩.৬৪
সমষ্টি উন্নয়ন, জাতীয় সম্প্রসারণকৃত্য, ও স্থানীয় উন্নয়ন কার্যসহ বিশেষ ব্যয়	...	১৩৫.১৪	১৪৩.৫৩
রাজস্ব খাতে মোট ব্যয়	...	২৯৫৮.৭৫	২৮৩৯.১৮
		ঘাটতি	উদ্বৃত্ত
		১২১.৮৯	৮৭.৪০

উড়িষ্যা

রাজ্যপাল: ওয়াই. এন. সুখতাঙ্কর

রাজধানী: ভুবনেশ্বর; আয়তন: ৬০,২৫০ বর্গমাইল; লোকসংখ্যা: ১,৪৬,৪৫,৯৪৬; বসতির ঘনত্ব: ২৪৩ (প্রতিবর্গ মাইলে); শিক্ষিতের হার: ১৫·২৩%; ভাষা: উড়িয়া।

মন্ত্রিসভা: ১। হরেকৃষ্ণ মহাতাব—(মুখ্যমন্ত্রী) অর্থ, রাজনৈতিক ও চাকুরী; ২। লিঙ্গরাজ পাণিগ্রাহী—স্বরাষ্ট্র, আইন ও শিক্ষা; ৩। সত্যপ্রিয় মোহান্তি—রাজস্ব ও আবগারী; ৪। বসন্তমঞ্জরী দেবী—স্বাস্থ্য, স্থানীয় স্বায়ত্ত-শাসন, ত্রাণ ও পুনর্বাসন; ৪। শৈলেন্দ্রনারায়ণ ভঞ্জ দেও—পূর্ত; ৬। নীলমণি রাউত রায়—সরবরাহ, পরিবহন ও শ্রম; ৭। দীনবন্ধু সাহু—শিল্প, খনি ও ভূতত্ত্ব; ৮। রাধানাথ রথ—উন্নয়ন; ৯। পবিত্রমোহন প্রধান—উপজাতি ও পল্লী উন্নয়ন ও বাণিজ্য; ১০। রামচন্দ্র মর্দরাজ দেব—নদী উপত্যকা উন্নয়ন, বৃহৎ নির্মাণকার্য ও দুর্নীতি নিবারণ।

উপমন্ত্রী: ১। শান্তনুকুমার দাশ—সমবায়, মৎস্য ও পাঞ্চায়েৎ; ২। কুমুদচন্দ্র সিং—পরিবহন ও জনসংযোগ; ৩। বীর বিক্রমাদিত্য সিং বারিহা—উপজাতি ও পল্লীউন্নয়ন; ৪। হিমাংশুশেখর পাধি—কৃষি।

বিধানসভার স্পীকার: নীলকণ্ঠ দাস

উড়িষ্যা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি: আর. এল. নরসিংহম

উত্তরপ্রদেশ

রাজ্যপাল: ভি. ভি. গিরি

রাজধানী: লক্ষ্ণৌ; রাজ্যের মোট **আয়তন:** ১,১৩,৪২৩ বর্গমাইল;

জনসংখ্যা ৬,৩২,১৫,৭৪২ ; বসতির ঘনত্ব : ৫৫৭ (প্রতি বর্গমাইলে) ; শিক্ষিতের হার : ১০'৮০% ; ভাষা : হিন্দী ও উর্দু।

মন্ত্রিসভা : ১। ডঃ সম্পূর্ণানন্দ—(মুখ্যমন্ত্রী), সাধারণ শাসন ও পরিকল্পনা ; ২। হাফিজ মহম্মদ ইব্রাহিম—অর্থ, বিদ্যুৎশক্তি ও শিল্প ; ৩। হুকুম সিং বিষেণ—কৃষি, স্বাস্থ্য, ত্রাণ ও পুনর্বাসন ; ৪। গিরিধারী লাল—পূর্ত ; ৫। চরণ সিং—রাজস্ব ; ৬। সৈয়দ আলি জহির—বিচার, খাদ্য, অসামরিক সরবরাহ ও বন ; ৭। কমলাপতি ত্রিপাঠী—স্বরাষ্ট্র, শিক্ষা ও তথ্য ; ৮। বিচিত্রনারায়ণ শর্মা—স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ; ৯। আচার্য যুগলকিশোর—শ্রম ও সমাজ কল্যাণ এবং ১০। শ্রীমোহনলাল গৌতম—সমবায়।

প্রতিমন্ত্রী : ১। মঙ্গলা প্রসাদ—হরিজন কল্যাণ ; ২। মুজাফর হাসান—সামাজিক নিরাপত্তা ; ৩। শ্রীরাম মূর্তি—সেচ ; ৪। সীতারাম—আবগারী ও পরিবহন।

উপমন্ত্রী : শ্রীজগমোহন সিং নেগি—পরিকল্পনা ; ২। লক্ষ্মীরমণ আচার্য—বিচার ; ৩। মহম্মদ রউফ জাফ্রি—শিল্প ; ৪। কৈলাস প্রকাশ—শিক্ষা ; ৫। পরমাত্মানন্দ সিং—রাজস্ব ; ৬। ডঃ জওহরলাল—স্বাস্থ্য ; ৭। প্রকাশবতী সুদ—সমাজকল্যাণ।

বিধানসভার স্পীকার : আত্মারাম গোবিন্দ খের

বিধান পরিষদের সভাপতি : চন্দ্র ভল

এলাহাবাদ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি : ও. এইচ্. মুথাম।

কেরালা

রাজ্যপাল : বি. রামকৃষ্ণ রাও

রাজধানী : ত্রিবান্দ্রাম ; আয়তন : ১৪,৯৩৭ বর্গমাইল ; জনসংখ্যা : ১,৩৫,৪৯,১১৮ ; বসতির ঘনত্ব : ৯০৭ (প্রতি বর্গমাইলে) শিক্ষিতের হার : ৪০'৮৮% ; ভাষা : মালায়ালাম।

মন্ত্রিসভা : ই. এম. এস. নম্বুদ্রিপাদ—(মুখ্যমন্ত্রী), সাধারণ শাসন, সংযোজন ও পরিকল্পনা ; ২। সি. অচ্যুত মেনন—অর্থ, বীমা, বিক্রয়কর, কৃষি আয়কর, কৃষি ও পশুপালন ; ৩। কে. সি. জর্জ—খাদ্য, অসামরিক সরবরাহ এবং বন ; ৪। কে. পি. গোপালন—শিল্প, খনি ও ভূতত্ত্ব, সিমেন্ট, লৌহ ও ইস্পাত, সমষ্টি উন্নয়ন এবং বাণিজ্য ; ৫। টি. ভি. টমাস—শ্রম, পরিবহন, মিউনিসিপ্যালিটি ও খেলাধূলা ; ৬। পি. কে. চাথান—স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নয়ন, পঞ্চায়েৎ ও জেলাবোর্ড, গৃহনির্মাণ ও পুনর্বাসন ;

৭। কে. আর. গৌরী—রাজস্ব, ভূমিরাজস্ব, আবগারী ও মাদক নিবারণ, রেজিষ্ট্রেশন ও দেবোত্তর ; ৮। টি. এ. মজিদ—পূর্ত, নির্মাণ, যোগাযোগ, বন্দর, রেলওয়ে এবং তথ্য ও প্রচার ; ৯। জোসেফ মুণ্ডাসেরি—শিক্ষা, সমবায়, মৎস্য, মুদ্রণ, যাদুঘর, পশুশালা, ষ্টেশনারি ও ছাপা এবং পুরাকীর্তি ; ১০। এ. আর. মেনন—স্বাস্থ্য ও আয়ুর্বেদ এবং ১১। ভি. আর. কৃষ্ণ আয়ার—নির্বাচন, বিচার, আইন ও শৃঙ্খলা, কারাগার, সেচ ও বিদ্যুৎ।

বিধানসভার স্পীকার : আর. শঙ্করনারায়ণম থামপি।

কেরালা হাইকোর্টের বিচারপতি : কে. টি. কোশি।

জম্মু ও কাশ্মীর

সদর-ই-রিয়াসৎ : যুবরাজ করণ সিং

রাজধানী : শ্রীনগর ; আয়তন : ৮৫,৮৬১ বর্গমাইল ; জনসংখ্যা : ৪৪,১০,০০০ ; বসতির ঘনত্ব : ৫১ (প্রতি বর্গমাইলে) ; ভাষা : কাশ্মীরী, ডোগ্রি ও উর্দু।

মন্ত্রিসভা : ১। বখ্‌সী গোলাম মহম্মদ—(মুখ্যমন্ত্রী), সাধারণ শাসন-ব্যবস্থা, চাকুরী, কারিগরি শিক্ষা, অর্থ, পরিকল্পনা, পরিসংখ্যান, আইন ও শৃঙ্খলা, পরিবহন ও পর্যটন ব্যবস্থা, তথ্য, প্রচার, মুদ্রণ, পাবলিক সার্ভিস কমিশন, তপশীলী ও অনুন্নত জাতি সম্পর্কিত বিষয়, সমাজ উন্নয়ন এবং ট্রেড কমিশনার ; ২। এস.এল. সরফ—শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গ্রন্থাগার, প্রকাশন, দলিল, গবেষণা ও পুরাতত্ত্ব, ন্যাশনাল ক্যাডেট কোর ও জেল ; ৩। দীননাথ মহাজন—আইন ও বিচার, ভোটাধিকার, আইন সভা, ভূমিরাজস্ব ও ভূমি সংক্রান্ত দলিল, ত্রাণ, পুনর্বাসন ও উদ্বাস্তু সম্পত্তি, ঋণ সালিশি বোর্ড, দাতব্য ও ধর্ম প্রতিষ্ঠান ও দান ; ৪। জি. এম. রাজপুরী—শিল্প ও শিল্প পরিচালনা, ব্যাঙ্ক এবং শ্রমিক পরিচালনা ; ৫। চুনিলাল কোটওয়াল—উন্নয়ন, রাস্তা ও ইমারৎ, সেচ, বিদ্যুৎ, গৃহনির্মাণ ও জল সরবরাহ ; ৬। সামসুদ্দীন—স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও দেহাত সুধার বিভাগ।

প্রতিমন্ত্রী : ১। অমরনাথ শর্মা—স্বাস্থ্য ও শিক্ষাবিভাগ ; ২। গোলাম নবি ওয়ানি সোগামী—উন্নয়ন বিভাগ ; ৩। আবদুল গনি তারালি—খাদ্য ও কৃষিবিভাগ ; ৪। কুসক বাকুলা—লাডাক ঘটনাবলী ; ৫। হরবনস্ সিং আজাদ—বন, পশুসংরক্ষণ, মৎস্যচাষ ; ৬। বগৎ চাজ্জুরাম—অনুন্নত শ্রেণী।

বিধানসভার স্পীকার : মীর আসাদুল্লা

বিধান পরিষদের সভাপতি : এস. এন. ফোতেদার

হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি : ওয়াজির জানকীনাথ।

পাঞ্জাব

রাজ্যপাল : সি. পি. এন. সিং

রাজধানী : চণ্ডীগড় ; আয়তন : ৪৭,০৬২ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা : ১,৬১,৩৪,৮৯০ ; বসতির ঘনত্ব : ৩৪৩ (প্রতি বর্গমাইলে) ; শিক্ষিতের হার : ১৫.২৩% ; ভাষা : পাঞ্জাবী ও হিন্দী।

মন্ত্রিসভা : ১। সর্দার প্রতাপ সিং কায়রোন—(মুখ্যমন্ত্রী), সাধারণ শাসন (প্রচার সহ) ; পরিবহন, দুর্নীতি নিবারণ, আইন ও শৃঙ্খলা (জেল ও বিচার বাদে), সমাজ কল্যাণ, পরিকল্পনা, সমষ্টি উন্নয়ন প্রভৃতি ; ২। মোহন লাল—অর্থ, শিল্প (কুটিরশিল্প বাদে), খাদ্য ও সরবরাহ, কারা ও বিচার, আবগারী ও কর ব্যবস্থা ; ৩। জ্ঞানী কর্তার সিং—রাজস্ব, স্থানীয় শাসন, ত্রাণ ও পুনর্বাসন, সমবায় কুটির শিল্প ; ৪। জ্ঞানসিং রারেওয়ালা—সেচ ও বিদ্যুৎ ; ৫। অমরনাথ বিদ্যালঙ্কার—শ্রম, সমবায়, শিক্ষা, গৃহনির্মাণ, মুদ্রণ ও ভাষা ; ৬। গুরুবন্ত সিং—বন, পশুপালন, মৎস্য, তপশীলী ও অনুন্নত সম্প্রদায় এবং কৃষি ; ৭। বীরেন্দ্র সিং—পূর্ত, বৃহৎ পরিকল্পনা ও ক্রীড়া ; ৮। সূরযমল—স্বাস্থ্য ও পঞ্চায়েৎ।

উপমন্ত্রী : ১। যশোবন্ত রায়—স্থানীয় শাসন, তপশীলী ও অনুন্নত সম্প্রদায় এবং হরিজন উন্নয়ন ; ২। বিবি (ডাঃ) প্রকাশ কাউর—স্বাস্থ্য ও সমাজ কল্যাণ ; ৩। হরবনস্ লাল—প্রচার ও শিক্ষা ; ৪। দলবীর সিং—সমষ্টি উন্নয়ন ; ৫। বানারসী দাস—কারা, খাদ্য ও সরবরাহ ; ৬। প্রতাপ সিং—অনুন্নত পার্বত্য অঞ্চল উন্নয়ন ও বন।

বিধানসভার স্পীকার :	বিধান পরিষদের সভাপতি :
এস. গুরুদয়াল সিং ধীলন	এস. কাপুর সিং

চণ্ডীগড় হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি : এ. এল. ভাণ্ডারী

বিহার

রাজ্যপাল : জাকির হোসেন

রাজধানী : পাটনা ; আয়তন : ৬৭,১১৩ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা : ৩,৮৭,৮৩,৭৭৮ ; বসতির ঘনত্ব : ৫৭৮ (প্রতি বর্গমাইলে) ; শিক্ষিতের হার : ১২.১৫% ; ভাষা : হিন্দী।

মন্ত্রিসভা : ১। শ্রীকৃষ্ণসিংহ—(মুখ্যমন্ত্রী), নিয়োগ ও রাজনৈতিক বিষয় (পরিবহন বাদে), শিল্প (খনি ও খনিজ সম্পদ সহ) ; ২। ডি. এন. সিংহ

—তথ্য, সেচ ও বিদ্যুৎ ; ৩। মহম্মদ উজীর মেনেমি শাহ্‌—কারা, ত্রাণ ও পুনর্বাসন এবং পরিবহন ; ৪। ভোলা পাসবন—আবগারী, বন ও জনকল্যাণ ; ৫। বিনোদানন্দ ঝা—রাজস্ব (খনি বাদে) ও গ্রামপঞ্চায়েৎ ; ৬। বীরচাঁদ প্যাটেল—খাদ্য, সরবরাহ ও স্বাস্থ্য ; ৭। গঙ্গানন্দ সিং—শিক্ষা ; ৮। জগৎ নারায়ণ লাল—সমবায়, পশুচিকিৎসা, পশুপালন ও আইন ; ৯। মকবুল আহ্‌মদ—পূর্ত, জনস্বাস্থ্য, গৃহনির্মাণ এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন।

উপমন্ত্রী : ১। এ. এ. এমসুর—খাদ্য ; ২। কেদার পাণ্ডে—সাধারণ শাসন, রাজনৈতিক বিষয়, সেচ ও বিদ্যুৎ ; ৩। ললিতেশ্বর সাহি—শিল্প, সমষ্টি উন্নয়ন ও তথ্য ; ৪। হৃদয়নাথ চৌধুরী—গ্রাম পঞ্চায়েৎ, সমবায়, পশুপালন ও পশুচিকিৎসা ; ৫। অম্বিকা শরণ সিং—অর্থ ; ৬। শ্রীসহদেও মাহাতো—পূর্ত ও স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন ; ৭। রাধাগোবিন্দ প্রসাদ—রাজস্ব, বন ও ধর্মীয় সংস্থা ; ৮। এস. এম. আকুইল—আইন ও শ্রম ; ৯। জ্যোতির্ময়ী দেবী—জনকল্যাণ ও স্বাস্থ্য ; চন্দ্রিকা রাম—কৃষি ; ১১। কৃষ্ণকান্ত সিং—শিক্ষা ও আবগারী।

বিধানসভার স্পীকার : ভি. পি. ভর্মা

বিধান পরিষদের সভাপতি : শ্যামাপ্রসাদ সিংহ

পাটনা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি : ভি. রামস্বামী

বোম্বাই

রাজ্যপাল : শ্রীপ্রকাশ

রাজধানী : বোম্বাই ; আয়তন : ১,৯০,৬৬৮ বর্গমাইল ; লোকসংখ্যা : ৪,৮২,৬৫,৩৩১ ; বসতির ঘনত্ব : ২৫৩ (প্রতিবর্গ মাইলে) ; শিক্ষিতের সংখ্যা : ২১,৬৪% ; ভাষা : মারাঠী ও গুজরাটী।

মন্ত্রীসভা : ১। ওয়াই. বি. চ্যাবন—(মুখ্যমন্ত্রী), রাজনৈতিক বিষয়, চাকুরী ও স্বরাষ্ট্র ; ২। জীবরাজ এন. মেহ্‌তা—অর্থ ; ৩। রসিকলাল ইউ. পারিখ—রাজস্ব ; ৪। শান্তিলাল এইচ. শাহ্‌—শ্রম ও আইন ; ৫। এম. এস. কান্নাম্বার—জনস্বাস্থ্য ; ৬। রাতুভাই এম, আদানি—মদ্যপান নিবারণ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ ও কুটির শিল্প ; ৭। বি. জি. ঘাডে—বন ; ৮। ভি. পি. নায়েক—কৃষি ও দুগ্ধ কলোনি ; ৯। মানেকলাল সি. শাহ—স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন (গ্রাম পঞ্চায়েৎ বাদে) ; ১০। এস. কে. বানখেদে—পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, বিদ্যুৎ, শিল্প ; ১১। ডি. এস. দেশাই—পূর্ত ; ১২। হীতেন্দ্র কে. দেশাই—শিক্ষা ;

১৩। এস. জি. কাজী—অসামরিক সরবরাহ, গৃহনির্মাণ, মুদ্রণ যন্ত্র ও মাছের আবাদ; ১৪। টি. এস. ভারদে—সমবায়; ১৫। এন. কে. ত্রিপুড়ে—সমাজকল্যাণ এবং পুনর্বাসন।

উপমন্ত্রীঃ ভাস্কর. আর. প্যাটেল—মদ্যপান নিবারণ; ২। প্রেমজী বি. ঠাক্কর—রাস্তা, ইমারৎ ও বন্দর; ৩। এস. বি. চ্যাবন—রাজস্ব; ৪। নির্মল রাজে ভোসলে—শিক্ষা; ৫। ডি. ভি. চৌহান—কৃষি; ৬। যশোবন্তলাল এস. শাহ্—সমবায়; ৭। এস. আর. পাতিল—সর্বোদয়, বন, শ্রম, সমাজ; ৮। জি. ডি. পাতিল—পরিকল্পনা ও উন্নয়ন; ৯। ছটুভাই এম. প্যাটেল—পরিবহন ও কারা; ১০। এন. এন. কৈলাস—জনস্বাস্থ্য; ১১। এম. ডি. চৌধুরী —সেচ; ১২। বাহাদুর ভাই কে. প্যাটেল—সমাজকল্যাণ।

বিধানসভার স্পীকার ঃ এস. এল. সিলাম

বিধান পরিষদের সভাপতি ঃ ভোগীলাল লালা

বোম্বাই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ঃ এম. সি. চাগলা

মধ্যপ্রদেশ

রাজ্যপাল ঃ এইচ. ভি. পটাসকর

রাজধানী ঃ ভূপাল; আয়তন; ১,৭১,৩০০ বর্গমাইল; লোকসংখ্যা ঃ ২,৬০,৭১,৬৩৭; বসতির ঘনত্ব ঃ ১৫২ (প্রতি বর্গমাইলে); শিক্ষিতের হার ঃ ৯,৮৩%; ভাষা হিন্দী।

মন্ত্রিসভাঃ ১। কৈলাসনাথ কাটজু—(মুখ্যমন্ত্রী), সাধারণ শাসন, স্বরাষ্ট্র, প্রচার, পরিকল্পনাও উন্নয়ন এবং সংযোগ; ২। বি. মাঁদলোই—রাজস্ব, ভূমি সংস্কার, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন; ৩। তাখতমল জৈন—শিল্প ও কৃষি; ৪। শম্ভুনাথ শুক্ল—বন ও প্রাকৃতিক সম্পদ; ৫। এস. ডি. শর্মা—শিক্ষা, আইন, দৈহিক শিক্ষা. পর্যটকদের পর্যটন; ৬। এম, গাঙ্গোয়াল—অর্থ, স্বতন্ত্র রাজস্ব, অর্থনীতি; পরিসংখ্যান ও রেজিষ্ট্রেশন; ৭। এস. তিওয়ারি—পূর্ত, সড়ক ও ইমারৎ, সেচ (ও বিদ্যুৎ; চাম্বলল পরিকল্পনা বাদে) ৮। ভি. ভি. ড্রেভিড্ (শ্রম, পুনর্বাসন, গৃহ-নির্মাণ ও চাম্বল পরিকল্পনা; ৯। এন. সি. সিং—উপজাতি-কল্যাণ; ১০। এ. কিউ. সিদ্দিকী—খাদ্য, কারা ও অসামরিক সরবরাহ; ১১। জি. আর অনন্ত সমাজকল্যাণ, সমবায় ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন (পল্লী অঞ্চল); ১১। রাণী পি. দেবী—জনস্বাস্থ্য।

উপমন্ত্রীঃ ১। আই. কে. টার্জি মসরিকী—পরিকল্পনা ও উন্নয়ন ও প্রচার; ২। এস. এস. নারায়ণ মুসরান—কৃষি ও সমবায়; ৩। এস. সোলাঙ্কি উপজাতি-কল্যাণ, শ্রম, পুনর্বাসন ও সমাজ কল্যাণ; ৪। এম. পি. দুবে—অর্থ, স্বতন্ত্র রাজস্ব, অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান, রেজিষ্ট্রেশন ও জন স্বাস্থ্য; এস. এস. বিশনর—বন, প্রাকৃতিক সম্পদ, কারা, খাদ্য ও অসামরিক সরবরাহ; ৬। এন. দীক্ষিত—স্বরাষ্ট্র; ৭। কে. গোমস্তা—বাণিজ্য ও শিল্প; ৮। জে. দাশ—রাজস্ব, ভূমি সংস্কার ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন; ৯। ডি. জৈন—পূর্ত ও বিদ্যুৎ।

বিধানসভার স্পীকার: কে. এল. দুবে

জব্বলপুর হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি: এম. হিদায়েতুল্লা

মহীশূর

রাজ্যপাল: মহামান্য জয় চামরাজা ওয়াদিয়ার

রাজধানী: বাঙ্গালোর; আয়তন: ৭৪,৮৬১ বর্গমাইল; লোকসংখ্যা—১,৯৪,০১,১৯৩; বসতির ঘনত্ব: ২৫৯ (প্রতি বর্গমাইলে); শিক্ষিতের হার: ১৯,২৯%; ভাষা: কানাড়া।

মন্ত্রিসভাঃ ১। বি. ডি. যাত্তি—(মুখ্যমন্ত্রী), ২। কাদিলাল মন্‌জাপ্পা, ৩। *টি*. সুব্রামণিয়া, ৪। *টি*. মারিয়াপ্পা, ৫। এইচ. এম. চেন্নাবাসাপ্পা, ৬। কে. এফ. পাতিল, ৭। মালি মারিয়াপ্পা, ৮। এইচ. কে. হেজ, ৯। আন্নারাও গণমুখী এবং ১০। এন. রাচিয়া।

উপমন্ত্রীঃ ১। লীলাবতী ভেঙ্কাটেশ মাগাদি, ২। জে. এইচ. সামসুদ্দীন, ৩। এস. এন. নাখনুর, ৪। গ্রেস টাকার, ৫। এইচ. সি. লিঙ্গরেড্ডী এবং ৬। বাসব লিঙ্গাপ্পা।

[**দ্রষ্টব্য**ঃ মহীশূরের এই মন্ত্রিসভা ২১শে মে, ১৯৫৮, শপথ গ্রহণ করিয়াছেন। এই অংশ ছাপার সময় মন্ত্রিগণের দপ্তরের বিবরণ পাওয়া যায় নাই—সঃ বঃ]

বিধানসভার স্পীকার: আর. কে. কণ্ঠি

বিধান পরিষদের সভাপতি: পি. সীতারামিয়া

মহীশূর হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি: এস. আর. দাশগুপ্ত

মাদ্রাজ

রাজ্যপাল: বিষ্ণুরাম মেধী

রাজধানী: মাদ্রাজ; আয়তন: ৫০,১৭৪ বর্গমাইল; লোকসংখ্যা: ২,৯৯,

৭৪,৯৩৬ ; বসতির ঘনত্ব : ৫৯৭ (প্রতি বর্গমাইলে) ; শিক্ষিতের হার : ২০,৮১% ; ভাষা : তামিল।

মন্ত্রিসভা : ১। কে. কামরাজ নাদার—(মুখ্যমন্ত্রী) পরিকল্পনা ও সমষ্টি উন্নয়ন ; ২। এম. ভক্তবৎসলম—স্বরাষ্ট্র (আদালত, কারা ও মদ্যপান নিবারণ সহ), খাদ্য, কৃষি, রেলওয়ে, ডাক ও তার এবং অসামরিক বিমান পরিবহন ; ৩। সি. সুব্রামনিয়াম—অর্থ, শিক্ষা, তথ্য ও আইন ; ৪। এম. এ. মানিকাভেলু—রাজস্ব ও জনস্বাস্থ্য ; ৫। আর. ভেনকাটারমণ—শিল্প, শ্রম ও সমবায় ; ৬। পি. কাক্কান—পূর্ত ও হরিজন উন্নয়ন ; ৭। ভি. রামাইয়া—বিদ্যুৎ ও পরিবহন ; ৮। এল. সাইমন—স্থানীয় শাসন ও মাছের আবাদী জলাভূমি।

বিধানসভার স্পীকার : ইউ. কৃষ্ণ. রাও .

বিধান পরিষদের সভাপতি : পি. ভি. চেরিয়ান

মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি : পি. ভি. রাজামান্নার

রাজস্থান

রাজ্যপাল : গুরুমুখ নিহাল সিং

রাজধানী : জয়পুর ; আয়তন : ১,৩২,০৯৮ বর্গমাইল ; জনসংখ্যা : ১,৫৯,৭০,৭৭৪ ; বসতি ঘনত্ব : ১২১ (প্রতি বর্গমাইলে) ; শিক্ষিতের হার : ৮,৯৫% ; ভাষা : রাজস্থানী ও হিন্দী।

মন্ত্রিসভা : ১। মোহনলাল সুখাদিয়া—(মুখ্যমন্ত্রী) সাধারণ শাসন, রাজনৈতিক, নিয়োগ, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন, শিক্ষা (বুনিয়াদী শিক্ষা বাদে), শিল্প (খাদি ও গ্রাম শিল্প বাদে) খনি ; ২। এইচ. উপাধ্যায়—অর্থ, আবগারী ও কর, বুনিয়াদী শিক্ষা, খাদি, গ্রাম শিল্প এবং সমাজ কল্যাণ ; ৩। আর. কে. ব্যাস—সরাষ্ট্র, আইন, বিচার, সেচ, বিদ্যুৎ এবং গণসংযোগ ; ৪। ডি. এল. ব্যাস—রাজস্ব, দেবস্থান, ত্রাণ ও পুনর্বাসন ; ৫। বি. ডি. গুপ্ত—স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন, মুদ্রণ ও ষ্টেশনারী, বিধানসভা ও নির্বাচন, সমষ্টি উন্নয়ন, চিকিৎসা, খাদ্য, অসামরিক সরবরাহ এবং শ্রম ; ৬। এন. আর. মির্ধা—কৃষি, সমবায়, বন, পূর্ত ও পরিবহন।

উপমন্ত্রী : ১। সম্পৎরাম, ২। ভিখাভাই, ৩। পুনামচাঁদ, ৪। রিখাবচাঁদ ধারিওয়াল এবং ৫। দৌলৎরাম।

বিধানসভার স্পীকার : রামনিবাস মির্ধা

হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি : কে. এন. ওয়াঞ্চু
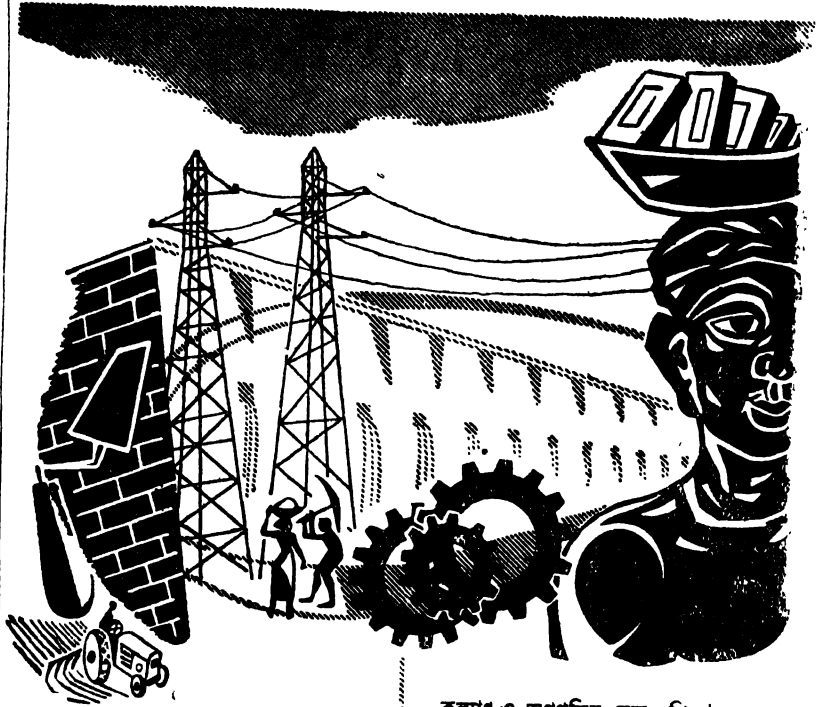
দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গ

প্রথম পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গে ব্যয় হয়েছিল ৭১ কোটি টাকা। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই ব্যয় হবে দ্বিগুণ, বস্তুতঃ এ ব্যয় ধরা হয়েছে ১৫৩ কোটি টাকা। এই বিপুল পরিমাণ অর্থের প্রত্যেকটি নয়া পয়সাই জনসাধারণের কল্যাণ ও অগ্রগতির জন্য, শিক্ষা ও শিল্পপ্রসারের কাজে, চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা সম্প্রসারণে, সেচ ও কৃষির উন্নতিতে এবং সমাজের অনগ্রসর শ্রেণীভুক্ত ব্যক্তিদের অসুবিধাগুলি দূর করার কাজে ব্যয় করা হবে। কিন্তু শুধু অর্থ ব্যয়ই সাফল্যে পৌছানার পথ সুগম করে না। এ কাজে জনসাধারণকেও সাগ্রহ সহযোগিতায় অগ্রসর হতে হবে। তাই আসুন সকর্মে

সম্মিলিতভাবে অগ্রসর হয়ে আমাদের স্বপ্নকে সার্থক করে তুলি।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রচারিত।

পশ্চিমবঙ্গ

অবিভক্তবঙ্গের কিঞ্চিদধিক একতৃতীয়াংশ মাত্র অঞ্চল লইয়া ১৯৪৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ গঠিত হয়। রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে এই রাজ্যের আয়তন কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি পাইয়া ৩৩,৮৮৫ বর্গমাইল হইয়াছে।

রাজ্যপুনর্গঠন ও পশ্চিমবঙ্গ : রাজ্যপুনর্গঠনের ফলে বিহার হইতে মোট ৩১৬৬ বর্গমাইল ভূমি পশ্চিমবঙ্গে স্থানান্তরিত হইয়াছে। মানভূম হইতে ২৪০৭ বর্গমাইল ও পূর্ণিয়া হইতে ৭৫৯ বর্গমাইল ভূমি স্থানান্তরিত হইয়াছে। স্থানান্তরিত অঞ্চলসমূহের লোকসংখ্যা ১৪,৪৬,৩৮৫। ইহাদের মধ্যে ১১,৬৯,০৯৭ জন পুরুলিয়ার (মানভূম) অধিবাসী এবং ২,৭৭,২৮৮ জন পূর্ণিয়ার অধিবাসী। মানভূমের অঞ্চল লইয়া পুরুলিয়া নামক একটি স্বতন্ত্র জেলা গঠন করা হইয়াছে এবং পূর্ণিয়ার হস্তান্তরিত অঞ্চল আপাততঃ পশ্চিম-দিনাজপুরের রায়গঞ্জ মহকুমার সহিত যুক্ত করা হইয়াছে। শীঘ্রই উক্ত অঞ্চল লইয়া একটি স্বতন্ত্র মহকুমা গঠন করা হইবে।

পশ্চিমবঙ্গ ১৬টি জেলায় বিভক্ত। জেলাগুলির নাম—বর্ধমান, বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মেদিনীপুর, হুগলী, হাওড়া, ২৪ পরগণা, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদহ, পশ্চিমদিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, দার্জিলিং, কোচবিহার ও কলিকাতা। এই জেলাগুলি ৪৬টি মহকুমা লইয়া গঠিত।

পশ্চিমবঙ্গে ১১৫টি শহর ৩৮,৭০১টি গ্রাম ও ৩০০টি থানা আছে। ইহা রাজ্যপুনর্গঠনের পরের হিসাব।

পশ্চিমবঙ্গের আদমসুমারী

[**দ্রষ্টব্য** : আদমসুমারীর তথ্যাদি ১৯৫১ সালের সেন্সাসের ভিত্তিতে দেওয়া হইল সুতরাং উহাতে পুরুলিয়া ও পূর্ণিয়া ধরা হয় নাই—সঃ বঃ।]

১৯৫১ সালের আদমসুমারী হিসাবে এই রাজ্যের লোকসংখ্যা ছিল ২,৪৮,১০,৩০৮। কিন্তু রাজ্যপুনর্গঠনের পরে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ২,৬৩,০২,৩৮৬। এই রাজ্যে প্রতি বর্গমাইলে ৭৭৬ জন লোক বাস করে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার : ১৯৩১ হইতে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে মোট ৭১ লক্ষ ৪৬ হাজার ৮৮১ জন। সুতরাং প্রতিবৎসর জনসংখ্যা বৃদ্ধির গড়হার ১·৪৩ শতাংশ।

নারীর সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস : পশ্চিমবঙ্গের হুগলী ও কলিকাতা বাদে

প্রায় সব জেলাতেই নারীর সংখ্যা হ্রাস পাইতেছে। বর্তমানে এ রাজ্যে প্রতি হাজার পুরুষের স্থলে ৮৫৯ জন নারী আছে। ১৯৩১ সালে উক্ত সংখ্যা ছিল ৮৮৫ এবং ১৯২১ সালে ছিল ৯০০।

লিখিতে পড়িতে পারে এমন লোকের সংখ্যাঃ পশ্চিমবঙ্গে লিখিতে পড়িতে পারে এমন লোকের সংখ্যা ৬০ লক্ষ ৮৭ হাজার ৭৯৭ জন অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৪'৫ ভাগ শিক্ষিত। তন্মধ্যে পুরুষের সংখ্যা ৪৬ লক্ষ ২৮ হাজার ৫৮১ জন অর্থাৎ মোট পুরুষের শতকরা ৩৪'৭ ভাগ; স্ত্রীলোকের সংখ্যা ১৪ লক্ষ ৫৯ হাজার ২১৬ জন অর্থাৎ স্ত্রীলোকের মোট সংখ্যার শতকরা ১২'৭ ভাগ। ১৯৩১ সালে শিক্ষিত স্ত্রীলোকের সংখ্যা ছিল মোট স্ত্রীলোকের সংখ্যার শতকরা ৩'৪০ ভাগ মাত্র।

জীবিকাঃ পশ্চিমবঙ্গের শতকরা ৫৭'২১ ভাগ কৃষিজীবি ও শতকরা ৪২'৭৯ ভাগ অ-কৃষিজীবী। কৃষিজীবীদের চারিভাগে ভাগ করা হইয়াছে:— (১) যে সমস্ত জমির মালিক কৃষির কাজ করে না, অথচ ভূমির উপস্বত্ব ভোগ করে,—ইহাদের সংখ্যা ১ লক্ষ ৪৯ হাজার ১১১। (২) মালিকানাস্বত্ববিশিষ্ট কৃষিজীবী—ইহাদের সংখ্যা ৮০ লক্ষ ২৩ হাজার ৭৫৭। (৩) ভূমিহীন ক্ষেত মজুর—২৯ লক্ষ ৮০ হাজার। (৪) ক্ষেত মজুর—১০ লক্ষ ৪১ হাজার ৮৮১।

অ-কৃষিজীবির সংখ্যাঃ ৩৮ লক্ষ ১১ হাজার ৩০০ জন শিল্পে, ২৩ লক্ষ ১১ হাজার ৩০৯ জন ব্যবসায়ে, ৭ লক্ষ ৫৬ হাজার ২৯৭ জন যানবাহনের কাজে এবং ৩৭ লক্ষ ৩৬ হাজার ২৪১ জন অন্যান্য কাজে নিযুক্ত আছে।

ধর্ম হিসাবে জনসংখ্যাঃ হিন্দু ১ কোটি ৯৫ লক্ষ ১০ হাজার ৬৬০ জন অর্থাৎ মোট জনসংখ্যার ৭৮'৬৯ ভাগ। মুসলমান ৪১ লক্ষ ২৭ হাজার ১৬৩ জন—মোট জনসংখ্যার শতকরা ১৯'৮৫ ভাগ। খৃষ্টান ১ লক্ষ ৭৫ হাজার ২৯৩ জন—মোট জনসংখ্যার শতকরা '৭১ ভাগ। বৌদ্ধ মোট জনসংখ্যার শতকরা '৩৩ ভাগ এবং শিখ মোট জনসংখ্যার শতকরা '১২ ভাগ।

শহরবাসী ও পল্লীবাসীর জনসংখ্যাঃ ১৯৩১ সালে এই রাজ্যের মোট জনসংখ্যার ১৬ ভাগ লোক শহরবাসী ছিল, আজ শতকরা ২৫ ভাগ লোক শহরে বাস করে। এক লক্ষের বেশী জনসংখ্যা এমন শহর এই রাজ্যে ৭টি আছে। সেইগুলি হইল কলিকাতা, হাওড়া, টালিগঞ্জ, ভাটপাড়া, খড়্গপুর, গার্ডেন রীচ, সাউথ সুবার্বন (বেহালা)। বৃহত্তর কলিকাতা অর্থাৎ কলিকাতা ও শিল্প অঞ্চলের ১৬০ বর্গমাইল এলাকায় ৪৫,৭৮,০৭১ জন লোকের বাস। প্রতি বর্গমাইলে বসতির ঘনত্ব হইতেছে ২৮,৬১৩ জন।

পশ্চিমবঙ্গের ভূমিঃ এই রাজ্যে আবাদী জমির পরিমাণ ১,১৩,৪১,৫০০

পশ্চিম বঙ্গ (রাজনৈতিক)

রাজ্যের সীমানা, জেলার সীমানা
রাজধানী, জেলার সদর, পথ
বিমান ঘাঁটি △, রেলপথ
০ ৪০ মাইল
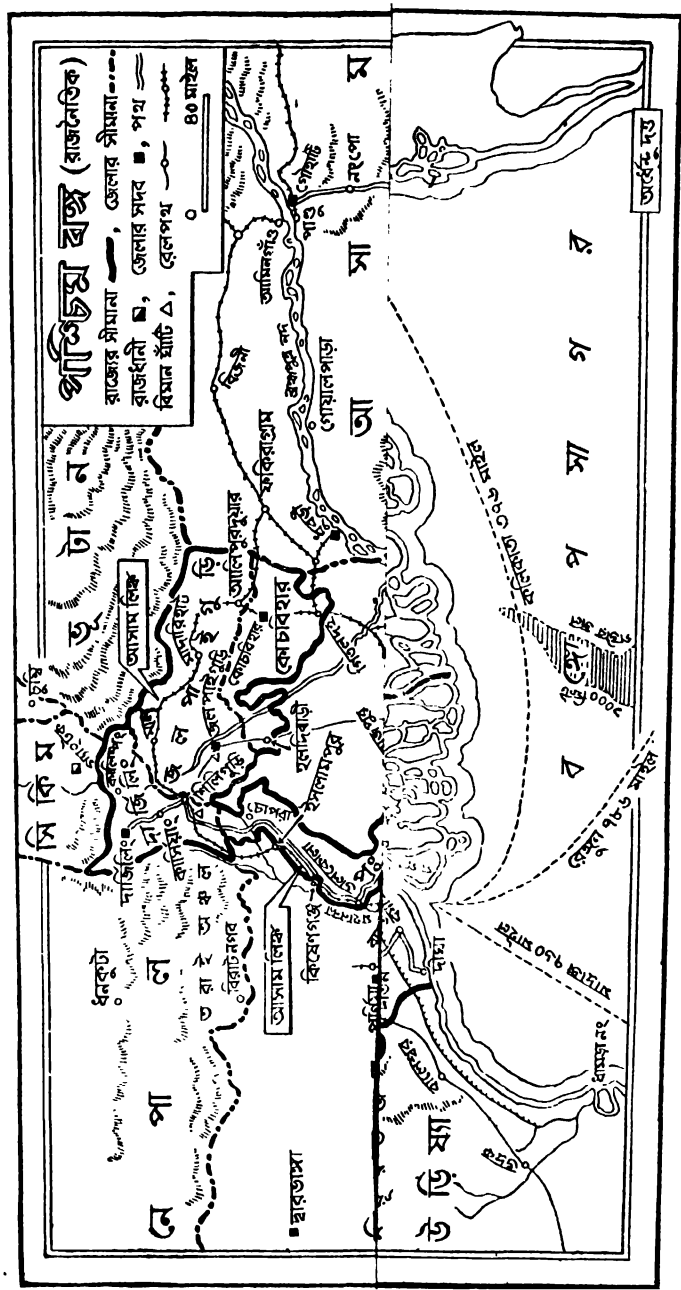
রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে পশ্চিমবঙ্গ বর্তমানে এই রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে

একর; পতিত জমির পরিমাণ ৮,৭৫,০০০ একর; অনাবাদী জমির পরিমাণ ১৯,১৮,৩০০ একর এবং চাষের অযোগ্য জমির পরিমাণ ২৯,৬৬,৭০০ একর। রাজ্যের বনভূমির মোট আয়তন ৪০৪৯ বর্গমাইল। ইহার মধ্যে ১২০০ বর্গমাইল দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারে, ১৬০০ বর্গমাইল সুন্দরবনে এবং প্রায় ১২০০ বর্গমাইল বনভূমি বাঁকুড়া ও মেদিনীপুরে অবস্থিত।

নিম্নে পশ্চিমবঙ্গের জেলাসমূহের আয়তন ও জনসংখ্যা উল্লেখ করা হইল:—

জেলা	আয়তন বর্গমাইল	মোট জনসংখ্যা	*উদ্বাস্তুর সংখ্যা
বর্ধমান বিভাগ	১৪,১৬৪	১,১১,০২,৫৩০	২,৬৩,০১০
বর্ধমান	২,৭১৬	২১,৯১,৬৬৭	৯৬,১০৫
বীরভূম	১,৭৫৪	১০,৬৬,৮৮৯	১১,০৮৩
বাঁকুড়া	২,৬৪৮	১৩,১৯,২৫০	৯,২৯৪
পুরুলিয়া	২৪০৭	১১,৬৯,০৯৭	
মেদিনীপুর	৫,২৫৯	৩৩,৫৯,০২২	৩৩,৫৭৯
হুগলী	১,২০৯	১৫,৫৪,৩২০	৫১,১৫৩
হাওড়া	৫৬৮	১,৬১,৩৭৯	৬১,০৯৬
প্রেসিডেন্সী বিভাগ	১৬,৬১৯	১,৩৭,০৭,৭৭৮	১৮,৩৬,০৬১
২৪ পরগণা	৫,২৯৩	৪৬,০৯,৩০৯	৫,২৭,২৬২
কলিকাতা	৩২	২৫,৪৮,৬৭৭	৪,৩৩,২২৮
নদীয়া	১,৫২৭	১১,৪৪,৯২৪	৪,২৬,৯০৭
মুর্শিদাবাদ	২,০৯৪	১,৭১৫,৭৫৯	৫৮,৭২৯
মালদহ	১,৪০৮	৯,৩৭,৫৮০	৬০,১১৮
পঃ দিনাজপুর (পূর্ণিয়া সহ)	২,১৪৪	৯,৯৭,৮৬১	১,১৫,৫১০
জলপাইগুড়ি	২,৩৭৮	৯,১৪,৫৩৮	৯৮,৫৭২
দার্জিলিং	১,১৬০	৪,৪৫,২৬০	১৫,৭৩৮
কোচবিহার	১,৩৩৪	৬,৭১,১৫৮	১৯,৯১৭

* ১৯৫১ সালের সেন্সাসে রেজেস্ট্রীকৃত উদ্বাস্তুর সংখ্যা ছিল ২০ লক্ষ; বর্তমানে এই সংখ্যা ৩১·৬ লক্ষ।

পশ্চিমবঙ্গ (চন্দননগর ও পুরুলিয়া বাদে)

জাতিধর্ম অনুযায়ী জনসংখ্যা :

বর্ধমান বিভাগ

	হিন্দু	মুসলমান	খৃষ্টান	শিখ	জৈন	উপজাতি	ইহুদী
	পুরুষ—স্ত্রীলোক	পুং—স্ত্রী	পুং—স্ত্রী	পুং—স্ত্রী	পুং—স্ত্রী	পুং—স্ত্রী	পুং—স্ত্রী
বর্ধমান	৯৬৮৭২২— ৮৬৬৩৮৪	১৮৩১৫৮—১৫৮৭২০	৩৭৪০— ২৩৯৫	৩৩৮৪—১৯৯১	৬০৫— ৩৯৯	৯৬৪— ৮৬৮	৪— ৬১
বীরভূম	৩৯৩৯৯৬— ৩৮০৫৩১	১৪৩৮৮৬—১৪২৬৩২	৩১১— ৩৭৫	৮১— ২৪৬	৮৭— ৫০	১৯৭৯— ২৬৮২	১— ১
বাঁকুড়া	৬০৫৩৫১— ৫৯৭৩০২	৩১২৩৯— ২৬৮৬৪	৬২৫— ৬২৬	১১৫— ৫	৯৭৯— ৭০৮	২৭৫৪১—২৭৮৯৬	— — —
মেদিনীপুর	১৫৭৪৬৩২—১৫০৮২৬৮	১২৬০৩৬—১১৪৮২৪	৪৯২৮— ৪৩৪০	১৫৭৯—১৩৪৪	৫৯০— ৩৪৮	১০৩৭৬—১০৫৯০	৮— ৫০
হুগলী	৭১৬২৭৬— ৬২৮৪৮৯	১০৫৬৯১—১০০৫৩৯	৮৫৫— ৪২৩	২৮৫— ৭৭	৫৫— ৫০	৭১২— ৭৭১	৩— —
হাওড়া	৭৪৩৭৬৮— ৬০০৮৪৮	১৪৩১৩৬—১১৮২৭৮	১৯২২— ১৩৪৬	১০০০— ৫৩৬	১৫২— ৪৭	২৫— ১৬	৪১— ৪

প্রেসিডেন্সী বিভাগ

	হিন্দু	মুসলমান	খৃষ্টান	শিখ	জৈন	উপজাতি	ইহুদী
২৪ পরগণা	১৮৭৫৮০৩—১৫৩০৪৯৫	৬০৩৩৭৮—৫৬৫২৫১	১৬৫৬২—১১৯৭২	২২৪৭— ৯১৭	২৭৫— ১০৯	৬৯— ১৭১	৮২— ৫৬
কলিকাতা	১৩৫৭৫১৭— ৭৭৮৩৯০	২১৮৮১০— ৮৭১২২	৩১৭৪২—৪৪০৯৩	৮৯২৯—৫২৩৭	৭৪৮৫—৪২৫৬	১— ২	৯১৮—১০১৭
নদীয়া	৪০১৮৮৬— ৪৩০০৬৯	১৩৫০৭৩—১২০৯৪৪	৩২৭৫— ২৬১০	২৫১— ৭৭	৬৫— ১২	৯— ২	১০৮— ২৪৪
মুর্শিদাবাদ	৩৯১১৩৩— ৩৭৪০৮৫	৪৭৭০৮৮—৪৭০৭২৭	৩৩৬— ৪০৯	৩৩— ১৮	৫০৮— ৯০০	২৮৫— ১৫৬	— — —
মালদহ	৩০৭৮৪২— ২৮২০৫৪	১৬৮৫০৪—১৭৮১৪৫	৩৪৪— ৪৮৬	২২— ৩৪	২৭— ২৩	৫২— ৩৫	— — —
*পঃ দিনাজপুর	২৬৬০৩৭— ২৩৩২৯০	১১৫১৫২—১০০৫৮৭	১৬৪২— ১৫৯১	১৪— ৪	১৭৪— ৭৫	৮২০— ১১৪২	— — —
জলপাইগুড়ি	৪২২৬৭০— ৩৪৭২০৮	৫০১১৬— ৩৮৯৮৩	১৩৬৯৫—১১৮৮৬	৯১২— ১৬১	৩০৪— ৭৩	৯৯৮৫—১২০১৬	— — —
দার্জিলিং	১৯৬৬৪৪— ১৬৭১১২	৪১৩৬— ২২৫৭	৬৫৫৬— ৫৭৫৪	২০৭— ১১৫	৯৭— ২৬	৭— ৪	১১— ৬
কোচবিহার	২৫৬০২৪— ২১৯৮০০	১০৫০১৩— ৮৯২০৭	১৬৭— ১১৪	৪২— ১	৪৭৪— ১৬৪	১১৮— —	— — ৪

* পূর্ণিয়ার অঞ্চল ধরা হয় নাই।

বিভিন্ন জেলার গ্রাম ও শহর

জেলা	গ্রাম	শহর	জেলা	গ্রাম	শহর
বর্ধমান	২৬৪৯	১৪	কলিকাতা	—	১
বীরভূম	২২০৭	৫	নদীয়া	১২৩৮	৭
বাঁকুড়া	৩৫২৫	৫	মুর্শিদাবাদ	১৯০১	৬
পুরুলিয়া	২৭২৫	১	মালদহ	১৫৭৭	২
মেদিনীপুর	১০৫১০	১১	*পঃ দিনাজপুর	৩২৯৬	৩
হুগলী	১৯০৬	১১	জলপাইগুড়ি	৭৭৬	২
হাওড়া	৮১৫	৫	দার্জিলিং	৬০৫	৪
২৪ পরগণা	৩৮৪৬	৩৩	কোচবিহার	১১৯৮	৬
মোট—				৩৮৭৮১	১১৬

পশ্চিমবঙ্গের গ্রামে জনবসতি (পুরুলিয়া বাদে)

জেলা	প্রতি গ্রামের গড় জনসংখ্যা	মোট জনসংখ্যার প্রতি হাজারে গ্রামের জনসংখ্যা	গ্রামের মোট জনসংখ্যা
বর্ধমান	৭০৫	৮৫২	১৮৬৭৭২৬
বীরভূম	৪৫২	৯৩৫	৯৯৭৮৯৬
বাঁকুড়া	৩৪৭	৯২৮	১২২৪৬৪১
মেদিনীপুর	২৯৫	৯২৫	৩১০৬১৪২
হুগলী	৬৩৫	৭৭৮	১২০৯৮৯০
হাওড়া	১৩৩৬	৬৭৬	১০৮৯০৫৩
২৪ পরগণা	৮৪৩	৭০৪	৩২৪৩৩৪০
নদীয়া	৭৫৭	৮১৮	৯৩৬৮২৩
মুর্শিদাবাদ	৮৩২	৯২১	১৫৮০৮৩২
মালদহ	৫৭২	৯৬২	৯০২৪১৯
†পশ্চিম দিনাজপুর	২৯৫	৯৪২	৬৭৮৬৩৩
জলপাইগুড়ি	১০৯৩	৯২৮	৮৪৮৩৯৩
দার্জিলিং	৫৮০	৭৮৮	৩৫০৭৭৯
কোচবিহার	৫১৮	৯২৫	৬২০৯৭৮
গড়পড়তা—	৫৩২	৭৫২	

* পূর্ণিয়া অঞ্চল সহ।

† পূর্ণিয়া অঞ্চল বাদে।

পশ্চিমবঙ্গের শহরে জনবসতি (পুরুলিয়া বাদে)

জেলা	গড়ে প্রতি শহরের জনসংখ্যা	মোট জনসংখ্যার প্রতি হাজারে শহরের জনসংখ্যা	মোট শহরবাসীর সংখ্যা
বর্ধমান	২৩১৩৯	১৪৮	৩২৩৯৪১
বীরভূম	১৩৭৯৯	৬৫	৬৮৯৯৩
বাঁকুড়া	১৮৯২৪	৭২	৯৪৬১৮
মেদিনীপুর	২২৯৮৯	৭৫	২৫২৮৮০
হুগলী	৩১৩৫৭	২২২	৩৪৪৯৬০
হাওড়া	১৩০৫৮০	৩২৪	৫২২৩২০
২৪ পরগণা	৪১৩৯৩	২৯৬	১৩৬৫৯৬৯
কলিকাতা	২৫৪৮৬৭৭	১০০০	২৫৪৮৬৭৭
নদীয়া	২৯৭২৯	১৮২	২০৮১০১
মুর্শিদাবাদ	২২৪৮৮	৭৯	১৩৪৯২৭
মালদহ	১৭৫৮০	৩৮	৩৫১৬১
পশ্চিম দিনাজপুর	১৩৯৮০	৫৮	৪১৯৪০
জলপাইগুড়ি	৩৩০৭২	৭২	৬৬১৪৫
দার্জিলিং	২৩৬২০	২১২	৯৪৪১৮
কোচবিহার	৮৩৬৩	৭৫	৫০১৮০

চাষাবাদের ক্রমোন্নতি

নীট আবাদী জমির পরিমাণ

	শত একর হিসাবে			শত একর হিসাবে	
	১৯৫১	১৯৪১		১৯৫১	১৯৪১
বর্ধমান	১০৯১২	৫৫৬৫	নদীয়া	৬৯৬১	৪৭৭২
বীরভূম	৭৪৯৩	৬২৫৬	মুর্শিদাবাদ	১০০৫৪	৮২২৮
বাঁকুড়া	৭৯২০	৬১১০	মালদহ	৬৯৩০	৩৩৬৫
মেদিনীপুর	২১৩৮২	১৬২৮১	পঃ দিনাজপুর	৬৩৪৮	৪৪৪৮
হুগলী	৫১৮০	২৭৯৪	জলপাইগুড়ি	৬৩৬৫	৬০২৯
হাওড়া	২৪০১	৯৮৪	দার্জিলিং	২২৩৪	১৮৬৫
২৪ পরগণা	১৫০৭০	৯৩২৯			

পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভা

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল
শ্রীমতী পদ্মজা নাইডু

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী
ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়

মন্ত্রী : ১। বিধানচন্দ্র রায়—(মুখ্যমন্ত্রী), স্বরাষ্ট্র (পুলিশ ও প্রতিরক্ষা ব্যতীত), অর্থ, উন্নয়ন, সমবায়, কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প ; ২। প্রফুল্লচন্দ্র সেন—খাদ্য, ত্রাণ ও সরবরাহ, উদ্বাস্তুত্রাণ ও পুনর্বাসন ; ৩। কালিপদ মুখার্জি—স্বরাষ্ট্র (পুলিশ ও প্রতিরক্ষা) ; ৪। খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত—পূর্ত, ইমারৎ ও গৃহ ; ৫। অজয় মুখার্জি—সেচ ও জলপথ ; ৬। হেমচন্দ্র নস্কর—মৎস্য ও বন ; ৭। শ্যামাপ্রসাদ বর্মণ—আবগারী ; ৮। রফিউদ্দীন আহ্‌মেদ—কৃষি ও পশুপালন ; ৯। ঈশ্বরদাস জালান—স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, পঞ্চায়েৎ, আইন (বিচার ও আইন প্রণয়ন সম্পর্কিত) ; ১০। বিমলচন্দ্র সিংহ—ভূমি ও ভূমিরাজস্ব ; ১১। হরেন্দ্রনাথ চৌধুরী—শিক্ষা ; ১২। ভূপতি মজুমদার—বাণিজ্য ও শিল্প এবং উপজাতী-কল্যাণ ; ১৩। আবদুল সত্তার—শ্রম।

প্রতিমন্ত্রী : ১। পূরবী মুখার্জি—উদ্বাস্তুত্রাণ ও পুনর্বাসন এবং স্বরাষ্ট্র (কারা বিভাগ)। ২। তরুণকান্তি ঘোষ—উন্নয়ন এবং উদ্বাস্তুত্রাণ ও পুনর্বাসন ; অনাথবন্ধু রায়—স্বাস্থ্য।

উপমন্ত্রী : ১। সতীশচন্দ্র রায় সিংহ—স্বরাষ্ট্র (পরিবহন) ; ২। সৌরেন মিশ্র —শিক্ষা ; ৩। তেনজিং ওয়াংদি—উপজাতি কল্যাণ ; ৪। স্মরজিৎ ব্যানার্জি— কৃষি, পশুপালন ও বন ; ৫। রজনীকান্ত প্রামাণিক—ত্রাণ ও সরবরাহ ; ৬। চিত্ত-রঞ্জন রায়—সমবায় ; ৭। কাজেম আলী মির্জা—কুটির ও ক্ষুদ্রশিল্প ; ৮। জিয়াউল হক—স্বাস্থ্য ; ৯। মায়া ব্যানার্জি—উদ্বাস্তুত্রাণ ও পুনর্বাসন ; ১০। চারুচন্দ্র মোহান্তি—খাদ্য ; ১১। জগন্নাথ কোলে—প্রচার ; ১২। নরবাহাদুর গুরুং—শ্রম।

॥ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ॥

স্পীকার : শঙ্করদাস ব্যানার্জি ডেপুটি স্পীকার : আশুতোষ মল্লিক

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার সদস্য তালিকা

বাঁকুড়া

১।	অনাথবন্ধু রায়	কংগ্রেস	বাঁকুড়া (সাধা)*
২।	শিশুরাম মণ্ডল	„	বাঁকুড়া (সং)+
৩।	রামলোচন চট্টোপাধ্যায়	„	ছাতনা (সাধা)
৪।	কমলাকান্ত হেম্‌ব্রম্‌	„	„ (সং)
৫।	জগন্নাথ কোলে	„	কোতলপুর
৬।	গোকুলবিহারী দাস	„	ওণ্ডা (সাধা)
৭।	আশুতোষ মল্লিক	„	„ (সং)
৮।	ভবতারণ চক্রবর্তী	„	পাত্রসায়ের (সাধা)
৯।	গুরুপদ খান	„	„ (সং)
১০।	সুধারাণী দত্ত	„	রায়পুর (সাধা)
১১।	যদুনাথ মুর্মু	„	„ (সং)
১২।	পূরবী মুখোপাধ্যায়	„	বিষ্ণুপুর (সাধা)
১৩।	কিরণচন্দ্র দুগার	„	„ (সং)

বীরভুম

১।	অমরেন্দ্রনাথ সরকার	কংগ্রেস	বোলপুর
২।	মহম্মদ ইয়াকুব হোসেন	„	নলহাটি (সাধা)
৩।	শিশিরকুমার সাহা	কংগ্রেস	নলহাটি (সাধা)
৪।	খগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	„	রাজনগর (সাধা)
৫।	নিশাপতি মাঝি	„	„ (সং)
৬।	রাধানাথ চট্টরাজ	কম্যুনিস্ট	লাবপুর
৭।	গোবর্ধন দাস	„	রামপুর হাট (সং)
৮।	তুকু হাসদা	„	সিউড়ি (সং)
৯।	মিহিরলাল চট্টোপাধ্যায়	প্রজা সোস্যালিস্ট	সিউড়ি
১০।	দুর্গাপদ দাস	স্বতন্ত্র	রামপুরহাট (সাধা)

বর্ধমান

১।	শিবদাস ঘটক	কংগ্রেস	আসানসোল
২।	কানাইলাল দাস	„	আউসগ্রাম
৩।	আভালতা কুণ্ডু	কংগ্রেস	ভাতার
৪।	বৈদ্যনাথ মণ্ডল	„	জামুরিয়া (সং)
৫।	তারাপদ চৌধুরী	„	কাটোয়া
৬।	আবদুস সাত্তার	„	কেতুগ্রাম (সাধা)
৭।	শঙ্কর দাস	„	„ (সং)
৮।	বিমলানন্দ তর্কতীর্থ	„	পূর্বস্থলী
৯।	আনন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়	„	অণ্ডাল (সাধা)

---

* সাধা—সাধারণ   + সং—সংরক্ষিত

১০।	ধ্বজাধারী মণ্ডল	কংগ্রেস	„ (সং)
১১।	বিনয়কৃষ্ণ চৌধুরী	কম্যুনিস্ট	বর্ধমান
১২।	হরেকৃষ্ণ কোণার	„	কালনা (সাধা)
১৩।	জমাদার মাঝি	„	„ (সং)
১৪।	অমরেন্দ্র মণ্ডল	প্রজা সোস্যালিস্ট	জামুরিয়া (সং)
১৫।	বেণারসী প্রসাদ ঝা	„	কুলটি
১৬।	দাশরথি তা	„	রায়না (সাধা)
১৭।	গোবর্ধন পাকড়ে	„	„ (সং)
১৮।	প্রমথনাথ ধীবর	ফরোয়ার্ড ব্লক	গলসি (সং)
১৯।	ফকিরচন্দ্র রায়	স্বতন্ত্র	„ (সাধা)
২০।	তাহের হোসেন	„	হীবাপুর
২১।	ভক্তচন্দ্র রায	„	মন্তেশ্বব

কোচবিহার

১।	মজিরুদ্দিন আহমেদ	কংগ্রেস	কোচবিহার (সং)
২।	সতীশচন্দ্র রায়সিংহ	„	„ (সং)
৩।	ভবানীপ্রসাদ তালুকদার	„	দিনহাটা (সাধা)
৪।	উমেশচন্দ্র মণ্ডল	„	„ (সং)
৫।	সারাদাপ্রসাদ প্রামাণিক	„	মাথাভাঙা
৬।	সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায	„	মেকলিগঞ্জ
৭।	যতীন্দ্রনাথ সিংহ সরকার	„	তুফানগঞ্জ

দার্জিলিং

১।	তেনজিং ওয়াংদি	কংগ্রেস	শিলিগুড়ি (সং)
২	ভদ্রবাহাদুর হামল	কম্যুনিস্ট	জোড়বাংলো
৩।	সত্যেন্দ্রনারায়ণ মজুমদার	„	শিলিগুড়ি (সাধা)
৪।	দেবপ্রকাশ রায়	স্বতন্ত্র	দার্জিলিং
৫।	নরবাহাদুর গুরুং	„	কালিম্পং

হুগলি

১।	রাধাকৃষ্ণ পাল	কংগ্রেস	আরামবাগ
২।	ব্যোমকেশ মজুমদার	„	ভদ্রেশ্বর
৩।	ভূপতি মজুমদার	„	চুঁচুড়া
৪।	ধীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায	„	ধনিয়াখালি (সাধা)
৫।	রাধানাথ দাস	,	„ (সং)
৬।	কানাই দে	„	জাঙ্গীপাড়া (সাধা)
৭।	বিশ্বনাথ সাহা	„	„ (সং)
৮।	প্রফুল্লচন্দ্র সেন	„	খানাকুল (সাধা)
৯।	পঞ্চানন দিকপতি	„	„ (সং)
১০।	পার্বতীচরণ হাজরা	„	তারকেশ্বর
১১।	প্রভাকর পাল	„	সিঙ্গুর
১২।	বিজয়কৃষ্ণ মোদক	কম্যুনিস্ট	বলাগড়
১৩।	পাঁচুগোপাল ভাদুড়ী	„	শ্রীরামপুর

১৪। মনোরঞ্জন হাজরা — কম্যুনিস্ট — উত্তরপাড়া
১৫। হীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় — স্বতন্ত্র — চন্দননগর

হাওড়া

১। অরবিন্দ রায় — কংগ্রেস — পশ্চিম আমতা
২। মণিলাল বসু — ,, — বালী
৩। বেণীচরণ দত্ত — ,, — পূর্ব হাওড়া
৪। বঙ্কিমচন্দ্র কর — ,, — পশ্চিম হাওড়া
৫। অবনীকুমার বসু — ,, — উলুবেড়িয়া (সাধা)
৬। অমলকুমার গঙ্গোপাধ্যায় — কম্যুনিস্ট — বাগনান
৭। তারাপদ দে — ,, — ডোমজুড়
৮। সমর মুখোপাধ্যায় — ,, — উত্তর হাওড়া
৯। শ্যামাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য — ,, — সাঁকরাইল
১০। গোবিন্দচরণ মাঝি — প্রজা সোস্যালিস্ট — পূর্ব আমতা
১১। কানাইলাল ভট্টাচার্য — ফরোয়ার্ড ব্লক — দক্ষিণ হাওড়া
১২। বৃন্দাবনবিহারী বসু — ,, — জগৎবল্লভপুর
১৩। অপূর্বলাল মজুমদার — ,, — সাঁকরাইল (সং)
১৪। শশবিন্দু বেরা — ,, — শ্যামপুর
১৫। বিজয়ভূষণ মণ্ডল — ,, — উলুবেড়িয়া (সং)

জলপাইগুড়ি

১। পীযূষকান্তি মুখোপাধ্যায় — কংগ্রেস — আলিপুর দুয়ার
২। খগেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত — ,, — জলপাইগুড়ি (সাধা)
৩। সরোজেন্দ্র দেব রায়কত — কংগ্রেস — জলপাইগুড়ি (সং)
৪। অণিমা হোড় — ,, — কালচিনি (সাধা)
৫। দেবেন্দ্রনাথ ব্রহ্মমণ্ডল — ,, — ,, (সং)
৬। বুধু ভগবৎ — ,, — মাল (সং)
৭। যজ্ঞেশ্বর রায় — ,, — ময়নাগুড়ি
৮। জগদানন্দ রায় — প্রজা সোস্যালিস্ট — ফলাকাটা
৯। মঙ্গরু ভগৎ — কম্যুনিস্ট — মাল (সাধা)

মালদহ

১। শান্তিগোপাল সেন — কংগ্রেস — ইংলিশবাজার
২। মহিবুর রহমান চৌধুরী — ,, — কালিয়াচক
৩। নিকুঞ্জবিহারী গুপ্ত — ,, — মালদহ (সাধা)
৪। মাতলা মুর্মু — ,, — ,, (সং)
৫। সৌরীন্দ্রমোহন মিশ্র — ,, — রতুয়া (সাধা)
৬। ধনেশ্বর সাহা — ,, — ,, (সং)
৭। গোলাম ইয়াজদানী — স্বতন্ত্র — খরবা
৮। এলিয়াস রাজি — ,, — হরিশ্চন্দ্রপুর
৯। মনোরঞ্জন মিশ্র — ,, — সুজাপুর

মেদিনীপুর

১। ভিখারী মণ্ডল — কংগ্রেস — ভগবানপুর
২। রাসবিহারী পাল — ,, — দক্ষিণ-কাঁথি
৩। চারু মহান্তি — ,, — দাঁতন

৪।	ভবানীরঞ্জন পাঁজা	কংগ্রেস	দাসপুর
৫।	মোহিনীমোহন পতি	„	দেবড়া
৬।	তুষার টুডু	„	গড়বেতা (সং)
৭।	লক্ষ্মণচন্দ্র সরকার	„	ঘাটাল (সাধা)
৮।	হরেন্দ্রনাথ দলুই	„	„ (সং)
৯।	সুরেন্দ্র মহাতা	„	গোপীবল্লভপুর (সাধা)
১০।	জগৎপতি হাসদা	„	„ (সং)
১১।	মহেন্দ্র মহাতা	„	ঝাড়গ্রাম
১২।	মৃত্যুঞ্জয় জানা	„	খড়্গপুর লোকাল (সাধা)
১৩।	কৃষ্ণপ্রসাদ মণ্ডল	„	„ (সং)
১৪।	মহাতাবচাঁদ দাস	„	মহিষাদল (সং)
১৫।	অনঙ্গমোহন দাস	„	ময়না
১৬।	শ্রীমতী অঞ্জলি খান	„	মেদিনীপুর
১৭।	সুবোধচন্দ্র মাইতি	„	উত্তর নন্দীগ্রাম
১৮।	রজনীকান্ত প্রামাণিক	„	পূর্ব পাঁশকুড়া
১৯।	শ্যামাদাস ভট্টাচার্য	„	পশ্চিম পাঁশকুড়া
২০।	ত্রৈলোক্যনাথ প্রধান	„	রামনগর
২১।	গোপালচন্দ্র দাস অধিকারী	„	সবং
২২।	অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়	„	তমলুক
২৩।	সুধীরকুমার পাণ্ডে	কম্যুনিস্ট	বীণপুর (সাধা)
২৪।	জমাদার হাসদা	„	„ (সং)
২৫।	সরোজ রায়	কম্যুনিস্ট	গড়বেতা (সাধা)
২৬।	নারায়ণ চৌবে	„	খড়্গপুর
২৭।	ভূপালচন্দ্র পাণ্ডা	„	দক্ষিণ নন্দীগ্রাম
২৮।	বসন্তকুমার পাণ্ডা	প্রজা সোস্যালিস্ট	ভগবানপুর (সাধা)
২৯।	নটেন্দ্রনাথ দাস	„	উত্তর কাঁথি
৩০।	ভুবনচন্দ্র কর মহাপাত্র	„	এগারো
৩১।	প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ	„	মহিষাদল (সাধা)
৩২।	শিশিরকুমার দাস	„	পটাশপুর

মুর্শিদাবাদ

১।	পরিমল ঘোষ	কংগ্রেস	বেলডাঙ্গা
২।	বিজয়কুমার ঘোষ	„	বহরমপুর
৩।	গোলবদন ত্রিবেদী	„	ভরতপুর
৪।	হাফিজুর রহমন কাজী	„	ভগবানগোলা
৫।	মহম্মদ গিয়াসুদ্দিন	„	ফরাক্কা
৬।	হাজি এ হামিদ	„	হরিহর পাড়া
৭।	গোলাম সোলেমান	„	জলঙ্গী
৮।	শ্যামাপদ ভট্টাচার্য	„	জঙ্গীপুর (সাধা)
৯।	কুবেরচাঁদ হালদার	„	জঙ্গীপুর (সং)
১০।	বিমলচন্দ্র সিংহ	„	কান্দি (সাধা)
১১।	সুধীর মণ্ডল	„	„ (সং)
১২।	সৈয়দ কাজেম আলি মীর্জা	„	লালগোলা

১৩। দুর্গাপদ সিংহ কংগ্রেস মুর্শিদাবাদ
১৪। মহম্মদ ইস্‌রাইল " নোয়াদা
১৫। লুৎফুল হক " সুতী
১৬। সৈয়দ বদরুদ্দোজা স্বতন্ত্র রাণীনগর

নদীয়া

১। স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় কংগ্রেস হরিণঘাটা (সাধা)
২। প্রমথরঞ্জন ঠাকুর " " (সং)
৩। জগন্নাথ মজুমদার " কৃষ্ণনগর
৪। বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় " করিমপুর
৫। এন. এস. ফজলুর রহমন " নাকাশিপাড়া (সাধা)
৬। মহানন্দ হালদার " " (সং)
৭। নিরঞ্জন মোদক " নবদ্বীপ
৮। বিনয়কুমার চট্টোপাধ্যায় " রাণাঘাট
৯। হরিদাস দে " শান্তিপুর
১০। শঙ্করদাস বন্দ্যোপাধ্যায় " তেহাট্টা
১১। সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রজা সোস্যালিস্ট চাকদহ

পুরুলিয়া

১। দেবেন্দ্রনাথ মাহাতো কংগ্রেস ঝালদা
২। বুধন মাঝি " কাশীপুর (সং)
৩। নেপাল বাউড়ি " রঘুনাথপুর (সং)
৪। শঙ্করনারায়ণ সিং " " (সাধা)
৫। সাগরচন্দ্র মাহাতো লোকসেবক সঙ্ঘ অর্শা
৬। ভীমচন্দ্র মাহাতো " বলরামপুর
৭। লেডু মাঝি " কাশীপুর (সাধা)
৮। সত্যকিঙ্কর মাহাতো " মানবাজার (সাধা)
৯। চৈতন মাঝি " " (সং)
১০। লাবণ্যপ্রভা ঘোষ " পুরুলিয়া (সাধা)
১১। নকুলচন্দ্র সহিস " " (সং)

পশ্চিম দিনাজপুর

১। হাকাই মার্দি কংগ্রেস বালুরঘাট (সং)
২। মহম্মদ আফাক চৌধুরী " চাপরা
৩। সতীন্দ্রনাথ বসু " গঙ্গারামপুর (সাধা)
৪। লক্ষ্মণচন্দ্র হাসদা " " (সং)
৫। মুজাফর হোসেন " গোয়ালপোখর
৬। ফণীচন্দ্র সিংহ " করণদিঘী
৭। হাজি বদিরুদ্দিন আহমেদ " রায়গঞ্জ (সাধা)
৮। শ্যামাপ্রসাদ বর্মণ " " (সং)
৯। বসন্তলাল চট্টোপাধ্যায় কম্যুনিস্ট ইটাহার
১০। ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রেভো সোস্যালিস্ট বালুর ঘাট (সাধা)

২৪-পরগণা

১। মহম্মদ জিয়াউল হক কংগ্রেস বাদুড়িয়া

২।	মণীন্দ্রভূষণ বিশ্বাস	কংগ্রেস	বনগাঁ (সং)
৩।	প্রফুল্লনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	„	বসিরহাট
৪।	হেমচন্দ্র নস্কর	„	ভাঙড়
৫।	আর আহ্‌মেদ	„	দেগঙ্গা (সাধা)
৬।	অতুলকৃষ্ণ রায়	„	„ (সং)
৭।	খগেন্দ্রনাথ দাস	„	ফলতা
৮।	তরুণকান্তি ঘোষ	„	হাবড়া
৯।	রাজকৃষ্ণ মণ্ডল	„	হাসনাবাদ (সং)
১০।	জাহাঙ্গীর কবির	„	হাড়োয়া
১১।	শ্রীমতী মায়া বন্দ্যোপাধ্যায়	„	কাকদ্বীপ
১২।	হংসধ্বজ ধাড়া	„	কুলপি
১৩।	আবুল হাসেম	„	মগরাহাট (সাধা)
১৪।	অর্ধেন্দুশেখর নস্কর	„	„ (সং)
১৫।	মহম্মদ ইসাক	„	স্বরূপনগর
১৬।	কৃষ্ণকুমার শুক্ল	„	টিটাগড়
১৭।	ভূষণচন্দ্র দাস	„	মথুরাপুর (সাধা)
১৮।	বৃন্দাবন গায়েন	„	„ (সং)
১৯।	আবদুস সোকুর	„	ক্যানিং (সাধা)
২০।	খগেন্দ্রনাথ নস্কর	„	„ (সং)
২১।	জ্যোতি বসু	কম্যুনিস্ট	বরানগর
২২।	রবীন্দ্রনাথ মুখোপাপাধ্যায়	„	বেহালা
২৩।	প্রভাসচন্দ্র রায়	কম্যুনিস্ট	বিষ্ণুপুর (সাধা)
২৪।	রবীন্দ্রনাথ রায়	„	(সং)
২৫।	নিরঞ্জন সেনগুপ্ত	„	বীজপুর
২৬।	সীতারাম গুপ্ত	„	ভাটপাড়া
২৭।	অজিতকুমার গঙ্গোপাধ্যায়	„	বনগাঁ (সাধা)
২৮।	শেখ আবদুল্লা ফারুকী	„	গার্ডেনরীচ
২৯।	হেমন্তকুমার ঘোষাল	„	হাসনাবাদ (সাধা)
৩০।	সুধীরচন্দ্র ভাণ্ডারী	„	মহেশতলা
৩১।	গোপাল বসু	„	নৈহাটি
৩২।	খগেন্দ্রকুমার রায়চৌধুরী	„	বারুইপুর (সাধা)
৩৩।	গঙ্গাধর নস্কর	„	(সং)
৩৪।	বঙ্কিম মুখোপাধ্যায়	„	বজবজ
৩৫।	রামানুজ হালদার	প্রজা সোস্যালিস্ট	ডায়মণ্ডহারবার
৩৬।	পবিত্রমোহন রায়	„	দমদম
৩৭।	সাতকড়ি মিত্র	„	খড়দহ
৩৮।	পঞ্চানন ভট্টাচার্য	„	নোয়াপাড়া
৩৯।	হারাণচন্দ্র মণ্ডল	রেভো সোস্যালিস্ট	সন্দেশখালি
৪০।	সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায়	সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেণ্টার	জয়নগর (সাধা)
৪১।	রেণুপদ হালদার	„	„ (সং)
৪২।	চিত্ত বসু	ফরোয়ার্ড ব্লক	বারাসত

কলিকাতা

ক্রম	নাম	দল	কেন্দ্র
১।	বর্তমানে শূন্য		ভবানীপুর
২।	ঈশ্বরদাস জালান	কংগ্রেস	বড়বাজার
৩।	বিধানচন্দ্র রায়	,,	বৌবাজার
৪।	বিজয় সিং নাহার	,,	চৌরঙ্গী
৫।	নরেন্দ্রনাথ সেন	,,	এঁকবালপুর
৬।	মৈত্রেয়ী বসু	,,	ফোর্ট
৭।	নেপাল রায়	,,	জোড়াবাগান
৮।	আনন্দীলাল পোদ্দার	,,	জোড়াসাঁকো
৯।	সোমনাথ লাহিড়ী	কম্যুনিস্ট	আলিপুর
১০।	জ্ঞানেন্দ্রনাথ মজুমদার	,,	বালিগঞ্জ
১১।	গণেশ ঘোষ	,,	বেলগাছিয়া
১২।	জগৎ বসু	,,	বেলিয়াঘাটা (সাধা)
১৩।	রমাশঙ্কর প্রসাদ	,,	,, (সং)
১৪।	আবু আজাদ মহম্মদ ওবেদুল গণি		এণ্টালি
১৫।	শ্রীমতী মণিকুন্তলা সেন	কম্যুনিস্ট	কালীঘাট
১৬।	রণেন্দ্রনাথ সেন	,,	মানিকতলা
১৭।	ধীরেন্দ্রনাথ ধর	,,	তালতলা
১৮।	নারায়ণচন্দ্র রায়	,,	বিদ্যাসাগর
১৯।	সুধীরচন্দ্র রায়চৌধুরী	প্রজা সোস্যালিস্ট	উত্তরপাড়া
২০।	দেবেন সেন	,,	কাশীপুর
২১।	সুনীল দাস	,,	রাসবিহারী অ্যাভেন্যু
২২।	হরিদাস মিত্র	,,	টালিগঞ্জ
২৩।	যতীন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্তী	রেভো সোস্যালিস্ট	মুচিপাড়া
২৪।	অমরেন্দ্রনাথ বসু	ফরোয়ার্ড ব্লক	দক্ষিণ বড়তলা
২৫।	হেমন্তকুমার বসু	,,	শ্যামপুকুর
২৬।	সুহৃদমল্লিক চৌধুরী	,,	সুকিয়াষ্ট্রীট

গভর্ণর মনোনীত সদস্য

১। মিস ওলিভ্ প্রিম্যাণ্টল ২। আর. ই. প্ল্যাটেবল ৩। সি. এল. ব্ল্যাঞ্চে ও ৪। ক্লিফোর্ড নোরোন্‌হা।

পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদ

সভাপতি : সুনীতিকুমার চ্যাটার্জি উপ সভাপতি : প্রতাপচন্দ্র গুহরায়

পাবলিক সার্ভিস কমিশন

সভাপতি : এ. টি. সেন, সদস্যগণ : ১। এস. কে. মজুমদার, ২। এন. সি. চক্রবর্তী, ৩। এম. এ. হক।

কলিকাতা হাইকোর্ট

প্রধান বিচারপতি : পি. বি. চক্রবর্তী

বিচারপতিগণ : কে. সি. দাশগুপ্ত, এস. সি. লাহিড়ী, পি. বি. মুখার্জি, জে. পি. মিত্র, বি. কে. গুহ, এইচ. কে. বোস, আর. এস. বাচোয়াত, ডি. এন. সিংহ, পি. এন. মুখার্জি, এস. এন. গুহরায়, এস. কে. সেন, আর. মুখার্জি, ডি. মুখার্জি, জি. কে. মিত্র, পি. সি. মল্লিক, পি. সরকার, এন. কে. সেন, এস. কে. দত্ত, ইউ. সি. লাহা, বি. কে. ভট্টাচার্য, বি. এন. ব্যানার্জি, এ. এন. রায়, এস. পি. মিত্র।

॥ পশ্চিমবঙ্গের ১৯৫৮-৫৯ সালের বাজেট ॥

১৯৫৮-৫৯ সালের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে বাজেট প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা হইতে দেখা যায় যে উক্ত সালে রাজ্য সরকারের রাজস্ব খাতে ৬৮,৮৬,৫৯,০০০ টাকা আয় এবং ৭২,৬৯,১৬,০০০ টাকা ব্যয় হইবে বলিয়া অনুমিত হইয়াছে। ফলে উক্ত সালে রাজস্ব খাতে ৩ কোটি ৮২ লক্ষ ৫৭ হাজার টাকা ঘাটতি পড়িবে বলিয়া হিসাব করা হইয়াছে। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া প্রায় প্রতি বৎসর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বাজেটে আয়ব্যয়ের হিসাবে ১০ কোটি টাকার বেশী ঘাটতি বরাদ্দ হইয়া আসিতেছিল। সেই দিক হইতে ১৯৫৮-৫৯ সালের ঘাটতি বরাদ্দ রাজ্য সরকারের রাজস্বের উন্নতিরই পরিচায়ক।

১৯৫৬-৫৭ সালের বাজেটে ঐ বৎসর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজস্ব খাতে ১৪ কোটি ১৯ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছিল। পরে সংশোধিত হিসাবে এই ঘাটতির পরিমাণ ১৬ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হয়। এক্ষণে চূড়ান্ত হিসাবে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ১৩ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকা।

১৯৫৭-৫৮ সালের বাজেটে রাজস্ব খাতে ১০ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছিল। এক্ষণে সংশোধিত হিসাবে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াইয়াছে ২ কোটি ৬৬ লক্ষ টাকা।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজস্বের উন্নতিই ঘটিতেছে। ইহার প্রধান কারণ বরাদ্দের তুলনায় আয়ের পরিমাণ বৃদ্ধি। ১৯৫৭-৫৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিক্রয়কর, প্রমোদকর, কৃষি আয়কর, আবগারীকর, বনকর ইত্যাদি দফায় বরাদ্দের তুলনায় অনেক বেশী অর্থ আদায় করিতে সমর্থ হইয়াছেন। উহা হইতে স্বাবলম্বী হওয়ার পথে পশ্চিমবঙ্গের অগ্রগতিরই পরিচয় পাওয়া যায়।

পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনামূলক কার্য সম্পাদনের জন্য ভারত সরকার পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে প্রয়োজনানুরূপ অর্থ সাহায্য করিতেছেন না। কিন্তু এই বাধা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গ এই পর্যন্ত দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার কাজে সন্তোষজনকভাবে অগ্রসর হইতেছে। এজন্য মূলধন খাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খুব বেশী পরিমাণে ঘাটতি হইতেছে না। ১৯৫৭-৫৮ সালে মূলধন খাতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১ কোটি ৮৮ লক্ষ টাকা ঘাটতি হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছিল। সংশোধিত হিসাবে এই ঘাটতির পরিমাণ ২ কোটি ৩২ লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া মনে করা হইতেছে। ১৯৫৮-৫৯ সালে এই খাতে ঘাটতি না হইয়া ২ কোটি ৬ লক্ষ টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া বরাদ্দ করা হইয়াছে। এই বৎসর পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিজেদের দায়িত্বে বাজার হইতে ৫ কোটি টাকা ঋণ উত্তোলন করিবেন বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, এবং ইহার ফলেই মূলধন খাতে উদ্বৃত্তের আশা করা হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গত কয়েক বৎসরের আয়ব্যয় নিম্নলিখিত তালিকা হইতে এক নজরে বোঝা যাইবে—

(হাজার টাকার হিসাবে)

	১৯৫৬-৫৭ চূড়ান্ত	১৯৫৭-৫৮ সংশোধিত	১৯৫৮-৫৯ বাজেট
আদায়			
প্রারম্ভিক তহবিল	১৭,০৬,১৭	৫,৭০,৭১	—২৭,৫৭
রাজস্ব আদায়	৫৭,৬১,১৭	৬৯,৯৮,২৮	৬৮,৮৬,৫৯
ঋণ	৩৫,৯৫,৩৭	৪০,৩১,৮৬	৩৬,৯৬,২৯
সম্ভাব্য তহবিল ও সরকারী হিসাবে আদায়	১,০৭,২৫,২৬	৯১,১৫,৮৫	৭৩,৭৫,৪৪
মোট	২,১৭,৮৭,৯৫	২,০৭,১৬,৭০	১,৭৯,৩০,৭৮
ব্যয়			
রাজস্ব খাতে ব্যয়	৭১,২০,০৮	৭২,৬৪,৩৬	৭২,৬৯,১৬
মূলধন খাতে ব্যয়	২০,৩৫,৬২	৩৩,৩৫,১৯	২১,৮০,০৯
ঋণ খাতে ব্যয়	৯,৬০,৫৬	১৬,৬৩,৪৩	১৩,৭৯,৬৬
সম্ভাব্য তহবিল ও সরকারী হিসাবে ব্যয়	১,১১,০০,৯৮	৮৪,৮১,২৯	৭৩,০৫,৩৪
সমাপ্তি তহবিল	৫,৭০,৭১	—২৭,৫৭	—১,০৩,৪৭
মোট	২,১৭,৮৭,৯৫	২,০৭,১৬,৭০	১,৭৯,৩০,৭৮

(হাজার টাকার হিসাবে)

	১৯৫৬-৫৭ চূড়ান্ত	১৯৫৭-৫৮ সংশোধিত	১৯৫৮-৫৯ বাজেট
উদ্বৃত্ত ও ঘাটতি			
রাজস্ব খাতে	-- ১৩,৫৮,৯১	— ২,৬৬,০৮	— ৩,৮২,৫৭
রাজস্ব খাতের বাহিরে	+ ২,২৩,৪৫	— ৩,৩২,২০	+২,০৬,৬৭

১৯৫৭-৫৮ ও ১৯৫৮-৫৯ সালে বিভিন্ন খাতে কি পরিমাণ অর্থ আয় ও ব্যয় হইয়াছে, তাহার হিসাব নীচে দেওয়া হইল—

(হাজার টাকায় লিখিত)

খাতে	১৯৫৭-৫৮ সংশোধিত	১৯৫৮-৫৯ বাজেট
শিক্ষা বিভাগ	১২,২৩,২৫	১২,৮৮,৪৮
চিকিৎসা বিভাগ	৪,৪৩,৪৬	৪,৭৬,৫৬
পুলিশ বিভাগ	৭,৮১,৯৩	৭,৮২,৮২
সাধারণ শাসন	৩,৪২,৫০	৩,৩০,৮০
বিচার বিভাগ	১,১৫,১৬	১,১৮,৪৮
জনস্বাস্থ্য বিভাগ	২,৪৮,৯২	২,৩১,৫৯
কৃষি বিভাগ	৫,৩২,৭৫	৪,৫৯,৫৯
সমবায় বিভাগ	৩২,৬৮	৩৫,৬৯
শিল্প বিভাগ	৮১,৫৯	৭৪,২৮
কুটির শিল্প	১,১২,২৪	১,০৭,৩৬
কারা বিভাগ	৯৩,০৮	৯৩,৭৫
দুর্ভিক্ষে সাহায্য	২,৫১,০৮	২,১৪,৪৩
খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ	২,১৬,০৩	৩,৫৩,৪৯
সমাজ উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ	১,৫৬,২৯	১,৮৩,৫৭
ভূমি রাজস্ব	৪,০০,৯৩	৪,৩০,৪৫
সেচ কার্য	১,১০,৩১	৪১,১৬
শ্রম বিভাগ	১,৩৭,৬৯	১,১০,৪৮
আয়		
কেন্দ্রীয় উৎপাদন শুল্ক হইতে	৩,১২,১৫	৫,৪৯,৩৪
আয়করের অংশ	৮,২৪,২৫	৮,৪৮,৯২

	১৯৫৭-৫৮ সংশোধিত	১৯৫৮-৫৯ বাজেট
উত্তরাধিকার কর	২৭,০০	২৭,০০
রেল ভাড়ার উপর কর	৩২,৮১	৬২,১৫
আবগারী শুল্ক	৫,২৪,১৫	৫,২৪,৯৪
ভূমিরাজস্ব	৫,৫৬,৯৩	৬,০২,৫৮
ষ্ট্যাম্প	২,৮৮,৭৪	২,৮৯,৭৯
বন	১,২৯,৭৬	১,৩২,২৯
রেজিষ্ট্রেশন	৫৮,০৭	৫৯,৩২
যানবাহনের উপর কর	১,৪৫,৪৫	১,৪৭,৯৫
বিক্রয় কর		৯,৩০,০০
অন্যান্য কর ও শুল্ক	১৭,৩১,০৫	৭,৬৪,২৫
ঋণের সুদ	৭৯,৪৬	৬২,৬৫
অসামরিক শাসন	৯০২,১৫	৮৬৪,২৯
পূর্ত ও বিবিধ জনকল্যাণ	১০৬,১৬	১২৫,৬৩
বিবিধ	৬২৬,৭২	২৭২,৫৬
সেচ, নৌচালন, বাঁধ ও জল নিকাশ	(—)৬,৫৬	(—)৮০,০০
কেন্দ্রীয় সাহায্য	৫২৪,০৫	৫১০,৭৪
সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা ইত্যাদি	১১৬,২০	১০৯,২৭

পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা

১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পরিকল্পনা কমিশনের কাছে পশ্চিমবঙ্গের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার যে খসড়া পেশ করা হয় উহার জন্য মোট ২৬৬ কোটি টাকার প্রয়োজন ছিল। এই ব্যয়ের সমস্ত অংশই রাজ্যসরকারের। উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য ভারতসরকার কর্তৃক প্রদেয় অংশ এবং কতিপয় প্রধান পরিকল্পনায় ব্যয়, যাহা পশ্চিমবঙ্গ উন্নয়ন করপোরেশন কর্তৃক সম্পন্ন হইবে, তাহা উক্ত পরিকল্পনার ব্যয় বরাদ্দ হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছিল। যাহাহউক, পরিকল্পনা কমিশন বিস্তারিত বিচার বিবেচনার পরে ১৬১.৬ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ অনুমোদন করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে পরিকল্পনা কমিশন সমগ্র পরিকল্পনার সরকারী অংশ পাঁচ শতাংশ হ্রাস করার সিদ্ধান্ত করেন। তদনুসারে পশ্চিমবঙ্গের পরিকল্পনার বরাদ্দ অর্থও পাঁচ শতাংশ হ্রাস করার ফলে উক্ত বরাদ্দ

অর্থ ১৫৩'৪৪ কোটি টাকায় সীমাবদ্ধ হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, নিম্নলিখিত বিষয়গুলির জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ ভারতসরকার প্রদান করিবেন বলিয়া স্থির হয়:—(১) গঙ্গা ব্যারেজ পরিকল্পনা, (২) বন্যা নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনা, (৩) গ্রাম-পঞ্চায়েৎ, (৪) শহরাঞ্চলে জল সরবরাহ এবং (৫) পল্লী অঞ্চলে গৃহনির্মাণ। সুতরাং এই সকল বিষয়ের ব্যয় বরাদ্দ ১৫৩ কোটি টাকার মধ্যে ধরা হয় নাই। দ্বিতীয় পরিকল্পনার মিয়াদ ১৯৫৬-৫৭ সাল হইতে ১৯৬০-৬১ পর্যন্ত। বরাদ্দ অর্থের কতটাকা কোন্ সালে খরচ করা হইবে তাহার হিসাব এইরূপ:—

সাল	কোটি টাকা	সাল	কোটি টাকা
১৯৫৬-৫৭	৪৪'৭৬	১৯৫৯-৬০	২৬'৮৮
১৯৫৭-৫৮	৩০'০১	১৯৬০-৬১	২২'৪৯
১৯৫৮-৫৯	৩০'৮৮		

লোকবল ও কর্মসংস্থান: দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ২'৩৫ লক্ষ লোকের চাকরীর ব্যবস্থা হইবে বলিয়া আশা করা যায়। কোন্ ধরনের কাজে কত লোক নিযুক্ত হইবে তাহার আনুমানিক হিসাব:—(১) প্রশাসনিক—১৪,৪৫৭, (২) কারিগরি—২০,১৬৬, (৩) দক্ষ—৫৪,২৮৭ ও (৪) অদক্ষ—১,৪৬,৫১৮।

মালমসলা: সেচ পরিকল্পনা ও গৃহনির্মাণের জন্য প্রয়োজন: সিমেণ্ট—৬'৮৭ লক্ষ টন, ইস্পাত—১'৬৪ লক্ষ টন, কয়লা—৩'৮৮ লক্ষ টন।

বৈদেশিক মুদ্রা: এই পরিকল্পনার জন্য ৬ কোটি ৮১ লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা প্রয়োজন। উহার বেশীর ভাগই যন্ত্রপাতি ক্রয় করিতে ব্যয়িত হইবে।

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় দফাওয়ারী ব্যয় বরাদ্দের হিসাব

পরিকল্পনা	কোটি টাকা		মোট বরাদ্দের
	বরাদ্দ	৫ শতাংশ কাটিয়া লইয়া বরাদ্দ	শতকরা ভাগ
১। কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন:			
(মোট ব্যয়)	**৩৫'১২**	**৩৩'৩৬**	**২১'৭**
ক। **কৃষি উৎপাদন**	৪'৭২	৪'৪৮	২'৬
খ। ছোট খাট সেচ	৩'০০	২'৮৫	১'৯
গ। **জমি উন্নয়ন**	০'৩২	০'৩০	০'২

১। কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন ঃ			
(মোট ব্যয়)	**৩৫'১২**	**৩৩'৩৬**	**২'১৭**
ঘ। সংরক্ষণ ও বিপণন	১'০২	০'৯৭	০'৬
ঙ। পশুপালন	১'৮০	১'৭১	১'১
চ। ডেয়ারী ও দুধ সরবরাহ	৪'৮১	৪'৬৭	৩'০

পরিকল্পনা	কোটি টাকা		মোট বরাদ্দের
	বরাদ্দ	৫ শতাংশ কাটিয়া লইয়া বরাদ্দ	শতকরা ভাগ
ছ। বন	২'০০	১'৮০	১'২
জ। মাছের চাষ	০'৭৮	০'৭৪	০'৫
ঝ। সমষ্টি উন্নয়ন ও জাতীয় সম্প্রসারণ	১৫'০০	১৪'২৫	৯'৩
ঞ। সমবায়	১'৪০	১'৩৩	০'৯
ট। বিবিধ	০'১৭	০'১৬	০'১
২। সেচ ও বিদ্যুৎ ঃ			
(মোট ব্যয়)	**৩২'০০**	**৩০'৪০**	**১৯'৮**
ক। বিবিধার্থক পরিকল্পনা	১৪'৯৩	১৪'১৮	৯'২
খ। বড় ও মাঝারি পরিকল্পনা	৪'০৭	৩'৮৭	২'৫
গ। সেচ-বিদ্যুৎ উৎপাদন	১৩'০০	১২'৩৫	৮'১
৩। শিল্প ও খনি-সংক্রান্ত ঃ			
(মোট ব্যয়)	**৯'৯৮**	**৯'৪৮**	**৬'২**
ক। কারখানার উৎপাদন	২'০০	১'৯০	১'২
খ। শিল্প এলাকা ও পল্লীনগর	০'৫৭	০'৫৪	০'৪
গ। গ্রামীণ ও কুটির শিল্প	৭'৪১	৭'০৪	৪'৬
৪। পরিবহন ও যোগাযোগ ঃ			
(মোট ব্যয়)	**২০'০৩**	**১৯'০৩**	**১২'৪**
ক। রাস্তা	১৮'০০	১০'১০	১১'১
খ। পরিবহন	২'০৩	১'১৩	১'৩
৫। শিক্ষা ঃ (মোট ব্যয়)	**২২'৪২**	**২১'৩০**	**১৩'৯**

৬। **স্বাস্থ্য ঃ** (মোট ব্যয়)	**২১'০০**	**১৯'৯৫**	**১৩'০**
গৃহনির্মাণ	৯'০৪	৮'৫৯	৫'০
৭। **সমাজ কল্যাণমূলক কাজ ঃ**	**৩'১৮**	**৩'০২**	**২'০**
ক। শ্রমিক	১'৩৮	১'৩১	০'৯
খ। অনুন্নত শ্রেণীর উন্নয়ন	১'৭৫	১'৬৬	১'১
গ। সমাজকল্যাণ	০'০৫	০'০৫	
৮। **বিবিধ ঃ**	২'২৫	২'১৪	১'৪
৯। **উন্নয়ন করপোরেশন**			
সরকারী সাহায্য	৬'৫০	৬'১৭	৪'০
মোট…	**৬১'৫২**	**১৫৩'৪৪**	**১০০'০**

রাজ্যপুনর্গঠন ও পরিকল্পনা ঃ রাজ্য পুনর্গঠনের ফলে বিহারের কতিপয় অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের সহিত যুক্ত হইয়াছে। এই কারণে বিহারের মোট বরাদ্দ অর্থ হইতে ৪ কোটি টাকা পশ্চিমবঙ্গে হস্তান্তরিত হইয়াছে। সুতরাং এক্ষণে পশ্চিমবঙ্গের মোট বরাদ্দের পরিমাণ ১৫৭'৪৪ কোটি টাকা।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিতের শতকরা হার গড়ে ২৪'০২—পুরুষ ৩৪'২৩ ও স্ত্রীলোক ১২'২১। পশ্চিমবঙ্গে সরকার ক্রমেই শিক্ষার জন্য অধিক অর্থ ব্যয় করিতেছেন। চলতি বৎসরে (১৯৫৮-৫৯) এই ব্যয় বরাদ্দের পরিমাণ ১২ কোটি ৩৮ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা। গত কয়েক বৎসর শিক্ষা খাতে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা হইয়াছে তাহা নিম্নে উল্লেখ করা হইল ঃ—

সাল	হাজার টাকা	সাল	হাজার টাকা
১৯৫২-৫৩	৩,৯২,২৭	১৯৫৫-৫৬	৯,৩৯,১৩
১৯৫৩-৫৪	৪,৯৪,৫৪	১৯৫৬-৫৭	৯,১৬,২৭
১৯৫৪-৫৫	৬,৬০,৮১	১৯৫৭-৫৮	১২,২৩,২৫ সংশোধিত
		১৯৫৮-৫৯	১২,৩৮,৪৮ (বাজেট বরাদ্দ)

॥ ১৯৫৭-৫৮ সালে শিক্ষার প্রসার ॥

প্রাথমিক শিক্ষা ঃ রাজ্যসরকার ১৯৫৭-৫৮ সালে পল্লী অঞ্চলে বিভিন্ন স্কুলবোর্ড ও স্বেচ্ছামূলক সংস্থার মাধ্যমে ১৮৪টি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় মঞ্জুর

করিয়াছেন। সরকার এই সময়ের মধ্যে শহরাঞ্চলেও ৭টি এবং সিউড়ীতে রামকৃষ্ণ মিশনের তত্ত্বাবধানে একটি নিম্ন বুনিয়াদী বিদ্যালয় মঞ্জুর করিয়াছেন। এই সম্পর্কে সরকার ১,৭০,২০০ টাকা ব্যয়বরাদ্দ অনুমোদন করিয়াছেন।

উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয়ঃ আলোচ্য বৎসরে পশ্চিমবঙ্গে আরও ২৩টি উচ্চ বুনিয়াদী বিদ্যালয় অনুমোদন লাভ করিয়াছে। এক্ষণে এই শ্রেণীর বিদ্যালয়ের মোট সংখ্যা দাঁড়াইল ৫৭টি। এই বিষয়ে সরকার মোট ৯,৪৭,০০০ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করিয়াছেন।

মাধ্যমিক শিক্ষাঃ শিক্ষার এই বিভাগেও আলোচ্য সালে যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়াছে। শিক্ষাপ্রাপ্ত শিক্ষকদের বেতনের হার উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করা হইয়াছে। বর্তমানে এই রাজ্যে ১১ শ্রেণীযুক্ত বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৩৯টি। বিজ্ঞানশিক্ষা প্রবর্তনের সাহায্য-স্বরূপ এই বৎসর ১৫টি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রত্যেককে ৫০ হাজার টাকা অর্থ সাহায্য করা হইয়াছে এবং অন্যান্য বিষয়ে শিক্ষাপদ্ধতির উন্নতি সাধনের জন্য আরও ৩৫টি উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রত্যেককে ১৫ হাজার টাকা হিসাবে অর্থ সাহায্য করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত গ্রন্থাগার উন্নয়নের জন্য ৪০টি বহু উদ্দেশ্য সাধক বিদ্যালয়ের প্রত্যেকটিকে ৫ হাজার এবং ৭৯টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রতিটিকে ২,৫০০ টাকা করিয়া সাহায্য দান করা হইয়াছে। ১৯৫৭-৫৮ সালে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিকে ৫০০ রেডিও সেট দান করা হইয়াছে। ২৪টি বিদ্যালয়কে ছাত্রাবাস নির্মাণের জন্য মোট ৫,৭৭,৯০০ টাকা এবং অপর ২৩টি বিদ্যালয়কে শিক্ষকদের বাসগৃহ নির্মাণের জন্য ১,০৭,১৩৮ টাকা অর্থ সাহায্য করা হইয়াছে।

অবৈতনিক শিক্ষাঃ পল্লী অঞ্চলে ১১—১৪ বৎসর বয়সের সকল বালিকাকে বিনাবেতনে শিক্ষাদানের এক পরিকল্পনা রচনা করা হইয়াছে এবং খুব শীঘ্রই কার্যকরী করা হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

উচ্চশিক্ষাঃ তিন বৎসরের ডিগ্রী কোর্স প্রবর্তন সম্পর্কে সকল বিধি-ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য ২৩,৫২,৫৭৫ টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সুপারিশ অনুসারে ৭৭টি কলেজের অধ্যাপকদের বেতনের হার এইরূপভাবে বৃদ্ধি করা হইয়াছে:—(ক) অধ্যক্ষ—৬০০৲—৪০৲—৮০০৲; (খ) বিভাগীয় প্রধান—৪০০৲—২৫৲—৬০০৲; (গ) লেকচারার—২০০৲—১৫৲—৩২০—২০—৫০০৲ টাকা। এই উদ্দেশ্যে রাজ্যসরকার ১৯৫৭-৫৮ সালে ৭,২২,৫৩২ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে সরকার-অনুমোদিত এবং

স্পন্সর্ড কলেজের সংখ্যা ৩৯টি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে রাজ্যে কলা ও বিজ্ঞান শিক্ষার কলেজের মোট সংখ্যা ৯৫টি।

কারিগরি শিক্ষা: পুরুলিয়া, বহরমপুর, ঝাড়গ্রাম ও বেলঘরিয়াতে ইতিপূর্বেই ৪টি কারিগরি বিদ্যালয় মঞ্জুর করা হইয়াছে। এক্ষণে 'বিড়লা ইনস্টিটিউট অব টেকনলজি' নামক একটি নূতন বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা মঞ্জুর করা হইয়াছে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি কারিগরি শিক্ষায় 'ডিপ্লোমা' প্রদান করিবে। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে 'ডিপ্লোমা' প্রদানকারী ইঞ্জিনীয়ারিং বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৪টি। বেঙ্গল ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের সম্প্রসারণ করার ফলে এক্ষণে উহাতে প্রতি বৎসর ৪৫০ জন নূতন ছাত্রভর্তি হইতে পারিবে। পূর্বে মাত্র ২৫০ জন ছাত্র ভর্তি হইতে পারিত।

সংস্কৃত শিক্ষা: সংস্কৃত শিক্ষার প্রসারের জন্য সরকার ১৯৫৭-৫৮ সালে ২৭টি টোলকে মাসিক ৭৫৲ টাকা হিসাবে, ১৪৫টি টোলকে মাসিক ৫০৲ টাকা হিসাবে এবং ১৮টি টোলকে মাসিক ২৫৲ টাকা হিসাবে অর্থ সাহায্য করিয়াছেন। উক্ত সাহায্য বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদের মারফত দান করা হইয়াছে। কোচ-বিহারে একটি নূতন সরকারী টোল স্থাপন করা হইয়াছে। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের গবেষণামূলক পত্র-পত্রিকা প্রকাশের নিমিত্ত ১১ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হইয়াছে।

॥ বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষা ॥

এই রাজ্যে বৃত্তি ও কারিগরি শিক্ষার বিবিধ প্রতিষ্ঠান আছে। নিম্নে তাহাদের কয়েকটির পরিচয় দেওয়া গেল।

বহরমপুর টেক্সটাইল ইনষ্টিটিউট: বহরমপুর টেক্সটাইল ইনষ্টিটিউটে রেশম সমেত উচ্চতর পর্যায়ের বয়নপ্রযুক্তি বিজ্ঞান সম্বন্ধে শিক্ষালাভের স্থযোগ আছে। অতিরিক্ত যন্ত্রপাতি, উন্নত ধরনের সরঞ্জাম ও পুস্তকাদি ক্রয় এবং অতিরিক্ত কর্মচারী নিয়োগ করিয়া ইহাকে পুনর্গঠিত করা হইয়াছে।

বেঙ্গল সিরামিক ইনষ্টিটিউট, কলিকাতা: মৃৎশিল্পের পরিদর্শকদের জন্য উচ্চতর শিক্ষাক্রম প্রবর্তন করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া স্ত্রীলোকদের মাটির জিনিসপত্র, খেলনা প্রভৃতির প্রস্তুত প্রণালী শিক্ষা দেওয়ারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কুটির শিল্পীদের তৈয়ারী-মাটি সরবরাহ করিয়া কুটির-শিল্পের ভিত্তিতে মৃৎশিল্পের উন্নয়নের কাজেও এই ইনষ্টিটিউট সহায়তা

করিতেছে এবং এই সমস্ত মাটির জিনিসপত্র স্বল্পমূল্যে পোড়ানোর ব্যবস্থা করিয়াছে।

দার্জিলিঙে শিল্প বিদ্যালয় ও কারখানাঃ পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসী এবং সন্নিহিত এলাকার ছাত্রদের সাধারণ যন্ত্রবিদ্যা, মোটর নির্মাণ-সংক্রান্ত যন্ত্রবিদ্যা এবং তড়িৎতত্ত্ব সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার জন্য এখানে একটি বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে। এই বিদ্যালয়ে চা-বাগানের যন্ত্রপাতি মেরামতের কাজও গ্রহণ করা হইতেছে।

বেঙ্গল টেক্সটাইল ইনষ্টিটিউট, শ্রীরামপুরঃ শ্রীরামপুরে অবস্থিত বেঙ্গল টেক্সটাইল ইনষ্টিটিউটে বয়নপ্রযুক্তি বিজ্ঞান সম্বন্ধে নিম্নরূপ শিক্ষা দেওয়া হয়ঃ (ক) বিভাগীয় ডিপ্লোমা কোর্স, (খ) কারিগরি শিক্ষাক্রম, (গ) কল চালনার শিক্ষাক্রম, (ঘ) স্ত্রীলোকদের উপযোগী শিক্ষাক্রম।

শিক্ষার মান উন্নীত করার জন্য এবং ডিপ্লোমা কোর্সকে কারিগরি শিক্ষার সর্বভারতীয় পর্ষদের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য এই প্রতিষ্ঠানের পুনর্গঠনের একটি পরিকল্পনা কার্যকরী করা হইতেছে। প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম এবং যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হইয়াছে। ইহা ব্যতীত কয়েকজন যোগ্য কারিগর নিয়োগ করা হইয়াছে।

বঙ্গীয় চর্মশিল্প প্রতিষ্ঠান, কলিকাতাঃ পূর্বে কলিকাতা চর্মশিল্প-সংক্রান্ত গবেষণা প্রতিষ্ঠান নামে পরিচিত বঙ্গীয় চর্মশিল্প প্রতিষ্ঠানে চর্ম-প্রযুক্তি-বিজ্ঞান এবং চর্মনির্মিত জিনিসপত্র তৈয়ারী সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষার মান উন্নীত করার জন্য এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে চর্মপ্রযুক্তি-বিজ্ঞান সম্বন্ধে একটি ডিগ্রি কোর্স প্রবর্তন করার জন্য এই প্রতিষ্ঠান পুনর্গঠনের একটি পরিকল্পনা কার্যকরী করা হইতেছে।

কোচবিহার শিল্পবিদ্যালয় এবং কারখানাঃ কিছুকাল পূর্ব পর্যন্ত কোচবিহারে একটি বয়ন বিদ্যালয় এবং একটি কারিগরি বিদ্যালয় ছিল। সেখানে স্থানীয় লোকদের কারিগরি শিক্ষা দেওয়া হইত। এই দুইটি বিদ্যালয়কে রাজ্যসরকার একটি বিদ্যালয়ে পরিণত করিয়াছেন এবং সাধারণ যন্ত্রবিদ্যা, মোটর নির্মাণ সংক্রান্ত যন্ত্রবিদ্যা, রেশমীসূতার বুনন, মুদ্রণ, রঞ্জন এবং পোশাক প্রস্তুত প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্য বিদ্যালয়টিকে পুনর্গঠিত করিয়াছেন।

কলিকাতায় কারিগরি বিদ্যালয়ঃ বর্তমানে একটি পরিচালকমণ্ডলী বেসরকারী প্রতিষ্ঠান হিসাবে এই বিদ্যালয়টি পরিচালনা করেন এবং পশ্চিমবঙ্গ

অনুমোদিত ইঞ্জিনীয়ারিং ও শিল্প-কারখানায় নিযুক্ত শিক্ষানবিশদের এই বিদ্যালয়ে পুঁথিগত শিক্ষা দেওয়া হয়। ছাত্রদের বেতন এবং কলিকাতা পোর্ট-কমিশনার, কলিকাতা করপোরেশন এবং কয়েকটি ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানার কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে সাহায্য হিসাবে প্রাপ্ত অর্থের উপরেই এই বিদ্যালয়ের আয় প্রধানতঃ নির্ভর করে; কিন্তু এইভাবে যাহা আয় হয়, বিদ্যালয়ের খরচ মিটানোর পক্ষে তাহা যথেষ্ট নয়। তাই প্রত্যেক বৎসর ৭,০০০ হইতে ৯৫,০০০ টাকা পর্যন্ত যে পরিমাণ টাকা ঘাটতি হয়, তাহা রাজ্যসরকার পূরণ করেন।

কাঁচড়াপাড়া কারিগরি বিদ্যালয়ঃ রাজ্যসরকার এবং রেলওয়ে বিভাগের প্রতিনিধিদের লইয়া গঠিত একটি কমিটি কর্তৃক এই প্রতিষ্ঠানটি পরিচালিত হয়। রেলওয়ে বিভাগের শিক্ষানবিশদের পুঁথিগত শিক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব এই প্রতিষ্ঠানের উপর ন্যস্ত আছে। এই প্রতিষ্ঠানের কর্মচারী এবং অন্যান্যদের বেতনের যাবতীয় খরচ পশ্চিমবঙ্গ সরকার সাহায্য হিসাবে বহন করেন।

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষাবিস্তার

জনসংখ্যা	১৯৩১	১৯৪১	১৯৫১
পুরুষ	৯৩৭০৬৩১	১১৮৩৪২৮৬	১৩৩৪৫৪৪১
স্ত্রীলোক	৮২৯০৯৩৪	১০০০৩০০৯	১১৪৬৪৮৬৭
মোট	১৭৬৬১৫৬৫	২১৮৩৭২৯৫	২৪৮১০৩০৮
শিক্ষিতের সংখ্যা			
পুরুষ	১৮৫৫৮৫২	৩৪৭৮৩৬০	৪৬২৮৫৮১
স্ত্রীলোক	৩০৭৫৯৪	৮৯২৮১৭	১৪৫৯২১৬
মোট	২১৬৩৪৪৬	৪৩৭১১৭৭	৬০৮৭৭৯৭
শিক্ষিতের হার (জনসংখ্যার অনুপাতে)			
পুরুষ	১৯.৮০	২৯.৩৯	৩৪.৬৮
স্ত্রীলোক	৩.৭১	৮.৯৩	১২.৭৩
মোট	১২.২৫	২০.০২	২৪.৫৪

পশ্চিমবঙ্গে প্রতি জেলায় শিক্ষিতের হার (পুরুলিয়া বাদে)

	১৯৪১		১৯৫১	
	পুরুষ	স্ত্রীলোক	পুরুষ	স্ত্রীলোক
কলিকাতা	৫৮.১২	৪৪.৪৪	৫৮.৬৯	৪৩.৩৫
কোচবিহার	১৩.৯৮	১.৭৬	২৩.৯১	৪.৭৮

	১৯৪১		১৯৫১	
	পুরুষ	স্ত্রীলোক	পুরুষ	স্ত্রীলোক
২৪ পরগণা	২৯.৩২	৭.২৫	৩৯.১৬	১৩.২৫
জলপাইগুড়ি	১৪.৪৩	৪.৩২	২১.৩৬	৬.১১
নদীয়া	১৫.০২	৫.১৬	২৮.৭১	১২.৯৫
পঃ দিনাজপুর	১৫.২৯	৩.৫২	২১.৮৩	৬.৬৩
দার্জিলিং	২২.০৮	৪.৯৭	৩১.৩৯	৯.২১
মালদহ	১১.৪৪	২.২৯	১৫.২৯	৩.৬৫
মুর্শিদাবাদ	১৫.৩৭	৩.৮০	১৯.৬০	৬.৩৩
বর্ধমান	২৬.৪৬	৭.০৪	২৯.৮০	১০.৩৪
বাঁকুড়া	২৫.০৩	৩.৯৯	২৭.২৮	৬.৯৪
বীরভূম	২১.৭৩	৫.০২	২৭.৫৭	৭.৫০
হাওড়া	৩৭.৫২	১৬.৫২	৩৭.৬৪	১৬.৯২
হুগলী	৩৩.৪৬	১১.৩৬	৩৫.২৪	১৭.৭১

॥ পশ্চিমবঙ্গের জনস্বাস্থ্য ॥

ভারতীয় রাজ্যসমূহের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গেই জনস্বাস্থ্য ও চিকিৎসার দরুণ মাথা পিছু খরচের হার সর্বাধিক। ১৯৫৭-৫৮ সালের বাজেটে এই খাতে মোট ৯ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ করা হইয়াছিল। ১৯৫৮-৫৯ সালে এই খাতে ব্যয় বরাদ্দ কিছু হ্রাস করিয়া ৭ কোটি ৮ লক্ষ মঞ্জুর করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে জনস্বাস্থ্য খাতে গত কয়েক বৎসরের মাথা পিছু ব্যয়ের হার এইরূপ :—

১৯৫৫-৫৬—২৸০, ১৯৫৬-৫৭—৩৵০, ১৯৫৭-৫৮—৩৷৵০

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে ১৯৪৭ সালে মাথা পিছু ব্যয়ের পরিমাণ ছিল মাত্র ৸৵০ আনা।

জন্মহার : পশ্চিমবঙ্গে ১৯৫৭ সালে জন্মহার ছিল হাজার করা ২০.৯ জন।

মৃত্যুহার : পশ্চিমবঙ্গে মৃত্যুহার ক্রমেই হ্রাস পাইতেছে। মৃত্যুহার ১৯৩০ সালে ছিল হাজার প্রতি ২৯.৮, ১৯৪৮ সালে হাজার প্রতি ১৮.১, ১৯৫৩ সালে হাজার প্রতি ১০.৩ এবং ১৯৫৬ সালে ছিল হাজার প্রতি ৮.২। ১৯৫৭ সালে এই হার সামান্য বৃদ্ধি পাইয়া ৯.৮ হইয়াছে।

শিশু মৃত্যু : ১৯৪৮ সালে পশ্চিমবঙ্গে শিশু মৃত্যুর হার ছিল হাজারকরা ১৩৬.৭। কিন্তু ১৯৫৭ সালে এই সংখ্যা হ্রাস পাইয়া হাজারকরা ৯৩.৯ দাঁড়াইয়াছে।

ডাক্তার ও নার্স : ১৯৫১ সালের লোকগণনা মতে পশ্চিমবঙ্গে পাস

করা ডাক্তারের সংখ্যা ১৬,১৫৫ জন। ১৯৫৬ সালে ছিল ১৭,০০০-এর অধিক। রাজ্যে মেডিক্যাল কলেজের সংখ্যা ৪টি। পশ্চিমবঙ্গে প্রতি ১৫০০ জন ব্যক্তির জন্য একজন করিয়া ডাক্তার আছেন। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে ৫,৩২৪ জন ব্যক্তির জন্য আছেন একজন ডাক্তার। এই রাজ্যে প্রতি ৩,৫৭৮ জন পিছু একজন নার্স রহিয়াছেন; ভারতে এই সংখ্যা প্রতি ১৭,১৫৫ জন পিছু একজন। পশ্চিমবঙ্গে প্রতি ৮,১৪৫ জনের জন্য একজন ধাত্রী; ভারতে উক্ত সংখ্যা ১৪,৬৮৫ জনে একজন।

॥ জন স্বাস্থ্যের পর্যালোচনা—১৯৫৭-৫৮ সাল ॥

নিঃসন্দেহে এই রাজ্যে জনস্বাস্থ্যের ক্রমোন্নতি হইতেছে। ম্যালেরিয়া নিবারণের জন্য যে ব্যাপক জাতীয় কর্মসূচী গ্রহণ করা হইয়াছিল তাহা সফল হইয়াছে। ১৯৪৮ সালে ম্যালেরিয়ায় মৃত্যুহার ছিল হাজারকরা ৩'৬ জন, কিন্তু বর্তমানে ঐ সংখ্যা হ্রাস পাইয়া '৪ হইয়াছে।

শিশু মৃত্যুর হারও বিশেষ উল্লেখযোগ্যরূপে হ্রাস পাইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে ৯১টি প্রসূতিমঙ্গল ও শিশুমঙ্গল কেন্দ্র রহিয়াছে এবং আরও ৩০টি প্রসূতি-মঙ্গল, শিশুমঙ্গল ও পরিবার নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্র আছে, ১৯৫৭-৫৮ সালে এই রাজ্যে মোট প্রসূতি শয্যার সংখ্যা ছিল ৩,৭৬৩টি।

১৯৫৭-৫৮ সালে মোট ৯,৭৯,৭৩৩ ব্যক্তিকে পরীক্ষা করিয়া ৩,৬৬,১৫২ জনকে বি. সি. জি. টিকা দেওয়া হইয়াছ। আলোচ্য সালে রাজ্যে যক্ষ্মারোগীর জন্য হাসপাতালে মোট শয্যা সংখ্যা ছিল ২,৯৩৪টি। আলোচ্য বৎসরে টি. বি. চেষ্ট ক্লিনিকের সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে ৩৬টি। ১৯৪৭ সালে এই সংখ্যা ছিল মাত্র ১৫টি।

কুষ্ঠ রোগীর চিকিৎসার জন্য রাজ্য সরকার বাঁকুড়া জেলার গৌরীপুরে ৫০০ শয্যা সম্বলিত একটি 'কলোনি' পরিচালনা করিয়া থাকেন। সরকারও ৭টি 'কুষ্ঠ ক্লিনিক' পরিচালনা করেন। ইহা ছাড়া বিশেষ করিয়া উপজাতি গোষ্ঠীর লোকদের চিকিৎসার জন্য সরকার আরও ৬টি ক্লিনিক স্থাপন করিয়াছেন। রাজ্যে বর্তমানে কুষ্ঠরোগের মোট শয্যা সংখ্যা ২,৩৫৫। এই রাজ্যে কুষ্ঠ রোগীর সংখ্যা ৩ লক্ষ বলিয়া অনুমিত হয়।

১৯৫৭-৫৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কলেরা, বসন্ত প্রভৃতি মারি ও ছোঁয়াচে রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য ২৪২টি মোবাইল মেডিক্যাল ইউনিট, ৫৩১ জন স্বাস্থ্য সহকারী এবং ১৭ জন স্বাস্থ্য পরিদর্শক নিয়োগ করিয়াছিলেন।

কেন্দ্রীয় অঞ্চল: কেন্দ্রীয় অঞ্চল সমূহের বিবরণ ২৬৯ পৃষ্ঠায় দেওয়া হইয়াছে।

ভারতে বৈদেশিক অতিথি

[গত বৎসরের মতো, এই বৎসরও (১৯৫৭-৫৮) ভারতে বহু বিশিষ্ট বৈদেশিক নেতা ও রাজনীতিকের আগমন ঘটিয়াছে। তাহাদেব মধ্যে যাঁহারা ভারত-সরকারের সম্মানিত অতিথিরূপে ভারত পরিদর্শন করিয়াছেন, তাঁহাদের কয়েকজনের সংক্ষিপ্ত-পরিচয় আমরা এখানে মুদ্রিত করিলাম।—বর্ষপঞ্জী-সম্পাদক]

এস্. ভুক্‌মানোভিচ্

যুগোশ্লাভিয়ার ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট

স্বেটোজার ভুক্‌মানোভিচ্ যুগোশ্লাভিয়ার একজন বিশিষ্ট রাজনীতিক। যুগোশ্লাভিয়ার গণ-আন্দোলনে তিনি বরাবর মার্শাল টিটোর একজন সহকর্মীরূপে কাজ করিয়া আসিয়াছেন। বেল্‌গ্রেড্ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র; জন্ম—১৯১৯ খ্রীঃ অব্দে। যুগোশ্লাভ্ সেনাবাহিনীতে যোগ দিয়া তিনি ক্রমশঃ লেফটেনাণ্ট জেনারেল-এর পদে উন্নীত হন। তিনি যুগোশ্লাভ্ কম্যুনিস্ট-লীগের কার্যনির্বাহক সমিতির একজন সদস্য। উক্ত কম্যুনিস্ট-লীগের অন্তর্গত 'কমিটি ফর ইকনমিক এফেয়ার্স অব দি ফেডারেল্ এক্সিকিউটিভ্ কাউন্সিল্'-এর তিনি সভাপতি। যুগোশ্লাভ্-সরকারের ফেডারেল এক্সিকিউটিভ্-এর ভাইস-প্রেসিডেণ্ট পদে তিনি বহাল হন ১৯৫৩ খ্রীঃ অব্দে। তদবধি তিনি এ-পদে নিযুক্ত আছেন।

শ্রী এস্. ভুক্‌মানোভিচ্

[ভারত-সরকারের আমন্ত্রণে যুগোশ্লাভিয়ার ভাইস্-প্রেসিডেণ্ট মিঃ এস্. ভুক্‌মানোভিচ্ ১৯৫৭-খ্রীঃ অব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনদিনের জন্য ভারত-সফরে আসেন। কলিকাতায় উপনীত হন ২৮-এ সেপ্টেম্বর]

নো দিন্ এম

[ভিয়েৎনাম-প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট]

১৯০১ খ্রীঃ অব্দের ৩-রা জানুয়ারী ভিয়েৎনামের ভূতপূর্ব রাজধানী হিউ-শহরে ভিয়েৎনাম-প্রজাতন্ত্রের বর্তমান প্রেসিডেণ্ট নো দিন্ এম-এর জন্ম হয়। তাঁহার পিতা ছিলেন তদানীন্তন সম্রাট্ থান্ থাই-এর অন্যতম মন্ত্রী। দিয়েমের ছাত্রজীবন বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ। তাঁহার কর্মজীবন শুরু হয় উচ্চপদস্থ একজন রাজকীয় কর্মচারী হিসাবে। সম্রাট্ বাও দাই যখন ফরাসী কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রনাধীন, দেশীয় সরকারের কর্ণধার, এমকে তখন তিনি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র ৩২ বৎসর। কিন্তু যখন ফরাসী কর্তৃপক্ষের সহিত মানাইয়া চলিতে পারিবেন না, তখন মন্ত্রিত্বপদে ইস্তফা দিলেন। তখন হইতেই তিনি দেশের রাজনীতি ও সমাজনীতি লইয়া মাথা ঘামাইতে থাকেন এবং দেশের বিভিন্ন দেশপ্রেমিক ও রাজনীতিক নেতাদের সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া চলেন। ফলে, ফরাসী-কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হইয়া ধরা পড়িতে পড়িতে (১৯৪৩-খ্রীঃ অব্দ) আত্মরক্ষার সুযোগ পান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানীরা ভিয়েৎনাম অধিকার করিলে, তিনি জাপ-কর্তৃপক্ষের সহিত সহযোগিতা করিতেও রাজি হন না এবং দুইবার সম্রাট্ বাও দাই-এর আমন্ত্রণে মন্ত্রিত্ব পদ গ্রহণে অস্বীকার করেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে, বিদেশী-কর্তৃত্বাধীনে দেশীয়-সরকার স্থাপনের কোনো অর্থই হয় না। বিশ্বযুদ্ধে জাপানীরা পরাজিত হইলে যখন কম্যুনিস্ট-নেতা ডঃ হো-চি-মিনের নেতৃত্বে দেশে জাতীয়-সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়, তখনও শ্রী এম উক্ত সরকারের সহিত আদর্শগত পার্থক্যের জন্য সহযোগিতা করেন নাই। ফলে, তাঁহাকে উত্তর ভিয়েৎনামে নির্বাসিত হইতে হয়। তারপর, ভিয়েৎনাম বিভক্ত হয়। উত্তর-ভিয়েৎনামে প্রতিষ্ঠিত হয় ডঃ হো-চি-মিনের কম্যুনিস্ট সরকার এবং ভিয়েৎনামে বাও দাই-এর অ-কম্যুনিস্ট-গভর্ণমেণ্ট। ১৯৫০-৫৩ খ্রীঃ অব্দে শ্রী এম এশিয়া, আমেরিকা ও ইউরোপের বহু দেশ পরিভ্রমণ করেন। ১৯৫৪ খ্রীঃ অব্দের ১৭ই জুন দক্ষিণ-ভিয়েৎনামের রাজধানী দিয়েন বিয়েন ফুতে ফরাসীরা শোচনীয়

শ্রী নো দিন্.এম

ভাবে বিপর্যস্ত হইলে, নো দিন্ এম বাও দাই-সরকারের হাত হইতে দেশের কর্তৃত্বভাব গ্রহণ করেন। তারপর, ঐ বৎসর ৭ই জুলাই তাহার প্রথম মন্ত্রিপরিষদ গঠন করেন। জনসাধারণের ইচ্ছানুসারে বাও দাই-এর রাজত্ব শেষ হয় এবং শ্রীএমকে প্রেসিডেন্ট করিয়া ভিয়েৎনাম প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয় ১৯৫৬ খ্রীঃ অব্দে ২৬-এ অক্টোবর।

[ভারত-সরকারের (সম্মানিত) অতিথি হিসাবে মিঃ নো দিন্ এম ১৯৫৭ খ্রীঃ অব্দের নভেম্বর মাসে ভারত-পরিদর্শন করেন।]

লর্ড ফ্রেডারিক্ উইলিয়াম পেথিক্-লরেন্স্

[ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের প্রাক্তন সেক্রেটারি অব স্টেট্ ফর ইণ্ডিয়া]

রাইট্ অনারেবল্ লর্ড ফ্রেডারিক্ উইলিয়াম পেথিক্-লরেন্স্ ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের একজন বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ্। ১৮৭১ খ্রীঃ অব্দের ২৮-এ ডিসেম্বর তাঁহার জন্ম হয়। কেম্ব্রিজ্ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে তিনি এম্-এ ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯০১-০৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি 'কন্‌সোলিডেটেড্ নিউজপেপার'-এর চেয়ারম্যান নিযুক্ত হন। ১৯০২ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১৯০৫ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত তিনি 'ইকো'-পত্রিকার এবং ১৯০৫ খ্রীঃ হইতে ১৯০৭ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত 'লেবার রেকর্ড অ্যাণ্ড রিভিউ'-পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এতদ্ব্যতীত যুগ্ম-সম্পাদক রূপে তিনি 'রিফর্মার্স ইয়ার বুক' (১৯০৪-০৮) ও 'ভোট্‌স্ ফর উইমেন' (১৯০৭-১৪) পত্রিকাও সম্পাদন করিয়াছেন। ১৯২৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি ওয়েস্ট্ লীচেস্টার হইতে পার্লামেণ্টের সদস্য নির্বাচিত হন এবং ১৯৩১ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত ঐ পদে বহাল ছিলেন।

লর্ড পেথিক্-লরেন্স্

১৯৩৫ খ্রীঃ অব্দে পুনরায় তিনি পার্লামেণ্টের সদস্য নির্বাচিত হন এডিন্‌বরা হইতে এবং ১৯৪৫ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত কাজ করেন। ১৯৩১ খ্রীঃ অব্দে লণ্ডনে যে 'ইণ্ডিয়ান্ রাউণ্ড টেবল্ কন্‌ফারেন্স' বসে, পেথিক্-লরেন্স্ তাহাতে সরকারী সদস্যরূপে যোগ দেন। ১৯৪২-৪৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি ব্রিটিশ পার্লামেণ্টে বিরোধী-দলের নেতৃত্ব করেন। ১০৪৫-৪৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি ছিলেন 'সেক্রেটারি আব্ স্টেট্ ফর ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড বর্মা'। ভারতবর্ষকে ক্ষমতা-হস্তান্তরের ব্যাপারে স্যার পেথিক্-লরেন্সের উত্তম রাজনীতিক-মহলে বিশেষভাবে স্বীকৃত। তাঁহার রচিত গ্রন্থাদির মধ্যে

উল্লেখযোগ্য—উইমেন্‌স্‌ ফাইট্‌ ফর্‌ দি ভোট ; দি ম্যান্‌স্‌ শেয়ার ; এ লেভি অন্‌ ক্যাপিটাল ; দিস্‌ গোল্ড ক্রাইসিস ; দি মানি মাড্‌ল্‌ অ্যাণ্ড্‌ ওয়ে আউট ; টুয়েলভ্‌ স্টাডিজ্‌ ইন্‌ সোভিয়েট্‌ রাশিয়া ও মহাত্মা গান্ধী।

[ভারত-সরকারের (সম্মানিত) অতিথি স্যার পেথিক্‌-লরেন্স্‌ সস্ত্রীক ১৯৫৭ খ্রীঃ অব্দের ডিসেম্বর-মাসে এই দেশ পরিভ্রমণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি কলিকাতায় আসিয়া এখানকার দর্শনীয় স্থানগুলিও পরিদর্শন করিয়া যান।]

এস্‌. ডব্‌লু. আর. ডি. বন্দরনায়েক

[সিংহলের প্রধানমন্ত্রী]

বন্দরনায়েক সিংহলের একজন প্রগতিবাদী রাজনীতিক। ১৮৯৯ খ্রীঃ অব্দের ৮ই জানুয়ারী তাঁহার জন্ম হয়। তিনি কলম্বোর সেণ্ট্‌ টমাস্‌ কলেজ ও অক্সফোর্ডের ক্রাইস্ট্‌ চার্চ কলেজে অধ্যয়ন করেন। ১৯৪৭ খ্রীঃ অব্দ হইতেই তিনি 'হাউস্‌ অব রিপ্রেজেন্‌টেটিভ'-এর নেতা। ঐ বৎসর তিনি সিংহল-সরকারের স্বাস্থ্য ও স্বায়ত্তশাসন বিভাগের মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হন। ১৯৫১ খ্রীঃ অব্দে উক্ত পদ পরিত্যাগ করেন এবং ১৯৫২ খ্রীঃ অব্দ হইতে বিরোধীদলের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। বন্দরনায়েক ১৯৫৫ খ্রীঃ অব্দে সিংহলের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন এবং তদবধি ঐ পদেই বহাল আছেন।

শ্রী এস্‌. ডি. বন্দরনায়েক

[ভারত সরকারের (সম্মানিত) অতিথি হিসাবে বন্দরনায়েক ১৯৫৭ খ্রীঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে ভারত পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন।]

হিউ টড্‌ নেলর গেইট্‌স্কেল্‌

[ব্রিটিশ পার্লামেণ্টের বিরোধীদলের নেতা]

রাইট্‌ অনারেবল্‌ হিউ টড্‌ নেলর গেইট্‌স্কেল্‌ ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের অন্যতম বিখ্যাত রাজনীতিক ও অর্থনীতিবিদ্‌। ১৯০৬ খ্রীঃ অব্দের ৯ই এপ্রিল তাঁহার জন্ম হয়। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এ পাস করেন। ১৯২৮ খ্রীঃ হইতে ১৯৩৯ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত তিনি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন। ১৯৩৩-৩৪ খ্রীঃ অব্দে তিনি ছিলেন রক্‌ফেলার-ফেলো ; ১৯৪০-৪২

খ্রীঃ অব্দে ছিলেন মিনিস্টার অব্ ইকনমিক ওয়ারফেয়ার-এর প্রধান একান্তসচিব; ১৯৪২-৪৫ খ্রীঃ অব্দে ছিলেন বোর্ড অব ট্রেড্-এর প্রধান সহকারী-সচিব এবং ১৯৪৬-৪৭ সালে ছিলেন জ্বালানি ও বিদ্যুৎশক্তি মন্ত্রকের পার্লামেণ্টারী-সেক্রেটারি। ১৯৪৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি পার্লামেণ্টের সদস্য নির্বাচিত হন এবং এট্লী-মন্ত্রিসভায় অন্যতম প্রতি-মন্ত্রীরূপে যোগদান করেন ১৯৫০ খ্রীঃ অব্দে। পরে চ্যান্সেলার অব এক্স্-চেকারও হন ১৯৫০ খ্রীঃ অব্দের অক্টোবর হইতে ১৯৫১ খ্রীঃ অব্দের অক্টোবর পর্যন্ত। শ্রমিকদলের সদস্য-রূপে তিনি ব্রিটিশ রাজনীতিক্ষেত্রে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার দুইটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হইল —চার্টিজম এবং মানি ও এভ্রি-ডে লাইফ্।

শ্রী হিউ টড্ নেলর গেইট্স্কেল্

[ভারত সরকারের আমন্ত্রণে হিউ গেইট্স্কেল্ ১৯৫৭ খ্রীঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে ভারত-পরিদর্শনে আসেন। সেই সময় তিনি কলিকাতাও পরিদর্শন করিয়া যান।]

হ্যারল্ড ম্যাক্মিলান্

[ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী]

১৯৫৭ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে রাইট্ অনারেবল হ্যারল্ড ম্যাক্মিলান ব্রিটিশ যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ইহার ঠিক পূর্বে প্রায় এক বৎসর তিনি ছিলেন চ্যান্সেলর অব এক্স্চেকার বা অর্থমন্ত্রী। তাহার পূর্বে তিনি গৃহনির্মাণ ও স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন দপ্তরের এবং প্রতিরক্ষা-দপ্তরেরও মন্ত্রী ছিলেন। কিছুকাল তাঁহাকে যুক্তরাজ্য-সরকারের বৈদেশিক দপ্তরের সচিবরূপেও দেখা গিয়াছিল।

ম্যাক্মিলান জন্মগ্রহণ করেন ১৮৯৪ খ্রীঃ অব্দে। তাঁহার পিতা স্কট্ল্যাণ্ডবাসী, কিন্তু মাতা আমেরিকান মহিলা। সুবিখ্যাত পুস্তক-প্রকাশক ম্যাক্মিলান-কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতাই ছিলেন তাঁহার পিতামহ। হ্যারল্ড ম্যাক্মিলান অক্সফোর্ড

বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তিনি সৈনিকরূপে অসাধারণ বীরত্ব প্রকাশ করেন। ১৯২০ খ্রীঃ অব্দে তিনি ডিউক অব্ ডিভনশায়ারের কন্যা লেডী ডরথি ক্যাভেণ্ডিনোর সহিত বিবাহ-সূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁহাদের এক পুত্র (পার্লামেণ্টের সদস্য) ও তিন কন্যা বর্তমান।
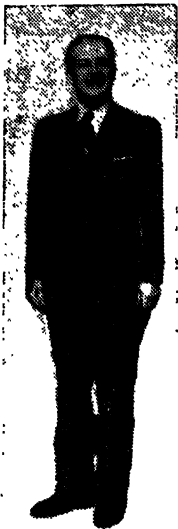
শ্রী হ্যারল্ড ম্যাক্‌মিলান

সমাজ সংস্কারে হ্যারল্ড ম্যাক্‌মিলান বিশেষ উদ্যোগী। কিন্তু বরাবরই তিনি রক্ষণশীল-দলের সদস্য। তাঁহার রচিত 'দি মীডল ওয়ে' গ্রন্থে রাজনীতি ও সমাজনীতি সম্পর্কে তাঁহার নিজস্ব মতামতের পরিচয় পাওয়া যায়। দেশের সর্বপ্রকার দারিদ্র্য দূর করিয়া স্বচ্ছল দেশ গঠনেই তিনি আগ্রহশীল। জাতীয়-সরকারের বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে অনেকবার তিনি কঠোর সমালোচনা করিয়াছেন। ১৯৪২ খ্রীঃ অব্দে তাঁহাকে অন্যতম প্রিভি কাউন্সিলার করা হয়। ১৯৪৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি ইটালীতে যান যুক্তরাজ্যের হাইকমিশনাররূপে। ১৯৪৪ খ্রীঃ অব্দে তাঁহাকে গ্রীসে পাঠানো হয় সেখানকার গৃহবিবাদে মধ্যস্থতা করিতে। ছয় বৎসর তিনি জাতীয় সরকারের (এট্‌লী সরকারের) বিরুদ্ধ-দলের সদস্য ছিলেন। ১৯৫৫ খ্রীঃ অব্দে জেনেভাতে বিভিন্ন দেশের বৈদেশিক মন্ত্রীদের যে দুইবার সভা বসে তিনি তাহাতে যুক্তরাজ্যের প্রতিনিধিরূপে যোগ দেন। যুক্তরাজ্যে আণবিক শক্তির উৎপাদন-উন্নয়নে ম্যাক্‌মিলান বিশেষ উদ্যোগী।

[স্যার হ্যারল্ড ম্যাক্‌মিলান সস্ত্রীক ভারত ভ্রমণে আসেন ১৯৫৮ খ্রীঃ অব্দের ৮ই জানুয়ারী। পাঁচদিন তিনি ভারত সরকারের (সম্মানিত) অতিথি হিসাবে নূতন দিল্লী, বোম্বাই, আগ্রা প্রভৃতি কয়েকটি স্থান পরিভ্রমণ করিয়া পাকিস্তানে যান।]

আচ্‌মেদ্ সোয়েকার্নো

[ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট]

১৯০১ খ্রীঃ অব্দের ৬ই জুন ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট আচ্‌মেদ্ সোয়েকার্নো জন্মগ্রহণ করেন। পশ্চিম জাভার বান্দুং বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র তিনি। ১৯৪৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি ফাত্মাবতী হাসান দিনের সহিত

পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁহাদের দুই পুত্র ও তিন কন্যা বর্তমান। সোয়েকার্নোই ইন্দোনেশীয় জাতীয়দলের প্রতিষ্ঠাতা। ১৯২৬-২৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি উক্ত দলের চেয়ারম্যান্ নির্বাচিত হন। স্বাধীনতা আন্দোলনের একজন শক্তিশালী নেতা হিসাবে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি জনপ্রিয় হইয়া উঠেন। ডাচ্ সরকার তাঁহাকে প্রথম কারারুদ্ধ করেন ১৯২৯ খ্রীঃ অব্দে। চারি বৎসর তাঁহাকে কারা-প্রাচীরের অন্তরালে কাটাইতে হয়। জাতীয়-দলকে ইতিমধ্যে ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় কিন্তু, জাতীয়তা-বাদীরা 'ইন্দোনেশীয় দল' নামে নূতন একটি রাজ-নীতিক সংস্থা স্থাপন করেন। ১৯৩২ খ্রীঃ অব্দে মুক্তিলাভ করিয়া সোয়েকার্নো উক্ত দলে যোগ দেন এবং তাহার সভাপতি পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু, ১৯৩৩ খ্রীঃ অব্দে আবার তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া এন্‌ডে নামক একটি দ্বীপে নির্বাসিত করা হয়। ১৯৩৮ খ্রীঃ অব্দে তাঁহাকে অন্তরীণ অবস্থায় স্থানান্তরিত করা হয়—দক্ষিণ সুমাত্রার অন্তর্গত বেংকুলেনে। জাপানীরা ইন্দোনেশিয়া অধিকার করিলে ১৯৪৫ খ্রীঃ অব্দে সোয়েকার্নো মুক্তিলাভ করেন। ১৯৪৯ খ্রীঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হইলে তিনি তাহার প্রথম প্রেসিডেণ্ট মনোনীত হন এবং তদবধি ঐ পদেই বহাল আছেন।

ডঃ সোয়েকার্নো

[প্রেসিডেণ্ট সোয়েকার্নো ১৯৫৮ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে বেসরকারীভাবে ভারতে আগমন করিয়াছিলেন। নূতন দিল্লী গমনের পথে তিনি একরাত্রি কলিকাতায় অতিবাহিত করেন।]

ভিলিয়াম সিরোকী

[চেকোশ্লোভাক্ প্রজাতন্ত্রের প্রধানমন্ত্রী]

১৯০২ খ্রীঃ অব্দের ৩১-এ মে ব্রাতিশ্লাভার এক শ্রমিক-পরিবারে চেকোশ্লোভাকিয়ার প্রধানমন্ত্রী ও বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ্ ভিলিয়াম সিরোকীর জন্ম হয়। পনের বৎসর বয়সেই, তিনি এক রেল-শ্রমিকের কাজ গ্রহণ করেন। সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক পার্টির সদস্য হইয়া তিনি ক্রমশঃ দেশের বামপন্থী বিপ্লবী-দলের কাজে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। এই সময় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁহার রাজনীতিক প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইতে থাকে। ১৯২১ খ্রীঃ অব্দে তিনি

ব্রাতিস্লাভায় কম্যুনিস্ট পার্টি গঠনে অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন। ১৯৩৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি চেকোশ্লোভাক্ পার্লামেণ্টের সদস্য নির্বাচিত হন। জার্মানীতে হিটলারী-যুগ শুরু হইলেই তিনি দেশের জনসাধারণকে ফ্যাসিজমের বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার জন্য ঐক্যবদ্ধ করেন। মিউনিকের পতন হইলে সিরোকী দেশের বাহিরে চলিয়া যান এবং ১৯৪০ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত প্যারিসে থাকিয়া স্বাধীনতা-সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হন। ইহার পর তিনি মস্কো চলিয়া যান। ১৯৪১ খ্রীঃ অব্দে চেকোশ্লোভাকিয়ার নেতারা যখন জার্মানদের হাতে ধরা পড়িয়া কারারুদ্ধ হইতে থাকেন, সেই সময় অতর্কিতে একদিন তিনি কার্পেথিয়ান পর্বতমালা ডিঙ্গাইয়া দেশে ফিরিয়া আসেন এবং ফ্যাসিষ্ট সৈন্যদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেন। কিন্তু, সেই বৎসর জুলাই মাসে তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া কারারুদ্ধ করা হয়। ১৯৪৫ খ্রীঃ অব্দে তিনি তাঁহার অন্যতম সহকর্মী জুলিয়াস্ ডুরিস্-এর সঙ্গে একযোগে কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া দেশের মুক্তি-ফৌজ সংগঠনে আত্মনিয়োগ করেন। ঐ বৎসর এপ্রিল মাসে অন্তর্বর্তীকালীন জাতীয়-সরকার গঠিত হয় এবং সিরোকী তাহার উপপ্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। মে মাসে চেকোশ্লোভাকিয়া পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে। ১৯৫৩ খ্রীঃ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত সিরোকী উপ-প্রধানমন্ত্রী তথা পররাষ্ট্র মন্ত্রীরূপে নিযুক্ত ছিলেন। ঐ বৎসর মার্চ মাসে তিনি প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন এবং এখন পর্যন্ত ঐ পদেই অধিষ্ঠিত আছেন।

শ্রীভিলিয়াম সিরোকী

[১৯৫৮ খ্রীঃ অব্দের জানুয়ারী মাসে ভারত-সরকারের (সম্মানিত) অতিথি হিসাবে ভিলিয়াম সিরোকী ভারত পরিদর্শন করেন। ভারত পরিত্যাগের পূর্বে তিনি তিনদিন কলিকাতায় অবস্থান করিয়া এখানকার বহু দ্রষ্টব্য স্থান দেখিয়া গিয়াছেন।]

ডঃ হো-চি-মিন্

[ভিয়েৎনাম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট]

উত্তর-ভিয়েৎনামে গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। ডঃ হো-চি-মিন্ সেই প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট। ১৮৯০ খ্রীঃ অব্দের ১৯-এ মে তাঁহার জন্ম হয় মধ্য-ভিয়েৎনামের ঙ্গে-আন জেলার কিম্ লিয়েন গ্রামে। তাঁহার আসল নাম ঙ্গুয়েন্ আই-কোক্। হো-চি-মিন্ অর্থে 'বুদ্ধিমান্'। ঐ ছদ্মনামেই তিনি আজ সর্বজন পরিচিত। তিনি ইন্দোচীন-কম্যুনিস্ট পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ও ভিয়েৎনাম লাও-দং পার্টির নেতা। ১৯১৩-১৬ খ্রীঃ অব্দে তিনি ফরাসী ও ব্রিটিশ বাণিজ্য জাহাজগুলিতে শ্রমিক ও নাবিক হিসাবে কাজ করেন। ভার্সাইয়ের শান্তি-সম্মেলনে তিনি ইন্দোচীনের জাতিগুলির স্বাধীনতার দাবি জানাইয়া এক স্মারকলিপি পাঠান। তখন হইতে ভিয়েৎনামের সর্বত্র তাঁহার নাম সুপরিচিত হইয়া উঠে। ১৯২১ খ্রীঃ অব্দে তিনি ফরাসী উপনিবেশগুলির শ্রমিক-সাধারণের পক্ষে ফরাসী সমাজতান্ত্রিক পার্টির কংগ্রেসে যোগ দেন এবং ফরাসী কম্যুনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হইল তিনি তাহার সদস্য হন। ফরাসী ঔপনিবেশিক নীতির স্বরূপ উদ্ঘাটনের জন্য তিনি 'পারিয়া' (অস্পৃশ্য) নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। ১৯২৪-২৫ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার উদ্যোগেই চীনে ভিয়েৎনামের প্রথম কম্যুনিস্ট ভাবধারা পুষ্ট এক বিপ্লবী সংস্থা স্থাপিত হয়। চীন প্রবাসী ভিয়েৎনামীরাই ছিলেন এই দলের কর্মীসদস্য। ১৯২৯ খ্রীঃ অব্দে ফরাসী ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ হো-চি-মিনের বিরুদ্ধে মৃত্যুদণ্ডের আদেশ দেন। কিন্তু, তিনি তখন দেশের বাহিরে। ১৯৩০ খ্রীঃ অব্দে বাহিরে থাকিয়াই তিনি ইন্দোচীনের কম্যুনিস্ট পার্টি গঠন করেন। ১৯৩১ খ্রীঃ অব্দে হংকং-এ ব্রিটিশ পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া দুই বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত করে। মুক্তির পর তিনি ছদ্মনামে ইউরোপে ঘুরিয়া কম্যুনিস্ট পার্টিগুলির সহিত সংযোগ রক্ষা করিয়া চলেন। ১৯৩৯ খ্রীঃ অব্দে তিনি স্বদেশে ফিরিয়া আসেন এবং ১৯৪১ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার নেতৃত্বেই ভিয়েৎনামের স্বাধীনতা-সংগ্রাম শুরু হয়। তিনি যে ফ্রণ্ট গঠন

ডঃ হো-চি-মিন্

করেন তাহার সংক্ষিপ্ত নাম—'ভিয়েৎমিন'। ১৯৪৫ খ্রীঃ অব্দে উত্তর-ভিয়েৎনামের পার্বত্য অঞ্চলকে তাঁহারা সম্পূর্ণ মুক্ত করেন। ১৯৪৫ খ্রীঃ অব্দের ২৫-এ আগস্ট হো-চি-মিনের নেতৃত্বে এক অস্থায়ী গভর্ণমেণ্ট গঠিত হয়। ১৯৪৬ খ্রীঃ অব্দের মার্চ মাসে হো-চি-মিন্ 'ভিয়েৎনাম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে'র প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার প্রথম প্রেসিডেণ্ট ও প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। কিন্তু ডিসেম্বর মাসে ফরাসী উপনিবেশবাদীরা যুদ্ধ চালাইতে আরম্ভ করিলে হো-চি-মিনের নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদীরা তাহার তীব্র প্রতিরোধ করে। ১৯৫১ খ্রীঃ অব্দে হো-চি-মিন্ 'ভিয়েৎনাম লাও-দং' পার্টি গঠন করিয়া দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য সকলকে ঐক্যবদ্ধ করেন। তাহার ফলে, ভিয়েৎনামের সর্বস্তরের জনসাধারণ দীর্ঘমেয়াদী প্রতিরোধে বিরাট সাফল্য অর্জন করে। ১৯৫৪ খ্রীঃ অব্দে জেনেভায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদিত হইলে 'ভিয়েৎনাম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে'র জয় সূচিত হয় এবং দেশে শান্তি ফিরিয়া আসে। দেশগঠনের সর্বমুখী কার্যে এখন হো-চি-মিনের সরকার নিযুক্ত। ডঃ হো-চি-মিন্ এখন ভিয়েৎনাম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট এবং মিঃ ফ্যান্‌ভ্যাম ডং প্রধানমন্ত্রী।

[ভারত সরকারের আমন্ত্রণে ডঃ হো-চি-মিন্ ১৯৫৮ খ্রীঃ অব্দের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী নয়াদিল্লীর পথে কলিকাতায় পদার্পণ করেন এবং দশ দিন ভারতের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করিয়া ১৪ই ফেব্রুয়ারী এ-দেশ ত্যাগ করেন। ভারত-সফরের শেষভাগে তিনি কলিকাতায় দুই দিন অবস্থান করিয়া বিভিন্ন দ্রষ্টব্য স্থান পরিদর্শন করিয়া যান।]

মোহাম্মদ জহির শাহ্

[আফ্‌গানিস্তানের রাজা]

আফ্‌গানিস্তানের বর্তমান রাজা মোহাম্মদ জহির শাহ্ ১৯১৪ খ্রীঃ অব্দের ১৫ই অক্টোবর কাবুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি রাজ-সিংহাসনে আরোহণ করেন ১৯৩৩ খ্রীঃ অব্দে। তাঁহার পিতা পরলোকগত মোহাম্মদ নাদির শাহ্ শহীদ-ই ছিলেন আধুনিক আফ্‌গানিস্তানের স্রষ্টা। তিনি ছিলেন অন্যতম বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ্ এবং আফ্‌গানিস্তানের জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামের নেতা। ১৯১৯ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার নেতৃত্বেই আফ্‌গান-বাহিনী ব্রিটিশ সৈন্যদের পরাজিত করে। বর্তমান রাজা জহির শাহ্ কাবুলে তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষাদি সমাপ্ত করিয়া উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য ফ্রান্সে যান ১৯২৪ খ্রীঃ অব্দে। ১৯৩০ খ্রীঃ অব্দে দেশে ফিরিয়া তিনি কাবুলের সামরিক বিদ্যালয়ে যোগদান করেন। ১৯৩২ খ্রীঃ অব্দে উক্ত বিদ্যালয় হইতে ডিগ্রী লাভ করিয়া তিনি অস্থায়ী সমর-সচিবের পদে

নিযুক্ত হন। ১৯৩৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি শিক্ষামন্ত্রীর পদ লাভ করেন। সাম্প্রতিক-কালে তিনি সোভিয়েট রাশিয়া, তুরস্ক ও পাকিস্তান পরিভ্রমণ করিয়াছেন।

[ভারত-সরকারের আমন্ত্রণে মোহাম্মদ জহির শাহ্ ১৯৫৮ খ্রীঃ অব্দের ১১ই ফেব্রুয়ারী ভারত-পরিদর্শনের জন্য নূতন দিল্লীতে উপনীত হন এবং পনেরদিন ব্যাপী এই দেশের বিভিন্ন স্থান পরিদর্শন করিয়া দেশে ফিরিয়া যান।]

রাজা মোহাম্মদ জহির শাহ্

অন্যান্য রাষ্ট্রীয় অতিথি

১৯৫৭ খ্রীঃ অব্দের এপ্রিল মাস হইতে ১৯৫৮ সালের জানুয়ারী মাস পর্যন্ত ভারত-সরকারের অতিথিরূপে অন্যান্য যে সব বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিনিধিদল ভারত পরিদর্শন করিয়া গিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য :—

ইউ থাকিন নু (ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রী)* মিঃ নোবুসুকে কিসি (জাপানের প্রধানমন্ত্রী); মিঃ গানার জারিং (রাষ্ট্রপুঞ্জের প্রতিনিধি); মিঃ এ. বিভান (ব্রিটেনের শ্রমিক নেতা); ডঃ ই. হার্বাট ইভাট্ (অস্ট্রেলিয়া পার্লামেণ্টের বিরোধী শ্রমিকদলের নেতা); শ্যামদেশের যুবরাজ ও রাজকুমারী ; মিঃ কে. এ. গ্বেডেমা (ঘানার অর্থমন্ত্রী); মিঃ আই. হোরেশিউ (রুমানিয়ার উপমন্ত্রী)। সোভিয়েট রাশিয়ার একটি কৃষি-প্রতিনিধিদল (নেতা—কৃষিমন্ত্রী : মিঃ ভি. এ. টি. চাউভিকোভ্); ডঃ টন্. থাট্. টুং (ভিয়েৎনামের উপমন্ত্রী); চীনের একটি সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল ; কমন্ওয়েল্থ্ পার্লামেণ্টারী ডেলিগেশন ; বিশ্বব্যাঙ্ক মিশন ; মিঃ দলীপ সিং সউদ্ (আমেরিকার একজন ভারতীয় কংগ্রেস-প্রতিনিধি ও বিচারক); উ সমা দুবা সিশ্বান আউং (ব্রহ্মের সাহায্য-দপ্তরের মন্ত্রী) ও চীন-প্রজাতন্ত্রের একটি সামরিক প্রতিনিধিদল।

---

* ১৩৬৪ সালের বর্ষপঞ্জী দ্রষ্টব্য।
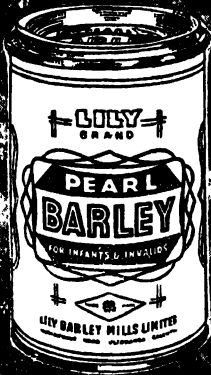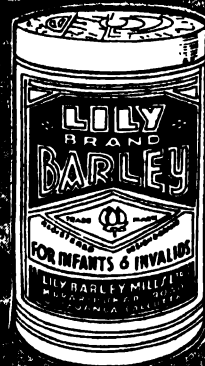
সিনেমা

১৯৫৭ সালের বাঙলা চলচ্চিত্র

১৯৫৭ সালে কলিকাতায় মোট বাঙলা ছবি মুক্তিলাভ করে ৫১ খানি—বাঙলা ছবির ইতিহাসে কোন এক বৎসরে এতো সংখ্যক ছবি ইতিপূর্বে মুক্তিলাভ করে নাই। বাঙলা ছাড়া ভারতীয় ভাষায় আরও ১০৯ খানি ছবি মুক্তিলাভ করে, তাহার মধ্যে হিন্দী ছিল ১০৬, ওড়িয়া ২ ও অসমীয়া ১। গত দশ বৎসরে হিন্দী ও কলিকাতায় নির্মিত (বাঙলা ও অন্যান্য ভাষা) ছবির মুক্তিসংখ্যা এইরূপ :—

কলিকাতায় মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির সংখ্যা

	১৯৫৭	১৯৫৬	১৯৫৫	১৯৫৪	১৯৫৩	১৯৫২	১৯৫১	১৯৫০
৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত মুক্তিপ্রাপ্ত মোট ছবির সংখ্যা	১৫২	১৭৯	১৩৪	১৫৩	১৪৬	১৬৪	১৪২	১৭১
মুক্তিপ্রাপ্ত মোট সংখ্যার মধ্যে কলিকাতায় নির্মিত	৫৭	৫৫	৫১	৫৩	৫০	৫১	৪৩	৪২
বাঙলা	৫১	৪৮	৪৮	৪৯	৪৭	৪৬	৪০	৪২
হিন্দী	১	২	১	২	২	৪	৩	৪
অসমীয়া	৩	৪	২	১	১	...	...	১
ওড়িয়া	২	২	...	১	...	১	...	১
মুক্তিপ্রাপ্ত বাঙলা ছবির প্রযোজক সংখ্যা	৪৯	৪৫	৪৫	৪১	৪৫	৪২	৩৭	৪০
কোন একজন প্রযোজক দ্বারা সর্বাধিক চিত্র নির্মাণ ...	২	২	২	৩	২	৫	৪	৪
পুরাতন প্রযোজক ...	২৪	১৯	১৫	২৯	...	৩২	৮	১৬
নূতন প্রযোজক ...	২০	২৬	৩০	২৪	২৫	২৭	২৯	২২
গত বৎসরের তালিকা হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত	৩	২	৩	৮	৭	১৩	১২	২৭
মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির মধ্যে আলোচ্য বছরে সেন্সর কৃত	৫৪	৫৯	৫৬	৫২	৪৯	৪৯	৪৩	৫৯
৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত সেন্সরীকৃত ও অমুক্তিপ্রাপ্ত ছবির সংখ্যা	২৪	২৫	২৪	২২	২৫	২৬	২৬	৩০

কলিকাতায় হিন্দী ছবির নির্মাণ গত কয়েক বৎসর প্রায় বন্ধ থাকিলেও লক্ষ্য করিবার বিষয় হইতেছে বাঙলা ছবির ক্রম সংখ্যা বৃদ্ধি। ইহা বাঙলা ছবির প্রতিষ্ঠা পূর্বাপেক্ষা দৃঢ়তর হওয়ারই পরিচয়। বাঙলা ছবির প্রতিষ্ঠার মূলে বাঙলা ছবির গুণ। ১৯৫৭ সালে ভেনিসে "অপরাজিত"র (সত্যজিৎ রায়) গোল্ডেন লায়ন প্রাপ্তি, কার্লোভি ভারিতে "জাগতে রহো"র (শম্ভু মিত্র ও অমিত মৈত্র) গ্র্যাণ্ড প্রিক্স, পশ্চিম বার্লিনে "কাবুলিওয়ালা"র (তপন সিংহ) বিশেষ পুরস্কার; এডিনবরায় "পথের পাঁচালী"র (সত্যজিৎ রায়) সেল্‌জনিক পুরস্কার লাভ—সানফ্রান্সিসকোতে প্রথম পুরস্কার লাভ; ফ্রান্সে "গৌতম বুদ্ধ"র (বিমল রায়) বিশেষ সম্মান-পত্র লাভ, বাঙলার মনীষারই পরিচয় দেয়। রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের ক্ষেত্রেও বাঙলা ছবি বরাবরই বিশেষ সম্মান অর্জনে সক্ষম হইতেছে। একথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, আজ পর্যন্ত সমগ্র পৃথিবীর চলচ্চিত্র ইতিহাসে একই বছরে কোন একটি দেশের এতোগুলি ছবি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় এতো সম্মানিত হয় নাই। এই সব সাফল্যই বাঙলা ছবির মান বাড়াইতে সমর্থ হইয়াছে, যাহার ফলে প্রযোজকদের মধ্যে এক নূতন চেতনার সাড়া অনুভব করা যাইতেছে। বাঙলা ছবি, আন্তর্জাতিক বাজারে যে কিরূপ আথিক সাফল্য অর্জন করিতেও পারে তাহার দৃষ্টান্ত আনিয়া দিয়াছে "পথের পাঁচালী" ও "অপরাজিত"। লণ্ডনে ছবি দুখানি বিদেশী ছবির জনপ্রিয়তার দিক হইতে রেকর্ড স্থাপনে সক্ষম হয়। এ পর্যন্ত লণ্ডনের প্রদর্শন ইতিহাসে একই পরিচালকের কোন দুখানি ছবির 'যমজ' বুকিং হওয়া ঘটে নাই, যাহা এই দুইখানি ছবির ক্ষেত্রে ঘটিয়াছে। প্যারীসেও "অপরাজিত" এক একটি চিত্রগৃহে ছ'সপ্তাধিক কাল ধরিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। এই দুইখানি ছবির ঘরে ও বাইরে অভূতপূর্ব সমাদর প্রযোজকদের প্রাকৃতিক পটভূমিকার উপযোগী কাহিনী নির্বাচনে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে। ১৯৫৭ সালের ছবিগুলির মধ্যে সামাজিক ছবিরই প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ আছে।

মুক্তিপ্রাপ্ত বাঙলা ছবির বিষয়বস্তুর প্রকার

	১৯৫৭	১৯৫৬	১৯৫৫	১৯৫৪	১৯৫৩	১৯৫২	১৯৫১	১৯৫০
সামাজিক	৩৯	৩২	৩৩	৩৩	২৯	৩৫	২৮	৩৫
ঐতিহাসিক বা দৃশ্যাড়ম্বরযুক্ত	১	৪	৩	২	৫	৭	৪	...
ভক্তিমূলক ও পৌরাণিক	৬	২	৩	৮	৫	৪	২	...

অপরাধ ও বিভীষিকামূলক	২	২	৩	৩	২	৩	৯	৯
হাস্যরসাত্মক	২	৭	৪	৫	৯	১	...	...
জীবন-চরিত	১	২	৩	২	...	১	...	৪
ছবির জন্যই রচিত কাহিনী	৩৭	২৯	২৬	২৯	৩১	৩৪	৩০	৩৮
প্রকাশিত গ্রন্থ হইতে গৃহীত কাহিনী	১৪	২০	২৩	২৪	১৯	১৭	১৩	১০

১৯৫৭ সালের বাঙলা ছবির মধ্যে নাম করার মতো ১০ খানি ছবি হইতেছে—"অন্তরীক্ষ", (রাজেন তরফদার) "পঞ্চতপা" (অসিত সেন), "লৌহকপাট", (তপন সিংহ), "আঁধারে আলো" (হরিদাস ভট্টাচার্য), "জীবন তৃষ্ণা" (অসিত সেন), "হারাণো সুর" (অজয় কর), "রাস্তার ছেলে" (চিত্ত বসু), "চন্দ্রনাথ" (কার্তিক চট্টোপাধ্যায়), "বড়দিদি" (অজয় কর) ও "কাবুলিওয়ালা" (তপন সিংহ)। জনপ্রিয়তা অর্থে দীর্ঘ চলার হিসাব ধরিলে নাম করিতে হয়—"কাবুলিওয়ালা" (৩৯ সপ্তাহ), "হারানো সুর" (৩৬), "তাসের ঘর" (৩৪), "চন্দ্রনাথ" (২৮), "পৃথিবী আমারে চায়" (২৭), "কাঁচামিঠে" (২১), "আঁধারে আলো" (২০) ও "মাথুর" (২০)।

সর্বপ্রথম ভারতীয় চলচ্চিত্র 'হরিশ্চন্দ্র'-এর (নির্বাক) একটি দৃশ্য

বাঙলা ছবির দৈর্ঘ্য

ভারতের তিনটি কেন্দ্রের মধ্যে কলিকাতায় ফিল্ম ব্যবহৃত হয় সর্বাপেক্ষা কম। ইহার কারণ বাঙলা ছবি অন্য দুই অঞ্চলের ছবি অপেক্ষা ছোটই হয়। বাঙলা ছবির গড়পড়তা দৈর্ঘ্য ১২-১৩ হাজার ফিট হয়, সে তুলনায় মাদ্রাজী ছবির দৈর্ঘ্য হয় গড়পড়তা সাড়ে ষোল হাজার ফিট, এবং বোম্বাই ছবির চৌদ্দ হাজার ফিট। শুধু তাহাই নহে, মুক্তিকালিন প্রিন্টও বাঙলাতে অপর দুই কেন্দ্র অপেক্ষা কম সংখ্যক ব্যবহৃত হয়। নীচের ছকটি দ্রষ্টব্য :—

	১৯৫৭	১৯৫৬	১৯৫৫	১৯৫৪	১৯৫৩	১৯৫২	১৯৫১	১৯৫০
মুক্তিপ্রাপ্ত ছবির	(ফিট)	(ফিট)	(ফিট)	(ফিট)	(ফিট)	(ফিট)	(ফিট)	(ফিট)
গড়পড়তা দৈর্ঘ্য	১২.৯০৭	১৩০৯৯.৩৪	১২৬৩৩.২৬	১২২৭৭ ৬৬	১১৭৫৩.২২	১১৬৬০.৪২	১১১৪৫	১১৪৯৮·৬৪
মুক্তিপ্রাপ্ত দীর্ঘতম চিত্র	১৫১২৫	১৫৯৯৪	১৬১৫১	১৬০৪৩	১৪০০০	১৫১৫৭	১৪১০০	১৩৭৭১
মুক্তিপ্রাপ্ত ন্যূনতম দীর্ঘ চিত্র	১৯৮০	১০৫১২	১০২৭০	৯৪৫২	৯৩০৬	৯৪২৫	১০২০০	৯৫০০
প্রথম মুক্তিতে নিয়োজিত প্রিন্ট সংখ্যা	৫৬২	৫৩৬	৪৬৫	৪৬৫	৪১৭	৪৫৫	৩৮৭	৩৩৫
একখানি ছবির জন্য নিয়োজিত								
সর্বাধিক সংখ্যক প্রিন্ট...	১৮	১৮	২১	১৪	১৪	১৮	২৪	১৬

ব্যবসার দিক হইতে বাঙলা চলচ্চিত্র শিল্পের অবস্থা পূর্ব পাকিস্তানের বাজার হস্তচ্যুত হওয়া সত্ত্বেও মোটামুটি ভালোর দিকেই যাইতেছিল। কিন্তু কাঁচা ফিল্ম নিয়ন্ত্রণ বলবৎ হওয়ায় ১৯৪৮-এর শেষ দিক হইতে সঙ্কট আশঙ্কিত হয়। বাঙলা ছবির প্রযোজক সংখ্যায় যেমন, ছবি সংখ্যায় যতো প্রায় ততোগুলি, তেমনি পরিবেশনা ক্ষেত্রেও দেখা যায় গড়পড়তা পরিবেশক পিছু দু'খানি ছবিও পড়ে না। বাঙলা ছবির আর্থিক সাফল্য কিছু কিছু হিন্দী ছবির প্রযোজককেও বাঙলা ছবির পরিবেশনায় উৎসাহিত করিয়াছে।

দাদাভাই ফালকে
ভারতীয় চলচ্চিত্রের জনক

শ্রী ভি. শান্তারাম
'দো আঁখে বারহ্ হাত' চিত্রের পরিচালক

বাঙলা ছবির সাফল্য প্রদর্শকদেরও বিশেষভাবে উৎসাহিত করিয়াছে দেখা যায়। একান্তভাবে বাঙলা ছবির প্রদর্শনের জন্য পূর্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক চিত্রগৃহ আগাইয়া আসিয়াছে।

প্রথম মুক্তিতে নিয়োজিত চিত্রগৃহ

	১৯৫৭	১৯৫৬	১৯৫৫	১৯৫৪	১৯৫৩	১৯৫২	১৯৫১	১৯৫০
কলিকাতায় মোট চিত্রগৃহ	৭৬	৭৮	৭৮	৭৮	৭৬	৬৮	৭০	৬৭
কেবলমাত্র ভারতীয় চিত্র প্রদর্শনে নিয়োজিত	৫৮	৫২	২৮	৩০	৩৫	৩৮	৪৭	৪০
কেবলমাত্র বিদেশী চিত্র প্রদর্শনে নিয়োজিত	৪	২	৪	৪	৫	৫	৭	৬
কেবলমাত্র হিন্দী প্রথমমুক্তি প্রদর্শনে নিয়োজিত	১৬	১৩	১০	১২	৪	৬	৯	১১
কেবলমাত্র বাঙলা প্রথম মুক্তি প্রদর্শনে নিয়োজিত	৮	৬	৫	৪	৩	৩	...	৫
কলিকাতা ও শহরতলীতে প্রথমমুক্তি প্রদর্শনে নিয়োজিত	১৭০	১৫৭	১৪৭	১৩৪	১২৭	১২২	১৩০	১২০

॥ রাষ্ট্রীয় পুরস্কার—১৯৫৭ ॥

(১৯৫৭ সালের রাষ্ট্রপতি স্বর্ণপদক ও সর্বভারতীয় সম্মান-পত্র প্রাপ্যকদের নগদ যথাক্রমে ২৫,০০০৲ ও ১২,৫০০৲ টাকা শিশুচিত্রের জন্য প্রধানমন্ত্রীর স্বর্ণ-পদক ও সর্বভারতীয় সম্মান-পত্র প্রাপ্যকদের যথাক্রমে ২৫,০০০৲ ও ১২,৫০০ টাকা এবং তথ্যচিত্রের জন্য রাষ্ট্রপতি স্বর্ণপদক ও সর্বভারতীয় সম্মান-পত্রের প্রাপ্যকদের যথাক্রমে ৫,০০০৲ ও ২,৫০০৲ টাকা পুরস্কার প্রদানের প্রথা প্রবর্তিত হয়)।

রাষ্ট্রপতি স্বর্ণপদক—"দো আঁখে বারহ হাত" (হিন্দী); প্রযোজনা ও পরিচালনা : ভি. শান্তারাম।

সর্বভারতীয় সম্মান পত্র—"আঁধারে আলো" (বাঙলা); প্রযোজনা : কানন দেবী (প্রথম মহিলা); পরিচালনা : হরিদাস ভট্টাচার্য।

রৌপ্যপদক (আঞ্চলিক শ্রেষ্ঠ)—১। "দো আঁখে বারহ হাত" (হিন্দী); ২। "আঁধারে আলো" (বাঙলা)। ৩। "গৃহ দেবতা" (মারাঠী); প্রযোজনা : স্বরেন চিত্র ; পরিচালনা : মাধব সিন্দে। ৪। "প্রেমদা পুত্রী" (কানাড়ী); প্রযোজক ও পরিচালক : আর নগেন্দ্র রাও। ৫। "পদথা পেইনকিলি" (মালয়লম); প্রযোজনা : নীলা প্রডাকসন্স।

সম্মান-পত্র (আঞ্চলিক)—১। "মাদার ইণ্ডিয়া" (হিন্দী); প্রযোজনা ও পরিচালনা : মেহবুব খান। ২। "হারানো স্বর" (বাঙলা); প্রযোজনা : উত্তমকুমার ; পরিচালনা : অজয় কর। ৩। "মুসাফির" (হিন্দী); প্রযোজনা ও পরিচালনা : হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়। ৪। "লৌহ কপাট" (দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠ বাঙলা ছবি); প্রযোজনা : প্রমোদ লাহিড়ী ; পরিচালনা : তপন সিংহ। ৫। "মাক অরু মোরম" (অসমীয়া); প্রযোজনা : ব্রজেন বড়ুয়া। ৬। "মুদালালি" (তামিল); প্রযোজনা : এম. এ. বেণু ; পরিচালনা : বি. শ্রীনিবাসন। ৭। "ভাগ্যরেখা" (তেলেগু); প্রযোজনা ; পোন্নালুরি ব্রাদার্স। ৮। "থোড়ি কোদাল্লু" (তেলেগু) প্রযোজনা ; অন্নপূর্ণা পিকচার্স ; পরিচালনা : এ. সুব্বা রাও।

প্রধানমন্ত্রী স্বর্ণপদক* (শিশুচিত্র)—"হম পন্‌ছি এক ডাল কে" (হিন্দী); প্রযোজনা : এ. ভি. মায়াপ্পন।

---

* রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রবর্তন হইতে এই বারেই প্রথম এই পদক প্রদত্ত হয়।

প্রতিভার স্বীকৃতি

ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মশ্রী' উপাধিতে ভূষিত (১৯৫৭-১৯৫৮)

শ্রীমতী দেবিকা রাণী (রোয়েরিক)

শ্রীমতী নার্গিস (ফতিমা রসিদ)

শ্রীদেবকীকুমার বসু

* শ্রীমতী দুর্গাবাঈ খোটে

সর্ব-ভারতীয় সম্মান-পত্র (শিশু চিত্র)—"জন্মতিথি" (বাঙলা) ; প্রযোজনা : বিভূতি ছুই ; পরিচালনা : দিলীপ মুখোপাধ্যায়।

রাষ্ট্রপতি স্বর্ণপদক (তথ্যচিত্র)—"এ হিমালয়ান ট্যাপেস্ট্রী" ; প্রযোজনা : বার্মা শেল ; পরিচালনা : মোহন ভাবনানী।

সর্ব-ভারতীয় সম্মান-পত্র (তথ্যচিত্র)—১। "মাণ্ডু" (ফিল্মস ডিভিসন), প্রযোজনা : এজরা মীর ; পরিচালনা ; নীল গোখেল। ২। "ধরতি কি ঝঙ্কার" (ফিল্মস ডিভিসন) ; পরিচালনা। ভাস্কর রাও।

মোট ৬৬খানি কাহিনী চিত্র প্রতিযোগিতায় যোগদান করে। ইহার মধ্যে একখানি হিন্দী ও একখানি তামিল ছবিকে বাতিল করা হয় কারণ ছবি দুখানি পূর্বে পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবির পুনঃসংস্করণ। একখানি ছবি সম্পূর্ণ ভারতীয় নয় বলিয়া বাতিল হয় ; একখানি ছবির দুটি বিভিন্ন সংস্করণ পেশ করার দরুণ বাতিল হয়। একখানি বাঙলা ও একখানি হিন্দী ছবিকে পরে শিশুচিত্র বিভাগে প্রবিষ্ট করানো হয় এবং দুখানি ছবির প্রিণ্ট শেষ পর্যন্ত পাঠানো হয় নাই। ভাষার ভিত্তিতে প্রতিযোগিতায় যোগদানকারি ছবির সংখ্যা —হিন্দী : ১৮ ; মারাঠি : ২ ; বাঙলা : ১৩ ; অসমীয়া : ৩ ; তামিল : ৬ ; কানাড়ী : ৪ ; তেলেগু : ৯ ; এবং মালয়লম : ২—মোট ৫৭। ছবিগুলির প্রাথমিক নির্বাচন সম্পন্ন করেন বোম্বাই, কলিকাতা ও মাদ্রাজের আঞ্চলিক নির্বাচকমণ্ডলী এবং কেন্দ্রীয় নির্বাচকমণ্ডলীর বিচারের জন্য ছবি পাঠায়, বোম্বাই—হিন্দী ও মারাঠী ১ ; কলিকাতা —বাঙলা ৩ ও অসমীয়া ১, এবং মাদ্রাজ—তামিল ১ ; তেলেগু ২ ; কানাড়ী ১ ও মালয়লম ১। তথ্যচিত্র বিভাগে আঞ্চলিক সেন্সর অফিসার বা প্রযোজকদের নিজেদের দ্বারা ৪৪ খানি ছবি যোগদান করে। এর মধ্যে ২৬ খানি ছিল ২,০০০ ফিট বা কম দৈর্ঘ্যের ; ১৪ খানি ২,০০০ হইতে ৪,০০০ ফিট দৈর্ঘ্যের এবং ৪ খানি পুর্ণ দৈর্ঘ্যের। শিশুচিত্র বিভাগে যোগদান করে ২খানি হিন্দী, ১ খানি বাঙলা ও একখানি হিন্দী ছোট ছবি।

চলচ্চিত্র রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের নিয়মাবলী

১। চলচ্চিত্র রাষ্ট্রীয় পুরস্কারের উদ্দেশ্য হইতেছে আধ্যাত্মিক ও শিল্পিক এবং শিক্ষামূলক ও সংস্কৃতিমূলক চিত্র নির্মাণে উৎসাহ দান করা।

* শ্রীমতী খোটে সঙ্গীত নাটক আকাদমি কর্তৃক পুরস্কৃত হইয়াছেন ; ইনি 'পদ্মশ্রী' পান নাই।

২। নিম্নলিখিত পুরস্কার প্রবর্তিত হইয়াছে: *

সর্বভারতীয় পুরস্কার: (ক) শ্রেষ্ঠ চিত্রের জন্য রাষ্ট্রপতির স্বর্ণ পদক এবং পরবর্তী দুখানি চিত্রের জন্য সম্মান পত্র। (খ) শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্য চিত্রের জন্য রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক ও পরবর্তী দুখানি প্রামাণ্য চিত্রের জন্য সম্মান-পত্র। (গ) শ্রেষ্ঠ শিশুচিত্রের জন্য প্রধানমন্ত্রীর স্বর্ণপদক এবং পরবর্তী দুখানি চিত্রের জন্য সম্মান-পত্র।

আঞ্চলিক পুরস্কার: প্রতি ভারতীয় ছবির জন্য রাষ্ট্রপতির রৌপ্যপদক, এবং পরবর্তী দুখানি ছবির জন্য সম্মান-পত্র।

৩। পুরস্কারগুলি গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক ঘোষিত কোন তারিখে প্রতি বৎসর প্রদত্ত হইবে।

৪। পূর্ববর্তী বৎসরে কেন্দ্রীয় সেন্সর বোর্ড কর্তৃক সাধারণ্যে প্রদর্শনের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত সকল কাহিনী-চিত্র, প্রামাণ্য ও শিশুচিত্রের নির্বাচনে যোগদানের যোগ্যতা আছে। প্রযোজক বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রদত্ত যে কোন ব্যক্তি যোগদান করাইতে পারেন। 'প্রামাণ্য-চিত্র' অর্থে বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বা শিক্ষাবিষয়ক চিত্রও বুঝাইবে।

৫। ইহা ছাড়া, কেন্দ্রীয় সেন্সর বোর্ডের আঞ্চলিক অধ্যক্ষগণও কোন কাহিনী-চিত্র, প্রামাণ্য-চিত্র বা শিশু-চিত্র সুপারিশ করিতে পারিবেন।

৬। যোগদানের জন্য কোন ফি লওয়া হইবে না, কিন্তু যোগদানকারীকে নিজ ব্যয়ে একটি প্রিণ্ট এবং ছবিখানি হিন্দী ও ইংরাজী ছাড়া অন্য কোন ভাষায় হইলে ইংরাজীতে চিত্রনাট্য বা কাহিনীসার এবং প্রচার সামগ্রী, যেরূপ নির্দেশ দেওয়া হইবে সেইমতো কেন্দ্রীয় সেন্সর বোর্ডের কোন আঞ্চলিক অধ্যক্ষের নিকট পাঠাইতে হইবে। যোগদানের আবেদনের সহিত চিত্রখানির বিশদ পরিচয়, যথা চিত্রের নাম, মাপ, ভাষা, দৈর্ঘ্য, প্রযোজকের নাম, সেন্সর সার্টিফিকেট প্রাপ্তির তারিখ এবং মুক্তির তারিখ জানাইতে হইবে।

৭। পুরস্কার সূত্রে কোন্ ছবি কাহিনী-চিত্র, কোন্ ছবি প্রামাণ্য-চিত্র বা কোন্ ছবি শিশু-চিত্র সে বিষয়ে ভারত গভর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্তই পাকা হইবে।

৮। সাধারণত, কোন ছবি যাহা ডাব করা সংস্করণ, পুনর্নির্মাণ বা অপর কোন ছবির অবলম্বন তাহা পুরস্কারের জন্য বিবেচিত হইবে না। তবে, গভর্ণমেণ্ট

*** বর্তমান বৎসর হইতে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক প্রাপ্ত চিত্রকে নগদ ২৫,০০০ টাকা, সর্বভারতীয় সম্মান-পত্র প্রাপ্তকে ১২৫০০ টাকা; শ্রেষ্ঠ প্রামাণ্যচিত্রকে ৫,০০০ টাকা এবং ঐ পর্যায়ে সর্বভারতীয় সম্মান-পত্র প্রাপ্তকে ২,৫০০ টাকা; স্বর্ণপদক প্রাপ্তকে, ২৫,০০০ টাকা ও ঐ পর্যায়ে সর্বভারতীয় সম্মান-পত্র প্রাপ্তকে ১২,৫০০ টাকা প্রদানের নিয়ম প্রবর্তিত হইয়াছে। মোট অর্থের ⅕ ভাগ সংশ্লিষ্ট চিত্রের পরিচালকের প্রাপ্য।**

কোন বিশেষ ক্ষেত্রে, যদি সন্তুষ্ট হন যে ডাব করা, বা অবলম্বিত বা পুনর্নির্মিত ছবিখানি কাহিনীর ব্যঞ্জনায় নূতনতর কৃতিত্বের পরিচায়ক তাহা হইলে সে ছবিকে পুরস্কারে যোগদান করিতে দিতে পারিবেন।

৯। পুরস্কারে যোগদানের জন্য গভর্ণমেণ্ট কোন নির্ধারিতকালে আবেদন আমন্ত্রণ করিবেন, যাহা গভর্ণমেণ্টের ইচ্ছানুসারে কোন বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম ঘটানো যাইতে পারিবে।

১০। ছবি ও তৎসংক্রান্ত প্রচার সামগ্রী পাঠানো ও আনানোর পরিবহন ব্যয় যোগদানকারীকে বহন করিতে হইবে।

১১। সকল ছবিই মালিকের দায়িত্বে থাকিবে, এবং গভর্ণমেণ্ট ছবিগুলির উপর সম্ভাব্য যত্ন লইলেও গভর্ণমেণ্টের কাছে থাকা কালে হারানো বা কোনরূপ ক্ষতির দায়িত্ব লইতে পারিবেন না।

১২। ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক নিযুক্ত তিনটি আঞ্চলিক কমিটি পুরস্কারের জন্য যোগদানকারী কাহিনীচিত্রগুলিকে নিম্নোক্ত ভাষানুসারে প্রাথমিকভাবে বিচার করিবেন:—বোম্বাইয়ের আঞ্চলিক কমিটি: হিন্দী (উর্দু ও হিন্দুস্থানী সমেত), মারাঠী, পাঞ্জাবী, গুজরাটি ও ইংরাজী। কলিকাতার আঞ্চলিক কমিটি: বাঙলা, অসমীয়া ও ওড়িয়া। মাদ্রাজের আঞ্চলিক কমিটি: তামিল কানাড়ী ও মালয়ী।

১৩। প্রত্যেক আঞ্চলিক কমিটিতে থাকিবেন:—

(ক) গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক মনোনীত একজন চেয়ারম্যান।

(খ) যে ভাষার অঞ্চল সেই অঞ্চলের রাজ্য গভর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শক্রমে ভারত গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক মনোনীত সংস্কৃতি, শিল্প ও সাহিত্যে চারজনের অনধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি।

(গ) চলচ্চিত্র শিল্পের প্রতিনিধিত্ব পর্যায়ের নামের গোষ্ঠী তালিকা হইতে ছবির মূল্যায়নে কলাকৌশলের মান, উপস্থাপন পারিপাট্য, পরিচালনা ও বিন্যাসের গুণ নির্ধারণে সক্ষম গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক মনোনীত তিনজনের অনধিক ব্যক্তি।

১৪। আঞ্চলিক কমিটিগুলি কেন্দ্রীয় কমিটির বিবেচনার জন্য প্রতি ভাষার তিনখানি ছবি গুণানুসারে অনুমোদন করিতে পারিবেন।

১৫। কেন্দ্রীয় কমিটিতে থাকিবেন:—

(ক) গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক মনোনীত একজন চেয়ারম্যান।

(খ) আঞ্চলিক কমিটি তিনটির চেয়ারম্যানবৃন্দ। (গ) গভর্ণমেণ্ট মনোনীত সংস্কৃতি, শিল্প ও সাহিত্যের চারজনের অনধিক বিশিষ্ট ব্যক্তি। (ঘ) চলচ্চিত্র শিল্পের প্রতিনিধি পর্যায়ের নামের গোষ্ঠী তালিকা হইতে ছবির মূল্যায়নে কলা-

কৌশলের মান, উপস্থাপন পারিপাট্য, পরিচালনা ও বিন্যাসের গুণ নির্ধারণে সক্ষম গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক মনোনীত তিনজনের অনধিক ব্যক্তি। (ঙ) গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক মনোনীত কেন্দ্রীয় সেন্সর বোর্ডের একজন সদস্য।

১৬। কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক কমিটির সদস্যপদ অবৈতনিক, কিন্তু গভর্ণমেণ্ট যখন যেরূপ যাতায়াত ও যানবাহন খরচ অনুমোদন করিবেন, সদস্যদের তাহা দেওয়া যাইতে পারে।

১৭। কেন্দ্রীয় কমিটি আঞ্চলিক কমিটিগুলির অনুমোদন বিবেচনা করিয়া ক্রমিক গুণানুসারে অনুমোদন করিবেন: (ক) সর্ব-ভারতীয় পুরস্কারের জন্য শ্রেষ্ঠ তিনখানি কাহিনী চিত্র। (খ) আঞ্চলিক পুরস্কারের জন্য ইংরাজী ছাড়া শ্রেষ্ঠ তিনখানি কাহিনী চিত্র।

কেন্দ্রীয় কমিটি লিখিতভাবে রেকর্ডে থাকিবে এরূপ কারণ দেখাইয়া আঞ্চলিক কমিটিগুলির রেকর্ড চাহিয়া পাঠাইতে পারিবেন এবং পুরস্কারের জন্য যোগদান হয়তো করিয়াছে, অথচ আঞ্চলিক কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত হয় নাই এরূপ ছবি পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

১৮। কেন্দ্রীয় কমিটি পুরস্কারের জন্য যোগদানকারী প্রামাণ্য চিত্র ও শিশু-চিত্রগুলিও পরীক্ষা করিবেন এবং প্রত্যেক পর্যায়ের শ্রেষ্ঠ ছবি তিনখানি মনোনীত করিবেন।

১৯। আঞ্চলিক কমিটিগুলি ও কেন্দ্রীয় কমিটি ছবি পরীক্ষা বিষয়ে নিজেদের পদ্ধতি অবলম্বন করিতে পারিবেন।

২০। আঞ্চলিক কমিটির সদস্য উপস্থিতির ন্যূনতম সংখ্যা হইবে চার, এবং কেন্দ্রীয় কমিটির ছয়। কেন্দ্রীয় আঞ্চলিক কমিটির নির্ধারণ উপস্থিত সদস্যদের অধিক সংখ্যার মতে হইবে।

২১। কোন ভাষার বা পর্যায়ের কোন ছবিই পুরস্কারের উপযুক্ত নিরীখে পড়িবার মতো নয় বলিয়া মত দেওয়াতে আঞ্চলিক কমিটিগুলির বা কেন্দ্রীয় কমিটির নির্ধারণ নিয়ন্ত্রিত করার কিছু এই আইনে থাকিবে না।

২২। কেন্দ্রীয় কমিটির মনোনয়ন অনুমোদনের জন্য গভর্ণমেণ্টের নিকট পেশ করিতে হইবে।

২৩। কোন ছবি পুরস্কারের যোগ্য বিবেচিত হইবে মাত্র তিনটি পর্যায়ে যথা—কাহিনী চিত্র, প্রামাণ্য চিত্র ও শিশু চিত্র। তবে একই ছবিকে সর্বভারতীয় এবং সেই আঞ্চলিক পুরস্কারও দেওয়া যাইতে পারিবে।

২৪। আঞ্চলিক কমিটিগুলি ও কেন্দ্রীয় কমিটি যাহা সম্ভব বিবেচিত হইবে এরূপ স্থানে ও সময়ে পরীক্ষা করিবেন।

২৫। যে ছবি পুরস্কার লাভ করে তাহার একটি চালু প্রিণ্ট ছবিখানির প্রযোজক বা তাহার ক্ষমতাপ্রদত্ত ব্যক্তিকে রেকর্ড রাখিবার জন্য নিজ ব্যয়ে গভর্ণমেণ্টকে দিতে হইতে পারে।

২৬। পুরস্কার বিতরণের জন্য অনুষ্ঠান গভর্ণমেণ্ট যেরূপ বিবেচনা করিবেন সেই স্থানে হইবে।

ফিল্মস ডিভিসনের কার্য বিবরণী

১৯৫৭ তে ফিল্মস ডিভিসন নিজেদের ইউনিট দ্বারা তথ্য চিত্র নির্মাণ করে ৫০ খানি (১·২ রীল); এ ছাড়া ছোটদের "ফিল্ম ম্যাগাজিন" তোলা হয় ৩ খানি। ১১ খানি (২০ রীল) তথ্য চিত্র বিশেষ ভাবে আহূত প্রযোজকদের দ্বারা নির্মাণ করানো হয়; ৬ খানি ছবি রাজ্য সরকার ও অন্যান্য সূত্র হইতে গ্রহণ করা হয়। এইভাবে ফিল্মস ডিভিসন কর্তৃক ছোট তথ্য চিত্র নির্মিত ও পরিবেশিত হয় ৭০ খানি (১৩৩ রীল)। বৎসরান্তে ফিল্মস ডিভিসনের হাতে ৮৫ খানি এবং স্বতন্ত্র প্রযোজকদের হাতে ৫৩ খানি তথ্য চিত্র নির্মীয়মাণ অবস্থায় পাওয়া যায়। আট রীলের পূর্ণ দৈর্ঘ ভারতীয় নৃত্যের রঙীন ছবি "ধরতি কি ঝঙ্কার" মুক্তিদানের ব্যবস্থা হইতেছে। ইতিপূর্বে তথ্য-চিত্রগুলি পাঁচটি ভাষায় মুক্তিদান করা হইত, অতঃপর সংবিধানের ১৪টি ভারতীয় ভাষাতেই মুক্তিদানের ব্যবস্থা হইয়াছে।

সংবাদ-চিত্র প্রতি সপ্তাহে হিন্দী, বাঙলা, তামিল, তেলেগু ও ইংরাজীতে মুক্তিদানের ব্যবস্থা অব্যাহত থাকে। আঞ্চলিক সংবাদ চিত্র পরিবেশনের প্রস্তাব বিচারাধীন আছে।

ভারতের ৩৬৫০টি চিত্রগৃহের জন্য প্রতি সপ্তাহে ১৫৩ খানি প্রিণ্ট সরবরাহ হইয়া থাকে; বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষায় মুক্তিদান ব্যবস্থায় প্রিণ্টের সংখ্যা সপ্তাহে ১৭২ খানিতে দাঁড়াইয়াছে, চিত্র ব্যবসায়ীদের চাপে পড়িয়া ফিল্মস ডিভিসনের ছবির ভাড়ার হার পরিবর্তন করা হইয়াছে। ১৯৫৮র ১লা এপ্রিল হইতে ভাড়ার হার :—

(ক) সপ্তাহে মোট বিক্রয় ৫০০৲ টাকার অনধিক ক্ষেত্রে ভাড়া ২·৫০ নয়া পয়সা সপ্তাহে; এবং (খ) সাপ্তাহিক মোট বিক্রয় ৫০০৲ টাকার উর্ধ্বে হইলে ১% প্রতি সপ্তাহে।

প্রিণ্টের মূল্য হ্রাস করানোয় ৩,২৮৮টি প্রিণ্ট বিক্রয় হইয়াছে। অব্যবসায়িক কারণে প্রদর্শনের জন্য ৫৮৮টি বিনা ভাড়ার চাহিদা পূরণ করা হয়। প্রচার ব্যাপারে বিভিন্ন রাজ্য সরকার, সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা বিভাগ, পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা সংস্থা,

রেলওয়ে, সমাজ শিক্ষাকেন্দ্র, সামরিক তথ্যবিভাগ প্রভৃতির কাজের জন্য ৬৮৮৬টি প্রিণ্ট সরবরাহ করা হয়। একটি সমুদ্রগামী জাহাজে তথ্য চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা অব্যহত থাকে।

বিদেশে অবস্থিত ভারতের ৬৫টি দূতাবাসে ছবি সরবরাহ করা হয়; মাসিক সংবাদ-চিত্র পাঠানো হয় ২৭টি দূতাবাসে। ইন্দোচীন ও মিশরে অবস্থিত ভারতীয় সৈন্যদের কাছেও ছবি পাঠানো হয়। লণ্ডনের বি. বি. সি, এবং থাইল্যাণ্ড, রাশিয়া, ব্রিটিশ পূর্ব আফ্রিকা, মরিশাস ও চীনের চিত্রগৃহে ভারতীয় সংবাদ-চিত্র প্রদর্শনের ব্যবস্থা পূর্ববৎ চালু আছে এবং ইউরোপ, জাপান ও অস্ট্রেলিয়ার টেলিভিসনে প্রদর্শনের কথাবার্তা চলিতেছে।

ব্যবসায়িক সূত্রে, কেবলমাত্র তথ্য-চিত্রের সম্পূর্ণ প্রদর্শনী জনপ্রিয় করার চেষ্টা হয় এবং দেশের বিভিন্ন স্থান মিলাইয়া ঐরূপ ১৬৫টি প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়; কোন কোন রাজ্য ঐরূপ প্রদর্শনীর উপর হইতে প্রমোদ-কর রহিত করিয়া দেন। প্রধান প্রধান শহরে এইরূপ প্রদর্শনী নিয়মিত করার চেষ্টা চলিতেছে। দিল্লীর ফিল্মস ডিভিসনের প্রেক্ষাগৃহে ১৯৫৭র ১৬ই ডিসেম্বর হইতে প্রতিদিন সকাল ও সন্ধ্যায় ২৫ নয়া পয়সা প্রবেশ মূল্যে দুটি করিয়া তথ্য ও সংবাদ-চিত্রের প্রদর্শনী নিয়মিত চলিয়া আসিতেছে।

ফিল্মস ডিভিসনের ছবিগুলির মধ্যে "যাদুস্পর্শ" মিলানের ৮ম আন্তর্জাতিক নমুনা প্রদর্শনীতে "ডিপ্লোমা অফ অনার" অর্জন করে; হেলসিঙ্কিতে অনুষ্ঠিত ইণ্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অফ অকুপেসানল হেলথ প্রদর্শনীতে "ওয়াণ্ডার অফ ওয়ার্ক" প্রথম পুরস্কার প্রাপ্ত হয়; "খেদায়, হাতি ধরা" ছবিখানি রোমে অনুষ্ঠিত ৩য় আন্তর্জাতিক সিনেমাটোগ্রাফিতে রৌপ্য কাপ ও ডিপ্লোমা লাভ করে। মস্কোর উৎসবেও ছবিখানি একটি ব্রোঞ্জ পদক পায়।

১৯৫৭-র ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ৯মাসে ফিল্মস ডিভিসনের আয় হয় ৩২,৮০,৪৮৫ টাকা ১৯৫৭-৫৮ সালের আয় সম্ভাবনা ৪৫,৯৭,,৭০০ টাকা।

সেন্সর বোর্ড

১৯৫২-র সিনেমাটোগ্রাফ আইন অনুসারে কেন্দ্রীয় সেন্সর বোর্ড মোট ২,৯৫১ খানি ছবি পরীক্ষা করেন। ১৯৫১ সালের সিনেমাটোগ্রাফ (সেন্সরসিপা) আইনের ২৬ ধারা অনুযায়ী ৬৫ খানি পূর্ণ দৈর্ঘ, ৩৭ খানি ট্রেলার ও ৭ খানি ছোট ছবি পুনর্বিবেচনার জন্য পেশ করা হয়। মোট সংখ্যার মধ্যে ১,৯২৯ খানি 'ইউ' (সর্বসাধারণের জন্য) ও ৯৪ খানি বিদেশী ছবি 'এ' (প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য) সার্টিফিকেট পায়। এই অনুপাতে ভারতীয় ছবির মধ্যে 'ইউ' পায় ৮৭৩ খানি

এবং 'এ' সার্টিফিকেট পায় ৭ খানি ছবি। ৩৮ খানি পূর্ণ দৈর্ঘ, ২৪ ট্রেলর ও ৫খানি ছোট ছবিকে সাধারণ্যে প্রদর্শন নিষিদ্ধ করা হয়—এর মধ্যে ভারতীয় ছবি ১০খানি পূর্ণ দৈর্ঘ্য ও ১খানি ট্রেলর। কাটিয়া বাদ দেওয়া মোট ফিটের পরিমাণ ৭৩,৬১৫। বোর্ড কর্তৃক ৮৯২ খানি ছবি মুখ্যত শিক্ষামূলক বলিয়া ঘোষিত হয়। ১৯৫৭ সালে বোর্ড কর্তৃক সার্টিফিকেট প্রদত্ত ভারতীয় ছবির সংখ্যা:

৩৫ মিঃ মিঃ		১৬ মিঃ মিঃ	
পূর্ণ দৈর্ঘ	২৯২	৮০০ ফিটের অধিক দৈর্ঘ্যের ছোট ছবি	৭
২,০০০ ফিটের অধিক দৈর্ঘ্যের ছোট ছবি	৪১	৮০০ ফিটের অনধিক দৈর্ঘের ছোট ছবি	২৪
২০০০ ফিটের অনধিক দৈর্ঘ্যের ছোট ছবি	৫১৬	মোট	৮৮০

সার্টিফিকেটের মেয়াদ পাঁচ বৎসর অতিক্রম করে এমন ৮৮৩ খানি ছবিকে পুনরায় সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়। ইহার মধ্যে ১৩ খানিকে 'এ' সার্টিফিকেট দেওয়া হয়, এবং ৩খানি পূর্ণ দৈর্ঘ ও ২ খানি ট্রেলারকে সার্টিফিকেট অগ্রাহ্য করা হয়। ৪ খানি ছবি সম্পর্কে 'পুনর্বিবেচনা কমিটির' নিকট আবেদন পাঠান হয়। এই বৎসর হইতে সার্টিফিকেটের মেয়াদ ৫ বৎসরের স্থলে ১০ বৎসর করা হইয়াছে

১১ খানি বিদেশী ও ২খানি ভারতীয় ছবি সম্পর্কে বোর্ডের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ১৯৫২ সালের সিনেমাটোগ্রাফ আইনের ৫ ধারা অনুসারে গভর্ণমেণ্টের কাছে আপীল পাঠানো হয়। কিন্তু আলোচ্য কোন ছবির ক্ষেত্রেই গভর্ণমেণ্ট বোর্ডের সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের হেতু পান নাই। গভর্ণমেণ্ট ৩ খানি ছবির সার্টিফিকেট নাকচ করিয়া দেন। জনসাধারণের অনুযোগক্রমে কেন্দ্রীয় গভর্ণমেণ্ট সেন্সর বোর্ড কর্তৃক সর্বসাধারণ্যে প্রদর্শনের সার্টিফিকেট প্রদত্ত তিনখানি ছবি পরীক্ষা করেন—দুখানি ছবি কোন কোন অংশ কাটিয়া বাদ দিবার নির্দেশ দেওয়া হয়, এবং অপর ছবিখানি এখনো বিচারাধীন।

বিবিধ পরিসংখ্যান

ভারতীয় ছবি বর্তমানে আফগানিস্তান, এডেন, ব্রহ্মদেশ, কাম্বোডিয়া, সিংহল, ইরাণ, ইন্দোনেশিয়া, কেনিয়া, নেপাল, পাকিস্তান, সুদান, সিঙ্গাপুর, থাইল্যাণ্ড, ত্রিনিদাদ, চীন, রাশিয়া, ইংল্যাণ্ড ফ্রান্স, চেকোশ্লোভাকিয়া প্রমুখ ৫০টি দেশে প্রদর্শিত হয়। ১৯৫৭ সালে ভারতীয় ছবির বাবদ মোট ১,৫৪,০০,০০০ ফিট ফিল্ম রপ্তানী হয়, যাহা হইতে বিদেশী মুদ্রায় ভারতের আয় হয় ৭২,৪৫,০০০ টাকা।

ভারতীয় চিত্রের সংখ্যা

	১৯৩৭	১৯৪০	১৯৪৩	১৯৪৭	১৯৫০	১৯৫৩	১৯৫৫	১৯৫৭
হিন্দী	১০২	৮৬	১০৮	১৮৬	১১৫	৯৭	১২৬	১১৬
গুজরাটি	—	১	—	১১	১৩	—	৩	—
মারাঠী	১১	১০	৫	৬	১৯	২১	১২	১৪
বাঙলা	১৬	১৬	২১	৩৮	৪২	৫০	৫০	৫১
তামিল	৩৭	৩৬	১৩	২৯	১৯	৪২	৪৬	৪৫
তেলেগু	১০	১৮	৬	৬	১৮	২৯	২৪	৩৬
কানাড়ী	৩	—	৪	৫	১	৭	১৫	১৪
পাঞ্জাবী	—	৭	—	—	৪	৩	—	২
মালয়লম	—	১	২	—	৬	৭	৭	৭
অন্যান্য	—	—	২	৭	৪	১৪	২	৫
মোট	১৭৯	১৭১	১৫৯	২৮৮	২৪৯	২৭০	২৮৫	২৯০

কাঁচা ফিল্ম আমদানী

সাল (এপ্রিল-মার্চ) :	লক্ষ ফিট :	মূল্য-লক্ষ টাকা :
১৯৪৫-৪৬	৮০৮·৯৪	২৯·০৫
১৯৪৬-৪৭	১২৮৬·১৩	৫৪·১১
১৯৪৭-৪৮	১৭৪২·০০	৭৯·৯৬
১৯৪৮-৪৯	১৫৬৪·১৬	৭৬·৯৬
১৯৪৯-৫০	১৭৮৭·৫০	৯৫·৩০
১৯৫০-৫১	২০৮৫·৩৮	১২৫·৫০
১৯৫১-৫২	১৯৮১·৭৪	১৩৫·৫৫
১৯৫২-৫৩	২৪৭৯·৪১	১৬৬·২৭
১৯৫৩-৫৪	২০৭৪·৪৬	১৫৪·৮৯
১৯৫৪-৫৫	২০৪১·১৫	১৫১·১৭
১৯৫৫-৫৬	৩০০৯·৫৫	২২২·১৬
১৯৫৬-৫৭	২৭০০·৬১	২০৩·২৬

॥ ভারতীয় চলচ্চিত্রের দিগ্‌দর্শন ॥

১৮৯৬ লুমিয়ের ভ্রাতৃদ্বয় ৭ই জুলাই বোম্বাই-এ প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শন করেন।

১৯০৭ জে. এফ. ম্যাডান কলিকাতায় প্রথম প্রেক্ষাগৃহ স্থাপন করেন।

১৯১২ দাদাভাই ফালকে সর্বপ্রথম 'হরিশ্চন্দ্র' নামে ৩৭০০ ফুটের একখানি ছবি নির্মাণ করেন। ছবিখানা বোম্বাই-এর করোনেশন সিনেমায় ১৯১৩ সালের এপ্রিল মাসে মুক্তিলাভ করে।

১৯১৭ জে. এফ. ম্যাডান প্রযোজিত 'নলদময়ন্তী' বাংলায় প্রথম নির্বাক চিত্র।

১৯১৮ চিত্র প্রদর্শনীর লাইসেন্স পদ্ধতি চালু করিবার জন্য ভারতীয় চলচ্চিত্র আইন প্রণয়ন করা হয়।

১৯২০ চলচ্চিত্রের সেন্সর করা প্রবর্তিত হয়।

১৯২৯ কলিকাতার এলিফিনষ্টোন পিকচার প্যালেসে 'মেলোডি অব লাভ' নামে একখানি সবাক ছবি সর্বপ্রথম প্রদর্শিত হয়।

১৯৩১ 'আলম আরা' প্রথম ভারতীয় সবাক চিত্র। হিমাংশু রায় প্রযোজিত 'কর্ম' প্রথম ভারতীয় ইংরেজী ছবি।

১৯৩১ 'জামাই ষষ্ঠী' বাঙলা প্রথম সবাক চিত্র।

১৯৩২ 'চণ্ডীদাস' চিত্রে প্রথম প্লে ব্যাক প্রবর্তন করা হয়।

১৯৩৩ 'সৈরিন্ধ্রী' প্রথম রঙীন চিত্র।

১৯৪২ ভারত সরকার 'ইনফরমেশন ফিল্মস অব ইণ্ডিয়া'র কার্য আরম্ভ করেন।

১৯৪৯ ভারত সরকার 'ফিল্ম এনকোয়ারী কমিটি' গঠন করেন।

১৯৪৯ কাহিনী চিত্রের দৈর্ঘ্য নিয়ন্ত্রণ করিয়া এগার হাজার ফুটে নির্দিষ্ট হয়। ট্রেলারের দৈর্ঘ্য চারশো ফুট।

১৯৫১ কেন্দ্রীয় ফিল্মস্ সেন্সর বোর্ড ১৫ই জানুয়ারী বোম্বাই-এ স্থাপিত হয়।

১৯৫২ বোম্বাই-এ আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের সূচনা হয় ২৪শে জানুয়ারী।

১৯৫৪ ভারতসরকার রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রদান সুরু করেন।

১৯৫৫ দিল্লীতে চলচ্চিত্র আলোচনী সভা—'ফিল্ম সেমিনারে'র উদ্বোধন হয়।

১৯৫৬ কান্‌সয়ে "পথের পাঁচালী" "শ্রেষ্ঠ মানবিক প্রামাণ্য চিত্র" হিসাবে পুরস্কার·লাভ। রাশিয়ায় ভারতীয় চলচ্চিত্রোৎসব। ভারতব্যাপী সবাক চিত্রের রজত জয়ন্তী উৎসব।

১৯৫৭ ভেনিস আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে "অপরাজিত"র ও কার্লোভি-ভারিতে "জাগতে রহো"র প্রথম স্থান অধিকার; পশ্চিম বার্লিনে "কাবুলি-ওয়ালা"র শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতের জন্য পুরস্কার লাভ। এডিনবরায় "পথের পাঁচালী"র সেল্‌জনিক পুরস্কার লাভ ও সানফ্রানসিস্কো আন্তর্জাতিক উৎসবে প্রথম স্থান অধিকার। "গৌতম বুদ্ধ"র ক্যান্‌সে সম্মান পত্র লাভ।

খেলাধূলা

[**দ্রষ্টব্য ঃ** পাঠকের সুবিধার জন্য আমরা খেলাধূলা অধ্যায়টিকে 'আন্তর্জাতিক' ও 'ভারতীয়' এই দুইটি বিভাগে বিভক্ত করিয়াছি। প্রথমে আন্তর্জাতিক বিভাগ ও অতঃপর ভারতীয় বিভাগের বিবরণ দেওয়া হইল।—সঃ বঃ]

আন্তর্জাতিক লন্ টেনিস ঃ ডেভিস কাপ

ডেভিস কাপ লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার প্রতিষ্ঠাতার নাম Dwight Filley Davis. ইনি আমেরিকার একজন খ্যাতনামা টেনিস খেলোয়াড় ছিলেন। ডেভিস কাপ জয়লাভের অর্থ দলগত বিভাগে বিশ্ব খেতাব লাভ। ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতা প্রথম সুরু হয় ১৯০০ সালে। দুটি মহাযুদ্ধের দরুণ ১৯১৫-১৯১৮ এবং ১৯৪০-৪৫ সাল পর্যন্ত খেলা স্থগিত ছিল। তাহা ছাড়া ১৯০১ এবং ১৯১০ সালে ডেভিস কাপ বিজয়ী দেশ যথাক্রমে আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলেশিয়াকে চ্যালেঞ্জ করা হয় নাই। অর্থাৎ ঐ দুই বছরও খেলা হয় নাই। ফলে আমেরিকা এবং অষ্ট্রেলেশিয়া 'ওয়াকওভার' পায়। ১৯০৫ সাল হইতে ১৯২২ সাল পর্যন্ত অষ্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যাণ্ড একত্র হইয়া অষ্ট্রেলেশিয়া নামে ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় যোগদান করিয়াছে। ১৯২৩ সাল হইতে এই দুইটি দেশ পৃথকভাবে প্রতিযোগিতা করিতেছে।

এ পর্যন্ত মাত্র চারিটি দেশ ডেভিস কাপ পাইয়াছে।—আমেরিকা ১৮ বার (একবার ওয়াকওভার), অষ্ট্রেলিয়া ১৫ বার (একবার ওয়াকওভার; অষ্ট্রেলেশিয়া নামে ৭ বার), বৃটেন ৯ বার এবং ফ্রান্স ৬ বার। ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ-রাউণ্ডে খেলিয়াছে আমেরিকা ৩৮ বার, অষ্ট্রেলিয়া ২৫ বার, বৃটেন ১৬ বার, ফ্রান্স ৯ বার, বেলজিয়াম ১ বার (১৯০৪ সালে) এবং জাপান ১ বার (১৯২১ সালে)। এশিয়া মহাদেশের মধ্যে একমাত্র জাপানই ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডে খেলিবার গৌরব লাভ করিয়াছে।

১৯২০ সাল হইতে এপর্যন্ত ডেভিস কাপের চ্যালেঞ্জ রাউণ্ডের প্রতিযোগিতায় যাহারা জয়লাভ করিয়াছে নিম্নে তাহাদের নাম দেওয়া হইল :—

১৯২০-২৬ : আমেরিকা; **১৯২৭-৩২ :** ফ্রান্স; **১৯৩৩-৩৬ :** ইংল্যাণ্ড; **১৯৩৭-৩৮ :** আমেরিকা; **১৯৩৯ :** অষ্ট্রেলিয়া; **১৯৪৬-৪৯ :** আমেরিকা; **১৯৫০-৫৩ :** অষ্ট্রেলিয়া; **১৯৫৪ :** আমেরিকা; **১৯৫৫-৫৭** অষ্ট্রেলিয়া।

ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় ৫টি খেলার (৪টি সিঙ্গল এবং ১টি ডবল) ফলাফলের উপর জয়-পরাজয় নির্ধারিত হয়।

১৯৫৭ সালের জোন-ফাইন্যাল

আমেরিকান জোন: আমেরিকা ৫-০ খেলায় ব্রেজিলকে পরাজিত করে।

ইউরোপীয়ান জোন: বেলজিয়াম ৩-২ খেলায় ইটালীকে পরাজিত করে।

ইস্টার্ণ জোন: ফিলিপাইন ৩-২ খেলায় জাপানকে পরাজিত করে।

ইণ্টার জোন ফাইনাল: আমেরিকা ৫-০ খেলায় ফিলিপাইনকে পরাজিত করে। আমেরিকা ৩-২ খেলায় বেলজিয়ামকে পরাজিত করে।

ইস্টার্ণ জোনের ২ রাউণ্ডে ভারতবর্ষ ২-৩ খেলায় ফিলিপাইনের কাছে পরাজিত হয়।

চ্যালেঞ্জ রাউণ্ড: অষ্ট্রেলিয়া ৩-২ খেলায় আমেরিকাকে পরাজিত করে। প্রথম দু'দিনের ৩টি খেলায় অষ্ট্রেলিয়া জয়ী হয়ে ৩-০ খেলায় ডেভিস কাপ জয়লাভ করে। ৩য় দিনের ২টি সিঙ্গলস্ খেলায় আমেরিকা জয়লাভ করে।

অ্যাশলে কুপার (অষ্ট্রেলিয়া) ৩-৬, ৭-৫, ৬-১, ১-৬ ও ৬-৩ সেটে ভিক সেক্সাস-কে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

মল অ্যাণ্ডারসন (অষ্ট্রেলিয়া) ৬-৩, ৭-৫, ৩-৬, ৭-৯ ও ৬-২ সেটে ব্যারি ম্যাকে-কে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

মার্ভিন রোজ ও মল অ্যাণ্ডারসন (অষ্ট্রেলিয়া) ৬-৪, ৬-৪ ও ৮-৬ সেটে ভিক সেক্সাস ও ব্যারি ম্যাকে-কে (আমেরিকা) পরাজিত করেন।

ব্যারি ম্যাকে (আমেরিকা) ৬-৪, ১-৭, ৪-৬, ৬-৪ ও ৬-৩ সেটে অ্যাশলে কুপার-কে (অষ্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

ভিক সেক্সাস (আমেরিকা) ৬-৩, ৬-৩, ০-৬ ও ১৩-১১ সেটে মল অ্যাণ্ডারসন-কে (অষ্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

উইম্বলডন বা অল ইংল্যাণ্ড চ্যাম্পিয়ানসীপস্

আন্তর্জাতিক লন্ টেনিস মহলে উইম্বলডন এবং ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার পদমর্যাদা বিশ্বচ্যাম্পিয়ানসিপ লাভের সমান গৌরবজনক। ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতায় বিভিন্ন দেশ দলগত ভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আর উইম্বলডন প্রতিযোগিতায় খেলোয়াড়েরা নিজ নিজ দেশের প্রতিনিধি হিসাবে ব্যক্তিগত অনুষ্ঠানে যোগদান করে। অল ইংল্যাণ্ড চ্যাম্পিয়ানসিপের খেলা ইংল্যাণ্ডের উইম্বলডন শহরতল্লীতে অনুষ্ঠিত হয় বলিয়াই উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ানসীপস্ নামে পরিচিত।

॥ ১৯৫৮ সালের ফাইন্যাল ॥

১৯৫৮ সালের উইম্বল্‌ডন লন্ টেনিস প্রতিযোগিতার সংক্ষিপ্ত ফলাফল নিম্নে দেওয়া হইল :—

পুরুষদের সিঙ্গলস : বিজয়ী—এ্যাসলি কুপার (অষ্ট্রেলিয়া) ; বিজেতা—নীল ফ্রেসার (অষ্ট্রেলিয়া)

মহিলাদের সিঙ্গলস : বিজয়ী—এ্যালথিয়া গিবসন (আমেরিকা) ; বিজেতা—এঞ্জিলা মর্টিনার (বৃটেন)

পুরুষদের ডাবলস : বিজয়ী—সেভেন ডেভিডসন এবং উলফ্ স্কিমিট (সুইডেন) ; বিজেতা—এ্যাসলি কুপার এবং নীল ফ্রেসার (অষ্ট্রেলিয়া)

মহিলাদের ডাবলস : বিজয়ী—এ্যালথিয়া গিবসন (আমেরিকা) এবং মেরিয়া ইস্থার বুইনো (ব্রেজিল) ; বিজেতা—মার্গারেট ডু পন্ট এবং মিস মার্গারেট ভার্ণার।

মিক্সড ডাবলস : বিজয়ী—আর. এন. হো এবং মিস এল. কগ্‌লন (অষ্ট্রেলিয়া) ; বিজেতা—সি. কুর্ট নেলসন (ডেনমার্ক) এবং মিস এ্যালথিয়া গিবসন (আমেরিকা)।

ভারতীয় জুটি নরেশকুমার এবং রামনাথন কৃষ্ণান পুরুষদের ডাবলসের কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যন্ত খেলে ছিলেন। তাঁরা কোয়ার্টার ফাইনালে এ বছরের ডাবলস জয়ী সুইডেনের এস ভেভিডসন এবং উলফ স্কিমিটের কাছে হেরে যান। নরেশ-কুমার এবং কৃষ্ণানের জুটি গত বছরের উইম্বল্‌ডন ডাবল্‌স বিজয়ী গার্ডনার মুলয় এবং বাজ পেট্টিকে ৩—৬, ৬—৪, ৬—২, ৩—৬, ৭—৫ গেমে পরাজিত ক'রে প্রতিযোগিতায় বিস্ময়ের সৃষ্টি করেন। সিঙ্গলস খেলার ৪র্থ রাউণ্ডে কৃষ্ণান ৮নং বাছাই খেলোয়াড় বেরী ম্যাক্কের কাছে হেরে যান। পুরুষদের সিঙ্গলসে ৬ জন ভারতীয় খেলোয়াড় যোগ দিয়েছিলেন—রামনাথন, কৃষ্ণান, নরেশকুমার, নরেন্দ্র নাথ, আকতার আলি, প্রেমজিৎ লাল এবং উদয়কুমার।

১ম রাউণ্ডের খেলায় হেরে যান নরেন্দ্র নাথ, প্রেমজিৎ লাল এবং উদয়কুমার।

২য় রাউণ্ডে পরাজিত হন নরেশকুমার এবং আকতার আলি।

আমেরিকান লন্ টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপ (১৯৫৭) : পুরুষদের সিঙ্গলস—ম্যালকম এণ্ডারসন (অ) ; মহিলাদের সিঙ্গলস—এ্যালথিয়া গিবসন (আ) ; পুরুষদের ডাবলস—এ্যাসলি কুপার এবং নীল ফ্রেসার (অ) ; মহিলাদের ডাবলস—লুই ব্রাউ এবং মার্গারেট ডু সন্ট (আ) ; মিক্সড ডাবলস-কুর্ট নেলসন (ডে) এবং এ্যালথিয়া গিবসন (আ)।

অষ্ট্রেলিয়ান লন্ টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপ (১৯৫৭) : পুরুষদের

সিঙ্গলস—এ্যাসলি কুপার (অ); মহিলাদের সিঙ্গলস—শার্লি ফ্রাই (আ); পুরুষদের ডাবলস—লুই হোড এবং নীল ফ্রেসার (অ); মিক্সড ডাবলস—শার্লি ফ্রাই এবং এ্যালথিয়া গিবসন (আ); মিক্সড ডাবলস—ম্যালকম এণ্ডারসন এবং ফ্রাই মুলার (অ)।

এশিয়ান লন্ টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপ (১৯৫৭): পুরুষদের সিঙ্গলস—জরোশ্লাভ ড্রবনী (ইজিপ্ট); মহিলাদের সিঙ্গলস—এ্যালথিয়া গিবসন (আ); পুরুষদের ডাবলস—ড্রবনী (ই) এবং এলফ্রেড হুবার(অ); মহিলাদের ডাবলস—প্যাট ওয়ার্ড (বৃ) এবং কে. সিংহ (ভা); মিক্সড ডাবলস—এ্যালথিয়া গিবসন (আ) এবং ড্রবনী (ই)।

অ = অষ্ট্রেলিয়া; আ = আমেরিকা; ই = ইজিপ্ট; ডে = ডেনমার্ক, বৃ = বৃটেন।

একই বছরে ৪টি প্রতিযোগিতায় খেতাব লাভ

আমেরিকার ডোনাগু বাজ ১৯৩৮ সালে অনুষ্ঠিত উইম্বলডন, আমেরিকান, ফ্রেঞ্চ এবং অষ্ট্রেলিয়ান লন্ টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতায় সিঙ্গলসে জয়লাভ করেন। তিনি ছাড়া এ পর্যন্ত আর কেহ এই গৌরব লাভ করিতে পারেন নাই।

॥ বিশ্ব টেবল টেনিস ॥

ইণ্টারন্যাশনাল টেবল টেনিস ফেডারেশন নিম্নলিখিত আন্তর্জাতিক টেবল টেনিস প্রতিযোগিতাসমূহ ১৯২৬-২৭ সাল হইতে নিয়ন্ত্রণ করিয়া আসিতেছেন। বিশ্ব যুদ্ধের জন্য মাঝখানে প্রতিযোগিতা কয়েক বৎসর বন্ধ ছিল।

সোয়েথলিং কাপ: পুরুষদের ইণ্টারন্যাশনাল টীম চ্যাম্পিয়ানসীপ।

কার্বিয়োঁ কাপ: মহিলাদের ইণ্টারন্যাশনাল টীম চ্যাম্পিয়ানসীপ।

ব্যক্তিগত চ্যাম্পিয়ানসীপ: (ক) সেণ্ট ব্রাইড ভাস্—পুরুষদের সিঙ্গলস্; (খ) ইরাণ কাপ—পুরুষদের ডাবলস্; (গ) জি. গিস্ট প্রাইজ—মহিলাদের সিঙ্গলস্; (ঘ) ডব্লিউ. জে. পোপ ট্রফি—মহিলাদের ডালবস্; (ঙ) হেডুসেক প্রাইজ—মিক্সড্ ডাবলস্।

[**দ্রষ্টব্য:** 'বিশ্ব টেবল টেনিসের' কোন বিভাগেরই ১৯৫৮ সালের ফাইন্যাল খেলা এখনও অনুষ্ঠিত হয় নাই। সুতরাং ১৯৫৮ সালের ফলাফল দেওয়া সম্ভব হইল না। ১৯৫৭ সালের ফাইন্যাল খেলার বিস্তৃত ফলাফল ১৩৬৪ সালের বর্ষপঞ্জীতে প্রকাশিত হইয়াছে—সঃ বঃ]

॥ সোয়েথলিং কাপ বিজয়ীগণের তালিকা ॥

১৯২৬-২৭ হাঙ্গারী; ১৯২৭-২৮ হাঙ্গারী; ১৯২৮-২৯ হাঙ্গারী; ১৯২৯-৩০ হাঙ্গারী; ১৯৩০-৩১ হাঙ্গারী; ১৯৩১-৩২ চেকোশ্লোভাকিয়া; ১৯৩২-৩৩ হাঙ্গারী; ১৯৩৩-৩৪ হাঙ্গরী; ১৯৩৪-৩৫ হাঙ্গারী; ১৯৩৫-৩৬ অস্ট্রিয়া; ১০৩৬-৩৭ আমেরিকা; ১৯৩৭-৩৮ হাঙ্গারী; ১৯৩৮-৩৯ চেকোশ্লোভাকিয়া; ১৯৩৯-৪৬ খেলা বন্ধ ছিল; ১৯৪৬-৪৭ চেকোশ্লোভাকিয়া; ১৯৪৭-৪৮ চেকোশ্লোভাকিয়া; ১৯৪৮-৪৯ হাঙ্গারী; ১৯৪৯-৫০ চেকোশ্লোভাকিয়া; ১৯৫০-৫১ চেকোশ্লোভাকিয়া; ১৯৫১-৫২ হাঙ্গারী; ১৯৫২-৫৩ ইংল্যাণ্ড; ১৯৫৩-৫৪ জাপান; ১৯৫৪-৫৫ জাপান; ১৯৫৫-৫৬ জাপান; ১৯৫৬-৫৭ জাপান।

॥ কার্বিয়োঁ কাপ বিজয়ীগণের তালিকা ॥

১৯৩৩-৩৪ জার্মানী; ১৯৩৪-৩৫ চেকোশ্লোভাকিয়া, ১৯৩৫-৩৬ চেকোশ্লোভাকিয়া; ১৯৩৬-৩৭ আমেরিকা; ১৯৩৭-৩৮ চেকোশ্লোভাকিয়া; ১৯৩৮-৩৯ জার্মানী; ১৯৩৯-৪৬ খেলা বন্ধ ছিল; ১৯৪৬-৪৭ ইংল্যাণ্ড; ১৯৪৭ ৪৮ ইংল্যাণ্ড; ১৯৪৮-৪৯ আমেরিকা; ১৯৪৯-৫০ রুমানিয়া; ১৯৫০-৫১ রুমানিয়া; ১৯৫১-৫২ জাপান; ১৯৫২-৫৩ রুমানিয়া, ১৯৫৩-৫৪ জাপান; ১৯৫৪-৫৫ রুমানিয়া; ১৯৫৫-৫৬ রুমানিয়া, ১৯৫৬-৫৭ জাপান।

এশিয়ান টেবল টেনিস চ্যাম্পিয়ানসীপস (১৯৫৭):

পুরুষদের দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ: ভিয়েৎনাম
মহিলাদের দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ: তিওয়ান (ফরমোজা)

পুরুষবিভাগে চূড়ান্ত স্থানলাভ: (১) ভিয়েৎনাম; (২) ভারতবর্ষ; (৩) তিওয়ান; (৪) হংকং; (৫) ফিলিপাইন; (৬) কোবিয়া; (৭) কম্বোডিয়া।

মহিলাবিভাগে চূড়ান্ত স্থানলাভ: (১) তিওয়ান; (২) কোরিয়া; (৩) হংকং; (৪) ভিয়েৎনাম; (৫) ফিলিপাইন।

ব্যক্তিগত বিভাগ

পুরুষদের সিঙ্গলস: এল. সেক ফং (হংকং); মহিলাদের সিঙ্গলস: চো. কিয়াং জা (কোরিয়া); পুরুষদের ডাবলস: মিয়া ভান হো এবং ত্রাণ চ্যান ডুয়ফ (ভিয়েৎনাম); মহিলাদের ডাবলস: চিয়াং পাও পো এবং সী চ্যাং চিয়া ওয়াং (তিওয়ান)

অল্-ইংলণ্ড ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়ানসীপস

অল্-ইংলণ্ড ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়ানসীপস প্রতিযোগিতায় জয়লাভ করার অর্থ ব্যক্তিগত ভাবে বিশ্বখেতাব লাভ। কারণ এই প্রতিযোগিতায় পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের খ্যাতনামা ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড়গণ প্রতিবৎসর যোগদান করেন। সেই দিক হইতে প্রতিযোগিতার গুরুত্ব যথেষ্ট।

১৯৫৭ সালের বিজয়ী: পুরুষদের সিঙ্গলস—ই. বি. চোং (মালয়); মহিলাদের সিঙ্গলস—জে. ডেভলীন (আমেরিকা); পুরুষদের ডাবলস—জে. সি. আলষ্টোন এবং এইচ. এ. হিচ (মালয়); মহিলাদের ডাবলস—এ. এইচ. হান্‌সেন এবং গ্র্যান্‌লুণ্ড (ডেনমার্ক); মিক্সড ডাবলস—এফ. কোবেরো এবং কে. গ্র্যানলুণ্ড (ডেনমার্ক)

টমাস কাপ

১৯৫৭-৫৮: ইন্দোনেশিয়া ৬—৩ খেলায় গত তিন বারের টমাস কাপ বিজয়ী মালয়কে পরাজিত করে। ১৯৪৮ সাল থেকে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হয়। এবং প্রথমবার থেকেই (১৯৪৮-৪৯) মালয় উপর্যুপরি তিনবার (১৯৪৮-৪৯, ১৯৫১-৫২, ১৯৫৪-৫৫) টমাস কাপ জয়লাভ করে।

বিশ্ব ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতা

১৯৫৭ সালের বিশ্ব ভারোত্তোলন প্রতিযোগিতায় ৬টি বিভাগের মধ্যে রাশিয়া পাঁচটি বিভাগে (ফেদার, লাইট, লাইট-হেভী, মিডল-হেভী এবং হেভী) প্রথম স্থান অধিকার করে। আমেরিকা মিডল-ওয়েট বিভাগে শীর্ষস্থান লাভ করে। রাশিয়া ৩টি বিভাগে ফেদার, লাইট-হেভী এবং মিডল-হেভী বিভাগে বিশ্বরেকর্ড স্থাপন করে।

সাউথ-ইস্ট এশিয়ান অ্যামেচার বক্সিং চ্যাম্পিয়ানসীপস

মোট ৯টি স্বর্ণপদকের মধ্যে ভারতবর্ষ ৩টি, ব্রহ্মদেশ ২টি, অষ্ট্রেলিয়া ২টি, জাপান ১টি, ফিলিপাইন ১টি, স্বর্ণপদক লাভ করে।

ফাইন্যালে জয়ী হয়ে ভারতবর্ষের পক্ষে স্বর্ণপদক লাভ করেন: হরিসিং (মিডল ওয়েট বিভাগ), সুন্দর রাও (লাইট ওয়েট) এবং মাঙ্গে রাম (হেভী ওয়েট)।

ভারতবর্ষের দেবদানম এবং বি-ডি'সুজা যথাক্রমে ফ্লাইট ওয়েট এবং লাইট মিডল বিভাগের ফাইনালে পরাজিত হ'ন।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট

সরকারী টেস্ট ক্রিকেট খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল

ইংল্যাণ্ড ঃ অস্ট্রেলিয়া

প্রথম টেস্ট—১৮৭৬ ঃ শেষ খেলা—১৯৫৬, আগষ্ট

স্থান	প্রথম খেলা	ইংলণ্ড জয়ী	অস্ট্রেলিয়া জয়ী	ড্র	মোট খেলা
ইংল্যাণ্ড	১৮৮০	২৪	২১	৩৬	৮১
অস্ট্রেলিয়া	১৮৭৬-৭৭	৩৮	৪৯	৫	৯২
	মোট ঃ	৬২	৭০	৪১	১৭৩

ইংল্যাণ্ড ঃ দক্ষিণ আফ্রিকা

প্রথম টেস্ট ১৮৮৮ ঃ শেষ খেলা—৫ই মার্চ, ১৯৫৭

স্থান	প্রথম খেলা	ইংল্যাণ্ড জয়ী	দঃ আফ্রিকা জয়ী	ড্র	মোট খেলা
ইংল্যাণ্ড	১৯০৭	১৮	৪	১৪	৩৬
দঃ আফ্রিকা	১৮৮৮-৮৯	২৪	১৩	১৬	৫৩
	মোট ঃ	৪২	১৭	৩০	৮৯

ইংল্যাণ্ড ঃ ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

প্রথম টেস্ট ১৯২৮ ঃ শেষ খেলা—১৯৫৪, ৩রা এপ্রিল

স্থান	প্রথম খেলা	ইংলণ্ড জয়ী	ওঃ ইণ্ডিজ জয়ী	ড্র	মোট খেলা
ইংল্যাণ্ড	১৯২৮	১০	৩	৫	১৮
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	১৯২৯-৩০	৪	৭	৬	১৭
	মোট ঃ	১৪	১০	১১	৩৫

ইংল্যাণ্ড ঃ নিউজীল্যাণ্ড

প্রথম টেস্ট ১৯২৯ ঃ শেষ খেলা—১৯৫৫, ২৮শে মার্চ

স্থান	প্রথম খেলা	ইংল্যাণ্ড জয়ী	নিউজল্যাণ্ড জয়ী	ড্র	মোট খেলা
ইংল্যাণ্ড	১৯৩১	২	০	৮	১০
নিউজীল্যাণ্ড	১৯২৯-৩০	৪	০	৭	১১
	মোট ঃ	৬	০	১৫	২১

ইংল্যাণ্ড : পাকিস্তান

স্থান	প্রথম খেলা	ইংল্যাণ্ড জয়ী	পাকিস্তান জয়ী	ড্র	মোট খেলা
ইংল্যাণ্ড	১৯৫৪	১	১	২	৪
পাকিস্তান	——	০	০	০	০
	মোট :	১	১	২	৪

অস্ট্রেলিয়া : দক্ষিণ আফ্রিকা

প্রথম টেস্ট ১৯০২-৩ : শেষ খেলা—১৯৪৮, ৪ঠা মার্চ

স্থান	প্রথম খেলা	অস্ট্রেলিয়া জয়ী	দঃ আফ্রিকা জয়ী	ড্র	মোট খেলা
অস্ট্রেলিয়া	১৯১০-১১	১১	৩	১	১৫
দঃ আফ্রিকা	১৯০২-০৩	১৪	০	৭	২১
ইংল্যাণ্ড	১৯১২	২	০	১	৩
	মোট :	২৭	৩	৯	৩৯

অস্ট্রেলিয়া : ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

প্রথম টেস্ট ১৯৩০-৩১ : শেষ খেলা—১৯৫৫, ১৭ই জুন

স্থান	প্রথম খেলা	অস্ট্রেলিয়া জয়ী	ওঃ ইণ্ডিজ জয়ী	ড্র	মোট খেলা
অস্ট্রেলিয়া	১৯৩০-৩১	৮	২	০	১০
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	১৯৫৫	৩	০	২	৫
	মোট :	১১	২	২	১৫

অস্ট্রেলিয়া : নিউজীল্যাণ্ড

স্থান	প্রথম খেলা	অস্ট্রেলিয়া জয়ী	নিউজীল্যাণ্ড জয়ী	ড্র	মোট খেলা
অস্ট্রেলিয়া	খেলা হয় নাই	০	০	০	০
নিউজীল্যাণ্ড	১৯৪৫-৪৬	১	০	০	১
	মোট :	১	০	০	১

দক্ষিণ আফ্রিকা : নিউজীল্যাণ্ড

প্রথম টেস্ট ১৯৩১-৩২ : শেষ খেলা—১৯৫৪, ৯ই ফেব্রুয়ারী

স্থান	প্রথম খেলা	দঃ আফ্রিকা	নিউজীল্যাণ্ড জয়ী	ড্র	মোট খেলা
নিউজীল্যাণ্ড	১৯৩১-৩২	৩	০	১	৪
দঃ আফ্রিকা	১৯৫৩-৫৪	৪	০	১	৫
	মোট :	৭	০	২	৯

ওয়েস্ট ইণ্ডিজ : নিউজীল্যাণ্ড

প্রথম টেস্ট ১৯৫১-৫২ : শেষ খেলা—১৯৫৬, ১৩ই মার্চ

স্থান	প্রথম খেলা	ওঃ ইণ্ডিজ জয়ী	নিউজীল্যাণ্ড জয়ী	ড্র	মোট খেলা
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	খেলা হয়নি	০	০	০	০
নিউজীল্যাণ্ড	১৯৫১-৫২	৪	১	১	৬
	মোট :	৪	১	১	৬

ভারতবর্ষ : ইংল্যাণ্ড

প্রথম টেস্ট ১৯৩২ : শেষ খেলা—১৯৫২, ১৯শে আগস্ট

স্থান	প্রথম খেলা	ইংল্যাণ্ড জয়ী	ভারতবর্ষ জয়ী	ড্র	মোট খেলা
ইংল্যাণ্ড	১৯৩১	৭	০	৪	১১
ভারতবর্ষ	১৯৩৩-৩৪	৩	১	৪	৮
	মোট :	১০	১	৮	১৯

ভারতবর্ষ : অস্ট্রেলিয়া

প্রথম টেস্ট—১৯৪৭-৪৮ : শেষ খেলা—১৯৫৬, নবেম্বর

স্থান	প্রথম খেলা	অস্ট্রেলিয়া জয়ী	ভারতবর্ষ জয়ী	ড্র	মোট খেলা
অস্ট্রেলিয়া	১৯৫৭-৫৮	৪	০	১	৫
ভারতবর্ষ	১৯৫৬	২	০	১	৩
	মোট :	৬	০	২	৮

ভারতবর্ষ : ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

প্রথম টেস্ট ১৯৪৮-৪৯ : শেষ খেলা—১৯৫৩, ৪ঠা এপ্রিল

স্থান	প্রথম খেলা	ভারতবর্ষ জয়ী	ওঃ ইণ্ডিজ জয়ী	ড্র	মোট খেলা
ভারতবর্ষ	১৯৪৮-৪৯	০	১	৪	৫
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	১৯৫৩	০	১	৪	৫
	মোট :	০	২	৮	১০

ভারতবর্ষ : পাকিস্তান

প্রথম টেস্ট ১৯৫২ : শেষ খেলা—১৯৫৫, ১লা মার্চ

স্থান	প্রথম খেলা	ভারতবর্ষ জয়ী	পাকিস্তান জয়ী	ড্র	মোট খেলা
ভারতবর্ষ	১৯৫২	২	১	২	৫
পাকিস্তান	১৯৫৪-৫৫	০	০	৫	৫
	মোট :	২	১	৭	১০

ভারতবর্ষ : নিউজীল্যাণ্ড

স্থান	প্রথম খেলা	ভারতবর্ষ জয়ী	নিউজীল্যাণ্ড	ড্র	মোট খেলা
ভারতবর্ষ	১৯৫৫-৫৬	২	০	৩	৫
নিউজীল্যাণ্ড	খেলা হয় নাই	০	০	০	০
	মোট :	২	০	৩	৫

পাকিস্তান : নিউজীল্যাণ্ড

স্থান	প্রথম খেলা	পাকিস্তান জয়ী	নিউজীল্যাণ্ড জয়ী	ড্র	মোট খেলা
পাকিস্তান	১৯৫৫	২	০	১	৩

পাকিস্তান : অস্ট্রেলিয়া

স্থান	প্রথম খেলা	পাকিস্তান জয়ী	অস্ট্রেলিয়া জয়ী	ড্র	মোট খেলা
পাকিস্তান	১৯৫৬	১	০	০	১

পাকিস্তান : ওয়েস্ট ইণ্ডিজ

প্রথম খেলা—১৯৫৮

স্থান	প্রথম খেলা	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ জয়ী	পাকিস্তান জয়ী	ড্র	মোট খেলা
ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	১৯৫৮	৩	১	১	৫

টেস্ট ক্রিকেট খেলায় বিশ্ব রেকর্ড

প্রত্যেক উইকেটে পার্টনারশিপ রাণের রেকর্ড

উইকেট	রাণ	জুড়ির নাম	মরসুম
১ম	৪১৩	মানকড এবং পঙ্কজ রায় (মাদ্রাজ), নিউজীল্যাণ্ডের বিপক্ষে	১৯৫৫
২য়	৪৫১	ডি. জি. ব্র্যাডমান এবং পোন্সফোর্ড (অস্ট্রেঃ) ইংলণ্ডের বিপক্ষে ওভালে	১৯৩৪
৩য়	৩৭০	এডরিচ এবং কম্পটন (ইং) দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে লর্ডসে	১৯৪৭
৪র্থ	৪১১	পিটার মে এবং কলিন কাউড্রে (ইং), ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে (বার্মিংহাম)	১৯৫৭
৫ম	৪০৫	ব্র্যাডম্যান এবং বার্নেস (অস্ট্রেঃ) ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে সিডনিতে	১৯৪৬-১৯৪৭
৬ষ্ঠ	৩৪৬	ব্র্যাডম্যান এবং ফিঙ্গলটন (অস্ট্রেঃ) ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে মেলবোর্ণে	১৯৩৬-৩৭
৭ম	৩৪৮	এ্যাটকিনসন্ এবং ডিপিজ (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ) অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ব্রিজটাউনে	১৯৫৫
৮ম	২৪৬	এ্যামস্ এবং জি. এ্যালেন (ইং) নিউজীল্যাণ্ডের বিপক্ষে লর্ডসে	১৯৩১
৯ম	১৫৪	সি. গ্রিগোরী এবং জে. ব্ল্যাকহাম (অস্ট্রেঃ) ইংলণ্ডের বিপক্ষে সিডনিতে	১৮৯৪-৯৫
১০ম	১৩০	আর. ফোস্টার এবং ডব্লিউ. রোডস (ইং) অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে সিডনিতে	১৯০৩-৪

একটি টেস্ট ম্যাচে সর্বোচ্চ মোট রাণ: ১৯৮১ রাণ; ১০১১ রাণ (দক্ষিণ আফ্রিকা ৫৩০ ও ৪৮১) এবং ৯৭০ রাণ (ইংল্যাণ্ড ৩১৬ ও ৬৫৪-৫ উইঃ)—ডার্বান ১৯৩৮-৩৯।

একটি টেস্ট ম্যাচে দলগত সর্বোচ্চ রাণ: ১১২১ রাণ; ৮৪৯ ও ২৭২ (৯ উইঃ ডিক্লেঃ)—ইংল্যাণ্ড; ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিপক্ষে; কিংস্টোন, ১৯২৯-৩০।

এক ইনিংসে দলগত সর্বোচ্চ রাণ: ৯০৩ (৭ উইঃ ডিক্লেঃ) ইংল্যাণ্ড; অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে; ওভালে ১৯৩৮।

এক ইনিংসে দলগত সর্বনিম্ন রাণ: ২৬—নিউজীল্যাণ্ড; ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে অকল্যাণ্ড, ১৯৫৫।

একটি টেস্ট ম্যাচে দলগত সর্বনিম্ন রাণঃ ৮১ রাণ (৩৬ ও ৪৫ রাণ—২০ উইঃ)—দক্ষিণ আফ্রিকা; অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে; মেলবোর্ণ—১৯৩১-৩২।

দুইবার টেস্টে উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী: হার্বাট সাটক্লিফ (ইংল্যাণ্ড), জর্জ হেড্‌লে (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ) এবং ক্লাইড্ ওয়ালকট (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ) ব্যতীত অপর কোন ক্রিকেট খেলোয়াড় জীবনে দুইবার টেস্টের উভয় ইনিংসে সেঞ্চুরী করিতে সক্ষম হয় নাই।

হার্বাট সাটক্লিফ:	১৭৬ ও ১২৭	(১৯২৪-২৫; অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে)
	১০৪ ও ১০৯*	(১৯২৯; দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে)
জর্জ হেড্‌লে:	১১৪ ও ১১২	(১৯২৯-৩০; ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে)
	১২৬ ও ১০৭	(১৯৩৯; ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে)
ক্লাইড্ ওয়ালকট:	১২৬ ও ১১০	(১৯৫৫; অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে)
	১৫৫ ও ১১০	(১৯৫৫; অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে)

পর্যায়ক্রমে টেস্ট ম্যাচে সেঞ্চুরীর রেকর্ডঃ ৯টি—ডন্ ব্রাডম্যান—২৭০ রাণ (২য় ইনিংস, মেলবোর্ণ), ২১২ (২য় ইনিংস, এ্যাডলেড), ১৬৯ রাণ (১ম ইনিংস, মেলবোর্ণ)—ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে যথাক্রমে ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম টেস্ট ম্যাচ; ১৯৩৬-৩৭।

১৪৪* (২য় ইনিংস, নটিংহাম), ১০২* (২য় ইনিংস, লর্ডস), ১০৩ (১ম ইনিংস লিডস)—ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে যথাক্রমে ১ম, ২য় ও ৪র্থ টেস্ট ম্যাচ; ১৯৩৮ সাল। ৩য় টেস্ট ম্যাচ বৃষ্টির জন্য অনুষ্ঠিত হয় নাই। ১৯৩৯ সালের ৫ম টেস্টে ব্র্যাডম্যান আহত থাকায় ব্যাট করিতে পারেন নাই।

১৮৭ (১ম ইনিংস, ব্রিসবেন) এবং ২৩৪ (১ম ইনিংস, সিডনি)—১৯৪৬-৪৭ সালে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১ম ও ২য় টেস্ট ম্যাচ।

* ১৮৫ (১ম ইনিংস, ব্রিসবেন) ১৯৪৭-৪৮, ভারতবর্ষের বিপক্ষে ১ম টেস্ট।

পর্যায়ক্রমে টেস্টের ইনিংসে সেঞ্চুরীর রেকর্ডঃ এভার্টন উইক্‌স (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ)—৫টি সেঞ্চুরী (বিশ্ব রেকর্ড)

১৪১ (বিপক্ষে ইংল্যাণ্ড, কিংস্টোন), ১৯৪৭-৪৮। ১২৮ (দিল্লী), ১৯৪ (বোম্বাই), ১৬২ ও ১০১ (কলিকাতা)—ভারতের বিপক্ষে ১৯৪৮-৪৯।

---

* ক্রিকেটে তারকা চিহ্নটি নট আউট নির্দেশ করে।

জে. এইচ. ফিঙ্গলটন (অস্ট্রেলিয়া)—৪টি সেঞ্চুরী (১১২, ১০৮ ও ১১৮ দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে, ১৯৩৫-৩৬ ; ১০০ রাণ ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে, ১৯৩৬-৩৭)।

এ. মেলভিল (দক্ষিণ আফ্রিকা)—৪টি সেঞ্চুরী (১০৩ ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে, ১৯৩৮-৩৯ ; ১৮৯, ১০৪* ও ১১৭ রাণ ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে, ১৯৪৭)।

পর্যায়ক্রমে টেস্টের ইনিংসে ডবল সেঞ্চুরী : ডব্লিউ. হ্যামণ্ড (ইংল্যাণ্ড)—২৫১ (সিডনি), ২০০ (মেলবোর্ণ) অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ২য় ও ৩য় টেস্টের ১ম ইনিংসে, ১৯২৮–২৯ সাল। ২২৭ (১ম টেস্ট, ১ম ইনিংস) ও ৩৩৬* (২য় টেস্ট, ১ম ইনিংস), নিউজীল্যাণ্ডের বিপক্ষে, ১৯৩২-৩৩ সাল।

ডন্ ব্র্যাডম্যান (অস্ট্রেলিয়া)—৩০৪ (৪র্থ টেস্ট) ও ২৪৪ (৫ম টেস্ট) ১ম ইনিংস, ১৯৩৪ সালে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে।

॥ টেস্টের একই সিরিজে ডবল সেঞ্চুরীর রেকর্ড ॥

৩টি—ডন ব্রাডম্যান (অস্ট্রেলিয়া)—২৫৪ (২য় টেস্ট, লর্ডস), ৩৩৪ (৩য় টেস্ট, লিডস) ও ২৩২ (৫ম টেস্ট, ওভাল)—১৯৩০ সালে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে।

॥ এক ইনিংসে ব্যক্তিগত তিন শতাধিক রাণ ॥

*৩৬৫ রাণ : গারফিল্ড সোবার্স (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ), পাকিস্তানের বিপক্ষে ৩য় টেস্টে, কিংস্টোন, মার্চ ১৯৫৮। সময় ১০ ঘণ্টা ৮ মিনিট।

৩৬৪ রাণ : লেন হাটন (ইং) অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ওভালে (১৯৩৮) ; সময়—১৩ ঘণ্টা ২০ মিনিট।

৩৩৭ „ : হানিফ মহম্মদ (পাকিস্তান), ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে, ব্রিজটাউন, ১৯৫৮। সময় ১৬ ঘণ্টা ১৩ মিনিট।

*৩৩৬ „ : ডব্লিউ. হ্যামণ্ড (ইং) নিউজীল্যাণ্ডের বিপক্ষে অক্‌ল্যাণ্ডে (১৯৩২-৩৩) ; সময় ৫ ঘণ্টা ১৫ মিনিট।

৩৩৪ „ : ডন ব্রাডম্যান (অস্ট্রেঃ) ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে লিডসে (১৯৩৩) ; সময় ৬ ঘণ্টা ১৫ মিনিট।

৩২৫ „ : এ. স্যাণ্ডহাম (ইং) ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে কিংস্টোনে (১৯২৯-৩০) : সময়—১০ ঘণ্টা।

৩০৪ „ : ডন ব্রাডম্যান (অস্ট্রেঃ) ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে লিডসে (১৯৩৪) ; সময়—৪ ঘণ্টা।

টেস্টে অধিক সংখ্যক সেঞ্চুরী : ডন্ ব্রাডম্যান (অস্ট্রেঃ)—২৯টি, বিশ্ব রেকর্ড ; ডব্লিউ. হ্যামণ্ড (ইং)—২২টি।

এক ইনিংসে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রাণ : ৩৬৫ গারফিল্ড সোবার্স (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ), পাকিস্তানের বিপক্ষে ৩য় টেস্টে, কিংস্টোন, মার্চ, ১৯৫৮।

দীর্ঘতম টেস্ট ম্যাচ : ১০ দিন ; ইল্যাণ্ড-দক্ষিণ আফ্রিকা, ডার্বান, ১৯৩৮-৩৯। ইংল্যাণ্ড—৩১৬ ও ৬৫৪ (৫ উইঃ) ; দক্ষিণ আফ্রিকা—৫৩০ ও ৪৮১। খেলা ড্র হয়।

দীর্ঘতম টেস্ট ইনিংস : হানিফ মহম্মদ (পাকিস্তান), ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ব্রিজটাউনে ১৯৫৮। সময় ১৬ ঘণ্টা ১৩ মিনিট। একজন খেলোয়াড়ের পক্ষে ইহাই দীর্ঘতম টেস্ট ইনিংস। পূর্ব রেকর্ড লেন হাটন (ইংল্যাণ্ড), ১৩ ঘণ্টা ২০ মিনিট।

একই ইনিংসে একই দলের একাধিক ডবল সেঞ্চুরী :

(১) ডব্লিউ পন্সফোর্ড—২৬৬ এবং ডি. জি. ব্রাডম্যান—২৪৪, ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে, ১ম ইনিংসে, ওভাল (১৯৩৪)।

(২) ডি. জি. ব্রাডম্যান—২৩৪ এবং এস. জি. বার্ণেস—২৩৪, ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১ম ইনিংসে, সিডনি (১৯৪৬-৪৭)।

একটি খেলায় সর্বাধিক সেঞ্চুরী : ৭টি—ইংল্যাণ্ড বনাম অস্ট্রেলিয়া। ইংল্যাণ্ড (৪)—বার্ণেস ১২৬, পেণ্টার ২১৬*, হাটন ১০০, কম্পটন ১০২—১ম ইংনিসে ; অস্ট্রেলিয়া (৩)—ম্যাক্‌কাব ২৩২, ১ম ইনিংসে ; ব্রাউন ১৩৩, ব্রাডম্যান ১৪৪*—২য় ইনিংসে—নটিংহাম ১৯৩৮।

এক ইনিংসে এক দলের সর্বাধিক সেঞ্চুরী : ৫টি অস্ট্রেলিয়া (হার্ভে ২০৪, আর্চার ১৫৮, ম্যাকডোনাল্ড ১২৭, বিনড ১২১ এবং মিলার ১০৯), কিংস্টোনে ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিপক্ষে, ১৯৫৫।

একদলের পক্ষে টেস্ট সিরিজে সর্বাধিক সেঞ্চুরী : ১২টি—অস্ট্রেলিয়ার ; ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিপক্ষে ১৯৫৫।

বোলিং রেকর্ড

টেস্টে অধিকসংখ্যক উইকেট পাওয়ার রেকর্ড : ২২১টি উইকেট (৪৭ টেস্ট) এ. ভি. বেডসার (ইংল্যাণ্ড)

টেস্টের এক সিরিজে অধিকসংখ্যক উইকেট : ৪৯টি উইকেট—এস. এফ. বার্ণেস (ইংল্যাণ্ড)। দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে ১৯১৩-১৪ সাল।

একটি ম্যাচে অধিকসংখ্যক উইকেট : ১৯টি (৩৭ রাণে ৯টি এবং ৫৩ রাণে ১০টি উইকেট)—জিম লেকার (ইংল্যাণ্ড), অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে, ম্যাঞ্চেস্টার ১৯৫৬ সাল।

একদিনে অধিকসংখ্যক উইকেট : ১৪টি—এইচ. ভেরিটি (ইংল্যাণ্ড)। ১৯৩৪ সালের ২৫শে জুন অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে ৮০ রাণে ১৪টি উইকেট পান।

এক ইনিংসে অধিকসংখ্যক উইকেট: ১০টি (৫৩ রাণে) জিম লেকার (ইংল্যাণ্ড), অস্ট্রেলিয়ার বিপক্ষে, ম্যানচেস্টার, ১৯৫৬। ৯টি করিয়া উইকেট নিম্নলিখিত খেলোয়াড়গণ পাইয়াছেন:—

জি. লোম্যান (ইংল্যাণ্ড), ২৮ রাণে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে, ১৮৯৫-৯৬।

এস. এফ্. বার্ণেস (ইংল্যাণ্ড), ১০৩ রাণে দক্ষিণ আফ্রিকার বিপক্ষে, ১৯১৩-১৪।

এ. মেইলী (অস্ট্রেলিয়া), ১২১ রাণে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে, ১৯২০-২১।

টেস্টের এক ইনিংসে সর্বাধিক সংখ্যক বল করার রেকর্ড: ৭৭৪ বল—এস. রামাধীন (ওয়েস্ট ইণ্ডিজ), ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে, বার্মিংহাম, ১৯৫৭।

হ্যাটট্রিক

বোলার	পক্ষে	বিপক্ষে	মাঠ	বৎসর
এফ. স্পোফোর্থ	অস্ট্রেলিয়া	ইংল্যাণ্ড	মেলবোর্ণ	১৮৭৮-৭৯
ডব্লিউ. বেট্স্	ইংল্যাণ্ড	অস্ট্রেলিয়া	”	১৮৮২-৮৩
জে. ব্রিগ্স	”	”	সিডনি	১৮৯১-৯২
জে. হিযার্ণি	”	”	লিডস	১৮৯৯
এইচ্. ট্রাম্বল	অস্ট্রেলিয়া	ইংল্যাণ্ড	মেলবোর্ণ	১৯০২-০৩
*টি. জি. ম্যাথুজ	”	দঃ আফ্রিকা	ম্যাঞ্চেস্টার	১৯১২
*টি. জি. ম্যাথুজ	”	”	”	১৯১২
এম. এ্যালোম	ইংল্যাণ্ড	নিউজীল্যাণ্ড	ক্রাইষ্ট চার্চ	১৯২৯-৩০
টি. গডার্ড	”	দঃ আফ্রিকা	জোহানেসবার্গ	১৯৩৯-৪০
পিটার লোডার	”	ওয়েস্ট ইণ্ডিজ	বার্মিংহাম	১৯৫৭

*টি. জি. ম্যাথুজ একই টেস্ট ম্যাচের উভয় ইনিংসেই হ্যাটট্রিক করিয়া যে বিশ্ব রেকর্ড করিয়াছিলেন তাহা আজও অক্ষুন্ন আছে।

ফিল্ডিং

টেস্টে সর্বাধিক ক্যাচ: ১১০টি; ডব্লিউ. আর. হামণ্ড, ৮৫টি টেস্ট ম্যাচে।

একটি টেস্ট ম্যাচে সর্বাধিক ক্যাচ: ৬টি; জে. এম. গ্রিগোরী, (অস্ট্রেলিয়া) ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে, ১৯২০-২১, সিডনি।

টেস্টের এক সিরিজে সর্বাধিক ক্যাচ: ১৪টি; জে. এম. গ্রিগোরী, ১৯২০-২১ সালে ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে অস্ট্রেলিয়াতে এই রেকর্ড করেন।

উইকেট কীপিং

টেস্টে সর্বাধিক উইকেট লাভ: ১৩০ (স্ট্যাম্পড ৫২, কট ৭৮)—ডব্লিউ. ওল্ডফিল্ড ৫৪টি টেস্ট ম্যাচ খেলিয়া এই রেকর্ড করেন।

টেস্টের এক সিরিজে সর্বাধিক উইকেট লাভঃ ২৩ (১৬ ক্যাচ ; ৭ স্ট্যাম্পিং) —জন ওয়েট (দঃ আফ্রিকা), নিউজীল্যাণ্ডের বিপক্ষে, ১৯৫৪ সালে।

একটি টেস্ট ম্যাচে সর্বাধিক উইকেট লাভঃ ৯টি—গিল ল্যাংলী (অস্ট্রেলিয়া) ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে, লর্ডস মাঠে, ১৯৫৬।

টেস্টের এক ইনিংসে সর্বাধিক উইকেট লাভঃ নিম্নলিখিত দুইজন উইকেট-কিপার ৫টি করিয়া উইকেট লাভ করিয়াছেন :—
ডব্লিউ. ওল্ডফিল্ড (অস্ট্রেলিয়া), ইংল্যাণ্ডের বিপক্ষে ১৯২৪-২৫ ; জি. আর. ল্যাংলী (অস্ট্রেলিয়া) ওয়েস্ট ইণ্ডিজদের বিপক্ষে ১৯৫৫ সালে দুই-বার ৫টি করিয়া উইকেট লাভ করেন।

টেস্ট ডবল

॥ টেস্ট খেলায় ১০০ উইকেট লাভ এবং ১০০০ রাণ করার কৃতিত্ব ॥

ডব্লিউ. রোড্‌স (ইংল্যাণ্ড) ; এম. এ. নোব্‌ল (অস্ট্রেলিয়া) ; মরিস টেট (ইংল্যাণ্ড) ; জর্জ গিফেন (অস্ট্রেলিয়া) ; ভিন্নু মানকড় (ভারতবর্ষ) ; কিথ মিলার (অস্ট্রেলিয়া) ; আর. আর. লিণ্ডওয়াল (অস্ট্রেলিয়া) ; ডব্লিউ. ওল্ডফিল্ড (অস্ট্রেলিয়া) এবং টি. জি. ইভান্স (ইংল্যাণ্ড)।

টেস্ট খেলার ইতিহাসে উইকেট-কীপার হিসাবে মাত্র দুইজন, অস্ট্রেলিয়ার ডব্লিউ. ওল্ডফিল্ড এবং ইংল্যাণ্ডের টি. জি. ইভান্স এই ডবল (১০০০ রাণ এবং ১০০ উইকেট) সম্মান লাভ করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের ভিন্নু মানকড় অপর সকলের তুলনায় কম সংখ্যক টেস্ট ম্যাচ খেলিয়া এই 'ডবল' সম্মান লাভ করেন। এই ডবল সম্মান পাইতে কাহাকে কতগুলি টেস্ট ম্যাচ খেলিতে হইয়াছে তাহার হিসাবঃ ভিন্নু মানকড় (ভারতবর্ষ) ২৩টি ; এম. এ. নোব্‌ল (অস্ট্রেলিয়া) ২৭টি ; জর্জ গিফেন (অস্ট্রেলিয়া) ৩০টি ; মরিস টেট (ইংল্যাণ্ড) ৩৩টি ; উইলফ্রেড রোড্‌স (ইংল্যাণ্ড) ৪৩টি ; কিথ মিলার (অস্ট্রেলিয়া) ৩৩টি এবং লিণ্ডওয়াল (অস্ট্রেলিয়া) ৩৮টি।

॥ ২,০০০ রাণ এবং ১০০ উইকেট ॥

মাত্র চারজন খেলোয়াড় সরকারী টেস্ট খেলায় ২,০০০ রাণ এবং ১০০ উইকেট লাভ করিয়াছেন—উইলফ্রেড রোড্‌স (ইংল্যাণ্ড), কিথ মিলার (অস্ট্রেলিয়া), ভিন্নু মানকড় (ভারতবর্ষ) এবং টি. ই. বেলী (ইংল্যাণ্ড)।

আন্তর্জাতিক ফুটবল

বিশ্ব অলিম্পিক ফুটবল

বৎসর	স্থান	বিজয়ী দেশ	বিজিত দেশ	গোল
১৯০৮	লণ্ডন	গ্রেটবৃটেন	ডেনমার্ক	২-০
১৯১২	স্টকহোম	গ্রেটবৃটেন	ডেনমার্ক	৪-২
১৯২০	এণ্টওয়ার্প	বেলজিয়াম	চেকোশ্লোভাকিয়া	২-০
১৯২৪	প্যারী	উরুগুয়ে	সুইটজারল্যাণ্ড	৩-০
১৯২৮	আমস্টারডাম	উরুগুয়ে	আর্জেন্টিনা	১-১, ২-১
১৯৩২	লস এ্যাঞ্জেলস্	খেলা হয় নাই		
১৯৩৬	বার্লিন	ইতালী	অষ্ট্রিয়া	২-১
১৯৪৮	লণ্ডন	সুইডেন	যুগোশ্লাভিয়া	৩-১
১৯৫২	হেলসিঙ্কি	হাঙ্গারী	যুগোশ্লাভিয়া	২-০
১৯৫৬	মেলবোর্ণ	রাশিয়া	যুগোশ্লাভিয়া	১-০

জুলেস রিমেট কাপ (বিশ্বফুটবল চ্যাম্পিয়ানসীপ)

পূর্ববর্তী বিজয়ী ও বিজিত দেশ

১৯৩০ উরুগুয়ে—৪ঃ আর্জেন্টিনা—২; ১৯৩৪ ইতালী—২ঃ চেকোশ্লোভাকিয়া—১; ১৯৩৮ ইতালী—৪ঃ হাঙ্গারী—২; *১৯৫০ উরুগুয়ে (৫ পয়েন্ট): ব্রেজিল—(৪ পয়েন্ট); ১৯৫৪ জার্মানী—৩ঃ হাঙ্গারী—২; ১৯৫৮ ব্রেজিল—৫ঃ সুইডেন—২।

বিশ্ব অলিম্পিক গেমস—১৯৫৬

(মেলবোর্ণ, অস্ট্রেলিয়া)

মেলবোর্ণে অনুষ্ঠিত ১৬শ অলিম্পিক গেমস অনুষ্ঠানে স্বর্ণ, রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ পদকপ্রাপ্ত প্রথম দশটি দেশের নাম—

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ
রাশিয়া	৩৭	২৯	৩২
আমেরিকা	৩২	২৫	১৭
অস্ট্রেলিয়া	১৩	৮	১৪
হাঙ্গারী	৯	১০	৭
ইতালী	৮	৮	৯

* লীগ প্রথা অনুযায়ী খেলান হয়।

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ
সুইডেন	৮	৫	৬
জার্মানী	৬	১৩	৭
ব্রিটেন	৬	৭	১১
রুমানিয়া	৫	৩	৫
জাপান	৪	১০	৫

বিশ্ব অলিম্পিক গেমস রেকর্ড
পুরুষ বিভাগ : দৌড় অনুষ্ঠান

অনুষ্ঠান মিটার	রেকর্ড সময় ঘঃ	মিঃ	সেঃ	রেকর্ডধারীর নাম	দেশ	বৎসর
১০০	০	০	১০.৩	এডি টোলান	আমেরিকা	১৯৩২
			১০.৩	জেসি ওয়েন্স	আমেরিকা	১৯৩৬
			১০.৩	হ্যারিসন ডিলার্ড	আমেরিকা	১৯৪৮
			১০.৩ (হিট)	বব্ মরো	আমেরিকা	১৯৫৬
২০০	০	০	২০.৬	বব্ মরো	আমেরিকা	১৯৫৬
৪০০	০	০	৪৫.৯	ভি. জি. রোহডেন	জামাইকা	১৯৫২
			৪৫.৯	এইচ. ম্যাক্ কেন্লি	জামাইকা	১৯৫২
৮০০	০	১	৪৭.৭	টি. কার্টনি	আমেরিকা	১৯৫৬
১,৫০০	০	৩	৪১.২	আর. ডিলানী	আয়ারল্যাণ্ড	১৯৫৬
৫,০০০	০	১৩	৩৯.৬	ভ্লাডিমির কুটস	রাশিয়া	১৯৫৬
১০,০০০	০	২৮	৪৫.৬	ভ্লাডিমির কুটস	রাশিয়া	১৯৫৬
॥ ম্যারাথন দৌড় (২৬ মাইল ৩৮৬ গজ দূরত্ব) ॥						
	২	২৫	০	এ. মিমাউন	ফ্রান্স	১৯৫৬
॥ ভ্রমণ অনুষ্ঠান ॥						
৩,০০০	০	১৩	১৪.২	উগো ফ্রিগেরিয়ো	ইতালী	১৯২০
১০,০০০	০	৪৫	০২.৮	জে. নিকেলসন	সুইডেন	১৯৫২
৫০,০০০	৪	২৮	০৭.৮	জি. ডোরডোনি	ইতালী	১৯৫২
॥ হার্ডলিং অনুষ্ঠান ॥						
১১০ (হাই)	০	০	১৩.৫	এল. কলহোন	আমেরিকা	১৯৫৬
৪০০	০	০	৫০.১	গ্লিন ডেভিস	আমেরিকা	১৯৫৬
	০	০	৫০.১	ই. সাউদার্ণ	আমেরিকা	১৯৫৬

॥ রীলে অনুষ্ঠান ॥

মিটার	ঘঃ	মিঃ	সেঃ	রেকর্ডধারীর নাম	দেশ	বৎসর
৪ × ১০০	০	০	৩৯.৫	আমেরিকা	আমেরিকা	১৯৫৬
৪ × ৪০০	০	৩	৯৯.৩	জামাইকা	জামাইকা	১৯৫২

॥ ষ্টিপল চেজ ॥

৩,০০০	০	৮	৪১.২	সি. ব্রাসার	বৃটেন	১৯৫৬

॥ ডেকাথলন ॥

৭,৯৩৭ পয়েণ্ট	মিণ্ট ক্যাম্বেল	আমেরিকা	১৯৫৬

॥ ফিল্ড অনুষ্ঠান ॥

হাই জাম্প	৬′ ১১¼″	সি. ডুমাস	আমেরিকা	১৯৫৬
লং জাম্প	২৬′ ৫¾″	জেসি ওয়েন্স	আমেরিকা	১৯৫৬
হপ্-ষ্টেপ-জাম্প	৫৩′ ৭½″	এ. এফ. ডা' সিলভা	ব্রেজিল	১৯৫৬
পোল ভল্ট	১৪′ ১১½″	আর রিচার্ডস	আমেরিকা	১৯৫৬
ডিস্‌কাস থ্রো	১৮৪′ ১০½″	এ. ওর্টার	আমেরিকা	১৯৫৬
জ্যাভেলিন	২৮১′ ২¼″	ই. ডানিয়েলসন	নরওয়ে	১৯৫৬
সট পুট	৬০′ ১১½″	ডব্লিউ. পি. ও'ব্রেন	আমেরিকা	১৯৫৬
হ্যামার	২০৭′ ৩½″	এইচ. কোনোলী	আমেরিকা	১৯৫৬

মহিলা বিভাগ ঃ দৌড় অনুষ্ঠান

মিটার				
১০০	১১.৪	বেট্টি কাচবার্ট	অস্ট্রেলিয়া	১৯৫৬
২০০	২৩.৪	এম. জ্যাকসন	অস্ট্রেলিয়া	১৯৫২
	২৩.৪	বেট্টি কাচবার্ট	অস্ট্রেলিয়া	১৯৫২

॥ হার্ডলস ॥

৮০	১০.৭	এ. ষ্ট্রিকল্যাণ্ড হার্ণ্টি	অস্ট্রেলিয়া	১৯৫৬

॥ রিলে অনুষ্ঠান ॥

৪ × ১০০	৪৪.৫	অস্ট্রেলিয়া	অস্ট্রেলিয়া	১৯৫৬

॥ ফিল্ড অনুষ্ঠান ॥

হাই জাম্প	৫′ ৯¼″	এম. ম্যাক্‌ডেনিয়েল	আমেরিকা	১৯৫৬
লং জাম্প	২০′ ৯¾″	ই. ক্রেজিনিস্কা	পোল্যাণ্ড	১৯৫৫
ডিস্‌কাস থ্রো	১৭৬′ ১½″	ও. ফিকোটোভা	চেকোশ্লোভাকিয়া	১৯৫৬

জ্যাভেলিন	১৭৬' ৮½"	আইভেসা আইনজেন	রাশিয়া	১৯৫৬
সট পুট	৫৪' ৫"	তামারা টাইচকেভিচ	রাশিয়া	১৯৫৬

মুষ্টিযুদ্ধে বিশ্বখেতাব

বিভাগ		চ্যাম্পিয়ান		দেশ
হেভী	...	এফ্ প্যাটারসন	...	আমেরিকা
লাইট-হেভী	...	আর্চি মুর	...	আমেরিকা
মিডল	...	সি. ব্যাসিলিও	...	আমেরিকা
ওয়েল্টার	...	নির্ধারিত হয় নাই	...	আমেরিকা
লাইট	...	জো ব্রাউন	...	আমেরিকা
ফেদার	...	এইচ. ব্যাসি	...	আমেরিকা
ব্যাণ্টম	...	এ. হ্যালিমি	...	ফ্রান্স
ফ্লাই	...	পি. পিরেজ	...	আর্জেণ্টিনা

ভারতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান

ক্রিকেট ঃ রঞ্জি ট্রফি

রঞ্জি ট্রফির খেলা ভারতের জাতীয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতা। ১৯৩৪-৩৫ সালে প্রথম খেলা আরম্ভ হয়। খ্যাতনামা ক্রিকেট খেলোয়াড় স্বর্গত রঞ্জিত সিংজীর স্মৃতির প্রতি সম্মানার্থ পাতিয়ালার মহারাজ "রঞ্জি ট্রফি" নামে এই স্বর্ণ কাপটি উপহার দিয়াছেন। এ পর্যন্ত যাঁহারা এই ট্রফি লাভ করিয়াছেন নিম্নে তাঁহাদের নাম দেওয়া হইল :—

বৎসর	বিজয়ী	বিজিত
১৯৩৪-৩৫	বোম্বাই	নদার্ন ইণ্ডিয়া
১৯৩৫-৩৬	বোম্বাই	মাদ্রাজ
১৯৩৬-৩৭	নবনগর	বাংলা
১৯৩৭-৩৮	হায়দরাবাদ	নবনগর
১৯৩৮-৩৯	বাংলা	দক্ষিণ পাঞ্জাব
১৯৩৯-৪০	মহারাষ্ট্র	যুক্তপ্রদেশ
১৯৪০-৪১	মহারাষ্ট্র	মাদ্রাজ
১৯৪১-৪২	বোম্বাই	মহীশূর
১৯৪২-৪৩	বরোদা	হায়দরাবাদ
১৯৪৩-৪৪	পশ্চিম ভারত	বাংলা

বৎসর	বিজয়ী	বিজিত
১৯৪৪-৪৫	বোম্বাই	হোলকার
১৯৪৫-৪৬	হোলকার	বরোদা
১৯৪৬-৪৭	বরোদা	হোলকার
১৯৪৭-৪৮	হোলকার	বোম্বাই
১৯৪৮-৪৯	বোম্বাই	বরোদা
১৯৪৯-৫০	বরোদা	হোলকার
১৯৫০-৫১	হোলকার	গুজরাট
১৯৫১-৫২	বোম্বাই	হোলকার
১৯৫২-৫৩	হোলকার	বাংলা
১৯৫৩-৫৪	বোম্বাই	হোলকার
১৯৫৪-৫৫	মাদ্রাজ	হোলকার
১৯৫৫-৫৬	বোম্বাই	বাংলা
১৯৫৬-৫৭	বোম্বাই	সার্ভিসেস
১৯৫৭-৫৮	বরোদা	সার্ভিসেস

একটি খেলায় সমষ্টিগত সর্বাধিক রাণঃ ২৩৭৬ (৩৮ উইকেট), বোম্বাই বনাম মহারাষ্ট্র, পুণা, ১৯৪৮। (প্রথম শ্রেণীর খেলায় বিশ্ব রেকর্ড)।

পার্টনারশিপ রেকর্ডঃ ৫৭৭ (৪র্থ উইঃ)—হাজারে (২৫৪) এবং গুল মহম্মদ (৩১৯), বরোদা; হোলকার দলের বিপক্ষে; বরোদা, ১৯৪৬-৪৭। পৃথিবীর যে-কোন স্থানে অনুষ্ঠিত প্রথম শ্রেণীর খেলায় যে-কোন উইকেটের জুটিতে বিশ্ব রেকর্ড।

৪৫৫ (২য় উইঃ)—বি. বি. নিম্বলকার (৪৪৩*) এবং কে. ভি. ভাণ্ডারকর (২০৫) মহারাষ্ট্র; পশ্চিমভারত স্টেটের বিপক্ষে; পুণা, ১৯৪৮-৪৯। প্রথম শ্রেণীর খেলায় ২য় উইকেট পার্টনারশিপে বিশ্ব রেকর্ড।

এক ইনিংসে দলগত সর্বাধিক সেঞ্চুরীঃ ৬টি—হোলকার; মহীশূরের বিপক্ষে, ১৯৪৫-৪৬—বিশ্ব রেকর্ড।

একটি ম্যাচে সর্বাধিক সেঞ্চুরীঃ ৯টি—বোম্বাই বনাম মহারাষ্ট্র ১৯৪৮-৪৯—প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেট খেলায় বিশ্ব রেকর্ড।

ফুটবলঃ সন্তোষ ট্রফি

জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা—আই. এফ. এ-র ভূতপূর্ব সভাপতি সন্তোষের স্বর্গীয় মহারাজার স্মৃতিরক্ষার্থে আই. এফ. এ. কর্তৃক প্রদত্ত 'সন্তোষ

মেমোরিয়াল কাপ' আন্তপ্রাদেশিক ফুটবল প্রতিযোগিতা হিসাবে পরিচালিত হয়। খেলা আরম্ভ হয় ১৯৪১ সালে। ১৯৪২, ১৯৪৩ এবং ১৯৪৮ সালে খেলা হয় নাই।

বৎসর	বিজয়ী	বিজিত	গোল	স্থান
১৯৪১	বাংলা	দিল্লী	৫—১	কলিকাতা
১৯৪৪	দিল্লী	বাংলা	২—০	দিল্লী
১৯৪৫	বাংলা	বোম্বাই	২—০	বোম্বাই
১৯৪৬	মহীশূর	বাংলা	২—১	বাঙ্গালোর
১৯৪৭	বাংলা	বোম্বাই	১—০	কলিকাতা
১৯৪৯	পশ্চিমবঙ্গ	হায়দরাবাদ	৫—০	কলিকাতা
১৯৫০	পশ্চিমবঙ্গ	হায়দরাবাদ	১—০	কলিকাতা
১৯৫১	পশ্চিমবঙ্গ	বোম্বাই	১—০	বোম্বাই
১৯৫২	মহীশূর	পশ্চিমবঙ্গ	১—০	বাঙ্গালোর
১৯৫৩	পশ্চিমবঙ্গ	মহীশূর	১—০	কলিকাতা
১৯৫৪	বোম্বাই	সাভিসেস	২—১	মাদ্রাজ
১৯৫৫	পশ্চিমবঙ্গ	মহীশূর	১—০	এর্ণাকুলাম
১৯৫৬	হায়দরাবাদ	বোম্বাই	৪—১	ত্রিবান্দ্রাম
১৯৫৭	হায়দরাবাদ	বোম্বাই	৩—০	হায়দরাবাদ

সাম্পাঙ্গি কাপ

(সন্তোষ ট্রফি প্রতিযোগিতায় ৩য় স্থান নির্ণয়ের জন্য সেমি-ফাইনালে বিজিত দুই দলের মধ্যে খেলা হয়। এই খেলায় জয়ী দল সাম্পাঙ্গি কাপ পায়)।

খেলার ফলাফল—

১৯৫২	উড়িষ্যা—৩ ;	দিল্লী—৩
১৯৫৩	হায়দরাবাদ—৪ ;	বোম্বাই—০
১৯৫৪	বাংলা — ২ ;	বিহার—১
১৯৫৫	সাভিসেস— ৩ ;	আসাম—১
১৯৫৬	মহীশূর — ১ ;	বাংলা —০
১৯৫৭	সাভিসেস— ১ ;	বাংলা —০

রোভার্স কাপঃ প্রথম আরম্ভ ১৮৯১-৯২ খ্রীষ্টাব্দ। ১৯২৩ সালের পূর্ব পর্যন্ত একমাত্র বোম্বাই ওয়াই এম. সি. এ. ভিন্ন অপর কোন অসামরিক ফুটবল দল এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করিতে পারিত না। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে মোহনবাগান ক্লাব বিশেষ আমন্ত্রণে এই প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় ভারতীয়

অসামরিক ফুটবল দল হিসাবে যোগদান করে এবং ফাইন্যালে ডারহামস এল. আই. এ-র কাছে ৪-১ গোলে পরাজিত হয়।

॥ গত কয়েক বৎসরে বিজয়ী দল ॥

ইস্ট বেঙ্গল ১৯৪৯; হায়দরাবাদ পুলিশ ১৯৫০, ১৯৫১, ১৯৫২, ১৯৫৩, ১৯৫৪; মোহনবাগান ১৯৫৫, মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব ১৯৫৬ এবং হায়দরাবাদ সিটি পুলিশ ১৯৫৭ সালে রোভার্স কাপ অর্জন করে। হায়দরাবাদ পুলিশ উপর্যুপরি পাঁচ বৎসর রোভার্স কাপ লাভ করিয়াছে। প্রতিযোগিতার সূচনা হইতে আর কোন দল এই গৌরব লাভ করিতে পারে নাই। এই ২টি দল উপর্যুপরি ৩ বার রোভার্স কাপ জয় করিয়াছে—চেশায়ার রেজিঃ (১৯০২-৪), ওয়ার উইচশায়ার (১৯২৪-২৬)। ১৯৫৭ সালের ফাইনালঃ হায়দরাবাদ সিটি পুলিশ-৩; মহামেডান স্পোর্টিং-০।

ডুরাণ্ড কাপঃ ১৮৮৮ সালে খেলা সুরু। ১৯৪০ সালের পূর্বে কোন ভারতীয় দল ডুরাণ্ড কাপ জয় করিতে সক্ষম হয় নাই। ১৯৪০ সালে প্রথম ভারতীয় দল হিসাবে মহামেডান স্পোর্টিং ক্লাব (কলিকাতা) ডুরাণ্ড কাপ জয়ী হয়। ১৯৪১-৪৯ সাল পর্যন্ত খেলা স্থগিত ছিল। ১৯৫০ সালে পুনরায় খেলা আরম্ভ হইলে হায়দরাবাদ পুলিশ ঐ বছর বিজয়ী হয়। ১৯৫১ এবং ১৯৫২ সালে ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব ডুরাণ্ড কাপ লাভ করে। মোহনবাগান ১৯৫৩, হায়দরাবাদ পুলিশ ১৯৫৪, মাদ্রাজ রেজিমেন্ট সেণ্টার ১৯৫৫, ইস্ট বেঙ্গল ১৯৫৬ এবং হায়দরাবাদ ১৯৫৭ সালে ডুরাণ্ড কাপ লাভ করে।

১৯৫৭ সালের ফাইন্যাল—হায়দরাবাদ সিটি পুলিশ—২; ইস্ট বেঙ্গল—১।

উপর্যুপরি তিন বার ডুরাণ্ড কাপ জয়ঃ ১৮৯৩-৯৫ এইচ. এল. আই; ১৮৯৭-৯৯ ব্ল্যাক ওয়াচ।

আই. এফ. এ. শীল্ড বিজয়ী দল

প্রথমারম্ভ—১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দ

১৮৯৩-৯৪—রয়্যাল আইরিস রাইফেলস্
১৮৯৫—রয়্যাল ওয়েলশফুজিলিয়ার্স
১৮৯৬—ক্যালকাটা এফ. সি.
১৮৯৭—ডালহৌসী
১৮৯৮—গ্লস্টারশায়ার রেজিঃ
১৮৯৯—সাউথ ল্যাঙ্কাশায়ার্স
১৯০০—ক্যালকাটা এফ. সি.
১৯০১—রয়্যাল আইরিশ রাইফেলস্
১৯০২—৯৩ নং হাইল্যাণ্ডার্স
১৯০৩-০৪—ক্যালকাটা এফ. সি.
১৯০৫—ডালাহৌসী
১৯০৬—ক্যালকাটা এফ. সি.
১৯০৭—হাইল্যাণ্ডার্স লাইট ইনফ্যানট্রি
১৯০৮-১০—গর্ডনস্ হাইল্যাণ্ডার্স
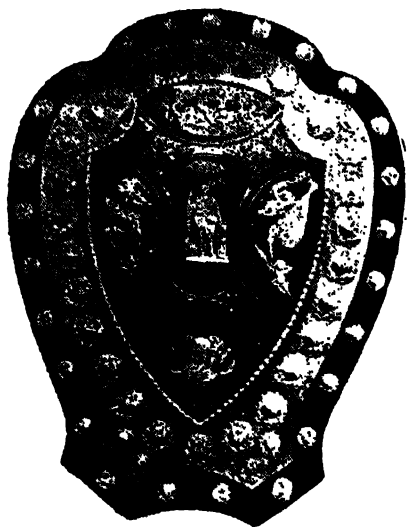
আই. এফ. এ. শীল্ড
প্রথমারম্ভ : ১৮৯৩

কলিকাতা ফুটবল লীগ কাপ
প্রথমারম্ভ : ১৮৯৮

১৯১১—মোহনবাগান
১৯১২-১৩—রয়্যাল আইরিশ রাইফেলস
১৯১৪—কিংস্ ঔন রেজিমেণ্ট
১৯১৫—ক্যালকাটা এফ. সি.
১৯১৬—সেকেণ্ড নর্থ স্ট্যাফোর্ডস্
১৯১৭—দশম মিড্লসেক্স
১৯১৮—সপ্তম ট্রেনিং রিজার্ভ
১৯১৯—১ম ব্রেকনকশায়ার
১৯২০—১ম ব্ল্যাকওয়াচ
১৯২১—৩য় উস্টারসায়ার
১৯২২-২৪—ক্যালকাটা এফ. সি.
১৯২৫—২য় রয়্যাল স্কট ফুজিলিয়ার্স
১৯২৬-২৮—২য় সেরউড ফরেস্টার্স
১৯২৯—রয়্যাল আলস্টার রাইফেলস্
১৯৩০—সিফোর্থ হাইল্যাণ্ডার্স
১৯৩১—এইচ. এল. আই.
১৯৩২—এসেক্স রেজিঃ
১৯৩৩—ডি. সি. এল. আই
১৯৩৪—কে. আর. আর. ডারহামস্
[খেলা অমীমাংসিত]
১৯৩৫—ইস্ট ইয়র্কস্
১৯৩৬—মহামেডান স্পোর্টিং
১৯৩৭—৬ষ্ঠ ফিল্ড ব্রিগেড
১৯৩৮—ইস্ট ইয়র্কস্
১৯৩৯—পুলিশ এ. সি.
১৯৪০—এরিয়ান্স ক্লাব
১৯৪১-৪২—মহমেডান স্পোর্টিং
১৯৪৩—ইস্ট বেঙ্গল
১৯৪৪—বেঙ্গল এ্যাণ্ড আসাম রেলওয়ে
১৯৪৫—ইস্ট বেঙ্গল
১৯৪৬—খেলা হয় নাই
১৯৪৭—মোহনবাগান
১৯৪৮—মোহনবাগান
১৯৪৯-৫১—ইস্ট বেঙ্গল
১৯৫২—মোহনবাগান ২,০ : রাজস্থান ২,০ [খেলা অসমাপ্ত]
১৯৫৩—ইণ্ডিয়া কালচার লীগ (বোম্বাই)
১৯৫৪—মোহনবাগান
১৯৫৫—রাজস্থান
১৯৫৬—মোহনবাগান
১৯৫৭—মহামেডান স্পোর্টিং

কলিকাতা ফুটবল লীগ (প্রথম বিভাগ) বিজয়ী দল

প্রথমারম্ভ—১৮৯৮ খৃষ্টাব্দ

১৮৯৮—গ্লস্টারশায়ার রেজিমেণ্ট
১৮৯৯—ক্যালকাটা এফ. সি.
*১৯০০-০১—রয়্যাল আইরিস রাইফেলস
১৯০২—কে. ও এস. বি.
*১৯০৩—৯৩ নং হাইল্যাণ্ডার্স
১৯০৪—কিংস ঔন ল্যাঙ্কস্টার রেজিমেণ্ট
*১৯০৫—কিংস ঔন ল্যাঙ্কাস্টার রেজিমেণ্ট
১৯০৬—হাইল্যাণ্ডাস লাইট ইনফ্যানটি
১৯০৭—ক্যালকাটা এফ. সি.
*১৯০৮—গর্ডনস্ হাইল্যাণ্ডার্স
১৯০৯ ঐ
১৯১০—ডালহৌসী
১৯১১—লোকো-আর-জি-এ
*১৯১২-১৩—ব্ল্যাকওয়াচ
১৯১৪—৯১ নং হাইল্যাণ্ডার্স

১৯১৫—১০ম মিড্‌লসেক্স
†১৯১৬—ক্যালকাটা এফ. সি.
১৯১৭—লিঙ্কন শায়ার
১৯১৮—ক্যালকাটা এফ. সি.
১৯১৯—১২নং স্পেশাল সার্ভিস ব্যাটেলিয়ন
১৯২০—ক্যালকাটা এফ. সি.
১৯২১—ডালহৌসী
†১৯২২—ক্যালকাটা এফ. সি.
১৯২৩—ক্যালকাটা এফ. সি.
১৯২৪—ক্যামেরনস্‌
১৯২৫—ক্যালকাটা এফ. সি.
†১৯২৬—নর্থ স্ট্যাফোর্ডস্‌
†১৯২৮—নর্থ স্ট্যাফোর্ডস্‌
১৯৩০—২য় রয়্যাল রেজিমেণ্ট
১৯৩১—৩৩ ডারহামস্‌ এল. আই.
১০৩৪-৩৮—মহামেডান স্পোর্টিং
১৯৩৯—মোহনবাগান
১৯৪০-৪১—মহামেডান স্পোর্টিং
১৯৪২—ইস্ট বেঙ্গল
১৯৪৩-৪৪—মোহনবাগান
১৯৪৫-৪৬—ইস্ট বেঙ্গল
১৯৪৭—খেলা হয় নাই
†১৯৪৮—মহামেডান স্পোর্টিং
১৯৪৯—ইস্ট বেঙ্গল
†১৯৫০—ইস্ট বেঙ্গল
১৯৫১—মোহনবাগান
১৯৫২—ইস্ট বেঙ্গল
*১৯৫৩—খেলা অসমাপ্ত
১৯৫৪—মোহনবাগান
১৯৫৫—মোহনবাগান
১৯৫৬—মোহনবাগান
১৯৫৭—মহামেডান স্পোর্টিং

ভারতীয় হকি

হকি খেলায় ভারত নিঃসন্দেহে পৃথিবীর শীর্ষস্থানীয়। ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দে আমস্টার্ডামে, ১৯৩২-এ লস্‌ এ্যাঞ্জেল্‌সে, ১৯৩৬-এ বার্লিনে ১৯৪৮-এ লণ্ডনে, ১৯৫২ সালে হেলসিঙ্কিতে এবং ১৯৫৬ সালে মেলবোর্ণে অনুষ্ঠিত উপর্যুপরি ছয়টি বিশ্ব অলিম্পিকের হকি প্রতিযোগিতায় ভারতবর্ষ চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করে।

জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা

(১৯৫১ সাল হইতে স্বর্গীয় এস. রঙ্গস্বামী কাপ)

বৎসর	বিজয়ী দল	বিজীত দল	স্থান
১৯২৮	যুক্তপ্রদেশ—২	রাজপুতানা—১	কলিকাতা
†১৯৩০	রেলওয়ে	পাঞ্জাব	লাহোর
১৯৩২	পাঞ্জাব—২	বাংলা—০	কলিকাতা

* নির্দিষ্ট সময়ে লীগের খেলা সম্পন্ন হয় নাই বলিয়া মূল প্রতিযোগিতা পরিত্যক্ত হয়।
† অপরাজেয় অবস্থায় লীগ বিজয়ী।

বৎসর	বিজয়ী দল	বিজিত দল	স্থান
১৯৩৪	খেলা বন্ধ		
১৯৩৬	বাংলা—১	মানভাদার—০	কলিকাতা
†১৯৩৮	বাংলা	ভূপাল	কলিকাতা
১৯৪০	বোম্বাই—২	দিল্লী—০	বোম্বাই
১৯৪২	দিল্লী—২	পাঞ্জাব—০	পাঞ্জাব
১৯৪৪	বোম্বাই—৩	গোয়ালিয়র—০	বোম্বাই
১৯৪৫	ভূপাল—১	যুক্তপ্রদেশ—০	গোরক্ষপুর
১৯৪৬	পাঞ্জাব—১	দিল্লী—০	কলিকাতা
১৯৪৭	পাঞ্জাব—২	বোম্বাই—১	বোম্বাই
১৯৪৮	ভূপাল—৩	বোম্বাই—২	বোম্বাই
১৯৪৯	পূর্বপাঞ্জাব—২	পশ্চিমবাংলা—০	দিল্লী
১৯৫০	পূর্বপাঞ্জাব—৪	ভূপাল—২	ভূপাল
১৯৫১	পূর্বপাঞ্জাব—১	সার্ভিসেস—০	মাদ্রাজ
১৯৫২	পশ্চিমবঙ্গ—১,২	পূর্বপাঞ্জাব—১,১	কলিকাতা
১৯৫৩	সার্ভিসেস—১	পূর্বপাঞ্জাব—০	বাঙ্গালোর
১৯৫৪	পূর্বপাঞ্জাব—১,৩	সার্ভিসেস—১,২,	হায়দরাবাদ
১৯৫৫	মাদ্রাজ—০,০	সার্ভিসেস (যুগ্মঃ)০,০	মাদ্রাজ
১৯৫৬	সার্ভিসেস—১,১	উত্তর প্রদেশ—১,০	জলন্ধর
১৯৫৭	রেলওয়ে—২	বোম্বাই—১	বোম্বাই
১৯৫৮	রেলওয়ে—১	বোম্বাই—০	বোম্বাই

॥ মহিলাদের জাতীয় হকি প্রতিযোগিতা ॥

বিজয়ী দলের নাম: ১৯৩৮—খড়্গপুর (বাংলা); ১৯৩৯—কলিকাতা, ১৯৪৭, ১৯৪৮ ও ১৯৪৯—বোম্বাই; ১৯৫০—মধ্যপ্রদেশ; ১৯৫১—বোম্বাই; ১৯৫২—বোম্বাই; ১৯৫৩—বোম্বাই এবং পশ্চিমবঙ্গ (যুগ্মভাবে বিজয়ী); ১৯৫৪—মধ্যপ্রদেশ; ১৯৫৫—মধ্যপ্রদেশ; ১৯৫৬—মধ্যপ্রদেশ; ১৯৫৭—বাংলা।

বাইটন কাপ: ইহা ভারতীয় হকির শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতামূলক খেলা। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম এই খেলা আরম্ভ হয়। প্রতি বৎসর মে-জুন মাসে কলিকাতায় এই হকি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। নিম্নে গত কয়েক বৎসরের বাইটন কাপ বিজয়ী দলসমূহের নাম দেওয়া হইল।

† লীগ খেলার প্রথানুসারে খেলান হয়।

১৯৫১—হিন্দুস্থান এয়ারক্র্যাফট্ ; ১৯৫২—মোহনবাগান ; ১৯৫৩—টাটা স্পোর্টস্ (বোম্বাই) ১৯৫৪—টাটা স্পোর্টস্ (বোম্বাই); ১৯৫৫—ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ে (বোম্বাই) ও ইউ. পি. একাদশ (লক্ষ্ণৌ); ১৯৫৬—সার্ভিসেস হকেটস্; ১৯৫৭—ইস্ট বেঙ্গল ; ১৯৫৮—মোহনবাগান—১ : কোর অব ইঞ্জিনিয়ার্স।

সর্বাপেক্ষা বেশীবার বাইটন কাপ বিজয়ী : ১১ বার—ক্যালকাটা কাস্টমস। উপর্যুপরি বিজয়ী : (১) ক্যালকাটা কাস্টমস—৩ বার (১৯০৮—১০ এবং পুনরায় ১৯৩০-৩২); (২) বি. এন. আর.—৩ বার (১৯৪৩—৪৫)।

কলিকাতা হকি লীগ : গত কয়েক বৎসরের প্রথম বিভাগের হকি লীগ বিজয়ী : ১৯৪১—পুলিশ ; ১৯৪২—পোর্ট কমিশনার্স ; ১৯৪৩—রেঞ্জার্স ১৯৪৪—পোর্ট কমিশনার্স : ১৯৪৫—মহামেডান স্পোর্টিং ; ১৯৪৬—পোর্ট কমিশনার্স ; ১৯৪৭—(খেলা হয় নাই) ; ১৯৪৮—পোর্ট কমিশনার্স ১৯৪৯—পোর্ট কমিশনার্স ; ১৯৫০—কাস্টমস ; ১৯৫১— ও ১৯৫২—মোহনবাগান ; ১৯৫৩—ভবানীপুর ; ১৯৫৪—ভবানীপুর ; ১৯৫৫—মোহনবাগান ; ১৯৫৬—মোহনবাগান ; ১৯৫৭—মোহনবাগান ; ১৯৫৮—মোহনবাগান।

নিম্নলিখিত দলকয়টি এপর্যন্ত একই বছরে হকি লীগ চ্যাম্পিয়ানসীপ ও বাইটন কাপ লাভ করিয়াছে :—১। বি. ই. কলেজ, শিবপুর (১৯০৫), ২। ক্যালকাটা কাস্টমস (১৯০৯, ১৯১০, ১৯১২, ১৯২৬, ১৯৩০, ১৯৩১, ১৯৩২, ১৯৩৮), ৩। রেঞ্জার্স (১৯১৫, ১৯১৭, ১৯৩৮), ৪। পোর্ট কমিশনার্স (১৯৪৫ ১৯৪৮), ৫। মোহনবাগান (১৯৫২)।

উপর্যুপরি তিনবার হকি লীগ জয় : রেঞ্জার্স (১৯১৪-১৭); কাস্টমস (১৯৩০-৩৩ ও ১৯৩৬-৩৯), পোর্ট কমিশনার্স (১৯৪৬, ১৯৪৮-৪৯) এবং (১৯৫৫-৫৭)

জাতীয় মুষ্টিযুদ্ধ প্রতিযোগিতা

১৯৫৭ সালের ফাইনালে বিজয়ী : ফ্লাইওয়েট—দেবদানম (সার্ভিসেস), বেণ্টামওয়েট—এস. খাটাও (রেলওয়ে), ফেদারওয়েট—সরণ সিং (সার্ভিসেস), লাইটওয়েট—সুন্দর রাও (সার্ভিসেস), লাইট-ওয়েল্টার ওয়েট—শ্যামরাজ (সার্ভিসেস), লাইট মিডল ওয়েট—বি. ডি. সুজা (রেলওয়ে), মিডলওয়েট—হরি সিং (সার্ভিসেস), লাইট হেভী ওয়েট—এস. বসু (রেলওয়ে), হেভী ওয়েট—মাঙ্গে রাম (সার্ভিসেস) এবং ওয়েল্টার ওয়েট—রঙ্গনাথন (সার্ভিসেস)।

বাস্কেট বল : পুরুষ বিভাগের চ্যাম্পিয়ান—সার্ভিসেস। মহিলা বিভাগের চ্যাম্পিয়ান—পশ্চিমবঙ্গ।

কপাটি : পুরুষ ও মহিলা বিভাগের বিজয়ী—বোম্বাই।
ভলিবল : পুরুষ বিভাগের বিজয়ী—সার্ভিসেস।

জাতীয় লন্ টেনিস প্রতিযোগিতা

১৯৫৭ সালের ফাইন্যাল

পুরুষদের সিঙ্গলস : উল্ফ স্মিড (সুইডেন)—৬-৩, ৬-২, ৪-৬, ৪-৬ ও ৬-৩ সেটে রমানাথ কৃষ্ণান-কে (ভারত) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস : নরেশকুমার ও আর. কৃষ্ণান (ভারত)—৬-৪, ৬-৪ ও ৬-২ সেটে বিলি নাইট ও টনি পিকার্ড-কে (ইংল্যণ্ড) পরাজিত করেন।

সিঙ্গলস (মহিলা) : মিসেস জে. বি. সিং—৬-২, ৬-৩ সেটে মিস্ লীলা পাঞ্জাবীকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস : নরেশকুমার ও মিসেস কে. সিং—৫-৭, ৬-৪ ও ৬-২ সেটে বিলি নাইট ও মিসেস জে. বি. সিংকে পরাজিত করেন।

সিঙ্গলস (বয়েজ) : প্রেমজিৎলাল—৯-৭, ৪-৬, ৬-৩ সেটে জে. মুখার্জীকে পরাজিত করেন।

ডাবলস (বয়েজ) : প্রেমজিৎলাল ও জে. মুখার্জী—৬-২ ও ৬-৩ সেটে পি. কোলি ও এম. পি. মিশ্রকে পরাজিত করেন।

সিঙ্গলস (গার্লস) : মিস এ. ল্যামস্ডেন—৬-৪, ২-৬ ও ৬-২ সেটে মিস্ আপিয়াকে পরাজিত করেন।

প্লেট : অজিতকুমার—৪-৬,৬-০ ও ৬-১ সেটে পার্থসারথিকে পরাজিত করেন।

জাতীয় এবং আন্তঃরাজ্য টেবল টেনিস :

কলম্বোতে অনুষ্ঠিত জাতীয় এবং আন্তঃরাজ্য টেবল টেনিস খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল :

পুরুষদের দলগত বিভাগ (বার্ণবেলাক ট্রফি) : বোম্বাই ফাইন্যালে বাংলাকে পরাজিত ক'রে উপর্যুপরি পাঁচ বার জয়ী হয়েছে।

মহিলাদের দলগত বিভাগ (জয়লক্ষ্মী কাপ) : ফাইন্যালে বোম্বাই ৩-১ খেলায় মহারাষ্ট্রকে পরাজিত করে উপর্যুপরি দু'বছর জয়ী হয়েছে।

জুনিয়ার বিভাগ (রামনুজম ট্রফি) : ফাইন্যালে গত বছরের বিজয়ী দিল্লী ৩-২ খেলায় বোম্বাইকে পরাজিত করে।

॥ ব্যক্তিগত বিভাগ ॥

পুরুষদের সিঙ্গলস : জি. আর. দিভন (বোম্বাই) ২১-১৫, ১৯-২১, ২১-১২, ২১-১৭ পয়েণ্টে বি. এস. কাম্বাটাকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস: আর. জন. (মাদ্রাজ) ১৭-২১, ২১-১৪, ২১-১৫, ১৭-১৬ পয়েণ্টে মীনা পারাণ্ডেকে (মহারাষ্ট্র) পরাজিত করেন।

জুনিয়ার সিঙ্গলস: দীপক ঘোষ (বাংলা) ২১-১৮, ২১-১৬, ২১-১৫ পয়েণ্টে জে. সি. ভোরাকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলসে জয়ী হন বোম্বাইয়ের থ্যাকার্সে এবং জি. আর. দিভন।

আন্তঃরাজ্য ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়ানসীপ:

হায়দরাবাদে অনুষ্ঠিত আন্তঃরাজ্য ও জাতীয় ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়ানসীপ প্রতিযোগিতার সংক্ষিপ্ত ফলাফল:

আন্তঃরাজ্য ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা: উত্তর প্রদেশ ৩-০ খেলায় বাংলাকে পরাজিত করে এই প্রথম স্যার রহিমতুল্লাহ কাপ লাভ করে।

॥ ফাইন্যাল খেলার ফলাফল ॥

ত্রিলোকনাথ শেঠ (উত্তর প্রদেশ) ১৫-৫ ও ১৫-৮ পয়েণ্টে বিক্রম ভাটকে পরাজিত করেন।

পি. এস. চাওলা (উত্তর প্রদেশ) ১৫-৫ ও ১৫-৮ পয়েণ্টে বিক্রম ভাটকে পরাজিত করেন।

মীনা সাহা (উত্তর প্রদেশ) ১১-১ ও ১১-৪ পয়েণ্টে নীলিমা ভিক্সকে পরাজিত করেন।

॥ ব্যক্তিগত বিভাগের ফলাফল ॥

পুরুষদের সিঙ্গলস: ১নং খেলোয়াড় ত্রিলোকনাথ শেঠ (উত্তর প্রদেশ) ১৫-৭ ও ১৫-৩ পয়েণ্টে অমৃত দেওয়ানকে (দিল্লী) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিঙ্গলস: প্রেম পরাশর (বোম্বাই) ১১-৬ ও ১১-৭ পয়েণ্টে সুশীলা কাপাদিয়াকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস: আর. ডি. ভিময়ালা এবং ডি. এন. ডোঙ্গাডে ১০-১৫, ১৮-১৩, ১৫-১১ পয়েণ্টে পি. এস. চাওলা এবং এ. এল. দেওয়ানকে পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস: প্রেম পরাশর এবং সুশীলা কাপাদিয়া (বোম্বাই) মীনা সাহা এবং ভোসলেকে পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস: সুশীলা কাপাদিয়া এবং সি. ডি. দেওরাস ১৫-৭ ও ১৫-১০ পয়েণ্টে প্রেম পরাশর এবং ডি. এন. ডোঙ্গাডেকে পরাজিত করেন।

বালকদের সিঙ্গলস: সুরেশ গোয়েল (উত্তর প্রদেশ) ১৫-১১, ৯-১৫ ও ১৫-১০ পয়েণ্টে ডি. কে. খানকে (পাঞ্জাব) পরাজিত করেন।

বালিকাদের সিঙ্গলস: বাসন্তী (দিল্লী) ১২-৯ ও ১১-৮ পয়েণ্টে সুনীলা আপ্তেকে (মধ্যপ্রদেশ) পরাজিত করেন।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় খেলাধুলা
১৯৫৭—৫৮

এ্যাথলেটিক স্পোর্টস: পাঞ্জাব ৪৯ পয়েন্ট পেয়ে পুরুষ বিভাগে দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ৪ পয়েন্ট পেয়ে ৯ম স্থান পায়। বোম্বাই ২৫ পয়েন্ট পেয়ে মহিলা বিভাগে দলগত চ্যাম্পিয়ানসীপ লাভ করে।

টেনিস: ফাইন্যালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় ৩—১ খেলায় দিল্লীকে পরাজিত করে উপর্যুপরি দু'বছর সোহনলাল ডোগরা কাপ জয়ী হয়।

ক্রিকেট: ফাইন্যালে বোম্বাই ১১৬ রাণে দিল্লীকে পরাজিত ক'রে রোহিনটন বেরিয়া গোল্ড ট্রফি জয়ী হয়।

হকি: ফাইন্যালে মাদ্রাজ ১—০ গোলে আগ্রাকে পরাজিত করে।

ফুটবল: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১—০ গোলে বোম্বাইকে পরাজিত করে।

ব্যাডমিণ্টন: ফাইন্যালে বোম্বাই ৩—১ খেলায় এলাহাবাদকে পরাজিত করে।

সাঁতার: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম স্থান অধিকার করে।

ওয়াটার পোলো: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ফাইন্যালে বোম্বাইকে পরাজিত করে।

জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান: ১৯৫৮

[ভারতের অষ্টাদশ জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান ১৯৫৮ সালের ৬ই-৯ই ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত কটকে অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে যে-সকল 'নূতন ভারতীয় রেকর্ড' প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা নিম্নে দেওয়া হইল]।

॥ পুরুষ বিভাগ ॥

ডিসকাস থ্রো: প্রদ্যুম্ন সিং (সার্ভিসেস)—দূরত্ব ১৫৩ ফিট ৬½

পোলভল্ট: এ. রামচন্দ্রন (মাদ্রাজ)—উচ্চতা ১২ ফিট ৫ ইঞ্চি

৫,০০০ মিটার দৌড়: নায়েক অর্জ্জুন সিং (সার্ভিসেস)—সময় ১৪ মিঃ ৫৭.২ সেঃ

হ্যামার থ্রো: হাভিলদার দেবী দয়াল (সার্ভিসেস) দূরত্ব—১৬৬ ফিট ৯ ইঞ্চি

২০,০০৮ মিটার ভ্রমণ: নায়েক জোরা সিং (সার্ভিসেস)—সময় ১ ঘণ্টা ৩৮ মিঃ ২৪.২ সেঃ

২০০ মিটার দৌড়: নায়েক মিলখা সিং (সার্ভিসেস)—সময় ২১.২ সেঃ

৪০০ মিটার দৌড়: হাভিলদার মিলখা সিং (সার্ভিসেস) সময় ৪৬.৬ সেঃ

৪০০ মিটার হার্ডলস: জগদেব সিং (পাঞ্জাব) সময় ৫২.৫ সেঃ

১১০ হার্ডলস : শ্রীচাঁদ (সার্ভিসেস) সময় ১৪.৫ সেঃ
ম্যারাথন রেস : গুলজারা সিং (পশ্চিম বাংলা) সময় ২ ঘণ্টা ২৩ মিঃ ৫৮.৪ সেঃ
৩,০০০ মিটার ষ্টিপলচেজ : পানসিংহ (সার্ভিসেস) সময় ৯ মিঃ ১২.৪ সেঃ
৪ × ১০০ মিটার রীলে : সার্ভিসেস দল—সময় ৪২.৬ সেঃ
৪ × ৪০০ মিটার রীলে : সার্ভিসেস দল, সময় ৩ মিঃ ১৫.১ সেঃ
জাভেলিন থ্রো : বক্সি সিং (পাঞ্জাব) ১৯৯ ফিট ৪ ইঞ্চি

॥ মহিলা বিভাগ ॥

৮০ মিটার হার্ডলস : মেরী লীলারাও (বোম্বাই) ১১.৫ সেঃ
ডিসকাস থ্রো : সি ও' কোনেল (মাদ্রাজ) দূরত্ব ১১৪ ফিট
৪ × ৪০০ মিটার রীলে : বোম্বাই দল ; সময় ৪৯.৫ সেঃ
জাভেলিন থ্রো : ডেভেনপোর্ট (রাজস্থান) দূরত্ব ১২৯ ফিট ৭½ ইঞ্চি

তৃতীয় এশিয়া ক্রীড়ানুষ্ঠান :

টোকিও : ২৪শে মে হইতে ১লা জুন, ১৯৫৮, পর্যন্ত

জাপানের টোকিও শহরে অনুষ্ঠিত তৃতীয় এশিয়া ক্রীড়ানুষ্ঠানে জাপান সর্বাধিক পদক লাভ করে যোগদানকারী দেশগুলির মধ্যে খেলাধূলায় শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করেছে। তৃতীয় এশিয়া ক্রীড়ানুষ্ঠানে এই ২০টি দেশ যোগদান করে—আফগানিস্তান, ব্রহ্মদেশ, কম্বোডিয়া, সিংহল, ফরফোসা (ন্যাশনালিষ্ট চীন), হংকং, ভারতবর্ষ, ইন্দোনেশিয়া, ইরাণ, ইসরাইল, জাপান, কোরিয়া, মালয়, নেপাল, উত্তর বোর্ণিও, পাকিস্তান, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, থাইল্যাণ্ড এবং ভিয়েৎনাম। পিপল্‌স্ রিপাবলিক অব্ চীন এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করেনি।

॥ বিভিন্ন দেশের পদক লাভের হিসাব ॥

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ		স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ
জাপান	৬৭	৪১	৩০	বর্মা	১	২	১
ফিলিপাইন	৮	১৯	২১	সিঙ্গাপুর	১	১	১
দঃ কোরিয়া	৮	৭	১২	সিংহল	১	০	১
ইরান	৭	১৪	১১	থাইল্যাণ্ড	০	১	৩
ফরমোসা	৬	১১	১৭	হংকং	০	১	১
পাকিস্তান	৬	১১	৯	ইন্দোনেশিয়া	০	০	৪
ভারত	৫	৪	৩	মালয়	০	০	৩
ভিয়েৎনাম	২	০	৪	ইসরাইল	০	০	২

রেকর্ডের সংখ্যা ঃ তৃতীয় এশিয়া ক্রীড়ানুষ্ঠানে মোট রেকর্ড হইয়াছে ঃ—

এ্যাথেলেটিক্স-এ ২৬টি, ভারত্তোলনে ২২টি, সাঁতারে ১৭টি, সাইক্লিং-এ ৪টি ও স্যুটিং-এ একটি।

নিম্নে কয়েকটি জনপ্রিয় খেলার সংক্ষিপ্ত ফলাফল দেওয়া হইল—

ফুটবল ঃ ১ম ফর্মোসা, ২য় দক্ষিণ কোরিয়া, ৩য় ইন্দোনেশিয়া। ফাইনালে ফর্মোসা ৩—২ গোলে দক্ষিণ কোরিয়াকে পরাজিত ক'রে স্বর্ণ পদক লাভ করে। ইন্দোনেশিয়া ৪—১ গোলে পরাজিত ক'রে ব্রোঞ্জ পদক পায়।

হকি ঃ এশিয়ান হকি খেলায় পাকিস্তান গোল দেওয়া-খাওয়ার গড়পড়তা হিসাবে শেষ পর্যন্ত ১ম স্থান লাভ করে। পাকিস্তান এবং ভারতবর্ষ অপরাজেয় অবস্থায় সমান ৭ পয়েন্ট পায়। এ অবস্থায় গোল এভারেজের ওপর ভিত্তি ক'রে পাকিস্তানকে চ্যাম্পিয়ান ঘোষণা করা হয়। পাকিস্তান ১৯টি গোল দেয় কিন্তু কোন গোল তাদের পক্ষে হয় না। অন্যদিকে ভারতবর্ষ ১৬টি গেল দিয়ে ১টি গোল খায়।

	খেলা	জয়	ড্র	হার	স্বপক্ষে	বিপক্ষে	পয়েন্ট
পাকিস্তান	৪	৩	১	০	১৯	০	৭
ভারতবর্ষ	৪	৩	১	০	১৬	১	৭

লন টেনিস ঃ ব্যক্তিগত বিভাগের মোট ৫টি অনুষ্ঠানের মধ্যে পুরুষদের সিঙ্গলস ও ডাবলসে জয়ী হয় ফিলিপাইনের খেলোয়াড়রা এবং জাপানের খেলোয়াড়রা মহিলাদের সিঙ্গলস, ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলসে জয়ী হয়।

টেবল টেনিস ঃ পুরুষদের দলগত বিভাগ ১ম ভিয়েৎনাম। মহিলাদের দলগত বিভাগ ঃ ১ম জাপান, ২য় কোরিয়া, ৩য় চীন। ব্যক্তিগত বিভাগ ঃ মোট পাঁচটি অনুষ্ঠানের মধ্যে জাপান জয়ী হয়েছে মহিলাদের সিঙ্গলস ও ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলসে। ফর্মোসা জয়ী হয়েছে পুরুষদের সিঙ্গলসে এবং ভিয়েৎনাম পুরুষদের ডাবলসে জয়ী হয়েছে।

ভারোত্তলন ঃ ভারোত্তলনে ইরান সর্বাধিক পদক লাভ করেছে। এই বিভাগে ২২টি নতুন 'এশিয়ান গেমস' রেকর্ড স্থাপিত হয়েছে। প্রথম তিনটি দেশ এই ভাবে পদক লাভ করেছে।

	স্বর্ণ	রৌপ্য	ব্রোঞ্জ
ইরান	৩	৪	১
কোরিয়া	২	২	১
জাপান	১	২	৪

মুষ্টিযুদ্ধ ঃ মোট ১০টি স্বর্ণ পদকের মধ্যে জাপান ৬টি, কোরিয়া ২টি, ব্রহ্মদেশ ও ফর্মোসা প্রত্যেক ১টি করে স্বর্ণ পদক পেয়েছে।

ভারতীয় সংবাদপত্র

সংবাদপত্রের সূত্রপাত ঃ ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম মুদ্রিত সংবাদপত্র প্রকাশিত হয় কলিকাতা হইতে, ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারী। সংবাদপত্র-খানির নাম হিকিস 'বেঙ্গল গেজেট' বা 'ক্যালকাটা জেনারেল এডভার-টাইজার'। উহার আয়তন ছিল ১২"×৮" এবং উহাতে ৪ খানি পৃষ্ঠা থাকিত। মুদ্রণ ব্যবসায়ী জেমস্ অগাষ্টাস হিকি ছিলেন উহার সম্পাদক। ওয়ারেন হেষ্টিংস-এর পারিবারিক ব্যাপার লইয়া অবাঞ্ছিত মন্তব্যের জন্য তাঁহার জেল ও জরিমানা হয়। ইহার প্রায় ১৩ বৎসর পূর্বে ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়াম বোল্টস্ নামক এক ব্যক্তি কলিকাতায় কাউন্সিল হাউসের দরজায় ও অন্যান্য স্থানে হাতে লেখা কাগজ ঝুলাইয়া বিবিধ সংবাদ প্রচারের চেষ্টা করেন। প্রকৃতপক্ষে উহাই ভারতে সংবাদপত্রের প্রথম সূত্রপাত। হিকিকে ইউরোপে নির্বাসিত করা হইয়াছিল। 'ইণ্ডিয়া গেজেট' ভারতের দ্বিতীয় সংবাদপত্র। ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে বি. মেসিঙ্ক ও পিটার রীড কর্তৃক উহা কলিকাতা হইতে ইংরাজীতে প্রকাশিত হইয়াছিল। 'বেঙ্গল হরকরু' চার্লস ম্যাকৃলিন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৯৮ সালে।

প্রথম বাংলা সংবাদপত্র ঃ 'সমাচার দর্পণ' বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম সংবাদপত্র। বস্তুতঃ উহা ছিল একখানা দ্বিভাষিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র, উহাতে পরিবেশিত সংবাদসমূহ বাংলা ও ইংরাজী উভয় ভাষায় ছাপা হইত। শ্রীরামপুরের মিশনারীদের দ্বারা উহা ১৮১৮ সালের ২৩শে মে হইতে প্রকাশিত হইতে থাকে। ডঃ জে. সি. মার্শম্যান ছিলেন সমাচার দর্পণের সম্পাদক।

বাঙ্গালী সম্পাদিত বাংলা সংবাদপত্র ঃ ১৮১৮ সালের জুন (?) প্রকাশিত 'বাঙ্গাল গেজেটি' বাঙ্গালী সম্পাদিত প্রথম বাংলা সংবাদপত্র। গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য ছিলেন উহার প্রতিষ্ঠাতা। রাজা রামমোহন রায়ের 'সম্বাদ কৌমুদী' বাংলায় দ্বিতীয় সাপ্তাহিক পত্র, ১৮২১ সালে ডিসেম্বর মাসে উহা প্রতিষ্ঠিত।

প্রথম বাংলা দৈনিক পত্র ঃ 'সংবাদ প্রভাকর' বাংলা ভাষায় সর্বপ্রথম দৈনিক পত্র। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ছিলেন উহার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। ১৮৩১ সালের ২৮শে জানুয়ারী উহা প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল।

ভারতীয় সংবাদপত্রের আদিযুগে কলিকাতা হইতে আরও যে সকল দৈনিক
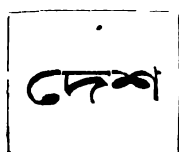
ও সাময়িক পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল এখানে তাহার একটি তালিকা দেওয়া হইল :—

দিগদর্শন : সর্বপ্রথম বাংলা মাসিক-পত্র, শ্রীরামপুর হইতে ১৮১৮ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত। সম্পাদক, জন ক্লার্ক মার্শম্যান।

উদন্ত মার্তণ্ড : ১৮২৬ সালের মে মাসে প্রকাশিত সর্বপ্রথম হিন্দী সাপ্তাহিক। সম্পাদক, যুগলকিশোর শুকুল।

জাম-ই-জাহান-নুমা : কলুটোলার হরিহর দত্ত প্রতিষ্ঠিত সর্বপ্রথম উর্দু সাপ্তাহিক; ১৮২২ সালের মার্চ হইতে প্রকাশিত এবং ১৬ই মে হইতে উহা হিন্দুস্থানী ও পার্শী দুই ভাষায় প্রকাশিত হইতে থাকে।

মীরাৎ-উল-আখ্‌বার : রাজা রামমোহন রায় প্রতিষ্ঠিত সর্বপ্রথম ফার্শী সাপ্তাহিক। ১৮২২ সালের ১২ই এপ্রিল প্রথম প্রকাশিত।

বেঙ্গল হেরাল্ড বা উইকলি মেসেঞ্জার : ইংরাজী, বাংলা, ফার্শী ও হিন্দী এই চারি ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র। ১৮২৯ সালের ১০ই মে প্রথম প্রকাশিত।

বিবিধার্থ সংগ্রহ : বাংলা ভাষায় প্রথম সচিত্র মাসিক; ১৮৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত; সম্পাদক, রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

সমাচার সুধাবর্ষণ : শ্যামসুন্দর সেনের সম্পাদনায় ১৮৫৪ সালে প্রকাশিত সর্বপ্রথম বাংলা-হিন্দী দৈনিক পত্র।

বামাবোধিনী পত্রিকা : বাংলা ভাষায় মহিলাদের জন্য প্রথম মাসিক-পত্র; ১৮৬৩ সালে প্রকাশিত। সম্পাদক, উমেশচন্দ্র দত্ত।

বঙ্গদর্শন : ১৮৭২ সালে প্রকাশিত বাংলা ভাষায় প্রথম মাসিক সাহিত্য-পত্র। সম্পাদক, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

বালকবন্ধু : ১৮৭৮ সালে প্রকাশিত প্রথম ছোটদের পাক্ষিক পত্র। প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন।

সমসাময়িক কালে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে যে সকল সংবাদপত্র আত্মপ্রকাশ করিতে থাকে তাহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য :—বোম্বে হেরাল্ড (১৭৮৯), বোম্বে গেজেট (১৭৯১), বোম্বে সমাচার (১৮২২), লাহোর ক্রনিকল্ (১৮৪৬) বেনারস আখ্‌বার (১৮৪৮)।

সংবাদপত্র ও জাতীয়তাবাদ : ভারতীয় সংবাদপত্র ইতিহাসের পরবর্তী গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা হয় উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের প্রারম্ভে। এই সময়ে গিরীশচন্দ্র ঘোষের সম্পাদনায় বিখ্যাত 'হিন্দু পেট্রিয়ট' পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে (১৮৫৪)। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত এবং মনোমোহন ঘোষ ও সত্যেন্দ্রনাথ

সম্পাদিত 'ইণ্ডিয়ান মিরর' প্রকাশিত হয় ১৮৬১ সালে। সেকালের বিখ্যাত দৈনিক 'বেঙ্গলী' প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬২ সালে। মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষ তাঁহার ভ্রাতাদের সহযোগিতায় ১৮৬৮ সালে বাংলা সাপ্তাহিক 'অমৃত বাজার পত্রিকা' প্রতিষ্ঠা করেন; নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়া পরবর্তীকালে ইহাই ইংরাজী দৈনিকপত্রে রূপান্তরিত হয়। ১৮৭০ সালে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন 'সুলভ সমাচার' প্রতিষ্ঠা করেন। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে অন্যান্য প্রদেশে ও কতিপয় বিখ্যাত সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সম্পর্কে পরবর্তী তালিকা দ্রষ্টব্য।

বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের সূচনায় যে সকল সংবাদপত্র বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়ের 'সন্ধ্যা' (১৯০৫), দৈনিক 'বন্দেমাতরম' (১৯০৬), 'যুগান্তর' (১৯০৬) ও 'নবশক্তি' (১৯০৬) প্রমুখ পত্র ও পত্রিকা উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে পরবর্তী কালে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ প্রতিষ্ঠিত 'ফরওয়ার্ড' (১৯২৩) পত্রিকার নাম স্মরণীয়। আজিকার বিখ্যাত বাংলা দৈনিক 'আনন্দ বাজার পত্রিকা' প্রকাশিত হয় ১৯২২ সালে। মৃণালকান্তি ঘোষ, প্রফুল্লকুমার সরকার এবং সুরেশচন্দ্র মজুমদার-এর প্রচেষ্টায় ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনে এই পত্রিকাখানির দানও শ্রদ্ধার সহিত স্মরণীয়। বর্তমান বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ দৈনিক 'যুগান্তর' পত্রিকা প্রকাশিত হয় ১৯৩৭ সালে শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ ও স্বর্গত ক্যাপ্টেন নরেন্দ্রনাথ দত্তের প্রচেষ্টায়।

সংবাদপত্র দমন: পরাধীনতার আমলে বিদেশী শাসকগণের হাতে ভারতীয় সংবাদপত্রসমূহ বহু লাঞ্ছনা ও অবমাননা সহ্য করিয়াছে। ভারতীয় সংবাদপত্রের জন্ম-লগ্নেই শাসকগণ সংবাদপত্র দমনের নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভারতের প্রথম সংবাদপত্র 'বেঙ্গল গেজেটে'র জনক হিকি সাহেবকে কারারুদ্ধ ও জরিমানা করা হইয়াছিল তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে।

১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেস্‌লী সর্বপ্রথম সংবাদ সেন্সারের নিয়ম প্রবর্তন করেন। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড হেষ্টিংস যে কোন লেখা প্রকাশের পূর্বে দেখাইয়া লইবার প্রথা প্রবর্তন করেন। শুধু ইহাই নহে, ১৮১৮ সালে তিনি আদেশ জারি করেন যে, সরকার বা কাউন্সিল সম্পর্কে কেহ কোন সমালোচনা প্রকাশ করিতে পারিবে না। অস্থায়ী গভর্ণর জেনারেল এডাম সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণের কতকগুলি নূতন আইন প্রবর্তন করেন। রাজা রামমোহন রায়, প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ও প্রসন্নকুমার ঠাকুর প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ইহার বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে আবেদন করিলে তাহা অগ্রাহ্য হয়। ১৮৩৫ সালে লর্ড মেট্‌কাফের সুপারিশে সুপ্রীম কাউন্সিল "এডামের সংবাদপত্র কণ্ঠরোধ" আইন প্রত্যাহারের আদেশ দেন। কিন্তু লণ্ডনের কোর্ট অফ্‌

ডিরেক্টারস্ মেট্‌কাফের এই আচরণে বিরক্তি প্রকাশ করেন এবং তাঁহাকে দুর্নাম লইয়া দেশে ফিরিতে হয়। লর্ড ক্যানিং আসিয়া ১৮৫৭ সালে আবার লাইসেন্স প্রথা প্রবর্তন করেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময় সংবাদপত্র বন্ধ করিয়া দেওয়ার ক্ষমতা গভর্ণমেণ্টের হাতে দেওয়া হয়।

১৮৬৭ সালে নূতন প্রেস আইন প্রবর্তিত হয়। লর্ড লিটন 'ভার্ণাকুলার প্রেস এ্যাক্ট' প্রবর্তন করিয়া অমৃত বাজার পত্রিকা, সোমপ্রকাশ প্রভৃতি সংবাদপত্রের বিরুদ্ধে দমন মূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। লর্ড রিপন ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে উক্ত আইন প্রত্যাহার করেন বটে কিন্তু দমননীতি অব্যাহত থাকে। 'বেঙ্গলী' কাগজে একটি মন্তব্য প্রকাশের জন্য সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে কারারুদ্ধ করা হয়। অমৃত বাজার পত্রিকায় একখানি গোপনীয় সরকারী চিঠি প্রকাশিত হইয়া পড়ায় 'অফিসিয়াল সিক্রেটস্ এ্যাক্ট' প্রবর্তিত হয়। ১৮৯১ সালে 'বঙ্গবাসী' রাজদ্রোহের দায়ে অভিযুক্ত হয়। ১৮৯৭ সালে মারাঠা সাপ্তাহিক 'কেশরী' সম্পাদক বালগঙ্গাধর তিলকের প্রতি ১৮ মাস কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়। ইহার পরবৎসরই অর্থাৎ ১৮৯৮ সালে নূতন 'সিডিশন এ্যাক্ট' পাস হয় এবং বাংলার কাগজগুলির উপর উক্ত আইনের কোপানল প্রবলভাবে বর্ষিত হয়। 'বন্দেমাতরম' সম্পাদক শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ অভিযুক্ত হন, বিপিন পালের কারাদণ্ড হয়। ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত (যুগান্তর) ছয় জন সহকর্মী সহ রাজদ্রোহের দায়ে অভিযুক্ত হইয়া কারারুদ্ধ হন। রাজদ্রোহের অভিযোগে ১৯০৮ সালে বালগঙ্গাধর তিলকের ৬ বৎসর নির্বাসন দণ্ড হইয়াছিল। ১৯১০ সালে এক নূতন প্রেস এ্যাক্টের মারফত দমননীতির পরিসর আরও বৃদ্ধি করা হয়। ১৯১৯ সালের 'রাউলাট আইনে' সংবাদপত্র দমনের বিবিধ ব্যবস্থা ছিল। ১৯২২ সালে 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' পত্রে একটি প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য গান্ধীজীর ৬ বৎসর কারাদণ্ড হয়। ১৯২৪ সালে 'ফরওয়ার্ড' পত্রিকার বিরুদ্ধে পর পর কতগুলি রাজদ্রোহের মামলা আনা হয়।

১৯৩১ সালে 'ইণ্ডিয়ান প্রেস ইমার্জেন্সী পাওয়ার্স এ্যাক্ট' পাস হয় এবং উহার বলে কতকগুলি সংবাদপত্র বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ১৯৪২ সালের আন্দোলনের সময় নূতন প্রেস অর্ডিন্যান্স প্রচারিত হয়। উহার দ্বারা সংবাদপত্রগুলির প্রচার বন্ধ করিয়া, জামিন বাজেয়াপ্ত করিয়া, ছাপাখানায় তালা বন্ধ করিয়া এক বিষম বিভীষিকার সৃষ্টি করা হয়।

সুখের বিষয় বিদেশী শাসনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্র দমনেরও অবসান ঘটিয়াছে। স্বাধীন ভারতের সংবাদপত্রকে যথোচিত মর্যাদা প্রদান করা হইয়াছে।

ভারতের প্রধান প্রধান দৈনিক পত্র সম্পর্কে তথ্যাদি*

পত্রিকার নাম	প্রথম প্রকাশিত	স্থান	ভাষা	প্রচার সংখ্যা
অমৃত বাজার পত্রিকা	(১৮৬৮)	কলিকাতা	ইংরাজী	৫৩,০০৭
ঐ	(১৯৪৩)	এলাহাবাদ সংস্করণ	„	২০,৬১৪
অমৃত পত্রিকা	(১৯৫০)	„	হিন্দী	১২,০৭২
আনন্দ বাজার পত্রিকা	(১৯২২)	কলিকাতা	বাংলা	৯০,০১১
হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড	(১৯৩৭)	„	ইংরাজী	৩৭,৬৭২
ঐ	(১৯৫১)	দিল্লী	„	১৩,৮১৫
যুগান্তর	(১৯৩৭)	কলিকাতা	বাংলা	৮০,৯৫৩
হিন্দুস্থান টাইমস্	(১৯২৪)	দিল্লী	ইংরাজী	৪৮,১৪১
হিন্দুস্থান	(১৯৩৬)	„	হিন্দী	২১,৪৬৩
সার্চ লাইট	(১৯১৮)	পাটনা	ইংরাজী	৯,৬৪৬
প্রদীপ	(১৯৪৭)	„	হিন্দী	৬,৬০০
লীডার	(১৯০৯)	এলাহাবাদ	ইংরাজী	৮,৫৬৫
বিশ্বমিত্র	(১৯১৭)	কলিকাতা	„	২৫,৭৫১
ঐ	(১৯৪০)	বোম্বাই সংস্করণ	„	৫,১১৫
ঐ	(১৯৪৮)	কানপুর „	„	৬,১৩৭
ঐ	(১৯৪৮)	পাটনা „	„	৬,২৭৬
বম্বে ক্রনিক্যাল	(১৯১৩)	বোম্বাই	ইংরাজী	৫,৪৪১
বোম্বাই সমাচার	(১৮২২)	„	গুজরাটী	২৮,৯০১
জন্মভূমি	(১৯৩৪)	„	„	১৬,৬৫০
লোকমান্য	(১৯৩৫)	„	মারাঠী	১৩,০৭৪
ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস্	(১৯৩২)	মাদ্রাজ	ইংরাজী	৪২,৬৮৪
ঐ	(১৯৪৬)	বোম্বাই	„	১২,৩২১
ঐ	(১৯৫১)	দিল্লী	„	২,১০০
দিনমণি	(১৯৩৪)	মাদ্রাজ	তামিল	৪৪,৪৫৫
ঐ	(১৯৫১)	মাদুরাই	„	২০,৫২৪
অন্ধ্রপ্রভা	(১৯৩৮)	মাদ্রাজ	তেলেগু	৫৪,০৮৪
লোকমত	(১৯৪৮)	বোম্বাই	মারাঠী	৪৩,৭৯৬

* প্রেস কমিশন রিপোর্ট (৩য় খণ্ড) হইতে গৃহীত। ১৯৫৩ সালের প্রথমদিকে প্রেস কমিশনের নিকট প্রচার সংখ্যার এই হিসাব দেওয়া হইয়াছিল।

পত্রিকার নাম	প্রথম প্রকাশিত	স্থান	ভাষা	প্রচার সংখ্যা
টাইমস্ অব ইণ্ডিয়া	(১৮৬১)	,,	ইংরাজী	৮৭,০০২
ঐ	(১৯৫০)	দিল্লী	,,	৭,২২৯
আসাম ট্রিবিউন	(১৯৪৬)	গৌহাটী	,,	৫,৮১২
নূতন অসমীয়া	(১৯৪৯)	,,	অসমীয়া	৩,১৩৭
বসুমতী	(১৮৮০)	কলিকাতা	বাংলা	২১,০০০
লোকসেবক	(১৯৪৮)	,,	,,	১৪,৪৮৭
জনসেবক	(১৯৫১)	,,	,,	১৩,৩৬২
স্বাধীনতা	(১৯৫১)	,,	,,	৭,০২৫
রোজানা হিন্দ্	(১৯২৯)	,,	উর্দু	১০,০০০
মিলাপ	(১৯২৩)	দিল্লী	,,	১৫,০০০
ঐ	(১৯৪৮)	জলন্ধর	,,	৭,০০০
ঐ	(১৯৪৯)	হায়দরাবাদ	,,	২,২৭১
ফ্রি প্রেস জার্নাল	(১৯৩০)	বোম্বাই	ইংরাজী	৩৪,৭৪৮
নবশক্তি	(১৯৩২)	,,	মারাঠী	২৬,০৯৮
ইণ্ডিয়ান নেশন	(১৯৩২)	পাটনা	ইংরাজী	১৯,৮০৮
আর্যাবর্ত	(১৯৪১)	,,	হিন্দী	১৮,৯২৪
প্রজাতন্ত্র	(১৯৪৭)	কটক	ওড়িয়া	১৮,৫০৭
ইস্টার্ণ টাইমস্	(১৯৪৯)	,,	ইংরাজী	৮,৪৯৩
সন্দেশ	(১৯২৩)	আহমেদাবাদ	গুজরাটী	২২,৩৬৪
ডেকান হেরল্ড	(১৯৪৮)	বাঙ্গালোর	ইংরাজী	১১,২৩৮
প্রজাবাণী	(১১৪৮)	,,	কানাড়ী	১০,৫৯৫
গুজরাট সমাচার	(১৯৩২)	আহমেদাবাদ	গুজরাটী	১৩,০০
পাওনীয়ার	(১৮৬৫)	লক্ষ্ণৌ	ইংরাজী	১০,৪১১
ন্যাশনাল হেরল্ড	(১৯৩৮)	,,	,,	৯,৬০৯
আস্‌রে জাদিদ্	(১৯১৯)	কলিকাতা	উর্দু	১০,০০০
তরুণ ভারত	(১৯৪৪)	নাগপুর	মারাঠী	৭,০৯৭
ষ্টেট্‌স্‌ম্যান	(১৮৭৫)	কলিকাতা	ইংরাজী	৪৮,৪৪১
ঐ	(১৯৩১)	দিল্লী	,,	১১,৫৯১
থানথি	(১৯৪২)	মাদুরা	তামিল	১৩,৮৬৮
ঐ	(১৯৪৮)	মাদ্রাজ	,,	১৬,৮৩৪
বীরভারত	(১৯২৮)	দিল্লী	উর্দু	১৫,৮৪৬

পত্রিকার নাম	প্রথম প্রকাশিত	স্থান	ভাষা	প্রচার সংখ্যা
প্রতাপ	(১৯১৯)	দিল্লী	উর্দু	১৪,৪৬০
ঐ	(১৯৪৯)	জলন্ধর	„	৬,৭০৮
লোকমান্য	(১৯৩০)	কলিকাতা	হিন্দী	৮,৮২৮
ঐ	(১৯৫২)	নাগপুর	„	৪,০০০
নবপ্রভাত	(১৯৪৮)	গোয়ালিয়র	„	৭,৩০৪
ঐ	(১৯৫১)	ইন্দোর	„	৩,৬৩৩
নবভারত	(১৯৩৮)	নাগপুর	„	৭,৬৬১
সন্মার্গ	(১৯৪৫)	বানারস	„	২,৫৭৫
ঐ	(১৯৪৮)	কলিকাতা	„	৮,৫০০

প্রেস কমিশন

'প্রেস কমিশন' নিয়োগ ভারতীয় সাংবাদিকতার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। ভারতীয় সংবাদপত্র শিল্পের বিবিধ সামস্যা সম্পর্কে অনুসন্ধান করার জন্য গত ১৯৫২ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর ভারত সরকার বিচারপতি রাজাধ্যক্ষের সভাপতিত্বে একটি কমিশন নিয়োগ করেন। ১৯৫৪ সালের ২৬শে জুলাই, রাজাধ্যক্ষ-রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। পরিশিষ্টসহ সুবৃহৎ তিন খণ্ডে এই রিপোর্ট বিভক্ত।

বিচারপতি রাজাধ্যক্ষ তাঁহার রিপোর্টে ভারতীয় সাংবাদিকতার মান নির্ণয়ার্থ একটি 'অল-ইণ্ডিয়া প্রেস কাউন্সিল' নিয়োগের সুপারিশ করিয়াছিলেন। বার্তাজীবী সাংবাদিকদের সংজ্ঞাও তিনি তাঁহার রিপোর্টে নির্ধারণ করিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহাদের চাকুরির শর্ত, ছুটি, বেতন, মহার্ঘভাতা, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়েও সুপারিশ করিয়াছেন। তিনি একজন প্রেস রেজিস্ট্রার নিয়োগের জন্যও সুপারিশ করেন।

বেতন বোর্ড ঃ প্রেস কমিশনের সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকার যে 'বার্তাজীবী সাংবাদিক বিল' রচনা করেন তাহা ১৯৫৫ সালের ডিসেম্বর মাসে সংসদে যথারীতি গৃহীত ও আইনে পরিণত হয়। এই আইনের অঙ্গ হিসাবে ২রা মে, ১৯৫৬, তারিখে বিচারপতি শ্রী এইচ. ভি. দিভাতিয়ার সভাপতিত্বে একটি 'বেতন বোর্ড' গঠিত হয়। ১১ই মে, ১৯৫৭, বেতন বোর্ডের সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হয়। উহাতে বার্তাজীবী সাংবাদিকদের ৪টি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া তাঁহাদের বেতনের হার বাঁধিয়া দেওয়া হয়।* ১৯৫২-১৯৫৪ এই তিন বৎসরে

* এই সম্পর্কে ১৩৬৪ সালের বর্ষপঞ্জী দ্রষ্টব্য।

সংবাদপত্রগুলির যে লাভ হইয়াছে তাহার ভিত্তিতে বেতন বোর্ড তাহাদিগকে ৫ শ্রেণীতে বিভক্ত করেন। যাহাদের আয় বার্ষিক ২৫ লক্ষ টাকার অধিক তাহারা 'ক' শ্রেণীভুক্ত; যাহাদের আয় ১২½ হইতে ২৫ লক্ষ টাকার মধ্যে তাহারা 'খ' শ্রেণীভুক্ত; ৫ হইতে ১২½ লক্ষ টাকা আয়বিশিষ্ট পত্রিকাসমূহ 'গ' শ্রেণীভুক্ত; ২½ হইতে ৫ লক্ষ টাকার মধ্যে যাহাদের আয় তাহারা 'ঘ' শ্রেণীভুক্ত এবং যাহাদের আয় তদপেক্ষা কম সেই সকল সংবাদপত্র 'ঙ' শ্রেণীভুক্ত হইয়াছে।

বেতন বোর্ডের সিদ্ধান্ত বাতিল: কতিপয় সংবাদপত্র সংস্থার কর্তৃপক্ষ 'বার্তাজীবী সাংবাদিক আইন' এর বৈধতায় আপত্তি করিয়া সুপ্রিম কোর্টে মকদ্দমা করিয়াছিলেন। তাঁহারা 'বেতন বোর্ড' এর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেও আপীল করিয়াছিলেন। ১৯শে মার্চ, ১৯৫৮, সুপ্রিম কোর্ট যে রায় দান করেন তাহাতে বেতন বোর্ডের বেতনের হার সহ অন্যান্য সিদ্ধান্ত নাকচ করিয়া দেওয়া হয়। সুপ্রীম কোর্ট মূল 'বার্তাজীবী সাংবাদিক আইন'-এর ৫ (১) ক উপধারাটিও সংবিধান বিরোধী বলিয়া ঘোষণা করেন। উক্ত উপধারাটিতে কোন সাংবাদিক স্বেচ্ছায় কর্মত্যাগ করিলেও তাহাকে 'গ্রাচুইটি' দিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

সংবাদপত্র রেজিস্ট্রার: ২২শে জুলাই, ১৯৫৭, রেজিস্ট্রারের প্রথম রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে ভারতীয় সংবাদপত্র সম্পর্কে বহু তথ্য সন্নিবেশিত হইয়াছে। ১৯৫৬ সালের বর্ষশেষে ভারতে সকলশ্রেণীর সংবাদপত্রের মোট সংখ্যা ছিল ৬,৫৭০। বোম্বাই হইতে সর্বাধিক সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়। তাহার পরেই পশ্চিমবঙ্গের স্থান।

রাজ্য হিসাবে বিভিন্ন শ্রেণীর পত্র-পত্রিকার খতিয়ান

রাজ্য	দৈনিক	ত্রি সাপ্তাহিক	দ্বি সাপ্তাহিক	সাপ্তাহিক	পাক্ষিক	মাসিক	ত্রৈমাসিক	অন্যান্য	মোট
অন্ধ্র	২১	—	৪	৮৭	২৬	৯৩	৪	১৯	২৫৪
আসাম	৩	—	—	২৩	২	৫	১	—	৩৪
উড়িষ্যা	৬	—	১	২৮	১০	৭৪	২৭	৬৮	২১৫
উত্তর-প্রদেশ	৫৩	—	১০	৩৯৪	৬৩	২৭৯	১২	২৫	৭৫৬
কেরালা	২৫	—	২	৬৫	১০	১২৯	৮	২৯	২৬৮

পশ্চিমবঙ্গ	৩৬	১	৭	২২৬	৮৩	৪২০	৮৮	২৬৪	১১২৯
পাঞ্জাব	৩৬	১	৩	১২৪	১৩	১৬০	৪২	৩৭	৪১৬
বিহার	৯	—	১	৭৮	৩০	৯৭	২৫	৪৬	২৮৬
বোম্বাই	১৩১	৩	১০	৩০৩	১৯৩	৫৫১	৩৫	৪৪	১২৩১
মধ্য-প্রদেশ	২৬	১	৪	৫৮	৯	৫৫	৬	৬	১৬৫
মহীশূর	৪২	—	৭	১১৭	১০	৮৩	৫	১৩	২৭৭
মাদ্রাজ	৩২	—	৭	১৬৭	৭৩	৩১৪	৪৫	৭৯	৭১৭
রাজস্থান	১৮	—	৩	৯০	২৩	৪৮	২	৯	১৮৩
ত্রিপুরা	১	—	—	৭	১	১	১	—	১১
দিল্লী	৩৩	৭	৬	১১৪	৪৮	২৮৭	৩১	২৪	৫৬০
মণিপুর	৩	—	—	১	—	৯	—	৪	১৭
হিমাচল-প্রদেশ	—	—	—	১	২	১	—	—	৪
সর্বমোট	৪৭৬	১৩	৬৬	১৯০৩	৫৯৮	২৫০৬	৩৪১	৬৬৭	৬৫৭০
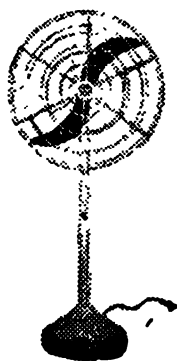
মহানগরী কলিকাতা

প্রাচীন পরিচয়

মহানগরী কলিকাতার সৃষ্টি খুব বেশীদিনের নহে, যদিও মুকুন্দরাম চক্রবর্তীর 'কবিকঙ্কণ চণ্ডী' এবং বিপ্রদাসের 'মনসা মঙ্গল' কাব্যে কালীক্ষেত্র কলিকাতার নামের উল্লেখ রহিয়াছে। আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী (১৫৯০ খ্রীঃ) গ্রন্থেও কলিকাতার নামের উল্লেখ আছে। কলিকাতার নামের উৎপত্তি সম্পর্কেও নানাজনে নানা কথা বলিয়া থাকেন। কেহ কেহ বলেন, 'খাল কাটা' হইতে কলিকাতা আসিয়াছে। রাধাকান্ত দেব মহাশয়ের মতে এখানে পূর্বে বহুসংখ্যক মড়ার মাথার খুলি পড়িয়া থাকিত। উহা দেখিয়া হয়ত কোন ওলন্দাজ বণিক্-পর্যটক এই স্থানকে গলগাথা অর্থাৎ মাথার খুলি বা নরমুণ্ডের স্থান বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকিবেন। 'গলগাথা' হইতে কলিকাতা আসিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ তাই মনে করেন। আবার অনেকের ধারণা, এই স্থানে পূর্বে জেলেরা ঝিনুক ও শামুক পোড়াইয়া কলিচুন প্রস্তুত করিত। কলিচুনের কাতা বা স্তূপ হইতে কলিকাতা নাম আসিয়া থাকিবে। ইংরাজ কুঠিয়াল যব চার্ণক আজিকার কলিকাতার 'জন্মদাতা'। শ্রীহরিহর শেঠ মহাশয় তাঁহার কলিকাতা পরিচয়ে লিখিয়াছেন: ১৬৯০ খ্রীঃ যব চার্ণক কলিকাতায় আসেন এবং ১৬৯৮ সালে ১লা আগষ্ট আলমগীরের পৌত্র ওসমানের নিকট হইতে ১৬,০০০৲ টাকায় সূতানটি, গোবিন্দপুর, কলিকাতা—গ্রাম তিনটি ক্রয় করেন। ইহা দৈর্ঘ্যে তিন মাইল ও প্রস্থে এক মাইল ছিল। বাষিক খাজনা ১২৮১৷৷০ আনা। বর্তমানে যেখানে ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ সেইখানে গোবিন্দপুর নামে একটি বর্ধিষ্ণু গ্রাম ছিল। একদিন ইহারই সন্নিকটে গঙ্গার তীরে একটি সতীদাহ হইতেছিল। যব চার্ণকের বরকন্দাজেরা তাঁহাকে জানাইল যে, একটি অল্পবয়স্কা সুন্দরী মেয়েকে স্থানীয় লোকেরা আগুনে পোড়াইবার উপক্রম করিতেছে। যব চার্ণক মেয়েটিকে বাঁচাইতে হুকুম দিলেন। অমনি ইংরাজদের ১২।১৪ জন বরকন্দাজ লাঠি হাতে সেই দিকে ছুটিল। তাহা দেখিয়া সতীদাহকারী লোকেরা শব ও মেয়েটিকে ফেলিয়া ছুটিয়া পলাইল। বরকন্দাজেরা মেয়েটিকে যব চার্ণকের নিকট লইয়া আসিল। যব চার্ণক বলিলেন, "তোমাকে আমরা রক্ষা করিলাম—তুমি যেখানে ইচ্ছা যাইতে পার।" মেয়েটি বলিল, দুনিয়াতে তাহার যাইবার আর কোন স্থান নাই,
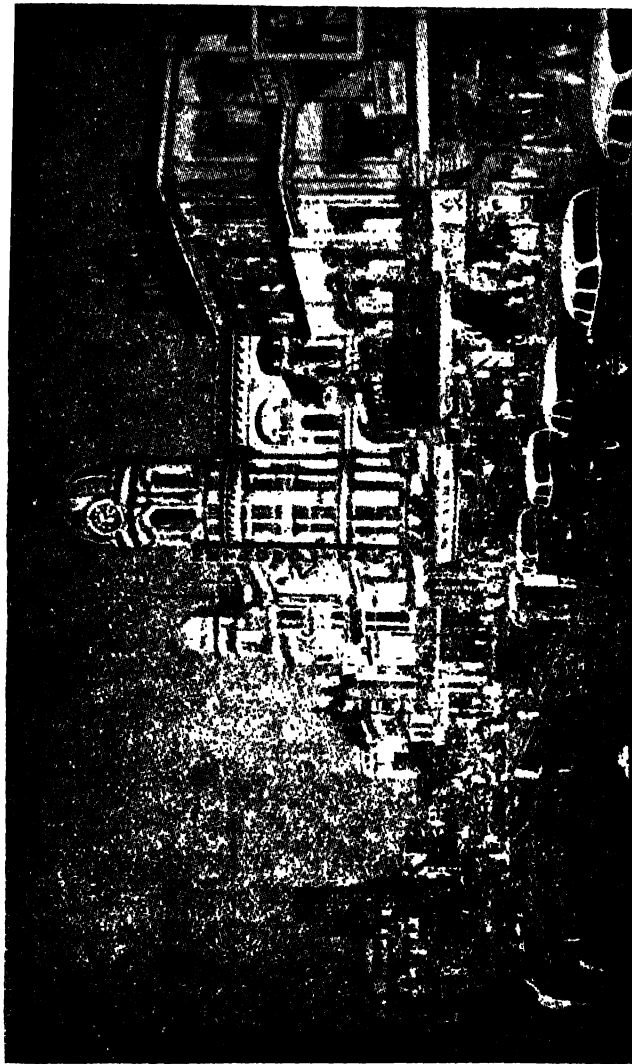
আজিকার প্রাসাদশোভিত কর্মচঞ্চল চৌরঙ্গী

তাহাকে কেহই আশ্রয় দিবে না। মেয়েটি আরও বলিল, "আমি আপনার নিকটেই আশ্রয় প্রার্থনা করি।" যব চার্ণক সম্মত হইলেন। সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী এই মেয়েটিকে যব চার্ণক পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন। যব চার্ণকের এই হিন্দু পত্নী ৩৬ বৎসরকাল জীবিত ছিলেন। সেণ্ট পলস্ গীর্জার ভিতর তাঁহাকে কবর দেওয়া হইয়াছিল। স্ত্রীর মৃত্যুর পর যব চার্ণক তিন বৎসরকাল বাঁচিয়াছিলেন। প্রতি বৎসর তিনি স্ত্রীর মৃত্যুদিন পালন করিতেন বলিয়া প্রকাশ। ১৬৯০ খ্রীঃ যব চার্ণক তখনকার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রথম শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। শাসনকর্তা হইয়া তিনি কলিকাতা, গোবিন্দপুর ও সুতানটি—এই তিন গ্রামে আসিয়া বসবাস করিতে পর্তুগীজ, আর্মেনিয়ান, হিন্দু ও মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকের নিকট আবেদন জানান। এইভাবে শহর কলিকাতার পত্তন হয়।

বর্তমান জি. পি. ও.-র সন্নিকটে যব চার্ণক আসিয়া প্রথম কুঠি নির্মাণ করেন বলিয়া জানা যায়; আর এখন যেখানে হাইকোর্ট অবস্থিত, পূর্বে সেখানে ছিল তাঁহার বাসস্থান। সেকালের নদী দিয়া অনবরত শব ভাসিয়া যাইত। তাই যব চার্ণক ইংরাজদের পানীয় জলের জন্য এখানকার লালদীঘিটি (ডালহাউসি স্কোয়ার) খনন করাইয়াছিলেন। বর্তমান রাইটার্স বিল্ডিং-এর জায়গায় পূর্বে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের বসবাস ছিল। এজন্য ইহার নাম রাইটার্স বা কেরানীদের বিল্ডিং হইয়াছে। এখনকার লালবাজারে পূর্বে ইংরাজদের দরকারী জিনিসপত্র কেনাবেচার জন্য একটা বাজার ছিল, আর লালবাজারের কিছু দূরে মলঙ্গা লেনে বাঙ্গালী কর্মচারীরা বাস করিতেন। সেকালের কলিকাতার বাসিন্দাদের বাগবাজার হইতে কালীঘাটের কালীমন্দির যাইতে হইলে এখনকার চিৎপুর ও চৌরঙ্গী হইয়া পায়ে-হাঁটা রাস্তায় যাতায়াত করিতে হইত। এই রাস্তা ছিল গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়া, আর অত্যন্ত বিপদ-সঙ্কুল। চৌ-রঙ্গী নামে এক সন্ন্যাসী এই রাস্তাটা কাটাইয়া প্রশস্ত করিয়া দেন বলিয়া জানা যায়। মুখর মহানগরীর সুপ্রসিদ্ধ রাজপথটি আজিও তাঁহার নাম বহন করিতেছে। এখনকার গড়ের মাঠটি ছিল সেকালে ভীষণ জঙ্গলময়। তাহাতে ছিল বাঘ, ভল্লুক ও চোর ডাকাতের আড্ডা। ইংরাজ ব্যবসায়ীরা চৌরঙ্গীর আশেপাশে ঘরবাড়ী নির্মাণ করিয়া বসবাস করিতে লাগিল। গড়ের মাঠের পুকুরগুলি ইংরাজদের পানীয় জলের জন্য খনন করা হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা যায়।

১৭৪০ সালের দিকে বাংলায় বর্গীর হাঙ্গামা সুরু হয়। বর্গীদের হাত হইতে কলিকাতাকে রক্ষার জন্য ইংরাজরা 'মারাঠা ডিচ্' নামে কলিকাতার

উত্তর-পূর্বদিকে একটি খাল খনন করেন। এ সময় অনেক বনেদী হিন্দু পরিবার কলিকাতায় আসিয়া বসতি স্থাপন করেন। এইসব হিন্দুরা কলিকাতায় আসিয়া ইংরাজদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য স্থরু করেন। ফলে ইংরাজদের ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়িয়া উঠে।

ইংরেজ কুঠিয়ালরা ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গকে শক্তিশালী করিতে লাগিল। সিরাজদ্দৌলা ছিলেন তখন বাংলার নবাব। তিনি ইংরাজদের এই দুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলার আদেশ দিলেন। ইংরাজরা নবাবের এই হুকুমে কান দিল না। সিরাজদ্দৌলা তখন নিজে একদল সৈন্য লইয়া কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শিয়ালদহের নিকটবর্তী এখনকার 'বৈঠকখানায়' তিনি তাঁহার শিবির স্থাপন করিলেন এবং ইংরাজদের দুর্গ ভাঙ্গিতে সৈন্য পাঠাইলেন। ইংরাজ-দুর্গ ভাঙ্গিয়া ফেলা হইল। বহু ইংরাজ সৈন্য বন্দী হইল। তারপর ১৭৫৭ সালে পলাশীর মাঠে নবাব সৈন্যের সহিত ইংরাজদের শেষ বোঝাপাড়া হয়। অতঃপর ইংরাজ কলিকাতায় কায়েমী হইয়া বসিল।

ভারতে ইংরাজদের রাজ্যবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার প্রভাব-প্রতিপত্তিও দ্রুত বাড়িতে থাকে এবং কালক্রমে উহা ভারতের রাজধানী হয়। ১৯১১ সালে রজেনৈতিক কারণে রাজধানী কলিকাতা হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়।

কলিকাতার আয়তন ও জনসংখ্যা ঃ

বর্তমানে কলিকাতার মোট আয়তন ২৪,৪৫৮ একর বা ৩৮.২৩ বর্গমাইল। ১৯৫১ সাল পর্যন্ত কলিকাতার মিউনিসিপ্যাল এলাকা ছিল ২৯.৪৮ বর্গমাইল। কিন্তু ঐ বৎসর টালিগঞ্জ এলাকা কলিকাতা করপোরেশনের অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় উক্ত আয়তন বৃদ্ধি পাইয়া ৩৬.৯২ বর্গমাইল হয়। ইহা ছাড়া আছে 'ক্যানাল' ও 'ফোর্ট এলাকা'। কলিকাতার বিভিন্ন এলাকার আয়তন এইরূপ :—

	একর		বর্গমাইল
খাস কলিকাতা (১৯৫১ আইনে বর্ণিত) ...	১৮,৮৬৮	=	২৯.৪৮
টালিগঞ্জ	৪,৭৬১	=	৭.৪৪
মোট	২৩,৬২৯	=	৩৬.৯২
ক্যানাল	২৭৮	=	.৪৩
ফোর্ট এলাকা	৫৫১	=	.৮৬
সর্বমোট	২৪,৪৫৮	=	৩৮.২১

১৯৫১ সালের সেন্সাস অনুসারে কলিকাতার লোকসংখ্যা টালিগঞ্জসহ মোট ২৬,৯৮,৪৯৪। উহার মধ্যে পুরুষ ১৭,০৭,৩৮৩ জন ও স্ত্রীলোক ৯,৯১,১০৫ জন।

কলিকাতার লোক বসতির ঘনত্ব প্রতি একরে ১১৪'২০ জন। ১৯৫১ সালের গণনা মতে পুরাতন ওয়ার্ডের* ভিত্তিতে কলিকাতার লোকসংখ্যা নিম্নরূপ ঃ—

ওয়ার্ড হিসাবে কলিকাতার জনসংখ্যা ঃ ১৯৫১ সালের সেন্সাস মতে—

ওয়ার্ড নং	নাম	আয়তন (একর)	পুরুষ	মহিলা	মোট সংখ্যা
১	শ্যামপুকুর	৪২৮	৭৬,২৪০	৫২,১৭২	১,২৮,৪১২
২	কুমারটুলী	২২০	৪৪,৬২০	৩০,৬৫৮	৭৫,২৭৮
৩	বড়তলা	৪০৯	৭৫,৭১৭	৫০,৬৬৭	১,২৫,৮৮৪
৪	সুকিয়া ষ্ট্রীট	৩২৮	৬৬,৩৭৯	৪২,৫০৯	১,০৯,৪৮৮
৫	জোড়াবাগান	২৪৫	৮২,২৪৫	৩৭,৯৬৫	১,২০,২০০
৬	জোড়াসাঁকো	২৬০	৭৫,৯৪৩	৪৩,১২৭	১,১৯,০৭০
৭	বড়বাজার	২২৪	৪৪,৬৭৮	৯,১৬৮	৫৩,৮৪৬
৮	কলুটোলা	২২৬	৬৪,৯৯০	২৫,২১৩	৯০,২০৩
৯	মুচিপাড়া	৪৯০	৮৯,৫০০	৪৬,৯৪৬	১,৩৬,৪৪৬
১০	বহুবাজার	১৪৮	৩০,৫৫৪	১০,২৪০	৪০,৭৯৪
১১	পদ্মপুকুর	১৬১	৩৯,০০১	২৫,০০৫	৬৪,০০৬
১২	ওয়াটারলু ষ্ট্রীট	২২৬	১১,৯১৭	১,৮৮২	১৩,৭৯৯
১৩	ফেনিক বাজার	১৯৫	৪০,০৪২	১১,১৭৫	৫১,২৬৭
১৪	তালতলা	১৯৫	৪৫,৯৭৯	২৩,২৭৫	৬৯,২৫৪
১৫	কলিঙ্গা	১৮৯	১৬,৬৮৭	৮,৪২০	২৫,১০৭
১৬	পার্ক ষ্ট্রীট	১৭৫	৬,৯৭৪	৩,০৪৮	১০,০২২
১৭	বামুনবস্তী	১২৯	৪,৪১৫	১,৯৩৬	৬,৩৫১
১৮	ট্যাংরা	৮৯৫	২৫,৩৬২	১৫,৫৭৩	৪০,৯৩৫
১৯	এন্টালী	৫২৬	৫৫,১৬৪	৩৪,১৮৭	৮৯,৩৫১
২০	বেণিয়াপুকুর	৪৫১	৪৫,২৭১	৩১,৬৩৬	৭৬,৯০৭
২১	বালিগঞ্জ	৮৭৮	৫০,৯০৬	৩৩,৬৩৬	৮৪,০২৯
২২	ভবানীপুর	৬১০	৭২,৪৪৫	৪৬,২৫৬	১,১৮,৭০১
২৩	কালীঘাট	১৯৫	৩১,৮৪১	২২,২৫৭	৫৪,০৯৮
২৪	আলিপুর	১,২৯৪	৪২,৪৯২	২৬,২১২	৬৮,৭০৪
২৫	একবালপুর	১,০০৬	৬১,৮৫২	৩১,২১২	৯৩,০৬৪
২৬	ওয়াটগঞ্জ	২,২৮০	৫১,০৬৯	১৮,৫৫২	৬৯,৬২১

*পুরাতন ৩২টি ওয়ার্ড বর্তমানে ৮০টি ওয়ার্ডে পুনর্গঠিত হইয়াছে।

ওয়ার্ড নং	নাম	আয়তন (একর)	পুরুষ	মহিলা	মোট সংখ্যা
২৭	টালিগঞ্জ	১,৩৫৭	১,১২,৭০৫	৮০,২৮৪	১,৯২,৯৮৯
২৮	বেলিয়াঘাটা	৯০১	৫৩,৯৪৫	৩৯,৮২৭	৯৩,৭৭২
২৯	মাণিকতলা	১,৩৭৬	৭২,১২৭	৫২,৩৬৪	১,৩৪,৪৯১
৩০	বেলগাছিয়া	৫৭৮	২৬,৬৩৫	১৮,২৮৯	৪৪,৯২৪
৩১	সাতপুকুর	৭৫৮	৩৪,১৭৪	২৬,১৩২	৬০,৩০৬
৩২	কাশীপুর	৭৮৫	৪৪,৯৫৭	২৪,১৯৫	৬৯,১৫২
ফোর্ট উইলিয়ম ময়দান (বালিগঞ্জ ও আলিপুর সামরিক এলাকাসহ)		১,২৮৩	৭,১৭৫	১,৯৩৮	৯,১১৩
	পোর্ট	—	১৭,৪৬৪	১৭	১৭,৪৮১
	খাল	২৭৮	১১,১৫৬	৬	১,১৬২

কলিকাতার জন্ম-মৃত্যুর খতিয়ান : (গত ১২ বৎসরে)

বৎসর	মোট জন্ম	প্রতি হাজারে জন্মহার	মোট মৃত্যু	প্রতি হাজারে মৃত্যুহার
১৯৪৫-৪৬	৩১,২০৬	১৪·৮০	৩৭৬,৫৬	১৭·৯
১৯৪৬-৪৭	৩২,৮৩৬	১৫·৫৭	৩৬,৮৫৯	১৭·৫
১৯৪৭-৪৮	৩২,৯৩৮	১৫·৬২	৪৫,৩১০	২১·৫
১৯৪৮-৪৯	৪২,২৪৪	২০·০৩	৪৪,৩০৭	২১·০
১৯৪৯-৫০	৪৫,৪৭৫	২১·৫৬	৪৩,৮০৪	২০·৭৭
১৯৫০-৫১	৫০,৪২৪	২৩·৯১	৫৫,৪২২	২৬·২৮
১৯৫১-৫২	৬০,০২৩	২৩·৪০	৪০,৯২৭	১৫·৯৬
১৯৫২-৫৩	৬০,৮০৭	২৩·৮৭	৩৮,৫০১	১৫·১১
১৯৫৩-৫৪	৬০,৮৯৪	২২·৫৭	৩৬,৫৭৮	১৩·৫৫
১৯৫৪-৫৫	৬৭,১৭২	২৪·৮৯	৩২,১৯৭	১১·৯৩
১৯৫৫-৫৬	৭১,০৭১	২৬·৩৪	৩২,২২৩	১১·৯৪
১৯৫৬-৫৭	৭৩,৪৮৩	২৭·২৩	৩৬,৮০২	১৩·৬৪

কলিকাতা করপোরেশন

কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল আইন, ১৯৫১, এবং সংশোধিত আইন, ১৯৫৩, অনুযায়ী কলিকাতা করপোরেশনের কাউন্সিলর সংখ্যা হইতেছে ৮১, তন্মধ্যে ৮০ জন ৮০টি ওয়ার্ড হইতে নির্বাচিত, আর একজন কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান—ইনি পদাধিকারবলে কাউন্সিলর। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, ১৯২৩ সালের আইন অনুসারে কলিকাতা ৩২টি ওয়ার্ডে বিভক্ত ছিল। কিন্তু ১৯৫১ সালের আইন অনুসারে কলিকাতা টালিগঞ্জসহ ৮০টি ওয়ার্ডে বিভক্ত হইয়াছে; এই ৮০টি ওয়ার্ডকে আবার ১৬টি বরোতে (Borough) শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে। প্রত্যেক ওয়ার্ড হইতে একজন করিয়া প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। কাউন্সিলরদের কার্যকাল চার বৎসর। কাউন্সিলর ব্যতীত আছেন পাঁচজন অল্ডারম্যান—কাউন্সিলরগণ ইঁহাদের নির্বাচন করেন। ইঁহাদেরও কার্যকাল চার বৎসর।

মেয়র ও ডেপুটি মেয়র: একজন মেয়র ও ডেপুটি মেয়র নির্বাচন করেন কাউন্সিলর ও অল্ডারম্যানগণ—নিজেদের মধ্য হইতে। ইঁহাদের কার্যকাল এক বৎসর। ১৯৫৮-৫৯ সালের জন্য নির্বাচিত মেয়র ও ডেপুটি মেয়রের নাম :—

মেয়র: ডঃ ত্রিগুণা সেন—যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-৩২।

ডেপুটি মেয়র: শ্রীকেশবচন্দ্র বসু—৩০।৬।২এ, মদন মিত্র লেন কলিকাতা-৬।

অল্ডারম্যানগণ:

ডঃ ত্রিগুণা সেন—যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-৩২।
শ্রীঅজিত কুমার দত্ত—৬৭, সাদার্ণ এভেন্যু, কলিকাতা-২৯।
শ্রীমতী প্রতিমা বসু—২।২, কেয়াতলা রোড, কলিকাতা-২৯।
শ্রীগুরুগোবিন্দ বসু—৬, হেষ্টিংস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১।
ডঃ অমিয়কুমার বসু—৬৩, ইলিয়ট রোড, কলিকাতা—১৬

কমিশনার: করপোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা হইতেছেন কমিশনার। ইনি পাবলিক সার্ভিস কমিশনের সুপারিশক্রমে রাজ্যসরকার কর্তৃক নিযুক্ত। তাঁহার কার্যকাল পাঁচ বৎসর। করপোরেশন ও উহার কার্যসমূহের সভায় ইনি উপস্থিত থাকিতে এবং আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতে পারেন, কিন্তু ভোটদানের অধিকারী নহেন। বর্তমান কমিশনার: শ্রী বি. কে. সেন, ৫১ বি, ব্লক 'সি', নিউ আলিপুর, কলিকাতা-২৭।

বরো (Borough)

আইনমতে করপোরেশনের ৮০টি ওয়ার্ডকে ১৬টি বরোতে শ্রেণীবদ্ধ করা হইয়াছে। বরোগুলির গঠন এইরূপ :

বরো—১	বরো—২	বরো—৩	বরো—৪
ওয়ার্ড নং ১, ২, ৩, ৪ ও ৫	৬,৭,৮,৯, ও ১০	১১,১২,২০, ২১ ও ২২	১৩,১৪,২৮, ২৯ ও ৩২
বরো—৫	**বরো—৬**	**বরো—৭**	**বরো—৮**
১৭,১৮,১৯, ২৪ ও ২৫	১৫,১৬,৩৩, ৩৫ ও ৩৬	২৩,২৬,২৭, ৩০ ও ৩১	৩৭,৪০,৪১, ৪৩ ও ৪৪
বরো—৯	**বরো—১০**	**বরো—১১**	**বরো—১২**
৩৮,৩৯,৪২, ৪৫ ও ৪৬	৩৪,৪৭,৪৮, ৪৯ ও ৫৮	৫০,৫১,৫২, ৫৩ ও ৫৪	৫৫,৫৬,৫৭, ৬০ ও ৬১
বরো—১৩	**বরো—১৪**	**বরো—১৫**	**বরো—১৬**
৫৯,৬৭,৬৮, ৬৯ ও ৭০	৬২,৬৩,৬৪, ৬৫ ও ৬৬	৭১,৭২,৭৩, ৭৪ ও ৭৫	৭৬,৭৭,৭৮, ৭৯ ও ৮০

বরো কমিটির চেয়ারম্যানগণ

১নং—দুলালচন্দ্র মুখার্জি ; ২৪, বনমালী চাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা।
২নং—রণজিৎকুমার মিত্র ; ৫সি, রামকৃষ্ণ লেন, কলিকাতা।
৩নং—গোবিন্দচন্দ্র দে ; ৫৪, রামদুলাল সরকার স্ট্রীট, কলিকাতা।
৪নং—কানাইলাল দাস ; ৫৫।বি, বদ্রিদাস টেম্পল স্ট্রীট, কলিকাতা।
৫নং—কৃষ্ণচন্দ্র বসাক ; ১৪/৩/১, শোভারাম বসাক স্ট্রীট, কলিকাতা।
৬নং—সুখবিহারী মুখার্জি ; ১৫৭, বেলিয়াঘাটা মেন রোড, কলিকাতা।
৭নং—বরেন্দ্রকৃষ্ণ দাঁ ; ৩১, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা।
৮নং—সুধাংশুশেখর মিত্র ; ১৫৮, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা।
৯নং—ধীরেন্দ্রনাথ ধর ; ১২/১ডি, চৈতন্য সেন রোড, কলিকাতা।
১০নং—শিবকুমার খান্না ; ১০, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা।
১১নং—করম হোসেন ; ৩৫/১, ইমারাদ আলি লেন, কলিকাতা।
১২নং—অনিল মৈত্র ; ১৩/৮, সুইনহো স্ট্রীট, কলিকাতা।
১৩নং—ধীরেন্দ্রনাথ ঘোষ ; ১৯।এইচ, শাঁকারীপাড়া রোড, কলিকাতা।
১৪নং—চিত্তরঞ্জন চাটার্জি ; ৫বি, কালী টেম্পল রোড, কলিকাতা।
১৫নং—উষানাথ সেন ; ৯/১, রমানাথ পাল রোড, কলিকাতা।
১৬নং—অরবিন্দপ্রসাদ দাশগুপ্ত ; ২৪/৪, লেডি উইলিংডন্ স্ট্রীট, কলিকাতা।

স্ট্যাণ্ডিং কমিটি

॥ স্ট্যাণ্ডিং টাউনপ্ল্যানিং ও ইমপ্রুভমেণ্ট কমিটি ॥

চেয়ারম্যান : শ্রীগণপতি স্থর ; ডেঃ চেয়ারম্যান : শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি।

॥ স্ট্যাণ্ডিং ওয়ার্কস কমিটি ॥

চেয়ারম্যান : শ্রীরাজেন্দ্রনাথ মজুমদার ; ডেঃ চেয়ারম্যান : শ্রীধীরেন্দ্রনাথ বসু।

॥ স্ট্যাণ্ডিং বিল্ডিং কমিটি ॥

চেয়ারম্যান : শ্রীবিজয়কুমার ব্যানার্জি ; ডেঃ চেয়ারম্যান : শ্রীরাজ সত্যেন্দ্র মিত্র।

॥ স্ট্যাণ্ডিং পাবলিক ইউটিলিটিস ও মার্কেটস কমিটি ॥

চেয়ারম্যান : শ্রীমিহিরলাল গাঙ্গুলী ; ডেঃ চেয়ারম্যান : শ্রীদেবপ্রসাদ চ্যাটার্জি।

॥ স্ট্যাণ্ডিং ওয়াটার সাপ্লাই কমিটি ॥

চেয়ারম্যান : শ্রীযোগীন্দ্রলাল সাহা ; ডেঃ চেয়ারম্যান : শ্রীমোহনলাল ঘোষ।

॥ স্ট্যাণ্ডিং একাউণ্টস্ কমিটি ॥

চেয়ারম্যান : শ্রীচিত্তরঞ্জন চ্যাটার্জি ; ডেঃ চেয়ারম্যান : শ্রীতুলসীচরণ পাল।

॥ স্ট্যাণ্ডিং এডুকেশন কমিটি ॥

চেয়ারম্যান : শ্রীঅজিতকুমার দত্ত ; ডেঃ চেয়ারম্যান : শ্রীসত্যানন্দ ভট্টাচার্য।

॥ স্ট্যাণ্ডিং ফিনান্স কমিটি ॥

চেয়ারম্যান : শ্রীকিশোরীলাল ঢনঢনিয়া ; ডেঃ চেয়ারম্যান : শ্রী পি. কে. রায়চৌধুরী

॥ স্ট্যাণ্ডিং হেলথ কমিটি ॥

চেয়ারম্যান : ডাঃ অমিয়কুমার বসু , ডেঃ চেয়ারম্যান : ডাঃ সুধাংশুকুমার শেঠ।

কতিপয় উচ্চপদস্থ কর্মচারী

১ম ডেপুটি কমিশনার—শ্রী এ. কে, বসাক, ৮৮, যতীন্দ্রমোহন এভেন্যু, কলি-৫।

২য় „ „ —শ্রীলোকনাথ বল, ২১, ওল্ড মেয়রস কোর্ট, কলি-৫।

চীফ ইঞ্জিনীয়ার—শ্রী এ. কে. সেন, ৩৪/৪ বি, মনোহরপুকুর রোড, কলি-২৯।

হেলথ অফিসার—ডাঃ অনিল মুখার্জি, ১১, বেলভেডিয়ার রোড, কলি-২৭।

ফিনান্স অফিসার—শ্রীপরিতোষ মিত্র, ১৫/৭এ, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।

সেক্রেটারী—শ্রীবিনয়জীবন ঘোষ, মিউনিসিপ্যাল বিল্ডিংস কোয়ার্টার্স।

চীফ ল' অফিসার—শ্রীবলরাম বসু (অস্থায়ী)।

কালেক্টর—শ্রী এন. কে. মণ্ডল, ৬৬, দমদম রোড, দমদম।

এ্যাসেসর—শ্রী এ. কে. ভট্টাচার্য, ১৪-এ তারা রোড।

লাইসেন্স অফিসার—শ্রীঅজিতকুমার দত্ত, ৭১, যতীন্দ্রমোহন এভেন্যু।

কোষাধ্যক্ষ—শ্রী এ. কে. মিত্র, ৫০, শ্যামবাজার ষ্ট্রীট।

সিটি আর্কিটেক্ট—শ্রীপ্রিয়ভূষণ গুহ ৭৭, মনোহরপুকুর রোড।
চীফ ভ্যালুয়ার—শ্রী এ. সি. সরকার, ৩-এ শ্যাম স্কোয়ার, ইষ্ট।
এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার (ড্রেনেজ)—শ্রী কে. এল. দে, ৭৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট।
(ওয়াটার ওয়ার্কস)—এস. সি. মুখার্জি।
এডুকেশন অফিসার—ডঃ অরবিন্দ বড়ুয়া, এম-এ, পি-এইচ ডি, ২/৫. সেবক বৈদ্য ষ্ট্রীট
লাইটিং স্থপারিণ্টেডেণ্ট—শ্রী ডি. এম. সাহা, ২৭, অশ্বিনী দত্ত রোড।
চীফ এ্যানালিষ্ট—ডাঃ এস. কে. ঘোষ, ২৩/১, বেণিয়াটোলা ষ্ট্রীট।
মোটরযান স্থপারিণ্টেডেণ্ট—শ্রী এন. চৌধুরী, ৮/১বি ক্রীক লেন।
পাবলিক রিলেশনস অফিসার ও মিউনিসিপ্যাল গেজেটের সম্পাদক—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ ভদ্র, ৪, সেণ্ট জেমস স্কোয়ার।
প্রিন্সিপাল, টীচার্স ট্রেণিং স্কুল—শ্রী জে. এন. চ্যাটার্জি, ১৯/৬, মদন মিত্র লেন।

মাথা পিছু মিউনিসিপ্যাল ট্যাক্স

	১৯৫০-৫১	১৯৫১-৫২	১৯৫২-৫৩	১৯৫৫-৫৬
কলিকাতা	১১।৶৪ পাই	১৩৶৪ পাই	১৪।⁄২ পাই	১৬৷৷৬ পাই
মাদ্রাজ	১০৸৩ পাই	১২৷৷৵১ পাই	১২⁄১ পাই	১৩৵৭ পাই
বোম্বাই	২৪৸⁄৩ পাই	২৬।৵২ পাই	৩০।১ পাই	৩৫৸৶ আনা

বিবিধ তথ্য ঃ কলিকাতার রাজপথের মোট পরিমাণ ৪৫২ মাইল। বিশুদ্ধ জলের পাইপের দৈর্ঘ্য প্রায় ৬ শত মাইল, আর অপরিশ্রুত জলের পাইপের দৈর্ঘ্য ৪০৪ মাইল। কলিকাতায় সিনেমা ও থিয়েটারের সংখ্যা ৭৫টি পার্কের সংখ্যা প্রায় ২০০টি এবং প্রায় ৪৮০ খানি দৈনিক ও সাময়িক পত্র মহানগরী হইতে প্রকাশিত হয়।

কলিকাতার বস্তি

দুষ্ট ক্ষতের মত কলিকাতার বস্তিগুলি প্রাসাদ-সৌধ-শোভিত মহানগরীর বুক জুড়িয়া ইতস্ততঃ ছড়াইয়া আছে। খাস কলিকাতার আয়তন মাত্র ৩৬.৯২ বর্গমাইল। মহানগরীর ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার পক্ষে এই স্বল্প পরিমাণ এলাকা পর্যাপ্ত নয়। জনসংখ্যা পিছু তাহার পাকা ও কাঁচা বাড়ীর সংখ্যা কিছুতেই উপযুক্ত বলা চলে না। স্বল্পবিত্ত বহু নাগরিককেই তাই মাথা গুঁজিবার আশ্রয় নিতে হয় এইসব ঘিঞ্জি আলোবাতাসহীন, স্যাঁতস্তেঁতে বস্তির মধ্যে। কলিকাতায় এমনি বস্তির সংখ্যা—১,১৬৪ এবং উহার মোট জমির পরিমাণ প্রায় ৫,০০০ বিঘা বা তিন বর্গমাইল। এই সব বস্তির বাসিন্দার সংখ্যা ৬,৫৮,২৯৫ জন।

এক লক্ষ আশী হাজার পরিবার বসবাস করে এইসব বস্তিতে। মুসলমান ও দেশী খৃস্টান বস্তিবাসীর সংখ্যা প্রায় তিন লক্ষ, আর দু'লক্ষের অধিক বাসিন্দা হিন্দু ধর্মাবলম্বী। ইহা ছাড়া উদ্বাস্তুদের সংখ্যা প্রায় দেড় লক্ষ। এদের মধ্যে মজুর, ছুতারমিস্ত্রি প্রভৃতি নিম্নবিত্ত শ্রেণীর লোকদের সংখ্যাই বেশী। কলিকাতার পূর্ব এলাকা, খিদিরপুর ও মধ্যকলিকাতার অঞ্চলবিশেষে এইসব বস্তি বিশেষ করিয়া বিস্তৃত।

কলিকাতার যানবাহন

(৩১শে ডিসেম্বর, '৫৫ সাল পর্যন্ত)

		১৯৪৭ সালে	১৯৫২ সালে	১৯৫৫ সালে
১।	মোটর গাড়ী (প্রাইভেট)	২৪০০০	৩৫১৮৮	৩৯৩৭২
২।	মোটর সাইকেল	২২৩০	৩৫২৬	৪১৫০
৩।	ট্যাক্সি (বড়)	১০০০	১২০৪	১১১২
৪।	ট্যাক্সি (বেবী)			*৪০৯
৫।	লরী (প্রাইভেট)	৮৭৭১	১০৯৯১	১০৯৯৪
৬।	লরী (ভাড়াটে)	৫৯৪	৮০৩	৮৭৬
৭।	ঘোড়ার গাড়ী	২৫৮০	৪১৭	৩৮৫
৮।	রিক্সা	৬০০০	৬০০০	৫৯৯৬
৯।	গরু বা মোষের গাড়ী	১৯৯১	১০৫২	৮৮৯
১০।	ঠেলা গাড়ী	১০০৬৪	১০৯৮১	৯৬২৬
১১।	ট্রাম গাড়ী	৩০৮	৪২৫	৪১৫

জমিজমা ও ঘরবাড়ীর ট্যাক্স-নীতি

(১) বার্ষিক আয় অনধিক ১০০০৲ টাকায়—১৫% এবং হাওড়া পুল ট্যাক্স আরও ½%।

(২) বার্ষিক আয় ১০০০৲ টাকার অধিক, কিন্তু ৩০০০৲ টাকার অনধিক হইলে—১৮% এবং হাওড়া পুল ট্যাক্স আরও ½%।

(৩) বার্ষিক আয় ৩০০০৲ টাকার অধিক, কিন্তু ১২,০০০৲ টাকার অনধিক হইলে—২২% এবং হাওড়া পুল ট্যাক্স আরও ½%।

(৪) বার্ষিক আয় ১২,০০০৲ টাকার অধিক হইলে—২৩% এবং হাওড়া পুল ট্যাক্স আরও ½%।

---

* সম্প্রতি আরও বহুসংখ্যক বেবী ট্যাক্সির পারমিট্ দেওয়া হইয়াছে।

জমিজমা ঘরবাড়ী হইতে বার্ষিক অনুমিত আয় ধরিয়া ট্যাক্স ধার্য হয়। বাড়ীর ক্ষেত্রে মেরামত, রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি বাবদ অনুমিত আয় হইতে শতকরা ১০৲ টাকা বাদ দিয়া অবশিষ্ট টাকার উপর ট্যাক্স ধার্য করা হয়। যেমন, যে বাড়ী হইতে মাসিক মোটামুটি ১০০৲ টাকা অর্থাৎ বছরে ১২০০৲ টাকা ভাড়া পাওয়া যায়, তাহা হইতে শতকরা ১০৲ টাকা বা মোট ১২০৲ টাকা বাদ দিয়া অবশিষ্ট ১০৮০৲ টাকার উপর ট্যাক্স ধার্য করা হইবে।

করপোরেশনের ভুতপুর্ব মেয়রদের নাম

১৯২৪—দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস
১৯২৫-২৭—যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত
১৯২৮—বি. কে. বসু
১৯২৯-৩০—যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত
১৯৩০—সুভাষচন্দ্র বসু
১৯৩১-৩২—ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়
১৯৩৩—সন্তোষকুমার বসু
১৯৩৪—নলিনীরঞ্জন সরকার
১৯৩৫—এ. কে. ফজলুল হক
১৯৩৬—স্যার হরিশঙ্কর পাল
১৯৩৭—সনৎকুমার রায়চৌধুরী
১৯৩৮—এ. কে. এম. জ্যাকেরিয়া
১৯৩৯—নিশীথচন্দ্র সেন
১৯৪০—আব্দুর রহমান সিদ্দিকী
১৯৪১—হেমচন্দ্র নস্কর
১৯৪২—ফণীন্দ্রনাথ ব্রহ্ম
১৯৪৩—সৈয়দ বদরুদ্দোজা
১৯৪৪—আনন্দীলাল পোদ্দার
১৯৪৫—দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
১৯৪৬—আদম ওসমান
১৯৪৭—সুধীরচন্দ্র রায়চৌধুরী
১৯৪৮-৫১—পঃ বঃ সরকারের পরিচালনা
১৯৫২—নির্মলচন্দ্র চন্দ্র
১৯৫৩-৫৪—নরেশনাথ মুখার্জি
১৯৫৫-৫৬—সতীশচন্দ্র ঘোষ
১৯৫৬-৫৭—সতীশচন্দ্র ঘোষ
১৯৫৭-৫৮—ডঃ ত্রিগুণা সেন
১৯৫৮-৫৯—ডঃ ত্রিগুণা সেন

করপোরেশনের বাজেট : ১৯৫৮-৫৯

কলিকাতা করপোরেশনের স্ট্যাণ্ডিং ফিনান্স কমিটির চেয়ারম্যান শ্রী কে. এল. ঢনঢনিয়া গত ১৮ই মার্চ, ১৯৫৮, কলিকাতা করপোরেশনের ১৯৫৮-৫৯ সালের যে বাজেট উপস্থাপন করিয়াছেন তাহাতে ৮ কোটি ৩ লক্ষ ৮৯ হাজার টাকা আয় এবং ৮ কোটি ২১ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা ব্যয় বরাদ্দ হইয়াছে। স্ট্যাণ্ডিং ফিনান্স কমিটি কর্তৃক রচিত আলোচ্য বাজেটে ১৮ লক্ষ ৪ হাজার টাকা ঘাটতি দেখান হইয়াছে। কিন্তু বর্ষারম্ভ তহবিলে ৩৭ লক্ষ ৯৭ হাজার টাকা থাকায় বর্ষ শেষে ১৯ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা উদ্বৃত্ত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

সিনেমা গৃহগুলির লাইসেন্স ফী বৃদ্ধি করায় আলোচ্য বাজেটে ৬ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা আয় বাড়িবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। ইহা ছাড়া কসাইখানা, ডিস্ট্রিক্ট ইঞ্জিনীয়ারের বিভাগসমূহ, কবরখানা, মিউনিসিপ্যালিটি ও ক্যান্টনমেণ্টগুলিতে জল বিক্রয় ইত্যাদির উপর সংশোধিত হারে ফী ধার্য করায় ২ লক্ষ ১৭ হাজার টাকা অতিরিক্ত আয় বৃদ্ধি পাইবে, আশা করা যাইতেছে। ব্যয়ের দিকে কমিশনারের হিসাব অপেক্ষা এই বাজেটে ৫৫ লক্ষ ৯৩ হাজার টাকা বেশী ব্যয়-বরাদ্দ করা হইয়াছে। কল্যাণমূলক কাজের প্রসার, কর্মচারীদের উত্তম বেতন দান এবং 'বরো' কমিটিগুলির হাতে বেশী করিয়া টাকা দিয়া অধিকতর বিকেন্দ্রীকরণের জন্যই প্রধানতঃ এই অতিরিক্ত ব্যয় ধরা হইয়াছে।

করপোরেশনের ঋণ তহবিলে মজুত টাকার পরিমাণ দেখা যায় ৩ কোটি ৩২ লক্ষ টাকার উপর এবং তন্মধ্যে ১ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকার বেশী আলোচ্যবর্ষে ঋণ গ্রহণ করা হইয়াছে।

ফিনান্স কমিটির চেয়ারম্যান শ্রী ঢনঢনিয়া তাঁহার বাজেট বক্তৃতায় বলেন যে, ১৯৫২-৫৩ সালের তুলনায় ১৯৫৭-৫৮ সালে করপোরেশনের আয় শতকরা ৩৩ ভাগ এবং ১৯৫৮-৫৯ সালে শতকরা ৫১ ভাগ বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া ধরা হইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, ব্যয়ের দিক হইতে দপ্তর পরিচালনার ব্যয় শতকরা ৪০ ভাগ বাড়িয়াছে এবং জলসরবরাহ, সাফাই, রাস্তা, জনস্বাস্থ্য ব্যবস্থা, প্রাথমিক শিক্ষা ইত্যাদি খাতে ব্যয় শতকরা ২০ হইতে ৫০ ভাগ বৃদ্ধি করা হইয়াছে। ইহা ছাড়া, যন্ত্রপাতি পরিবর্তন, আসবাবপত্র, বাজার উন্নয়ন, গৃহ মেরামত ইত্যাদি বাবদ আধ কোটির বেশী টাকা বিশেষ তহবিলে বরাদ্দ করা হইয়াছে।

নিম্নে কলিকাতা করপোরেশনের গত পঞ্চাশ বৎসরের আয় ব্যয়ের একটি তুলনামূলক খতিয়ান দেওয়া হইল :—

বৎসর	আয়	ব্যয়
১৯০৬-০৭	৭০,৭৯,০০০৲	৭৩,৬৪,০০০৲
১৯২৩-২৪	১,৮৪,২৭,৫৩৯৲	১,৭৪,২৬,৪৩৮৲
১৯৩৩-৩৪	২,৪১,৪৮,৬৯৫৲	২,৩০,৩৩,:৬৪৲
১৯৫৩-৫৪	৫,৭৮,২২,০৬২৲	৫,৬২,৩১,৪৩৯৲
১৯৫৬-৫৭	৭,০৬,৬৯,০০০৲	৭,৬৪,২২,০০০৲
১৯৫৭-৫৮	৭,২৬,৪৮,০০০৲	৭,৮৮,২৭,০০০৲

করপোরেশনের সাধারণ নির্বাচন

১৯৫১ সালের মিউনিসিপ্যাল আইন অনুসারে প্রতি চার বৎসর অন্তর

করপোরেশনের সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া স্থির হইয়াছে। ৮০টি ওয়ার্ড হইতে ৮০ জন কাউন্সিলর নির্বাচিত হন এবং ইম্প্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান পদাধিকারবলে অন্যতম কাউন্সিলর বলিয়া গণ্য হইয়া থাকেন। উক্ত আইন অনুসারে ২৯শে মার্চ, ১৯৫৭, সর্বপ্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ১৩৬৪ সালের বর্ষপঞ্জীতে নির্বাচিত সদস্যগণের পূর্ণ তালিকা দেওয়া হইয়াছে।

হরিণঘাটা দুগ্ধ

বর্তমানে কলিকাতার দুধের চাহিদার শতকরা ৮০ ভাগ মিটে শহরের ছোট বড় অসংখ্য খাটালের মারফৎ। কলিকাতা ও তার আশেপাশে প্রায় ৪০,০০০ দুধল গরু ও মহিষ আছে। এই খাটালগুলির পরিবেশ অত্যন্ত নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর। এখানে থাকার ফলে গরু ও মহিষগুলির স্বাস্থ্যহানি ঘটে এবং জন্তুগুলি নানা সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়। এই সকল রুগ্ন গরু মহিষের দুগ্ধ পানের ফলে জনসাধারণের স্বাস্থ্যেরও অবনতি হয়। খাটালে দুধের পরিমাণ বৃদ্ধি করার জন্য নানা দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে, খাটালে যত সংখ্যক দুধল গরু ও মহিষ রহিয়াছে, তাহা হইতে দৈনিক মোট ৩০০০ মন দুগ্ধ সংগৃহীত হইতে পারে। কিন্তু খাটালসমূহ হইতে প্রত্যহ গড়ে ৬০০০ মন দুধ যোগান দেওয়া হয়। সুতরাং কম বেশী ৩০০০ মন দুধের অভাব যে জলের সাহায্যে পুরণ করা হইয়া থাকে তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না।

কলিকাতা হইতে এই সকল বিশ্রী খাটাল অপসরণ এবং কলিকাতা ও সহরতলীতে উচিত মূল্যে ভাল দুগ্ধ সরবরাহ করাই 'হরিণঘাটা দুগ্ধ কলোনী'র লক্ষ্য। দ্বিতীয় পরিকল্পনার শেষে ১৬টি কলোনী প্রতিষ্ঠিত হইবে; ইতিমধ্যেই ৪টি কলোনী স্থাপিত হইয়াছে। প্রতি কলোনীতে ১২৭২টি জন্তু ও তাদের বাচ্চাদের রাখা যাইবে। গরুগুলি যখন দুধ দেওয়া বন্ধ করিবে তখন তাহাদিগকে স্বল্পব্যয়ে রাখার জন্য Dry stock wing স্থাপন করা হইবে। কলিকাতার বেলগাছিয়ায় ৬ হাজার মন দুধ Pasteurisation ও বোতলে ভর্তি করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় ডেয়ারী স্থাপন করা হইবে। প্রথম ও দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই সমুদয় খাতে মোট ৫'৩৪ কোটি টাকা ব্যয় হইবে।

হরিণঘাটা দুগ্ধ কেন্দ্র হইতে ১৯৫৬, ১৯৫৭ ও ১৯৫৮ সালের মার্চ এপ্রিল মাসে দৈনিক ৪০০ মন, ৪৫০ মন ৮০০ মন দুগ্ধ সরবরাহ করা হইয়াছে। বর্তমানে দৈনিক যোগানের পরিমাণ ৮৫০ মন। ইহার মধ্যে 'টোণ্ড দুধ' ৫০০ মন, গরুর দুধ ৩০০ মন ও মহিষের দুধ ৫০ মন। 'টোণ্ড দুধ' সম্পর্কে অনেকের মনে একটা ভুল ধারণা আছে, কিন্তু তাহার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নাই।

মহিষের দুধে স্নেহ পদার্থ (Fat) খুব বেশী—শতকরা ৭ ভাগ। এই স্নেহ পদার্থ কমাইয়া এবং গুঁড়া দুধ মিশাইয়া মহিষের দুধকে 'টোণ্ড' করা হয়। ইহাতে দুধের গুণের কোনই অবনতি হয় না।

হরিণঘাটার দুগ্ধ বোতলে ভর্তি করিয়া তাপনিয়ন্ত্রিত গাড়ীতে কলিকাতায় আনা হয় এবং ২৩০টি দোকানের মাধ্যমে উহা বিক্রয় করা হয়। স্কুল কলেজে অধ্যয়নরত ছাত্রীদের দ্বারা বিক্রয় কার্য করান হয়। বর্তমানে প্রায় ৫০০ ছাত্রী এই কার্যে নিযুক্ত আছে।

কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্ট

কলিকাতা মহানগরী কোন বৈজ্ঞানিক ও সুবিন্যস্ত পরিকল্পনা অনুসারে গড়িয়া না উঠায় উহা যে কেবল জনাকীর্ণ হইয়াছে তাহা নহে, উহার উন্নতিও বিঘ্নিত হইতেছে। সীমাবদ্ধ সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়া যাহাতে এই নগরীর সম্প্রসারণ, শ্রীবৃদ্ধি প্রভৃতি সম্পন্ন করা যাইতে পারে, তদুদ্দেশ্যেই করপোরেশনের বাহিরে এই পৃথক এক সংস্থার সৃষ্টি করা হয় ১৯১১ সালে। একটি ট্রাস্টিবোর্ড এই 'ইমপ্রুভমেণ্টে'র কাজকর্ম পরিচালনা করিয়া থাকেন। ১৯৩৯ সালের স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন দপ্তরের একটি আদেশনামা অনুযায়ী এই বোর্ডের ক্ষমতা অংশতঃ হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটিতেও প্রয়োগ করা হইতেছে। বোর্ডের ট্রাষ্টিসংখ্যা ১১। প্রতিষ্ঠানগত আসন এবং বর্তমানে কে কোন্ প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করিতেছেন, তাহার উল্লেখ করা হইল :

(১) চেয়ারম্যান (রাজ্য সরকার কর্তৃক নিযুক্ত) শ্রী এস. কে. গুপ্ত।

(২) কলিঃ করপোরেশনের কমিশনার (পদাধিকারবলে) শ্রী বি. কে. সেন।

(৩) করপোরেশন মনোনীত তিনজন প্রতিনিধি : (ক) শ্রীদুলালচন্দ্র মুখার্জি, (খ) শ্রীসুধীরচন্দ্র মুখার্জি, (গ) শ্রীঅমূল্যচরণ সরকার।

(৪) বেঙ্গল চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিজ্ মনোনীত একজন প্রতিনিধি —শ্রী এ. সি. টি. ব্লীজ।

(৫) ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের একজন প্রতিনিধি—শ্রী আর. কে. ভূয়ালকা।

(৬) সরকার নিযুক্ত চারজন প্রতিনিধি : (ক) ডঃ ত্রিগুণা সেন, (খ) শ্রীইউসুফ মির্জা, (গ) শ্রীমতী অঞ্জলি খান, (ঘ) ডঃ বি. সি. দাশগুপ্ত।

ট্রাস্ট ট্রাইবুন্যালের সদস্যগণ

১। শ্রীজগদীশচন্দ্র মজুমদার (সভাপতি) } সরকার নিযুক্ত
২। শ্রীঅবনীকুমার ব্যানার্জি

৩। শ্রীপান্নালাল মিত্র—করপোরেশন নিযুক্ত।

ট্রাস্টের আয়ঃ যে সূত্রসমূহ হইতে ট্রাস্টের আয় হয় তাহার মধ্যে নিম্নোক্ত ছয়টি প্রধান :—

(১) কলিকাতা করপোরেশনের গ্রাণ্ট (২) সম্পত্তির হস্তান্তর বাবদ দেয় শুল্ক, (৩) টার্মিনাল ট্যাক্স, পাট রপ্তানীর উপর শুল্ক (৫) বাড়ি ভাড়া ও (৬) জমি বিক্রয়। ১৯৫৮-৫৯ সালে ট্রাস্টের মোট আয় ৮৫.৮০ লক্ষ টাকা এবং মোট ব্যয় ১,৬৪.৬০ লক্ষ টাকা হইবে বলিয়া বরাদ্দ হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতিষ্ঠাঃ ১৮৪৫ সালে তখনকার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কাউন্সিল অব এডুকেশন কলিকাতাতে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করিয়া লণ্ডনে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরদের নিকট পাঠান। ঐ প্রস্তাব তখন কিন্তু বাতিল হইয়া যায়। পরে অবশ্য উহার যৌক্তিকতা স্বীকৃত হয় এবং ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের দিকে কলিকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এ তিনটি বিশ্ব-বিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, তখনকার ভারত সচিব সার চার্লস্ উড-এর সুবিখ্যাত এডুকেশন ডেস্‌প্যাচ্ বা বিধানপত্রে। এমনিভাবে কলিকাতায় যে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় আনুষ্ঠানিকভাবে তাহার উদ্বোধন ঘটে ২৪ জানুয়ারী, ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে। এই নূতন বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর হইলেন তদানীন্তন গভর্ণর জেনারেল, আর ভাইস-চ্যান্সেলার নিযুক্ত হইলেন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জেমস্ উইলিয়ম কলভিল। ৪১ জন সদস্য লইয়া একটি সেনেট-সভাও গঠিত হইল। ইঁহাদের মধ্যে প্রিন্স গোলাম মহম্মদ, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রমাপ্রসাদ রায়, মৌলবী মহম্মদ ওয়াজীর, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও রামগোপাল ঘোষ ছিলেন সেনেটের ভারতীয় সদস্য বা ফেলো। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শেই এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। পরীক্ষা গ্রহণ ও উচ্চতর শিক্ষা নিয়ন্ত্রণই ছিল তাহার প্রধান কার্য। হিন্দু কলেজেই (পরবর্তী কালের প্রেসিডেন্সী কলেজ) বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম অফিস স্থাপিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পরিচালিত প্রথম 'এন্‌ট্রান্স' বা প্রবেশিকা পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় মার্চ, ১৮৫৭ সালে এবং এপ্রিল ১৮৫৮ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম বি. এ. পরীক্ষা গৃহীত হয়। এই পরীক্ষায় ডিগ্রীধারীদের মধ্যে ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও যদুনাথ বসু। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ইঁহারাই প্রথম স্নাতক। মহিলাদের মধ্যে প্রথম স্নাতকের গৌরব অর্জন করেন চন্দ্রমুখী বসু (১৮৮৩ খ্রীঃ)। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এম. এ. পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে। বিচারপতি সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন প্রথম শ্রেণীতে এম. এ. পাস করা ছাত্রদের অন্যতম।

প্রসার ঃ ১৮৫৮ সালে যে বিশ্ববিদ্যালয় হইতে মাত্র তেরো জন ছাত্র বি. এ. পরীক্ষা দিতে বসিয়াছিল, আজ উহার বার্ষিক সমাবর্তন অনুষ্ঠানে এগার হাজারের অধিক ছাত্র-ছাত্রী উপাধিপত্র লাভ করিয়া থাকে। শত বর্ষ পূর্বে যে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক সংখ্যা ছিল মাত্র দুইজন আজ কলা, বিজ্ঞান, বাণিজ্য, চিকিৎসা ও ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগসমূহ লইয়া সেই সংখ্যা দাঁড়াইয়াছে বার্ষিক প্রায় ছয় হাজারের মত।

সংস্কার ঃ ১৮৫৭ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইন ও ১৯০৪সালের সংশোধিত ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুসারে ইহা পরিচালিত হইত। পশ্চিমবঙ্গ সরকার পরে স্যাডলার কমিশন (১৯১৭-১৯) ও রাধাকৃষ্ণ কমিশনের (১৯৪৮-৪৯) সুপরিশসমূহ যথাসম্ভব গ্রহণ করিয়া ১৯৫১ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন রচনা করিয়া এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার সাধন করেন। নূতন আইনে সেনেটে মনোনীত সদস্যের সংখ্যা হ্রাস করিয়া ১৫ জন ও বিভিন্নভাবে নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ৬৩ জন করা হইয়াছে। নির্বাচিত রেজিষ্টার্ড গ্র্যাজুয়েটগণের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া ২০ জন করা হইয়াছে। পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ছিলেন অবৈতনিক কিন্তু বর্তমানে তিনি বেতনভুক।

শতবার্ষিকী উৎসব ঃ ১৯৫৭ সালের জানুয়ারী মাসে কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শতবার্ষিকী উৎসব সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতা ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে জাতীয় পতাকা ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব পতাকা-শোভিত এক বিশেষ সমাবেশে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে আনুষ্ঠানিক-ভাবে এই উৎসবের উদ্বোধন করেন এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব কৃতি ছাত্রদের অন্যতম ও ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ নিজে। বিদেশের ২৫টি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ প্রতিনিধিরাও আমন্ত্রিত হইয়া এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। ভারতের অপরাপর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যরা উপস্থিত ছিলেন।

॥ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্যগণ ॥

১৮৫৭—জেমস্ উইলিয়ম কলভিল
১৮৫৯—উইলিয়ম রিট্‌চি
১৮৬২—ক্লডিয়াস্ জেমস্ আরস্কিন
১৮৬৩—হেন্‌রী জেমস্ সামার মৈইন
(দুইবার নিযুক্ত)
১৮৬৭—ওয়াল্টার এস্. সিটন কার
১৮৬৯—এড্‌ওয়ার্ড ক্লাইভ বেলে
(পর পর তিনবার)
১৮৭৫—আর্থার হবহাউস
১৮৭৬—উইলিয়ম্ মার্কবি

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অপাচার্যগণ

১৮৭৮—সার আলেকজাণ্ডার জন আরবুথ্‌ নট্

১৮৮০—আর্থার উইলসন

১৮৮৩—হার্বার্ট জন রেনোল্ডস্‌

১৮৮৬—সি. পি. ইলবার্ট

১৮৮৬—উইলিয়ম উইলসন হাণ্টার

১৮৮৭—উইলিয়ম কমার পেথ্‌রাম

১৮৯০—গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

১৮৯৩—জোন্‌স কোয়েল পিগট

১৮৯৩—আলফ্রেড ক্রফট্

১৮৯৭—ই. জে. টেভেলিয়ন

১৮৯৮—ফ্রান্সিস্‌ ডব্লিউ. ম্যাক্‌লীন

১৯০০—টমাস রালে

১৯০৪—আলেকজাণ্ডার পেডলার

১৯০৬—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

১৯১৪—দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী

১৯১৮—ল্যান্সলট স্যাণ্ডারসন্‌

১৯১৯—নীলরতন সরকার

১৯২১—আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

১৯২৩—ভূপেন্দ্রনাথ বসু

১৯২৫—ডব্লিউ. ই. গ্রাভস্‌

১৯২৬—যদুনাথ সরকার

১৯২৮—ডব্লিউ. এস. আর্কুহার্ট

১৯৩০—হাসান সোহ্‌রাওয়ার্দী

১৯৩৪—শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

১৯৩৮—মহম্মদ আজিজুল হক

১৯৪২—বিধানচন্দ্র রায়

১৯৪৪—রাধাবিনোদ পাল

১৯৪৬—প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৫০—চারুচন্দ্র বিশ্বাস

১৯৫০—শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৫৪—জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ

১৯৫৫—এন. কে. সিদ্ধান্ত

বিদ্বজ্জন প্রতিষ্ঠান

ভারতের মহাবোধি সোসাইটি: ৪।৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা। প্রতিষ্ঠিত—১৮৯১ সালে।

বঙ্গীয় ইতিহাস পরিষদ: ২এ, কলেজ স্কোয়ার, প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫১ সালে।

ক্যালকাটা হিষ্টরিক্যাল সোসাইটি: ১২।২ ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট। ১৯০৭ সালে ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়।

একাডেমি অব্‌ ফাইন আর্টস: ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম।

ক্যালকাটা ম্যাথামেটিক্যাল সোসাইটি: ৯২, আপার সার্কুলার রোড।

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস সমিতি: দিলখুসা ষ্ট্রীট: স্থাপিত ১৯১৪ সাল।

ভারতীয় মন-বিকলন সমিতি: ১৪, পার্শী বাগান লেন।

ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটি: ৯২, অপার সার্কুলার রোড। স্থাপিত—১৯২১।

ইণ্ডিয়ান সায়ান্স নিউজ এ্যাসোসিয়েশন: ৯২, আপার সার্কুলার রোড।

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ: ফেডারেশন হল, আপার সার্কুলার রোড।

রবীন্দ্র ভারতী: ৫, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন।

রামকৃষ্ণ মিশন ইনষ্টিটিউট অব্ কালচার : ১১১, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড।
ভারতীয় সাংবাদিক সমিতি : ২৪৯বি, বহুবাজার ষ্ট্রীট। ১৯২২ সালে স্থাপিত।
পঃ বঃ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি : ১৩, মির্জাপুর ষ্ট্রীট।
ভারতীয় বিজ্ঞান কর্মী সমিতি (কলিকাতা) : ৯২, আপার সার্কুলার রোড। ডঃ মেঘনাদ সাহা ছিলেন ইহার উদ্যোক্তা। প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৭ সালে।
ভারতী তামিল সঙ্ঘ : ৯৩এ, রাসবিহারী এভেন্যু।
ভারত-চীন মৈত্রী সঙ্ঘ : ৮৪এ, শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্টীট। স্থাপিত—১৯৫০।
ইন্দো-সোভিয়েট কালচারাল সোসাইটি (ISCS) : ৭৭, ধর্মতলা ষ্ট্রীট। স্থাপিত—১৯৫৩।
ইনস্টিটিউট অব্ ওরিয়েন্টাল লার্ণিং : ৩, ফেডারেশন ষ্ট্রীট।
শেক্‌সপীয়র সোসাইটি : বঙ্গবাসী কলেজ, কলিকাতা।
ইরান সোসাইটি : ১৫৯ বি, ধর্মতলা ষ্ট্রীট।
ভারতীয় কৃষি-উদ্যানবিদ্যা সমিতি : (প্রতিষ্ঠিত—১৮২০ : ১, আলিপুর রোড। রেভাঃ ডঃ উইলিয়াম কেরী ইহার প্রতিষ্ঠাতা)।
ক্যালকাটা মেডিক্যাল ক্লাব : ৫১ বি, চিত্তরঞ্জন এভেন্যু। ১৯০১ সালে স্যার নীলরতন সরকার কর্তৃক ইহা প্রতিষ্ঠিত হয়।
এসোসিয়েশন অব ইঞ্জিনীয়ার্স : ২৪, নেতাজী সুভাষ রোড। স্থাপিত—১৯১৯।
ইনস্টিটিউট অব্ ইঞ্জিনীয়ার্স (ভারত) : ৮, গোখেল রোড। স্থাপিত—১৯২০।
বঙ্গীয় টিউবারকিউলোসিস এ্যাসোসিয়েশন : ৮, লায়ন্স রেঞ্জ। স্থাপিত—১৯২৯।
বেঙ্গল কেমিক্যাল ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েশন : ২৩ বি, নেতাজী সুভাষ রোড। স্থাপিত—১৯৩৮।
ভারতীয় নৃবিদ্যা ইনস্টিটিউট : ভারতীয় যাদুঘর। স্থাপিত—১৯৩৬;
বঙ্গীয় উদ্ভিদ্ সমিতি : ৩৫, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড। স্থাপিত—১৯২১।
বঙ্গীয় প্রাণিবিদ্যা সমিতি : ৩৫, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড। প্রতিষ্ঠিত—১৯৪৬।
বঙ্গীয় রেডিওলজিক্যাল এ্যাসোসিয়েশন : ৪, কুপার ষ্ট্রীট। স্থাপিত—১৯৪৮।
বঙ্গীয় ফার্মাসিউটিক্যাল এ্যাসো : ৭, লোয়ার লাউডন ষ্ট্রীট। স্থাপিত—১৯২৯।
বেঙ্গল ইমিউনিটি রিসার্চ ইনস্টিটিউট : ৩৯, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলি-১৬। বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং লিঃ কর্তৃক পরিচালিত রাসায়নিক ও ভেষজ গবেষণা প্রতিষ্ঠান।
ইণ্ডিয়ান ফিজিক্যাল সোসাইটি : ২ ও ৩ লেডি উইলিংডন রোড, যাদবপুর। স্থাপিত—১৯৩৪।
সায়েন্স ক্লাব : ২২, রমেশ মিত্র রোড। স্থাপিত—১৯৪০।

কলিকাতায় বৈদেশিক রাষ্ট্রের দপ্তর

অষ্ট্রিয়া : ৮, আলিপুর এ্যাভিনিউ, কলিকাতা। ফোন : ৪৫-২৫১৭।
অষ্ট্রেলিয়া : ২, ফেয়ারলি প্লেস, কলিকাতা। ফোন : ২২-১৫৫৪।
মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র : ৫।১, হ্যারিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন : ৪৪-৩৬১১ ; ৪৪-২৮১৯।
বেলজিয়াম : ৬, ক্যামাক ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন : ৪৪-৩৮৮৬।
বলিভিয়া, ভেনেজুয়েলা : ৭, ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা। ফোন : ২৩-৫৬১৫
ব্রেজিল : ৮।৬, আলিপুর পার্ক রোড, আলিপুর, কলিকাতা। ফোন : ৪৫-২০২৭।
বর্মা : ১২, ডালহাউসি স্কোয়ার ইষ্ট, কলিকাতা। ফোন : { ২২-২২৫৪ ; ২২-২৫৮৯ }
চীন গণতন্ত্র : ১৮, ক্যামাক ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন : ৪৪-১৫৭৯
কলম্বিয়া : স্যুট নং ২৯, পার্ক ম্যানসন, পার্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
পাকিস্তান ডেপুটি হাই-কমিশন : ৯, সার্কাস এভেন্যু, কলিকাতা। ফোন : ৪৪-৫৪২৯।
ডেনমার্ক : এফ ২, ক্লাইভ বিল্ডিং, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা।
ডোমিনিকান : ১০৪, শোভাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন : ৫৫-৫০৬৭।
মিশর : ৪।৬, আলিপুর পার্ক রোড, কলিকাতা। ফোন : ৪৫-২৫০৭।
ফিনল্যাণ্ড : ২, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা। ফোন : ২২-৪৬০২।
ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য : ১, হ্যারিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন : ৪৪-৫১৭১
পশ্চিম জার্মানী : ৫৯।সি, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা। ফোন: ৪৭-৩১৪৬
তুরস্ক : ৪, কানাই শীল ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন : ৩৩-২৭৭০
ফ্রান্স : ২৬, পার্ক ম্যানসন, কলিকাতা। ফোন : ২৩-২৯৫৮
গ্রীস : ৭, ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা। ফোন : ২৩-৫৬১৫
হাইতি : ২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন : ৩৪-২৬৭৩
ইন্দোনেশিয়া : ১৩।১, ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন : ২৩-৫০৯০
ইতালী : ৩, রাজা সন্তোষ রোড, আলিপুর, কলিকাতা। ফোন : ৪৫-১৪১১
জাপান : ১৯, ওল্ড কোর্ট হাউস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন : ২৩-৫৩৭১
নেপাল : ২৫, রাজা সন্তোষ রোড, আলিপুর, কলিকাতা। ফোন : ৪৫-২০২৪
নেদারল্যাণ্ড : ৫।৭, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা। ফোন : ২৩-৪৪৪২
নরওয়ে : ১৪, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা। ফোন : ২২-৪০৯৪, ২২-৪০৯৫।
পেরু : ফ্লাট ৩, প্রথম তলা, ২২, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা।
স্পেন : ১০, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন : ২৩-৫৫৩৯
সুইডেন : ৭, ওয়েলেসলি প্লেস, কলিকাতা। ফোন : ২৩-২২৪৩
সোভিয়েট রাশিয়া : ৪, ক্যামাক ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ফোন : ৪৪-৩২৮১
চেকোশ্লোভাকিয়া : পি ৩৮, মিশন রো, কলিকাতা। ফোন : ২৩-৫৩৭৩

কলিকাতার কয়েকটি বিশিষ্ট গ্রন্থাগার

সাধারণ পাঠাগার

আশুতোষ স্মৃতি পাঠাগার : ৯, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড।
বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ : ২৪৩।১, অপার সার্কুলার রোড।
বৌদ্ধ পাঠাগার ও ফ্রি রিডিং রুম : ৪এ, কলেজ স্কোয়ার।
কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট : ৭, বঙ্কিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট।
চৈতন্য পাঠাগার ও বিডন স্কোয়ার সাহিত্য সংঘ : ৪।১, বিডন ষ্ট্রীট।
কমার্শিয়াল লাইব্রেরী ও ফ্রি রিডিং রুম : ১, কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট।
কাশীপুর ইনস্টিটিউট পাঠাগার এবং ফ্রি রিডিং রুম : ৪৩, কাশীপুর রোড।
গুরুদাস ইনস্টিটিউট পাঠাগার : ২৭, স্যার গুরুদাস রোড।
হেমচন্দ্র পাঠাগার : ১১।১, মোহন চাঁদ রোড।
মারওয়াড়ী সভা পুস্তকালয় : ১৬১, চিত্তরঞ্জন এ্যাভেন্যু।
রাজা মণীন্দ্র স্মৃতি মন্দির : ৫ রাণী হর্ষমুখী রোড।
রামমোহন পাঠাগার ও ফ্রি রিডিং রুম : ২৬৭, আপার সার্কুলার রোড।
সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদ : ১৭, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট।
শিশিরকুমার ইনস্টিটিউট : ৭১।১, বাগবাজার ষ্ট্রীট।
বড়বাজার কুমার সভা পাঠাগার : ১৫৬, হ্যারিসন রোড।
ওয়াই. এম. সি. এ. পাঠাগার, কলেজ ষ্ট্রীট ব্রাঞ্চ : ৮৬, কলেজ ষ্ট্রীট।
মাইকেল মধুসূদন পাঠাগার : ১৭।১।২, মনসাতলা লেন।

গবেষণা পাঠাগার

জাতীয় পাঠাগার : বেলভেডিয়ার, আলিপুর। স্থাপিত—১৯০২। পূর্ব নাম ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী।

বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় পাঠাগার : আশুতোষ বিল্ডিং, কলেজ স্কোয়ার।

এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল ; ১, পার্ক ষ্ট্রীট। স্থাপিত—১৭৮৪। প্রাচ্য ভাষায় সুপণ্ডিত স্যার উইলিয়াম জোন্স ছিলেন ইহার প্রতিষ্ঠাতা।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ : ২৪৩।১, আপার সার্কুলার রোড। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গল একাডেমী অব্ লিটারেচার নামে যে সভা স্থাপিত হয়, উহাই পরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রূপান্তরিত হইয়াছে।

বিজ্ঞান পাঠাগার

বসু গবেষণা ইনস্টিটিউট : ৯৩।১, আপার সার্কুলার রোড। আচার্য জগদীশচন্দ্র কর্তৃক ১৯১৭ সালে প্রতিষ্ঠিত।

জিওলজিক্যাল সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়া : ২৭, চৌরঙ্গী রোড।
বোটানিক্যাল সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়া : বোটানিক্যাল গার্ডেনস্, শিবপুর।
ডিপার্টমেণ্ট অব্ এনথ্রপলজি, ভারত সরকার : ২৭, চৌরঙ্গী রোড।

কারিগরি পাঠাগার

ভারতীয় পরিসংখ্যান সংস্থা : ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড।
কমার্শিয়াল লাইব্রেরী : কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীট।
যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারীং কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয় পাঠাগার : যাদবপুর।
বঙ্গীয় বণিক সভা—শিল্প বিভাগ : (পঃ বঃ সরকার)।
কেন্দ্রীয় জুট কমিটি : মুর এভেনিউ, টালিগঞ্জ।

বিবিধ পাঠাগার

পঃ বঃ সেক্রেটারিয়েট পাঠাগার (বিভাগীয়) : রাইটার্স বিল্ডিং।
এসেম্বলি পাঠাগার (বিভাগীয়) : এসেম্বলি ভবন।
মহাবোধি সোসাইটি : ৪এ, বংকিম চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা।
রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট এণ্ড কালচার : ১১১, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড।
সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজ : ২১১।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট।
বৃটিশ কাউন্সিল : ৫, থিয়েটার রোড, কলিকাতা।
ইউ. এস. ইনফরমেশন সার্ভিস : মেট্রোপলিটন বিল্ডিং, ৭, চৌরঙ্গী রোড।

বিভিন্ন মিউজিয়াম

আশুতোষ মিউজিয়াম : সিনেট হল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।
ভারতের প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়-মিউজিয়াম। ভারতীয় শিল্পকলার মূল্যবান সংগ্রহ-ভাণ্ডার।

ভারতীয় যাদুঘর : ২৭, চৌরঙ্গী রোড, ; ১৮১৪ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি কর্তৃক প্রথম স্থাপিত। ভূতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, প্রত্নতত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব, শিল্প-কলা প্রভৃতি বিবিধ ঐতিহাসিক ও প্রাগৈতিহাসিক যুগের নিদর্শন সংরক্ষিত আছে এখানে।

ভিক্টোরিয়া স্মৃতি সৌধ : ভিক্টোরিয়ার আমলের চিত্রকলা, ভাস্কর্য, ঐতিহাসিক দলিলপত্র প্রভৃতি ভারতীয় বস্তু সংরক্ষিত হইয়াছে অনুপম এই স্মৃতি সৌধে। ইহার প্রথম ভিত্তি স্থাপিত হয় ১৯০৬ সালের জানুয়ারী মাসে এবং তাহার নির্মাণকার্য শেষ হয় ১৯২১ সালে। আগ্রার তাজমহলের অনুরূপ এই মর্মরসৌধের চিত্রশালা অতুলনীয়।

বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ চিত্রশালা : বহু দুর্লভ প্রত্নবস্তু, তাম্রশাসন, চিত্র এবং পুঁথি প্রভৃতি সংগ্রহ। ২৪৩।১ আপার সার্কুলার রোড।

কলিকাতার বণিকসঙ্ঘ

(১) বেঙ্গল চেম্বার অব্ কমার্স এ্যাণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রিজ—ইণ্ডিয়ান এক্সচেঞ্জ প্লেস্। (২) বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব্ কমার্স—পি ১১, মিশন রো এক্সটেনশন। (৩) ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব্ কমার্স—ইণ্ডিয়া এক্সচেঞ্জ বিল্ডিং, ইণ্ডিয়ান এক্সচেঞ্জ এক্সটেনশন। (৪) ভারত চেম্বার অব্ কমার্স—১৯৫, হ্যারিসন রোড। (৫) মুস্লিম চেম্বার অব্ কমার্স—৬, ক্লাইভ রো। (৬) ক্যালকাটা ট্রেড্স্ এসোসিয়েশন—১৮।এইচ, পার্ক ষ্ট্রীট।
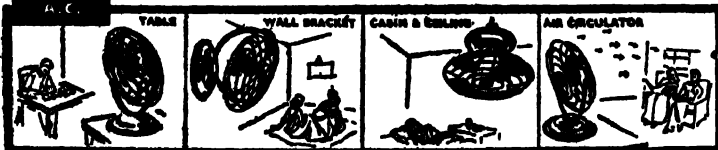
কলিকাতার বাজার

বিপণিশ্রেণী-শোভিত মহানগরীর রাজপথ এক পরম দর্শনীয় বস্তু। কিন্তু এই বিপুল ও বহুবিস্তৃত বাজার সম্পর্কে ঠিক ঠিক খবর রাখা এক কঠিন সমস্যা। কোথায় কোন্ জিনিসটি সহজলভ্য তাহা জানা থাকিলে ক্রেতার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হয়। তাঁহাদের সুবিধার জন্য আমরা এই অধ্যায়টি প্রবর্তন করিলাম। এখানে নগরীর সম্ভ্রান্ত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানসমূহের বিবরণ পাওয়া যাইবে।

সম্ভ্রান্ত অলঙ্কার ব্যবসায়ী

জাতিসঙ্ঘ

জাতিসঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা হয় প্রায় বার বৎসর পূর্বে। ঐ সময় এই নীতি স্থির হয় যে, জার্মানী ও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত জাতিগুলি উহার মূল সভ্য হইবে। ফ্যাসিস্ত পক্ষের পরাজয় তখন সুনিশ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাই, পূর্বে যে সব রাষ্ট্র দুই দিকে তাল রাখিয়া চলিতেছিল, (যেমন—তুরস্ক, দক্ষিণ আমেরিকার একাধিক রাষ্ট্র) তখন ফ্যাসিস্ত পক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া রাতারাতি কৌলীন্য অর্জন করে এবং জাতিসঙ্ঘের মূল সভ্য হয়। ভারতবর্ষও জাতি-সঙ্ঘের মূল সভ্য। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হইলে ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্র মূল সভ্য থাকে এবং পাকিস্তানকে নূতন সভ্যরূপে গ্রহণ করা হয়। মূল সভ্য ব্যতীত অন্য অনেকগুলি রাষ্ট্র জাতিসঙ্ঘের সভ্যরূপে গৃহীত হইয়াছে। অবশ্য, এখনও এই প্রতিষ্ঠানে পৃথিবীর সকল রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্ব নাই। প্রায় ৬০ কোটি নর-নারী অধ্যুষিত চীন সাধারণতন্ত্র এখনও জাতিসঙ্ঘের বাহিরে। বিধান ভঙ্গকারী সভ্যকে বিতাড়নের ব্যবস্থা থাকিলেও কোন রাষ্ট্র এখনও জাতিসঙ্ঘ হইতে বিতাড়িত হয় নাই।

১৯৪৫ সালের ২৬শে জুন সান্‌ফ্রান্সিস্‌কো সম্মেলনে জাতিসঙ্ঘের সনদ স্বাক্ষরিত হইয়াছিল। প্রধান পাঁচটি শক্তির ঐক্যমতকে বিশ্ব-শান্তি রক্ষার মূলনীতিরূপে গ্রহণ করিয়া সনদের খসড়া রচিত হয় আরও এক বৎসর পূর্বে ডাম্বার্টন্ ওক্‌সে। ১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ইয়াল্টায় প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট, মার্শাল ষ্ট্যালিন ও মিঃ চার্চিল এই মূলনীতি মানিয়া লন।

জাতিসঙ্ঘের আদর্শ: সনদে বর্ণিত জাতিসঙ্ঘের আদর্শ—"ন্যায় ও আন্তর্জাতিক বিধানের সহিত সঙ্গতি রাখিয়া" সম্মিলিত প্রচেষ্টার দ্বারা আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষা অথবা শান্তির প্রতিষ্ঠা; "বিভিন্ন জাতির সমানাধিকারের ও আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের মর্যাদা রক্ষার ভিত্তিতে" জাতিতে জাতিতে মৈত্রী প্রতিষ্ঠা; আন্তর্জাতিক সহযোগিতার দ্বারা পৃথিবীর অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সমস্যাগুলির সমাধান; মানবীয় অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠা ও উহার রক্ষা এবং পরাধীন জাতিগুলিকে স্বায়ত্তশাসনাধিকার প্রদান।

জাতিসঙ্ঘের মূল ভিত্তি: এই আদর্শ রক্ষার ও উহা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব প্রধান পাঁচটি শক্তির উপর অর্পিত হয়। প্রধান পাঁচটি শক্তির সম্মিলিত দায়িত্বের এই স্বীকৃতিই জাতিসঙ্ঘের মূল ভিত্তি। আমেরিকা,

বৃটেন, ফ্রান্স, সোভিয়েট রাশিয়া ও চীন (জাতীয়তাবাদী) প্রধান শক্তিরূপে স্বীকৃত হয়। এই পাঁচটি শক্তি একমত না হইলে জাতিসঙ্ঘের কোনও কার্যকরী সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে না—এই কঠোর শর্ত সানফ্রান্সিস্কোয় সমবেত ৪৬টি রাষ্ট্র স্বীকার করিয়াছিল।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, স্বল্পকালের মধ্যেই বৃহৎ শক্তিপঞ্চক উহার আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়া ক্ষুদ্র স্বার্থের জালে জড়াইয়া পড়ে। পাঁচটি শক্তির ঐক্য মতের ভিত্তিতে জাতিসঙ্ঘের সনদ রচনার জন্য তখন তাহারা নিষ্ফল অনু-শোচনায় আঙ্গুল কামড়াইতে লাগিল। জাতিসঙ্ঘ এখন প্রকৃতপক্ষে দলীয় প্রচারের আন্তর্জাতিক মঞ্চ। পাঁচটি শক্তির সম্মতির নীতি এখন একটি মাত্র বিরুদ্ধ ভোটে অবশিষ্ট সমস্ত শক্তির মিলিত ভোটে গৃহীত সিদ্ধান্তকে বাতিল করিবার (ভিটোর) অধিকারে পরিণত হইয়াছে।

জাতিসঙ্ঘের বিভিন্ন বিভাগ

নিরাপত্তা পরিষদঃ জাতিসঙ্ঘের সর্বপ্রধান বিভাগ উহার নিরাপত্ত পরিষদ। বিশ্বশান্তি রক্ষার প্রধান দায়িত্ব এই প্রতিষ্ঠানের, জাতিসঙ্ঘের অন্য সমস্ত সংগঠনই এই বিভাগের অধীন। আমেরিকা, বৃটেন্, ফ্রান্স, সোভিয়েট রাশিয়া এবং চীন (ফরমোসার চিয়াং কাই-শেক-চক্র) এই পাঁচটি শক্তি ইহার স্থায়ী সভ্য। বাকী ছয় জন সভ্য সাধারণ সভ্যগণ কর্তৃক দুই বৎসরের জন্য নির্বাচিত হয়। স্থায়ী পাঁচটি সভ্য একমত না হইলে নিরাপত্তা পরিষদ কোনও কার্যকরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে পারে না, অর্থাৎ ইহাদের প্রত্যেকের "ভিটো"র অধিকার রহিয়াছে। নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশনের কোনও নির্দিষ্ট সময় নাই,—ইহার অধিবেশন সব সময়ে চলিতেছে বলিয়া ধরিয়া লওয়া হয়, অর্থাৎ এই প্রতিষ্ঠানটি সর্বক্ষণ আন্তর্জাতিক শান্তির সতর্ক প্রহরী। ইহার একটি সামরিক ষ্টাফ্ কমিটিও আছে।

সাধারণ পরিষদঃ "সনদের অন্তর্ভুক্ত যে-কোনও প্রশ্ন বা বিষয় সম্পর্কে এই বিভাগটি আলোচনা করিতে পারে" এবং আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদের নিকট অথবা কোনও সভ্য রাষ্ট্রের নিকট সুপারিশ করিতে পারে। এই বিভাগে জাতিসঙ্ঘের অন্যান্য বিভাগের রিপোর্ট সম্বন্ধে আলোচনা হয়।

বিচার পরিষদঃ আন্তর্জাতিক বিচার পরিষদটি জাতিসঙ্ঘের বিচার বিভাগ। এই বিভাগটি ১৫ জন বিচারপতি লইয়া গঠিত। সনদের অন্তর্ভুক্ত সমস্ত বিষয় এই বিচারালয়ের এলাকাধীন।

অছি পরিষদ ঃ তাহার পর অছি পরিষদ। জাতিসঙ্ঘের সনদে ঔপনিবেশিক অঞ্চলগুলির অধিবাসীর সার্বভৌম অধিকার নীতি-হিসাবে স্বীকৃত হইয়াছে। সংশ্লিষ্ট অঞ্চলগুলিতে সময় সময় পর্যবেক্ষণে যাইবার অধিকার অছি পরিষদকে দেওয়া হইয়াছে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর যে-সব অঞ্চল "ম্যাণ্ডেটেড" বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল, সেগুলি অছি পরিষদের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর শত্রুপক্ষের নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন সমস্ত অঞ্চল অছি পরিষদের কর্তৃত্বাধীন হইয়াছে। বিজয়ী পক্ষের উপনিবেশগুলি সম্পর্কে স্থির হইয়াছে যে, এই সব উপনিবেশের প্রভুশক্তিগুলির সম্মতি লাভ করিলে তবে উহারা অছি পরিষদের কর্তৃত্বাধীন হইবে।

অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ ঃ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক নির্বাচিত ১৮ জন সভ্য লইয়া অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ গঠিত। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সহযোগিতা স্থাপন এই পরিষদের উদ্দেশ্য। এই প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য কাজ সার্বজনীন অধিকার তালিকা (Universal Bill of Rights) প্রণয়ন। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ ত্রিশটি সার্বজনীন অধিকার নির্ধারণ করিয়াছেন। অধিকারগুলি এইরূপ—বাঁচিয়া থাকিবার অধিকার, দৈহিক নিরাপত্তা, দাসত্ব হইতে মুক্তি, ব্যক্তিগত গোপনতায় অন্যের হস্তক্ষেপ হইতে মুক্তি, স্বচ্ছন্দ চলাফেরার স্বাধীনতা, আশ্রয় লাভের অধিকার, নাগরিক হইবার অধিকার, আইনের দৃষ্টিতে সমতা, আটক হইলে অবিলম্বে বিচার বিভাগের দ্বারা আটকের বৈধতা নির্ধারণ, বৈষম্য হইতে মুক্তি, সম্পত্তিতে অধিকার, গভর্ণমেণ্টে অংশ গ্রহণের অধিকার ইত্যাদি।

"ইউনেস্কো" ঃ জাতিসঙ্ঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থাটি (UNESCO) অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের একটি উপ-বিভাগ। ১৯৪৫ সালে লণ্ডনে এই উপ-বিভাগ গঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটির সহিত ভারতের সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। "ইউনেস্কো" গঠনের কারণ সম্পর্কে বলা হইয়াছে, "যুদ্ধ আরম্ভ হয় মানুষের মনে; সুতরাং শান্তি রক্ষার কাজ মানুষের মনের মধ্যে গড়িয়া তোলা আবশ্যক।" ইহার লক্ষ্য সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"ন্যায়ের প্রতি সার্বজনীন শ্রদ্ধা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে এবং আইনের শাসন, মানবীয় অধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির মাধ্যমে জাতিতে-জাতিতে সহযোগিতা বৃদ্ধির দ্বারা শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় সহায়তা করা ইহার লক্ষ্য।" এই মহান লক্ষ্য বাস্তবে পরিণত করিবার জন্য পৃথিবীর বিশিষ্ট বিজ্ঞানী, শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক

প্রভৃতি "ইউনেস্কো"য় যোগ দিয়াছেন। "ইউনেস্কো"র কতকগুলি আঞ্চলিক বিভাগ আছে ; যেমন, মধ্য প্রাচ্য বিভাগ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া বিভাগ।

"ইকাফে"ঃ এশিয়ায় জাতিসঙ্ঘের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানের নাম এশিয়া ও সুদূর প্রাচ্যের অর্থনৈতিক কমিশন (ECAFE)। এশিয়া ও সুদূর প্রাচ্যের অর্থনৈতিক সমস্যাগুলি সম্পর্কে আলোচনা করা এবং তাহাদের সমাধানে প্রয়াসী হওয়া এই প্রতিষ্ঠানের কাজ।

কমিশন ও সাব-কমিশন ঃ সমাজ কল্যাণকর ও সংস্কৃতিমূলক তৎপরতার জন্য জাতিসঙ্ঘের কতকগুলি কমিশন ও সাব-কমিশন আছে—যেমন, নারীর অধিকার সংক্রান্ত সাব-কমিশন, মাদক দ্রব্য সংক্রান্ত কমিশন, ব্যবসা ও নিয়োগ সংক্রান্ত কমিশন, শিশু-মঙ্গল সংক্রান্ত কমিশন প্রভৃতি।

অন্যান্য প্রতিষ্ঠান ঃ জাতিসঙ্ঘের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের নাম—আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থা, খাদ্য ও কৃষি সংস্থা, আন্তর্জাতিক ব্যাঙ্ক ও অর্থভাণ্ডার, আন্তর্জাতিক বাস্তুহারা সংস্থা এবং অসামরিক বিমান চলাচল সংস্থা।

জাতিসঙ্ঘের সভ্যরাষ্ট্রসমূহ

জাতিসঙ্ঘের সভ্যরাষ্ট্রের সংখ্যা বর্তমানে ৮১টি। ইহাদের মধ্যে ৫১টি মূল সভ্য। অবশিষ্ট রাষ্ট্রগুলি পরবর্তীকালে সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়াছে। উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৫৫ সালে ১৬টি রাষ্ট্র একযোগে জাতিসঙ্ঘের সভ্য হয়। নিম্নে সভ্যগণের পূর্ণ তালিকা প্রদত্ত হইল :—

সভ্য রাষ্ট্র	সভ্য হইবার তারিখ	সভ্য রাষ্ট্র	সভ্য হইবার তারিখ
১। ভারত	মূলসভ্য	১১। কলম্বিয়া	মূলসভ্য
২। আর্জেন্টিনা	”	১২। কোষ্টারিকা	”
৩। অস্ট্রেলিয়া	”	১৩। কিউবা	”
৪। বেলজিয়াম	”	১৪। চেকোশ্লোভাকিয়া	”
৫। বলিভিয়া	”	১৫। ডেনমার্ক	”
৬। ব্রেজিল	”	১৬। ডোমিনিক্যান্ রিপাব্লিক	”
৭। বায়লো রাশিয়া	”	১৭। ইকুয়েডর	”
৮। কানাডা	”	১৮। মিশর	”
৯। চিলি	”	১৯। এল্. স্যাল্ভেডর	”
১০। চীন (জাতীয়তাবাদী)	”	২০। ইথিওপিয়া	”

সভ্য রাষ্ট্র	সভ্য হইবার তারিখ	সভ্য রাষ্ট্র	সভ্য হইবার তারিখ
২১। ফ্রান্স	মূলসভ্য	৫২। আফগানিস্তান	১৯।১১।৪৬
২২। গ্রীস	,,	৫৩। আইস্‌ল্যাণ্ড	,,
২৩। গুয়াতেমালা	,,	৫৪। সুইডেন	,,
২৪। হাইতি	,,	৫৫। থাইল্যাণ্ড	১৬।১২।৪৬
২৫। হণ্ডুরাস্‌	,,	৫৬। পাকিস্তান	৩০।৯।৪৭
২৬। ইরাক	,,	৫৭। ইয়েমেন	৩০।১০।৪৭
২৭। লেবানন	,,	৫৮। ব্রহ্মদেশ	৯।৪।৪৮
২৮। লাইবেরিয়া	,,	৫৯। ইস্রাইল	১১।৫।৪৯
২৯। লুক্সেমবুর্গ	,,	৬০। ইন্দোনেশিয়া	২৮।১১।৫০
৩০। মেক্সিকো	,,	৬১। আলবেনিয়া	১৫।১২।৫৫
৩১। নেদারল্যাণ্ডস্‌	,,	৬২। জর্ডান	,,
৩২।, নিউজীল্যাণ্ড	,,	৬৩। আয়ার্ল্যাণ্ড	,,
৩৩। নিকারগুয়া	,,	৬৪। পর্তুগাল	,,
৩৪। নরওয়ে	,,	৬৫। হাঙ্গারী	,,
৩৫। পানামা	,,	৬৬। ইতালী	,,
৩৬। প্যারাগুয়ে	,,	৬৭। অষ্ট্রিয়া	,,
৩৭। পারস্য	,,	৬৮। রুমানিয়া	,,
৩৮। পেরু	,,	৬৯। বুলগেরিয়া	,,
৩৯। ফিলিপাইন	,,	৭০। ফিন্‌ল্যাণ্ড	,,
৪০। পোল্যাণ্ড	,,	৭১। সিংহল	,,
৪১। মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র	,,	৭২। নেপাল	,,
৪২। সৌদী আরব	,,	৭৩। লিবিয়া	,,
৪৩। সিরিয়া	,,	৭৪। কাম্বোডিয়া	,,
৪৪। তুরস্ক	,,	৭৫। লাওস্‌	,,
৪৫। ইউক্রেন	,,	৭৬। স্পেন	,,
৪৬। দক্ষিণ-আফ্রিকা ইউনিয়ন	,,	৭৭। সুদান	নভেম্বর, ১৯৫৬
৪৭। ইউনাইটেড কিংডম (বৃটেন	,,	৭৮। মরক্কো	,, ,,
৪৮। উরুগুয়ে	,,	৭৯। টিউনিসিয়া	,, ,,
৪৯। ভেনেজুয়েলা	,,	৮০। জাপান	ডিসেম্বর, ১৯৫৬
৫০। সোভিয়েট ইউনিয়ন	,,	৮১। ঘানা	মার্চ, ১৯৫৭
৫১। যুগোশ্লাভিয়া	,,	৮২। মালয়	৫।৯।৫৭

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস

কংগ্রেস ভারতের প্রাচীনতম ও বৃহত্তম রাজনৈতিক দল। ভারতের স্বাধীনতা অর্জনে কংগ্রেসের ভূমিকা চিরদিন দেশবাসী সশ্রদ্ধ চিত্তে স্মরণ করিবে। ১৯৫৮ সালে কংগ্রেসের বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন গৌহাটিতে ১৫ই হইতে ১৮ই জানুয়ারী পর্যন্ত হইয়াছিল। নিম্নে কংগ্রেস সভাপতিগণের নাম দেওয়া হইল।

কংগ্রেসের বিভিন্ন অধিবেশনের স্থান ও সভাপতিগণের নাম

১৮৮৫	...	উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	বোম্বাই
১৮৮৬	...	দাদাভাই নৌরজী	কলিকাতা
১৮৮৭	...	বদরুদ্দিন তায়েবজী	মাদ্রাজ
১৮৮৮	...	জর্জ ইউল	এলাহাবাদ
১৮৮৯	...	স্যার ডব্লিউ. ওয়েডারবার্ণ	বোম্বাই
১৮৯০	...	স্যার পি. মেহ্‌তা	কলিকাতা
১৮৯১	...	পি. আনন্দ চার্লু	নাগপুর
১৮৯২	...	উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	এলাহাবাদ
১৮৯৩	...	দাদাভাই নৌরজী	লাহোর
১৮৯৪	...	এ. ওয়েব	মাদ্রাজ
১৮৯৫	...	সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	পুণা
১৮৯৬	...	আর. এম. সিয়ানী	কলিকাতা
১৮৯৭	...	সি. শঙ্করণ নায়ার	অমরাবতী
১৮৯৮	...	আনন্দমোহন বসু	মাদ্রাজ
১৮৯৯	...	রমেশচন্দ্র দত্ত	লক্ষ্ণৌ
১৯০০	...	এন. জি. চন্দ্রভারকর	লাহোর
১৯০১	...	দিনশা ওয়াচা	কলিকাতা
১৯০২	...	সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	আহমেদাবাদ
১৯০৩	...	লালমোহন ঘোষ	মাদ্রাজ
১৯০৪	...	হেনরী কটন	বোম্বাই
১৯০৫	...	গোপালকৃষ্ণ গোখলে	বারাণসী
১৯০৬	...	দাদাভাই নৌরজী	কলিকাতা
১৯০৭	...	রাসবিহারী ঘোষ	সুরাট
১৯০৮	...	রাসবিহারী ঘোষ	মাদ্রাজ
১৯০৯	...	মদনমোহন মালব্য	লাহোর

১৯১০	...	স্যার ডব্লিউ. ওয়েডারবার্ণ	এলাহাবাদ
১৯১১	...	বিষেণনাথ ধর	কলিকাতা
১৯১২	...	আর. এম. মুধলকর	পাটনা
১৯১৩	...	নবাব সৈয়দ মহম্মদ	মাদ্রাজ
১৯১৪	...	ভূপেন্দ্রনাথ বসু	করাচী
১৯১৫	...	সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহ	বোম্বাই
১৯১৬	...	অম্বিকাচরণ মজুমদার	লক্ষ্ণৌ
১৯১৭	...	আনি বেশান্ত	কলিকাতা
১৯১৮	...	হাসান ইমাম	দিল্লী
১৯১৮	...	(বিশেষ)—মদনমোহন মালব্য	বোম্বাই
১৯১৯	...	মতিলাল নেহরু	অমৃতসর
১৯২০	...	সি. বিজয়রাঘবাচারিয়ার	নাগপুর
১৯২১	...	(বিশেষ)—লালা লাজপত রায়	কলিকাতা
১৯২১	...	হাকিম আজমল খান্	আহমেদাবাদ
১৯২২	...	চিত্তরঞ্জন দাস	গয়া
১৯২৩	...	মহম্মদ আলী	কোকনাদ
১৯২৩	...	(বিশেষ)—আবুল কালাম আজাদ	দিল্লী
১৯২৪	...	মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী	বেলগাঁও.
১৯২৫	...	সরোজিনী নাইডু	কানপুর
১৯২৬	...	শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার	গৌহাটি
১৯২৭	...	এম. এ. আন্সারী	মাদ্রাজ
১৯২৮	...	মতিলাল নেহরু	কলিকাতা
১৯২৯	...	জওহরলাল নেহরু	বোম্বাই
১৯৩১	...	বল্লভভাই প্যাটেল	করাচী
১৯৩২	...	শেঠ রণছোড়লাল	দিল্লী
১৯৩৩	..	নেলী সেনগুপ্তা	কলিকাতা
১৯৩৪	...	রাজেন্দ্র প্রসাদ	বোম্বাই
১৯৩৫	...	জওহরলাল নেহরু	লক্ষ্ণৌ
১৯৩৭	...	জওহরলাল নেহরু	ফৈজপুর
১৯৩৮	...	সুভাষচন্দ্র বসু	হরিপুরা
১৯৩৯	...	সুভাষচন্দ্র বসু	ত্রিপুরা
১৯৩৯	...	রাজেন্দ্র প্রসাদ (সুভাষচন্দ্রের পদত্যাগের ফলে)	

১৯৪০	...	আবুল কালাম আজাদ	রামগড়
১৯৪১-৪৫	...	কোনও অধিবেশন হয় নাই।	
১৯৪৬	...	জওহরলাল নেহরু	
১৯৪৬	...	জে. বি. কৃপালনী	মীরাট
১৯৪৭	...	রাজেন্দ্র প্রসাদ	
১৯৪৯	...	পট্টভি সীতারামিয়া	জয়পুর
১৯৫০	...	পুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন	নাসিক
১৯৫১	...	জওহরলাল নেহরু	নয়াদিল্লী
১৯৫৩	...	জওহরলাল নেহরু	হায়দরাবাদ
১৯৫৪	...	জওহর লাল নেহরু	কল্যাণী
১৯৫৫	...	ইউ. এন. ডেবর	আবাদী
১৯৫৬	...	ইউ. এন. ডেবর	অমৃতসর
১৯৫৭	...	ইউ. এন. ডেবর	ইন্দোর
১৯৫৮	...	ইউ. এন. ডেবর	গৌহাটি

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারত বিভাগের ফলে পাকিস্তান জন্মলাভ করে। ইহার মোট আয়তন—৩,৬৪,৭৩৭ বর্গমাইল, লোকসংখ্যা—৮,১৫,৪০,০০০ এবং রাজধানী করাচী। বর্তমানে পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান এই দুইটি মাত্র প্রদেশ লইয়া পাকিস্তান গঠিত। প্রদেশ দুইটির স্বতন্ত্র পরিচয় নিম্নে দেওয়া হইল।

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা

প্রেসিডেন্ট: মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা

মন্ত্রিসভা: ১। মালিক ফিরোজ খাঁ নুন—প্রধানমন্ত্রী, পররাষ্ট্র, সীমান্ত এলাকা ও কাশ্মীর; ২। সৈয়দ আমজাদ আলি—অর্থ; ৩। সর্দার আবদুর রসিদ—শিল্প ও বাণিজ্য; ৪। সর্দার আমির আজম—সংসদীয় ও অর্থনীতি সম্পর্কিত; ৫। শ্রীএম. এ. খুরো—দেশরক্ষা; ৬। মিঞা জাফর শাহ—খাদ্য ও কৃষি; ৭। শ্রীআবদুল আলিম—তথ্য, বেতার, পূর্ত ও সংখ্যালঘু; ৮। শ্রীকামিনীকুমার দত্ত—আইন; ৯। শ্রীবসন্তকুমার দাস—শিক্ষা ও শ্রম; ১০। শ্রীমহফুজল হক—স্বাস্থ্য ও গ্রামীন সাহায্য; ১১। শ্রীরমিজুদ্দিন আহমেদ—যোগাযোগ।

প্রতিমন্ত্রী: ১। শ্রীএ. কে. দাস—অর্থ; ২। শ্রীএইচ. এম. বি. সুম্‌রো—পুনর্বাসন ও স্বরাষ্ট্র।

পশ্চিম পাকিস্তান

গভর্ণর: শ্রী আখতার হোসেন

মুখ্যমন্ত্রী: নবাব্ মুজাফর আলি খান কিজিলবাস

১৯৫৫ সালে গৃহীত পশ্চিম পাকিস্তান আইন অনুসারে ভূতপূর্ব সিন্ধুপ্রদেশ (করাচী শহর বাদে), পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান রাজ্য ইউনিয়ন, ভাওয়ালপুর, মীরপুর, খয়েরপুর ও সীমান্ত অঞ্চলের দেশীয় রাজ্যগুলি লইয়া পশ্চিম পাকিস্তান প্রদেশ গঠিত। পশ্চিম পাকিস্তানের মোট আয়তন—৩,০৯,২৯৫ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা—৩,২৪,৫৩,০০০। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য ইহাকে ১০টি কমিশনারের বিভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। ইহার রাজধানী লাহোর। মূলতঃ পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায় কৃষিপ্রধান হইলেও পশ্চিম পাকিস্তান একেবারে খনিজ সম্পদ বিবর্জিত নয়। এখানে কিছু পরিমাণ কয়লা ও পেট্রোলিয়াম পাওয়া যায়।

এই অঞ্চলের অন্যান্য সম্পদের মধ্যে আছে গম, তুলা, তৈলবীজ, পশম; কাঁচা চামড়া প্রভৃতি। এইগুলি প্রধানতঃ বিদেশে রপ্তানী করা হয় এবং বিদেশ হইতে আমদানী করা হয় সূতী ও পশমী বস্ত্র, চিনি, লৌহ, ইস্পাত, রাসায়নিক দ্রব্যাদি।

করাচী: পাকিস্তানের রাজধানী করাচী ভৌগোলিক দিক হইতে পশ্চিম পাকিস্তানের অন্তর্গত হইলেও প্রশাসনিক দিক হইতে ইহা কেন্দ্র-শাসিত। করাচী পাকিস্তানের শ্রেষ্ঠ বন্দর। ইহার আয়তন ৮১২ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় সাড়ে এগারো লক্ষ।

পূর্ব পাকিস্তান

গভর্ণর: মিঃ সুলতানউদ্দিন আহ্‌মেদ

বর্তমানে এই প্রদেশে কোন মন্ত্রিসভা নাই।

পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান হইতে প্রায় ১১০০ মাইল দূরে। পূর্ব পাকিস্তানের আয়তন মাত্র ৫৪,৫০১ বর্গমাইল হইলেও ইহার লোকসংখ্যা—৪,২৩,৬৩,০০০। প্রতি বর্গমাইলে ৭৭৭ জন নরনারীর বসতি। ইহার রাজধানী ঢাকা। নদীমাতৃক পূর্ব পাকিস্তান পুরাপুরি কৃষি প্রধান অঞ্চল। প্রধান উৎপন্ন শস্য—ধান, পাট, তামাক, চা প্রভৃতি। বিদেশে পাট রপ্তানীর জন্য পূর্ব পাকিস্তান ইতিপূর্বে কলিকাতা বন্দরের মুখাপেক্ষী ছিল। এই অসুবিধা দূর করার জন্য চট্টগ্রাম বন্দরকে বড় করা হইতেছে এবং খুলনা জিলায় চালনা নামক স্থানে একটি নূতন বন্দরের পত্তন করা হইয়াছে।

॥ পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি—১৯৫৭-৫৮ ॥

পাকিস্তানে ঘন ঘন মন্ত্রিসভার পরিবর্তন এক সাধারণ ঘটনায় পর্যবসিত হইয়াছে; আলোচ্য বর্ষে মাত্র দুই মাসের ব্যবধানে দুই-দুইটি মন্ত্রি-সভার পরিবর্তন হইয়াছে। এই অবস্থা দেখিয়া জনৈক পাকিস্তানী জননেতা রহস্য করিয়া বলিয়াছিলেন যে মোটরগাড়ির মত পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রীর মডেলও প্রতি বৎসর পরিবর্তিত হয়। এই বৎসর পাকিস্তানী রাজনীতিক্ষেত্রের অপর একটি বড় ঘটনা পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর পদ হইতে প্রবীণ জননায়ক মৌলভী এ. কে. ফজলুল হকের অপসারণ। পাকিস্তানের সর্বশেষ চাঞ্চল্যকর ও দুঃখজনক ঘটনা ঘটিয়াছে পশ্চিম পাকিস্তানের লাহোরে। যে রিপাব্লিকান দল গত দুই বৎসর কাল কেন্দ্রে ও পশ্চিম পাকিস্তানে শাসন পরিচালনা করিতেছে সেই দলের শ্রদ্ধেয় নেতা ডাঃ খান সাহেব লাহোরে দিবালোকে আততায়ীর ছুরিকাঘাতে প্রাণ হারাইয়াছেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার হেরফেরঃ ১৩৬৪ সালের সুরুতে পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রীর গদীতে উপবিষ্ট ছিলেন আওয়ামী লীগের নেতা শ্রী এইচ্. এস্. সুরাবর্দী। তিনি যে কোয়ালিশন সরকারের নেতৃত্ব করিতেছিলেন তাহার প্রধান অংশীদার অবশ্য ছিল ডাঃ খান সাহেব পরিচালিত রিপাব্লিকান দল। সুরাবর্দী মন্ত্রিসভা ১৩ মাস, ক্ষমতাসীন থাকার পরে ১৯৫৭ সালের ১১ই অক্টোবর পদত্যাগ করেন। এই পদত্যাগের পিছনে একাধিক কারণ ছিল। ১৯৫৬ সালে নির্বাচনে মুসলিম লীগকে পরাজিত করিয়া আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে ক্ষমতার আসন দখল করিয়াছিল ২১ দফা কর্মনীতির ভিত্তিতে। এই ২১ দফা কার্যক্রমের মধ্যে ছিল পাকিস্তানে নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতির প্রবর্তন, পূর্ব পাকিস্তানে আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসন প্রবর্তন প্রভৃতি। কিন্তু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীপদে বসিয়াই শ্রীসুরাবর্দী উল্টা সুর গাহিতে সুরু করিয়াছিলেন। তিনি মুসলীম লীগ প্রবর্তিত পশ্চিমী রাজনীতি ঘেঁষা পররাষ্ট্রনীতি সমর্থন করিয়া চলিতেছিলেন এবং পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসনের দাবী হাসিয়া উড়াইয়া দিতেছিলেন। ইহা লইয়া আওয়ামী লীগের সভাপতি মৌলানা ভাসানীর সহিত তাঁহার তীব্র মতবিরোধ দেখা দিয়াছিল। এই বিরোধ চূড়ান্তরূপ পরিগ্রহ করে ১৯৫৭ সালের জুন মাসে যখন শ্রীসুরাবর্দী ও তাঁহার সমর্থক দল ঢাকায় আওয়ামী লীগের কাউন্সিল বৈঠকে নিজেদের পররাষ্ট্রনীতি ভোটাধিক্যে পাস করাইয়া লন। ইহার প্রতিবাদে মৌলানা ভাসানী ও তাঁহার সমর্থকবৃন্দ আওয়ামী লীগ হইতে পদত্যাগ করেন। ১৯৫৭ সালের ২৫শে জুলাই ঢাকায় মৌলানা ভাসানীর আহ্বানে পশ্চিম পাকিস্তানের জাতীয় পার্টির নেতৃবৃন্দ সমবেত হন এবং মৌলানা ভাসানীর সমর্থক দল, পশ্চিম পাকিস্তানের জাতীয় পার্টি ও পূর্ব পাকিস্তানের গণতন্ত্রী দলের সমন্বয়ে "পাকিস্তান জাতীয় আওয়ামী পার্টি" নামে একটি নূতন গণতান্ত্রিক দল গঠিত হয়। এই ঘটনার ফলে আওয়ামী লীগে ভাঙন ধরে। এই সময় শ্রীসুরাবর্দী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ করিতেছিলেন। পার্টির তরফ হইতে জরুরী আহ্বান পাইয়া তিনি দেশে ফিরিয়া আসেন এবং অন্যান্য দলের সঙ্গে বোঝাপড়া করিয়া নিজের প্রধান মন্ত্রিত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁহার এ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়।

শ্রীসুরাবর্দী যখন নিজের দল লইয়া এইরূপ বিপন্ন, সেই সময় তাঁহার প্রধান অংশীদার রিপাব্লিকান দলের সহিতও তাঁহার মতবিরোধ তীব্র হইয়া উঠে। এই বিরোধ তীব্র হইয়া উঠে পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট ভাঙিয়া দিবার প্রশ্ন লইয়া। ইতিপূর্বে কার্যতঃ শ্রী সুরাবর্দীর ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসে পশ্চিম পাকিস্তানে গভর্ণরের শাসন বাতিল করিয়া রিপাব্লিকান

দলের শাসন চালু করা হইয়াছিল। প্রধানতঃ মৌলানা ভাসানীর জাতীয় আওয়ামী পার্টির উদ্যোগে ১৯৫৭ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর পশ্চিম পাকিস্তানের আইন সভায় অধিকাংশ সদস্যের সমর্থনে গৃহীত একটি প্রস্তাবে সাধারণ নির্বাচনের পূর্বেই পশ্চিম পাকিস্তানের 'এক ইউনিট' প্রথা বাতিল করিয়া পূর্বতন প্রদেশগুলি পুনঃ প্রবর্তন করার সুপারিশ করা হয়। মুসলীম লীগের সদস্যরা ভোটদানে বিরত থাকেন। রিপাব্লিকান দল প্রস্তাব সমর্থন করে। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মীর্জা ও প্রধানমন্ত্রী শ্রীসুরাবর্দী এই প্রস্তাবের তীব্র বিরোধিতা করেন। ইহা লইয়া মন্ত্রিসভায় রিপাব্লিকান সদস্যদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর মতভেদ চরমে উঠে এবং শেষ পর্যন্ত রিপাব্লিকান দল শ্রীসুরাবর্দী-মন্ত্রিসভার উপর হইতে নিজেদের সমর্থন প্রত্যাহার করিয়া লয়। ফলে ১১ই অক্টোবর তারিখে সুরাবর্দীর পদত্যাগ করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

মুসলিম লীগ নেতা শ্রীইসমাইল চুন্দ্রিগড়ের প্রধান মন্ত্রিত্বে পাকিস্তানের ষষ্ঠ মন্ত্রিসভা গঠিত হয় ১৯৫৭ সালের ১৮ই অক্টোবর তারিখে। শ্রীচুন্দ্রিগড় যে নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করিলেন তাহারও প্রধান খুঁটি হইল রিপাব্লিকান দল। ইহা ছাড়া পূর্ব পাকিস্তানের কৃষকশ্রমিক দলের একাংশ এবং নিজামে ইস্‌লাম পার্টি লইয়া চতুর্দলীয় কোয়ালিশন সরকার গঠিত হইল। শ্রীচুন্দ্রিগড় আওয়ামী লীগের চেষ্টায় প্রবর্তিত যুক্ত নির্বাচন প্রথা বাতিল করিয়া সাম্প্রদায়িক স্বতন্ত্র নির্বাচন প্রথা প্রবর্তনের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। নূতন মন্ত্রিসভা হইতে বাদ পড়িয়া আওয়ামী লীগ ইহার বিরুদ্ধে তীব্র আন্দোলন আরম্ভ করিল। একদা আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এবং রিপাব্লিকান দলের সহযোগিতাতেই পাকিস্তানে যুক্ত নির্বাচন প্রথা চালু করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল। শ্রীচুন্দ্রিগড় জাতীয় পরিষদের সভা আহ্বান করিয়া যুক্ত নির্বাচন ব্যবস্থা রদ করিয়া স্বতন্ত্র নির্বাচন চালু করার তোড়জোড় করিতেছিলেন। কিন্তু ইতিমধ্যে রিপাব্লিকান দলে এই প্রশ্নে তীব্র মতবিরোধ দেখা দেয়। শ্রীচুন্দ্রিগড়ের আহ্বানে ১৯৫৭ সালের ১১ই ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসার কথা ছিল। তাহার পূর্বদিন রিপাব্লিকান দলের সংগঠন সমিতি জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে নির্বাচন ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে কোন দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বনের পূর্ণ স্বাধীনতা তুলিয়া দেন দলের সভাপতি ডাঃ খান সাহেবের হাতে। বলা বাহুল্য তিনি যুক্ত নির্বাচন প্রথা সমর্থনের পক্ষেই রায় দেন। এইভাবে রিপাব্লিকান দলের সমর্থন বিচ্যুত হইয়া দুই মাস পূর্ণ হইবার পূর্বেই প্রধানমন্ত্রী শ্রীচুন্দ্রিগড়কে পদত্যাগ করিতে হয় ১৯৫৭ সালের ১১ই ডিসেম্বর।

অতঃপর রিপাব্লিকান দলের পার্লামেণ্টারী পার্টির নেতা শ্রীফিরোজ খাঁ নুন ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৫৭, নূতন মন্ত্রিসভা গঠন করেন। এই মন্ত্রিসভা কার্যতঃ

ছয়টি দলের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা। দলগুলি হইল: রিপাব্লিকান, আওয়ামী লীগ, জাতীয় আওয়ামী পার্টি, জাতীয় কংগ্রেস, তপশীলী ফেডারেশান ও কৃষক শ্রমিক দলের একাংশ। ইহার মধ্যে আওয়ামী লীগ ও জাতীয় আওয়ামী পার্টি মন্ত্রীসভায় অংশ গ্রহণ করিতে সম্মত না হইলেও নুন মন্ত্রিসভাকে সর্বতোভাবে সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের মোট ৮০ জন সদস্যের মধ্যে ৫২ জন সদস্য নুন মন্ত্রিসভার সমর্থক বলিয়া প্রকাশ। শ্রী নুনের মন্ত্রিসভাই বর্তমানে পাকিস্তানে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রহিয়াছে।

পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতি: পূর্ব পাকিস্তান হইতে মুসলিম লীগ নিশ্চিহ্নপ্রায়। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে তাহার অবস্থা তত খারাপ নহে। ডাঃ খান সাহেবের যে রিপাব্লিকান দল পশ্চিম পাকিস্তানে ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত তাহার অধিকাংশ সদস্যই পূর্বে মুসলিম লীগে ছিলেন। রাজনৈতিক সঙ্কটকালে তাঁহাদের অনেককেই এখনও চটপট দল পরিবর্তন করিতে দেখা যায়। তাহার ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতিতে প্রায়ই জটিল অবস্থার সৃষ্টি হয়। ইহা গেল আইন সভার রাজনীতি। আইন সভার বাহিরে সক্রিয় দলগুলির মধ্যে আছে জাতীয় আওয়ামী পার্টি। এই দলে আছেন খান আবদুল গফ্‌ফার খান, শ্রী জি. এম. সৈয়দ, বেলুচিস্তানের গান্ধী আবদুস সামাদ খান প্রমুখ শক্তিশালী জননায়ক। ইঁহারা পাকিস্তানে প্রকৃত গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাকামী। ইঁহাদের মূল দাবীগুলি নিম্নোক্তরূপ (১) পাকিস্তানের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি (২) যথাসম্ভব দ্রুত গণতান্ত্রিক সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান এবং (৩) পশ্চিম পাকিস্তানের এক ইউনিট ভাঙিয়া দিয়া পুনরায় পূর্বেকার অনুরূপ প্রদেশ বিভাগ। বলা বাহুল্য এই সকল দাবী পাকিস্তানের শাসকদের মনোভাবের অনুকূল নহে। পাকিস্তানে বর্তমানে শাসন পরিচালনা করিতেছে কার্যতঃ পাঞ্জাবীরা। তাহারা এক ইউনিটের সমর্থক। অপরপক্ষে সিন্ধু, বেলুচিস্তান, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ প্রভৃতি ভূতপূর্ব ক্ষুদ্র প্রদেশের জনমত এক ইউনিট বিরোধী। পাকিস্তানে যদি শেষ পর্যন্ত সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাহা হইলে সে নির্বাচনে এই এক ইউনিটের প্রশ্নটি বড় করিয়া দেখা দিবে বলিয়া মনে হয়। আর পূর্ব পাকিস্তানে অনুরূপ সাধারণ নির্বাচনে বড় হইয়া উঠিবে আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসনের দাবী।

আলোচ্য বৎসরের গোড়ার দিকে পশ্চিম পাকিস্তানে গভর্ণরের শাসন চলিতেছিল। রিপাব্লিকান দলে ভাঙন ধরাতেই গভর্ণরের শাসন প্রবর্তিত হইয়াছিল। ডাঃ খান সাহেব তখন ছিলেন পশ্চিম পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী। ১৯৫৭ সালের জুলাই মাসের প্রথম দিকে পুনরায় পশ্চিম পাকিস্তানে রিপাব্লিকান মন্ত্রিসভা গঠন সম্বন্ধে ডাঃ খান সাহেব, প্রেসিডেন্ট মীর্জা ও পশ্চিম পাকিস্তানের

গভর্ণর শ্রী এম. এ. গুরমানির মধ্যে আলোচনা হয় এবং ৮ই জুলাই ডাঃ খান সাহেব পশ্চিম পাকিস্তান আইন সভায় রিপাব্লিকান দলের নেতৃত্ব ত্যাগ করেন। তাঁহার স্থলবর্তী হইয়া আইন সভায় রিপাব্লিকান দলের নেতা নির্বাচিত হন উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী সর্দার আব্দুর রসিদ। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পশ্চিম পাকিস্তানে পুনরায় পার্লামেণ্টারী শাসন প্রবর্তনের পক্ষপাতী হইলেও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রী সুরাবর্দী ছিলেন ইহার বিরুদ্ধে। যাহাহোক ১৬ই জুলাই সর্দার আব্দুর রসিদের মুখ্যমন্ত্রিত্বে নূতন রিপাব্লিকান মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। ইহার পরেই পশ্চিম পাকিস্তানের উল্লেখযোগ্য ঘটনা হইল গভর্ণর গুরমানির পদত্যাগ। রিপাব্লিকানদল অভিযোগ করে যে, গভর্ণর পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ করিতেছেন; ফলে রিপাব্লিকান মন্ত্রিসভা ঠিক ভাবে কাজ করিতে পারিতেছে না। এই অভিযোগের উত্তর দানের জন্য প্রেসিডেন্ট মীর্জা তাঁহাকে ১৯৫৭ সালের আগষ্ট মাসের শেষে করাচীতে ডাকিয়া পাঠান। ২৮শে আগষ্ট তারিখে সরকারীভাবে ঘোষণা করা হয় যে পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্ণর শ্রী এম. এ. গুরমানি পদত্যাগ করিয়াছেন।

পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতিতে পুনরায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয় আলোচ্য বাংলা বৎসরের শেষ দিকে। শ্রী সুরাবর্দীর প্রধান মন্ত্রিত্বের সময় পশ্চিম পাকিস্তান আইন সভায় জাতীয় আওয়ামী পার্টি তথা রিপাব্লিকান দলের উদ্যোগে এক ইউনিট ভাঙিয়া দিবার যে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছিল তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। কেন্দ্রে রিপাব্লিকান দলের শ্রীনুনের গভর্ণমেণ্ট গঠিত হইবার পর এ বিষয়ে রিপাব্লিকান দলকে কোন উচ্চবাচ্য করিতে শুনা যায় নাই। ইহা লইয়া জাতীয় আওয়ামী পার্টির সঙ্গে বিরোধ দানা বাঁধিয়া উঠে ১৯৫৮ সালের মার্চ মাসের মধ্যভাগে। রিপাব্লিকান দলকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তান আইন সভায় জাতীয় আওয়ামী পার্টি মুসলিম লীগ দলের সঙ্গে চুক্তি করে এবং বেশ কয়েকজন রিপাব্লিকান সদস্য রাতারাতি দল ত্যাগ করিয়া মুসলিম লীগে যোগদান করেন। অনুরূপ কারণে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা হইতেও রিপাব্লিকান সদস্য মীর গোলাম আলি তালপুর পদত্যাগ করেন। এই দল ভাঙাভাঙির অবস্থায় সর্দার আব্দুর রসিদ পশ্চিম পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করেন। ১৮ই মার্চ তারিখে কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী নবাব মুজাফর আলি কিজিলবাসকে পশ্চিম পাকিস্তানের রিপাব্লিকান দলের নূতন নেতারূপে গ্রহণ করিয়া নূতন রিপাব্লিকান মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। ইহার দুই দিন পরে পশ্চিম পাকিস্তান আইন সভায় জাতীয় আওয়ামী পার্টি এবং মুসলিম লীগের যুক্ত প্রচেষ্টায় রিপাব্লিকান মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে যে অনাস্থা প্রস্তাব আনীত হয়। তাহা ১৬৫-১৩৭

ভোটে পরাজিত হয়। নবাব কিজিলবাসের মুখ্যমন্ত্রিত্বে গঠিত রিপাব্লিকান মন্ত্রিসভা এখনও পশ্চিম পাকিস্তানে ক্ষমতার আসনে অধিষ্ঠিত।

পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতিঃ মৌলানা ভাসানী কর্তৃক পাকিস্তানে জাতীয় আওয়ামী পার্টি গঠনের ফলে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের শক্তি বহুলাংশে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে শ্রী সুরাবর্দী ও মৌলানা ভাসানীর মধ্যে বিরোধ সম্পর্কে পূর্বেই বর্ণনা করা হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের

পূর্ব পাকিস্তান আইন সভায় আওয়ামী লীগ একক দল হিসাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ হইলেও অন্যদল নিরপেক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা তাহার নাই। তাই ছোটখাটো অন্য কয়েকটি দলের সাহায্যে আওয়ামী লীগকে কোয়ালিশন সরকার গঠন করিতে হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তান আইন সভায় কমপক্ষে ৯টি ছোট-বড় রাজনৈতিক দল আছে। মৌলানা ভাসানী কর্তৃক পাকিস্তান জাতীয় আওয়ামী পার্টি গঠনের পর আইন সভায় আওয়ামী লীগ হইতে অন্ততঃ ত্রিশজন সদস্য নূতন দলে যোগ দেন। প্রধানমন্ত্রীর পদ ত্যাগ করিবার পূর্বে আওয়ামী লীগ নেতা শ্রীসুরাবর্দী ১৯৫৭ সালের আগস্ট এবং সেপ্টেম্বর এই দুই মাস কাল নানাভাবে পূর্ব পাকিস্তানের অন্যতম প্রধান বিরোধী দল কৃষক শ্রমিক পার্টির সঙ্গে একটা বোঝাপড়ার চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার পক্ষে তখন কৃষক শ্রমিক পার্টির সমর্থন পাওয়া সম্ভব হইলে হয়তো তাঁহাকে এভাবে বিদায় গ্রহণ করিতে হইত না। কৃষক শ্রমিক পার্টি আওয়ামী লীগের সহিত কোয়ালিশন সরকার গঠন করিতে আপত্তি জানায় নাই—তবে তাঁহারা পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী আতাউর রহমান খানকে সরাইয়া নিজেদের দলের মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচনের অধিকার দাবী করিয়াছিলেন। শ্রী সুরাবর্দীর পক্ষে এ দাবী মানিয়া লওয়া সম্ভব হয় নাই বলিয়াই শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগ ও কৃষক শ্রমিক দলের মিত্রতা সম্ভব হয় নাই; ইহার পর হইতে কৃষক শ্রমিকদলের লক্ষ্য হইয়া দাঁড়াইযাছিল শাসনের গদী হইতে আওয়ামী লীগকে টানিয়া নামাইয়া সে গদী দখল করা। আওয়ামী লীগের আভ্যন্তরীণ গলদও কম ছিল না। তাহার মধ্যে প্রধান হইল পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী শেখ মজিবুর রহমানের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খানের বিরোধ। গভর্ণমেণ্টের উপর পার্টির নিয়ন্ত্রণ কতখানি থাকিবে তাহাই ছিল এ বিরোধের মূল কারণ। এই বিরোধকে কেন্দ্র করিয়া শেখ মজিবুর রহমান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক পদে ইস্তফা পর্যন্ত দিয়াছিলেন। শেষ পর্যন্ত অবশ্য শ্রী সুরাবর্দীর প্রচেষ্টায় তিনি পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করিয়া লইয়াছিলেন। সে যাহা হউক, আওয়ামী লীগ যে বেশ দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল

তাহার প্রথম প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৫৮ সালের মার্চ মাসে। এই সময় পূর্ব পাকিস্তান আইন সভার বাজেট অধিবেশন চলিতেছিল। সেই সময় অকস্মাৎ আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন দলের রসরাজ মণ্ডলের গোষ্ঠী ও উত্তরবঙ্গ গোষ্ঠীর প্রায় ২২ জন সদস্য দলত্যাগ করেন। ২২শে মার্চ তারিখে ব্যয় বরাদ্দের দাবীতে যে ভোট গৃহীত হয়, তাহাতে সরকার পক্ষ ১৩৬টি এবং বিরোধী পক্ষ ১০৬টি ভোট পান। ভোট দানে বিরত ছিলেন ৩০ জন সদস্য—জাতীয় আওয়ামী পার্টির ২৬ জন, ৩ জন বামপন্থী স্বতন্ত্র সদস্য ও একজন তপশীলী সদস্য। এই ভোটের ফলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে আইনসভায় আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন দল সংখ্যালঘু না হইলেও অন্যদল নিরপেক্ষ সংখ্যাগরিষ্ঠতা তাহার নাই। এই ভোটের ফলাফলের পরে বিরোধী দলের নেতা মিঃ আবু হোসেন সরকার আতাউর রহমান মন্ত্রি-সভার পদত্যাগ দাবী করিতে থাকেন।

মুখ্যমন্ত্রী এই অবস্থায় প্রাদেশিক গভর্ণর জনাব ফজলুল হককে আইনসভার অধিবেশন বন্ধ করিয়া দিবার অনুরোধ জানান। কিন্তু গভর্ণর তাহা না করিয়া আতাউর রহমান খানের মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগের নির্দেশ দেন। মুখ্যমন্ত্রী এই নির্দেশ মানিতে অসম্মত হওয়ায় ৩১শে মার্চ তারিখে গভর্ণর আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভাকে বাতিল করিয়া দেন এবং নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য বিরোধী কৃষক শ্রমিক দলের নেতা শ্রীআবু হোসেন সরকারকে মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচন করেন। এই ঘটনার মাত্র ১২ ঘণ্টার মধ্যে পাকিস্তানের প্রেসিডেণ্ট জেনারেল মীর্জার নির্দেশে শ্রীফজলুল হককে পদচ্যুত করা হয় এবং পূর্ব পাকিস্তানের চীফ সেক্রেটারী শ্রীহামিদ আলিকে অস্থায়ী গভর্ণর নিযুক্ত করা হয়। শ্রীহামিদ আলি গভর্ণর নিযুক্ত হইয়াই শ্রীআতাউর রহমান খানের আওয়ামী লীগ মন্ত্রি-সভাকে পুনরায় ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করেন। এই অস্বাভাবিক নাটকীয় ঘটনার পশ্চাতে অনেক ঘুঁটি চালাচালি ছিল। গভর্ণর ফজলুল হক পাকিস্তানের প্রেসি-ডেণ্টের মতামত গ্রহণ না করিয়া কিছু করেন নাই—ইহা নিশ্চিত। প্রেসিডেণ্ট মীর্জার সঙ্গে আওয়ামী লীগের দলপতি শ্রীসুরবর্দীর সদ্ভাব নাই। রিপাব্লিকান প্রধানমন্ত্রী শ্রীনুনের প্রতিও প্রেসিডেণ্ট খুব খুসী নহেন। তাই পূর্ব পাকিস্তানের কৃষকশ্রমিক দলের সঙ্গে মীর্জার আঁতাত সৃষ্টির অভিপ্রায় আদৌ অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু কেন্দ্রে নুন মন্ত্রিসভার বড় সমর্থক আবার আওয়ামী লীগ। তাই পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার গদীচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠক বসে এবং মন্ত্রিসভা অবিলম্বে শ্রীফজলুল হককে গদীচ্যুত করার জন্য প্রেসিডেণ্টের উপর চাপ দেন। এই চাপের ফলে প্রেসিডেণ্ট পূর্বের মত পাল্‌টাইয়া শ্রীহককে গদীচ্যুত করিতে বাধ্য হন। যাহা হোক আতাউর রহমান খানের মন্ত্রিসভা পুনঃ

প্রতিষ্ঠিত হইলেও বেশীদিন উহা ক্ষমতাসীন থাকিতে সক্ষম হয় নাই। আড়াই মাস যাইতে না যাইতেই ১৮ই জুন, ১৯৫৮, পূর্ব পাকিস্তান আইন সভায় আতাউর রহমান খানের মন্ত্রিসভা ১৩৮-১২৬ ভোটে বিরোধীপক্ষের কাছে পরাজিত হইয়া পদত্যাগ করেন। মূলতঃ ভাসানী পরিচালিত জাতীয় আওয়ামী পার্টির সঙ্গে কোন বুঝাপড়া না করিতে পারার ফলেই আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভাকে এই দুর্ভোগের সম্মুখীন হইতে হয়। ২০শে জুন, ১৯৫৮, কৃষক শ্রমিকনেতা শ্রীআবুহোসেন সরকার মন্ত্রিসভা গঠন করেন। কিন্তু মাত্র তিন দিনেই উহার আয়ু শেষ হয়।

পূর্ব পাকিস্তান আইন সভায় বড় দুইটি দল আওয়ামী লীগ ও কৃষক শ্রমিকদলের সমর্থক সংখ্যা বর্তমানে প্রায় সমান সমান। এই দুইটি পরস্পর বিরোধী শক্তির মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখিয়া চলিয়াছে ২৮ জন সদস্যসমন্বিত পাকিস্তান জাতীয় আওয়ামী পার্টি। এই দল শেষ পর্যন্ত পাঁচদফা চুক্তির ভিত্তিতে আওয়ামী লীগকে সমর্থন করার নীতি গ্রহণ করে। তাহার ফলে ২৩শে জুন আবুহোসেন সরকারের মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাবে আওয়ামী লীগ ১৫৬-১৪৪ ভোটে জয়লাভ করে। এই অবস্থায় কৃষক শ্রমিকদলের মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করিতে হইয়াছে। প্রেসিডেণ্টের নির্দেশানুসারে গভর্ণর পূর্ব পাকিস্তান আইন সভার অধিবেশন স্থগিত রাখিয়াছেন এবং দুই মাসের জন্য গভর্ণরের শাসন প্রবর্তন করিয়াছেন।

ব্যক্তি-পরিচয়

বিশিষ্ট বাঙ্গালী

শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ঃ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্পলেখক ও ঔপন্যাসিক। আদি নিবাস নোয়াখালী; জন্ম—২রা আশ্বিন, ১৩১১ (১৯০৪) সাল; শৈশব ও কৈশোরে নোয়াখালীতে শিক্ষালাভ এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এ ও বি-এল্ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ; মুন্সেফরূপে কর্মজীবন আরম্ভ; ক্রমশঃ জেলা জজের পদে উন্নীত। 'প্রবাসী'তে নীহারিকা দেবী ছদ্ম নামে প্রথম কবিতা প্রকাশ (আশ্বিন, ১৩২৮); এই কবিতাটি প্রথমে স্বনামে প্রেরিত হইয়া ছাপা হয় নাই। প্রধানতঃ গল্প-উপন্যাসই লেখেন, তবে কাব্য রচনায়ও সিদ্ধহস্ত; প্রসিদ্ধ গ্রন্থ—'অমাবস্যা', 'প্রিয়া ও পৃথিবী', 'যতন বিবি', 'ডবল ডেকার', 'ইন্দ্রানী', 'উর্ণনাভ', 'কাকজ্যোৎস্না' ও 'আসমুদ্র' ইত্যাদি। তাঁহার রচিত 'পরম পুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ' অসামান্য জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে।

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত ঃ কলিকাতা হাইকোর্টের প্রখ্যাত এ্যাড্‌ভোকেট। সাহিত্য সমালোচক; 'সবুজ পত্রে'র নিয়মিত লেখক ছিলেন। জন্ম—১৮৮৫ সালে। সংস্কৃত, অলংকার শাস্ত্র এবং বাংলা ও ইয়োরোপীয় সাহিত্যে গভীর পাণ্ডিত্য। তাঁহার 'কাব্য-জিজ্ঞাসা' বাংলা সমালোচনা সাহিত্যে একখানি অমূল্য গ্রন্থ। অপর আর একখানি বই 'নদীপথে'। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত (১৯৪৭)।

শ্রীঅতুল্য ঘোষ ঃ পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের বর্তমান সভাপতি; ১৯৫০ সাল হইতে উক্ত পদে অধিষ্ঠিত আছেন। জন্ম ১৯০৪ সালের ২৭শে আগষ্ট, হুগলী জেলায়। বাল্যকাল হইতেই কংগ্রেসের কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। হুগলী জেলা কংগ্রেস কমিটির সহ-সম্পাদক (১৯২৪-৩৫) ও সম্পাদক (১৯৩৬-৫০)। পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক (১৯৪৮); নিখিল ভারত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য (১৯৫০-৫১), ১৯৩৪ ও ১৯৪২ সালে কারাবরণ করেন। 'স্বাধীনতার স্বরূপ', 'নোয়াখালীতে গান্ধীজী', 'পাকিস্তান ও সাম্প্রদায়িক সমস্যা', 'অহিংসা ও গান্ধী' প্রভৃতি পুস্তকের রচয়িতা; 'দৈনিক জনসেবকের' বর্তমান সম্পাদক। লোকসভার সদস্য।

শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়ঃ প্রখ্যাত সাহিত্যিক। জন্ম—১৫ই মার্চ, ১৯০৪, উড়িষ্যার ঢেন্‌কানল রাজ্যে। শিক্ষালাভ—ঢেন্‌কানল, কটক ও পাটনা; ১৯২৫ সালে পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ পরীক্ষায় ইংরাজীতে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার; এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত আই-সি-এস্ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার, ১৯২৭; লণ্ডনের বিভিন্ন কলেজে শিক্ষালাভ ১৯২৭-২৯। জিলা ম্যাজিস্ট্রেট, ১৯৩৬; জিলা জজ, ১৯৪০; বিচার বিভাগের (পশ্চিমবঙ্গ) সেক্রেটারী, ১৯৫০। প্রথম প্রকাশিত সাহিত্য রচনা টলষ্টয়ের গল্পের অনুবাদ 'প্রবাসী'তে; ইঁহার রচিত 'পথেপ্রবাসে', 'সত্যাসত্য', 'তারুণ্য', 'বিনুর বই', 'ইসারা', প্রভৃতি পাঠক মহলে যথেষ্ট সমাদর লাভ করিয়াছে। সাহিত্য সেবার অভিলাষে ১৯৫১ সালে চাকুরি হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া স্থায়ীভাবে শান্তিনিকেতনে বাস করিতেছেন।

ডঃ অমিয় চক্রবর্তীঃ কবি ও শিক্ষাব্রতী; লণ্ডনের ডক্টরেট্। দীর্ঘকাল রবীন্দ্রনাথের একান্ত সচিব ছিলেন। ইংরাজি সাহিত্যের ভূতপূর্ব অধ্যাপক—পাঞ্জাব ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। বর্তমানে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রাম্যমাণ অধ্যাপক। কাব্যগ্রন্থঃ 'খসড়া', 'একমুঠো', 'মাটির দেয়াল', 'অভিজ্ঞান বসন্ত', 'পারাপার', 'পালাবদল' ইত্যাদি।

লর্ড অরুণকুমার সিংহঃ রায়পুরের দ্বিতীয় ব্যারণ। লর্ড সত্যেন্দ্রপ্রসন্ন সিংহের প্রথম পুত্র। বার-এ্যাট-ল। জন্ম—২২শে আগস্ট, ১৮৮৭; লণ্ডনে শিক্ষালাভ। পিতার মৃত্যুর পর ১৯২৮ সালে লর্ড উপাধি লাভ। বৃটিশ পার্লামেন্টের লর্ড সভায় স্থানলাভের বিষয় লইয়া প্রবল বাধার সম্মুখীন হন এবং দীর্ঘ সংগ্রামের পর তাহা অতিক্রম করিতে সমর্থ হন।

শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহঃ কেন্দ্রীয় সরকারের ভূতপূর্ব উপমন্ত্রী (১৯৫২-৫৫); অতঃপর প্রতিমন্ত্রী (১৯৫৫-৫৭)। জন্ম—১৮৯২ সালে, বরিশালে। ব্রজমোহন কলেজ হইতে ১৯১৫ সালে বি-এ পাস করেন। ১৯১৮ সালে ৩ আইনের বন্দীরূপে গ্রেপ্তার ও হাজারিবাগ জেলে অনশন। ১৯২০ সালে মুক্তিলাভ ও কংগ্রেসের কার্যে যোগদান। পুনরায় গ্রেপ্তার (১৯৩০); রাজবন্দীরূপে আটক (১৯৪১)। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সম্পাদক (১৯৪০); ভারতীয় গণপরিষদের সদস্য (১৯৪৬)। 'মন্দিরা' নামক মাসিকপত্রের প্রতিষ্ঠাতা ও ভূতপূর্ব সম্পাদক; কতিপয় গ্রন্থের রচয়িতা। লোকসভার বর্তমান সদস্য।

শ্রীঅনিলকুমার চন্দঃ কেন্দ্রীয় সরকারের বৈদেশিক দপ্তরের উপমন্ত্রী; জন্ম—শিলচর (আসাম), ১৯০৬ সালের মে মাসে। শিক্ষা—শান্তিনিকেতন,

ঢাকা, কলিকাতা ও লণ্ডনে। লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স-এর বি-এস-সি, বিশ্বভারতীতে অধ্যাপনা। রবীন্দ্রনাথের একান্ত সচিব (১৯৩৩-৪১); পশ্চিমবঙ্গ বোর্ড অব সেকেণ্ডারী এডুকেশনের ভূতপূর্ব সভ্য।

শ্রীঅশোককুমার চন্দঃ ভারতের বর্তমান অডিটার জেনারেল; ভারতীয় রেলওয়েসমূহের ভূতপূর্ব ফিনান্সিয়াল কমিশনার। জন্ম—২৫শে অক্টোবর, ১৯০২। শিক্ষালাভ—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স—বি-এস্-সি (লণ্ডন); ও. বি. ই. (১৯৪৫); ভারতীয় অডিট্ সার্ভিসে যোগদান, ১৯২৬; মাদ্রাজ গভর্ণমেণ্টের অধীনে চাকুরি, ১৯৩৭-৩৯; অস্ত্রনির্মাণ দপ্তরের ডেপুটি অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, ১৯৪১; ভারত গভর্ণমেণ্টের জয়েণ্ট সেক্রটারী, ১৯৪৫।

শ্রীঅশোককুমার সেনঃ কেন্দ্রীয় আইন সচিব। জন্ম—আক্টোবর, ১৯১৩ শিক্ষা—কলিকাতা ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে। 'গ্রেজ ইন' হইতে ব্যারিস্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৯৪১ সনে কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান। ১৯৪১-৪৩ সনে সিটি কলেজে আইন ও অর্থনীতি শাস্ত্রের অধ্যাপনা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জুনিয়ার স্ট্যাণ্ডিং কাউন্সেল (১৯৫০)। ১৯৫৫ সনে জাতিসঙ্ঘের ১০ম অধিবেশনে ভারতীয় প্রতিনিধি হিসাবে যোগদান। উত্তর-পূর্ব কলিকাতা কেন্দ্র হইতে বাম পন্থী নেতা শ্রীমোহিতকুমার মৈত্রকে পরাজিত করিয়া লোকসভার সদস্য নির্বাচিত (১৯৫৭)। ভারত সরকারের আইন দপ্তরের রাষ্ট্র-মন্ত্রী রূপে কেন্দ্রীয় সরকারে যোগদান (১৯৫৭) ও মার্চ ১৯৫৮ হইতে পূর্ণ-মন্ত্রীর পদে উন্নীত।

শ্রীঅসিতকুমার হালদারঃ বিখ্যাত চিত্রশিল্পী; লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটি অব আর্টস্-এর ফেলো। ১৮৯০ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর কলিকাতায় জন্ম। শান্তিনিকেতন কলাভবনের অধ্যক্ষ (১৯১৯-২২)। জয়পুর রাজ্যে মহারাজা শিল্পবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ (১৯২৪)। লক্ষ্ণৌয়ের সরকারী শিল্প-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধর মুখার্জি লেকচারার। শিশুদের জন্য নাটক ও ছড়া ইত্যাদি রচনায়ও ইনি সিদ্ধহস্ত।

শ্রীমতী আশাপূর্ণা দেবীঃ বাংলা সাহিত্যের সুপরিচিতা লেখিকা। জন্ম—কলিকাতায়, ১৩১৫ সালের ২৩শে পৌষ। পৈতৃক নিবাস হুগলী জেলার বেগমপুর গ্রামে। বাংলা সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৪ সালে "লীলা পুরস্কার" দ্বারা ইঁহাকে সম্মানিত করেন। 'বলয়গ্রাস', 'অগ্নি পরীক্ষা', 'মিত্তির বাড়ী', যোগবিয়োগ', 'নির্জন পৃথিবী' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। শিশুসাহিত্য রচনায়ও সিদ্ধহস্ত।

শ্রীইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী ঃ বাংলার সাহিত্য ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে স্বনামধন্যা মহিলা। সর্বপ্রথম ভারতীয় সিবিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কন্যা ও রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী। জন্ম—দক্ষিণ ভারতের বিজাপুরে, ১৮৭৩ সালের ২৯শে ডিসেম্বর। ১৮৮৭ সালে সিমলা লরেটো হাউস হইতে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। অতঃপর বাড়ীতে অধ্যয়ন করিয়া এফ-এ ও বি-এ পাস করেন। বি-এ পরীক্ষায় ইংরাজীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৮৯৯ সালে প্রখ্যাত সাহিত্যিক প্রমথনাথ চৌধুরীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। মার্গ সঙ্গীত ও রবীন্দ্র সঙ্গীতে বিশেষ পারদর্শিনী। অল ইণ্ডিয়া উইমেন্স কনফারেন্স ও বেঙ্গল উইমেন্স এডুকেশন লীগ-এর ভূতপূর্ব সভানেত্রী। বহু সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত। ১৯৫৬ সালে স্বল্পকালের জন্য বিশ্বভারতীর অস্থায়ী উপাচার্য।

শ্রীউদয়শঙ্কর ঃ বিশ্ববিখ্যাত ভারতীয় নৃত্যশিল্পী ; ১৯০০ সালে উদয়পুরে জন্ম। আদি পৈতৃক নিবাস যশোহর জেলায়। বেনারস, বোম্বাই আর্টস কলেজ ও লণ্ডন আর্টস কলেজে শিক্ষালাভ। ইউরোপ, আমেরিকা ও এশিয়ার বহুস্থানে নৃত্যপ্রদর্শন করিয়া ভারতীয় নৃত্যকলাকে বিশ্বের দরবারে একটি বিশেষ সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ১৯৪২ সালে বিশিষ্ট নৃত্য পটিয়সী শ্রীমতী অমলা নন্দীর পাণিগ্রহণ করেন। ১৯৫৫ সালে পশ্চিমবঙ্গে 'সঙ্গীত-নাটক-নৃত্য-সংসদ' প্রতিষ্ঠিত হইলে ইনি উহার নৃত্য বিভাগের প্রধান আচার্য পদে নিযুক্ত হন।

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ঃ বাংলা সাহিত্যের অন্যতম বিশিষ্ট ও প্রবীণ কথাশিল্পী। অপরাজেয় কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের মাতুল। জন্ম—ভাগলপুরে, ১২ই অক্টোবর, ১৮৮১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ, বি-এল ; ভাগলপুরে ওকালতি, ১৯১৩-২৫ ; কলিকাতায় 'বিচিত্রা' নামক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক, ১৯২৫-৩৭ ; ১২ বৎসর বয়সে রচিত 'সন্ধ্যা' নামক কবিতা প্রথম প্রকাশিত রচনা। 'শশিনাথ', 'রাজপথ', 'অমূল তরু', অভিজ্ঞান', 'আশাবরী', 'বিদুষীভার্যা'. 'অন্তরাগ', 'ছদ্মবেশী', 'দিকশূল', 'যৌতুক', প্রভৃতি বহু উপন্যাসের রচয়িতা। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'জগত্তারিণী' পুরস্কার লাভ (১৯৫৫)। নিখিল-ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সাহিত্যশাখার সভাপতি (১৯৫৫-৫৬)।

ডঃ কালিদাস নাগ ঃ খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ্ এম-এ, ডি-লিট। ১৮৯২ সালে জন্ম। ১৯১৫-১৯১৯ সাল পর্যন্ত স্কটিশ চার্চ কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক। ১৯১৯-২০ সালে সিংহলে গালে মহীন্দ্র কলেজের অধ্যক্ষ। ১৯২১

সালে জেনেভায় ৩য় আন্তর্জাতিক শিক্ষা সম্মেলনে ভারতের প্রতিনিধি। ১৯২৩ হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পোষ্ট গ্রাজুয়েট ক্লাসে অধ্যাপনা। ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা করিয়াছেন। বঙ্গীয় রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির ভূতপূর্ব সাধারণ সম্পাদক; 'ইণ্ডিয়া এণ্ড দি মিডল ইষ্ট', 'নিউ এশিয়া', 'এ ষ্টাডি অব ইণ্ডিয়ান ইণ্টারন্যাশনালিজম', 'ইণ্ডিয়া এণ্ড পাসিফিক ওয়ার্লড' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। ভারতীয় রাজ্যসভার ভূতপূর্ব মনোনীত সভ্য।

শ্রীকালিদাস রায়ঃ প্রবীণ সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ্। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম প্রখ্যাত কবি ও সমালোচক। রাঢ়ীয় বৈদ্যকবি লোচনদাস ঠাকুরের বংশে ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার কড়ুই গ্রামে জন্ম। কৃষ্ণনাথ কলেজ হইতে বি-এ পাস করার পর হইতে দীর্ঘকাল শিক্ষকতা করিয়া অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ইঁহার কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে 'পর্ণপুট', 'ব্রজবেণু', 'বৈকালী', 'হৈমন্তী', 'ঋতু-মঙ্গল' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বহু পাঠ্যপুস্তকও রচনা করিয়াছেন; রংপুর সাহিত্য-পরিষদ্ কর্তৃক 'কবিশেখর' উপাধিতে ভূষিত।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিকঃ রবীন্দ্রোত্তর বাঙালী কবিদের মধ্যে প্রভূত খ্যাতিমান। ইঁহার কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য 'শতদল', 'অজয়', 'উজানী', 'একতারা', 'নূপুর', 'বনমল্লিকা', 'বনতুলসী', 'রজনীগন্ধা'। জন্ম—১৮৮২ খৃষ্টাব্দে বর্ধমান জেলার নূতন-হাট পোষ্ট অফিসের অন্তর্গত উজানী গ্রামে। বি-এ পাস করার পরে বর্ধমানের 'মাথরুণ' উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের শিক্ষক নিযুক্ত হন। ব্যক্তিগত জীবনে ইনি নিরহঙ্কার ও বৈষ্ণবভাবাপন্ন; দীর্ঘকাল শিক্ষকতার পর স্বগ্রামে অবসর-জীবন যাপন করিতেছেন।

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রীঃ ১৮৮০ সালে জন্ম। কাশীর টোল ও কুইন্স কলেজে শিক্ষা; সংস্কৃত, বাংলা, হিন্দী প্রভৃতি বহু ভারতীয় ভাষায় সুপণ্ডিত। রবীন্দ্র-সাহিত্য ও সংস্কৃতির বিশেষ অনুরাগী। ১৯০৮ সালে শান্তিনিকেতনে যোগদান করেন এবং সেই সময় হইতেই ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া শান্তিনিকেতনের বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ হন। 'কবীর' (চারি খণ্ড), 'ভারতীয় সাধনার ধারা', 'হিন্দুসংস্কৃতিব স্বরূপ', 'হিন্দু-মুসলমানেব যুক্ত সাধনা', 'বলাকা কাব্য পরিচয়' প্রভৃতি কয়েকখানি মূল্যবান গ্রন্থের রচয়িতা। অহিন্দী-ভাষিগণকে হিন্দী চর্চায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য ভারত সরকার প্রবর্তিত 'তাম্রপট্ট' পুরস্কার ইনিই প্রথম লাভ করেন (১৯৫০)। চীন, জাপান প্রভৃতি প্রাচ্য দেশগুলিতে ভ্রমণ করিয়াছেন।

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র নিয়োগী ঃ আইনসভা ও শাসনতন্ত্র-বিশেষজ্ঞ। ১৮৮৮ সালে জন্ম হয়। এম-এ, বি-এল। ১৯২১-২৪ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কোর্টের সভ্য। ১৯২১-৩৪ এবং ১৯৪২-৪৫ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য। ১৯৩০-৩২ সালে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকত্রয়ে ভারতীয় রাজন্যপ্রতিনিধি দলের পরামর্শদাতা। ১৯৩৪-৪৪ সাল পর্যন্ত ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের দেওয়ান এবং ১৯৪০ সালে রাজন্য-পরিষদের সহিত সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের স্ট্যাণ্ডিং কমিটির সদস্য। পূর্ব-ভারতীয় দেশীয় রাজ্য মন্ত্রী কমিটির প্রাক্তন সভাপতি। ১৯৪৭ সালে ভারতের পুনর্বসতি-মন্ত্রী এবং তৎপর বাণিজ্য-মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৫০ সালে মন্ত্রিসভা হইতে পদত্যাগ করেন। 'ফিন্যান্স কমিশনে'র সভাপতি (১৯৫১)। বর্তমানে পরিকল্পনা কমিশনের অন্যতম সদস্য।

শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য ঃ 'আনন্দবাজার' পত্রিকার সম্পাদক। ১৯০১ সালে জন্ম। পৈতৃক নিবাস কোটালীপাড়া (ফরিদপুর); কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষালাভ, এম-এ, বি-এল। ১৯২০ সালে কংগ্রেসে যোগদান। ১৯৩৩-৩৯ সাল পর্যন্ত কংগ্রেস জাতীয় দলের সম্পাদক। সংস্কৃত-সাহিত্য-পরিষদের ভূতপূর্ব সম্পাদক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাংবাদিক শিক্ষণ সংস্থার সম্পাদক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সিণ্ডিকেটের সভ্য (১৯৫৫-৫৬)। ভারতীয় সাংবাদিক দলের সহিত ইউরোপ ও আমেরিকা পরিভ্রমণ করেন (১৯৫৫)। 'এ কেস্ ফর্ রিকন্সিডারেশন্,' 'কংগ্রেস সংগঠনে বাংলা' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। বর্তমানে লোকসভার সদস্য।

শ্রীচারুচন্দ্র বিশ্বাস ঃ ভারতের ভূতপূর্ব আইনমন্ত্রী। জন্ম—১৮৮৮ সালে; এম-এ, বি-এল; সি-আই-ই। ১৯১০ সালে কলিকাতা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় আরম্ভ; পরে কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ। কলিকাতা করপোরেশনের ভূতপূর্ব মনোনীত কাউন্সিলার। ১৯৩০ সালে জেনেভায় জাতিসঙ্ঘের ভারতীয় সদস্য। বঙ্গ ·বিভাগকল্পে গঠিত 'র‍্যাডক্লিফ কমিশনে'র অন্যতম সদস্য ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্ চ্যান্সেলার (১৯৪৯-৫০)।

স্যার জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ঃ খ্যাতনামা বিজ্ঞানী। বর্তমানে ভারতের 'পরিকল্পনা কমিশনে'র অন্যতম সদস্য। জন্ম—১৮৯৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। শিক্ষালাভ—গিরিডি হাই স্কুল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়—ডি-এস্-সি। অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৫৫; অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯২১-৩৯; ভারতীয় রাসায়নিক সমিতির সভাপতি

১৯৩৭; ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি ১৯৩৯; বাঙ্গালোর ইণ্ডিয়ান ইন্‌স্টিটিউটের ডিরেক্টর ১৯৩৯; ভারতীয় কৃষি গবেষণা সংসদ, বৈজ্ঞানিক ও শিল্প সম্বন্ধীয় গবেষণা বোর্ড, নিখিল ভারত কারিগরি শিক্ষা সংসদ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তন সদস্য, ভারতসরকারের শিল্প ও সরবরাহ বিভাগের প্রাক্তন ডিরেক্টর জেনারেল। ১৯৪৩ সালে 'নাইট' উপাধিতে ভূষিত। খড়্গপুর কারিগরি শিক্ষাকেন্দ্রের প্রাক্তন সঞ্চালক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, ১৯৫৩। ভারতসরকার কর্তৃক 'পদ্মবিভূষণ—২য় শ্রেণী' উপাধি অর্পণ (১৯৫৪)।

জেনারেল জয়ন্তনাথ চৌধুরীঃ ভারতের বিশিষ্ট সেনানায়ক। জন্ম—কলিকাতা, ১৯০৮ সাল। শিক্ষা—সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ ও বিলাতে স্যাণ্ডহার্স্ট সামরিক বিদ্যালয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বিভিন্ন রণাঙ্গনে অংশ গ্রহণ। 'চীপ অব জেনারেল স্টাফ্' পদে উন্নীত। ১৯৪৯ সালে হায়দরাবাদ অভিযানে অংশ গ্রহণ করেন এবং হায়দরাবাদ অধিকার করার পর উক্ত রাজ্যের সামরিক শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

শ্রীজ্যোতি বসুঃ কম্যুনিস্ট পার্টির বিশিষ্ট নেতা। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বিরোধীদলের নেতা; জন্ম—১৯১৪, ৮ই জুলাই; কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিস্টার; পলিট ব্যুরোর সদস্য; নিবাবক নিরোধ আইনে বহুবার আটক।

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী। জন্ম—বীরভূমের লাভপুরে, ১৮৯৮ সালের ২৩শে জুলাই; শিক্ষালাভ—লাভপুর ও কলিকাতায় সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে। অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান এবং ১ বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত (১৯৩০)। ছোট গল্প ও উপন্যাস লিখিয়া বাংলার প্রগতিশীল পাঠকসমাজে ইনি বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছেন। তাঁহার 'গণদেবতা', 'পঞ্চগ্রাম', 'কবি', 'ধাত্রী-দেবতা', 'কালিন্দী', 'দুই-পুরুষ', 'জলসা-ঘর', 'হারানো সুর', 'সন্দীপন পাঠশালা', 'রামধনু', 'হাঁসুলি-বাঁকের উপকথা', 'আরোগ্য নিকেতন', 'নাগিনী কন্যার কাহিনী' প্রভৃতি বই উল্লেখযোগ্য। পশ্চিমবঙ্গের বিধান পরিষদের ভূতপূর্ব মনোনীত সদস্য। 'আরোগ্য নিকেতন' গ্রন্থের জন্য ১৯৫৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'রবীন্দ্র পুরস্কার' লাভ এবং ঐ গ্রন্থের জন্য ১৯৫৭ সালে কেন্দ্রীয় সাহিত্য আকাদমী কর্তৃক পুরস্কৃত।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষঃ অমৃতবাজার পত্রিকার (কলিকাতা) সম্পাদক; ভারতীয় সংবাদপত্র জগতে অন্যতম প্রভাবশালী ব্যক্তি। জন্ম—১৮৯৯

সালের ৪ঠা অক্টোবর। মহাত্মা শিশিরকুমার ঘোষের পুত্র। শিক্ষা—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বি-এ। দৈনিক 'যুগান্তর' পত্রিকার অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক। অমৃতবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধের জন্য তিন মাস কারাদণ্ড। নিঃ ভাঃ সংবাদপত্র সম্মেলন ও ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সঙ্ঘের প্রাক্তন সভাপতি। এম্পায়ার প্রেস ইউনিয়নের সদস্য। ইউনাইটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়ার ডিরেক্টর। 'অমৃতবাজার পত্রিকা'র এলাহাবাদ সংস্করণের প্রতিষ্ঠাতা। ইণ্ডিয়ান এ্যাণ্ড ইস্টার্ণ নিউজ পেপার সোসাইটির ভূতপূর্ব সভাপতি। প্রেস ট্রাস্ট অব্ ইণ্ডিয়ার বর্তমান চেয়ারম্যান। সাংবাদিক প্রতিনিধিদলের নেতা রূপে মধ্যপ্রাচ্যে ভ্রমণ (১৯৫০); ইয়োরোপ, আমেরিকা ও দূরপ্রাচ্যে ভ্রমণ (১৯৫৭)।

শ্রীত্রিদিব চৌধুরী ঃ আর-এস-পি রাজনৈতিক দলের নেতা ও সাংবাদিক। লোকসভার বর্তমান সদস্য। জন্ম—ঢাকা, ডিসেম্বর ১৯১২। শিক্ষা বহরমপুর কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। তিনি ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট। গোয়া মুক্তি-সংগ্রামে যোগদান (১৯৫৫) এবং বিবিধ লাঞ্ছনা ও কারাদণ্ড ভোগ। ১৯৫৭ সালের প্রারম্ভে মুক্তিলাভান্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন।

শ্রীদিলীপকুমার রায় ঃ বিখ্যাত সঙ্গীতবিশারদ ও সাহিত্যসেবী। ১৮৯০ সালে জন্ম। কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের পুত্র। ১৯১৭ সালে কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে বি. এস্. সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গণিত ও আইন শিক্ষার্থে ১৯১৯ সালে কেম্ব্রিজে গমন করেন এবং সেখানে সঙ্গীতও শিক্ষা করেন। কিছুদিন পরে একমাত্র সঙ্গীত শিক্ষাতেই সম্পূর্ণভাবে মনোনিবেশ করেন। ভারতীয় সঙ্গীতে দক্ষতা লাভের উদ্দেশ্যে সারাভারতে ভ্রমণ (১৯২২-২৭)। ১৯২৭ সালে ইনি শ্রীঅরবিন্দের পণ্ডিচেরী আশ্রমে যোগদান করেন। তাঁহার গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'ভ্রাম্যমাণের দিনপঞ্জী', 'তীর্থঙ্কর', 'মনের পরশ', উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

শ্রীদেবপ্রসাদ ঘোষ ঃ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্ ; জনসঙ্ঘের বর্তমান সভাপতি। জন্ম—পূর্ববঙ্গের বাখরগঞ্জ জিলায়, মার্চ, ১৮৯৪ সাল। শিক্ষা—বরিশাল ব্রজমোহন ইনস্টিটিউশন, সিটি কলেজ, প্রেসিডেন্সি কলেজ ও রিপন ল' কলেজ। গণিতে ঈশান স্কলার। ফরাসী, জার্মান, সংস্কৃত প্রভৃতি বহু ভাষায় সুপণ্ডিত। রংপুর কারমাইকেল কলেজের অধ্যক্ষ (১৯৪১-৫০) কলিকাতা হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট। ভারতীয় লোক সভার সদস্য। 'হিন্দু কোন্ পথে', 'তরুণিমা', 'সতের বৎসর পরে' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা।

শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী ঃ খ্যাতিমান ভাস্কর ও শিল্পী। ভারত-

সরকার প্রতিষ্ঠিত 'ললিতকলা আকাদমীর' চেয়ারম্যান। আদিনিবাস ডায়মণ্ডহারবারের মুড়াগাছা; জন্ম—রংপুরে তাজেরহাট রাজবাড়ী; শিক্ষালাভ কলিকাতার সাউথ সুবার্বান বিদ্যালয়ে। অল্পকালের মধ্যেই বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া শিল্পসাধনায় মগ্ন হন। কলিকাতার মিত্র ইনস্টিটিউশনে শিল্প-শিক্ষকের পদ গ্রহণ। ক্রমশঃ সুনাম ছড়াইয়া পড়ে ও মাদ্রাজ সরকারী আর্ট কলেজের অধ্যক্ষের পদে বৃত হন। সাহিত্যের প্রতিও বিশেষ অনুরাগ আছে। নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের মাদ্রাজ অধিবেশনের মূল সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন (১৯৫৫-৫৬)।

শ্রীদেবেশ দাশঃ প্রখ্যাত সিবিলিয়ান সাহিত্যিক; নিখিল ভারত বঙ্গ-সাহিত্য সম্মেলনের জয়পুর অধিবেশনের মূল সভাপতি, ১৯৫৩। জন্ম—সেপ্টেম্বর, ১৯১১। শিক্ষা—কলিকাতা ও লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে। ইংরাজী অনার্সে প্রথম শ্রেণীর প্রথম; ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে যোগদান (১৯৩৪), ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র দপ্তরের আণ্ডার সেক্রেটারী (১৯৪৪-৪৭); আসামের এ্যাডিশন্যাল চীফ সেক্রেটারী ও ডেভেলপমেণ্ট কমিশনার (১৯৪৮); কেন্দ্রীয় পাবলিক সার্ভিস দপ্তরের ভূতপূর্ব সেক্রেটারী (১৯৫৬)। 'প্রেমরাগ', 'ইউরোপা', 'অর্ধেক মানবী তুমি' প্রভৃতি বহু পুস্তক প্রণেতা।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যঃ জন্ম ১৯১৫ সাল। লোকান্তরিত বিখ্যাত শিল্পপতি সচ্চিদানন্দ ভট্টাচার্য মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র। 'বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস্'-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর। যৌবনারম্ভেই পিতার সহকারীরূপে ব্যবসায়ে আত্মনিয়োগ করেন এবং ১৯৪৫ সালে পিতার আকস্মিক মৃত্যুর পর মাত্র ৩০ বৎসর বয়সে তাঁহার শূন্য আসনে অধিষ্ঠিত হইয়া মেসার্স ভট্টাচার্য চৌধুরী কোম্পানীর পরিচালনাধীন মেট্রোপলিটান ইন্‌সিওরেন্স কোং সহ প্রায় ২০টি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনার গুরু দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৫১ সালে মেট্রোপলিটান ইন্‌সিওরেন্স কোং কলিকাতার সুবিখ্যাত 'হোয়াইটওয়ে লেড্‌ল'র প্রাসাদতুল্য ভবনটি ক্রয় করে। ইহাতেই তাঁহার ব্যবসানৈপুণ্য ও কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। লাইফ ইন্‌সিওরেন্স করপোরেশন গঠিত হওয়ার পর জীবন বীমার ক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে তিনি বহুল ভ্রমণ করেন (১৯৫১)। সদালাপী ও অমায়িকতা চরিত্রের প্রধান গুণ।

শ্রীধূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ঃ প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিক,, সমালোচক ও

শিক্ষাব্রতী। ১৮৯৪ সালে জন্ম। লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব-বিভাগের অধ্যাপক। উত্তরপ্রদেশ গভর্ণমেণ্টের প্রচার বিভাগের প্রাক্তন ডিরেক্টর ও প্রেস এ্যাড্‌ভাইসর। তাঁহার রচিত প্রবন্ধাবলী, ছোট গল্প ও 'ত্রিধারা' উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের সম্পদস্বরূপ। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের সমজদার ও সঙ্গীতের সমালোচক হিসাবেও ইনি খ্যাত।

কাজী নজরুল ইসলাম: বাংলার বিপ্লবী কবি এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত রচয়িতা ও সুরশিল্পী। ১৮৯০ সালে বর্ধমান জেলার চুরুলিয়া গ্রামে জন্ম। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ১৯১৬ সালে সৈন্যবিভাগে যোগ দেন। সাধারণ সৈনিক হইতে হাবিলদারের পর্যায়ে উন্নীত হন। যুদ্ধক্ষেত্রেই উন্মাদনাপূর্ণ কাব্য ও সাহিত্য রচনার আরম্ভ। ১৯২১ সালে সৈনিকের কার্য ত্যাগ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্তন। 'ধূমকেতু' পত্রিকায় রাজদ্রোহের রচনা প্রকাশের অভিযোগে এক বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড ভোগ। মুজাফ্‌ফর আহমেদের সহযোগিতায় বাংলায় সর্বপ্রথম কৃষক ও শ্রমিক সঙ্ঘ গঠন ও উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রথম সভাপতি। ইঁহার রচনাবলীর মধ্যে 'অগ্নিবীণা', 'সঞ্চিতা', 'দোলনচাঁপা', 'ছায়ানট' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ, 'বাঁধনহারা', 'মৃত্যুক্ষুধা' প্রভৃতি উপন্যাস, 'আলেয়া', 'ঝিলিমিলি' নাটক ও 'ব্যথার দান', 'রিক্তের বেদন' প্রভৃতি ছোট গল্প বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গত কয়েক বৎসর ধরিয়া কবি কঠিন পক্ষাঘাত রোগে ভুগিতেছেন। ১৯৫৩ সালে চিকিৎসার্থ ইউরোপে যান; তথায় চিকিৎসকেরা পীড়া দুরারোগ্য বলিয়া অভিমত প্রকাশ করায় দেশে ফিরিয়া আসেন।

শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত: সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। জন্ম—১৯০৯ সালে নদীয়ায়। বিশ্বভারতীর ভূতপূর্ব অধ্যাপক ও রবীন্দ্রনাথের সেক্রেটারী। বর্তমানে 'যুগান্তর' পত্রিকার সহকারী সম্পাদক। 'বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা', 'শতাব্দী ও সাহিত্য', 'কাছের মানুষ রবীন্দ্রনাথ', 'সেতু' প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক।

শ্রীনন্দলাল বসু: ভারতের বর্তমান শ্রেষ্ঠ চিত্রশিল্পী। ১৮৮৩ সালে ৩রা ডিসেম্বর মুঙ্গেরে জন্ম। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সুযোগ্য শিষ্য। এণ্ট্রান্স পাস করার পরে কলিকাতা সরকারী আর্টস্কুলে এবং অবনীন্দ্রনাথের নিকট শিল্প-শিক্ষা। ১৯১৪ সালে শান্তিনিকেতনে যোগদান ও ১৯১৯ হইতে কলাভবনের অধ্যক্ষপদে অধিষ্ঠিত। ১৯৫১ সালে কলাভবনের অধ্যক্ষ পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। কয়েকবার কংগ্রেস অধিবেশনের মণ্ডপসজ্জার ভার তাঁহার উপর অর্পিত হয়। প্রাচীন-চিত্রে তাঁহার দক্ষতা অতুলনীয়।

১৯৫১ সালে বানারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৯৫৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত। ভারতসরকার কর্তৃক 'পদ্মবিভূষণ—১ম শ্রেণী' উপাধিতে ভূষিত (১৯৫৪)। ভারতসরকার প্রতিষ্ঠিত 'ললিতকলা আকাদমী'র সভ্য নির্বাচিত (১৯৫৬)। 'বাণাহত হাঁস কোলে সিদ্ধার্থ', 'দশরথের মৃত্যু', 'কালী', 'শিবের তাণ্ডব নৃত্য', 'সতী', 'ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা' প্রভৃতি তাঁহার কয়েকটি বিখ্যাত চিত্র।

ডঃ নরেন্দ্রনাথ লাহা ঃ বিদ্যোৎসাহী ও শিল্পপতি। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ লাহা পরিবারে জন্ম। শিক্ষালাভ—প্রেসিডেন্সি কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—এম্-এ, বি-এল, পি-এইচ. ডি.; বহু শিল্প ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট; বেঙ্গল ন্যাশনাল চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি (১৯২৪ ও ১৯৪৯); বণিক্ সমাজের অন্যতম প্রতিনিধিরূপে দুইবার বিলাতের গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান; বহু গবেষণামূলক ইংরাজী ও বাংলা গ্রন্থের রচয়িতা 'ইণ্ডিয়ান হিস্টরিক্যাল কোয়ার্টার্লি' নামক একখানি উচ্চশ্রেণীর পত্রিকার সম্পাদক; 'আর্থিক উন্নতি' নামক মাসিক ও 'সুবর্ণ বণিক সমাচার' পত্রিকা তাঁর আনুকূল্যে পরিচালিত।

ডঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত ঃ বিখ্যাত আইনজীবী (ডি-এল) ও সাহিত্যিক। ১৮৮২ সালে জন্ম। রিপন কলেজ, সিটি কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আইন কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক। ঢাকা আইন কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক ও সহাধ্যক্ষ। আইনবিষয়ক কয়েকখানি প্রামাণ্য গ্রন্থের রচয়িতা। 'অভয়ের বিয়ে', 'তরুণী ভার্যা', 'প্রহেলিকা' প্রভৃতি বহু উপন্যাসের লেখক ও সাহিত্য সমালোচক।

শ্রীনির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ বিশিষ্ট আইনবিদ্ ও রাজনীতিক। জন্ম—১৯শে অক্টোবর, ১৮৯৫। এম. এ., পি. আর. এস, এল. এল. বি (কলিকাতা)। লণ্ডনে ব্যারিস্টারী পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন। অতঃপর কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান ও বিপুল সাফল্য অর্জন। কলিকাতা করপোরেশনের অল্ডারম্যান (১৯৪০-৪৪); কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি (১৯৪৮-৫০)। ১৯৩৭ সাল হইতে হিন্দুমহাসভার সহিত যুক্ত, কেবলমাত্র গান্ধী হত্যার পর কিছুদিন উক্ত প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়াছিলেন। ১৯৫৭ সালে লোকসভার নির্বাচনে পরাজয় ও হিন্দুমহাসভার সভাপতির পদত্যাগ। বর্তমান সুপ্রীম কোর্টে আইন ব্যবসায়ে রত আছেন। লোকসভার প্রাক্তন সদস্য।

শ্রীনির্মলকুমার সিদ্ধান্ত: ১৯৫৫ সাল হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য; বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী। শিক্ষা—কলিকাতা ও কেম্‌ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়; ইংরাজীতে 'ট্রাইপস' পান। লণ্ডনের 'স্কুল অব ও রিয়েণ্টাল স্টাডিজ'-এ লেকচারার (১৯২২); ১৯২৩ সালে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরাজী বিভাগে রীডাররূপে যোগদান; ১৯২৬ সালে উক্ত বিভাগের অধ্যাপক নিযুক্ত। ৭ বৎসর পরে উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ফ্যাকাল্টি অব আর্টস'-এর ডীন নিযুক্ত। 'ইণ্টার ইউনিভারসিটি বোর্ড'-এর সম্পাদক (১৯৩৭-৪৩) ও উহার চেয়ারম্যান (১৯৪৬-৪৮) ১৯৪৬ সাল হইতে কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের সদস্য; 'বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনে'র সম্পাদক (১৯৪৮-৪৯)। 'কেন্দ্রীয় পাব্লিক সার্ভিস কমিশনে'র ভূতপূর্ব সদস্য।

ডঃ নীহাররঞ্জন রায়: শিক্ষাব্রতী, সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক। ১৯০৪ সালের ১৪ই জানুয়ারী জন্ম। ময়মনসিংহ, শ্রীহট্ট, কলিকাতা ও ইংল্যাণ্ডে শিক্ষালাভ। এম্-এ, ডি-লিট্, ডি-ফিল, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিধারী; বৃটিশ লাইব্রেরী এ্যাসোসিয়েশন এবং রয়্যাল সোসাইটি অব আর্টস-এর ফেলো। নানা বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্কৃতি-প্রতিষ্ঠানে ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে বক্তৃতা দান। ১৯৪২-এর আন্দোলনে বৎসরাধিককাল কারাবাস। রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির ভূতপূর্ব সাধারণ সম্পাদক; বিশ্বভারতীর পরিচালক মণ্ডলীর সভ্য। বিবিধ বাংলা ও ইংরাজী গ্রন্থের লেখক। 'বাঙ্গালীর ইতিহাস—আদিপর্ব' লিখিয়া 'রবীন্দ্র পুরস্কার' লাভ করিয়াছেন (১৯৫০)। বার্মা গভর্ণমেণ্টের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে প্রাক্তন উপদেষ্টা।

ডঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ: স্বাধীনতা লাভের পরে পশ্চিমবঙ্গে প্রথম মুখ্যমন্ত্রী হন। সুদীর্ঘকাল কংগ্রেসের সেবা করিয়া ১৯৫০ সালে উহার সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করেন ও কৃষক-মজদুর-প্রজা দল গঠনে সহযোগিতা করেন; বর্তমান প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের একজন বিশিষ্ট নেতা ও পশ্চিমবঙ্গ শাখার সম্পাদক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ, পি-এইচ. ডি। ১৯২০ সালে রসায়নশাস্ত্রে 'ডক্টরেট' উপাধি লাভ করেন। ১৯১৯ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপনার কার্যে যোগদান এবং এক বৎসর পরেই কলিকাতা টাকশালে ডেপুটি এ্যাসে-মাস্টারের পদ গ্রহণ; মাত্র এক বৎসর কার্যের পর উক্ত চাকুরি ত্যাগ করিয়া আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান করেন, ১৯২১। 'অভয় আশ্রমে'র (কুমিল্লা) অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সম্পাদক। ১৯৫০ সাল পর্যন্ত একাদিক্রমে ১০ বৎসরকাল নিখিল ভারত কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য

ছিলেন। হরিজন সেবক সঙ্ঘের বাঙলা শাখার ভূতপূর্ব সভাপতি। 'প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস', 'ওয়েস্ট টু-ডে' প্রভৃতি গ্রন্থের রচয়িতা। ১৯৫৭ সালে সাধারণ নির্বাচনে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর কংগ্রেস প্রার্থীকে পরাজিত করিয়া পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার সদস্য হইয়াছেন।

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ঃ পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান খাদ্য ও সরবরাহ মন্ত্রী। জন্ম—১৯০১ সালে কলিকাতায়। স্কটিশচার্চ কলেজ হইতে বি. এস-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এ্যাকাউন্টেন্সী শিক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকেন। কিন্তু উহা পরিত্যাগ করিয়া অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন; হুগলী ছিল তাঁহার কর্মক্ষেত্র। ত্যাগ ও লোকহিতকর কার্যের ফলে কংগ্রেসে এক বিশিষ্ট স্থান লাভ করেন। বহুবার কারাবরণ করিয়াছেন।

শ্রীপ্রবোধকুমার সান্যাল ঃ বর্তমান বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঔপন্যাসিক। ১৯০৫ সালে কলিকাতায় জন্ম। শিক্ষা—স্কটিশচার্চ স্কুল ও সিটি কলেজ। 'প্রিয়-বান্ধবী', 'মহাপ্রস্থানের পথে', 'আঁকা-বাঁকা', 'মনে মনে', 'দেবীর দেশের মেয়ে', 'বনহংসী', 'দেবতাত্মা হিমালয়' প্রভৃতি ইহার উল্লেখযোগ্য রচনা। ইনি কিছুকাল দৈনিক যুগান্তর পত্রিকার সাময়িকী বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন।

শ্রীমতী প্রভাবতী দেবী, সরস্বতী ঃ বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিতা লেখিকা। জন্ম—১৯০৫ সালের ২৮শে মে, ২৪ পরগণার অন্তর্গত খাঁটুরা গোবরডাঙ্গা গ্রামে। বাল্যকাল হইতে দিনাজপুরে মানুষ। বহু উপন্যাস রচনা করিয়াছেন; প্রথম উপন্যাস 'আমার বাসা' ১৩ বৎসর বয়সে লেখা। 'ব্রতচারিণী', 'ঘূর্ণি হাওয়া', 'মাটির দেবতা', 'পথের শেষ', 'সাঁজের প্রদীপ' প্রভৃতি অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। বিভিন্ন মহিলা সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত; মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির ভূতপূর্ব সভানেত্রী।

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী ঃ (প্র. না. বি.) বিশিষ্ট সাহিত্যসেবী; ব্যঙ্গ-রচনা প্রধান বৈশিষ্ট্য। জন্ম—১৯০২ সালে, রাজশাহীর জোয়াড়ি গ্রামে। শিক্ষা—শান্তিনিকেতনে। বর্তমানে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক এবং 'আনন্দবাজার' পত্রিকার সহিত জড়িত। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, রসরচনা, সমালোচনা ইত্যাদি নানা বিষয়ে লিখিয়া থাকেন। গ্রন্থ ঃ 'মৌচাকে ঢিল', 'জোড়াদীঘির চৌধুরী পরিবার', 'বাঙালী ও বাংলা-সাহিত্য', 'রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ', 'রবীন্দ্র নাট্য প্রবাহ' ইত্যাদি।

শ্রীপ্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ ঃ প্রখ্যাত পরিসংখ্যান্‌বিদ্‌ ও পদার্থ-

বিজ্ঞানী—এফ্-আর-এস। জন্ম—১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দের ২৯শে জুন; কলিকাতা ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক ও ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত। 'সংখ্যা' নামক পত্রিকার সম্পাদক; ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব্ সায়েন্স-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও ফেলো; ১৯২৫ ও ১৯৪২ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের শাখা সভাপতি ও ১৯৫০ সালে পুণা অধিবেশনের মূল সভাপতি। অক্সফোড বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ওয়েলডেন' পুরস্কারপ্রাপ্ত (১৯৪৪); লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির ফেলো নির্বাচিত (১৯৪৫); সম্মিলিত রাষ্ট্রপুঞ্জের পরিসংখ্যান্ কমিশনে ভারতের প্রতিনিধি। আলিপুর মানমন্দিরের প্রাক্তন মিটিওরলজিস্ট; বিশ্বভারতীর সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট। পরিসংখ্যান্ সম্বন্ধে ভারত সরকারের উপদেষ্টা এবং জাতীয় আয় কমিটির সভাপতি। 'পরিকল্পনা কমিশন'-এর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

শ্রীপ্রেমেন্দ্র মিত্র ঃ রবীন্দ্রোত্তর বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও গল্পলেখক। কাশীতে ১৩১১ সালে ভাদ্র মাসে জন্ম; মীর্জাপুর, ঢাকা এবং কলিকাতায় শিক্ষালাভ। কল্লোল-গোষ্ঠীর অন্যতম লেখকরূপে বাংলা সাহিত্যে আবির্ভাব; ইহার রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঃ 'প্রথমা', 'সম্রাট', 'ফেরারী ফৌজ', 'শ্রেষ্ঠ কবিতা', 'সাগর থেকে ফেরা', (কবিতা), 'বেনামী বন্দর' 'পুতুল ও প্রতিমা' (গল্পসংগ্রহ), 'কুয়াসা', 'ভাবীকাল' (উপন্যাস) প্রভৃতি। বাংলা-চলচ্চিত্র শিল্পের পরিচালকরূপেও খ্যাত; বর্তমানে অল ইণ্ডিয়া রেডিওর কলিকাতা কেন্দ্রে কর্মরত। 'সাগর থেকে ফেরা' কাব্যগ্রন্থের জন্য ১৯৫৮ সালে 'রবীন্দ্র পুরস্কার' এবং কেন্দ্রীয় 'সাহিত্য আকাদমী'র পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।

শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্তী ঃ এম. এ., বি. এল.; কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি। জন্ম—অক্টোবর, ১৮৯৮। শিক্ষা—ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল ও কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজ; ঢাকা জগন্নাথ ইণ্টারমিডিয়েট কলেজে ইংরাজীর অধ্যাপক (১৯২০-২৬); 'কলিকাতা উইকলি নোটস' পত্রিকার প্রাক্তন সহকারী সম্পাদক; কলিকাতা হাইকোর্টের এ্যাডভোকেট (১৯২৬-৪৫); বিচারপতি (১৯৪৫); বাংলার ইন্‌কাম ট্যাক্স সংক্রান্ত ব্যাপারে ভারত সরকারের আইন-উপদেষ্টা (১৯৪০-৪৫); ইন্‌কাম ট্যাক্স কমিশনের সদস্য (১৯৪৯)। পশ্চিমবঙ্গের অস্থায়ী রাজ্যপাল (১৯৫৬)।

'বনফুল' (ডাঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়) ঃ বিখ্যাত সাহিত্যিক। পূর্ণিয়া জেলার মণিহারী গ্রামে ১৯০০ সালে জন্ম। আদিনিবাস হুগলী

জেলার সেয়ালখালায়। হাজারিবাগ হইতে আই. এস-সি. পাস করিয়া কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হন; ইতিমধ্যে পাটনা মেডিক্যাল কলেজ স্থাপিত হইলে উক্ত কলেজে ভর্তি হন ও তথা হইতে এম. বি. বি. এস. পাস করেন। ইনি দীর্ঘকাল ভাগলপুর শহরে চিকিৎসা ব্যবসায়ে লিপ্ত আছেন। বহু কবিতা, উপন্যাস, নাটক ও ছোট গল্প ইত্যাদি রচনা করিয়া ইনি বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন। 'বৈতরণী-তীরে', 'দ্বৈরথ', 'বনফুলের ছোট গল্প', 'সে ও আমি', 'সপ্তর্ষি', 'শ্রীমধুসূদন', 'জঙ্গম', 'মৃগয়া' প্রভৃতি ইঁহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য রচনা।

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষঃ শ্রীঅরবিন্দের ভ্রাতা। বিখ্যাত বিপ্লবী; ইংল্যাণ্ডের অন্তর্গত ক্রয়ডনে (সারে) ১৮৮০ সালের ৫ই জানুয়ারী জন্ম। পৈতৃক বাসস্থান হুগলী জেলার কোন্নগর গ্রাম। বিলাতে ও কলিকাতায় শিক্ষালাভ। অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক 'যুগান্তরে'র প্রতিষ্ঠাতা এবং 'বিজলী'র প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। দেশবন্ধুর প্রতিষ্ঠিত 'নারায়ণ'-এর সহ-সম্পাদক। ইংরাজী সপ্তাহিক 'ডন অব্ ইণ্ডিয়া'র এবং 'সন্ধ্যা'র (নব কলেবর) প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক। উপরোক্ত পত্রিকাগুলির একখানিও বর্তমানে চলতি অবস্থায় নাই। বর্তমানে 'দৈনিক বসুমতী'-র সম্পাদক।

স্যার বিজয়প্রসাদ সিংহ রায়ঃ জন্ম—১২ই জানুয়ারী, ১৮৯৪। চাকদীঘির (বর্ধমান) জমিদার। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ. বি. এল.। দীর্ঘকাল অখণ্ড বাংলার মন্ত্রিত্ব করেন। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার শেষ সভাপতি। ১৯১৮ সালে যুদ্ধে যোগদান করিয়া অনারারী লেফটেন্যাণ্ট-এর পদ লাভ। ১৯৩৯ সালে 'স্যার' উপাধি লাভ। কলিকাতা করপোরেশনের ভূতপূর্ব কাউন্সিলর। কলিকাতা ইমপ্রুভমেণ্ট ট্রাস্টের ট্রাস্টি। কলিকাতার শেরিফ (১৯৫২)।

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ঃ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক। জন্ম—১লা জুলাই, ১৮৮২ সালে, পাটনায়। আদি পৈতৃক নিবাস খুলনার সাতক্ষীরা মহকুমার শ্রীপুর গ্রামে। কলিকাতা ও বিলাতে শিক্ষালাভ—এম. ডি; এফ. আর. সি. এস। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ভাইস-চ্যান্সেলার; কলিকাতা করপোরেশনের ভূতপূর্ব মেয়র (১৯৩১-৩২); কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য। অসহযোগ আন্দোলনের সময় ওয়ার্কিং কমিটির অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে একবার কারাবাস। যাদবপুর যক্ষ্মা হাসপাতাল, জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, চিত্তরঞ্জন সেবাসদন, প্রভৃতি বহু জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের স্থাপনা ও পরিচালনার মুখ্য দায়িত্ব তাঁহার। ১৯৪৭ সালে

ঘোষ-মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করিলে পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রিসভা গঠন করেন এবং তদবধি এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত আছেন। ১৯৫৬ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার পর হইতে উহার প্রেসিডেণ্ট।

শ্রীবিধুভূষণ সেনগুপ্ত ঃ 'ইউনাইটেড প্রেস অব ইণ্ডিয়া' (ইউ. পি. আই.) সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং এডিটর ও ডিরেক্টর। জন্ম—অক্টোবর, ১৮৮৯। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এ পাস করিয়া সংবাদিকতা বৃত্তি গ্রহণ এবং 'বেঙ্গলী' 'ইণ্ডিয়ান ডেইলি নিউজ', 'সারভেণ্ট' (১৯২৩-২৬), 'ফ্রি প্রেস অব ইণ্ডিয়া' প্রভৃতি বিভিন্ন সংবাদপত্র ও প্রতিষ্ঠানে কাজ করেন। ১৯৩৩ সালে 'ইউনাইটেড প্রেস' সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এ. আই. এন. ই. সি-র স্ট্যাণ্ডিং কমিটির সদস্য। লেকচারার, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জার্নালিজম্ শিক্ষা বিভাগ।

শ্রীবিনয়রঞ্জন সেন ঃ বর্তমানে জাতিসঙ্ঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার ডিরেক্টর জেনারেল। জন্ম—১লা জানুয়ারী, ১৮৯৮ ; শিক্ষালাভ—ঢাকা, কলিকাতা ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে ; আই-সি-এস, সি-আই-ই ; মেদিনীপুরের জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, ১৯৩৭-৪০ ; বাংলার রাজস্ব বিভাগের সেক্রেটারী, ১৯৪০-৪২ ; অসামরিক অধিবাসী স্থানান্তরকরণের ডিরেক্টর, ১৯৪২-৪৩ ; রিলিফ কমিশনার, ১৯৪২-৪৩ ; ভারত গভর্ণমেণ্টের খাদ্য দপ্তরের ডিরেক্টর জেনারেল, ১৯৪৩-৪৫ ; ভারত-সরকারের খাদ্য দপ্তরের সেক্রেটারী, ১৯৪৫-৪৭ ; ভারত গভর্ণমেণ্টের কৃষি দপ্তরের সেক্রেটারী, ১৯৪৮ ; ইতালীতে ভারতের রাষ্ট্রদূত (১৯৫০ ও ১৯৫৩) ; মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের রাষ্ট্রদূত (১৯৫১) এবং জাপানে ভারতের রাষ্ট্রদূত (১৯৫৪-৫৬)।

শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় ঃ খ্যাতনামা সাংবাদিক ও কবি। ১৯০৪ সালে জন্ম। দৈনিক 'যুগান্তর' পত্রিকার বর্তমান সম্পাদক। ৩ বার ভারতীয় সংবাদপত্রসেবী সঙ্ঘের সভাপতি নির্বাচিত (১৯৫০-৫৩)। ইনি বাংলায় সার্থক সামরিক সাহিত্য রচনার প্রবর্তক। 'জাপানী যুদ্ধের ডায়েরী' ও 'রুশ-জার্মান সংগ্রাম' নামক তাঁহার রচিত বিরাট গ্রন্থদ্বয় বহুজন-প্রশংসিত। কাব্যসাহিত্যে ইঁহার 'শতাব্দীর সঙ্গীত', 'বিপ্লবী নায়িকা' ও 'জীবন-মৃত্যু' উল্লেখযোগ্য। 'সোভিয়েট-মার্কিণ পররাষ্ট্রনীতি' আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁহার সাম্প্রতিক গ্রন্থ। রাজনৈতিক ও প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত। নিঃ ভারত শান্তি আন্দোলনের অন্যতম নেতা। বিশ্বশান্তি

সংসদ, চীন-ভারত মৈত্রী সংসদ ও সোভিয়েট-ভারত সংস্কৃতি সংসদের অন্যতম সদস্য। ভারতীয় শান্তি আন্দোলনের প্রতিনিধিরূপে ১৯৫৫ সালে ফিনল্যাণ্ড, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও চেকোশ্লোভাকিয়া পরিভ্রমণ করেন।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ঃ বাংলা সাহিত্যে জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠাবান লেখক; সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক রচনা ও বিশুদ্ধ কৌতুক রচনা, সাহিত্যের এই উভয় বিভাগেই সমান পারদর্শী। মিথিলার পাণ্ডুলে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম। আদি পৈতৃক নিবাস হুগলী জেলার চাতরায়। পাটনা হইতে বি-এ. পাস করেন। কর্মজীবনে দ্বারভাঙ্গা মহারাজার সচিব, 'ইণ্ডিয়ান নেশান' দৈনিক পত্রের কার্যাধ্যক্ষ, স্কুলের প্রধান শিক্ষক প্রভৃতি বিভিন্ন পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। বর্তমানে সাহিত্য সেবাই একমাত্র কাজ। 'রাণুর প্রথম ভাগ', 'নীলাঙ্গুরীয়' 'বরযাত্রী' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য রচনা।

স্যার বীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ঃ বিখ্যাত শিল্পপতি; স্বনামখ্যাত স্বর্গত স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র। জন্ম—১৮৯৯ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিনিটি কলেজ হইতে 'ট্রাইপস' সহ এম-এ. পাস করেন। এম. আই. ই (ইণ্ডিয়া)। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো। মার্টিন-বার্ণ লিঃ, ইণ্ডিয়ান আয়রণ এণ্ড ষ্টীল কোং লিঃ, ইণ্ডিয়ান ষ্ট্যাণ্ডার্ড ওয়াগন কোং লিঃ, হুগলী ডকিং এণ্ড ইঞ্জিনীয়ারিং কোং লিঃ, এ্যালকালি এণ্ড কেমিক্যাল করপোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিঃ, হুগলী মিলস্ লিঃ প্রভৃতি বহু বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডিরেক্টার। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কের (বর্তমানে ষ্টেট্ ব্যাঙ্ক) কলিকাতা বোর্ডের ভূতপূর্ব প্রেসিডেন্ট। ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ফিনান্স করপোরেশন অব ইণ্ডিয়া লিঃ-এর ডিরেক্টার। ১৯২৫ সালে শ্রীমতী রাণুপ্রীতি অধিকারীকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের এক পুত্র ও দুই কন্যা।

শ্রীবুদ্ধদেব বসুঃ খ্যাতনামা কবি ও ঔপন্যাসিক। ১৯০৮ সালে কুমিল্লায় জন্ম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ, ইংরাজীতে প্রথম স্থান লাভ। কবি অজিত দত্তের সঙ্গে যুক্তভাবে ইনি 'প্রগতি' নামক একখানি সাময়িক পত্র সম্পাদনা করেন। বর্তমানে ত্রৈমাসিক কবিতা-পত্র 'কবিতা'-র সম্পাদক। রিপন কলেজের প্রাক্তন অধ্যাপক। 'বন্দীর বন্দনা', 'অসূর্যম্পশ্যা', 'সাড়া', 'একদা তুমি প্রিয়ে', 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি', 'সমুদ্রতীর', 'শীতের প্রার্থনা—বসন্তের উত্তর' প্রভৃতি ইঁহার কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য রচনা। ১৯৫৪ সালে আমেরিকা ভ্রমণ ও 'ফুলব্রাইট' পুরস্কার লাভ। বর্তমানে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের 'তুলনামূলক সাহিত্য' বিভাগের প্রধান অধ্যাপক।

শ্রীমনোজ বসুঃ বাংলা সাহিত্যে অন্যতম লব্ধপ্রতিষ্ঠ কথাশিল্পী। ১৯০১ সালে যশোহর জেলার ডাঙ্গাঘাট গ্রামে জন্ম; বাগেরহাট ও কলিকাতায় শিক্ষালাভ; দক্ষিণ কলিকাতার সাউথ সুবার্বন স্কুলের পূর্বতন শিক্ষক; গুরুসদয় দত্ত পরিচালিত 'ব্রতচারী' আন্দোলনের মুখপত্রের পূর্বতন সম্পাদক; বর্তমানে একমাত্র সাহিত্য-রচনায় ও পুস্তক-প্রকাশনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন; ইঁহার রচিত প্রায় ২০ খানি গ্রন্থের মধ্যে 'প্লাবন', 'বিপর্যয়', 'নূতন প্রভাত' (নাটক) ও 'নরবাঁধ', 'দেবীকিশোরী', 'বন মর্মর', 'পৃথিবী কাদের', 'সৈনিক', 'দুঃখনিশার শেষে', 'নবীন যাত্রা', 'খদ্যোৎ' প্রভৃতি গল্প ও উপন্যাস গ্রন্থ উল্লেখযোগ্য। ভারতীয় শিল্পী ও সাহিত্যিক প্রতিনিধি দলের সভ্যরূপে ১৯৫২ সালে চীন ও ১৯৫৫ সালে রাশিয়া ভ্রমণ করেন।

যাযাবর (শ্রীবিনয় মুখোপাধ্যায়)ঃ সেরা কাটতি 'দৃষ্টিপাতে'র সুপরিচিত লেখক। জন্ম—১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে, আদিনিবাস ঢাকা, বিক্রমপুর। শিক্ষা-জীবনের সুরু চাঁদপুরে। প্রথম জীবনে 'যুগান্তর' পত্রিকার সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন, বর্তমানে ভারতসরকারের ডেপুটি ইনফরমেশন অফিসার। স্বনামে ও ছদ্মনামে লিখিয়া থাকেন। গ্রন্থ ঃ 'দৃষ্টিপাত', 'জনান্তিক', 'খেলার রাজা ক্রিকেট', 'মজার খেলা ক্রিকেট', 'ঝিলম নদীর তীর' ইত্যাদি।

ডাঃ রফিউদ্দিন আহ্‌মদ ঃ পশ্চিমবঙ্গের কৃষি ও সমবায় দপ্তরের মন্ত্রী (১৯৫০, জুলাই হইতে)। জন্ম—ঢাকা, ডিসেম্বর, ১৮৯০। শিক্ষা আলিগড় ও আমেরিকার আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়। সুদক্ষ দন্ত চিকিৎসক; কলিকাতা ডেণ্টাল কলেজ ও হাসপাতালের প্রতিষ্ঠাতা (১৯২০); ১৯৪৭ সালে বোস্টনে আন্তর্জাতিক দন্ত কংগ্রেসে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের সদস্য; কলিকাতা করপোরেশনের কাউন্সিলর (১৯৩২-৩৬), পরে অল্ডারম্যান (১৯৪২-৪৪); মুস্লিম লীগ ত্যাগ করিয়া কংগ্রেসে যোগদান (১৯৩৬)। বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত।

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ঃ খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ও বিশিষ্ট শিক্ষা-ব্রতী। ১৮৮৮ সালের ডিসেম্বর মাসে জন্ম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ; পি. আর. এস.; পি-এইচ. ডি। ১৯১৪-২১ সাল পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক। ১৯২১-৩৬ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক। ১৯৩৭-৪২ সাল পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার। বর্তমানে বারাণসী কলেজ অব্ ইণ্ডোলজির অধ্যক্ষ। ইংরাজী ও বাংলা ভাষায় ইনি অনেকগুলি প্রামাণ্য ইতিহাস-গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

শ্রীরাজশেখর বসু ঃ লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক। সাহিত্য-ক্ষেত্রে **'পরশুরাম'** নামে সুপরিচিত। ১৮৮০ সালে জন্ম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এ বি. এল.। ১৯০৩ সালে বেঙ্গল কেমিক্যাল এ্যাণ্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কসে যোগদান করেন এবং কর্মদক্ষতার গুণে শেষে উহার ম্যানেজার-পদে উন্নীত হন। ১৯৩৫ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিভাষা কমিটির সভাপতি। তাঁহার প্রণীত হাস্যরসাত্মক রচনাসংগ্রহ 'গড্ডলিকা', 'কজ্জলী', 'হনুমানের স্বপ্ন', 'কৃষ্ণকলি ও অন্যান্য গল্প', 'লঘুগুরু' (প্রবন্ধ) প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ; বাংলা অভিধান "চলন্তিকা" বঙ্গভাষায় তাঁহার অমূল্য দান। ১৯৫৫ সালে 'রবীন্দ্র-পুরস্কার' লাভ করিয়াছেন। কলিঃ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি-লিট্. উপাধিতে ভূষিত (১৯৫৭)।

ডঃ রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় ঃ লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের প্রধান অধ্যাপক ; মনোনীত এম. পি.। জন্ম—জানুয়ারী, ১৮৮১ সালে। শিক্ষা—কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে ; এম. এ, পি. এইচ-ডি, ডি-লিট্.। অধ্যাপনা মহীশূর বিশ্বঃ (১৯১৭-২১); লক্ষ্ণৌ বিশ্বঃ (১৯২১-৪৫); এম-এল-সি (১৯৩৭-৪৩); বাংলা সরকারের ফ্লাউড্ কমিশনের সভ্য (১৯৩৯-৪০); বহু আন্তর্জাতিক অধিবেশনে ভারতের প্রতিনিধি। ভারতের শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে বহু গ্রন্থের লেখক।

ডঃ রাধাবিনোদ পাল ঃ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বিচারক ও ব্যবহারজীবী। নদীয়া জেলার সলিমপুর গ্রামে জন্ম—জানুয়ারী, ১৮৯৬ সালে। ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজে গণিতের অধ্যাপক (১৯১৯-২০); এম. এল. (১৯২০) ও ডি. এল. (১৯২৪) ডিগ্রী লাভ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঠাকুর ল অধ্যাপক (১৯২৫, ১৯৩৮ ও ১৯৪০); হেগে তুলনামূলক আইনের আন্তর্জাতিক কংগ্রেসের যুগ্ম-সভাপতি নির্বাচিত (১৯৩৪); কলিকাতা হাইকোর্টের বিচাপতি (১৯৪১-৪৩); কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলার (১৯৪৪-৪৬); টোকিওস্থিত দূরপ্রাচ্যের আন্তর্জাতিক সামরিক আদালতের বিচারক (১৯৪৮); অভিযুক্ত জাপ সমর নায়কদের বিচারে স্বতন্ত্র রায় দান করিয়া খ্যাতি লাভ ; কয়েকখানি আইন গ্রন্থের প্রণেতা।

শ্রীমতী রেণুকা রায় ঃ পশ্চিমবঙ্গের ভূতপূর্ব পুনর্বাসনমন্ত্রী। শিক্ষা লাভ করেন ইংলণ্ডে। লণ্ডন স্কুল অব্ ইকনমিক্স-এর বি-এস-সি। কেন্দ্রীয় আইনসভার সদস্য (১৯৪৩-৪৫); ভারতীয় গণপরিষদের সদস্য (১৯৪৬-৫০); কেন্দ্রীয় সরকারের বহু শিক্ষা ও মহিলা প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট। পঃ বঙ্গের চীফ্ সেক্রেটারী শ্রী এস্. এন. রায়ের পত্নী। লোকসভার বর্তমান সদস্য (১৯৫৭ হইতে)।

শ্রীশচীন সেনগুপ্ত ঃ বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট নাট্যকার। ১২৯৯ সালে খুলনা জেলায় সেনহাটি গ্রামে জন্ম; শিক্ষালাভ—রংপুরে; ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলনের সময় স্কুল ত্যাগ ও পরে জাতীয় বিদ্যালয় হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া জাতীয় কলেজে যোগ দেন এবং বি. এ. স্ট্যাণ্ডার্ড অবধি পড়েন; জাতীয় কলেজের অধ্যাপক ও 'হিতবাদী' পত্রিকার সম্পাদক; নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আহ্বানে 'আত্মশক্তি'র সম্পাদক হন; ইনি দৈনিক 'কৃষক' এবং 'ভারত'-এর প্রধান সহযোগী সম্পাদক ছিলেন। ইনি প্রায় ৩০ খানি সামাজিক ও ঐতিহাসিক নাটক রচনা করিয়াছেন। জনপ্রিয় নাটক-গুলির মধ্যে 'গৈরিক পতাকা', 'সিরাজদ্দৌলা', 'স্বামী-স্ত্রী', 'তটিনীর বিচার' এবং 'সংগ্রাম ও শান্তি' প্রধান। শিল্পী ও সাহিত্যিক প্রতিনিধিদলের সভ্যরূপে চীন পরিভ্রমণ করিয়াছেন।

শ্রীশিশিরকুমার ভাদুড়ী ঃ আধুনিক বাংলা রঙ্গমঞ্চের শ্রেষ্ঠ নট, নাট্য-শিক্ষক ও প্রয়োগ শিল্পী; জন্ম—১৮৮৯ সালের ১লা অক্টোবর; শিক্ষালাভ—জেনারেল এ্যাসেম্বলী ও প্রেসিডেন্সী কলেজ; ইংরেজী সাহিত্যে সসম্মানে এম. এ. পাস করার পর মেট্রোপলিটন কলেজে (অধুনা বিদ্যাসাগর কলেজ) অধ্যাপকতা করিতেন; ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসে ম্যাডান থিয়েটারে নট হিসাবে যোগদান করেন ও প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাংলার রঙ্গজগতে অভিনয়ে যুগান্তর আনেন; ১৯২৪ সালে স্বাধীনভাবে নিজস্ব থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করেন ও 'সীতা' নাটক প্রযোজনা করিয়া নাট্যামোদিগণকে চমৎকৃত করেন; ১৯৩০ সালে 'সীতা' নাটকাভিনয়ের জন্য সদলে আমেরিকা ভ্রমণ করেন। কেন্দ্রীয় সঙ্গীত নাটক আকাদমীর অন্যতম সদস্য।

শ্রীশিশিরকুমার মিত্র ঃ প্রখ্যাত পদার্থ-বিজ্ঞানী; জন্ম—১৮৯০ সাল, কলিকাতায়। শিক্ষা—ভাগলপুরের টি. এন. জে. কলেজ ও কলিকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজ। ১৯১৯ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. এস-সি। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ গবেষণান্তে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ও ১৯২৩ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার খয়রা-অধ্যাপক; ১৯৩৫ সালে স্যার রাসবিহারী ঘোষ অধ্যাপক এবং ১৯৫৫ সালে এই পদ হইতে অধ্যপনা-কার্যে অবসর গ্রহণ; ভারত সরকারের বেতার গবেষণা কমিটির প্রথম সভাপতি (১৯৪৩-৪৮)। তাঁহারই প্রচেষ্টায় ১৯৪৯ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রেডিও ফিজিক্স বিষয়ে স্নাতকোত্তর শিক্ষা বিভাগের সৃষ্টি। উচ্চাকাশের তথ্যাদি সম্পর্কে মূল্যবান গবেষণা ও পুস্তক প্রণয়ন। রচিত পুস্তক বিভিন্ন বিদেশী

ভাষায় অনূদিত। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি (১৯৫৫)। লণ্ডনের রয়্যাল সোসাইটির ফেলো (এফ. আর. এস.) নির্বাচিত, ১৯৫৮ সাল। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষতের অধিকর্তা পদে অধিষ্ঠিত।

শ্রীশৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ঃ বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ লেখক। ১৯০১ সালে জন্ম। সাঁওতাল ও কয়লাকুঠির মজুরদের কথা লিখিয়া প্রথমে সুপরিচিত হন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ইনি সর্বাধিক গল্প ও উপন্যাস লিখিয়াছেন। ইঁহার রচনাবলীর মধ্যে 'অভিশাপ', 'হোমানল', 'নারীমেধ' ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। চলচ্চিত্র-শিল্পের সহিত সংশ্লিষ্ট; ইঁহার পরিচালিত কতিপয় চলচ্চিত্র প্রভূত সাফল্য ও জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে। বর্তমানে অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে কর্মরত।

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ঃ শিক্ষাব্রতী ও সমালোচক। জন্ম—১৮৯৪ সালে হাতিয়া গ্রামে (মাতুলালয়ে); পৈতৃক নিবাস বীরভূম জিলা; ঈশান স্কলার (১৯১০); পি-এইচ. ডি.। অধ্যাপক, বিভিন্ন সরকারী কলেজে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব রামতনু লাহিড়ী অধ্যাপক (১৯৪০)। বাংলা ব্যবস্থাপক সভার সদস্য। 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা', 'বাংলা সাহিত্যের কথা', 'ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাস' প্রভৃতি বহু গ্রন্থের লেখক।

শ্রীসজনীকান্ত দাসঃ বিশিষ্ট কবি, সমালোচক ও 'শনিবারের চিঠি' সাহিত্যপত্রের সম্পাদক। জন্ম—বীরভূম জিলায় ১৯০০ সালে। দিনাজপুর হইতে প্রবেশিকা, বাঁকুড়া হইতে আই. এস-সি. এবং কলিকাতা স্কটিশচার্চ কলেজ হইতে বি. এস-সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। 'প্রবাসী' পত্রিকার সহ-সম্পাদক ও অধুনালুপ্ত 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন; ব্যঙ্গ রচনায় সিদ্ধহস্ত; রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে 'রাজহংস' ও 'পঁচিশে বৈশাখ' উল্লেখযোগ্য; অন্যান্য উল্লেখযোগ্য গদ্যরচনা 'অজয়' (উপন্যাস), 'মৃত্যুদূত' ও 'রাজমোহনের স্ত্রী' (অনুবাদ), 'আকাশ বাসর' (ছোট গল্প) প্রভৃতি; বাংলা সাহিত্যের বহু ক্লাসিক গ্রন্থ ইঁহার সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদের বর্তমান সহ-সভাপতি।

• **শ্রীসতীশচন্দ্র চৌধুরী (রায় বাহাদুর)ঃ** প্রখ্যাত বাঙালী শিল্পপতি; পৈতৃক নিবাস ময়মনসিংহ জেলার (পূর্ব পাকিস্তান) টাঙ্গাইল মহকুমার অন্তর্গত নাগরপুর গ্রামে। বর্তমান বয়স ৭২ বৎসর। শিক্ষা কলিকাতায়। প্রথম জীবনে পাট ব্যবসায়ে লিপ্ত থাকিয়া বিপুল অর্থ উপার্জন করেন। পরবর্তীকালে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস্, মেট্রোপলিটান ইন্‌সিওরেন্স কোং প্রমুখ বৃহৎ

প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিচালনার সহিত যুক্ত হন। বর্তমানে বঙ্গলক্ষ্মী কটন মিলস লিঃ, মেট্রোপলিটান ব্যাঙ্ক লিঃ, মালদা ট্রানসপোর্ট এজেন্সী লিঃ, কমার্শিয়াল ক্যারিং কোং (ইণ্ডিয়া) লিঃ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টার বোর্ডের চেয়ারম্যান।

শ্রীসতীশচন্দ্র দাশগুপ্ত ঃ বাংলার নৈষ্ঠিক গান্ধীবাদী শ্রদ্ধেয় জনসেবক। ১৮৮৯ সালে জন্ম। বেঙ্গল কেমিক্যালের প্রাক্তন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। চাকুরি ত্যাগ করিয়া অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান ও কারাবরণ করেন। বাংলার খাদি আন্দোলন পরিচালন ও 'খাদি-প্রতিষ্ঠান' স্থাপন করেন। অধুনালুপ্ত বিখ্যাত সাপ্তাহিক 'রাষ্ট্রবাণী' সম্পাদনা করেন। ১৯৩০ সালে বাংলায় সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালন ও কারাবরণ। হরিজন আন্দোলনের প্রধান নেতা। দাঙ্গাতুর্গত নোয়াখালীতে সেবাব্রতী ছিলেন। বহু কুটিরশিল্পের প্রতিষ্ঠা ও পুনরুজ্জীবন করেন। 'গান্ধীজীর আত্মজীবনী', গীতাভাষ্য' প্রভৃতি অনেক বই বাংলায় অনুবাদ করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ইংরাজী, বাংলা ও হিন্দীতে প্রায় ৩০ খানা মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। খাদি ও গ্রামশিল্প বোর্ডের আঞ্চলিক অধ্যক্ষ।

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু ঃ নিস্পৃহ, নীরব বিজ্ঞানসাধক। জন্ম—১৮৯৪ সালের ১লা জানুয়ারী, কলিকাতায়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম. এস-সি. (১৯১৬); প্রখ্যাতনামা বিজ্ঞানী আইন্‌স্টাইনের সহিত ইঁহার নাম জড়িত (বোস-আইন্‌স্টাইন স্ট্যাটিস্‌টিকস্); ১৯১৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিজ্ঞানের লেকচারার; ১৯২১-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার এবং ১৯২৭-এ পদার্থ বিজ্ঞানের অধ্যাপক; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন খয়রা প্রোফেসর অব্ ফিজিক্স্; ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব্ সায়েন্সেস অব্ ইণ্ডিয়ার ফেলো। ১৯৪৪ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি। রাজ্যসভার রাষ্ট্রপতি মনোনীত ভূতপূর্ব সভ্য। ভারতসরকার কর্তৃক 'পদ্মবিভূষণ —১ম শ্রেণী' উপাধিতে ভূষিত (১৯৫৪)। ১৯৫৬ সাল হইতে 'বিশ্বভারতী'র উপাচার্য। ১৯৫৮ সালে 'লণ্ডন রয়্যাল সোসাইটি'র ফেলো নির্বাচিত হইয়াছেন।

শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ঃ প্রখ্যাত কবি। জন্ম—১৮৯৮ সালে, নদীয়া জেলার লোকনাথপুর গ্রামে; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম-এ পড়ার সময় অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন (১৯২১) ও তিনবার গ্রেপ্তার হন; তাঁহার রচিত কাব্যগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'পল্লীব্যথা', 'রক্তরেখা', 'মধুমালতী', আহিতাগ্নি', 'মডার্ণ কবিতা', 'মনোমুকুর', 'অনুরাধা', ও 'অতসী'।

গদ্যগ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'মহারাজ মণীন্দ্রচন্দ্র', 'সুভাষচন্দ্র ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র' ছোটদের জন্য লিখিত 'বেঁটে বক্কেশ্বর' ও 'নিদ্রাক্ষী রাজকন্যা' প্রসিদ্ধ।

শ্রীমতী সুচেতা কৃপালনীঃ দিল্লী কেন্দ্র হইতে লোকসভার সদস্য; কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ভূতপূর্ব সদস্য; বিখ্যাত সমাজসেবিকা ও আচার্য কৃপালনীর সহধর্মিণী (বিবাহ-১৯৩৭)। ১৯০৮ সালে জন্ম; পিতা ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার। পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি-এ. পরীক্ষায় এবং দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এ. পরীক্ষায়—উভয়ত্রই প্রথম স্থান অধিকার করেন; ১৯৩১ সাল পর্যন্ত কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপিকা; কারাদণ্ড ভোগ (১৯৪০ ও ১৯৪৪); কারামুক্তির পর নিখিল ভারত কস্তুরবা-স্মৃতিভাণ্ডারের সংগঠন-সম্পাদিকা নিযুক্ত; ভারত গভর্ণমেণ্টের ত্রাণ ও পুনর্বসতি কার্যের ভূতপূর্ব আঞ্চলিক ডিরেক্টার। ১৯৫৭ সালে কংগ্রেস প্রার্থীরূপে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত।

শ্রীসুধীরঞ্জন দাসঃ বর্তমানে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি। জন্ম—১৮৯৪; আদি নিবাস ঢাকা জিলার বিক্রমপুরে তেলিরবাগ গ্রামে। শিক্ষা—শান্তিনিকেতন, বঙ্গবাসী কলেজ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, লণ্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজ, বি. এ., এল. এল. বি; লণ্ডনে আইন পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীর প্রথম (১৯১৮), কলিকাতা হাইকোর্টে যোগদান (১৯১৯); ল কলেজের ভূতপূর্ব লেক্‌চারার; কলিকাতা হাইকোর্টের অতিরিক্ত বিচারপতি (১৯৪২-৪৪) বিচারপতি (১৯৪৪-৪৯); পূর্ব পাঞ্জাব হাইকোর্টের ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি (১৯৪৯-৫০)। ১৯৫০ সালে সুপ্রীম কোর্টে অন্যতম বিচারপতিরূপে যোগদান।

ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ঃ পশ্চিমবঙ্গ বিধান পরিষদের সভাপতি। স্বনামখ্যাত বহু ভাষাবিদ্ পণ্ডিত ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্। জন্ম—শিবপুর, হাওড়া, ১৮৯০ সালের ২৬শে নভেম্বর। কলিকাতা, লণ্ডন ও প্যারীতে শিক্ষালাভ; এম. এ. (কলিকাতা), ডি-লিট (লণ্ডন); আমেরিকা, ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের বহু বিদ্বজ্জন-সমিতির সদস্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা ও শব্দতত্ত্বের প্রাক্তন খয়রা অধ্যাপক; রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির ভূতপূর্ব সম্পাদক ও সহ-সভাপতি। ইউরোপে একাধিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিত্ব করেন (১৯৩৫ ও ১৯৩৮); হিন্দী ভাষা প্রচারের অন্যতম উৎসাহী সমর্থক এবং ভারতীয় ভাষায় রোমান লিপি প্রবর্তনে উদ্যোগী; 'ভারতের ভাষা ও ভাষা সমস্যা', 'দ্বীপময় ভারত', 'The Origin and Development of the Bengali Language', (দুই খণ্ড)

প্রভৃতি বহু গ্রন্থের রচয়িতা। ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মবিভূষণ' উপাধিতে ভূষিত (১৯৫৫)। ১৯৫৮ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইঁহাকে 'রবীন্দ্র পুরস্কারে' ভূষিত করিয়াছেন।

শ্রীসুকুমার সেন : সাধারণ নির্বাচন পরিচালনার্থ ভারত গভর্ণমেণ্টের চীফ ইলেক্‌শন কমিশনার। জন্ম—২রা জানুয়ারী, ১৮৮৯ ; শিক্ষালাভ—কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ ও লণ্ডনের ইউনিভার্সিটি কলেজ। আই-সি-এস, ১৯২১। ১৯২২ সালে চাকুরিতে যোগদান ; চুয়াডাঙ্গা ও সিরাজগঞ্জের সাব-ডিভিসনাল অফিসার, ১৯২৪-২৭ ; বিভিন্ন জেলায় জেলা ও সেসন জজ, ১৯২৮-৪৭ ; পশ্চিমবঙ্গের চীফ সেক্রেটারী ১৯৪৭-এর আগষ্ট হইতে ১৯৫০-এর মার্চ পর্যন্ত। সুদানে সাধারণ নির্বাচন পরিচালনার্থ গঠিত আন্তর্জাতিক 'ইলেকশন কমিশন'-এর সভাপতি (১৯৫২)।

শ্রীসুবোধ ঘোষ : আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কথা-সাহিত্যিক। ঢাকা জেলার বিক্রমপুরের অন্তর্গত বহর গ্রামে পৈতৃক বাসস্থান। হাজারিবাগে ১৯১০ সালে জন্ম। ইঁহারা বরাবর হাজারিবাগবাসী। শিক্ষা—হাজারিবাগ স্কুল ও সেণ্ট কলম্বস কলেজে। বর্তমানে আনন্দবাজার পত্রিকার সহযোগী সম্পাদক। প্রথম প্রকাশিত গল্প 'অযান্ত্রিক' (১৯৪০) ও দ্বিতীয় গল্প 'ফসিল' নূতন রচনাশৈলীর জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করে। কথা-সাহিত্যে নবধারার প্রবর্তক। 'ফসিল', 'পরশুরামের কুঠার', 'শুক্লাভিসার', 'তিলাঞ্জলি', 'গঙ্গোত্রী', 'একটি নমস্কারে', 'ত্রিযামা' উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

(এয়ার মার্শাল) সুব্রত মুখার্জি : ভারতীয় বিমান বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। জন্ম—১৯১১ সালে, কলিকাতায় ; শিক্ষা—১৯২৯ সালে ইংল্যাণ্ডে ক্র্যানওয়েল রাজকীয় বিমান কলেজে ; কমিশন প্রাপ্ত (১৯৩০) ; ৬নং রাজকীয় বিমান স্কোয়াড্রনের অন্তর্ভুক্ত হন ; ভারতীয় বিমান বাহিনীতে যোগদান (১৯৩৩) ; কোয়েটা স্টাফ কলেজে ট্রেনিং লাভ ; সেকেন্দ্রাবাদ ও ত্রিচিনোপল্লীতে স্কোয়াড্রন পরিচালনা ; কোহাট এয়ার স্টেশনের প্রথম ভারতীয় কমাণ্ডার (১৯৪৩) ; গ্রুপ ক্যাপ্টেন ও পরে এয়ার কমোডর। জাতীয় সমর একাডেমি সাবকমিটির সদস্যরূপে আমেরিকা, গ্রেটবৃটেন, কানাডা প্রভৃতি দেশ পরিদর্শন ; আর-আই-এ-এফ-এর সিনিয়র এয়ার স্টাফ অফিসার, ১৯৪৭ ; এয়ার ভাইস্ মার্শাল (১৯৪৮)।

ডাঃ **সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়** : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্-বি ; ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্ভিসে যোগদান এবং ক্যাপ্টেনের পদ লাভ ; ডেরা

ইসমাইল খান সেণ্ট্রাল জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট থাকাকালে গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন (১৯২১) এবং সরকারী চাকুরী ত্যাগ করিয়া দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করেন। এক সময় ইনি গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসব্রতও গ্রহণ করিয়াছিলেন। কুমিল্লার 'অভয় আশ্রম' তাঁহার জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি। জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে বহুবার কারারুদ্ধ ও নির্যাতিত। নিখিল ভারত জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম মন্ত্রিসভায় শ্রমসচিব ছিলেন। ১৯৪৮ সালে প্যারীতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনে ভারতীয় শ্রমিকগণের প্রতিনিধিরূপে যোগ দেন। প্রজাসোশ্যালিস্ট দলের পশ্চিমবঙ্গ শাখার সভাপতি। পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার বর্তমান সদস্য।

শ্রীহেমেন্দ্রকুমার রায়ঃ বিখ্যাত শিশু সাহিত্যিক। জন্ম—কলিকাতা ১৮৮৮ সালে। গল্প, কবিতা, উপন্যাস, নাটক ইত্যাদি বড়দের লেখায়ও সিদ্ধহস্ত। নানা শ্রেণীর গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় দেড় শতের উপর। উহার মধ্যে 'যাদের দেখেছি,' 'আলেয়ার আলো,' 'ঝড়ের যাত্রী,' 'পদ্মকাঁটা,' 'রসকলি,' 'মণিকাঞ্চন', 'মালাচন্দন,' উল্লেখযোগ্য। তাঁহার 'যখের ধন,' 'অদৃশ্য মানুষ,' 'পঞ্চনদীর তীরে,' 'হিমালয়ের ভয়ঙ্কর' এবং 'জয়ন্তের কীর্তি' বাংলা কিশোর সাহিত্যে নূতন ধারার প্রবর্তন করিয়াছে। তিনি 'রঙ্‌মশাল,' 'নাচঘর,' 'শিশির' প্রভৃতি কয়েকটি পত্র-পত্রিকার সম্পাদক এবং 'ভারতী', 'মর্মবাণী' প্রভৃতি বহু অধুনালুপ্ত সাময়িক পত্রের সহিতও যুক্ত ছিলেন।

শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষঃ প্রবীণ সাংবাদিক ও সাহিত্যিক। যশোহর জিলায় ১৮৭৬ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর জন্ম। লণ্ডনের ইনস্টিটিউট অব জার্ণালিজম-এর সদস্য। ১৯১৭ সালে সাংবাদিক প্রতিনিধিরূপে মেসোপোটে-মিয়ায় যান। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গিরিশচন্দ্র লেকচারার ও রামানন্দ লেকচারাররূপে বক্তৃতা দান করেন। ১৯১৮ সালে ভারতীয় সাংবাদিক প্রতিনিধিদলে বাংলা সংবাদপত্রের প্রতিনিধিরূপে ইউরোপে যান। 'দৈনিক বসুমতী', 'এ্যাডভান্স', 'মাতৃভূমি' প্রভৃতি সংবাদপত্রের ভূতপূর্ব সম্পাদক।

শ্রীহুমায়ুন কবিরঃ বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকারের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও সংস্কৃতি দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী। কবি ও সুসাহিত্যিক। 'চতুরঙ্গ' নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকার সম্পাদক। কলিকাতা ও অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এম-এ। জন্ম—১৯০৬ সালে ফরিদপুরে। কলিকাতা ও অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব অধ্যাপক। অখণ্ড বাংলার আইন পরিষদে 'কৃষক পার্টি'র নেতা ছিলেন। বিবাহ করেন শ্রীমতী শান্তি দাসকে। ভারতসরকারের শিক্ষা বিভাগের ভূতপূর্ব উপদেষ্টা ও সেক্রেটারী। ইংরাজী ও বাংলা বহু গ্রন্থের লেখক।

বিশিষ্ট ভারতীয়

শ্রীমতী অমৃত কাউর ঃ ভারত সরকারের ভূতপূর্ব স্বাস্থ্যমন্ত্রী; কাপুরতলার রাজা স্যার হরনাম সিং-এর একমাত্র কন্যা। জন্ম—১৮৮৯ সালে। দীর্ঘকাল সমাজসেবা করিয়া খ্যাতি অর্জন করিয়াছেন। ১৫ বৎসর কাল মহাত্মা গান্ধীর সেক্রেটারী ছিলেন। জাতীয় আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করায় কারাদণ্ড ভোগ করেন। ডরশেট্শায়ার ও লণ্ডনে শিক্ষালাভ; নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলনের সভানেত্রী (১৯৩১-৩৩ ও ১৯৩৮); জলন্ধর মিউনিসিপ্যালিটির সদস্যা (১৯৩৪-৩৬)। ১৯৪৫-এর নভেম্বরে লণ্ডনে ও ১৯৪৬ সালে প্যারিসে সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের শিক্ষা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানে ভারতের প্রতিনিধিরূপে যোগ দেন। টেনিস খেলায় বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। সেণ্ট জন্ ভারতীয় রেডক্রস্ সোসাইটির কার্যকরী সমিতির প্রাক্তন সদস্য। আন্তর্জাতিক রেডক্রস্ লীগের ভূতপূর্ব সহ-সভানেত্রী।

শ্রীঅশোক মেহ্‌তা ঃ ভারতীয় সমাজতন্ত্রী দলের প্রতিষ্ঠাতা-সদস্য ও সাধারণ সম্পাদক। জন্ম—অক্টোবর, ১৯১১; শিক্ষা—বোম্বাই উইলসন কলেজ। ১৯৪২ সালের 'ভারত ছাড়' আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ; বহুবার কারাবরণ; পার্টি-মুখপত্রের সম্পাদক। ১৯৫৭ সালের নির্বাচনে অপ্রত্যাশিতভাবে পরাজয় বরণ করেন; কিন্তু পরে মজঃফরপুর কেন্দ্র হইতে উপনির্বাচনে জয়ী হইয়া পুনরায় লোকসভার সদস্য হইয়াছেন। খাদ্য কমিশনের সভাপতি (১৯৫৭)।

শ্রী ইউ. এন. ডেবর ঃ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের বর্তমান সভাপতি। জন্ম—২১শে সেপ্টেম্বর, ১৯০৫, জামনগর রাজ্যে। ঐখানেই শিক্ষালাভ করেন। অতঃপর রাজকোর্টে আইনজীবীর কাজ করেন (১৯২৯); ১৯৩৬ সালে আইনব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগদান করেন। বহুবার কারাবরণ করিয়াছেন। বহুসংখ্যক দেশীয় রাজ্যের সমন্বয়ে 'সৌরাষ্ট্র' গঠিত হইবার পর উহার প্রথম মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন। সভাপতি—আবাদী কংগ্রেস (১৯৫৫), অমৃতসর কংগ্রেস (১৯৫৬), ইন্দোর কংগ্রেস (১৯৫৭) ও গৌহাটী কংগ্রেস (১৯৫৮)।

শ্রী এ. কে. গোপালন ঃ লোকসভার বর্তমান সদস্য ও সংসদে কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা। জন্ম—মালাবার প্রদেশে ১৯০৪ সালে; প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৯২৭); গান্ধী-আন্দোলনে যোগদান (১৯২৭); কারাদণ্ড (১৯৩০);

কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টিতে যোগদান (১৯৩৫); নিখিল ভারত কংগ্রেস পার্টির সদস্য (১৯৩৬-৩৯); ৭০০ মাইলব্যাপী দীর্ঘপথে ভুখামিছিল পরিচালনা (১৯৩৭)। ১৯৩৯ সালে কম্যুনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন ও ১৯৪১ সালে কারারুদ্ধ হন, কিন্তু জেল হইতে পলায়ন করেন। ১৯৪৬ সালে আত্মপ্রকাশ করিলে পুনরায় কারাদণ্ড (১৯৪৬-৫১)। কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় সংস্থার সদস্য।

শ্রীমতী কমলাদেবী (চট্টোপাধ্যায়)ঃ বিশিষ্ট সমাজতন্ত্রী নেত্রী। জন্ম—১৯০৩ সালে মাঙ্গালোরে। মাদ্রাজের সেণ্ট মেরিজ কলেজ, লণ্ডনের বেডফোর্ড কলেজ ও লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স-এ শিক্ষালাভ। পিতা মাদ্রাজ সিভিল সার্ভিসের উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন। বালবিধবা হইবার পরে সমাজের তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও সরোজিনী নাইডুর ভ্রাতা কবি হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়কে বিবাহ করেন; ১৫ বৎসর পরে বিবাহ বিচ্ছেদ হয়। ১৯৩৪ সালে সোশ্যালিস্ট পার্টির জন্ম হইতেই ইহার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট; নিখিল ভারত নারী সম্মেলনের সভানেত্রী (১৯৪৪-৪৬); কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিরও সদস্য ছিলেন; ১৯৪৮ সালে সোশ্যালিস্ট পার্টির নির্দেশে কংগ্রেস ত্যাগ করেন; ভারতীয় নারীদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম আইন সভার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। দেশের কাজের জন্য বহুবার কারাবরণ করিয়াছেন; বহু পুস্তিকার রচয়িত্রী। ভারত সরকারের 'পদ্মভূষণ' উপাধি লাভ (১৯৫৫)।

শ্রী কে. এস. কৃষ্ণণঃ বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক; রয়্যাল সোসাইটির ফেলো (১৯৪০)। ১৯২৩-২৮ সালে রমণের সহযোগী; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রীডার (১৯২৮); ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশনে 'মহেন্দ্রলাল সরকার অধ্যাপক' (১৯৩৩); স্যার সি. ভি. রমণের 'রমণ এফেক্ট' আবিষ্কারের দক্ষিণহস্তস্বরূপ, পদার্থ-বিজ্ঞানে বিভিন্ন শাখায় মৌলিক গবেষণার জন্য বিখ্যাত। ভারত সরকার কর্তৃক 'পদ্মবিভূষণ—২য় শ্রেণী' উপাধিতে ভূষিত (১৯৫৫)।

শ্রী কে. এম. মুন্সীঃ উত্তর প্রদেশের ভূতপূর্ব রাজ্যপাল; ১৮৮৭ সালে জন্ম। 'ইয়ং ইণ্ডিয়ার' যুগ্ম-সম্পাদক (১৯১৫)। বোম্বাই ব্যবস্থাপক সভার সদস্য (১৯২৭-৩০)। বোম্বাই প্রাদেশিক সরকারের কংগ্রেসী মন্ত্রী (১৯৩৭-৩৯)। অতঃপর কংগ্রেস ত্যাগ ও পুনরায় ১৯৪৫ সালে কংগ্রেসে যোগদান। গুজরাটী সাহিত্যের বিখ্যাত ঔপন্যাসিক। হায়দরাবাদ দেশীয় রাজ্য থাকাকালে তথায় ভারতসরকারের এজেন্ট ছিলেন (১৯৪৭-৪৮)। ভারত সরকারের ভূতপূর্ব খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী। ১৯৫৭ সালের সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া পরাজিত হইয়াছেন।

শ্রীকেবলম্ মাধব পাণিক্কর: বর্তমানে ফ্রান্সে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত। ইতিপূর্বে জাতীয় চীনে, কম্যুনিস্ট অধিকৃত চীনে ও মিশরে ভারতের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সদস্য ছিলেন। ১৮৯৫ সালে জন্ম। মাদ্রাজের অধিবাসী। প্রথমে মাদ্রাজ, পরে অক্সফোর্ড ও লণ্ডনে শিক্ষালাভ। দেশে ফিরিয়া আইন ব্যবসায় সুরু করেন। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের ভূতপূর্ব রীডার। কিছুদিন নরেন্দ্রমণ্ডলের চ্যান্সেলারের সেক্রেটারী ছিলেন। পরে পাতিয়ালার পররাষ্ট্র সচিব এবং বিকানীরের পররাষ্ট্র, রাজনীতি, শিক্ষা ও স্বাস্থ্য সচিব। ১৯৩২ সালের গোলটেবিল বৈঠকে ভারতীয় দেশীয় রাজ্যসমূহের প্রতিনিধিত্ব করেন। দিল্লীর 'হিন্দুস্থান-টাইমস' দৈনিকপত্রের ভূতপূর্ব সম্পাদক।

ডঃ কৈলাসনাথ কাট্জু: বর্তমানে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী (১৯৫৭ হইতে) ভারতের প্রাক্তন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। পশ্চিমবঙ্গের ভূতপূর্ব গভর্ণর (১৯৪৮-৫১)। জন্ম—১৭ই জুন, ১৮৮৭। লাহোর ও এলাহাবাদে শিক্ষালাভ। ১৯০৮-১৪ সালে কানপুরে আইনব্যবসায়ে ব্যাপৃত; ১৯১৪ সালে এলাহাবাদ হাইকোর্টে যোগদান; এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের এল্-এল্-ডি (১৯১৯); এলাহাবাদ মিউনিসিপ্যাল বোর্ডের সভাপতি (১৯৩৩-৩৭); প্রয়াগ মহিলা বিদ্যাপীঠের সম্পাদক (১৯১৮-৪৬); কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মপরিষদ ও ভারতীয় গণপরিষদের সদস্য (১৯৪৬-৪৭)। ১৯৩৭-৩৯ সালে ও ১৯৪৬-এর এপ্রিল হইতে ১৯৪৭-এর আগস্ট মাস পর্যন্ত উত্তরপ্রদেশ গভর্ণমেণ্টের বিচার, শিল্প ও উন্নয়ন বিভাগের মন্ত্রী। আইন অমান্য আন্দোলন উপলক্ষে ১৯৪০ সালের নভেম্বর মাসে ১৮ মাসের জন্য কারারুদ্ধ; ১৯৪২-এর আগস্ট হইতে ১৯৪৬-এর এপ্রিল পর্যন্ত ভারতরক্ষা বিধানে বন্দী। কয়েকখানি গ্রন্থের রচয়িতা।

শ্রীগগনবিহারীলাল মেটা: এম-এ; বর্তমানে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত। জন্ম—১৫ই এপ্রিল, ১৯০০। বোম্বাই ও লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স-এ শিক্ষালাভ; 'বোম্বে ক্রনিকল' দৈনিক পত্রের সহকারী সম্পাদক (১৯২৩-২৫); সিন্ধিয়া ষ্টীম নেভিগেশন কোং-এর কলিকাতা শাখার ম্যানেজার (১৯২৮-৪৭); ফেডারেশন অব্ ইণ্ডিয়ান চেম্বার্স অব্ কমার্স-এর সভাপতি (১৯৪২-৪৩) ভারতীয় গণপরিষদের সদস্য (১৯৪৭); কলিকাতা বন্দরের প্রাক্তন কমিশনার; ভারতীয় শুল্ক কমিশনের সভাপতি (১৯৫২); পরিকল্পনা কমিশনের সদস্য (১৯৫০-৫২)

শ্রীগুলজারিলাল নন্দ: ভারত সরকারের শ্রম, নিয়োগ ও পরিকল্পনা

মন্ত্রী। শ্রীনেহরুর বিশ্বস্ত সহকর্মী; ভারতের পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার অন্যতম প্রধান উদ্যোক্তা; শিক্ষা—লাহোর, আগ্রা ও এলাহাবাদে; আহমেদাবাদ সুতাকল শ্রমিকদের নেতা ও শ্রমিক এসোসিয়শনের সম্পাদক (১৯২২-৪৬); বোম্বাই-এর প্রথম কংগ্রেস সরকারের শ্রম দপ্তরের পার্লামেণ্টারী সেক্রেটারী (১৯৩৭-৩৯); বোম্বাই-এর শ্রমমন্ত্রী (১৯৪৭-৫১)।

পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থঃ ভারতের বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। জন্ম—১৮৮৭ সালে। শিক্ষা—আলমোড়া ও এলাহাবাদে। ১৯০৯ সালে হাইকোর্টের এ্যাড্‌ভোকেট হন। ১৯২৩ সালে যুক্তপ্রদেশ আইন সভার সদস্য ও স্বরাজ্য পার্টির নেতা নির্বাচিত হন। ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলন ও ১৯৩০ সালে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে বিশেষ অংশ গ্রহণ। একাধিকবার কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য, ১৯৩৫। নিঃ ভাঃ কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী বোর্ডের প্রাক্তন সাধারণ-সম্পাদক। ভারত রক্ষা আইনে কারাবাস (আগস্ট, ১৯৪২); স্বাস্থ্যের কারণে ১৯৪৫ সালে মুক্তি। যুক্তপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী—১৯৩৭-৩৯ এবং পুনরায় ১৯৪৬ সাল হইতে ১৯৫৪ পর্যন্ত (কেন্দ্রে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করা পর্যন্ত) উক্ত পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

শ্রীঘনশ্যামদাস বিড়লাঃ ভারতের অন্যতম প্রধান শিল্পপতি। জয়পুরে ১৮৯৪ সালে জন্ম। বহু শিল্প-প্রতিষ্ঠানের স্থাপয়িতা। কেন্দ্রীয় পরিষদের ভূতপূর্ব সদস্য। ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি (১৯৪২); রয়্যাল লেবার কমিশনের সদস্য এবং জেনেভায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক শ্রমিক সম্মেলনের সদস্য (১৯২৭)।

স্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রমণঃ নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বৈজ্ঞানিক। জন্ম—১৮৮৮ সাল। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত। ভারত সরকারের ফাইনান্স বিভাগে চাকুরি গ্রহণ (১৯০৭); ১৯১৭ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞানের পালিত অধ্যাপক নিযুক্ত; বিখ্যাত 'রমণ এফেক্ট' আবিষ্কার (১৯২৮); ১৯৩০ সালে পদার্থ বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন এবং রয়্যাল সোসাইটি অব লণ্ডনের ফেলো মনোনীত হন; আমেরিকার ফ্রাঙ্কলিন পদক লাভ (১৯৪১)। ভারতের সর্বোচ্চ সম্মান 'ভারতরত্ন' উপাধিতে ভূষিত (১৯৫৪) রাশিয়ার লেলিন পুরস্কার লাভ (১৯৫৭)।

স্যার চিন্তামন দেশমুখঃ ভারতের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী; রাজ্য পুনর্গঠন ব্যাপারে ভারত সরকারের সহিত মতানৈক্য হওয়ায় ১৯৫৬ সালে পদত্যাগ,

করেন। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রাক্তন গভর্ণর (১৯৪২-৪৯)। বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ। ১৮৯৬ সালের ১৪ই জানুয়ারী জন্ম। বোম্বাই ও কেম্ব্রিজে শিক্ষালাভ। ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসে যোগদান (১৯১৯)। ১৯৩১ সালে গোলটেবিল বৈঠকের অন্যতম সেক্রেটারী। ভারত সরকারের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও ভূমি বিভাগের ভূতপূর্ব জয়েণ্ট সেক্রেটারী। ১৯৫০ সালে লণ্ডনে কমনওয়েলথ সম্মেলনে যোগদান এবং আন্তর্জাতিক ধনভাণ্ডারের অন্যতম গভর্ণররূপে প্যারী অধিবেশনে যোগদান। বর্তমানে ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত 'বিশ্ববিদ্যালয় অর্থ-মঞ্জুরী কমিশনে'র চেয়ারম্যান।

শ্রীজওহরলাল নেহরু ঃ ভারতের প্রধানমন্ত্রী ; ১৮৮৯ সালের ১৪ই নভেম্বর জন্ম। হ্যারো, কেম্ব্রিজ ও লণ্ডনে শিক্ষালাভ—এম-এ, বার-এ্যাট্-ল, ডি-এস-সি। শিক্ষালাভের পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া আইন-ব্যবসায়ে পিতা স্বর্গত পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর সহকারীরূপে এলাহাবাদ হাইকোর্টে যোগদান করেন, কিন্তু স্বল্পকালের মধ্যেই জাতীয় আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া আইন-ব্যবসায় ত্যাগ করেন। ১৯১৬ সালে কমলা দেবীকে বিবাহ করেন। এ পর্যন্ত মোট সাতবার কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। ১৯২৯ সালে লাহোর কংগ্রেসে ইঁহারই সভাপতিত্বে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়। স্বাধীন ভারতে যে 'পরিকল্পনা কমিশন' গঠিত হইয়াছে, শ্রীনেহরু তাহার চেয়ারম্যান। কংগ্রেসের বৈদেশিক বিভাগ ইঁহারই সৃষ্টি। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ইঁহার ঘৃণা অপরিসীম। বিজ্ঞান বিষয়ে ইঁহার জ্ঞান খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকগণ কর্তৃক স্বীকৃত। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের সভাপতি (১৯৪৩ ও ১৯৪৭)। ১৯৪৭ সালে মার্চ মাসে নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তঃএশিয়া সম্মেলনের ইনিই ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা। দিল্লীর লালকেল্লায় আজাদ হিন্দ বাহিনীর বন্দীদের যে বিচার হয়, ইনি তাহাতে বন্দীদের পক্ষে অন্যতম ব্যারিস্টার হিসাবে কার্য করেন। ইঁহার রচনাবলীর মধ্যে 'গ্লিমসেস অব ওয়ার্ল্ড হিষ্ট্রি', 'আত্ম জীবনী', 'ডিসকভারি অব ইণ্ডিয়া' প্রভৃতি পুস্তক বিশ্ব-বিখ্যাত। ১৯৪৬ সালের ২রা সেপ্টেম্বর ভারতে যে অন্তবর্তী সরকার গঠিত হয়, ইনি তাহার ভাইস-চেয়ারম্যান ছিলেন। আমেরিকা ভ্রমণ (১৯৪৯ ও ১৯৫৬) চীন ভ্রমণ (১৯৫৪), রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপে বহু কম্যুনিস্টপন্থী দেশ ভ্রমণ (১৯৫৫)। রাশিয়া সফর অন্তে দেশে প্রত্যাবর্তন করিলে রাষ্ট্রপতি তাঁহাকে ভারতের সর্বোচ্চ সম্মান 'ভারতরত্ন' উপাধিতে ভূষিত করেন (১৯৫৫)। কেন্দ্রীয় সাহিত্য আকাদমীর সভাপতি।

ডঃ জন মাথাই ঃ ডি. এস-সি (লণ্ডন); বিশিষ্ট অর্থনীতিক।

জন্ম ১৮৮৬, ১০ই জানুয়ারী ; মাদ্রাজ, লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স ও অক্সফোর্ডে শিক্ষাপ্রাপ্ত। মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার সদস্য (১৯২২-২৫); ভারতীয় শুল্কবোর্ডের সদস্য (১৯২৫-৩১) এবং উক্ত বোর্ডের সভাপতি (১৯৩১-৩৫); বাণিজ্যিক তথ্য ও পরিসংখ্যান বিভাগের ডিরেক্টর জেনারেল (১৯৩৫-৪০); টাটা কোম্পানীতে যোগদান (১৯৪০) ও উক্ত কোম্পানীর ডিরেক্টর নির্বাচিত (১৯৪৪); ভারতের শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী (১৯৪৬-৪৭), রেলওয়ে ও পরিবহনমন্ত্রী (১৯৪৭-৪৮) ও অতঃপর অর্থমন্ত্রী (১৯৪৯-৫০); শ্রীনেহরুর সহিত মতানৈক্যের দরুণ মন্ত্রিত্ব ত্যাগ ও টাটা কোম্পানীতে পুনঃ যোগদান (১৯৫০); কর অনুসন্ধান কমিটির সভাপতি। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভাইস চ্যান্সেলার (১৯৫৫ হইতে)। স্টেট্ ব্যাঙ্কের ভূতপূর্ব চেয়ারম্যান (১৯৫৫)।

শ্রীজয়পাল সিং ঃ ছোটনাগপুরের আদিবাসী জননেতা; ভারতীয় সংসদের সদস্য; আদিবাসী মহাসভার সভাপতি। জন্ম—৩রা জানুয়ারী, ১৯০৩। ভারত ও অক্সফোর্ডে শিক্ষালাভ। হকিতে অক্সফোর্ড ব্লু। ভারতীয় অলিম্পিক হকি টীমের ক্যাপ্টেন ছিলেন (১৯২৮)। গোলকোস্টের আকি-মোটা কলেজের কমার্শিয়াল মাস্টার (১৯৩৩-৩৬), রায়পুর রাজকুমার কলেজের হেডমাস্টার ও অস্থায়ী ভাইস-প্রিন্সিপাল (১৯৩৬-৩৭); বিকানীর স্টেটের মন্ত্রী (১৯৩৭-৩৯)

শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ ঃ ভারতীয় সমাজতন্ত্রী দলের প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক ও বিশিষ্ট শ্রমিকনেতা। ১৯০৩ সালে বিহারে একটি সম্পন্ন কৃষক পরিবারে জন্ম। মেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তি পাইয়াছিলেন; অসহযোগ আন্দোলনের সময় লেখাপড়া ও বৃত্তি ত্যাগ করেন; ১৯২২ সালে নিঃসম্বল অবস্থায় উচ্চশিক্ষা লাভের জন্য আমেরিকায় যান; সেইখানে কায়িক শ্রমের দ্বারা অর্থোপার্জন করিয়া আইওয়া, উইসকন্‌সিন প্রভৃতি ৫টি মার্কিণ বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত বিদ্যাশিক্ষা করেন; ভারতে ফিরিয়া আসিলে কংগ্রেসের শ্রম-গবেষণা বিভাগের ভার পান এবং ১৯৩১-৩২ সালে কংগ্রেসের অস্থায়ী সাধারণ সম্পাদক হন; ১৯৩৪ সালে আচার্য নরেন্দ্র দেবের সহযোগিতায় সোস্যালিস্ট পার্টির পত্তন করেন; বহুবার কারাদণ্ড ভোগ করিয়াছেন; ১৯৪২ সালের আগস্ট আন্দোলন আরম্ভ হইলে নভেম্বর মাসে জেল হইতে পলায়ন করেন ও ছদ্মবেশে ভারতের সর্বত্র ঘুরিয়া আন্দোলন পরিচালনা করেন; কংগ্রেস হইতে সোস্যালিস্ট দল বাহির হইয়া আসার পূর্বে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য মনোনীত হইয়াছিলেন; নিখিল ভারত রেলওয়েমেন্‌স্

ফেডারেশনের প্রাক্তন সভাপতি। ভূদানযজ্ঞে অন্যতম নেতারূপে 'জীবনদান' করিয়াছেন।

শ্রীজগজীবন রাম: ভারতের বর্তমান রেলওয়ে-মন্ত্রী। জন্ম—১৯০৮ সালের এপ্রিল মাসে। শিক্ষা—বনারস ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বি. এস-সি। বিহার হরিজন সেবক সঙ্ঘের সম্পাদক (১৯৩৮); নিখিল ভারত অনুন্নত শ্রেণী লীগ-এর প্রাক্তন সম্পাদক ও পরে ১৯৩৬-৪৬ পর্যন্ত উহার সভাপতি। বিহার কংগ্রেস সরকারের অন্যতম মন্ত্রী (১৯৪৬); ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় শ্রম-মন্ত্রী (১৯৪৬-৫২) ও যোগাযোগ-মন্ত্রী (১৯৫২-১৯৫৬)। আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংস্থার ১৯৪৭ সালের অধিবেশনে ভারতের প্রতিনিধি।

ডঃ জাকির হোসেন: বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্; জন্ম—১৮৯৯ সালে। শিক্ষা—আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয় ও বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়। গান্ধীজীর 'ওয়ার্ধা শিক্ষা পরিকল্পনা' রূপায়ণে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন। দিল্লীর জামিয়া মিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয় ও আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ভাইস্-চ্যান্সেলার। ভারতীয় প্রেস কমিশনের সদস্য ছিলেন। ভারত সরকারের 'পদ্মবিভূষণ—১ম শ্রেণী' উপাধি লাভ (১৯৫৪)। বর্তমানে বিহারের রাজ্যপাল।

(আচার্য) জীবৎরাম ভগবানদাস কৃপালনী: কৃষক-প্রজা পার্টির নেতা; ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ১৯৪৭ সালের পদত্যাগকারী সভাপতি। ১৮৮৯ সালে জন্ম। ইতিহাস ও অর্থনীতিতে এম-এ পাস করিয়া ১৯১২ সালে বিহারে অধ্যাপনার কার্যে যোগদান করেন। ১৯১৭ সালে মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে চম্পারণ সত্যাগ্রহে যোগ দেন। ১৯১৮ সালে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যের একান্ত সচিব ও ১৯১৯ সালে কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। ১৯২০ সালে অধ্যাপনার কার্য ত্যাগ করিরা খাদি ও পল্লী উন্নয়ন কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। ১৯২২ হইতে ১৯২৭ সাল পর্যন্ত গুজরাট বিদ্যা-পীঠের অধ্যক্ষ। প্রায় ১২ বৎসরকাল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। কংগ্রেসের বিভিন্ন আন্দোলনে যোগদান করিয়া বহুবার কারাবরণ করেন। ১৯৩৭ সালে ডাঃ সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের কন্যা শ্রীমতী সুচেতা মজুমদারকে বিবাহ করেন। ১৯৫০ সালে কংগ্রেস-এর সভাপতি নির্বাচনে শ্রীপুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডনের সঙ্গে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়া পরাজিত। কংগ্রেসের অভ্যন্তরে ডেমোক্রাটিক ফ্রন্ট নামে একটি নূতন দল গঠন (১৯৫০); অতঃপর কংগ্রেস ত্যাগ (১৯৫১) ও কৃষক-মজদুর প্রজা পার্টি নামক স্বতন্ত্র দল গঠন। লোকসভার বর্তমান সদস্য।

শ্রীনবকৃষ্ণ চৌধুরী ঃ উড়িষ্যার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। জন্ম—১৯০১ সালে। কটকের র‍্যাভনশ কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত। ১৯২১ সালে গান্ধীজীর আহ্বানে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন। অতঃপর ১৯২৩-২৪ সালে গান্ধীজীর সবরমতী আশ্রমের গঠনকর্মে নিরত থাকেন। অধুনালুপ্ত কংগ্রেস সমাজতন্ত্রী দলের উড়িষ্যা শাখার প্রতিষ্ঠাতা (১৯৩৪)। উড়িষ্যার দেশীয় রাজ্যের প্রজা আন্দোলনের প্রখ্যাত নেতা। ১৯৪২ সালে কারারুদ্ধ। উড়িষ্যা প্রাদেশিক কংগ্রেসের প্রাক্তন সম্পাদক।

ডঃ পট্টভি সীতারামিয়া ঃ মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন রাজ্যপাল। ১৮৮০ সালের ২৪শে নবেম্বর জন্ম। মাদ্রাজ মেডিক্যাল কলেজের এম-বি। ১৯০৬-১৬ সাল পর্যন্ত চিকিৎসা ব্যবসায়ে লিপ্ত; অতঃপর ব্যবসায় ত্যাগ ও রাজনীতিতে যোগদান। দীর্ঘকাল নিখিল ভারত রাষ্ট্রীয় সমিতির ও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য ছিলেন। ১৯৪৮ সালে কংগ্রেসের জয়পুর অধিবেশনের সভাপতি। বহু ব্যাঙ্ক ও ইন্‌সিওরেন্স কোম্পানীর প্রতিষ্ঠাতা। তেলেগু দৈনিক পত্রিকা 'জন্মভূমি' এবং 'শুভদয় পাব্লিকেশন'-এর ডিরেক্টর বোর্ডের প্রাক্তন চেয়ারম্যান। দেশীয়-রাজ্য কংগ্রেসের ভূতপূর্ব সভাপতি; 'কংগ্রেসের ইতিহাস' নামক দুই খণ্ড বিরাট গ্রন্থের প্রণেতা। কংগ্রেসের বিভিন্ন আন্দোলনে বহুবার কারাবরণ করেন।

শ্রীপুরুষোত্তমদাস ট্যাণ্ডন ঃ প্রখ্যাত নেতা ও ভূতপূর্ব কংগ্রেস সভাপতি। ১৯২১ সালে আইন-ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। যুক্তপ্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি, ১৯২৩ সাল; লাহোরে পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী ও জেনারেল ম্যানেজাররূপে কিছুদিন কাজ করিয়াছিলেন; ১৯২৯ সালে লালা লাজপত রায় প্রতিষ্ঠিত সার্ভেন্টস্ অব পিপল সোসাইটিতে সভাপতিরূপে যোগ দেন; কয়েক বৎসর এলাহাবাদ মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন; বহুদিন যুক্তপ্রদেশ আইন সভার স্পীকার ছিলেন; দেশের কাজে কয়েকবার কারাবরণ করেন। হিন্দী সাহিত্যে গভীর অনুরাগী। ১৯৫০ সালে নির্বাচন-দ্বন্দ্বে জয়ী হইয়া নিখিল ভারত কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত। কিন্তু ওয়ার্কিং কমিটি পুনর্গঠন সম্পর্কে এক সঙ্কটের সৃষ্টি হওয়ায় ১৯৫১ সালের সেপ্টেম্বরে পদত্যাগ করেন। লোকসভার প্রাক্তন সদস্য।

বক্সি গোলাম মহম্মদ ঃ জম্মু ও কাশ্মীরের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী; জন্ম—১৯০৭ সাল। গ্রাম্য বিদ্যালয়ে সাধারণ শিক্ষকরূপে জীবন আরম্ভ। কাশ্মীর

জাতীয় সম্মেলনের সূত্রপাত হইতেই উহার সহিত সংশ্লিষ্ট; একাধিকবার ধৃত ও কারাদণ্ড ভোগ। সেখ মহম্মদ আবদুল্লা পরিচালিত মন্ত্রিসভার ডেপুটি প্রধানমন্ত্রী (১৯৪৮-৫৩)।

শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ঃ বর্তমানে লণ্ডনে ভারতীয় হাইকমিশনার ও স্পেনে রাষ্ট্রদূত। রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রাক্তন সভাপতি (১৯৫৩-৫৪); অন্য কোন মহিলা এ পর্যন্ত এই সম্মানলাভ করেন নাই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ায় ভারতের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রদূত। ১৯০০ সালে জন্ম। স্বর্গত পণ্ডিত মতিলাল নেহরুর কন্যা ও শ্রীজওহরলাল নেহরুর ভগ্নী। গৃহশিক্ষক ও গভর্নেসদের নিকট শিক্ষালাভ করেন; ১৯৩৭ সালে যুক্তপ্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন ও জনস্বাস্থ্য বিভাগের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন। ইনি ভারতের সর্বপ্রথম মহিলা মন্ত্রী। পুনরায় ১৯৪৭ সালে যুক্তপ্রদেশের মন্ত্রী হন। ১৯৪০-৪১ সালে অখিল ভারত স্ত্রী-মহামণ্ডলের সভানেত্রী। রাশিয়ায় রাষ্ট্রদূতের পদ ত্যাগ করিয়া ১৯৫৩ সালে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন; লোকসভার সদস্যা নির্বাচিত (১৯৫১)। চীনে প্রেরিত ভারতীয় সাংস্কৃতিক মিশনের নেত্রী (১৯৫২)।

শ্রীবিনায়ক দামোদর সাভারকর ঃ বার-এ্যাট-ল; কবি, নাট্যকার ও ঐতিহাসিক। নিখিল ভারত হিন্দু মহাসভার ভূতপূর্ব সভাপতি (১৯৩৭-৪৩)। জন্ম—১৮৮৩ সালে। পুনা ও লণ্ডনে শিক্ষালাভ করেন। রাজনৈতিক অপরাধে ১৪ বৎসর নির্বাসন দণ্ডভোগ করেন এবং পরে অন্তরীণ হইয়াছিলেন; ১৯৩৭ সালে মুক্তি পান এবং তদবধি হিন্দু মহাসভা-রাজনীতির পুরোভাগে ছিলেন। হিন্দু মহাসভার নিম্নোক্ত বার্ষিক অধিবেশনগুলি তাঁহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছে ঃ আহমেদাবাদ, ১৯৩৭; নাগপুর, ১৯৩৮; কলিকাতা, ১৯৩৯; মাদুরা, ১৯৪০; ভাগলপুর, ১৯৪১ এবং কানপুর, ১৯৪২। নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয় হইতে 'ডক্টর অব্ ল' উপাধি লাভ। গান্ধীহত্যার পর গ্রেপ্তার হন; প্রায় এক বৎসর পরে বেকসুর মুক্তি পাইয়াছেন। একাধিক ঐতিহাসিক গ্রন্থ প্রণেতা। ১৯৫০ সালে পুনরায় গ্রেপ্তার ও বিনাবিচারে আটক। পরে বোম্বাই হাইকোর্টের আদেশে মুক্তিলাভ; মুক্তির পরে হিন্দু মহাসভার সহিত সম্পর্ক ত্যাগ।

(আচার্য) বিনোবা ভাবে ঃ জন্ম—১১ই সেপ্টেম্বর, ১৮৯৫, মহারাষ্ট্রের কোলাবা জেলার গাগোদ গ্রামে। শৈশব হইতেই মায়ের প্রভাবে ধর্মভাবাপন্ন হন। পিতার কর্মস্থল বরোদায় শিক্ষালাভ। কলেজে পাঠকালীন গভীর অধ্যয়নশীলতা, প্রখর বুদ্ধি ও অঙ্কশাস্ত্রে অসাধারণ কুশলতার জন্য সমাদৃত।

কলেজের পরীক্ষার পূর্বমুহূর্তে 'ব্রহ্মে'র সন্ধানে বাহির হইয়া পড়েন এবং কাশীতে গান্ধীজীর সংযোগে আসেন। অতঃপর গান্ধীজীর আশ্রমের কার্যে আত্মনিয়োগ করেন। সত্যকে জীবনের অন্যতম ব্রত করিয়াছিলেন, চরকা কাটায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ১৯৫২ সালের এপ্রিল মাসে হায়দরাবাদের তেলেঙ্গনা অঞ্চলে "ভূদান যজ্ঞ" আন্দোলন শুরু করেন। ঐ উদ্দেশ্যে পদব্রজে সারাভারত পরিভ্রমণ করেন। বহুভাষাবিদ্ ও হিন্দুশাস্ত্রে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য।

শ্রীবিষ্ণুরাম মেধীঃ আসামের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী ; বর্তমানে মাদ্রাজের রাজ্যপাল। আসামের হাজো গ্রামে ১৮৯০ সালে জন্ম ; শিক্ষালাভ—কলিকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ ও ল কলেজ ; এম-এস্‌সি, বি-এল ; কলিকাতা হাইকোর্টের এ্যাড্‌ভোকেট ১৯৩১ ; অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেওয়ায় বৎসরাধিককাল কারারুদ্ধ ; লাহোর কংগ্রেসের পর সর্বসম্মতিক্রমে আসাম প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত ; ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত নিরবচ্ছিন্নভাবে এই পদেই অধিষ্ঠিত ছিলেন ; ১৯৪০ সালে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ ও ১৯৪২ সালে আগস্ট আন্দোলন উপলক্ষে কারারুদ্ধ ; আসামের লৌহমানবরূপে প্রখ্যাত ; আসামের পূর্ববর্তী বরদলুই মন্ত্রিসভায় অর্থ, রাজস্ব ও আইন বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন (১৯৪৬-৫০)।

শ্রী ভি. কে. কৃষ্ণ মেননঃ বর্তমানে ভারত সরকারের দেশরক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী। লণ্ডনে ভূতপূর্ব ভারতীয় হাই কমিশনার (১৯৪৭-৫২); জন্ম—১৮৯৭ সালের মে মাসে ; শিক্ষা—মাদ্রাজে ও লণ্ডনে। দীর্ঘকাল লণ্ডনে ব্যারিস্টারী করেন। 'পেলিকান' পুস্তকমালার প্রথম সম্পাদক ; বিখ্যাত লেখক ও সাংবাদিক ; লণ্ডনে সেণ্ট প্যান্‌ক্রাস্‌-এর কাউন্সিলর ; লণ্ডনে ইণ্ডিয়া লীগের সেক্রেটারী (১৯২৯-৪৭) ; পরে উহার প্রেসিডেণ্ট হইয়াছিলেন ; জাতিসঙ্ঘে ভারতীয় প্রতিনিধি (১৯৪৬) ; ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রসঙ্ঘ পরিষদে তাঁহার কোরিয়া শান্তি প্রস্তাব বিশ্বের প্রশংসা অর্জন করে। ভারতসরকার কর্তৃক 'পদ্মবিভূষণ—১ম শ্রেণী' উপাধিতে ভূষিত (১৯৫৪)। ১৯৫৭ সালে সিকিউরিটি কাউন্সিলে কাশ্মীর সমস্যা সম্পর্কে এক নাগাড়ে সাড়ে দশঘণ্টা বক্তৃতা করিয়া রেকর্ড সৃষ্টি করেন।

মহম্মদ আলি করিম চাগলাঃ বি-এ (অক্সন) ; বর্তমানে বোম্বাই হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ; জন্ম—১৯০০ সালে ৩০শে সেপ্টেম্বর ; ইনার টেম্পল হইতে ব্যারিস্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ (১৯২২) ; বোম্বাই সরকারী আইন কলেজের অধ্যাপক (১৯২৭-৩০) ; বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার (১৯৪৭) ; জাতিপুঞ্জে ভারত সরকারের প্রতিনিধি (১৯৪৭) ; বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি (১৯৪১-৪৭)। জীবনবীমা করপোরেশনের

অর্থলগ্নী ব্যাপারে তদন্ত করার জন্য যে কমিশন গঠিত হইয়াছিল, ইনি তাহার সভাপতি হন (১৯৫৮)।

ডঃ এম. আর. জয়াকর : বিশিষ্ট আইনবিদ্ ও উদারনৈতিক রাজনৈতিক নেতা। শিক্ষা—বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়। বোম্বাই আইন সভার সদস্য (১৯২৩); কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য (১৯২৬-৩০), উক্ত সভায় স্বরাজ্য দলের নেতা ছিলেন। গোলটেবিল বৈঠকের অন্যতম সদস্য। ফেডারেল কোর্টের বিচারক (১৯৩৭) ; অক্সফোর্ডের এল-এল-ডি উপাধি লাভ (১৯৩৮) ; প্রিভি কাউন্সিলের বিচার বিভাগীয় কমিটির প্রাক্তন সদস্য ; পুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব ভাইস-চ্যান্সেলার।

ডাঃ মুলুকরাজ আনন্দ : জন্ম—১২ই ডিসেম্বর, ১৯০৩, পেশোয়ারে। পাঞ্জাব, লণ্ডন ও কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ। লণ্ডন কাউন্টি কাউন্সিলে সাহিত্য দর্শনের অধ্যাপনা করেন। একাধিক সাময়িক পত্রের সম্পাদক ; সমালোচক ও কৃতবিদ্য লেখক। বৃটিশ মন্ত্রিসভার তথ্য বিভাগের সঙ্গে যুক্ত থাকিয়া সিনেমার গল্পও রচনা করিয়াছেন। 'Coollie', 'Untouchable', 'Two leaves and a Bud' তাঁহার উপন্যাসগুলির মধ্যে প্রসিদ্ধ এবং বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত।

শ্রীমোরারজি রণছোড়জি দেশাই : বর্তমানে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ও পরিকল্পনা কমিশনের অন্যতম সদস্য। পূর্বে বোম্বাই-এর (১৯৫৬ পর্যন্ত) মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। জন্ম—১৮৯৬ সালে। শিক্ষা—বুলশার উইলসন্ কলেজ বোম্বাই ; ভারতীয় রক্ষাফৌজে ভাইসরয়ের কমিশনপ্রাপ্ত (১৯১৭-১৯); বোম্বাই সিভিল সার্ভিসে যোগদান। ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলনের সময় সরকারী চাকুরী ত্যাগ। বহুবার কারাবরণ ; গুজরাট কংগ্রেস কমিটির সেক্রেটারী (১৯৩১-৩৭) ; নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সদস্য, ১৯৩৯ হইতে ; বোম্বাই আইনসভার সদস্য (১৯৩৭); বোম্বাই সরকারের রাজস্ব-মন্ত্রী (১৯৩৭-৩৯); স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী (১৯৪৬-৪৯) এবং অতঃপর মুখ্যমন্ত্রী।

ডঃ মোহন সিং মেটা : পাকিস্তানে প্রাক্তন ভারতীয় হাই কমিশনার ; ইংল্যাণ্ডে ভারতের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রদূত। জন্ম—১৮৯৫-এর ২৩শে এপ্রিল ; শিক্ষালাভ —আজমীঢ়, আগ্রা, এলাহাবাদ এবং লণ্ডন স্কুল অব্ ইকনমিক্স এণ্ড পলিটিক্যাল সায়েন্স-এ এম-এ, এল-এল-বি (এলাহাবাদ); পি-এইচ-ডি (লণ্ডন), বার-এ্যাট-ল (মিড্ল টেম্পল)। আগ্রা কলেজের অর্থনীতি শাস্ত্রের অধ্যাপক, (১৯১৮-১৯) ও আজমীঢ় গভর্ণমেণ্ট কলেজ, (১৯১৯-২০); ১৯২২ সালে জেলা

ম্যাজিস্ট্রেটরূপে মেবার স্টেট সার্ভিসে যোগদান; বাঁশবারা স্টেটের দেওয়ান, ১৯৩৭-৪০; বাঁশবারা স্টেটের প্রধানমন্ত্রী, ১৯৪৪-৪৭; ভারতীয় গণপরিষদে মেবার স্টেটের প্রতিনিধি ছিলেন।

শ্রীচক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী ঃ ভারতের প্রথম ভারতীয় গভর্ণর জেনারেল (১৯৪৮-৫০)। ১৯৫০ সালের মে মাসে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীরূপে পুনরায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় যোগদান। সম্পূর্ণ অবসর জীবন যাপনের উদ্দেশ্যে ১৯৫১ সালে উক্ত পদ ত্যাগ করেন, কিন্তু ১৯৫২ সালের সাধারণ নির্বাচনের পরে পুনরায় বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হইয়া মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রিত্ব গ্রহণ; ১৯৫৪ সালে পুনরায় পদত্যাগ। ইতিপূর্বে ১৯৩৭-৩৮ সালেও মাদ্রাজের মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল (১৯৪৭-৪৮)। জন্ম—১৮৭৯ সাল। ১৯০০ সালে আইন ব্যবসায় সুরু। ১৯১৯ সালে সত্যাগ্রহ এবং ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। গান্ধীজীর কারবাসকালে 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'র সম্পাদক। ১৯২১-২২ সালে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক। বহুবার কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য। ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার ও এক বৎসরের জন্য কারাদণ্ড (১৯৪০)। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ভারতের সর্বোচ্চ সম্মান, 'ভারতরত্ন' উপাধিতে ভূষিত (১৯৫৪)। কেন্দ্রীয় সরকারের 'রাষ্ট্রভাষা' নীতির বিরোধী।

ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ঃ ভারত রাষ্ট্রের প্রথম রাষ্ট্রপতি; ১৮৮৪ সালে জন্ম। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ। প্রথমে কলিকাতা ও পরে পাটনা হাইকোর্টে আইন ব্যবসায় করেন। চম্পারণ সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলনে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন। দুইবার কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হন এবং ১৯৪৭ সালে আচার্য কৃপালনী কংগ্রেস সভাপতির পদ ত্যাগ করিলে ইনি পুনরায় কার্যভার গ্রহণ করেন। বহুবার কারাবরণ করেন। 'ইণ্ডিয়া ডিভাইডেড' তাঁহার লিখিত একখানি পাণ্ডিত্যপূর্ণ গ্রন্থ। ভারতের ভূতপূর্ব খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রী। ভারতীয় গণপরিষদের সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন। ১৯৫০ সালে ভারতের রাষ্ট্রপতির পদে অভিষিক্ত হন; পুনরায় ১৯৫২ ও ১৯৫৭ সালে উক্ত পদে নির্বাচিত হইয়াছেন।

•শ্রী এল. এন. বিড়লা ঃ ভারতের বিখ্যাত শিল্পপতি শ্রী জি. ডি. বিড়লার পুত্র; জন্ম—১৯০৯ সালে; শিক্ষা—ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে (১৯২৫-২৭); বিবাহ ১৯২৭; ২ কন্যা ও ১ পুত্র বর্তমান। বহু কাপড়ের কল ও চট কলের পরিচালক; বিড়লা ব্রাদার্স লিঃ-এর ম্যানেজিং ডাইরেক্টর। ফেডারেশন অব

ইণ্ডিয়ান চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডাস্ট্রিজ-এর কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য; পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্রশিল্প উন্নয়ন বোর্ডের সভাপতি; রাজস্থান চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি (১৯৫৫)।

শ্রীশ্রীকৃষ্ণ সিংহ: বিহারের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী। জন্ম—২১শে অক্টোবর ১৮৮৮; পাটনা কলেজে শিক্ষালাভ। বিহার ও উড়িষ্যা কাউন্সিলে স্বরাজ্য-দলের নেতা নির্বাচিত (১৯২৭); কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের ভূতপূর্ব কংগ্রেসী সদস্য; মুঙ্গের জেলাবোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন; দেশের কাজে একাধিকবার কারারুদ্ধ; বিহারে কংগ্রেস গভর্ণমেণ্টের মুখ্যমন্ত্রী (১৯৩৭-৩৮); স্বাধীনতা লাভের পর হইতে একাদিক্রমে পুনরায় বিহারের মুখ্যমন্ত্রী।

শ্রীশ্রীপ্রকাশ: বর্তমানে বোম্বাই-এর রাজ্যপাল এবং মাদ্রাজের ও আসামের ভূতপূর্ব রাজ্যপাল। পাকিস্তানে ভারতের প্রথম হাই কমিশনার ছিলেন। ভারত সরকারের প্রাক্তন বাণিজ্যমন্ত্রী। ১৮৯০ সালের ৩রা আগস্ট তারিখে জন্ম। ১৯১৪ সালে বিলাত হইতে ব্যারিস্টারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আসেন। ১৯১৪-১৭ সাল পর্যন্ত বানারস বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৯১৮ সাল হইতে নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটির সদস্য। ১৯২৮-৩৪ সাল পর্যন্ত যুক্ত-প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির এবং ১৯২৯-৩১ সাল পর্যন্ত নিঃ ভাঃ কংগ্রেস কমিটির জেনারেল সেক্রেটারী। ১৯৩৫ সালে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্বাচিত; ১৯৪৫ সালে পুনর্নির্বাচিত। দেশের কাজে বহুবার কারাবরণ করিয়াছেন।

শ্রী এস. চন্দ্রশেখর: বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক, ১৯৪৪-এ রয়্যাল সোসাইটির ফেলো মনোনীত। জন্ম—১৯০৫ সালে। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজ, কোপেন-হেগেন প্রভৃতি স্থানে শিক্ষাপ্রাপ্ত; কেম্ব্রিজ ট্রিনিটি কলেজের ফেলো; ১৯৩৭-এ চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের ইয়ার্কিস্ মানমন্দিরে গবেষক, পরে সহকারী অধ্যাপক; ১৯৪৩ সালে এস্ট্রোফিজিক্স-এর অধ্যাপক নিযুক্ত; ১৯৪২-এ কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের এস্‌সি-ডি।

স্যার সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ: ভারতরাষ্ট্রের উপ-রাষ্ট্রপতি ও ভারতীয় রাজ্যপরিষদের সভাপতি। এম-এ, ডি-লিট, এল-এল-বি, এফ. বি-এ। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন দার্শনিক ও বাগ্মী। ১৮৮৮ সালের ৫ই সেপ্টেম্বর জন্ম। মাদ্রাজ ক্রিশ্চিয়ান কলেজে শিক্ষালাভ। মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজ ও মহীশূর বিশ্ববিদ্যালয়ে কিছুদিন দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপক ছিলেন; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রের পঞ্চম জর্জ-অধ্যাপক (১৯৩২-৩৩); অক্সফোর্ডের ম্যানচেষ্টার-

কলেজে তুলনামূলক ধর্মশাস্ত্র সম্বন্ধে অধ্যাপক ছিলেন। হিবার্ট লেকচারার, (১৯২৯-৩০); স্প্যাল্ডিং প্রোফেসার, অক্সফোর্ড (১৯৪৬); কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ভাইস-চ্যান্সেলার; রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠানে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতা ও ঐ প্রতিষ্ঠানের সভাপতি (১৪৯৬-৪৭); বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের সভাপতি (১৯৪৮); বহু দার্শনিক গ্রন্থের রচয়িতা; রাশিয়ায় ভারতের ভূতপূর্ব রাষ্ট্রদূত (১৯৪৯-৫১); ভারতরাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সম্মান 'ভারতরত্ন' উপাধিতে ভূষিত (১৯৫৪)।

শ্রীমতী সোফিয়া ওয়াদিয়া: বোম্বাইয়ের বিশিষ্ট সমাজ সেবিকা ও লেখিকা। 'আরিয়ান পাথ' ও ভারতীয় 'পি. ই. এন.' পত্রিকার সম্পাদিকা। জন্ম—সেপ্টেম্বর, ১৯০১। শিক্ষা—নিউইয়র্ক ও লণ্ডন। বার্সিলোনার আন্তর্জাতিক পি. ই. এন. সম্মেলনে (১৯৩৩) ভারতের প্রতিনিধি; ১৯৩৬ সালে বুওনোএয়ার্স্ সম্মেলনেও প্রতিনিধিত্ব করেন। সারা ভারত লেখক সম্মেলনেরও অন্যতম উদ্যোক্তা।

সৈয়দ ফজল আলী: বর্তমানে আসামের রাজ্যপাল; ইতিপূর্বে উড়িষ্যার রাজপাল ছিলেন। জন্ম—১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৮৮৬। বারাণসী, এলাহাবাদ ও লণ্ডনে শিক্ষালাভ করেন। ১৯২৪ সাল পর্যন্ত ছাপরায় এবং পাটনায় আইন ব্যবসা করেন। ১৯২৮ সালে পাটনা হাইকোর্টের বিচারপতি ও ১৯৪৩ সালে স্থায়ীভাবে উক্ত আদালতের প্রধান বিচারপতির পদে উন্নীত হন। রয়্যাল ইণ্ডিয়ান নেভী বিদ্রোহ তদন্ত কমিশনের সভাপতি (১৯৪৬); কলিকাতা দাঙ্গা তদন্ত কমিশনের সদস্য (১৯৪৬); ভারতীয় প্রতিনিধিরূপে জাতিপুঞ্জ প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সভার অধিবেশন যোগদান (১৯৪৭); সুপ্রীম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি (১৯৪৭-৫০)। রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সভাপতির পদে নির্বাচিত হইয়াছিলেন।

শ্রীহরিবিষ্ণু কামাথ: কংগ্রেস-বিরোধী রাজনৈতিক নেতা; সুভাষচন্দ্র বসু 'ফরোয়ার্ড ব্লক' গঠন করিলে তিনি উহাতে যোগদান করেন ও সুভাষচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ সহকর্মীরূপে উহাতে বিশিষ্টস্থান অধিকার করেন। জন্ম—১৩ই জুলাই, ১৯০৭; শিক্ষা—মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় (বি. এস্-সি.), লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স ও লণ্ডন ইউনিভার্সিটি কলেজে। আই-সি-এস চাকুরী ত্যাগ; দেশের কাজে বহুবার কারাবরণ করেন। লোকসভার প্রাক্তন সদস্য।

শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাব: উড়িষ্যার বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী; ভারত সরকারের ভূতপূর্ব শিল্প ও সরবরাহ মন্ত্রী। বোম্বাই-এর প্রাক্তন রাজ্যপাল। সংসদে

কংগ্রেসের পার্লামেণ্টারী পার্টির প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক। জন্ম—১৯০০ সালে। কটকের র‍্যাভেনশ' কলেজে শিক্ষালাভ। অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান (১৯২০); তদবধি কংগ্রেসের একনিষ্ঠ কর্মীরূপে কাজ করিতেছেন; ১৯২৪ সাল হইতে ৪ বৎসর বালেশ্বর জিলা বোর্ডের চেয়ারম্যান ছিলেন। জনপ্রিয় উড়িষ্যা দৈনিক 'প্রজাতন্ত্রে'র সম্পাদকরূপে ৭ বৎসর সাংবাদিক জীবন যাপন করেন; ১৯৪০ ও ১৯৪২ সালে আইন অমান্য আন্দোলনে যোগদান; কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্য, ১৯৩৮-৪৬; উড়িয়া ভাষায় তিনখানি উপন্যাস, একখানি নাটক ও উড়িষ্যার ইতিহাস প্রণেতা।

ডঃ হোমি জে. ভাবা ঃ বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক; রয়্যাল সোসাইটির ফেলো (১৯৪১)। জন্ম—১৯০৯ সালে। বোম্বাই ও কেম্ব্রিজে শিক্ষাপ্রাপ্ত; গণিত বিজ্ঞানে ট্রাইপস; ১৯৩২ সালে রোজ-বল ট্রাভেলিং বৃত্তি পান; রোমে অধ্যাপক ই. ফের্মির অধীনে ১৯৩৩-৩৪-এ গবেষণা করেন, পর পর তিন বৎসর আইজাক্ নিউটন বৃত্তি পাইয়াছিলেন; বোম্বাইতে ফাণ্ডামেণ্টাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের প্রধান পরিচালক। ভারতসরকারের 'পদ্মবিভূষণ—২য় শ্রেণী' উপাধি লাভ (১৯৫৪)। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতি (১৯৫১); ভারত সরকার-গঠিত 'আণবিক শক্তি কমিশনে'র সভাপতি। জেনেভাতে 'শান্তির জন্য আণবিক শক্তি সম্মেলনের' সভাপতি (১৯৫৫)।

শ্রীহৃদয়নাথ কুঞ্জরু ঃ জন্ম—১লা অক্টোবর, ১৮৮৭ সাল, দিল্লীতে। শিক্ষা—আগ্রা কলেজ এবং লণ্ডন স্কুল অব্ ইকনমিক্সে। জানুয়ারী ১৯৩৬ সাল হইতে 'সার্ভেন্টস অব ইণ্ডিয়া সোসাইটি'র সভাপতি। ১৯২১-২৩ সালে উত্তর-প্রদেশ আইন সভার এবং ১৯২৭-৩০ সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য। পূর্ব আফ্রিকা ভারতীয় কংগ্রেস এবং ন্যাশনাল লিবারেল ফেডারেশন অব ইণ্ডিয়ার সভাপতি ১৯২৯। সিডনীতে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় বৃটিশ কমনওয়েলথ রিলেশন কনফারেন্সে ভারতীয় প্রতিনিধিদলের নেতা, ১৯৩৮। ১৯৪৬-৪৭ সালে ন্যাশনাল কাডেট কোর এবং আর্মড ফোর্সেস রি অর্গানাইজেশন কমিটির এবং ১৯৪২-৪৭ সালে ভারতীয় আইন সভায় এমিগ্রেশন কমিটির সদস্য। ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অব ওয়ার্ল্ড এ্যাফেয়ার্স-এর প্রাক্তন সভাপতি। হিন্দুস্থান স্কাউটস্ এসোসিয়েশনের প্রাক্তন ন্যাশনাল কমিশনার। রাজ্য-পুনর্গঠন কমিশনের অন্যতম সদস্য ছিলেন।